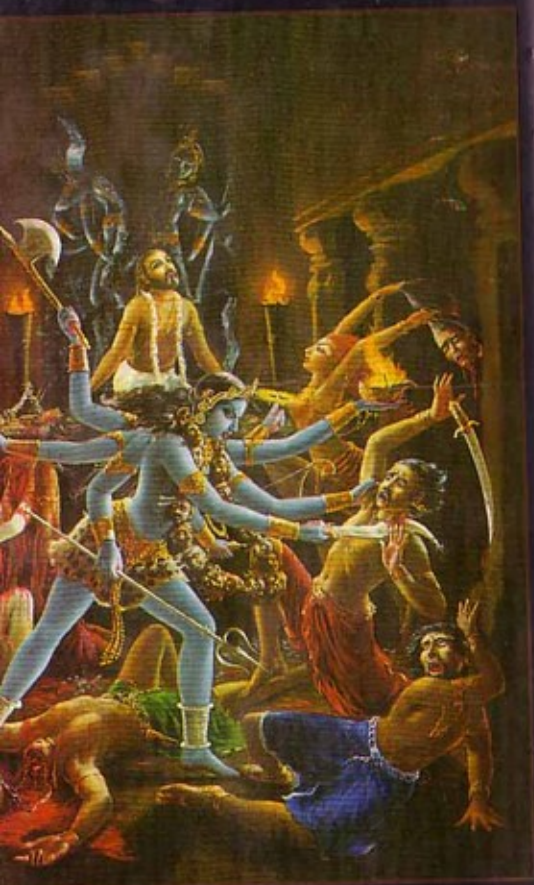




শ্রীমদ্ভাগবত

পঞ্চম স্কন্ধ

কৃষ্ণপাদীমূর্তি
অভয়চরণারবিন্দ
ভক্তিবেদান্ত স্বামী
প্রভুপাদ



ভক্তিবেদান্ত বুক হাউস

শ্রীমদ্ভাগবত

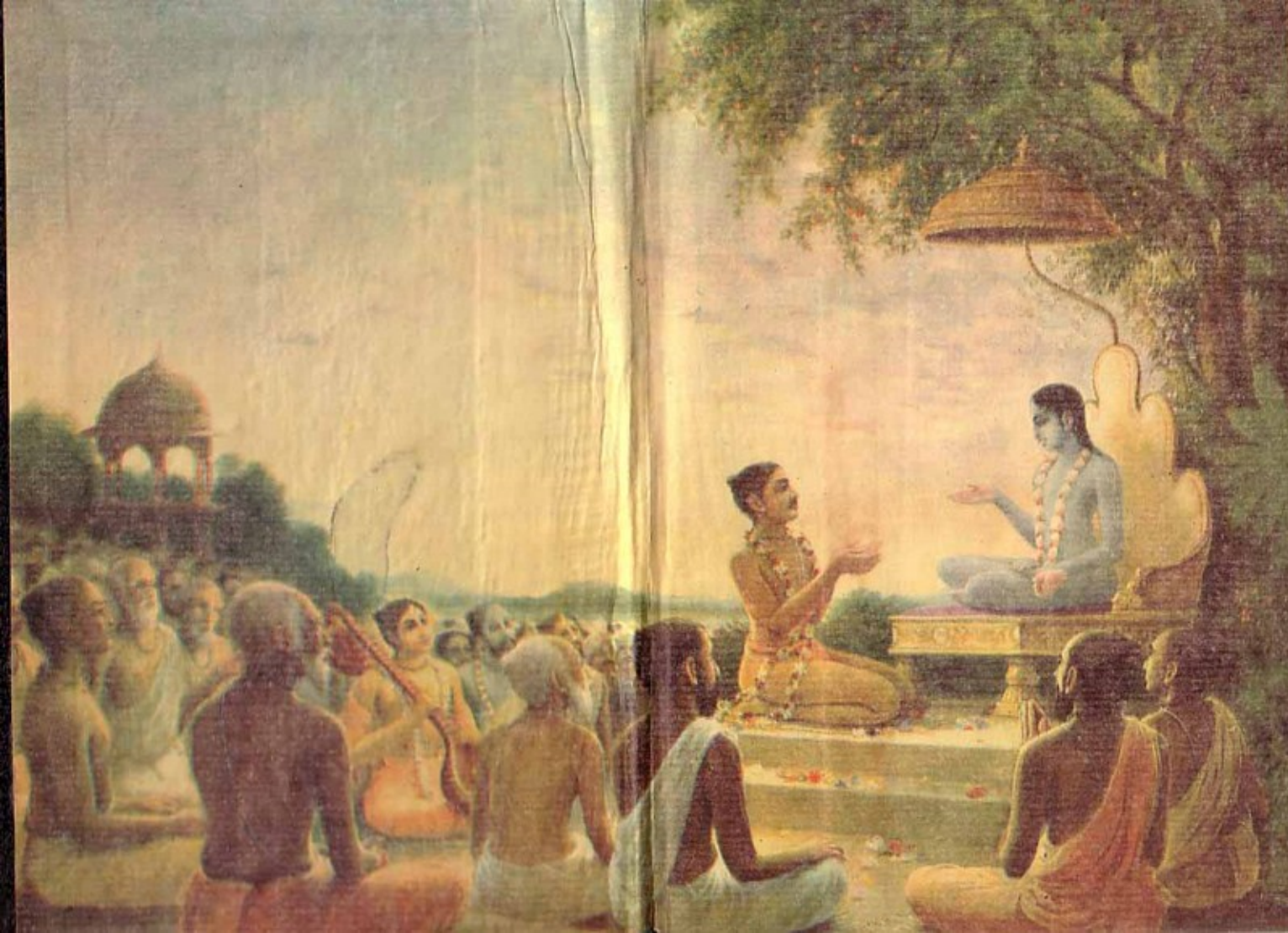
পঞ্চম স্কন্ধ



কৃষ্ণপাদীমূর্তি শ্রীম

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আধ্যাতমিক কৃষ্ণভাসনামৃত মণ্ডলের অধিপতি এ.আর.



শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাদেবো জগদগুরু

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত

শ্রীমদ্ভাগবত

মাসিক হরেকৃষ্ণ সমাচার

স্বয়ং উবাচ

নামং দেহো দেহভাজং নুলোকে
কষ্টান্ কামানহঁতে বিড়ভুজাং যো ।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
ওক্ষোদ্ যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং তেনন্তম্ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৫/৫/১)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবৈদান্ত স্বামী
প্রভুপাদ রচিত গ্রন্থাবলী :

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ
গীতার গান
শ্রীমদ্ভাগবত
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (৭ খণ্ড)
বৈষ্ণব বিদ্যা
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা
ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি
শ্রীউপদেশামৃত
শ্রীকপিল শিক্ষামৃত
কুণ্ডলিনীর শিক্ষা
অনুপম উপহার
ঈশোপনিষদ
পাশ্চাত্যে কৃষ্ণভক্তির প্রচার
কৃষ্ণভাবনার অমৃত
লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ (৩ খণ্ড)
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
জীবন আসে জীবন থেকে
বৈদিক সাম্যবাদ
অমৃতের সন্ধানে
ভগবানের কথা
ভক্তিকথা
ভক্তিরত্নাবলী
বুদ্ধিযোগ
ভক্তিবৈদান্ত রত্নাবলী
শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে
জ্ঞান কথা
ভগবৎ-দর্শন (মাসিক পত্রিকা)
হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার (পাশ্চিক পত্রিকা)

বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

ভক্তিবৈদান্ত বুক ট্রাস্ট
শ্রীমায়াপুর ৭৪১ ৩১০
নবীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

ভক্তিবৈদান্ত বুক ট্রাস্ট
১এ রেইনি পার্ক
কলকাতা ৭০০ ০১৯

শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির
শ্রীমায়াপুর ৭৪১ ৩১০
নবীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীশ্রীরাধাযোগিনী মন্দির
৩সি অ্যালবার্ট রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৭

শ্রীমদ্ভাগবত

পঞ্চম স্কন্ধ

“কর্মবাসনা”

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল
অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবৈদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য-সহ

ইংরেজি SRIMAD BHĀGAVATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক : শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী



ভক্তিবৈদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, বোম্বাই, নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, এডিন্‌ব্রো, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

ŚRIMAD BHĀGAVATAM
(Fifth Canto Bengali)

প্রকাশক :

ভক্তিবেন্দু বুক ট্রাস্টের পক্ষে

শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ : ৫,০০০ কপি, ১৯৯৫

দ্বিতীয় সংস্করণ : ৫,০০০ কপি, ১৯৯৭

গ্রন্থ-স্বত্ব :

১৯৯৭ ভক্তিবেন্দু বুক ট্রাস্ট

কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ :

ভক্তিবেন্দু বুক ট্রাস্ট প্রেস

বৃহৎসদন ভবন

শ্রীমায়াপুর ৭৪১ ৩১৩

নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	ক
ভূমিকা	৬

প্রথম অধ্যায়

মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ	১
অধ্যায়ের সারমর্ম	১
গৃহই বন্ধনের কারণ	২
ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ছায়া	৫
প্রিয়ব্রত নারদ মুনির শ্রীপাদপদ্মের সেবা-অভিলাষ করেছিলেন	১০
প্রিয়ব্রতকে দর্শনের জন্য ব্রহ্মার অবতরণ	১৩
ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতের সঙ্গে কথা বললেন	১৮
বর্ণশ্রম বিভাগগুলি বিজ্ঞানসম্মতভাবে আয়োজিত	২৩
ভগবানের দ্বারা আমাদের পরিচালিত হওয়া উচিত	২৬
অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ছয় সতীন	৩০
প্রিয়ব্রত ব্রহ্মার আদেশ পালন করলেন	৩৫
প্রিয়ব্রতের দশ পুত্র	৪৩
মহারাজ বর্হিষ্ণুতী প্রিয়ব্রতের শক্তি বর্ধিত করলেন	৪৯
প্রিয়ব্রত সূর্যের পিছনে তাঁর রথ চালালেন	৫২
প্রিয়ব্রত বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে বলতে লাগলেন	৫৮
প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্লোকাবলী	৬৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহারাজ আগ্নীশ্বের চরিত্রকথা	৬৯
আগ্নীধ্ব ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হলেন	৭২
আগ্নীধ্বকে পূর্বচিন্তি আকৃষ্ট করলেন	৭৬
পূর্বচিন্তির শক্তিশালী চাহনি	৮২

আগীর্ষ বালিকার শরীরের প্রশংসা করলেন	৮৫
আগীর্ষের নয় পুত্র	৯৩
আগীর্ষ পিতৃলোকে উন্নীত হলেন	৯৫

তৃতীয় অধ্যায়

মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে

ঋষভদেবের আবির্ভাব ৯৭

মহারাজ নাভি ও তাঁর পত্নী শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করলেন	৯৮
ভগবান শ্রীবিষ্ণু মহারাজ নাভির সম্মুখে আবির্ভূত হলেন	১০০
সকাম কর্মের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান	১০৫
নাভি ভগবানের মতো পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা করলেন	১১১
ভগবান মহর্ষিগণের স্তবে সন্তুষ্ট হলেন	১১৬
মেরুদেবীর পুত্ররূপে ভগবান আবির্ভূত হলেন	১১৯

চতুর্থ অধ্যায়

ভগবান ঋষভদেবের চরিত্রকথা ১২১

নাভির পুত্রের মধ্যে সমস্ত উত্তম গুণ প্রকটিত হল	১২৩
ঋষভদেব সারা পৃথিবীর সম্রাটরূপে অভিষিক্ত	১২৭
ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র ভরত	১৩৩
ঋষভদেব বর্ণশ্রম-ধর্ম অনুসারে রাজ্যাশাসন করেন	১৩৮

পঞ্চম অধ্যায়

পুত্রদের প্রতি ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ ১৪৩

মনুষ্য-জীবনের মাহাত্ম্য	১৪৪
জড় দেহ দুঃখ-দুর্দশার কারণ	১৪৮
গৃহ, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির প্রতি আসক্তি	১৫৪
হৃদয়গ্রহি ছিন্ন করতে হবে	১৫৯
পরমেশ্বর ভগবানরূপে ঋষভদেব	১৬৬
ভগবান ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রীতিপরিচায়ণ	১৭১
ইন্দ্রিয়গুলির যথার্থ কার্য	১৭৯

ঋষভদেব অবধূত বেশ ধারণ করলেন	১৮১
ঋষভদেব গাভী ও মৃগের বৃত্তি অনুগমন করলেন	১৮৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভগবান ঋষভদেবের কার্যকলাপ ১৯১

মনের সঙ্গে বদ্ধ স্থাপন করা উচিত নয়	১৯৪
ঋষভদেবের দেহ দাবানলে ভস্মীভূত হল	২০০
ঋষভদেব পতিভজনের উদ্ধারের জন্য অবতরণ করেছিলেন	২০৩
ঋষভদেবের লীলা বর্ণনা শ্রবণ	২০৮

সপ্তম অধ্যায়

মহারাজ ভরতের চরিত্রকথা ২১৫

ভরত ও পঞ্চজনীর পাঁচ পুত্র	২১৬
বাসুদেবের প্রসন্নতা বিধানের জন্য ভরতের যজ্ঞ	২২০
গৃহস্থ-আশ্রম থেকে ভরতের অবসর গ্রহণ	২২৫
সূর্যমণ্ডলে নারায়ণকে ভরতের আরাধনা	২৩০

অষ্টম অধ্যায়

ভরত মহারাজের চরিত্র বর্ণনা ২৩৩

হরিণ-শিতুর প্রতি ভরতের কল্পণা	২৩৭
হরিণ-শিতুর প্রেমে ভরতের হৃদয় আবদ্ধ	২৪২
হরিণ-শিতকে ভরত রাজপুত্রের মতো গ্রহণ করলেন	২৫০
মৃত্যুকালে ভরত হরিণের শরীর প্রাপ্ত হলেন	২৫৭
ভরত মহারাজের অনুতাপ	২৬১

নবম অধ্যায়

জড় ভরতের পরম মহৎ চরিত্র ২৬৫

ব্রাহ্মণ পরিবারে ভরতের জন্মগ্রহণ	২৬৬
পিতার সমক্ষে জড় ভরতের মূর্খের মতো আচরণ	২৭১
জড় ভরত কেবল আহারের জন্য কাজ করতেন	২৭৭
দেবী ভদ্রকালী স্বয়ং জড় ভরতকে রক্ষা করলেন	২৮৩

ষোড়শ অধ্যায়

জম্বুদ্বীপের বর্ণনা

৪৭৯

বিরাটরূপে মনোনিবেশ	৪৮২
জম্বুদ্বীপে নয়টি বর্ষ	৪৮৫
সূমেরু পর্বতের চারদিকে চারটি পর্বত	৪৯০
অরুণোদা নদী আশ্রয় প্রবাহের সৃষ্টি	৪৯৩
মহাকদম্ব বৃক্ষ থেকে মধুর ধারা নির্গত হয়	৪৯৭
সূমেরু পর্বতের পাদদেশে চারপাশের পর্বতগুলি	৫০০
ব্রহ্মার পুরী	৫০২

সপ্তদশ অধ্যায়

গঙ্গার অবতরণ

৫০৫

গঙ্গানদীর উৎস	৫০৭
গঙ্গাজল আকাশমার্গে অনীত হয়েছে	৫১১
ভারতবর্ষকে কর্মক্ষেত্র বলা হয়	৫১৬
ভগবান শ্রীনারায়ণ চতুর্ভুজরূপে বিরাজমান	৫২১
ভগবান সঙ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে শিবের প্রার্থনা	৫২৫
শেষ অবতার তাঁর সহস্র যশায় ব্রহ্মাওগুলিকে	
ধারণ করে রয়েছেন	৫২৮

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভগবানের প্রতি জম্বুদ্বীপবাসীদের প্রার্থনা

৫৩৩

ভক্তপ্রভা হয়শীর্ষের আরাধনা করেন	৫৩৪
হয়গ্রীব বেস উদ্ধার করেন	৫৪০
যে মন্ত্র প্রহ্লাদ মহারাজ জপ করেছিলেন	৫৪২
মুকুন্দের কার্যকলাপ শ্রবণ	৫৪৯
কামদেব তাঁর নিত্য ইন্দ্రిয়ে আনন্দ উপভোগ করেন	৫৫৬
শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পতি	৫৬২
বৈবস্বত মনু মৎস্য অবতারের আরাধনা করেন	৫৭১
অর্ঘ্যমা শ্রীবিষ্ণুর কূর্ম শ্রীমূর্তির উপাসনা করেন	৫৭৭

কপিলদেব জগৎকে বিশ্লেষণ করেছেন

৫৮২

আদি বরাহরূপে ভগবান

৫৯০

উনবিংশতি অধ্যায়

জম্বুদ্বীপের অতিরিক্ত বর্ণনা

৫৯১

হনুমান সর্বদা শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় যুক্ত	৫৯২
শ্রীরামচন্দ্রের অবতরণের উদ্দেশ্য	৫৯৮
অযোধ্যাবাসী ভক্তরা বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলেন	৬০৩
নর-নারায়ণের মহিমা	৬০৭
বিষয়াসক্ত ব্যক্তির শরীরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসক্ত	৬১০
ভারতবর্ষের প্রধান নদীসমূহ	৬১৩
দেবতার ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করতে চান	৬১৮
দেবতা উপাসকেরা ভগবানের বর লাভ করেন	৬২৫
জম্বুদ্বীপের চতুর্দিকে আটটি দ্বীপ	৬৩০

বিংশতি অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের গঠন বর্ণনা

৬৩৩

ব্রহ্মদ্বীপবাসীরা সূর্যলোক প্রাপ্ত হন	৬৩৭
শাম্বলীদ্বীপ সুরাসাগর দ্বারা পরিবৃত্ত	৬৪২
কুশদ্বীপে কুশভক্ত আছে	৬৪৫
ক্রৌঞ্চ পর্বত বরুণদেব কর্তৃক সুরক্ষিত	৬৪৯
শাকদ্বীপ দধি-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত	৬৫৩
পুন্ড্রদ্বীপে বিশাল পদ্ম	৬৫৬
কাঞ্চনময়ী ভূমি	৬৬০
ভগবান গ্রহলোকসমূহ পালনের জন্য তাঁর বিভিন্ন রূপ	
প্রকাশ করেন	৬৬৫

একবিংশতি অধ্যায়

সূর্যের গতির বর্ণনা

৬৭১

গ্রহদের রাজা সূর্যদেব	৬৭৩
সূর্য মানসোত্তর পর্বতের চতুর্দিকে ভ্রমণ করেন	৬৭৬

চন্দ্র উদ্ভিত হন এবং অস্ত গমন করেন	৬৭৮
সূর্যদেবের রথ	৬৮০

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

গ্রহগণের কক্ষপথ ৬৮৫

সূর্য ও গ্রহগুলির গতি	৬৮৭
সূর্যদেবের তিন গতি	৬৯০
চন্দ্র ভগবানের প্রভাবের প্রতীক	৬৯৩
বৃহস্পতি ব্রাহ্মণকুলের শুভাকাঙ্ক্ষী	৬৯৬

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

শিশুমার-চক্র ৬৯৯

সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের অবলম্বন শুভরূপে ধ্রুবলোক বিরাজ করছে	৭০১
শিশুমারের আকৃতি	৭০৭
শিশুমার-চক্র উপাসনার মন্ত্র	৭১০

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

পাতাললোকের বর্ণনা ৭১৩

সূর্য ও চন্দ্র উভয়েরই প্রতি রাধ বৈরীভাবাপন্ন	৭১৫
কৃত্রিম স্বর্গপুরীর মনোহর নগরাদি	৭২০
বল দানবের দ্বারা তিন প্রকার রমণীর সৃষ্টি	৭২৪
বলি মহারাজ বামনদেবকে সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন	৭২৯
বলি মহারাজ বলেছিলেন	৭৩৪
মহাভল বহুফাধারী সর্পদের বাসস্থান	৭৩৯

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

ভগবান অনন্তদেবের মহিমা ৭৪৩

ভগবান অনন্তদেবের সৌন্দর্য	৭৪৮
অনন্তদেব তাঁর অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধ সংবরণ করেন	৭৪৯

নারদ মুনি সর্বদা অনন্তদেবের মহিমা কীর্তন করেন	৭৫১
অনন্তদেব অনার্যাসে ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে রয়েছেন	৭৫৮

ষড়বিংশতি অধ্যায়

নরকের বর্ণনা ৭৬১

নরকের অবস্থান	৭৬৬
বিভিন্ন নরকের নাম	৭৬৯
রুদ্র নামক প্রাণী	৭৭২
নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডদানের দণ্ড	৭৭৭
অবৈধ যৌনসঙ্গের দণ্ড	৭৮২
অকারণে পশুবলির দণ্ড	৭৮৭
সর্পের ন্যায় ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিদের দণ্ড	৭৯৪
পাপী ও পুণ্যবান উভয়কেই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়	৭৯৯

অনুক্রমণিকা ৮০৫

মুখবন্ধ

আধুনিক সমাজের যে কি প্রয়োজন, সেটি জানা অত্যন্ত আবশ্যিক। সেই প্রয়োজনটি কি? মানব সমাজ বিশেষ কোন দেশ অথবা জাতির ভৌগোলিক সীমারেখার দ্বারা আর সীমাবদ্ধ নয়। মধ্যযুগের মানব সমাজ অপেক্ষা আজকের মানব সমাজ অনেক বেশি প্রশস্ত, এবং আধুনিক যুগের প্রবণতা হচ্ছে যেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একটি রাষ্ট্র অথবা একটি মানব সমাজ গড়ে ওঠে। শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দেশ অনুসারে, আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের আদর্শ হচ্ছে সমগ্র মানব সমাজের ঐক্য-সাধন করা। না, কেবলমাত্র মানব সমাজেরই ঐক্য-সাধন নয়, সমগ্র জীব সমাজের ঐক্য-সাধন করা। এই আদর্শকে ফলপ্রসূ করার প্রয়োজনীয়তা মহান চিন্তাশীল মানুষেরা অনুভব করছেন। শ্রীমদ্ভাগবত মানব সমাজের এই অভাবটি পূর্ণ করবে। তাই, পারমার্থিক ঐক্য-সাধন শুরু হয় বেদান্ত দর্শনের জন্মাদ্যস্য যতঃ সূত্রটি দিয়ে।

মানব সমাজ আজ আর অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে জাগতিক সুখ-ভোগ, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির দ্রুত প্রগতি হয়েছে। কিন্তু তবুও সমাজ-ব্যবস্থায় কোথায় যেন একটা গলদ রয়ে গেছে, এবং তাই অত্যন্ত নগণ্য বিষয় নিয়েও ব্যাপকভাবে কলহ-বিবাদ হচ্ছে। মানব সমাজে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা করে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনটি শ্রীমদ্ভাগবত মেটাতে পারে, কেননা এটি হচ্ছে সমগ্র মানব সমাজের ভগবৎ-চেতনার পুনর্বিকাশের এক সাংস্কৃতিক অবদান।

স্কুল এবং কলেজগুলিতেও শ্রীমদ্ভাগবত সঙ্ক্ষেপে শিক্ষাদানের প্রচলন করা উচিত, কেননা মহান ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর ছাত্রাবস্থায় সমাজের আসুতিক ভাবধারার পরিবর্তন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন—

কৌমার্য আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মনি ভাগবতানিহ ।

দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধুবমর্থদম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৬/১)

আধুনিক মানব সমাজের সমস্ত বৈষম্যের কারণ হচ্ছে ভদ্রজ্ঞানবিহীন ভগবত্তিমুখ সভ্যতা। ভগবান, অথবা সর্বশক্তিমান একজন রয়েছেন, যাঁর থেকে সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে, যাঁর দ্বারা সব কিছু পরিচালিত হচ্ছে এবং যাঁর মধ্যে সব কিছু

ভূমিকা

“ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলা সংবরণ করে ধর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানসহ তাঁর ধামে ফিরে যাওয়ার ঠিক পরেই সূর্যের মতো উজ্জ্বল এই ভাগবত পুরাণ উদ্ভিত হয়েছে। যে সমস্ত মানুষ কলিযুগের অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে দুষ্টিহীন হয়ে পড়েছে, তারা এই ভাগবত পুরাণ থেকে তত্ত্বজ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হবে।”

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৩/৪৩)

ভারতের কালাতীত তত্ত্বজ্ঞান বেদে সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, যাতে মানবীয় জ্ঞানের সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে। আদিতে বৈদিক জ্ঞান শ্রৌত পন্থায় প্রবাহিত হত, কিন্তু আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ভগবানের ‘শতাব্ধি অবতার’ শ্রীল ব্যাসদেব সমস্ত বেদ লিপিবদ্ধ করেন। বেদ লিপিবদ্ধ করার পর ব্যাসদেব বৈদিক তত্ত্বজ্ঞানের নির্বাসনরূপ বেদান্ত-সূত্র প্রণয়ন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত সেই বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য। তাঁর পারমার্থিক জীবনের পরিপক্ব অবস্থায় শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর গুরুদেব শ্রীল নারদ মুনির নির্দেশে তা প্রণয়ন করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ‘বেদ-বৃক্ষের সুপক্ক ফল’, এবং বৈদিক জ্ঞানের সবচাইতে পূর্ণাঙ্গ এবং প্রামাণিক বিশ্লেষণ।

শ্রীমদ্ভাগবত সংকলন করার পর শ্রীল ব্যাসদেব তার সংকীর্ণসার তাঁর পুত্র শুকদেব গোষ্বামীকে প্রদান করেন। শুকদেব গোষ্বামী যথাক্রমে হস্তিনাপুরে গঙ্গার তীরে তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিদের সভায় পরীক্ষিৎ মহারাজকে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়েছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ ছিলেন সমাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর এবং এক মহান রাজর্ষি। তিনি যখন জ্ঞানতে পারেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হবে, তখন তিনি সমগ্র সাধোজ্ঞা পরিচ্যাগ করে রাজকর্ষ থেকে অবসর গ্রহণ করেন, এবং গঙ্গাতীরে গমনপূর্বক পারমার্থিক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে প্রায়োপবেশনে রত হন। শ্রীমদ্ভাগবত শুরু হয় শুকদেব গোষ্বামীর কাছে পরীক্ষিৎ মহারাজের বিনীত প্রশ্নের মাধ্যমে—“আপনি মহান ঋষি এবং ভক্তদের পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান প্রদানকারী গুরুদেব। তাই আমি আপনার কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি আপনি যেন সমস্ত মানুষদের পরম মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করেন, বিশেষ করে যারা মরণোন্মুখ। আপনি দয়া করে আমাকে বলুন মানুষের কি শ্রবণ করা কর্তব্য, কীর্তন করা কর্তব্য, স্মরণ

করা কর্তব্য এবং অর্চন করা কর্তব্য। কি করা মানুষের কর্তব্য নয়, তাও আপনি বলুন। দয়া করে এই সমস্ত বিষয়ে আপনি আলোকপাত করুন।”

এই প্রশ্নের উত্তর, এবং আশ্চর্য প্রকৃতি থেকে শুরু করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে মহারাজ পরীক্ষিতের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর শ্রীল শুকদেব গোষ্বামী দিয়েছিলেন, এবং এক সপ্তাহ ধরে তাঁদের সেই প্রশ্নোত্তর সেখানে সমবেত সমস্ত মহান ঋষিরা মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ আবেশিত চিত্তে শ্রবণ করেছিলেন। মহর্ষি সূত গোষ্বামীও গঙ্গার তীরে সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, এবং শ্রীল শুকদেব গোষ্বামীর শ্রীমুখ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন। পরে, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কলিযুগের জঘন্য প্রভাষকে প্রতিহত করার মানসে, নৈমিষারণ্যে সহস্র বর্ষব্যাপী এক মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সমবেত ঋষিদের সভায় তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। ঋষিরা যখন তাঁকে বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম বিশ্লেষণ করতে অনুরোধ করেছিলেন, তখন শ্রীল সূত গোষ্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে শুকদেব গোষ্বামী যে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়েছিলেন, তার অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক তাঁর স্মৃতিপট থেকে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

পরীক্ষিৎ মহারাজ যে প্রশ্নগুলি করেছিলেন এবং শ্রীল শুকদেব গোষ্বামী সেই সমস্ত প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকেরা সূত গোষ্বামীর মুখে তার বর্ণনা শ্রবণ করেন। তা ছাড়া নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিদের হয়ে শৌনক ঋষি যে সমস্ত প্রশ্ন করেছিলেন, সূত গোষ্বামী কখনও কখনও সরাসরিভাবে সেইগুলিরও উত্তর দিয়েছেন। তাই একজন একই সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের দুটি কথোপকথন শ্রবণ করতে পারে—একটি গঙ্গার তীরে মহারাজ পরীক্ষিৎ ও শুকদেব গোষ্বামীর, এবং অন্যটি নৈমিষারণ্যে শৌনক আদি ঋষি ও সূত গোষ্বামীর। অধিকন্তু, পরীক্ষিৎ মহারাজকে উপদেশ দেওয়ার সময় শুকদেব গোষ্বামী প্রায়ই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে নারদ মুনি ও বসুদেবের মতো মহাঋষিদের মধ্যে দীর্ঘ দার্শনিক আলোচনারও বর্ণনা করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করে পাঠক বিভিন্ন সূত্র থেকে লব্ধ বিভিন্ন ঘটনাগুলির বর্ণনাকারী কথোপকথনের পরস্পর সংমিশ্রণ সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য হচ্ছে দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করা, তাই ঘটনাবলীর অনুক্রমিক বর্ণনা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। মনোযোগ সহকারে শ্রীমদ্ভাগবতের গভীর তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করাই পাঠকের মুখ্য কর্তব্য।

এই গ্রন্থের অনুবাদক শ্রীমদ্ভাগবতকে মিছরির সঙ্গে তুলনা করেছেন—যেখানেই তার স্বাদ গ্রহণ করা হোক, সর্বত্রই তা সমানভাবে মধুর এবং উপাদেয়। তাই,

শ্রীমদ্ভাগবতের মাদুর্ঘ্য আবাদন করার জন্য এই মহান গ্রন্থের যে কোন খণ্ড থেকেই পাঠ শুরু করা যেতে পারে। তবে প্রাথমিক স্বাদ লাভ করার, পর, ঐকান্তিক পাঠকে প্রথম স্তর থেকে পাঠ করতে শুরু করলে সবচাইতে ভাল হয় বলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এবং তারপর ক্রমানুসারে এক খণ্ড থেকে আর এক খণ্ড পাঠ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই সংস্করণটি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রথিতযশা শিক্ষক কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেন্দ্য স্বামী প্রভুপাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং ভক্তিমূলক রচনা। বৈদিক সংস্কৃতি ও ভাবধারার পাশাপাশি আধুনিক জীবনের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতি এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের ফলে তিনি পাশ্চাত্য জগতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মহান এই শাস্ত্রগ্রন্থটি এমন অপরূপ সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

পাঠকবর্গ বিভিন্ন কারণে এই গ্রন্থটির গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন। যারা ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্যমণ্ডিত এই গ্রন্থ সম্বন্ধে উৎসাহী, তাঁদের কাছে এর প্রতিটি বিষয় বিস্তারিতভাবে অর্থ প্রদান করবে। তুলনামূলক দর্শন এবং ধর্মের ছাত্রদের কাছে এই শ্রীমদ্ভাগবত ভারতের অতি গভীর পারমার্থিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান প্রদান করবে। সমাজতত্ত্ববিদ এবং নৃতত্ত্ববিদের কাছে এই ভাগবত শান্তিপূর্ণ এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংগঠিত বৈদিক সংস্কৃতির ব্যবহারিক কার্যকারিতা সম্বন্ধে অর্থ প্রদান করবে, যে সমাজ-ব্যবস্থার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অতি উন্নত পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে একে অপরের সঙ্গে একাবদ্ধ ছিল। সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে অতুলনীয় কাব্যগ্রন্থ। মনোবিজ্ঞানের ছাত্রেরা চেতনার ধর্ম, মানুষের স্বভাব এবং ব্যক্তি-সত্তার দর্শন সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করবেন। অবশেষে, যারা পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁদের সর্বোচ্চ তত্ত্বজ্ঞান এবং পরমতত্ত্ব উপলব্ধির পথে অত্যন্ত সরল এবং ব্যবহারিক পন্থা প্রদর্শন করবে। ভক্তিবেন্দ্য বুক ট্রাস্ট কর্তৃক বহু খণ্ডে প্রকাশিত এই মহান গ্রন্থটি বহুকাল ধরে আধুনিক যুগের মানুষের বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক এবং পারমার্থিক জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রাখবে।

—প্রকাশক

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর প্রশংসা

আন্ধ-উপলব্ধি সম্বন্ধে ভারতের অন্তর্হীন বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জগতে নিয়ে আসার জন্য বহু মনীষী বিগত কয়েক বছর ধরে শ্রীল প্রভুপাদের লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

* * *

“শ্রীমদ্ এ. সি. ভক্তিবেন্দ্য স্বামী প্রভুপাদ এক অমূল্য কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। মানব সমাজের মুক্তির জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি এক অনবদ্য অবদান।”

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী
ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

“ভারতের যোগীদের প্রদত্ত ধর্মের বিবিধ পন্থার মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দশম অধ্যায় শ্রীল ভক্তিবেন্দ্য স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা হচ্ছে সবচাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবেন্দ্য স্বামী তাঁর ব্যক্তিগত ভক্তি, একনিষ্ঠতা, অদম্য শক্তি এবং দক্ষতার দ্বারা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ সংগঠন করে যেভাবে হাজার হাজার মানুষকে ভগবদ্ভক্তির মার্গে উদ্বুদ্ধ করেছেন, পৃথিবীর প্রায় সব কটি বড় বড় শহরে রাখাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদত্ত ভক্তিযোগের ভিত্তিতে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, তা অস্বাভাবিক।”

প্রফেসর মহেশ মেহতা
প্রফেসর অব এশিয়ান স্টাডিস্,
ইউনিভার্সিটি অব উইগসর,
অক্সফোর্ড, কানাডা

“এ. সি. ভক্তিবেন্দ্য স্বামী প্রভুপাদ হচ্ছেন একজন অত্যন্ত বরফিরা আচার্য এবং এক মহান সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।”

জোসেফ জিন লানজো ডেলভার্টো
বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক এবং সাহিত্যিক

“শ্রীল প্রভুপাদের বিশাল সাহিত্য-সম্ভারের পাণ্ডিত্য এবং নিষ্ঠার মাহাত্ম্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শ্রীল প্রভুপাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভবিষ্যতের মানুষেরা অবশ্যই এক সুন্দরতর পৃথিবীতে বাস করার সুযোগ পাবে। তিনি বিশ্বজ্যেষ্ঠ এবং সমস্ত মানব সমাজের ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মহান প্রতীক। ভারতবর্ষের বাহিরের জগৎ, বিশেষ করে, পাশ্চাত্য জগৎ শ্রীল প্রভুপাদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। কেননা তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাদের ভারতের কৃষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রদান করেছেন।”

শ্রীবিদ্বান্থ গুপ্তা, পি-এইচ. ডি
প্রফেসর অব হিন্দি,
এম, ইউ, অলিগড়,
উত্তরপ্রদেশ

“পাশ্চাত্যে বসবাসকারী একজন ভারতীয় হিসাবে যখন আমি আমাদের দেশের বহু মানুষকে এখানে এসে ভগ্ন গুরু সেজে বসতে দেখি, তখন আমার খুব খারাপ লাগে। পাশ্চাত্যে যেমন যে কোন এক সাধারণ মানুষ তার জন্ম থেকেই খ্রীস্টান সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়, ভারতবর্ষেও একজন সাধারণ মানুষ তেমনি তার জন্ম থেকেই ধ্যান এবং যোগের তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমানে বহু অসং লোক ভারতবর্ষ থেকে এখানে এসে যোগ সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণা প্রদর্শন করে মজ্জা দেওয়ার নামে লোক ঠকাচ্ছে এবং নিজেদের ভগবানের অবতার বলে প্রচার করছে। এই ধরনের অনেক প্রবঞ্চক তাদের অল্প অনুগামীদের এমনভাবে প্রবঞ্চনা করছে যে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাদেরই একটু জ্ঞান আছে তারাও উন্মিষ্ট হয়ে পড়ছেন। সেই কারণে শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেন্দ্যন্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী পাঠ করে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছি। সেগুলি ‘গুরু’ এবং ‘যোগী’ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত যে ভয়ঙ্কর প্রবঞ্চনা চলছে, তা বন্ধ করবে এবং সমস্ত মানুষকে প্রাচ্য সংস্কৃতির যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দেবে।”

ডঃ কৈলাস বাজপেয়ী
ডাইরেক্টর অব ইণ্ডিয়ান স্টাডিস
সেন্টার ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিস
দি ইউনিভার্সিটি অব মেরিকো

“এ. সি. ভক্তিবেন্দ্যন্ত স্বামী প্রভুপাদের রচিত গ্রন্থগুলি কেবল সুন্দরই নয়, তা বর্তমান যুগের পক্ষে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে যখন সমগ্র জাতিই জীবনের আসল উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য এক সাংস্কৃতিক পন্থা খুঁজছে।”

ডঃ সি. এল. শ্রেণ্ডবারি
প্রফেসর অব সোসিওলজি,
সিফেন এক অসিন সেট ইউনিভার্সিটি

“ভক্তিবেন্দ্যন্ত বৃক ট্রাস্টের প্রকাশিত বই পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেই কৃতজ্ঞতা বলে মনে করছি। এই গ্রন্থগুলি শিক্ষায়তন এবং পাঠাগারগুলির জন্য এক অমূল্য সম্পদ। ভারতীয় দর্শন এবং সংস্কৃতির প্রতিটি অধ্যাপক এবং ছাত্রদের কাছে আমি বিশেষভাবে সুপারিশ করব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করার জন্য। মহান পণ্ডিত ও গ্রন্থকার শ্রীমদ্ এ. সি. ভক্তিবেন্দ্যন্ত স্বামী হচ্ছেন এক বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ এবং আধুনিক জগতের কাছে বৈদিক দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগের এক মহান পথ-প্রদর্শক। বৈদিক জ্ঞান অধ্যয়ন করার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে তিনি একশটিরও অধিক পরমার্থিক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। পৃথিবীর সব কটি দেশে বৈদিক জীবনধারা ও সনাতন ধর্ম প্রচারে তাঁর অবদানের কোন তুলনা হয় না। স্বামী ভক্তিবেন্দ্যন্তের মতো গুণী মানুষের দ্বারা যে আজ ভগবতের বাণী সারা পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য প্রচারিত হচ্ছে সেজন্য আমি তাঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।”

ডঃ আর কালিয়া

প্রেসিডেন্ট

ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন

“বৈদিক শাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ এবং ভাষ্য রচনা করে স্বামী ভক্তিবেন্দ্যন্ত ভগবদ্ভক্তদের উদ্দেশ্যে এক মহান কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। এই তত্ত্ব-দর্শনের বিশ্বজনীন প্রয়োগ আজকের দুর্দশাগ্রস্ত জগতে এক আশীর্বাণী বহন করে এনে এই জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেছে। প্রকৃতই এ এক মহান অনুপ্রেরণাপ্রসূত রচনা যা প্রতিটি অনুসন্ধিৎসু মানুষের জীবন সম্বন্ধে ‘কেন’, ‘কবে’ এবং ‘কোথায়’ প্রকৃতি অনুসন্ধানের সন্ধান দেবে।”

ডঃ জুডিথ এম টাইবার্গ

ফাউণ্ডার এণ্ড ডিরেক্টর

ইস্ট-ওয়েস্ট কালচারাল সেন্টার

লন্স এঙ্গেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া

“...খ্রীষ্টেনা মহাপ্রভুর উত্তরাধিকারীরাপে, ভারতীয় সংস্কৃতির কর্ণধাররাপে ভক্তিবেন্দ্যন্ত স্বামী প্রভুপাদ যথার্থভাবেই ‘কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি’ (His Divine Grace) উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন। স্বামী প্রভুপাদ সংস্কৃত ভাষার উপর পরিপূর্ণ দখল অর্জন করেছেন। আমাদের কাছে তাঁর ভগবদ্গীতা মহান অনুপ্রেরণা নিয়ে এসেছে, কেননা তা হচ্ছে খ্রীষ্টেনা মহাপ্রভুর ভগবদ্গীতার প্রামাণিক বিশ্লেষণ। একজন খ্রীস্টান দার্শনিক এবং ভারত-তত্ত্ববিদের এই প্রশংসা হচ্ছে ঐকান্তিক বন্ধুত্বের অভিব্যক্তি।”

অনিভিন্নার ল্যাকোথ

প্রফেসর, ইউনিভার্সিটি দ্য প্যারিস, সর্বোদ

ভূতপূর্ব ডিরেক্টর, ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ান মিউজিকোলজি

“আমি গভীর উৎসাহ, মনোযোগ এবং সাবধানতার সঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ স্বামী’র গ্রন্থগুলি পাঠ করেছি এবং দেখেছি যে ভারতের পারমার্থিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে উৎসাহী যে কোন মানুষের কাছে সেগুলির মূল্য অবর্ণনীয়। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় সেই বিষয় সম্বন্ধে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন দিয়ে গেছেন। বৈষ্ণব দর্শনের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও যে সহজ এবং সাবলীল ভঙ্গীতে তিনি অত্যন্ত জটিল ভাবধারাগুলি বর্ণনা করেছেন, তা থেকে সহজেই বোকা যায় যে তিনি সম্পূর্ণরূপে তার মর্ম উপলব্ধি করেছেন। তিনি অবশ্যই সেই পারমার্থিক জ্ঞানের সর্বোচ্চ আলোক প্রাপ্ত হয়েছেন, যা অতি অল্প কয়েকজন মহাপুরুষই লাভ করেছেন।”

ডঃ এইচ. বি. কুলকার্নী

প্রফেসর অব ইংলিশ এণ্ড ফিলসফি
উটা স্টেট ইউনিভার্সিটি, লোগান, উটা

“আজকের দুর্দশাগ্রস্ত জগতে ভক্তিবিনোদ স্বামী’র এই গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহে এক অতুলনীয় অবদান।”

ডঃ সুদা এল ভাট

প্রফেসর অব ইণ্ডিয়ান ল্যাস্ট্রয়েজিস্
বোস্টন ইউনিভার্সিটি, বোস্টন, ম্যাসাচুসেট্‌স্

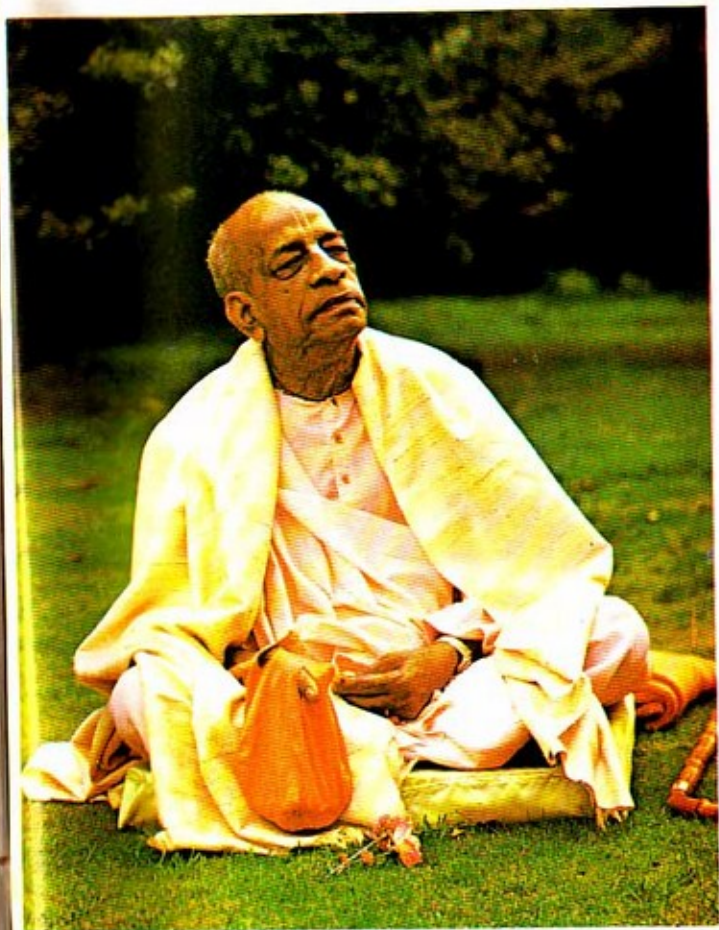
“কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এ. সি. ভক্তিবিনোদ স্বামী প্রভূপাদ কৃত অনুবাদগুলি ভারত-তত্ত্ববিদ এবং ভারতের পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহী সাধারণ মানুষ, উভয়ের কাছেই এক মহা আনন্দের বিষয়।

“...গভীর মনোযোগ সহকারে যে-ই তাঁর ভাষ্যগুলি পাঠ করবে, সেই বৃত্তিতে পারবে যে, তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থটিও শ্রীল ভক্তিবিনোদ স্বামী’র প্রগাঢ় ভগবদ্ভক্তি, চিন্তা, আবেগ এবং বিশিষ্ট পণ্ডিত্যপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার এক সুষ্ঠু সমন্বয়।”

“...অত্যন্ত মনোরমভাবে সংকলিত এই গ্রন্থগুলি ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থে আসক্ত মানুষের পাঠাগারগুলি অলংকৃত করবে, তা তিনি পণ্ডিতই হোন, ভক্তই হোন অথবা সাধারণ পাঠকই হোন।”

ডঃ জে. ব্রুস লস

ডিপার্টমেন্ট অব এশিয়ান স্টাডিস,
কর্ণেল ইউনিভার্সিটি



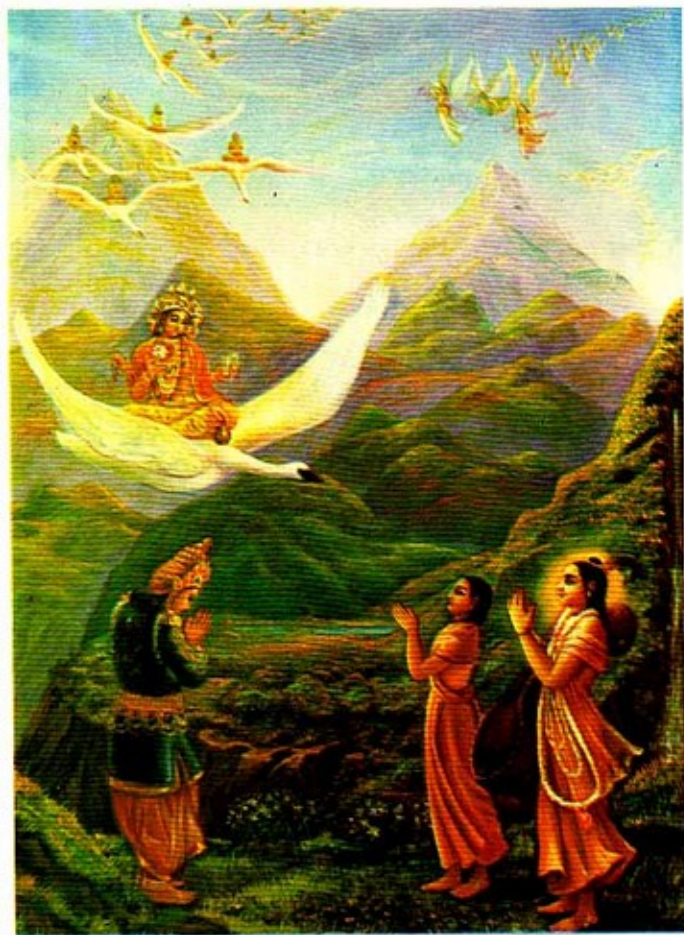
কৃষ্ণপাণ্ডীমূর্তি শ্রীল অত্যাচরণারবিন্দ ভক্তিবিনোদ স্বামী প্রভূপাদ
আনুষ্ঠানিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য



প্রখ্যাত শাসনকালে, মহারাজ প্রিয়ব্রত শক্তিমান সূর্যদেবতার পরিক্রমায় অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সূর্য
 উর রথে চড়ে সূর্যোদয়কালে, চারিপাশের সমস্ত গ্রহমণ্ডলীতে আলোক প্রদান করে থাকে
 তবে, সূর্য যখন পূর্বের উত্তরদিকে থাকেন, তখন দক্ষিণদিক কম আলোক প্রাপ্ত হয় এবং য



সূর্য দক্ষিণে, তখন উত্তরে কম আলো হয়। মহারাজা প্রিয়ব্রত এই অবস্থায় অসন্তুষ্ট হন এবং তাই
 প্রখ্যাত যে অংশে রাত্রি হত, সেখানে দিবালোক সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তিনি এক দীপ্তিময়
 রথে আরোহণ করে সূর্যদেবতার গতিপথ অনুসরণ করেন এবং সেইভাবে উর বাসনা পূর্ণ করেছিলেন।



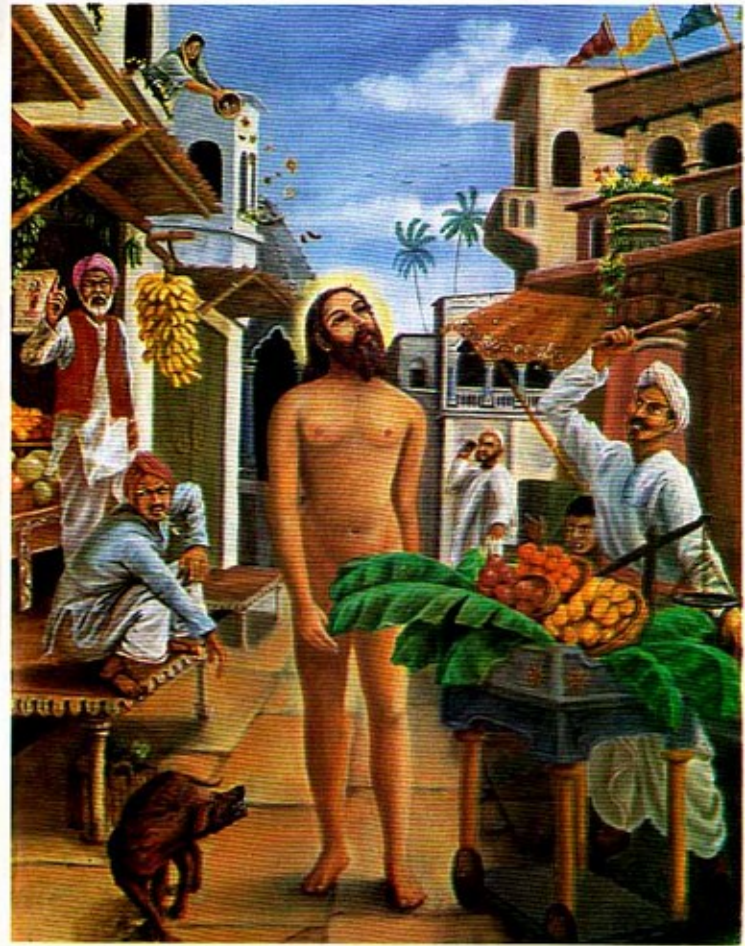
যেইমাত্র নারদ বিরটি রাজহংসটিকে দেখলেন, তিনি বুঝলেন, ব্রহ্মা উপস্থিত হয়েছেন। তাই
হাতখুব মনু এবং তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রতের সাথে নারদ মুনি তৎক্ষণাৎ উত্থান করলেন।



পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর বাহন গরুড়ের আরাধন করে উপস্থিত হতে দেখে, মহারাজ নাড়ি
তাঁর পুরোহিতমণ্ডলী ও সহযোগীরা ধীনদরিত্র কন্ঠি যেমন অকস্মাৎ বিপুল ধনসম্পদ অর্জন
করে, সেইভাবে নিজেদেরকে অনুভব করেছিলেন। বিপুল সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁরা ও
ভগবানকে অভ্যর্থনা জানালেন।



ভগবান ঋষভদেবের অনুগত একে সদাচারী পুত্ররূপে যাতে ভবিষ্যতে যথাযথভাবে পৃথিবী শাসন করতে পারে, সেই জন্য তিনি তাদের পারমার্থিক তত্ত্ববিজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেছিলেন।

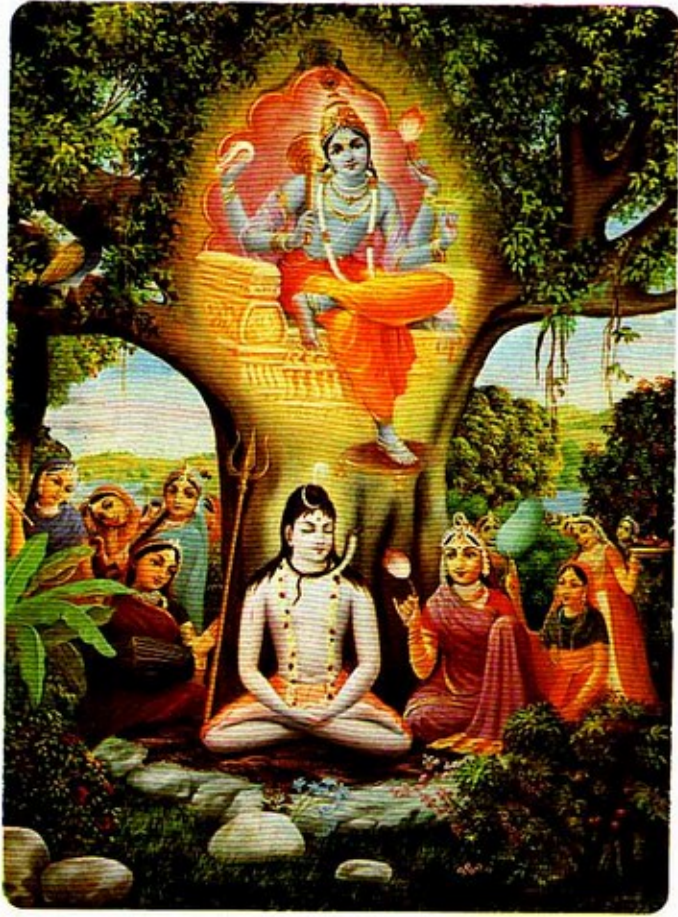


অবধূতের বেশ গ্রহণ করে ভগবান ঋষভদেব মনুষ্য-সমাজে অন্ধ, মূক, বধির ও পিশাচের ন্যায় উন্মাদের মতো বিচরণ করতেন।



ভাণ্ডো নির্ধারিত ছিল যে, দশানন রাক্ষসরাজ রাবণকে কেবল একজন মানুষই বধ করতে পারবে, এবং সেই জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে বধ করার উদ্দেশ্যে এক মানবরূপেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিবামবিশ্বীনভাবে দিনের পর দিন রাম-রাবণে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল। ভ্রমণ্ডল, সাগরোদি ও

স্বর্গলোক সমূহ তাঁদের সংগ্রামের প্রচণ্ড দাপটে বিচলিত হয়ে উঠেছিল, এবং জ্যোতিষমণ্ডলীর বিভিন্ন দুলক্ষণে রাক্ষসের অবধারিত পরাজয় সূচিত হচ্ছিল। অবশেষে ভগবান তাঁর ধনুক থেকে একটি শব্দ নিষ্কপ্ত করে পারমাণবিক বোমার মতোই আঘাত হেনেছিলেন রাবণের বক্ষে।



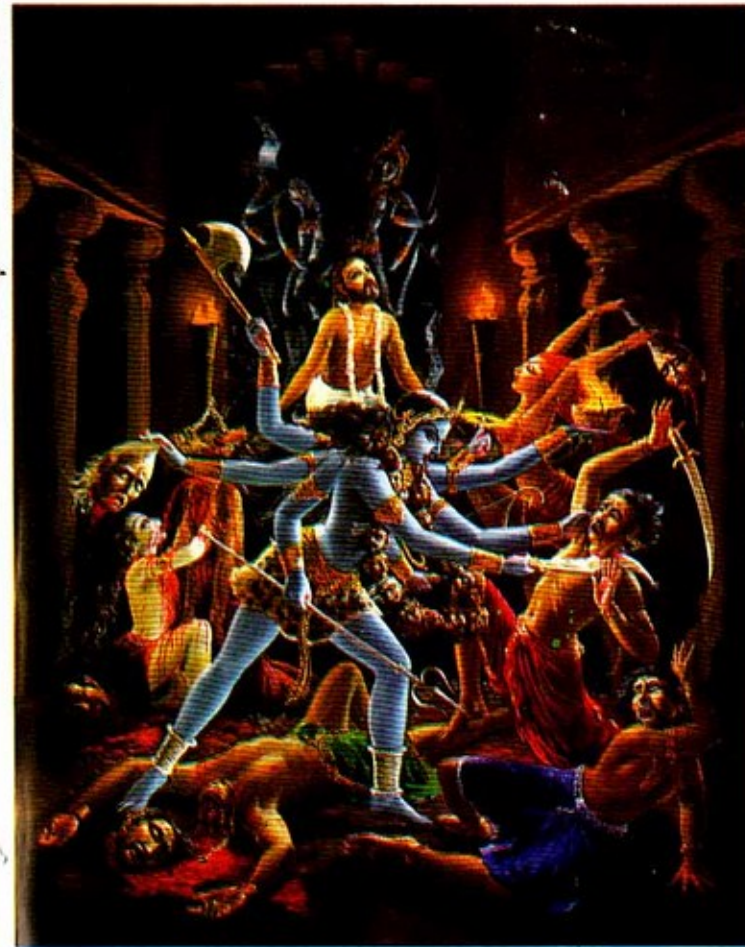
ইলাবৃত্তবর্ষে, যখন শিব ভগবান সক্ষরবর্ষের ধ্যানে মগ্ন, তখন দুর্গার যে সহস্র অর্ধুণ পরিচরিকারা শিবের সেবা করে থাকে, তারা তাঁকে পরিবৃত্ত করে রাখে।



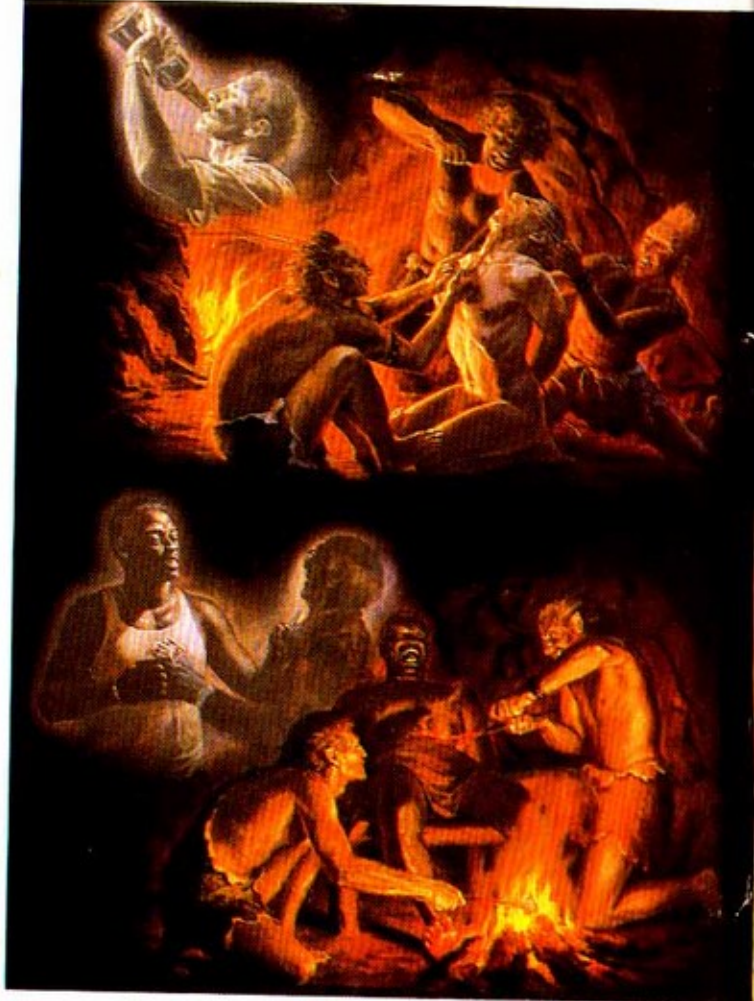
দুর্ভিমান অজ্ঞানতা একদা সমস্ত বেদসম্ভার অপহরণ করে রসাতললোকে নিয়ে যায়। কিন্তু ভগবান এমগ্রীষ বেদসমূহ পুনরুদ্ধার করেন এবং সেইগুলি ব্রহ্মা প্রার্থনা করলে উাকে প্রত্যর্পণ করেছিলেন।



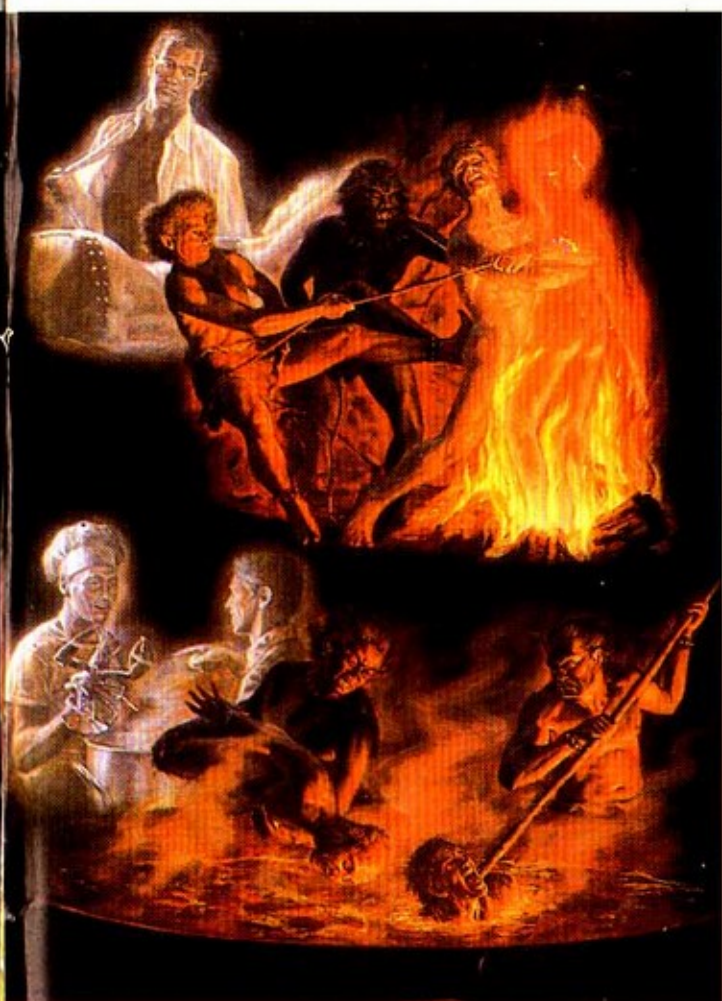
হরিণ পালনে আসক্ত হয়ে, মহারাজ ভরত পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের বিধি-নিয়মাদি বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং ক্রমে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে ভুলে যান।



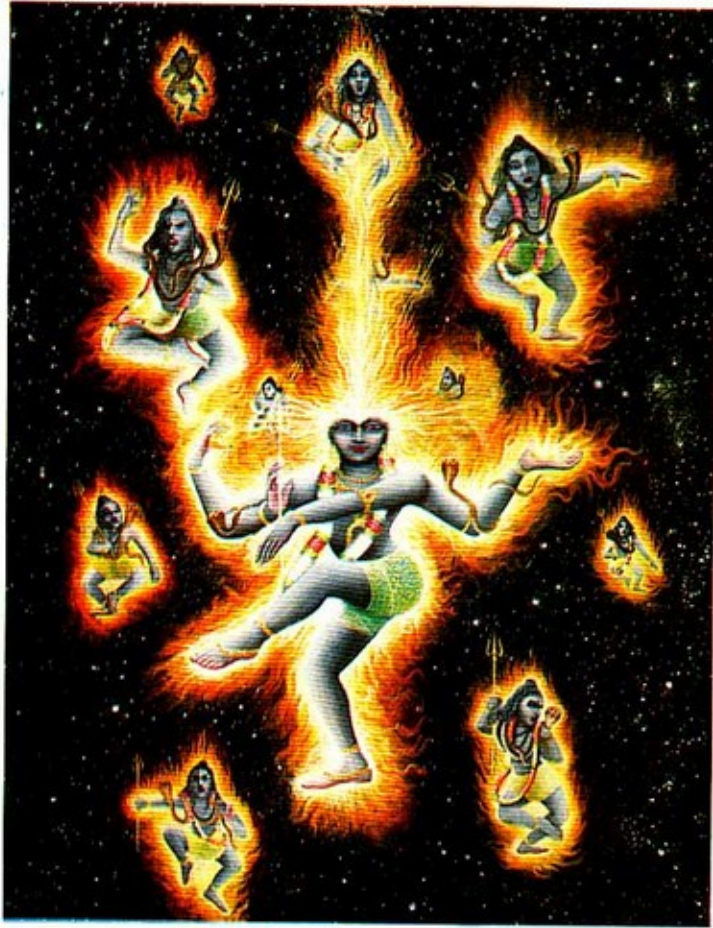
ভদ্রকালী ঈশ্বর বিগ্রহ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এসে, বেদি থেকে লাফিয়ে নেমে, অচিরেই জড় ভরতকে হত্যায় উদ্ভূত সমস্ত দস্যু-তন্ত্রদের মুণ্ড ছিন্ন করেছিলেন।



যমালয়ে হাজার হাজার নারকীয় গ্রহলোকে আছে। সমস্ত পাপীদের এই সমস্ত বিভিন্ন গ্রহলোকে অবশ্যই প্রবেশ করতে হয় তাদের পাপকর্ম অনুসারে। কেনও ব্রাহ্মণ মন্যপান করলে, তাকে অমংগল নরকে নিয়ে গিয়ে যমদূতেরা গলিত লোহা পান করায়। পরবর্তী সন্তোষকারী মনুষ্যকে মৃত্যুর পরে অলস্ত তত্ত্ব



বৈরাগী আকৃতিকে আলিঙ্গনে বাধা করা হয়। চোরদের সদংশ নামক নরকে নিয়ে গিয়ে, সেখানে জ্বলন্ত পুত্র সাদাশি নিয়ে তাদের চামড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে করা হয়। আর যারা নিরীহ পশুদের জীবন্ত রায়্য করে, যমদূতেরা এই সব পাপীদের কুস্তীপাক নামক নরকে নিয়ে গিয়ে তাদের ফুটন্ত তেলে পাক করে।



ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কালে রক্ত আবির্ভূত হন। শিবের একাদশ অবতাররূপে রক্ত সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস করেন।

প্রথম অধ্যায়

মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে কিভাবে মহারাজ প্রিয়ব্রত রাজ্যভোগ করার পর, পূর্ণজ্ঞানে পুনরায় নিষ্ঠাপরায়ণ হয়েছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত জাগতিক ঐশ্বৰ্যের প্রতি আনসক্ত ছিলেন, এবং তারপর তিনি তাঁর রাজ্যের প্রতি আসক্ত হন, কিন্তু অবশেষে তিনি জড় সৃষ্টিভোগের প্রতি পুনরায় আনসক্ত হয়ে মুক্তিলাভ করেছিলেন। সেই কথা শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত আশ্চর্যবিশিত হয়েছিলেন। তিনি বুঝে উঠতে পারেননি কিভাবে বিষয়-বিমুক্ত ভগবদ্ভক্ত বিষয়ের প্রতি পরে আসক্ত হয়েছিলেন। তাই বিস্ময়াব্বিত হয়ে তিনি শুকদেব গোপস্বামীকে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।

তার উত্তরে শুকদেব গোপস্বামী বলেছিলেন যে, ভগবদ্ভক্তি যেহেতু চিন্ময়, তাই তা কোন প্রকার জড় প্রভাবের দ্বারা বিচলিত হতে পারে না। প্রিয়ব্রত এই দিব্য জ্ঞান নারদ মুনির উপদেশে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি রাজ্য সৃষ্টিভোগের জীবনে প্রবেশ করতে চাননি। তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবতাদের অনুরোধে রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন।

সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সকলেরই কর্তব্য ভগবানের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা। বুধ যেমন নাসাবিদ্ধ রত্নরূর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনই সমস্ত বদ্ধ জীব জড় প্রকৃতির গুণের প্রভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়। তাই, সভ্য মানুষ কর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অনুসারে আচরণ করে। জড়-জাগতিক জীবনেও কেউই স্বাধীনভাবে কর্ম করতে পারে না। সকলকেই ভগবান প্রদত্ত বিশেষ শরীর ধারণ করতে বাধ্য হতে হয়, এবং তার ফলে তাদের বিভিন্ন স্তরের সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে হয়। কেউ যদি কুক্রিমভাবে গৃহত্যাগ করে বনেও যায়, তবুও সে বৈষয়িক জীবনের প্রতি আসক্ত হয়। ইন্দ্রিয় সংযমের অভ্যাস করার জন্য, গৃহস্থ-জীবনকে একটি দুর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলি যখন বশীভূত হয়, তখন গৃহে থাকা অথবা বনে থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন ব্রহ্মার উপদেশ অনুসারে রাজসিংহাসন গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর পিতা মনু গৃহত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত তখন

বিশ্বকর্মার কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করেন। বর্হিষ্মতীর গর্ভে তাঁর আদ্যীশ্র, ইয়াজিহ, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যব্রত, দ্যুতপৃষ্ঠ, সন্স, মেধাতিথি, বাতিহোত্র এবং কবি নামক দশটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর গর্ভে উর্জ্জ্বতী নামক একটি কন্যারও জন্ম হয়। মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর পত্নী এবং পরিবারের সঙ্গে বৎস সহস্র বৎসর বাস করেছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রতের রথের চাকার ছাপ থেকে সপ্ত সমুদ্র এবং সপ্ত দ্বীপের সৃষ্টি হয়। প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের মধ্যে কবি, মহাবীর ও সন্স চতুর্থ আশ্রম সম্ভাস গ্রহণ করেছিলেন, এবং অবশিষ্ট সাত পুত্র সপ্ত দ্বীপের অধীশ্বর হন। প্রিয়ব্রতের অন্য আর এক পত্নীর গর্ভে উত্তম, রৈবত এবং তামস নামক তিনটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরা তিন জনেই মনুর পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইভাবে শুকদেব গোদামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে মহারাজ প্রিয়ব্রত মুক্তিনাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১

রাজোবাচ

প্রিয়ব্রতো ভাগবত আশ্চর্য্যামঃ কথং মুনৈঃ ।

গৃহেহরমত যন্মূলঃ কর্মবন্ধঃ পরাভবঃ ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; প্রিয়ব্রতঃ—মহারাজ প্রিয়ব্রত, ভাগবতঃ—মহান ভগবদ্ভক্ত; আশ্চর্য্যামঃ—যিনি আশ্চ-উপলব্ধিতে রমণ করেন; কথং—কেন; মুনৈঃ—হে মহর্ষি; গৃহে—গৃহে; অরমত—ভোগ করেছিলেন; যৎ-মূলঃ—মূল কারণ-স্বরূপ; কর্মবন্ধঃ—সকাম কর্মের বন্ধন; পরাভবঃ—মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে অকৃতকার্য।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোদামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহর্ষি! মহারাজ প্রিয়ব্রত ছিলেন আশ্চর্য্যামানী পরম ভগবদ্ভক্ত, তিনি কেন গৃহস্থ-আশ্রমে রত হয়েছিলেন? কারণ গৃহই সকাম কর্মের বন্ধনের মূল কারণ এবং মানব-জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধনে মানুষকে অকৃতকার্য করে।

তাৎপর্য

চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীল শুকদেব গোদামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, নারদ মুনি মহারাজ প্রিয়ব্রতকে মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। মনুষ্য-জীবনের

উদ্দেশ্য হচ্ছে, আশ্চ-উপলব্ধির পর ধীরে ধীরে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। নারদ মুনি যেহেতু রাজাকে সেই বিষয়ে পূর্ণরূপে উপদেশ দিয়েছিলেন, তবুও কেন তিনি পুনরায় ভগবদ্ধানের প্রধান কারণ-স্বরূপ গৃহস্থ-জীবনে প্রবেশ করেছিলেন? মহারাজ প্রিয়ব্রত গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন শুনে পরীক্ষিৎ মহারাজ অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি কেবল আশ্চ-উপলব্ধি লাভ করেননি, অধিকন্তু তিনি ছিলেন ভগবানের উত্তম ভক্ত। প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভক্তের গৃহস্থ-জীবনের প্রতি কোন রকম আকর্ষণই থাকে না, তবুও মহারাজ প্রিয়ব্রত যে গৃহস্থ-জীবন ভোগ করেছিলেন তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে, “গৃহস্থ-জীবন ভোগ অনুচিত কেন?” তার উত্তর হচ্ছে যে গৃহস্থ-জীবনে মানুষ কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ইন্দ্রিয় উপভোগই গৃহস্থ-জীবনের সারবস্তু, এবং মানুষ যতদিন ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য কঠোর পরিশ্রমে মনকে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন করে, ততদিন সে কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আশ্চর্য্যজনক বিষয় হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের সব চাইতে বড় পরাজয়। মনুষ্য-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া, কিন্তু মানুষ যতদিন তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়ে, একটি সাধারণ পশুর মতো আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন—এই পাশরিক আচরণগুলিতে মগ্ন থাকে, ততদিন তাকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হয়। এই প্রকার জীবনকে বলা হয় স্বল্প-বিস্মৃতি। তাই বৈদিক সভ্যতায় জীবনের শুরু থেকেই ব্রহ্মচারীরূপে শিক্ষাদান করা হয়। ব্রহ্মচারীর পক্ষে তপস্চর্যা এবং স্ত্রীসঙ্গ বর্জন অবশ্য কর্তব্য। তাই যদি কেউ ব্রহ্মচর্যের বিধি পূর্ণরূপে পালন করেন, তাহলে তিনি সাধারণত গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করেন না। তখন তাকে বলা হয় নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী। তাই নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও তিনি যে গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করেছিলেন, তা পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল।

এই শ্লোকে ভাগবত আশ্চর্য্যামঃ শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের মতো আশ্চর্য্য হন, তাহলে তাকে ভাগবত আশ্চর্য্যামঃ বলা হয়। তৃপ্তি বৎ প্রকার রয়েছে। কর্মীদের তৃপ্তি ভোগে, জ্ঞানীদের তৃপ্তি ব্রহ্মনির্বাণে, এবং ভক্তদের তৃপ্তি ভগবানের সেবায়। ভগবান আশ্চর্য্যাম কারণ তিনি পূর্ণ ঐশ্বর্য-ময়, এবং যিনি তাঁর সেবা করে তৃপ্ত হন, তাঁকে বলা হয় ভাগবত আশ্চর্য্যামঃ। মনুষ্যাণাং সহস্রেষুঃ—হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধি লাভের প্রয়াসী হন, এবং এই প্রকার হাজার হাজার সিদ্ধিকামীদের মধ্যে কদাচিৎ একজন সংসারের উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে আশ্চর্য্য হন। সেই তৃপ্তিও কিন্তু পরম তৃপ্তি

নয়। জ্ঞানী এবং কর্মীদের এমনকি যোগীদেরও কামনা-বাসনা রয়েছে, কিন্তু ভগবন্তক্ত নিকাম। ভগবানের সেবার ফলে যে তৃপ্তি, তাকে বলা হয় অকাম, এবং সেটিই হচ্ছে পরম তৃপ্তি। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেছেন, “সর্বোচ্চ স্তরের তৃপ্তি পূরণে লাভ কর’র পরেও, কেউ কিভাবে গৃহস্থ-জীবনে তৃপ্ত হতে পারেন?”

এই শ্লোকে পরাভবঃ শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ যখন গৃহস্থ-জীবনে তৃপ্ত হয়, তখন তার সর্বনাশ হয়, কারণ তার ফলে সে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায়। গৃহস্থ-জীবনের কার্যকলাপ যে মানুষকে কিভাবে গভীর থেকে গভীরতর বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে, সেই কথা প্রহ্লাদ মহারাজ বর্ণনা করেছেন। আত্মপাতং গৃহম্ অন্ধকূপম্—গৃহস্থ-জীবন ঠিক একটি অন্ধকূপের মতো। কেউ যদি এই অন্ধকূপে পতিত হয়, তাহলে তার আধ্যাত্মিক মৃত্যু অবধারিত। মহারাজ প্রিয়ব্রত যে কিভাবে গৃহস্থ-আশ্রমে থাকা সত্ত্বেও মুক্ত পরমহংস ছিলেন, সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২

ন নুনং মুক্তসঙ্গানাং তাদৃশানাং দ্বিজর্ষভ ।

গৃহস্থভিনিবেশোহয়ং পুংসাং ভবিতুমহতি ॥ ২ ॥

ন—না; নুনম্—নিশ্চিতভাবে; মুক্ত-সঙ্গানাম্—যাঁরা বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত; তাদৃশানাম্—সেই প্রকার; দ্বিজ-ঋষভ—হে ব্রাহ্মণ ঋষ্ঠ; গৃহস্থ—গৃহস্থ-জীবনে; অভিনিবেশঃ—অত্যধিক আসক্তি; অয়ম্—এই; পুংসাম্—মানুষদের; ভবিতুম্—হওয়া; অহতি—সম্ভব।

অনুবাদ

হে দ্বিজঋষ্ঠ! ভগবন্তক্তেরা নিশ্চিতভাবে মুক্ত পুরুষ, তাই তাঁদের পক্ষে গৃহের প্রতি এই প্রকার আসক্তি সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ভগবন্তক্তি সম্পাদনের ফলে, জীব এবং পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় স্থিতি হৃদয়সম করা যায়। ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না। সেই কথা ভগবান শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১৪/২১) প্রতিপন্ন করেছেন। ভক্ত্যাহম্ একয়া গ্রাহ্যঃ—“ভগবন্তক্তি

সম্পাদনের ফলেই কেবল আমাকে জানা যায়।” তেমনই ভগবদ্গীতায়ও (১৮/৫৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি—“ভক্তির দ্বারাই কেবল আমাকে জানা যায়।” তাই ভক্তের পক্ষে গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্ত হওয়া অসম্ভব, কারণ ভক্ত এবং তাঁর সঙ্গীরা মুক্ত। সকলেই আনন্দের আবেশণ করছে, কিন্তু এই জড় জগৎ নিরানন্দময়। ভগবন্তক্তির প্রভাবেই কেবল আনন্দ লাভ করা সম্ভব। গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্তি এবং ভগবন্তক্তি পরস্পর বিরোধী। তাই মহারাজ প্রিয়ব্রত যে যুগপৎ ভগবানের সেবায় এবং গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্ত ছিলেন, সেই কথা শুনে পরীক্ষিৎ মহারাজ কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

মহতাম্ খলু বিপ্রর্ষে উত্তমশ্লোকপাদয়োঃ ।

ছায়ানির্বৃত্তিভ্যানাং ন কুটুম্বে স্পৃহামতিঃ ॥ ৩ ॥

মহতাম্—মহান ভক্তদের; খলু—নিশ্চিতভাবে; বিপ্র-ঋষে—হে বিপ্রর্ষি; উত্তম-শ্লোক-পাদয়োঃ—পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; ছায়া—ছায়ায়; নির্বৃত্ত—তৃপ্ত; চিন্তানাম্—যাদের চৈতন্য; ন—কখনই না; কুটুম্বে—আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি; স্পৃহা-মতিঃ—আসক্তচিত্ত।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মর্ষি! যে মহাভাগব পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, সেই শ্রীপাদপদ্মের ছায়ায় তাঁদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত হয়েছে। তাঁদের চৈতন্য কখনই আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি আসক্ত হতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, নিতাই-পদকমল, কোটিস্তম্ভ-সুশীতল, যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়। তিনি বর্ণনা করেছেন, নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ছায়া এতই স্নিগ্ধ ও সুশীতল যে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দাবাঘাতে সর্বদা দক্ষ বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সেই শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন এবং তার ফলে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেন। গৃহস্থ-জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পার্থক্য তাঁরাই হৃদয়সম করতে পারেন, যাঁরা গৃহস্থ-জীবনের দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেছেন। যাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে আসেন, তাঁরা কখনই গৃহস্থ-জীবনের কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হন না। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (২/৫৯) বলা হয়েছে,

পরম দৃষ্ট্য নিবর্ততে—কেউ যখন উচ্চতর স্বাদ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি নিকৃষ্ট স্তরের কার্যকলাপ আপনা থেকেই ত্যাগ করেন। এইভাবে ভগবানের শ্রীপাদপঙ্খের শরণ গ্রহণ করা মাত্রই মানুষ গৃহস্থ-জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়।

শ্লোক ৪

সংশয়োহয়ং মহান ব্রহ্মন্দারাগারসুতাদিষু ।

সন্তস্য যৎসিদ্ধিরভূৎকৃষ্ণে চ মতিরচ্যুতা ॥ ৪ ॥

সংশয়ঃ—সন্দেহ; অয়ম্—এই; মহান্—মহান; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; দার—দ্বার; প্রতি; আগার—গৃহ; সুত—সন্তান; আদিষু—ইত্যাদি; সন্তস্য—আসক্ত ব্যক্তির; যৎ—যেহেতু; সিদ্ধিঃ—সিদ্ধি; অভূৎ—হয়েছিল; কৃষ্ণে—শ্রীকৃষ্ণের; প্রতি; চ—ও; মতিঃ—আসক্তি; অচ্যুতা—অচ্যুত।

অনুবাদ

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহান ব্রাহ্মণ, মহারাজ প্রিয়ব্রতের মতো ব্যক্তি, যিনি তাঁর পত্নী, সন্তান-সন্ততি এবং গৃহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে কৃষ্ণভাবনায় সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা কি করে সম্ভব হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আমার মহাসংশয় উপস্থিত হয়েছে।

মাতন্য

স্বতঃ স্বাভাব্য কৃষ্ণভাবনাটি সত্যাকার প্রত্যক্ষ হওয়া দ্বারা সন্তান-সন্ততি এবং গৃহের প্রতি আসক্ত ব্যক্তির পক্ষে কৃষ্ণভক্তির এই পরম সিদ্ধিলাভ কি করে সম্ভব হয়েছিল, সেই কথা ভেবে মহারাজ পরীক্ষিৎ আশ্চর্যবিশিত হয়েছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

মতিন্ কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা

মিথোহভিপদ্যোত গৃহরতানাম্ ॥

গৃহস্থ-জীবনের কর্তব্য সম্পাদনের ব্রত যিনি গ্রহণ করেছেন, তাঁর পক্ষে কৃষ্ণভক্ত হওয়া সম্ভব নয়, কারণ অধিকাংশ গৃহস্থভরাই ইঞ্জির সুখভোগের বাসনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে; ক্রমশঃ জড়-অভিভূতের গভীরতম প্রদেশে অধঃপতিত হয় (অদান্তগোভির্পিতাং তমিলম্)। তাদের পক্ষে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হওয়া কি করে সম্ভব? মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোখামীর কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন তাঁর এই মহাসংশয় দ্বিষ্ট করেন।

শ্লোক ৫
শ্রীশুক উবাচ

বাচমুত্তং ভগবত উত্তমশ্লোকস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দমকরন্দরস আবেশিত-
চেতসো ভাগবতপরমহংস দয়িতকথাং কিঞ্চিদন্তরায়বিহতাং স্বাং
শিবতমাং পদবীং ন প্রায়েণ হিহস্তি ॥ ৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—শ্রীশুকদেব গোখামী বললেন; বাচম্—সঠিক; উত্তম্—আপনি যা বলেছেন; ভগবতঃ—ভগবানের; উত্তম-শ্লোকস্য—যিনি উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত হন; শ্রীমৎ-চরণ-অরবিন্দ—অত্যন্ত সুন্দর এবং সুরভিত পঙ্খের মতো যার চরণ; মকরন্দ—মধু; রসে—অমৃতে; আবেশিত—আবিষ্ট; চেতসঃ—যাঁর হৃদয়; ভাগবত—ভক্তকে; পরম-হংস—মুক্ত পুরুষ; দয়িত—মনোহর; কথাম্—মহিমা; কিঞ্চিং—কখনও কখনও; অন্তরায়—প্রতিবন্ধকতার দ্বারা; বিহতাম্—প্রতিহত; স্বাম্—নিজের; শিব-তমাম্—সর্বোচ্চ; পদবীম্—পদ; ন—না; প্রায়েণ—প্রায় সর্বদা; হিহস্তি—পরিত্যাগ করেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোখামী বললেন—আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। ব্রহ্মাদি মহান ব্যক্তির দ্বারা শ্লোকের দ্বারা যাঁর বন্দনা করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা মহাভাগবত এবং মুক্ত পরমহংসদের কাছে অত্যন্ত মনোহর। যিনি ভগবানের শ্রীপাদপঙ্খের মকরন্দের প্রতি আসক্ত হয়েছেন, এবং যাঁর চিত্ত সর্বদা তাঁর মহিমায় আবিষ্ট, তিনি কখনও কখনও কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার দ্বারা প্রতিহত হলেও, তিনি যে পরম পদ প্রাপ্ত হয়েছেন তা কখনই পরিত্যাগ করেন না।

তাৎপর্য

শ্রীশুকদেব গোখামী রাজার উভয় উত্তিকেই সমর্থন করেছেন—অর্থাৎ উচ্চস্তরের কৃষ্ণভক্ত পুনরায় জড়-জাগতিক জীবন গ্রহণ করতে পারেন না এবং যিনি বিবরীর জীবন অবলম্বন করেছেন, তিনি কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে পারেন না। শুকদেব গোখামী উভয় উত্তিকেই স্বীকার করলেও, এই বলে তাদের যথার্থতা প্রতিপন্ন করেছেন যে, যাঁর চিত্ত একবার ভগবানের মহিমায় আবিষ্ট হয়েছে, তিনি কখনও কখনও বাধা-বিপত্তির দ্বারা প্রভাবিত হলেও, তাঁর অতি উচ্চ ভক্তিপদ পরিত্যাগ করেন না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে ভক্তিমার্গে দুই প্রকার প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সাবধান করে দিয়েছেন বৈষ্ণব অপরাধ না করতে, যার বর্ণনা করা হয়েছে 'হাতী মাতা' অপরাধ বলে। মত্ত হস্তী যখন সুন্দর বাগানে প্রবেশ করে, তখন সে সবকিছু তখনচ করে ক্ষেত উজাড় করে দেয়। তেমনি, বৈষ্ণব অপরাধ এতই ভয়ঙ্কর যে, তার ফলে অতি উচ্চ স্তরের ভক্তও তাঁর সমস্ত আধ্যাত্মিক সম্পদ হারিয়ে নিঃশূন্য হয়ে পড়ে। যেহেতু কৃষ্ণভক্তি নিত্য, তাই তা কখনই সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায় না, কিন্তু সাময়িকভাবে তার পারামর্শিক উন্নতি প্রতিহত হয়। এইভাবে বৈষ্ণব অপরাধ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির পথে একপ্রকার প্রতিবন্ধক। কিন্তু কখনও কখনও ভগবান অথবা তাঁর ভক্ত কারোর ভগবদ্ভক্তি প্রতিহত করেন। দৃষ্টান্তরূপ বলা যায় যে, হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক পূর্বে ছিলেন বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় এবং বিজয়, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তাঁরা তিন জন্মে তাঁর শত্রু হয়েছিলেন। এইভাবে ভগবানের ইচ্ছাও একপ্রকার প্রতিবন্ধক। উভয় ক্ষেত্রেই, কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করেছেন যে শুদ্ধ ভক্ত, তাঁর ভক্তি কখনও হারিয়ে যায় না। প্রিয়ব্রত তাঁর গুরুজনদের (স্বায়ম্ভুব মনু এবং ব্রহ্মা) আদেশ অনুসারে গৃহস্থ-জীবন স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর ভগবদ্ভক্তি বিসর্জন দিয়েছিলেন। কৃষ্ণভক্তি পূর্ণ শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত, এবং তাই কোন অবস্থাতেই তা হারিয়ে যায় না। যেহেতু এই জড় জগতে কৃষ্ণভক্তির পথ বহু প্রতিবন্ধকতায় পূর্ণ, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (৯/৩১) ঘোষণা করেছেন, কৌন্তেয় প্রতিজনাই *ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*—যিনি একবার ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করেছেন, তাঁর কখনও বিনাশ হবে না।

এই শ্লোকে শিবতমাম্ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিবতমাম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরম মঙ্গলময়'। ভগবদ্ভক্তির পথ এতই মঙ্গলময় যে, কোন অবস্থাতেই ভক্তের বিনাশ হয় না। সেই কথা ভগবদ্গীতায় ভগবান স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। পার্থ নৈবেহ নামুর বিনাশস্তস্য বিদ্যতে—“হে পার্থ! ভক্তের এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে কখনই বিনাশ হয় না।” (ভগবদ্গীতা ৬/৪০) ভগবদ্গীতায় (৬/৪০) ভগবান সেই কথা স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

ভক্ত তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বেদেহিকম্ ।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসীদৌ কুরুনন্দন ॥

ভগবানের আদেশে শুদ্ধ ভক্ত কখনও কখনও এই জগতে একজন সাধারণ মানুষের মতো আসেন। তাঁর পূর্ব অভ্যাসের ফলে, আপাতদৃষ্টিতে কোন কারণ ছাড়াই

এই প্রকার শুদ্ধ ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই ভগবদ্ভক্তির প্রতি আসক্ত হন। তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ফলে, নানা রকম বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি আপনা থেকেই পুনরায় সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে ক্রমশ উন্নতি সাধন করতে থাকেন। বিষ্ণুমঙ্গল ঠাকুর তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে একজন অতি উন্নত স্তরের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি নিদারুণভাবে অধঃপতিত হয়ে এক বেশ্যার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু হঠাৎ, যেই বেশ্যার প্রতি তিনি এত আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তারই বাণীতে তাঁর আমূল পরিবর্তন হয়, এবং তিনি এক মহান ভক্তে পরিণত হন। মহান ভক্তদের জীবনে এই প্রকার অনেক ঘটনা দেখা গেছে যা প্রমাণ করে যে, একবার ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করলে, তাঁর আর কখনও বিনাশ হয় না (*কৌন্তেয় প্রতিজনাই ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*)।

কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে, পাপকর্মের ফল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার পরই কেবল ভক্ত হওয়া যায়। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (৭/২৮) বলেছেন—

যেষাং তত্ত্বগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।

তে হৃন্দমোহনিমুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ভ্রতঃ ॥

“যাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী জীবনে এবং এই জীবনে পুণ্যকর্মের আচরণ করেছেন, যাঁদের পাপময় জীবন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়েছে এবং যাঁরা হৃন্দ ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে আমার সেবার যুক্ত হন।” পক্ষান্তরে, প্রভুদাস মহারাজ বলেছেন—

মর্তিন্ কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা

মিথোহভিপদ্যত গৃহব্রতনাম্ ॥

যে ব্যক্তি গৃহ, পরিবার, পত্নী, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি সমন্বিত জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, সে কখনও কৃষ্ণভক্ত হতে পারে না।

ভগবানের কৃপায় ভক্তের জীবনে এই আপাতবিরোধের সমাধান হয়, এবং তাই ভক্ত কখনও মুক্তির পথ থেকে দ্রষ্ট হন না, যেই পথটিকে এই শ্লোকে শিবতমাম্ পদবীম্ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

যর্হি বাব হ রাজন্ স রাজপুত্রঃ প্রিয়ব্রতঃ পরমভাগবতো নারদস্য চরণোপসেবয়াজ্জসাবগতপরমার্থসত্ত্বো ব্রহ্মসত্রেণ দীক্ষিষ্যামাণো-

হবনিতলপরিপালনায়ান্নাতপ্রবরগুণগণৈকান্তভাজনতয়া স্বপিত্রোপামন্ত্রিতো
ভগবন্তি বাসুদেব এবাব্যবধানসমাধিযোগেন সমাবেশিতসকলকারক-
ক্রিয়াকলাপো নৈবাত্যনন্দ যদ্যপি তদপ্রত্যাহ্নাতব্যং তদধিকরণ
আয়্বনোহন্যাদ্যদসতোহপি পরাভবম্বীক্ষমাণঃ ॥ ৬ ॥

যহি—যেহেতু; বাব হ—বাস্তবিকপক্ষে; রাজন—হে রাজন; সঃ—তিনি; রাজ-
পুত্রঃ—রাজপুত্র; প্রিয়ব্রতঃ—প্রিয়ব্রত; পরম—পরম; ভাগবতঃ—ভক্ত; নারদস্য—
নারদের; চরণ—শ্রীপাদপদ; উপসেবয়া—সেবার দ্বারা; অঞ্জসা—শায়; অবগত—
জানতে পেরেছিলেন; পরম-অর্থ—আধ্যাত্মিক বিষয়; স-তত্ত্বঃ—সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য
সহকারে; ব্রহ্ম-সত্রেণ—নিরন্তর ভগবানের আলোচনার দ্বারা; দীক্ষিষ্যমাণঃ—পূর্ণরূপে
নিজেকে সমর্পণ করার বাসনায়; অবনিতল—ভূতল; পরিপালনায়—প্রতিপালন
করার জন্য; আন্নাত—শাস্ত্র-নির্দেশিত; প্রবর—শ্রেষ্ঠ; গুণ—গুণাবলী; গব—সমূহ;
একান্ত—অকিলিতভাবে; ভাজনতয়া—সমন্বিত হওয়ার ফলে; স্ব-পিত্রা—তার
পিতার দ্বারা; উপা-মন্ত্রিতঃ—আদিষ্ট হয়ে; ভগবন্তি—পরমেশ্বর ভগবানে;
বাসুদেবে—সর্বব্যাপ্ত ভগবান; এব—নিশ্চিতভাবে; অব্যবধান—নিরবচ্ছিন্নভাবে;
সমাধি-যোগেন—যোগ সমাধির দ্বারা; সমাবেশিত—সম্পূর্ণরূপে নিজেকে উৎসর্গ
করে; সকল—সমস্ত; কারক—ইন্দ্রিয়সমূহ; ক্রিয়া-কলাপঃ—কার্যকলাপ; ন—না;
এব—এইভাবে; অভ্যানন্দঃ—অভিনিবৃত্ত; যদ্যপি—যদিও; তৎ—তা;
অপ্রত্যাহ্নাতব্যম্—কোন কারণেই বর্জনীয় নয়; তৎ-অধিকরণে—সেই পথ গ্রহণে;
আয়্বনঃ—নিজের; অন্যাদ্যৎ—অন্য কার্যের দ্বারা; অসতঃ—জড়; অপি—
নিশ্চিতভাবে; পরাভবম্—হ্রাস; অ্বীক্ষমাণঃ—ভবিষ্যৎ দর্শন করে।

অনুবাদ

শুকদেব গোয়ামী বললেন—হে রাজন! রাজপুত্র প্রিয়ব্রত তাঁর গুরুদেব নারদ
মুনির শ্রীপাদপদের সেবা করার ফলে, পরম উত্তমজ্ঞান লাভ করে পরম ভাগবত
হয়েছিলেন। এই উন্নত জ্ঞানের প্রভাবে তিনি সর্বদা আধ্যাত্মিক বিষয়ের
আলোচনায় মুক্ত ছিলেন এবং তাঁর চেতনা অন্য কোন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়নি।
পিতা তখন তাঁকে পৃথিবী পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করার আদেশ দেন।
তিনি প্রিয়ব্রতকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সেটিই
হচ্ছে তাঁর কর্তব্য। রাজপুত্র প্রিয়ব্রত কিন্তু ভক্তিবোধের অনুশীলনের দ্বারা নিরন্তর
ভগবানকে স্মরণ করছিলেন, এবং এইভাবে তিনি তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে

ভগবানের সেবায় মুক্ত করছিলেন। যদিও পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা উচিত
নয়, তবুও তিনি তা স্বীকার করেননি। তার ফলে তিনি গভীরভাবে বিবেচনা
করেছিলেন, পৃথিবী পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে, তিনি ভগবদ্ভক্তি থেকে বিচ্যুত
হবেন কি না।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিজার পায়্যাছে কেবা—
“ওক বৈষ্ণব বা শ্রীচক্রদেবের শ্রীপাদপদের সেবা না করে, কেউই কখনও ভববন্ধন
থেকে পূর্ণ মুক্তিলাভ করতে পারেনি।” রাজপুত্র প্রিয়ব্রত নিষ্ঠা সহকারে নারদ
মুনির চরণকমলের সেবা করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রকৃত
জ্ঞান (স-তত্ত্বঃ) হৃদয়সম করতে পেরেছিলেন। স-তত্ত্বঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে,
প্রিয়ব্রত আত্মা, পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব অবগত
হয়েছিলেন। তিনি এই জড় জগৎ সম্বন্ধে এবং এই জড় জগতে স্বীকৃত সস্বে
পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্ক সম্বন্ধেও পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তার ফলে
রাজপুত্র ভগবদ্ভক্তিতে নিজেকে সর্বতোভাবে মুক্ত করতে মনস্থ করেছিলেন।

প্রিয়ব্রতের পিতা স্বয়ং মনু যখন তাঁকে পৃথিবী পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে
অনুরোধ করেন, তখন তিনি সেই প্রস্তাব সমর্থন করেননি। এটিই মহান ভক্তের
লক্ষণ। জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, তাতে তাঁর কোন রুচি
থাকে না, পক্ষান্তরে তিনি সর্বদাই ভগবানের সেবায় মুক্ত থাকেন। এইভাবে
ভগবানের সেবা করার সময়, তিনি অনাসক্ত চিত্তে বাহ্যিকভাবে জড়-জাগতিক
বিষয়ের দেখাত্মা করেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, তাঁর সন্তান-সন্ততির প্রতি
কোন রকম আকর্ষণ না থাকলেও, তিনি তাদের পালন-পোষণ করেন এবং
ভগবদ্ভক্ত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেন। তেমনি, তিনি তাঁর স্বীয় সঙ্গে মধুর আলাপ
করেন, কিন্তু তিনি তাঁর প্রতি আসক্ত নন। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার দ্বারা
ভগবদ্ভক্ত ভগবানের সমস্ত গুণ অর্জন করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের খেল হাফার
পত্নী ছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী, এবং যদিও তিনি তাঁদের
সকলের সঙ্গে প্রিয়তম পতির মতো আচরণ করতেন, তবুও তিনি তাঁদের কাছের
প্রতি আসক্ত ছিলেন না বা আকৃষ্ট ছিলেন না। তেমনি, ভক্ত গৃহস্থ-আশ্রম
অবলম্বন করলেও এবং পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের প্রতি অত্যন্ত দ্বৈধপরায়ণ হলেও,
তিনি কখনও আসক্ত হন না।

এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীচক্রদেবের শ্রীপাদপদের সেবার দ্বারা
রাজপুত্র প্রিয়ব্রত অচিরেই কৃষ্ণভক্তির সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক

জীবনে উন্নতি লাভের এটিই হচ্ছে পন্থা। সেই সম্বন্ধে বেদে বলা হয়েছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্থা দেবে তথা গুরৌ ।

তস্মৈতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাশন্তে মহাশ্বনঃ ॥

“কারোর যদি ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবিকলিত শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়।” (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/২৩) ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করেন। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার সময়, কৃষ্ণ এবং হরে শব্দ দুটি ভৎক্ষণাৎ তাঁকে ভগবানের সমস্ত লীলা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেহেতু তাঁর সমস্ত জীবন ভগবানের সেবার যুক্ত, তাই ভগবদ্ভক্ত কখনও ভগবানকে ভুলতে পারেন না। সাধারণ মানুষ যেমন সর্বদা তার মনকে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে নিযুক্ত করে, ভগবদ্ভক্তও সর্বদাই তাঁর মনকে আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে নিযুক্ত রাখেন। একেই বলা হয় ব্রহ্মসত্র, অথবা সর্বদাই ভগবানের ধ্যান করা। শ্রীনারদ রাজপুত্র প্রিয়ব্রতকে এই সাধনার পূর্ণরূপে দীক্ষিত করেছিলেন।

শ্লোক ৭

অথ হ ভগবানাদিদেব এতস্যা গুণবিসর্গস্য পরিবৃংহণানুধ্যানব্যবসিত-
সকলজগদভিপ্রায় আত্মযোনিরবিলনিগমনিজগণপরিবেষ্টিতঃ
স্বভবনাদবততার ॥ ৭ ॥

অর্থ—এইভাবে, হ—বাস্তবিকপক্ষে; ভগবান্—পরম শক্তিমান; আদি-দেবঃ—প্রথম দেবতা; এতস্যা—এই ব্রহ্মাণ্ডের; গুণ-বিসর্গস্য—জড় প্রকৃতির তিন গুণের সৃষ্টি; পরিবৃংহণ—কল্যাণ; অনুধ্যান—সর্বক্ষণ চিন্তা করে; ব্যবসিত—জ্ঞাত; সকল—সমগ্র; জগৎ—ব্রহ্মাণ্ডের; অভিপ্রায়ঃ—পরম উদ্দেশ্য; আত্ম—পরমাত্মা; যোনিঃ—যার জন্মের উৎস; অবিল—সমগ্র; নিগম—বেদের দ্বারা; নিজ-গণ—নিজজনদের দ্বারা; পরিবেষ্টিতঃ—পরিবৃত্ত হয়ে; স্ব-ভবনাৎ—তাঁর ধাম থেকে; অবততার—অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীগুরুদেব গোয়ামী বললেন—এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিদেব এবং পরম শক্তিমান ব্রহ্মা, যিনি সর্বদা ব্রহ্মাণ্ডের সমৃদ্ধি সাধনের জন্য চিন্তাশীল, যিনি সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবান থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে অবগত

হওয়ার ফলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল সাধনে তৎপর, সেই পরম শক্তিমান ব্রহ্মা তাঁর নিজজন এবং মর্তিমান বেদসমূহের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে, তাঁর ধাম সত্যলোক থেকে রাজপুত্র প্রিয়ব্রত যেখানে ধ্যান করছিলেন, সেখানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পরম আত্মা শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সবকিছুর উৎস এবং তাঁর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বেদান্ত-সূত্রে বলা হয়েছে জন্মাদ্যস্য যতঃ । যেহেতু ব্রহ্মা সরাসরিভাবে ভগবান বিষ্ণু থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই তাঁকে বলা হয় আত্মযোনি । তাঁকে ভগবানও বলা হয়, যদিও সাধারণত ভগবান্ শব্দে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণকে বোঝান হয়। কখনও কখনও ব্রহ্মা, নারদ এবং শিবের মতো মহান ব্যক্তিদেরও ভগবান্ বলে সম্বোধন করা হয়, কারণ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য করেন। ব্রহ্মাকে ভগবান্ বলা হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের গৌণ স্রষ্টা। যে সমস্ত বন্ধ জীব এই জড় জগৎকে ভোগ করার জন্য এখানে এসেছে, তাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি সর্বক্ষণ চিন্তা করেন। সেই উদ্দেশ্যে সকলের পথ প্রদর্শনের জন্য, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছেন।

বৈদিক জ্ঞানকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ। নিবৃত্তিমার্গের পন্থা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে বিরত হওয়ার পন্থা, এবং প্রবৃত্তিমার্গের পন্থা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে লিপ্ত হওয়া সম্বন্ধে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পন্থা। যেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডের শাসন করার দায়িত্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই বিভিন্ন যুগে ব্রহ্মাকে অনেক মনুষ্যের ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপ পরিচালনা করার ভার গ্রহণ করতে বাধ্য করতে হয়। প্রত্যেক মনুষ্যের অধীনে অনেক রাজা থাকেন এবং তাঁরাও ব্রহ্মার উদ্দেশ্য সাধন করেন। পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, ধ্রুব মহারাজের পিতা উত্তনপাদকে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করতে হয়েছিল, কারণ তাঁর ছোট ভ্রাতা প্রিয়ব্রত তাঁর জীবনের শুরু থেকেই তপস্যা করছিলেন। এইভাবে প্রচেষ্টাগণ পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রাজারা ছিলেন মহারাজ উত্তনপাদের বংশধর। প্রচেষ্টাদের পর যেহেতু কোন উপযুক্ত রাজা ছিলেন না, তাই স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর তপস্যারত ছোট পুত্র প্রিয়ব্রতকে ফিরিয়ে আনার জন্য গন্ধমাদান পর্বতে গিয়েছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু প্রিয়ব্রতকে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন সেই দায়িত্বভার গ্রহণে অস্বীকার করেন, তখন ব্রহ্মা সত্যলোক থেকে অবতীর্ণ হয়ে প্রিয়ব্রতকে সেই আদেশ পালন করতে অনুরোধ করেছিলেন। ব্রহ্মা একা আসেননি। মরীচি, আত্রেয় ও বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ-সহ তিনি এসেছিলেন। প্রিয়ব্রতের পক্ষে

বৈদিক নির্দেশ পালন এবং পৃথিবী শাসন করার দায়িত্ব গ্রহণ করা যে তাঁর কর্তব্য, সেই ব্রহ্মা তাঁকে বোঝাবার জন্য ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গে তাঁর নিত্য সহচর মর্তমান বেদসমূহকেও নিয়ে এসেছিলেন।

এই শ্লোকে স্ব-ভবনাৎ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ব্রহ্মা তাঁর স্বীয় ধাম থেকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রত্যেক দেবতাদের তাঁদের নিজস্বের ধাম রয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্রের নিজস্ব ধাম রয়েছে, তেমনি চন্দ্রদেব এবং সূর্যদেবেরও ধাম রয়েছে। কোটি কোটি দেবতা রয়েছে, এবং বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রও তাঁদের আলয়। সেই কথা ভগবৎগীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। যাঁরা দেবতা দেবান্—“যারা দেব-দেবীদের পূজা করে, তারা সেই সমস্ত দেব-দেবীদের লোকে গমন করে।” ব্রহ্মার ধাম হচ্ছে সর্বলোক, যাকে সতালোক এবং কখনও কখনও ব্রহ্মলোক বলা হয়। ব্রহ্মলোক বলতে সাধারণত চিৎ-জগৎকে বোঝান হয়। ব্রহ্মার ধাম হচ্ছে সতালোক, কিন্তু যেহেতু ব্রহ্মা সেখানে বাস করেন, তাই সেই স্থানটিকে কখনও কখনও ব্রহ্মলোকও বলা হয়।

শ্লোক ৮

স তত্র তত্র গগনতল উড়ুপতিরিব বিমানাবলিভিরনুপথমমরপরিবৃষ্টৈরি-
পূজ্যমানঃ পথি পথি চ বরুধশঃ সিদ্ধগন্ধর্বসাধ্যাচারণমুনিগণৈরুপগীয়-
মানো গন্ধমাদনশ্রেণীমবভাসয়দুপসর্প ॥ ৮ ॥

সং—তিনি (ব্রহ্মা); তত্র তত্র—ইতস্ততঃ; গগন-তলে—আকাশরূপ চক্রভূতের নীচে; উড়ু-পতিঃ—চন্দ্র; ইব—সদৃশ; বিমান-আবলিভিঃ—তাঁদের নিজ নিজ বিমানে; অনুপথম্—পথে; অমর—দেবতাদের; পরিবৃষ্টেঃ—নায়কদের দ্বারা; অতিপূজ্য-মানঃ—পূজিত হয়ে; পথি পথি—পথে পথে; চ—ও; বরুধশঃ—সমূহে; সিদ্ধ—সিদ্ধদের দ্বারা; গন্ধর্ব—গন্ধর্বদের দ্বারা; সাধ্যা—সাধ্যদের দ্বারা; চারণ—চারণদের দ্বারা; মুনিগণৈঃ—এবং মুনিদের দ্বারা; উপগীয়মানঃ—পূজিত হয়ে; গন্ধমাদন—যেই লোকে গন্ধমাদন পর্বত রয়েছে; শ্রেণীম্—প্রান্ত; অবভাসয়ন—প্রদীপ্ত করে; উপসর্প—তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন তাঁর বাহন হংসে উপবিষ্ট হয়ে অবতরণ করছিলেন, তখন সিদ্ধ, গন্ধর্ব, সাধ্য, চারণ, মহর্ষিগণ এবং দেবতারা তাঁদের বিমানে আরোহণ করে আকাশরূপ

চাঁদোয়ার নীচে ব্রহ্মাকে সম্বর্ধনা করার জন্য এবং পূজা করার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। বিভিন্ন লোকের অধিবাসীদের দ্বারা পূজিত হয়ে, ব্রহ্মা নক্ষত্র পরিবৃত্ত পূর্ণ চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন, এবং তারপর তাঁর বাহন হংসে তাঁকে নিয়ে গন্ধমাদন পর্বতের প্রান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে রাজপুত্র প্রিয়ব্রত উপবিষ্ট ছিলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, উচ্চতর লোকের অধিবাসীরা এক লোক থেকে আর এক লোকে গমনাগমন করেন। এই শ্লোকের আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হচ্ছে যে, একটি লোক রয়েছে যা বিশাল পর্বতসমূহের দ্বারা আবৃত, যার মধ্যে একটি হচ্ছে গন্ধমাদন পর্বত। তিনজন মহান ব্যক্তি—প্রিয়ব্রত, নারদ এবং স্বায়ম্ভুব মনু—সেই পর্বতে উপবিষ্ট ছিলেন। ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণনা অনুসারে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন লোক রয়েছে, এবং প্রতিটি লোকের অতুলনীয় ঐশ্বর্য রয়েছে। পুণ্ড্রাঙ্করূপ বলা যায় যে, সিদ্ধলোকের সমস্ত অধিবাসীরা অতি উন্নত স্তরের যোগসিদ্ধি সম্বিত। তাঁরা বিমান অথবা আকাশযান ব্যতীতই এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে উড়ে যেতে পারেন। তেমনিই গন্ধর্বলোকের অধিবাসীরা সঙ্গীতশাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী। আর সাধ্যলোকের অধিবাসীরা হচ্ছেন এক-একজন মহান সন্ত। আত্মর্থে নিঃসন্দেহে রয়েছে, এবং বিভিন্ন লোকের অধিবাসীরা এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে যেতে পারেন। এই পৃথিবীতে কিন্তু আমরা এমন কোন যাত্র আবিষ্কার করতে পারিনি, যা এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে সরাসরিভাবে যেতে পারে, যদিও মানুষ চাঁদে যাওয়ার যাত্র চেষ্টা করেছে।

শ্লোক ৯

তত্র হ বা এনং দেবর্ষির্হংসযানেন পিতরং ভগবন্তং হিরণ্যগর্ভমূলভমানঃ
সহসৈবোখ্যার্বাণেন সহ পিতাপুত্রাভ্যামবহিতাজ্জলিরূপতস্থে ॥ ৯ ॥

তত্র—সেখানে; হ বা—নিশ্চিতভাবে; এনম্—তাঁকে; দেব-র্ষাঃ—দেবর্ষি নারদ; হংস-যানেন—তাঁর বাহন হংসের দ্বারা; পিতরম্—তাঁর পিতা; ভগবন্তম্—অত্যন্ত শক্তিশালী; হিরণ্য-গর্ভম্—ব্রহ্মাকে; উপলভমানঃ—বুঝে; সহসা—এবং—তৎক্ষণাৎ; উখ্যায়—উঠে দাঁড়িয়ে; অর্হণেন—পূজার উপকরণ সহ; সহ—সঙ্গে; পিতা-পুত্রাভ্যাম্—প্রিয়ব্রত এবং তাঁর পিতা স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বারা; অবহিত-অগ্নিঃ—শ্রদ্ধা সহকারে হাত জোড় করে; উপতস্থে—পূজা করেছিলেন।

অনুবাদ

নারদ মুনির পিতা ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। নারদ মুনি সেই মহান হংসকে দর্শন করা মাত্র, বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রহ্মা এসেছেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং স্বায়ম্ভুব মনু ও তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রত, যাকে নারদ মুনি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁরাও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর তাঁরা কৃতাজ্ঞলিপুটে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ব্রহ্মার পূজা করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মার সঙ্গে অন্যান্য দেবতারারও গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বিশেষ বাহন ছিল হংস। তাই হংসটি দেখা মাত্রই নারদ মুনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পিতা, যিনি হিরণ্যগর্ভ নামেও পরিচিত, তিনি আসছেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ স্বায়ম্ভুব মনু এবং তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রতসহ তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১০

ভগবানপি ভারত তদুপনীতার্হণঃ সূক্তবাকেনাতিতরামুদিতগুণগণাবতার-
সূজয়ঃ প্রিয়ব্রতমাদিপুরুষন্তং সদয়হাসাবলোক ইতি হোবাচ ॥ ১০ ॥

ভগবান্—শ্রীব্রহ্মা; অপি—অধিকন্তু; ভারত—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; তং—তাদের দ্বারা; উপনীত—উপনীত; অর্হণঃ—পূজার সামগ্রী; সূক্ত—বৈদিক শিষ্টাচার অনুসারে; বাকেন—বাণীর দ্বারা; অতিতরাম্—অত্যন্ত; উদিত—প্রশংসিত; গুণগণ—গুণাবলী; অবতার—অবতরণ করার জন্য; সূজয়ঃ—যাঁর মহিমা; প্রিয়ব্রতম্—প্রিয়ব্রতকে; আদি-পুরুষঃ—আদি পুরুষ; তম্—তাকে; সদয়—সদয়পূর্বক; হাস—হেসে; অবলোকঃ—দৃষ্টিপাত করে; ইতি—এইভাবে; হ—নিশ্চিতভাবে; উবাচ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইভাবে ব্রহ্মা সত্যলোক থেকে ভুলোকে অবতরণ করলে, নারদ মুনি, রাজপুত্র প্রিয়ব্রত এবং স্বায়ম্ভুব মনু তাঁকে পূজার সামগ্রী নিবেদন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন এবং বৈদিক শিষ্টাচার অনুসারে অতি মধুর বাক্যে তাঁর স্তুতি করেছিলেন। তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি পুরুষ ব্রহ্মা

প্রিয়ব্রতের প্রতি অনুকম্পা অনুভব করেছিলেন, এবং প্রসন্ন বদনে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাঁকে বলেছিলেন—

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যে প্রিয়ব্রতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সত্যলোক থেকে অবতরণ করেছিলেন তা ইঙ্গিত করে যে, সেই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নারদ মুনি প্রিয়ব্রতকে আধ্যাত্মিক জীবন, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জন্য এসেছিলেন, এবং ব্রহ্মা জানতেন যে, নারদের উপদেশ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। তাই ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি যদি স্বয়ং গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে প্রিয়ব্রতকে অনুরোধ না করেন, তাহলে তিনি তাঁর পিতার নির্দেশ অস্বীকার করবেন না। ব্রহ্মার উদ্দেশ্য ছিল প্রিয়ব্রতের সংকল্প ভঙ্গ করা। তাই ব্রহ্মা প্রথমে সন্তোষে প্রিয়ব্রতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তাঁর হাস্য এবং অনুকম্পা ইঙ্গিত করে যে, ব্রহ্মা যদিও প্রিয়ব্রতকে গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করতে অনুরোধ করেন, তবুও প্রিয়ব্রত ভাববদ্ধক্তি থেকে বিচ্যুত হবেন না। বৈষ্ণবের আশীর্বাদে সবকিছুই সম্ভব। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে তা কৃপাসিন্ধি বলে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ গুরুজনের আশীর্বাদে লজ্জা সিন্ধি। সাধারণত মানুষ মুক্তি এবং সিন্ধি লাভ করে শাস্ত্রবিধি অনুষ্ঠান করার ফলে। কিন্তু, বহু ব্যক্তি কেবল শ্রীগুরুদেবের অথবা গুরুজনের আশীর্বাদে সিন্ধিলাভ করেছেন।

প্রিয়ব্রত ছিলেন ব্রহ্মার পৌত্র, এবং যেহেতু কখনও কখনও পিতামহ এবং পৌত্রের মধ্যে হাসি ঠাট্টা হয়, তেমনই এখানেও প্রিয়ব্রত তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন, আর ব্রহ্মা তাঁকে নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাই ব্রহ্মার মেহপূর্ণ হাস্য এবং দৃষ্টিপাতের অর্থ ছিল, "হে প্রিয়ব্রত! তুমি গৃহস্থ-আশ্রম গ্রহণ করবে না বলে মনস্থ করেছ, কিন্তু আমি তোমাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করতে মনস্থ করেছি।" প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা এসেছিলেন প্রিয়ব্রতের ভ্যাগ, তপস্যা, সংযম এবং ভক্তির উচ্চ আদর্শের প্রশংসা করার জন্য, যাতে তিনি গৃহস্থ-জীবন অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভক্তিমার্গ থেকে বিচ্যুত না হন।

এই শ্লোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে সূক্ত-বাকেন (বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা)। বেদে ব্রহ্মার স্তব রয়েছে—হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততায়ে ভূতস্য যাতঃ পতিরেক আসীৎ। উপযুক্ত বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মাকে স্বাগত জানানো হয়েছিল, এবং যেহেতু বৈদিক শিষ্টাচার অনুসারে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়েছিল, তাই তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

শ্রীভগবানুবাচ

নিবোধ তাতেনমৃতং ব্রবীমি

মাস্মিতুং দেবমহীসাপ্রমেয়ম্ ।

বয়ং ভবন্তে তত এষ মহর্ষি-

ব্রহ্ম সর্বে বিবশা যস্য দিষ্টম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; নিবোধ—মনোযোগ সহকারে আমার কথা শ্রবণ কর, তত—হে পুত্র; ইদম্—এই; স্ততম্—সত্য; ব্রবীমি—আমি বলছি; মা—না; অস্মিতুং—ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া; দেবম্—পরমেশ্বর ভগবান; অহীসি—তোমার উচিত; অপ্রমেয়ম্—যিনি আমাদের ইন্দ্ৰিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত; বয়ম্—আমরা; ভবঃ—শিব; তে—তোমার; ততঃ—পিতা; এষঃ—এই; মহা-ঋষিঃ—নারদ; ব্রহ্মঃ—সম্পাদন করতে; সর্বে—সমস্ত; বিবশাঃ—অবজ্ঞা করতে অক্ষম; যস্য—যার; দিষ্টম্—আদেশ।

অনুবাদ

এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি পুরুষ ব্রহ্মা বললেন—হে বৎস প্রিয়ব্রত! আমি তোমাকে যা বলব তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। আমাদের ইন্দ্ৰিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত যে পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া না। শিব, তোমার পিতা, মহর্ষি নারদ, আমাদের সকলকেই সেই পরমেশ্বরের আদেশ পালন করতে হয়। আমরা কেউই তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করতে পারি না।

তাৎপর্য

ভক্তিমার্গের বারোজন মহাজনের মধ্যে চারজন—ব্রহ্মা, তাঁর পুত্র নারদ, স্বায়ম্ভুব মনু এবং শিব—প্রিয়ব্রতের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে অন্য অনেক মহর্ষিও ছিলেন। ব্রহ্মা প্রথমে প্রিয়ব্রতকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, এই সমস্ত মহাদ্বারা যদিও এক-একজন মহাজন, তবুও তাঁরা কখনই পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অমান্য করতে পারেন না, যাকে এই শ্লোকে দেব অর্থাৎ 'সর্বদা কীর্তিময়' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি, মহিমা এবং শৌর্য কখনই ক্ষয় হয় না। দ্রষ্টব্যনিবদে ভগবানকে অগাপবিন্দ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, জড় বিচারে যাকে পাপ বলে বিচার করা হয়, তার দ্বারা

তিনি কখনই প্রভাবিত হন না। তেমনিই শ্রীমদ্ভাগবতও বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবান এতই শক্তিশালী যে, আমাদের বিচারে যা ঘৃণা তা কখনও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। ভগবানের এই অনন্ত শক্তির বিশ্লেষণ করার জন্য কখনও কখনও সূর্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। যেমন সূর্য পৃথিবী থেকে মুক্ত শোষণ করে নেয়, কিন্তু তার ফলে সূর্য কখনও কলুষিত হয় না। ভগবানকে কখনও কোন অন্যায় করার জন্য দোষারোপ করা যায় না।

ব্রহ্মা যখন প্রিয়ব্রতকে ব্রহ্মাণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি খামখেয়ালের বশে যাননি; তিনি ভগবানের নির্দেশ অনুসারে গিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা এবং অন্যান্য মহাজনেরা ভগবানের অনুমতি ব্যতীত কখনও কিছু করেন না। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে বলা হয়েছে, তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবচে—ভগবান ব্রহ্মার হৃদয়ে বৈদিক জ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবদ্ভক্তির দ্বারা জীব যতই পুণ্য হন, ততই তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ সম্পর্ক লাভ করেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছে—

ভেযাং সততযুক্তনাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাতি তে ॥

"যারা সর্বদা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, আমি তাদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার ফলে তারা আমার কাছে আসতে পারে।" (ভগবদগীতা ১০/১০) তাই ব্রহ্মা তাঁর নিজের খেয়ালের বশে প্রিয়ব্রতের কাছে আসেননি; পঞ্চান্তরে বুঝতে হবে যে, তিনি ভগবানের নির্দেশে প্রিয়ব্রতকে যুক্তি-পরামর্শ দিয়ে রাজি করতে এসেছিলেন। ভগবানের কার্যকলাপ জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, তাই তাঁকে এখানে অগ্রমেই বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এইভাবে ব্রহ্মা প্রথমে প্রিয়ব্রতকে উপদেশ দিয়েছেন, নির্মমস হয়ে মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনতে।

মানুষ যে অন্য কোন কিছু করার বাসনা সত্ত্বেও কোন বিশেষ কার্য করতে কেন অনুপ্রাণিত হয়, তা এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেউ যদি শিব, ব্রহ্মা, মনু অথবা নারদের মতো শক্তিশালীও হন, তবুও তিনি ভগবানের আদেশ লঙ্ঘন করতে পারেন না। সমস্ত মহাজনেরাই নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু তাঁদের ভগবানের আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা নেই। ব্রহ্মা যেহেতু ভগবানের আদেশ অনুসারে প্রিয়ব্রতের কাছে এসেছিলেন, তাই তিনি সর্বপ্রথমে প্রিয়ব্রতকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর শত্রু নন। ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করছিলেন, এবং তাই প্রিয়ব্রতের পক্ষে তাঁর আদেশ পালন করা প্রেরণকর হবে।

শ্লোক ১২

ন তস্য কশ্চিৎতপসা বিদ্যয়া বা

ন যোগবীর্যেণ মনীষয়া বা ।

নৈবার্থধর্মৈঃ পরতঃ স্বভো বা

কৃতং বিহন্তং তনুভিহুয়াৎ ॥ ১২ ॥

ন—কখনই না; তস্য—তার; কশ্চিৎ—কেউ; তপসা—তপস্যার দ্বারা; বিদ্যয়া—বিদ্যার দ্বারা; বা—অথবা; ন—কখনই না; যোগ—অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা; বীর্যেণ—বীর্য শক্তির দ্বারা; মনীষয়া—বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা; বা—অথবা; ন—কখনই না; এব—নিশ্চিতভাবে; অর্থ—জড় ঐশ্বর্যের দ্বারা; ধর্মৈঃ—ধর্মবলের দ্বারা; পরতঃ—কোন প্রকার বাহ্যিক শক্তির দ্বারা; স্বভঃ—স্বীয় প্রচেষ্টার দ্বারা; বা—অথবা; কৃতম্—আদেশ; বিহন্তম্—অবজ্ঞা করা; তনুভুৎ—জড় দেহধারী জীক; বিহুয়াৎ—সম্বন্ধ হয়।

অনুবাদ

কোন জীবই কঠোর তপস্যার বলে, উন্নত বৈদিক শিক্ষার বলে, অষ্টাঙ্গ-যোগের প্রভাবে, দৈহিক শক্তির প্রভাবে অথবা বুদ্ধির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ লক্ষ্য করতে পারে না। এমন কি ধর্মের বলে, অথবা জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে অথবা অন্য কোন উপায়েই, কিংবা স্বীয় শক্তির বলে অথবা অন্যদের সাহায্যের বলে, ভগবানের আদেশ অমান্য করা যায় না। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত কারও পক্ষেই ভগবানের আদেশ অমান্য করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

গর্গ উপনিষদে গর্গ মুনি তাঁর পত্নীকে বলেছেন, এতসা বা অক্ষরসা প্রশাসনে গর্গি সূর্যচন্দ্রমসৌ বিদ্যতে তিষ্ঠতঃ—“হে গর্গী! সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। এমন কি সূর্য, চন্দ্র, ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি দেবতারাও সকলেই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।” মানুষই হোক আর পশুই হোক, দেহধারী কোন জীবই ভগবানের নিয়ন্ত্রণের সীমার বাহিরে যেতে পারে না। জড় দেখে ইচ্ছিরি রয়েছে। তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের ভগবানের আইন অথবা প্রকৃতির নিয়ম থেকে মুক্ত হওয়ার যে প্রচেষ্টা তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। সেই কথা ভগবদ্গীতাতেও (৭/১৪) প্রতিপ্রদ হয়েছে। মম মায়ী দূরতয়া—মায়ার নিয়ন্ত্রণ অতিক্রম করা অসম্ভব, কারণ মায়ার

কার্যকলাপের পিছনে রয়েছে ভগবান। কখনও কখনও আমরা আমাদের তপস্যা, বৃত্তসাধন এবং যোগসিদ্ধির গর্বে গর্বিত হই, কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগসিদ্ধির বলে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রভাবে অথবা তপস্যার প্রভাবে ভগবানের নির্দেশ এবং আইন লঙ্ঘন করা যায় না। তা অসম্ভব।

মনীষয়া (“বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা”) শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রিয়ব্রত যুক্তি দেখাতে পারতেন যে, ব্রহ্মা তাঁকে গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করে রাজ্য শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করছেন, অথচ নারদ মুনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন, গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ না করতে এবং জড় বিষয়ের বন্ধনে আবদ্ধ না হতে। প্রিয়ব্রতের পক্ষে তার ফলে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, কারণ ব্রহ্মা এবং নারদ উভয়েই হচ্ছেন মহাজন। এই পরিস্থিতিতে মনীষয়া শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত উপযুক্ত হয়েছে, কারণ তা ইঙ্গিত করছে যে, যেহেতু নারদ মুনি এবং ব্রহ্মা উভয়েই উপদেশপ্রদানকারী মহাজন, তাই প্রিয়ব্রতের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের কারোর নির্দেশই অবহেলা না করে, তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা উভয় উপদেশই শিরোধার্য করা। এই দ্বিধার সমাধান করতে শ্রীল রূপ গোস্বামী বুদ্ধি সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন—

আনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথাহমুপযুক্ততঃ ।

নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

বিষয়ান্, অর্থাৎ জড়-জাগতিক বিষয় আনাসক্ত হয়ে গ্রহণ করা উচিত, এবং সবকিছুই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা উচিত। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত মনীষা। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য সবকিছু অস্বীকার করেন, তাহলে গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করা অথবা জড় জগতের রাজা হওয়ায় কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু সেইজন্য নির্মল বুদ্ধিবৃত্তির বা মনীষার প্রয়োজন হয়। মায়াবাদীরা বলে, ব্রহ্ম সত্যং জগদ্বিখ্যা—এই জগৎ মিথ্যা, এবং কেবল ব্রহ্মই হচ্ছে সত্য। কিন্তু ব্রহ্মা এবং নারদ মুনির পরম্পরায়, অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের মতে এই জগৎ মিথ্যা নয়। যা ভগবানের সৃষ্ট তা কখনও মিথ্যা হতে পারে না, কিন্তু নিজের ভোগের জন্য তার ব্যবহার মিথ্যা। সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের ভোগের জন্য, যে কথা ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) প্রতিপ্রদ হয়েছে। ভোক্তার যজ্ঞতপস্যাং সর্বলোকমহেশ্বরম্—পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সবকিছুর ঈশ্বর এবং ভোক্তা, এবং তাই সবকিছুই তাঁর উপভোগের জন্য এবং সেবার জন্য ব্যবহার করা উচিত। মানুষ অনুকূল অথবা প্রতিকূল যে পরিস্থিতিতে থাকুন না কেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সবকিছুই ভগবানের সেবার ব্যবহার করা। সেটিই হচ্ছে মনীষার আদর্শ উপযোগিতা।

শ্লোক ১৩

ভবায় নাশায় চ কর্ম কর্তৃং

শোকায় মোহায় সদা ভয়ায় ।

সুখায় দুঃখায় চ দেহযোগ-

মব্যক্তদিষ্টং জনতাস্থ ধত্তে ॥ ১৩ ॥

ভবায়—জন্মের নিমিত্ত; নাশায়—মৃত্যুর জন্য; চ—ও; কর্ম—কার্যকলাপ; কর্তৃং—করার জন্য; শোকায়—শোকের জন্য; মোহায়—মোহের জন্য; সদা—সর্বদা; ভয়ায়—ভয়ের জন্য; সুখায়—সুখের জন্য; দুঃখায়—দুঃখের জন্য; চ—ও; দেহ-যোগম্—জড় দেহের সংযুক্ত; অব্যক্ত—ভগবানের দ্বারা; দিষ্টম্—নির্দেশিত; জনতা—জীবাত্মা; অঙ্গ—হে প্রিয়ব্রত; ধত্তে—ধারণ করে।

অনুবাদ

হে প্রিয়ব্রত! ভগবানের নির্দেশে সমস্ত জীবাত্মা জন্ম, মৃত্যু, কর্ম, শোক, মোহ, ভয়, সুখ এবং দুঃখের জন্য বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সমস্ত জীবাত্মা জড় সুখ উপভোগের জন্য এখানে এসেছে, কিন্তু তাকে তার কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণ করতে হয়, এবং সেই দেহগুলি ভগবানের আদেশে জড় প্রকৃতি প্রদান করে। ভগবদ্গীতায় (৩/২৭) বলা হয়েছে, প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মণি সর্বশা—সবকিছুই সম্পাদিত হচ্ছে ভগবানের নির্দেশে প্রকৃতির দ্বারা। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা জানে না চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন প্রকার শরীর কেন রয়েছে। মূল কথা হচ্ছে যে, জীবদের বাসনা অনুসারে ভগবান তাদের এই সমস্ত শরীর প্রদান করেন। তিনি জীবদের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করার স্বাধীনতা দিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের কর্মের ফল অনুসারে শরীর ধারণ করতে হয়। এই রকম বিভিন্ন প্রকার শরীর রয়েছে। কোন জীবের আয়ু অল্প, আবার অন্য কোন জীবের অতি দীর্ঘ আয়ু। কিন্তু, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি পিপীলিকা পর্যন্ত সকলকেই ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কার্য করতে হয়, যিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন। ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদি সঙ্গিবিষ্টো

মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানিমপোহনং চ ।

“আমি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করি, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিশ্বাস আসে।” কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান কোন জীবকে একভাবে পরিচালিত করছেন এবং অন্য জীবদের অন্যভাবে পরিচালিত করছেন। আসলে প্রতিটি জীবেরই বিশেষ বাসনা রয়েছে, এবং ভগবান তাদের সেই সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ দেন। তাই সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তাঁর বাসনা অনুসারে কার্য করা। যিনি তা করেন, তিনি মুক্ত।

শ্লোক ১৪

যদ্বাচি তন্ত্ৰাং গুণকর্মদামভিঃ

সদন্তরৈবৎস বয়ং সুযোজিতাঃ ।

সর্বৈ বহামো বলিমীশ্বরায়

প্রোতা নসীব দ্বিপদে চতুষ্পদঃ ॥ ১৪ ॥

যদ্বাচি—যদি; তন্ত্ৰাং—বৈদিক নির্দেশরূপে; তন্ত্ৰাম্—দীর্ঘ রজ্জুতে; গুণ—গুণের; কর্ম—এবং কর্ম; দামভিঃ—রজ্জুর দ্বারা; সুদন্তরৈঃ—সুদৃঢ়; বৎস—হে বৎস; বয়ম্—আমরা; সু-যোজিতাঃ—যুক্ত; সর্বৈ—সকলে; বহামঃ—পালন করি; বলিম্—ভগবানের রাসমত্যা বিধানের জন্য; দীশ্বরায়—পরমেশ্বর ভগবানকে; প্রোতাঃ—বদ্ধ হয়ে; নসি—নাসিকায়; ইব—সদৃশ; দ্বি-পদে—দ্বিপদ বিশিষ্ট (চালক); চতুঃ-পদাঃ—চতুষ্পদ (বৃষ)।

অনুবাদ

হে বৎস! আমরা সকলেই আমাদের গুণ এবং কর্ম অনুসারে বৈদিক নির্দেশের দ্বারা বর্ণাশ্রম বিভাগে আবদ্ধ। এই বিভাগগুলি অবহেলা করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে আয়োজন করা হয়েছে। তাই,—বলীশ্বর যেমন নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ হয়ে চালকের পরিচালনা অনুসারে চালিত হতে বাধ্য হয়, আমাদেরও তেমন বর্ণাশ্রম ধর্মের কর্তব্য পালন করতে হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে তন্ত্ৰাং গুণ-কর্ম-দামভিঃ পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সকলেই জড় প্রকৃতির গুণের সঙ্গে যেনেবে সঙ্গ করি, সেই অনুসারে আমাদের দেহ প্রাপ্ত

হই এবং সেই অনুসারে কর্ম করি। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, চারটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—গুণ এবং কর্ম অনুসারে সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্বন্ধে অবশ্য কিছু মতভেদ রয়েছে, কারণ, কেউ কেউ বলে যে পূর্ব জীবনের গুণ এবং কর্ম অনুসারে যেহেতু মানুষ তার শরীর প্রাপ্ত হয়, তাই জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্ধারিত হয়। আবার অন্যেরা বলে যে, যেহেতু এই জীবনে গুণ এবং কর্ম পরিবর্তন করা যায়, তাই পূর্ব জীবনের গুণ এবং কর্ম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই তাঁরা বলেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই বর্ণবিভাগ এই জীবনের গুণ ও কর্ম অনুসারে হওয়া উচিত। শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ মুনি এই মতটি প্রতিপন্ন করেছেন। যুধিষ্ঠির মহারাজকে গুণ এবং কর্মের লক্ষণ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার সময় নারদ মুনি বলেছেন যে, এই লক্ষণ অনুসারেই বর্ণবিভাগ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। অর্থাৎ, কেউ যদি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও শূদ্রের লক্ষণ যুক্ত হয় তা হলে তাকে শূদ্র বলেই বিবেচনা করতে হবে। তেমনিই, কোন শূদ্র বংশোদ্ভূত ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন হন, তাহলে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে বিবেচনা করতে হবে।

বর্ণাশ্রম প্রথা বিজ্ঞানসম্মত। তাই আমরা যদি বৈদিক নির্দেশ অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম অবলম্বন করি, তাহলে আমাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে। মানব-সমাজ যদি এই বর্ণবিভাগ অনুসারে গঠিত না হয়, তাহলে তা পূর্ণ হতে পারে না। সেই সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে (৩/৮/৯) বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।

বিষ্ণুরাধাতে পশ্বা নান্যন্তোষকারণম্ ॥

“বর্ণাশ্রম প্রথার নির্ধারিত কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করার ফলে, পুরুষের ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা হয়। ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের এছাড়া আর কোন পন্থা নেই। তাই চতুর্বর্ষ এবং চতুরাশ্রমের ব্যবস্থায় অবস্থিত হওয়া মানুষের অবশ্য কর্তব্য।” সমগ্র মানব-সমাজের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা। বর্তমান সময়ে কিন্তু মানব-সমাজ ভুলে গেছে যে, জীবনের চরম লক্ষ্য অথবা পরম পূর্ণতা হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা, তাই শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার পরিবর্তে, তারা জড়ের পূজা করার শিক্ষা লাভ করেছে। আধুনিক সমাজের নির্দেশ অনুসারে মানুষ মনে করে যে, গুণনচুখী বাড়ি তৈরি করে, বড় বড় রাজ্য তৈরি করে, গাড়ি এবং অন্যান্য সমস্ত যন্ত্র তৈরি করে, তাদের ইচ্ছিসুখ ভোগের জন্য জড় পদার্থের উপযোগ

হচ্ছে সভ্যতার স্বপ্ন। এই প্রকার সমাজে মানুষ তাদের জীবনের উদ্দেশ্য যে কি তা জানতে পারে না। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছানোর প্রয়াস না করে মানুষ জড়া প্রকৃতির মোহময়ী প্রভাবের দ্বারা মোহিত হচ্ছে। তাই জড়-জাগতিক প্রগতি অন্ধ এবং সেই সমাজের নেতারাও অন্ধ। তারা তাদের অনুগামীদের ভুল পথে পরিচালিত করেছে।

তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে বৈদিক নির্দেশ মেনে নেওয়া, এই শ্লোকে যাকে যথাচি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেকেরই কর্তব্য হচ্ছে তার বর্ণ সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং সেই অনুসারে শিক্ষা লাভ করা। তাহলেই তাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে। তা না হলে, সমগ্র মানব-সমাজ বিভ্রান্ত হবে। মানব-সমাজ যদি বর্ণ এবং আশ্রম অনুসারে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিভক্ত হয় এবং বৈদিক নির্দেশ পালন করে, তাহলে সামাজিক স্থিতি নির্বিশেষে সকলের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে। এমন নয় যে ব্রাহ্মণেরাই কেবল চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন। বৈদিক নির্দেশ যদি পালন করা হয়, তাহলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—সকলেই চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারবেন, এবং তখন তাঁদের জীবন সফল হবে। বৈদিক নির্দেশগুলি হচ্ছে ভগবানের অব্যক্ত নির্দেশ। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাসিকায় রক্তবদ্ধ বলীকর্ণ যেমন চালকের পরিচালনা অনুসারে পরিচালিত হয়, তেমনি যদি আমরা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে আচরণ করি, তাহলে আমাদের জীবন আদর্শ পথে পরিচালিত হবে। আমরা যদি সেভাবে পরিচালিত না হয়ে আমাদের খোয়ালখুশি মতো আচরণ করি, তাহলে বিভ্রান্ত হয়ে এবং চরমে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আমাদের জীবন ব্যর্থ হবে। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান সময়ে মানুষ যেহেতু বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করছে না, তাই তারা সকলে বিভ্রান্ত। প্রিয়ব্রতকে ব্রহ্মা যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশ বলে মেনে নিয়ে যদি আমরা সেই অনুসারে জীবন যাপন করি, তাহলে আমাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (১৬/২৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাশ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

আমরা যদি শাস্ত্রের নির্দেশ বা বেদের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন না করি, তাহলে আমরা কখনই প্রকৃত সাফল্য অর্জন করতে পারব না, সুখ অথবা জীবনের উন্নততর পদ প্রাপ্তি তো দূরের কথা।

শ্লোক ১৫

ঈশাভিসৃষ্টং হ্যবরুদ্ধমহেহস

দুঃখং সুখং বা গুণকর্মসঙ্গাৎ ।

আস্থায় তত্তদ্যদযুক্ত নাথ-

শচক্ষুস্তাত্কা ইব নীয়মানাঃ ॥ ১৫ ॥

ঈশ-অভিসৃষ্টম্—ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট অথবা প্রদত্ত; হি—নিশ্চিতভাবে; অবরুদ্ধমহে—আমাদের স্বীকার করতে হবে; অঙ্গ—হে প্রিয়ব্রত; দুঃখম্—দুঃখ; সুখম্—সুখ; বা—অথবা; গুণ-কর্ম—গুণ ও কর্মের সঙ্গে; সঙ্গাৎ—সঙ্গ করার ফলে; আস্থায়—অবস্থিত হয়ে; তৎ তৎ—সেই অবস্থা; যৎ—যে দেহ; অযুক্ত—তিনি প্রদান করেছেন; নাথঃ—পরমেশ্বর ভগবান; চক্ষুস্তাত্কা—নেত্রযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা; অঙ্কাঃ—অঙ্ক; ইব—সদৃশ; নীয়মানাঃ—পরিচালিত হয়ে।

অনুবাদ

হে প্রিয়ব্রত! জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সঙ্গে আমাদের সঙ্গ অনুসারে ভগবান আমাদের বিশেষ শরীর প্রদান করেন, এবং সেই অনুসারে আমরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করি। তাই অঙ্ক যেভাবে চক্ষুস্থান ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, ঠিক সেইভাবে যে অবস্থাতে আমরা রয়েছি, সেই অবস্থাতেই থেকে ভগবানের দ্বারা আমাদের পরিচালিত হওয়া উচিত।

তাৎপর্য

জড় উপায়ের দ্বারা জীব কখনও তার বিশেষ শরীরের সুখ এবং দুঃখের বোঝা এড়াতে পারে না। ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনি রয়েছে, এবং তাদের প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু পরিমাণে সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে হয়। তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, কারণ যার বিধান অনুসারে আমরা আমাদের শরীর প্রাপ্ত হয়েছি, সেই ভগবানই আমাদের সুখ এবং দুঃখ নির্ধারণ করেছেন। যেহেতু আমরা ভগবানের পরিকল্পনা এড়াতে পারি না, তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, অঙ্ক যেমন চক্ষুস্থান ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, ঠিক সেইভাবে ভগবানের দ্বারা পরিচালিত হওয়া। ভগবান আমাদের যে পরিস্থিতিতে রেখেছেন, সেই অবস্থাতে থেকেই যদি আমরা তাঁর আদেশ পালন করতে থাকি, তাহলে আমরা পূর্ণতা লাভ করতে পারব। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করা। এই নির্দেশের ভিত্তিতেই ধর্ম বা বৃত্তিগত কর্তব্য প্রতিষ্ঠিত।

তাই ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ —“তোমার অন্য সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে, কেবল আমার শরণাগত হও এবং আমাকে অনুসরণ কর।” (ভগবদগীতা ১৮/৬৬) ভগবানের নির্দেশ অনুসরণ করে তাঁর শরণাগত হওয়ার এই পন্থা কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের জন্য নয়। ব্রাহ্মণ ভগবানের শরণাগত হতে পারে, এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রও ভগবানের শরণাগত হতে পারে। এই পন্থা সকলেই অবলম্বন করতে পারে। এই শ্লোকে বলা হয়েছে, চক্ষুস্তাত্কা ইব নীয়মানাঃ—অঙ্ক যেভাবে চক্ষুস্থান ব্যক্তিকে অনুসরণ করে, ঠিক সেইভাবে ভগবানকে অনুসরণ করা উচিত। বেদ এবং ভগবদগীতায় ভগবান যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেই সমস্ত নির্দেশ অনুসারে যদি আমরা ভগবানের অনুগমন করি, তাহলে আমাদের জীবন সার্থক হবে। ভগবান তাই বলেছেন—

মমনা ভব মন্তস্তো মন্বাজী মাং নমস্কর ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞান প্রিয়োহসি মে ॥

“সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে প্রণতি নিবেদন কর। তাহলে তুমি অবশ্যই আমার ধ্যানে আমার কাছে ফিরে আসবে। আমি তোমার কাছে এই প্রতিজ্ঞা করছি, কারণ তুমি আমার অতি প্রিয় সখা।” (ভগবদগীতা ১৮/৬৫) এই নির্দেশ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকলেরই জন্য। যদি কেউ, তা তিনি যেই জাতির বা ধর্মের হন না কেন, ভগবানের শরণাগত হন এবং ভগবানের নির্দেশ পালন করেন, তাহলে তাঁর জীবন সার্থক হবে।

পূর্ববর্তী শ্লোকে গরুর গাড়ির চালকের দ্বারা পরিচালিত বলীবর্ষের উপমা দেওয়া হয়েছে। বলীবর্ষ সম্পূর্ণরূপে চালকের শরণাগত হয়ে, যেখানেই সে তাকে নিয়ে যায়, সেখানেই যায় এবং তাকে সে যা খেতে দেয় তাই খায়। তেমনই সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত হয়ে, সুখের আকাঙ্ক্ষা না করে অথবা দুঃখ-মুর্শনার জন্য অনুতাপ না করে, তিনি আমাদের যে পরিস্থিতিতে রেখেছেন, সেই পরিস্থিতিতেই সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর দেওয়া সুখ-দুঃখ অবিচলিত থেকে ভগবদ্বক্তির পন্থা অনুসরণ করা। সাধারণত রজ এবং তমোগুণের বশীভূত হয়ে জীব ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনি সম্বন্ধে ভগবানের পরিকল্পনা বুঝতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হওয়ার ফলে এই পরিকল্পনা গদ্যদ্বন্দ্ব করার এক বিশেষ সৌভাগ্য অর্জন করা যায়, এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে, ভগবানের নির্দেশ পালন করে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা যায়। সারা জগৎ প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, বিশেষ করে রজ এবং তমোগুণের

দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করছে, কিন্তু মানুষ যদি ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনে যত্নশীল হয়, তাহলে তাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে এবং তারা সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হতে পারে। তাই বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলা হয়েছে—

হরেনর্মি হরেনর্মি হরেনর্মিমেব কেবলম্ ।

কলৌ নান্তোব নান্তোব নান্তোব গতিরন্যথা ॥

“এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন ব্যতীত আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভের আর কোন উপায় নেই, আর কোন উপায় নেই, আর কোন উপায় নেই।” ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ করার সুযোগ প্রত্যেককে দেওয়া উচিত, কারণ তার ফলে মানুষ ধীরে ধীরে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে এবং সত্ত্বগুণেরও অতীত পরম পদ প্রাপ্ত হতে পারবে। এইভাবে তার প্রগতির পথে সমস্ত বাধাবিপত্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। পরিশেষে, আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, ভগবান আমাদের যেই অবস্থাতে রেখেছেন, সেই অবস্থাতেই আমাদের সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং সর্বদা তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, তাহলে আমাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে।

শ্লোক ১৬

মুক্তোহপি তাবদ্বিভূয়াৎ স্বদেহ-

মারক্কমশ্রমভিমানশূন্যঃ ।

যথানুভূতং প্রতিযাতনিদ্রঃ

কিং অন্যদেহায় ওণায় বৃদ্ধ্তে ॥ ১৬ ॥

মুক্তঃ—মুক্ত পুরুষ; অপি—ও; তাবৎ—ততক্ষণ; বিভূয়াৎ—ধারণ করতে হয়; স্ব-দেহম্—তার দেহ; আরক্কম্—পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত; অশ্রম্—গ্রহণ করে; অভিমানশূন্যঃ—স্নাত্ত ধারণা রহিত; যথা—যেমন; অনুভূতম্—যা অনুভব করা হয়েছে; প্রতিযাত-নিদ্রঃ—যুম থেকে যে জেগে উঠেছে; কিম্ ভূ—কিন্তু; অন্য-দেহায়—অন্য আর একটি জড় শরীরের জন্য; ওণায়—ওণসমূহ; ন—কখনই না; বৃদ্ধ্তে—ভোগ করে।

অনুবাদ

মুক্ত হলেও মানুষকে পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে দেহ ধারণ করতে হয়। কিন্তু তিনি তখন অভিমানশূন্য হয়ে, সুপ্রোখিত ব্যক্তি যেভাবে স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয় স্মরণ করেন,

তেমনই তাঁর সুখ এবং দুঃখকে তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল বলে মনে করেন। এইভাবে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন এবং প্রকৃতির তিন গুণের বশীভূত হয়ে অন্য আর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কর্ম করেন না।

তাৎপর্য

বন্ধ এবং মুক্ত জীবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বন্ধ জীব দেখাশুনার দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু মুক্ত পুরুষ জানেন যে, তিনি তাঁর দেহ নন, পক্ষান্তরে দেহ থেকে ভিন্ন আত্মা। প্রিয়রত্ন মনে করে থাকতে পারেন যে, বন্ধ জীব প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কর্ম করতে বাধ্য হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনার অভ্যন্তর উন্নত হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি পারমার্থিক প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ সেই বন্ধন স্বীকার করবেন? তাঁর সেই সন্দেহ দূর করার জন্য ব্রহ্মা তাঁকে বলেছিলেন যে, মুক্ত পুরুষেরাও তাঁদের পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ তাঁদের বর্তমান শরীর গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন না। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ অনেক অলীক বস্তু দর্শন করে, কিন্তু যখন সে জেগে ওঠে, তখন আর সেই বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে, সে তার বাস্তব জীবনে প্রগতি সাধনে যত্নশীল হয়। তেমনই, মুক্ত পুরুষ—যিনি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়দম করতে পেরেছেন যে, তাঁর প্রকৃত স্বরূপে তিনি তাঁর দেহ নন, তিনি হচ্ছেন চিন্ময় আত্মা—অজ্ঞানতাবশত অনুষ্ঠিত তাঁর সমস্ত পূর্বকৃত কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া সঞ্চকে কেন একম পরোয়া না করে, তিনি তাঁর বর্তমান কার্যকলাপ এমনভাবে অনুষ্ঠান করেন যে তার ফলে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (৩/৯) বর্ণিত হয়েছে। যজ্ঞার্থং কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ—কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান যজ্ঞপুরুষের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য কর্ম করেন, তাহলে তাঁর সেই কর্মের ফলে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না, কিন্তু কর্মীরা, যারা তাদের নিজেদের স্বার্থে কর্ম করে, তাদের সেই কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। মুক্ত পুরুষ তাই, অজ্ঞানতাবশত অতীতে তিনি কি করেছেন, সেই সঞ্চকে চিন্তা করেন না; পক্ষান্তরে, তিনি এমনভাবে কর্ম করেন, যার ফলে তাঁর কর্মের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অন্য আর একটি শরীরের সৃষ্টি না হয়। ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

মাং চ যোঃ প্রতিচারেণ ভক্তির্যোগেন সেবতে ।

স ওণান্ সমতীত্যেতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

“যিনি পূর্ণ ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনি তৎক্ষণাৎ জড় প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে উপনীত হন।” (ভগবদ্গীতা ১৪/২৬) আমাদের পূর্ববর্তী জীবনে আমরা

যে কি করেছি তার পরোয়া না করে, আমরা যদি এই জীবনে ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হই, তাহলে আমরা ব্রহ্মভূত (মুক্ত) স্তরে সর্বদা অধিষ্ঠিত থাকতে পারব। তখন আমরা কর্মের ফল থেকে মুক্ত হব এবং তখন আর আমাদের আর একটি জড় শরীর ধারণ করতে হবে না। তাক্সা দেহং পুনর্ভব্য নৈতি মামেতি (ভগবদ্গীতা ৪/৯)। যিনি এইভাবে আচরণ করেছেন তিনি তাঁর দেহ ত্যাগ করার পর, অন্য আর একটি জড় দেহ ধারণ করেন না, পক্ষান্তরে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ১৭

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষুপি স্যাদ্

যতঃ স আস্তে সহযটসপত্নঃ ।

জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্ভুদস্য

গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্ ॥ ১৭ ॥

ভয়ম্—ভয়; প্রমত্তস্য—মোহাচ্ছয় ব্যক্তির; বনেষু—বনে; অপি—ও; স্যাত্—হওয়া উচিত; যতঃ—যেহেতু; সঃ—তিনি (অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি); আস্তে—বিরাজ করে; সহ—সঙ্গে; যটসপত্নঃ—ছয়জন সতীন; জিত-ইন্দ্রিয়স্য—যে ব্যক্তি তাঁর ইন্দ্রিয় জয় করেছেন; আত্ম-রতঃ—আত্মভূক্ত; বৃদস্য—সেই প্রকার জানী ব্যক্তির; গৃহ-আশ্রমঃ—গৃহস্থ-জীবন; কিম্—কি; নু—নিঃসন্দেহে; করোতি—করতে পারে; অবদ্যম্—ক্ষতি।

অনুবাদ

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বনে বনে বিচরণ করে তবুও তাকে জড় বন্ধনের ভয়ে সর্বদা ভীত থাকতে হয়, কারণ সে তার মন এবং জানেন্দ্রিয়—এই ছয়জন সত্বীনের সঙ্গে সর্বদা বিরাজ করে। কিন্তু গৃহস্থ-আশ্রমও আত্মভূক্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গোয়েছেন, গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' বলে ডাকে—কেউ যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় যুক্ত হন, তাহলে তিনি গৃহেই থাকুন

অথবা বনেই থাকুন, তিনি মুক্ত পুরুষ। সেই কথারই পুনরাবৃত্তি এখানে করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করতে পারেনি তার পক্ষে তথাকথিত যোগী হয়ে বনে যাওয়া অর্থহীন। যেহেতু তার অসংযত মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি তার সঙ্গে যায়, তাই তার পক্ষে গৃহত্যাগ করে বনবাসী হওয়া সম্ভবও কোন লাভ হয় না। পূর্বে উক্ত ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বদভূমিতে আসত, এবং তার ফলে তাদের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল—“যদি যাও বদে, তোমার কপাল যাবে সঙ্গে।” তাই আমাদের প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা, এবং যেহেতু ভগবানের সেবায় যুক্ত না হলে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা যায় না, তাই আমাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। কৃষীকেন্দ্ৰ কৃষীকেশসেবকং ভক্তিরূচ্যতে—ভক্তি মানে হচ্ছে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা।

এখানে রক্ষা ইঙ্গিত করছেন যে, অসংযত ইন্দ্রিয়গুলিকে সঙ্গে নিয়ে বনে যাওয়ার থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা শ্রেয় এবং নিরাপদ। এই শ্লোক দ্বিতীয় ব্যক্তি গৃহস্থ-আশ্রমেও নিরাপদ থাকেন। সংসার-বন্ধন তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। শ্রীল রূপ গোখামী এই স্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

দ্বিহা যস্য হর্যোণ্যো কর্মণ্য মনস্য গিরা ।

নিখলাক্ষণাবস্থায় জীবনযুক্তঃ স উচ্যতে ॥

“কেউ যদি তাঁর কার্যকলাপ, মন এবং বাণী ভগবানের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত করেন, তাহলে তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁকে জীবনযুক্ত বলে মনে করতে হবে।” শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ছিলেন একজন অতি দায়িত্বসম্পন্ন নামকর্মচারী এবং গৃহস্থ, তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে তাঁর অবদান অতুলনীয়। শ্রীল প্রবোধানন্দ সারথী ঠাকুর বলেছেন, “দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসম্পর্পটলী যোগাধাতবলপ্টোন্নতে । আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি নিঃসন্দেহে আমাদের পরম শত্রু, তাই তাদের বিধবর্গ সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু যে বিধবর্গ সর্পের বিষদাঁত ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, তার থেকে আর ভয়ের কোন কারণ থাকে না। তেমনি, ইন্দ্রিয়গুলি যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন আর তাদের কার্যকলাপ থেকে ভয়ের কোন কারণ থাকে না। কৃষ্ণভাক্যামৃত আন্দোলনের ভক্তেরা এই জড় জগতের সর্বত্র বিচরণ করেন, কিন্তু যেহেতু তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছে, তাই তারা সর্বদাই এই জড় জগতের প্রভাব থেকে মুক্ত। তারা সর্বদাই চিদ্রায় স্তরে অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ১৮

যঃ ঘট সপত্নান্ বিজিগীষমাণো

গৃহেষু নির্বিষ্য যতেত পূর্বম্ ।

অতোতি দুর্গাপ্রিত উর্জিতারীন্

ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশিচৎ ॥ ১৮ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; ঘট—ছয়; সপত্নান্—শত্রু; বিজিগীষমাণঃ—জয় করতে ইচ্ছুক; গৃহেষু—গৃহস্থ-আশ্রমে; নির্বিষ্য—প্রবেশ করে; যতেত—চেষ্টা করা কর্তব্য; পূর্বম্—প্রথম; অতোতি—জয় করে; দুর্গ-আশ্রিতঃ—সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিত; উর্জিত-অরীন—অত্যন্ত প্রবল শত্রু; ক্ষীণেষু—ক্ষীণ; কামম্—কামবাসনা; বিচরেৎ—বিচরণ করতে পারে; বিপশিচৎ—অত্যন্ত অভিজ্ঞ, বিদ্বান্ ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থিত হয়ে সুসংযতভাবে তাঁর মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জয় করেন, তিনি দুর্গের আশ্রয়ে পরাক্রমশালী শত্রুকে জয়কারী রাজার মতো। যিনি গৃহস্থ-আশ্রমে যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং যার কামবাসনা ক্ষীণ হয়েছে, তিনি নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথায় যে চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রম-বিভাগ রয়েছে তা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত, এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার ইন্দ্রিয়-সংযম করতে শিক্ষা দেওয়া। গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করার পূর্বে, ব্রহ্মচারীকে জিতেদ্বির হওয়ার জন্য সর্বতোভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। এই প্রকার পরিণত ব্রহ্মচারীকে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হত, এবং যেহেতু তিনি প্রথমে ইন্দ্রিয় জয় করার শিক্ষা লাভ করেছেন, তাই পঞ্চাশের অধিক বয়স হলে যখন তাঁর যৌবনের উদ্যমে ভাটা পড়ত, তখন তিনি বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করতেন। তারপর আরও উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হলে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন। তখন তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যবান হয়ে, জড় বাসনারজনিত বন্ধনের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন। ইন্দ্রিয়গুলিকে অত্যন্ত পরাক্রমশালী শত্রু বলে মনে করা হয়। সুদৃঢ় দুর্গে স্থিত রাজা যেমন তাঁর পরাক্রমশালী শত্রুকে অন্যায়সে জয় করতে পারেন, তেমনি গৃহস্থ-আশ্রমে স্থিত গৃহস্থ তাঁর যৌবনোচিত কামবাসনা জয় করতে পারেন এবং যখন তিনি বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তখন তিনি অত্যন্ত নিরাপদ হন।

শ্লোক ১৯

ত্বং ত্বজনাভাস্মিসরোজকোশ-

দুর্গাপ্রিতো নির্জিতঘটসপত্নঃ ।

ভুঙ্ক্ষ্বহ ভোগান্ পুরুষাতিদিষ্টান্

বিমুক্তসঙ্গঃ প্রকৃতিং ভজস্ব ॥ ১৯ ॥

ত্বম্—তুমি; ত্বং—তখন; ত্বজনাভ—পদ্মফুলের মতো যার নাভি সেই ভগবানের; অভাস্মি—চরণ; সরোজ—কমল; কোশ—সম্পূট; দুর্গ—দুর্গ; আশ্রিতঃ—শরণাগত; নির্জিত—বিজিত; ঘট-সপত্নঃ—যড়িরপু (মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়); ভুঙ্ক্ষ্ব—ভোগ কর; ইহ—এই জড় জগতে; ভোগান্—ভোগ্যবস্তু; পুরুষ—পরম পুরুষের দ্বারা; অতিদিষ্টান্—বিশেষভাবে আদিষ্ট; বিমুক্ত—মুক্ত; সঙ্গঃ—জড় সঙ্গ থেকে; প্রকৃতিম্—স্বরূপ; ভজস্ব—উপভোগ কর।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—হে প্রিয়ব্রত! পদ্মনাভ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-কোষরূপ দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করে তুমি ছয় ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুদের জয় কর। তুমি জড়সুখ ভোগ কর কারণ ভগবান বিশেষভাবে তোমাকে তা করার আদেশ দিয়েছেন। তার ফলে তুমি সর্বদা জড় সঙ্গ থেকে মুক্ত থাকবে এবং তোমার স্বরূপে অবস্থিত হয়ে ভগবানের আদেশ পালন করতে পারবে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে তিন প্রকার মানুষ রয়েছে। যারা যতদূর সম্ভব ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার চেষ্টা করে, তাদের বলা হয় কর্মী। তাদের উপরে রয়েছে জ্ঞানীরা, যারা ইন্দ্রিয়ের বেগসমূহ দমন করার চেষ্টা করে, এবং তাদের উপরে রয়েছে যোগীগণ, যারা ইতিমধ্যেই তাঁদের ইন্দ্রিয় জয় করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই চিরায়ত্ত্বের অধিষ্ঠিত নন। ভগবদ্ভক্তরা, যারা উপরোক্ত তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নন, কেবল তাঁরাই চিরায়ত্ত্ব। সেই কথা বিব্রোধ করে ভগবদ্গীতায় (১৪/২৬) বলা হয়েছে—

মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তির্যোগেন সেবতে ।

স ওগান্ সমতীত্যোতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কলতে ॥

"যিনি পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, কোন অবস্থাতেই যার অধঃপতন হয় না, তিনি জড় প্রকৃতির ওপরে অতীত হয়ে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত।"

ব্রহ্মা এখানে প্রিয়ব্রতকে গৃহস্থ-আশ্রমরূপে দুর্গে থাকতে বলেননি, পক্ষান্তরে তিনি তাঁকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মরূপে দুর্গের শরণ গ্রহণ করতে বলেছেন (অজ্ঞানাতচ্ছিন্ন-সরোজ)। ভ্রমর যখন পদ্মফুলে প্রবেশ করে মধু পান করে, তখন পদ্মের পাপড়িগুলি তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করে। ভ্রমর তখন সূক্ষ্মকিরণ এবং অন্যান্য বায়ু প্রভাবের দ্বারা বিচলিত হয় না। তেমনি, যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পান। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৫৮) বলা হয়েছে—

সমাপ্রীতা যে পদপদ্মবপ্রবং

মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।

ভবানুধিবৎসপদং পরং পদং

পদং পদং যৎ বিপদাং ন ভেষাম্ ॥

যিনি শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁর কাছে সবকিছুই অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়, এমনকি অজ্ঞানের মহাসমুদ্র (ভবানুধি) তাঁর কাছে গোপ্পদের মতো (বৎসপদম) সৎকীর্ত্তন হয়ে যায়। এই প্রকার ভক্তের পক্ষে প্রতি পদে যে স্থানে বিপদ, সেখানে থাকার কোন প্রক্লেশই ওঠে না।

আমাদের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করা। আমরা যদি ভগবানের পরম আদেশ পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকি, তাহলে স্বর্গে অথবা নরকে যেখানেই আমরা থাকি না কেন, আমরা সর্বদাই সুরক্ষিত থাকব। এখানে প্রকৃতিং ভজ্ঞঃ শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে প্রকৃতিম্ শব্দে জীবের স্বরূপ বোঝানো হয়েছে। প্রতিটি জীবই তার স্বরূপে ভগবানের নিত্য দাস। তাই ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতকে উপদেশ দিয়েছেন, “ভগবানের সেবকরূপে তোমার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হও। তুমি যদি তাঁর আদেশ পালন কর, তাহলে জড় বিষয় ভোগের মাঝখানে থাকলেও কখনও তোমার অধঃপতন হবে না।” সকাম কর্মের ফলে লব্ধ জড় সুখ ভগবান প্রদত্ত জড় সুখ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কখনও কখনও ভক্তও পরম ঐশ্বর্যশালী হন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবানের আদেশ পালন করার জন্য সেই পদ স্বীকার করেন। তাই ভক্ত কখনও জড়-জাগতিক প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে, কৃষ্ণভাক্যমুত আদেশলনের ভক্তেরা পৃথিবীর সর্বত্র ভগবানের বাণী প্রচার করছেন। বহু কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের সঙ্গ করতে হয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায়, তাঁরা জড় প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত। তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করেছেন, যে-কথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামুতে (মধ্য ৭/১২৯) বর্ণিত হয়েছে—

কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।

পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥

যে নিষ্ঠাবান ভক্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর বাণী প্রচার করছেন, বিষয়-তরঙ্গ কখনও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারবে না। পক্ষান্তরে, যথাসময়ে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে, তাঁর নিত্য সঙ্গ লাভ করতে পারবেন।

শ্লোক ২০

শ্রীশুক উবাচ

ইতি সমভিহিতো মহাভাগবতো ভগবতঃশ্রীভুবনগুরোরনুশাসনমাত্মনো
লঘুতয়াবনতশিরোধরো বাচমিতি সবহমানমুবাচ ॥ ২০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি—এইভাবে; সমভিহিতঃ—পূর্ণরূপে উপদিষ্ট হয়ে; মহাভাগবতঃ—মহান ভক্ত; ভগবতঃ—অতি শক্তিশালী স্বাকার; শ্রীভুবন—ত্রিলোকের; গুরোঃ—গুরু; অনুশাসনম্—আদেশ; আত্মনঃ—নিজের; লঘুতয়া—লঘুভাবে; অবনত—অবনত; শিরোধরঃ—মস্তক; বাচম্—সংঘত হয়ে; ইতি—এইভাবে; সবহমানম্—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; উবাচ—পালন করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে শ্রীভুবনের গুরু ব্রহ্মার দ্বারা পূর্ণরূপে উপদিষ্ট হয়ে, প্রিয়ব্রত তাঁর লঘুতা হেতু তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, এবং তাঁর সেই আদেশ গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পালন করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রিয়ব্রত ছিলেন ব্রহ্মার পৌত্র। তাই সামাজিক সদাচার অনুসারে তাঁর স্থান ছিল ব্রহ্মার থেকে নীচে। কনিষ্ঠের কর্তব্য হচ্ছে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে গুরুজনের আদেশ পালন করা। প্রিয়ব্রত তাই ভৎসনাগে তাঁকে বলেছিলেন, “হে গুরুদেব! আমি আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করব।” এখানে প্রিয়ব্রতকে মহাভাগবত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবের আদেশ পালন করা, অথবা পরম্পরার দ্বারায় শ্রীগুরুদেবের গুরুদেবের আদেশ পালন করা।

ভগবদ্গীতায় (৪/২) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এবং পরম্পরা প্রাপ্তম্—পরম্পরার ধারায় পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ প্রাপ্ত হতে হয়। ভগবানের তত্ত্ব সর্বদাই নিজেকে ভগবানের দাসের অনুদাসের দাস বলে মনে করেন।

শ্লোক ২১

ভগবানপি মনুনা যথাবদুপকল্পিতাপচিতিঃ প্রিয়ব্রতনারদয়োঃবিষয়মভি-
সমীক্ষমাণয়োরাশ্রয়স্থানমবাস্থানসং ক্ষয়মব্যবহৃতং প্রবর্তয়ন্নগমৎ ॥২১॥

ভগবান্—পরম শক্তিমান ব্রহ্মা; অপি—ও; মনুনা—মনুর দ্বারা; যথাবৎ—যথাবিধি; উপকল্পিত-অপচিতিঃ—পূজিত হয়ে; প্রিয়ব্রত-নারদয়োঃ—প্রিয়ব্রত এবং নারদের উপস্থিতিতে; অবিষয়ম্—বিষয়ে রহিত; অভিসমীক্ষমাণয়োঃ—দেখতে লাগলেন; আশ্রয়ম্—তার পদের উপযুক্ত; অবস্থানম্—তার ধামে; অবাক-মনসম্—মন এবং বাণীর বর্ণনার অতীত; ক্ষয়ম্—শোক; অব্যবহৃতম্—অস্বাভাবিকভাবে অবস্থিত; প্রবর্তয়ন্—প্রস্থান করে; অগমৎ—ফিরে গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

তারপর মনু ব্রহ্মার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য যথাসাধ্য শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর পূজা করেছিলেন। প্রিয়ব্রত এবং নারদও অবিষয় অর্থাৎ অক্লেশ দৃষ্টিতে ব্রহ্মাকে দর্শন করতে লাগলেন। প্রিয়ব্রতকে তাঁর পিতার আদেশ পালনে নিযুক্ত করে ব্রহ্মা তাঁর ধাম সভ্যলোকে ফিরে গিয়েছিলেন, যে স্থান মনু অথবা বাণীর বর্ণনার অতীত।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যে মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতকে পৃথিবী শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে রাজি করিয়েছিলেন, সেই জন্য মনু অবশ্যই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। প্রিয়ব্রত এবং নারদও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ব্রহ্মা যদিও প্রিয়ব্রতের ব্রহ্মচারীরূপে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ব্রত ভঙ্গ করে তাঁকে জাগতিক বিষয় সামলাতে রাজি করিয়েছিলেন, তবুও নারদ এবং প্রিয়ব্রত ব্রহ্মার প্রতি ক্ষুণ্ণ হননি। প্রিয়ব্রতকে তাঁর শিষ্যে পরিণত করতে নারদের প্রয়াস যে ব্যর্থ হয়েছিল, সেই জন্যও তিনি মোটেই দুঃখিত হননি। প্রিয়ব্রত এবং নারদ উভয়েই ছিলেন মহাত্মা এবং তাঁরা জনতেন কিভাবে ব্রহ্মাকে সম্মান প্রদর্শন করতে হয়। তাই ব্রহ্মার প্রতি অসন্তুষ্ট

হওয়ার পরিবর্তে, তাঁরা তাঁর প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। ব্রহ্মা তখন সভ্যলোক নামক তাঁর নিত্য ধামে ফিরে গিয়েছিলেন, যাকে এখানে নিম্নলিখ এবং বাণীর অগম্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মা তাঁর ধামে ফিরে গিয়েছিলেন, যা খারিই মতো মহত্বপূর্ণ। ব্রহ্মা হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর সব চাইতে মহত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁর আয়ুষ্কালের বর্ণনা করে ভগবদ্গীতায় (৮/১৭) বলা হয়েছে—সহস্রযুগপর্যন্তমহর্ষিঃ ব্রহ্মাণো বিদুঃ। চার যুগের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪৩,০০,০০০ বছর, এবং তার সহস্র গুণ হচ্ছে ব্রহ্মার বারো ঘণ্টা। অতএব নাক্ষত্রিকপক্ষে আমরা ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের বারো ঘণ্টার পরিধি পর্যন্ত অনুমান করতে পারি যা, সেই অনুপাতে ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ুর অনুমান করা তো আমাদের কল্পনারও অতীত। তাহলে তাঁর ধামের মহিমা আমরা কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারব? বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সভ্যলোকে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি নেই। অর্থাৎ, সভ্যলোক যেহেতু ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মজ্যোতির সমীকটে অবস্থিত, তাই তা গ্রাম্য বৈকুণ্ঠলোকের মতো। আমাদের পক্ষে ব্রহ্মার ধামের বর্ণনা করা অসম্ভব, তাই তাকে অবাকমনসগোচর বা আমাদের বাণী এবং মনের কল্পনার অতীত বলে তার বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে ব্রহ্মার ধামের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—যন্ বৈ পরার্থং তন্ উপারমেষ্ঠ্যং ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যুর্নানির্ভী-
তৌষণ্যঃ। “এখান থেকে কোটি কোটি বৎসর দূরে অবস্থিত যে সভ্যলোক, সেখানে কোন রকম শোক নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, কষ্ট নেই অথবা শত্রুতা নেই।”

শ্লোক ২২

মনুরাপি পরৈণেবং প্রতিসম্বিতমনোরথঃ সুরর্ষিবরানুমতেনাঙ্ঘ্রজমবিল-
ধারামণ্ডলস্থিতিগুপ্তয় আস্থাপ্য স্বয়মতিবিশমবিষয়বিষজলাশয়াশায়া
উপররাম ॥ ২২ ॥

মনুঃ—বায়ুদেব মনু; অপি—ও; পরৈণ—ব্রহ্মার দ্বারা; এবম্—এইভাবে; প্রতিসম্বিত—সম্পাদিত; মনঃরথঃ—তাঁর মনোবাসনা; সুর-ঋষি-বর—দেবর্ষি নারদের; অনুমতেন—অনুমতিক্রমে; আঙ্ঘ্র-জম্—তাঁর পুত্রকে; অবিল—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; ধরা-মণ্ডল—বিশ্বের; স্থিতি—পালন; গুপ্তয়ে—রক্ষা করার জন্য;

আস্থাপ্য—স্থাপন করে; স্বয়ম্—স্বয়ং; অতি-বিষম—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; বিষয়—জড়-জাগতিক বিষয়; বিষ—বিষের; জল-আশয়—সমুদ্র; আশায়াঃ—বাসনা থেকে; উপরাম—নিবৃত্তি লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মার সহায়তায় স্বায়ত্ত্বব মনুর মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল। দেবর্ষি নারদের অনুমতিক্রমে, তিনি তাঁর পুত্রকে নিখিল ভূমণ্ডল পালন এবং রক্ষা করার জন্য রাজকীয় দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয়রূপ বিষের সমুদ্র থেকে উদ্ধার লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

স্বায়ত্ত্বব মনু অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন, কারণ তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রতকে নারদের মতো একজন মহাপুরুষ গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন না করার উপদেশ দিচ্ছিলেন। ব্রহ্মা যে এখন তাঁর পুত্রকে ব্রহ্মাণ্ড-শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে রাজি করিয়েছিলেন, সেই জন্য তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। ভগবদ্গীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, বৈবস্বত মনু ছিলেন সূর্যদেবের পুত্র এবং তাঁর পুত্র মহারাজ ইক্বাকু সসাগরা পৃথিবী শাসন করেছিলেন। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, স্বায়ত্ত্বব মনু ছিলেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শাসনের দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি, এবং তিনি তাঁর পুত্র মহারাজ প্রিয়ব্রতকে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোক শাসন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। ধরামণ্ডল শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'লোক'। যেমন, এই পৃথিবীকে বলা হয় ধরামণ্ডল। কিন্তু অখিল শব্দটির অর্থ হচ্ছে সমস্ত বা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের। তাই মহারাজ প্রিয়ব্রত যে কোথায় অবস্থিত ছিলেন তা বোঝা কঠিন। কিন্তু এই শাস্ত্রের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর পদ বৈবস্বত মনুর থেকে অনেক মহত্বপূর্ণ ছিল, কারণ তাঁর উপর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের লোকসমূহের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল।

এখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি হচ্ছে যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শাসন করার দায়িত্বভার থেকে নিবৃত্ত হওয়ার ফলে, স্বায়ত্ত্বব মনুর পরম সন্তোষ হয়েছিল। বর্তমানে রাজনীতিবিদেরা রাজ্য-শাসনভার গ্রহণে অত্যন্ত উৎসুক, এবং রাষ্ট্রপতি অথবা সেই ধরনের অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তাঁরা তাঁদের লোকদের ঘারে ঘারে গিয়ে ভোট সংগ্রহ করার জন্য পাঠায়। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রিয়ব্রতকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট হতে রাজি করাবার জন্য ব্রহ্মাকে

রীতিমতো জোর করতে হয়েছিল। তেমনি, প্রিয়ব্রতের হস্তে ব্রহ্মাণ্ডের শাসনভার অর্পণ করে তাঁর পিতা স্বায়ত্ত্বব মনু সন্তুষ্ট অনুভব করেছিলেন। এইভাবে দেখা যায় যে, বৈবিক যুগে রাজা এবং রাষ্ট্রনেতারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য তাঁদের পদ গ্রহণ করতেন না। রাজর্ষি নামক এই প্রকার মহান রাজারা প্রজাদের কল্যাণ সাধনের জন্য এবং রাজ্যপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই কেবল রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করতেন। প্রিয়ব্রত এবং স্বায়ত্ত্বব মনুর ইতিহাসের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, দায়িত্বশীল আদর্শ সম্রাটেরা কিভাবে উদাসীন থেকে এবং জড় আসক্তির কলুষ থেকে সর্বদা মুক্ত থেকে তাঁদের রাজকীয় কর্তব্য সম্পাদন করতেন।

জড়-জাগতিক বিষয়কে এখানে বিষের সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরও তাঁর একটি সঙ্গীতে সেই কথা বর্ণনা করেছেন—

সংসার-বিধানলে,

দিবাশি হিয়া জ্বলে,

জুড়াইতে না কেন্ উপায়।

“বিষয়রূপ বিষের আগুনে আমার হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে, কিন্তু সেই তাপ জুড়াবার কোন প্রচেষ্টা আমি করিনি।”

গোলোকের প্রেমধন,

হরিনাম-সঙ্কীর্তন,

রতি না জমিল কেনে তায় ॥

“তা নিরাময়ের একমাত্র উপায় হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন বা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের কীর্তন, যা হচ্ছে গোলোক বৃন্দাবনের প্রেমধন। কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, তার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই।” মনু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রতের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করে তিনি অত্যন্ত আশঙ্কিত হয়েছিলেন। সেটিই হচ্ছে বৈবিক সভ্যতার প্রথা। জীবনের শেষভাগে প্রতিটি মানুষ জড়-জাগতিক বিষয় থেকে অবসর গ্রহণ করে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন।

এখানে সুরবিবর-অনুমতেন পদটি তাৎপর্যপূর্ণ। মনু দেবর্ষি নারদের অনুমতিক্রমে তাঁর পুত্রের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করেছিলেন। সেই কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ নারদ যদিও চেয়েছিলেন যে, প্রিয়ব্রত যেন সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয় থেকে মুক্ত হন, তবুও ব্রহ্মা এবং মনুর অনুরোধে প্রিয়ব্রত যখন ব্রহ্মাণ্ডের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, তখন নারদও অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

ইতি হ বাব স জগতীপতিরীশ্বরেচ্ছয়াধিনিবেশিতকর্মাদিকারোহশিল-
জগদ্বন্ধধ্বংসনপরানুভাবস্য ভগবত আদিপুরুষস্যাচ্ছি যুগলান-
বরতথ্যানানুভাবেন পরিরক্ষিতকষায়াশয়োহবদাতোহপি মানবর্ধনো মহতাং
মহীতলমনুশাস ॥ ২৩ ॥

ইতি—এইভাবে; হ বাব—নিম্নেদেহে; সঃ—তিনি; জগতী-পতিঃ—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের
সম্রাট; ইচ্ছয়া—পরমেশ্বর ভগবানের আদেশে; অধিনিবেশিত—পূর্ণরূপে যুক্ত;
কর্ম-অধিকারঃ—জড়-জাগতিক কার্যে; অশিল-জগৎ—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; বন্ধ—বন্ধন;
ধ্বংসন—ধ্বংস করে; পর—দিব্য; অনুভাবস্য—যাঁর প্রভাব; ভগবতঃ—ভগবানের;
আদি-পুরুষস্য—আদি পুরুষের; অচ্ছি—শ্রীপাদপদ্মে; যুগল—যুগল; অনবরত—
নিরন্তর; ধ্যান-অনুভাবেন—ধ্যানের দ্বারা; পরিরক্ষিত—দক্ষ; কষায়—সমস্ত কলুষ;
আশয়ঃ—তার হৃদয়ে; অবদাতঃ—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ; অপি—যদিও; মানবর্ধনঃ—
কেবল সম্মান প্রদান করার জন্য; মহতাম্—মহান ব্যক্তিদের; মহীতলম্—জড় জগৎ;
অনুশাস—শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অনুসারে, মহারাজ প্রিয়ব্রত জাগতিক কার্যকলাপে
পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্তির কারণ-স্বরূপ
ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত যদিও সমস্ত জড়
কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন, তবুও মহৎ ব্যক্তিদের মান বৃদ্ধি করার
জন্য তিনি এই জড় জগৎ শাসন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে মানবর্ধনো মহতাম্ ('কেবল মহৎ ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য')
পদটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহারাজ প্রিয়ব্রত যদিও ছিলেন মুক্ত পুরুষ এবং
কোন জাগতিক বস্তুর প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না, তবুও তিনি রাজ্য
পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন ব্রহ্মাকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। অর্জুনও
এইভাবে আচরণ করেছিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করা অথবা
কুরুক্ষেত্রের রণঙ্গনে যুদ্ধ করার কোন বাসনা অর্জুনের ছিল না, কিন্তু পরমেশ্বর
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁকে তা করতে আদেশ দেন, তখন তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা

সহকারে তাঁর সেই কর্তব্য পালন করেছিলেন। যিনি সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের
ধ্যান করেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত জড় কলুষের অতীত। ভগবদ্গীতায় 'সেই
সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাহ্মণা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্তভমো মতাঃ ॥

"সমস্ত যোগীদের মধ্যে যিনি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে মদগত চিন্তে প্রীতিপূর্বক আমার
আরাধনা করেন, তিনিই সব চাইতে ঘনিষ্ঠভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই
হচ্ছেন সমস্ত যোগীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" (ভগবদ্গীতা ৬/৪৭) তাই মহারাজ
প্রিয়ব্রত আপাতদৃষ্টিতে, ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট হওয়া
সত্ত্বেও ছিলেন মুক্ত পুরুষ এবং যোগীশ্রেষ্ঠ। গুরুজনদের এইভাবে সম্মান প্রদর্শন
করা তাঁর আর একটি অসাধারণ গুণ ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/১৭/২৮) সেই
সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

নারায়ণপরাঃ সর্বো ন কুতশ্চন বিভাতি ।

স্বর্গাপবর্গনিরেক্ষ্যপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

যে ভক্ত যথার্থই উন্নত, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালনের সুযোগ পেলে
কখনই ভীত হন না। মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রিয়ব্রত যে কেন জড়-জাগতিক
কার্যকলাপে যুক্ত হয়েছিলেন, তা এখানে আমরা বুঝতে পারছি। কেবল এই
কারণেই জড় জগতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন মহাভাগবতও ভগবদ্ভক্তির মধ্যম
অধিকারের স্তরে নেমে আসেন—সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের মহিমা প্রচার
করার জন্য।

শ্লোক ২৪

অথ চ দুহিতরং প্রজাপতের্বিশ্বকর্মণ উপযমে বর্হিষ্মতীং নাম তস্যামু
হ বাব আশ্বজানান্সমানশীলগুণকর্মরূপবীর্ষোদারান্ দশ ভাবয়াশ্বভূব
কন্যাং চ যবীয়সীমূর্জস্বতীং নাম ॥ ২৪ ॥

অথ—তারপর; চ—ও; দুহিতরম্—কন্যা; প্রজাপতেঃ—প্রজাপতির; বিশ্বকর্মণঃ—
বিশ্বকর্মা নামক; উপযমে—বিবাহ করেছিলেন; বর্হিষ্মতীম্—বর্হিষ্মতী; নাম—নামক;
তস্যাম্—তাঁর থেকে; উ হ—প্রসিদ্ধ; বাব—আশ্চর্যজনক; আশ্ব-জান—পুত্র; আশ্ব-
সমান—ঠিক নিজের মতো; শীল—চরিত্র; গুণ—গুণ; কর্ম—কার্যকলাপ; রূপ—

সৌন্দর্য; বীৰ্য—বল; উদারান্—যার উদার্য; দশ—দশ; ভাবয়াম্ কল্প—তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; কন্যাম্—কন্যা; চ—ও; যবীয়সীম্—সব চাইতে ছোট; উর্জ্জ্বতীম্—উর্জ্জ্বতী; নাম—নামক।

অনুবাদ

তারপর মহারাজ প্রিয়ব্রত বিশ্বকর্মা নামক প্রজাপতির কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে তিনি দশটি পুত্র উৎপন্ন করেন, যারা সৌন্দর্যে, চরিত্রে, উদারতায় এবং অন্যান্য গুণাবলীতে তাঁরই সমান ছিলেন। তাঁর একটি কন্যাও হয়েছিল, যে ছিল সব চাইতে ছোট এবং তার নাম ছিল উর্জ্জ্বতী।

তাৎপর্য

মহারাজ প্রিয়ব্রত কেবল ব্রহ্মার আদেশ পালন করার জন্য রাজ্যভারই গ্রহণ করেননি, অধিকন্তু তিনি বিশ্বকর্মা নামক প্রজাপতির কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহও করেছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত যেহেতু দিব্যজ্ঞানে পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন ছিলেন, তাই তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, ব্রহ্মচারীরূপে তাঁর রাজকর্ম সম্পাদন করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে, তিনি পত্নীর পাণিগ্রহণ করে গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন। আদর্শ গৃহস্থ-আশ্রমের নিয়ম হচ্ছে পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে শান্তিতে বসবাস করা। মহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী যখন অপ্রকট হন, তখন তাঁর মা তাঁকে পুনরায় বিবাহ করতে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর বয়স তখন ছিল ২০ বছর এবং তিনি ২৪ বছর বয়সে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করতে যাচ্ছিলেন, তবুও তাঁর মায়ের অনুরোধে তিনি বিবাহ করেছিলেন। তিনি তাঁর মাকে বলেছিলেন, “গৃহস্থ-আশ্রমের অর্থ কেবল গৃহে থাকাই নয়। প্রকৃত গৃহস্থ-জীবনের অর্থ হচ্ছে পত্নীসহ গৃহে অবস্থান করা। তাই আমি অবশ্যই পত্নীর পাণিগ্রহণ করব।”

এই শ্লোকে উ হ বাব শব্দ তিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই তিনটি শব্দের ব্যবহার হয়েছে আশ্চর্য প্রকাশ করার জন্য। মহারাজ প্রিয়ব্রত ত্যাগের ব্রত অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু ত্যাগের জীবনে পত্নী এবং সন্তান-সন্ততি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। সেই সমস্ত কার্যকলাপ হচ্ছে ভোগের পন্থা। তাই ত্যাগের পথ অনুসরণকারী মহারাজ প্রিয়ব্রত যে ভোগের পথ অবলম্বন করেছিলেন, তা মহা আশ্চর্যের বিষয় ছিল।

সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও কখনও কখনও আমার শিষ্যদের বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য কেউ কেউ আমার সমালোচনা করেছে। কিন্তু সেই সম্বন্ধে আমাকে বলতে হয় যে, যেহেতু আমরা কৃষ্ণভাক্যমূর্ত আন্দোলন শুরু করেছি

এবং যেহেতু আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদর্শ বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে, তাই ত্যাগের পথ অবলম্বন করা সত্ত্বেও, আমাদের এই সংস্থার সদস্যদের কখনও কখনও বিবাহে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। যারা দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপনে আগ্রহী নয়, তাদের কাছে এটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কিন্তু দৈব-বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। দৈব-বর্ণাশ্রমে জন্ম অনুসারে সমাজের বর্ণবিভাগ হয় না, কারণ ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, গুণ এবং কর্ম অনুসারে চার বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দৈব-বর্ণাশ্রম স্থাপন করতে হবে। মূর্খ সমালোচকদের কাছে তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণভাক্যময় সমাজের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য।

শ্লোক ২৫

আগ্নীধ্রুজিহ্বযজ্ঞবাহুমহাবীরহিরণ্যরেতোদ্বৃতপৃষ্ঠসবনমেধাতিথি-
বীতিহোত্রকবয় ইতি সর্ব এবাঘ্নিনামানঃ ॥ ২৫ ॥

আগ্নীধ্রু—আগ্নীধ্রু; ইজিহ্ব—ইজিহ্ব; যজ্ঞবাহু—যজ্ঞবাহু; মহাবীর—মহাবীর; হিরণ্যরেতাঃ—হিরণ্যরেতা; দ্বৃতপৃষ্ঠ—দ্বৃতপৃষ্ঠ; সবন—সবন; মেধাতিথি—মেধাতিথি; বীতিহোত্র—বীতিহোত্র; কবয়ঃ—এবং কবি; ইতি—এই প্রকার; সর্বে—এই সমস্ত; এব—নিশ্চিতভাবে; অঘ্নি—অগ্নিদেবের; নামানঃ—নাম।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের নাম ছিল আগ্নীধ্রু, ইজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, দ্বৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র এবং কবি। অগ্নিদেবের নাম অনুসারে এদের নামকরণ হয়েছিল।

শ্লোক ২৬

এতেষাং কবির্মহাবীরঃ সবন ইতি ত্রয় আসমুর্ধ্বরেতসন্ত আত্মবিদ্যায়াম-
র্ভভাবাদারভ্য কৃতপরিচয়াঃ পারমহংস্যমোশ্রমমভজন্ ॥ ২৬ ॥

এতেষাম্—এঁদের মধ্যে; কবিঃ—কবি; মহাবীরঃ—মহাবীর; সবনঃ—সবন; ইতি—এইভাবে; ত্রয়ঃ—তিন; আসন্—ছিলেন; উর্ধ্ব-রেতসঃ—জিতেজির ব্রহ্মচারী;

ভে—তীরা; আশ্ব-বিদ্যায়াম্—দীবা জ্ঞানে; অর্ভ-ভাবাৎ—শৈশব থেকে; আরভা—
 শুরু করে; কৃত-পরিচয়া—সুপরিচিত; পারমহংসাম্—মানব-জীবনের সর্বোচ্চ
 সিদ্ধি; এব—নিশ্চিতভাবে; আশ্রম—আশ্রম; অভজ্ঞ—পালন করেছিলেন।

অনুবাদ

তাদের মধ্যে তিনজন—কবি, মহাবীর এবং সর্বন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েছিলেন।
 এইভাবে জীবনের শুরু থেকেই ব্রহ্মবিদ্যায় পরিনিষ্ঠিত হয়ে, তাঁরা মানব-জীবনের
 সর্বোচ্চ সিদ্ধি পরমহংস-আশ্রমের ভজনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উর্ধ্ব-রেতসঃ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উর্ধ্ব-রেতঃ শব্দটির
 অর্থ হচ্ছে যৌন বাসনা সংযত করে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু বীর স্বলন হতে
 না দিয়ে, তা দেখে সক্ষম করে মস্তিষ্কে উর্বর করা। যে ব্যক্তি যৌন বাসনা
 সম্পূর্ণরূপে সংযত করতে পারেন, তিনি তাঁর স্বরূপশক্তি লাভ করেন। তার ফলে,
 পুরাকালে শিবা শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে বৈদিক উপদেশ একবার স্থল করেই
 তা অক্ষরে অক্ষরে স্বরণ রাখতে পারতেন। তাদের বই পড়ার কেন প্রয়োজন
 হত না, এবং তাই তখনকার দিনে বইয়ের প্রচলন ছিল না।

অন্য আর একটি মহত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে অর্ভ-ভাবাৎ অর্থাৎ 'শৈশব থেকে'। তার
 আর একটি অর্থ হচ্ছে 'শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরিমাণ হওয়ার ফলে'। অর্থাৎ,
 পরমহংস জীবন আনন্দের কল্যাণ সাধনের জন্য উৎসর্গীকৃত থাকে। পিতা যেমন
 তাঁর সন্তানের প্রতি স্নেহপরিমাণ হয়ে অনেক কিছু উৎসর্গ করেন, তিক তেমনই
 পরমহংস মানব-সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সর্ব প্রকার দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য
 ত্যাগ করেন। সেই সম্পর্কে যজুগোত্রীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

তাক্ষা তুর্ণমশেষমণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ ।

ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কঙ্কায়িতৌ ॥

অধঃপতিত দীন জনগণদের প্রতি করুণাবশত ছয় গোত্রাধীশ তাঁদের অতি উন্নত
 রাজপদ পরিত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের
 দৈহিক আবশ্যকতাগুলি যতদূর সম্ভব হ্রাস করে, কৌপীন এবং কঙ্কা অবলম্বন
 করেছিলেন। এইভাবে বৃন্দাবনে অবস্থান করে তাঁরা বহু বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী সঞ্চলন
 করে এবং প্রকাশ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পালন করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

তস্মিন্ হ বা উপশমশীলাঃ পরমর্ষয়ঃ সকলজীবনিকায়্যাসস্য ভগবতো
 বাসুদেবস্য ভীতানাং শরণভূতস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দাবিরতশ্রণাবিগলিত-
 পরমভক্তিযোগানুভাবেন পরিভাবিতান্তর্হৃদয়াধিগতে ভগবতি সর্বেষাং
 ভূতানামাত্মভূতে প্রত্যগাত্মন্যোবাত্মনস্তাদাত্ম্যাবিশেষেণ সমীযুঃ ॥ ২৭ ॥

তস্মিন্—সেই পরমহংস আশ্রমে; উ—নিশ্চিতভাবে; হ—অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; বা—
 বাস্তবিকপক্ষে; উপশম-শীলাঃ—সন্ন্যাস আশ্রমে; পরম-ঋষয়ঃ—মহান ঋষিগণ;
 সকল—সমস্ত; জীব—জীব; নিকায়—সমূহ; আবাস্য—বাসস্থান; ভগবতঃ—
 পরমেশ্বর ভগবানের; বাসুদেবস্য—বাসুদেবের; ভীতানাম্—সংসার ভয়ে ভীত; শরণ-
 ভূতস্য—যিনি একমাত্র আশ্রয়; শ্রীমৎ—ভগবানের; চরণ-অরবিন্দ—শ্রীপাদপদ্ম;
 অবিরত—নিরন্তর; শ্ররণ—স্বরণ করে; অবিগলিত—সম্পূর্ণরূপে নিরলুপ্ত; পরম—
 পরম; ভক্তি-যোগ—ভক্তিযোগের; অনুভাবেন—প্রভাবে; পরিভাবিত—ওদ্ধিকৃত;
 অন্তঃ—অন্তর; হৃদয়—হৃদয়; অধিগতে—উপলব্ধি করেছিলেন; ভগবতি—পরমেশ্বর
 ভগবানকে; সর্বেষাম্—সকলের; ভূতানাম্—জীবদের; আত্মভূতে—দেহের অভ্যন্তরে
 অবস্থিত; প্রত্যক্—প্রত্যক্ষভাবে; আত্মনি—পরমাত্মা সহ; এব—নিশ্চিতভাবে;
 আত্মনঃ—আত্মার; তাদাত্ম্যাম্—ওৎপত্ত সাম্য; অবিশেষেণ—পার্থক্য রহিত;
 সমীযুঃ—উপলব্ধি করেছিলেন।

অনুবাদ

জীবনের শুরু থেকেই সন্ন্যাস আশ্রমে অবস্থিত হয়ে, তাঁরা তিনজন ইন্দ্రిয়ের
 কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে সংযত করে পরমহংসে লভ করেছিলেন। তাঁদের চিন্তা
 সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন ছিল, যিনি সমস্ত জীবের
 পরম আশ্রয় হওয়ার ফলে বাসুদেব নামে প্রসিদ্ধ। যারা সংসার ভয়ে ভীত,
 ভগবান বাসুদেবই হচ্ছেন তাদের একমাত্র আশ্রয়। নিরন্তর তাঁর শ্রীপাদপদ্মের
 ধ্যান করার ফলে, মহারাজ প্রিয়ব্রতের তিন পুত্র শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন।
 তাঁদের ভক্তির প্রভাবে তাঁরা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে
 দর্শন করতে পারতেন, এবং তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে
 তাঁদের ওৎপত্তভাবে কোন পার্থক্য নেই।

তাৎপর্য

পরমহংস স্তর হচ্ছে সন্ন্যাস-আশ্রমের সর্বোচ্চ স্তর। সন্ন্যাস-আশ্রমের চারটি স্তর
 রয়েছে—কুটীক, বহুদক, পরিত্যক্তকাচার্য এবং পরমহংস। বৈদিক প্রথা অনুসারে

কেউ যখন সম্রাস আশ্রম অবলম্বন করেন, তখন প্রথম পর্যায়ে তিনি গ্রামের বাইরে একটি কুটির বাস করেন এবং তাঁর আবশ্যকতাগুলি, বিশেষ করে আহার তাঁর বাড়ি থেকে সরবরাহ করা হয়। এই স্তরকে বলা হয় কুটিচক। তারপর সম্রাস-আশ্রমে উন্নতি সাধন করার পর, তিনি আর তাঁর গৃহ থেকে কোন কিছু গ্রহণ না করে, তাঁর আবশ্যকতাগুলি, বিশেষ করে আহাৰ্য বহু স্থান থেকে সংগ্রহ করেন। এই বৃত্তিকে বলা হয় মধুকরী, যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'মধুকরের বৃত্তি'। মৌমাছি বহু ফুল থেকে অল্প অল্প করে মধু সংগ্রহ করে, তেমনিই সম্রাসী কোন একটি গৃহ থেকে অনেক আহাৰ্য সংগ্রহ না করে, ঘরে ঘরে গিয়ে একটু একটু করে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। এই স্তরকে বলা হয় বহুদক। সম্রাসী যখন আরও পারদর্শী হন, তখন তিনি ভগবান বাসুদেবের মহিমা প্রচার করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করেন। তখন তাঁকে বলা হয় পরিব্রাজক। সম্রাসী যখন তাঁর প্রচারকার্য সমাপ্ত করে নিষ্ঠা সহকারে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য এক স্থানে অবস্থান করেন, তখন সেই স্তরকে বলা হয় পরমহংস। প্রকৃত পরমহংস হচ্ছেন তিনি, যিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইন্দ্রিয় সংযত করে অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত। প্রিয়ব্রতের তিন পুত্র কবি, মহাবীর এবং সনক তাঁদের জীবনের শুরু থেকেই পরমহংস স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি তাঁদের বিচলিত করতে পারেনি, কেননা সেগুলি সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিল। তাই তাঁদের তিনজনকে এই শ্লোকে উপশমশীলাঃ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উপশম শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সম্পূর্ণরূপে সংযত'। যেহেতু তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেছিলেন, তাই বুঝতে হবে যে তাঁরা ছিলেন মহান ঋষি এবং মহাত্মা।

তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার পর, তাঁরা তাঁদের মন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে একাগ্রীভূত করেছিলেন। ভগবদ্গীতায় (৭/১৯) উল্লেখ করা হয়েছে, বাসুদেবঃ সর্বমিতি। বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মই সবকিছু। ভগবান বাসুদেব হচ্ছেন সমস্ত জীবের উৎস। মহাপ্রলয়ের সময় সমস্ত জীব গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করে, যিনি মহাবিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করেন। এই দুই বিষ্ণুতত্ত্বই হচ্ছেন বাসুদেব-তত্ত্ব, এবং তাই কবি, মহাবীর এবং সনক—এই তিন মহর্ষি সর্বদা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। এইভাবে তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজমান পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই উপলব্ধির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে যে, কেবলমাত্র ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে, সর্বতোভাবে স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। এই শ্লোকে উল্লিখিত পরম-ভক্তিযোগ

কথাটির অর্থ হচ্ছে, অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা ছাড়া জীবের অন্য আর কোন কর্তব্য নেই। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে বাসুদেবঃ সর্বমিতি। পরম-ভক্তিযোগের প্রভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে, আপনা থেকেই দেহান্ববুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যায়। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনজ্বরিতভক্তিবিলোচনেন

সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।

যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণধরং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

উত্তম ভক্ত, যাকে সং বা সাধু বলা হয়, তিনি সর্বদা তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারেন। শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে জীব হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন, এবং তার ফলে শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা তাঁকে তাঁর হৃদয়ে দর্শন করেন।

শ্লোক ২৮

অন্যস্যামপি জায়াম্যং ব্রহ্মঃ পুত্রা আসনুত্তমস্তামসো রৈবত ইতি
মহন্তরাধিপত্যঃ ॥ ২৮ ॥

অন্যস্যাম্—অন্য; অপি—ও; জায়াম্যাম্—পত্নী থেকে; ব্রহ্মঃ—তিন; পুত্রাঃ—পুত্র; আসনু—ছি; উত্তমঃ তামসঃ রৈবতঃ—উত্তম, তামস এবং রৈবত; ইতি—এভাবে; মনু-অন্তর—মহন্তরের; অধিপত্যঃ—অধিপতি।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রতের আরও একজন পত্নী ছিলেন। তাঁর গর্ভে উত্তম, তামস ও রৈবত নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা তিনজনই মহন্তরের অধিপতি হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দশ মহন্তর হয়। এক মনুর আয়ুষ্কাল বা এক-একটি মহন্তরের স্থায়িত্ব হচ্ছে একান্তর চতুর্ভুগ (৭১ × ৪৩,২০,০০০ বৎসর)। এই মহন্তরগুলিতে

শাসন করার জন্য প্রায় সমস্ত মনুই এসেছিলেন মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশ থেকে। এখানে তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম উত্তম, তামস এবং রৈবত বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৯

এবমুপশমায়নেষু স্বতনয়েষু জগতীপতির্জগতীমব্দান্যোকাদশ
পরিবৎসরাণামব্যাহতাবিলপুরুষকাসারসভৃতদোর্দগুয়ুগলাপীড়িতমৌর্বীণ্ড-
ন্তনিতবিরমিতধর্মপ্রতিপক্ষো বর্হিদ্ভ্যাতাশ্চানুদিনমেধমানপ্রমোদপ্রসরণ-
যীমিণ্যব্রীড়াপ্রমুখিতহাসাবলোকরুচিরক্লেল্যাভিভিঃ পরাভুয়মানবিবেক
ইবানববুধ্যমান ইব মহামনা বুভুজে ॥ ২৯ ॥

এবম্—এইভাবে; উপশম-অয়নেষু—সকলেই অত্যন্ত যোগ্য; স্ব-তনয়েষু—তার পুত্রদের; অথ—তারপর; জগতী-পতিঃ—ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; জগতীম্—ব্রহ্মাণ্ড; অব্দানি—অব্দ (১০,০০,০০,০০০); একাদশ—একাদশ; পরিবৎসরাণাম্—বহুরের; অব্যাহত—অপ্রতিহত; অবিল—বিশ্রজনী; পুরুষকাসার—বীর্য; সার—শক্তি; সভৃত—সমবৃত্ত; দোর্দগু—বলবান বাহু; যুগল—যুগল; আপীড়িত—আকৃষ্ট হয়ে; মৌর্বী-
ণ্ড—ধনুকের ছিলা; ত্তনিত—টঙ্কারের দ্বারা; বিরমিত—পরাজিত; ধর্ম—ধর্মীয় অনুশাসন; প্রতিপক্ষঃ—বিপক্ষ; বর্হিদ্ভ্যাতাঃ—তার পত্নী বর্হিদ্ভতীর; চ—এবং; অনুমিনম্—প্রতিদিন; এধমান—বর্ধমান; প্রমোদ—মনোরঞ্জন; প্রসরণ—সৌজন্যপূর্ণ আচরণ; যৌমিণ্য—স্ত্রীসুলভ আচরণ; ব্রীড়া—লজ্জা; প্রমুখিত—সংকুচিত; হাস—হাস্য; অবলোক—দৃষ্টিগত; রুচির—মনোহর; ক্লেলি-আমিতিঃ—প্রেম বিনিময়ের দ্বারা; পরাভুয়মান—পরাস্ত হয়ে; বিবেকঃ—তার প্রকৃত জ্ঞান; ইব—সদৃশ; অনববুধ্যমানঃ—নির্বোধ ব্যক্তি; ইব—সদৃশ; মহামনাঃ—মহাম্মা; বুভুজে—শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে কবি, মহাবীর এবং সর্বন পরমহংস-আশ্রম আশ্রয় করলে, মহামনা প্রিয়ব্রত একাদশ অব্দ বৎসর ব্রাহ্মণ শাসন করেছিলেন। তিনি যখন তাঁর অত্যন্ত শক্তিশালী বাহ্যুগলের দ্বারা তাঁর ধনকে শর যোজন করতেন, তখন ধর্মপ্রোহিতরা তাঁর ভয়ে পলায়ন করত। এইভাবে প্রবল বিক্রমে তিনি ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেছিলেন। তিনি তাঁর পত্নী বর্হিদ্ভতীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, এবং দিনে দিনে

তাঁদের প্রণয় বর্ধিত হয়েছিল। মহারানী বর্হিদ্ভতী তাঁর স্ত্রীসুলভ বেশভূষা, গমনভঙ্গি, হাস্য, লাস্য এবং কটাক্ষের দ্বারা তাঁর শক্তি বর্ধিত করেছিলেন। এইভাবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল, যেন একজন মহাম্মা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পত্নীর প্রেমে মগ্ন হয়ে রয়েছেন। তিনি তাঁর পত্নীর সঙ্গে ঠিক একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন মহাম্মা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ধর্ম-প্রতিপক্ষঃ শব্দটি কোন বিশেষ ধর্মের বিরোধীদের বোঝাচ্ছে না, পক্ষান্তরে তা বর্ণাশ্রম-ধর্মের যারা বিরোধী তাঁদের বোঝাচ্ছে। সমাজ-ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্য এবং নাগরিকদের ধীরে ধীরে জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধনের পথে অর্থাৎ পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে পরিচালিত করার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয়, মহারাজ প্রিয়ব্রত বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন যে, যারা এই ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করত তাদের যুদ্ধে আহ্বান করা মাত্র অথবা দণ্ডন করতে উদ্যত হওয়া মাত্র, তারা ভৎক্ষণ্য পলায়ন করত। প্রকৃতপক্ষে মহারাজ প্রিয়ব্রতকে যুদ্ধ করতে হত না, কারণ তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পের ফলে কেউই বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুশাসন লঙ্ঘন করতে সাহস করত না। বলা হয় যে, মানব-সমাজ যদি বর্ণাশ্রম-ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে তা কুকুর-বেড়ালের গণসমাজের থেকে কোন মতেই উন্নত নয়। তাই মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর অসাধারণ এবং অতুলনীয় বীর্যের দ্বারা অত্যন্ত কঠোরতা সহকারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম রক্ষা করেছিলেন।

এই প্রকার কঠোর সতর্কতা সহকারে জীবন যাপন করতে হলে, পত্নীর অনুপ্রেরণা আবশ্যিক হয়। বর্ণাশ্রম প্রথায়, কয়েক শ্রেণীর মানুষের, যেমন ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীদের স্ত্রীর অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ক্ষত্রিয় এবং গৃহস্থদের বীর্য কর্তব্য সম্পাদনের জন্য পত্নীদের অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে গৃহস্থ অথবা ক্ষত্রিয়রা তাদের পত্নীর সাহচর্য ব্যতীত তাদের কর্তব্য বধ্যাযথভাবে সম্পাদন করতে পারে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, গৃহস্থের পত্নীসহ বাস করা উচিত। ক্ষত্রিয়দের বধ্যাযথভাবে রাজকার্য সম্পাদনের জন্য বহু পত্নী বিবাহ করার অনুমতি ছিল। কর্মজীবন এবং রাজনৈতিক কার্য সম্পাদনের জন্য যোগ্য পত্নীর সাহচর্য প্রয়োজন। নিজের কর্তব্য বধ্যাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য মহারাজ প্রিয়ব্রত তাই তাঁর সুযোগ্য পত্নী বর্হিদ্ভতীর সাহায্য

গ্রহণ করেছিলেন, যিনি সর্বদা তাঁর মহান পতির মনোরঞ্জননের জন্য সুন্দর বসনে নিজেকে সজ্জিত করতেন, এবং তাঁর মধুর হাস্য ও সুন্দর দেহ প্রদর্শন করতেন। মহারাণী বর্ষিষ্যতী সর্বদা মহারাজ প্রিয়ব্রতকে অনুপ্রাণিত করতেন এবং তার ফলে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁর রাজকাৰ্য্য সম্পাদন করতেন। এই শ্লোকে ইব শব্দটি দ্বারাব্যবহার করা হয়েছে, এবং তার ফলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে মহারাজ প্রিয়ব্রত ঠিক একজন স্ত্রীপুংগবের মতো আচরণ করতেন এবং তার ফলে মনে হত যেন তিনি তাঁর পুরুষোচিত দায়িত্বজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি সর্বদা পুংরূপে সচেতন ছিলেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তিনি একজন কর্মী পতির মতো আচরণ করছিলেন। এইভাবে মহারাজ প্রিয়ব্রত এগার অর্বুদ বৎসর ধরে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেছিলেন। এক অর্বুদ হচ্ছে ১০,০০,০০,০০০ বছর এবং মহারাজ প্রিয়ব্রত এই প্রকার এগার অর্বুদ বৎসর ধরে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

যাবদবভাসয়তি সুরগিরিম্নুপরিগ্রামন্ ভগবানাদিত্যো বসুধাতলমর্ধেনৈব
প্রতপত্যাৰ্ধেনাবচ্ছাদয়তি তদা হি ভগবদুপাসনোপচিহ্নিতাপ্রকৃম-
প্রভাবস্তদনভিনন্দন্ সমজবেন রথেন জ্যোতির্ময়েন রজনীমপি দিনং
করিষ্যামিতি সপ্তকৃত্তরগণিম্নুপৰ্য্যক্রামদ্ দ্বিতীয় ইব পতঙ্গঃ ॥ ৩০ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ; অবভাসয়তি—কিরণ বিতরণ করে; সুর-গিরি—সূমেরু পর্বত; অনুপরিগ্রামন্—পরিগ্রাম করে; ভগবান্—পরম শক্তিমান; আদিত্যঃ—সূর্যদেব; বসুধা-তলম্—অধোলোক; অর্ধেন—অর্ধেক; এব—নিশ্চিতভাবে; প্রতপতি—আলোকে উদ্ভাসিত করে; অর্ধেন—অর্ধভাগ; অবচ্ছাদয়তি—অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছন্ন করে; তদা—তখন; হি—নিশ্চিতভাবে; ভগবৎ-উপাসনা—ভগবানের উপাসনার দ্বারা; উপচিহ্নিত—তাকে পূর্ণরূপে সম্ভুত করার দ্বারা; অতি-পুরুষ—অসাধারণ পুরুষ; প্রভাবঃ—প্রভাব; তৎ—তা; অনভিনন্দন্—অরুচিকর; সমজবেন—সমান শক্তিশালী; রথেন—রথে; জ্যোতিঃ-ময়েন—জ্যোতির্ময়; রজনীম্—রাত্রিকে; অপি—ও; দিনম্—দিনে; করিষ্যামি—করব; ইতি—এইভাবে; সপ্ত-কৃৎ—সাতবার; কৃত্তরগণিম্—সূর্যের কক্ষপথ অনুসরণ করে; অনুপৰ্য্যক্রামৎ—পরিগ্রাম করেছিলেন; দ্বিতীয়ঃ—দ্বিতীয়; ইব—সদৃশ; পতঙ্গঃ—সূর্য।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করার সময়, মহারাজ প্রিয়ব্রত একবার পরম শক্তিমান সূর্যদেবের কক্ষপথে বিচরণের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নিজের রথে চড়ে সূমেরু পর্বত প্রদক্ষিণ করার সময়, সূর্যদেব সমস্ত গ্রহলোকগুলিকে আলোকিত করেন। কিন্তু, সূর্যদেব যখন পর্বতের উত্তর ভাগ আলোকিত করেন, তখন অবনীতলের দক্ষিণ ভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, আবার সূর্য যখন দক্ষিণ ভাগকে আলোকিত করেন, তখন উত্তর ভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এই ব্যবস্থা মহারাজ প্রিয়ব্রতের কাছে অরুচিকর বলে মনে হওয়ায়, তিনি রজনীকেও নিবাভাগে পরিণত করতে মনস্থ করেছিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁর জ্যোতির্ময় রথে সূর্যদেবের কক্ষপথ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর পক্ষে এই প্রকার অলৌকিক কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছিল, কেননা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার ফলে তিনি এই প্রকার অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

একটি প্রবাদ আছে, “এমনই ক্ষমতা যে দিনকে রাত করতে পারে এবং রাতকে দিন করতে পারে।” প্রিয়ব্রতের ক্ষমতা থেকে এই প্রবাদটি প্রচলিত হয়েছে। তাঁর এই কার্যকলাপ থেকে বোঝা যায় যে, ভগবানের আরাধনা করার ফলে তিনি কত শক্তিশালী হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম যোগেশ্বর। ভগবদ্গীতায় (১৮/৭৮) বলা হয়েছে যে, যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ বিরাজ করেন (যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ), সেখানে বিজয়, সৌভাগ্য এবং সমস্ত ঐশ্বর্য বর্তমান থাকে। ভগবদ্ভক্তির এমনই প্রভাব। ভক্ত যখন কোন কিছু সম্পাদন করতে চান, তখন তিনি তাঁর নিজের যোগশক্তির প্রভাবে তা করেন না, তা সম্পাদিত হয় যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়। ভগবানের কৃপায় ভক্তও এমন সমস্ত আশ্চর্যজনক কার্য সম্পাদন করতে পারেন, যা বড় বড় বৈজ্ঞানিকদেরও কল্পনার অতীত।

এই শ্লোকের বর্ণনা থেকে প্রতীত হয় যে, সূর্য গতিশীল। আধুনিক জ্যোতির্বিদদের মতে গ্রহ পরিবেষ্টিত হয়ে সূর্য এক স্থানে স্থিত; কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সূর্য স্থির নয়, তা তার কক্ষপথে বিচরণ করছে। এই সত্য ব্রহ্মসংহিতাতেও (৫/৫২) প্রতিপন্ন হয়েছে। যস্মাজ্জয়া ভ্রমতি সংভূতকালচক্রঃ—পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অনুসারে সূর্য তাঁর কক্ষপথে ভ্রমণ করছে। জ্যোতির্বেদ অনুসারে, সূর্য বছরের ছয় মাস সূমেরু পর্বতের উত্তর ভাগে বিচরণ করে এবং ছয় মাস দক্ষিণ ভাগে বিচরণ করে। আমাদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতাতে আমরা

দেখতে পাই, যখন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল, তখন দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল হয়। আধুনিক যুগের জড় বৈজ্ঞানিকেরা দাবি করে যে, তারা সূর্যের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত, কিন্তু তারা মহারাজ প্রিয়ব্রতের মতো একটি দ্বিতীয় সূর্য তৈরি করতে পারে না।

মহারাজ প্রিয়ব্রত যদিও সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রথ তৈরি করেছিলেন, তবুও সূর্যদেবের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার কোন বাসনা তাঁর ছিল না, কারণ বৈক্যব কখনও অপর বৈক্যবের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জড় জগৎকে পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, মহারাজ প্রিয়ব্রতের জ্যোতির্ময় সূর্যের কিরণ বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে চন্দ্রের কিরণের মতো সুখদায়ক ছিল, এবং পৌষ এবং মাঘ মাসে সকাল এবং সন্ধ্যায় তা সূর্যকিরণের থেকে অধিক উষ্ণ ছিল। সংক্ষেপে বলা যায় যে, মহারাজ প্রিয়ব্রত ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাঁর ক্ষমতা সর্বদিকে বিস্তৃত হয়েছিল।

শ্লোক ৩১

যে বা উ হ তদ্রথচরণেনমিকৃতপরিখাতান্তে সপ্ত সিদ্ধব আসন্ যত এব
কৃতাঃ সপ্ত ভুবো দ্বীপাঃ ॥ ৩১ ॥

যে—যে; বা উ হ—নিশ্চিতভাবে; তৎ—তৎ—তাঁর রথের; চরণ—চাকার; নেমি—
প্রান্তর ঘারা; কৃত—কৃত; পরিখাতাঃ—খাত; তে—সেগুলি; সপ্ত—সাত;
সিদ্ধবঃ—সমুদ্র; আসন্—হয়েছিল; যতঃ—যার ফলে; এব—নিশ্চিতভাবে;
কৃতাঃ—হয়েছিল; সপ্ত—সাত; ভুবঃ—ভূমণ্ডলের; দ্বীপাঃ—দ্বীপ।

অনুবাদ

প্রিয়ব্রত যখন সূর্যের পিছনে তাঁর রথ চালিয়েছিলেন, তখন তাঁর রথের প্রান্তর
দ্বারা যে খাত সৃষ্টি হয়েছিল তা সপ্ত সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল, এবং ভূমণ্ডল সপ্ত
দ্বীপে বিভক্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কখনও কখনও অন্তরীক্ষের লোকগুলিকে দ্বীপ বলা হয়। সমুদ্রে যেমন বিভিন্ন
দ্বীপ দেখা যায়, তেমনি অন্তরীক্ষরূপ সমুদ্রে বিভিন্ন দ্বীপ চতুর্দশ লোকে বিভক্ত
হয়েছে। প্রিয়ব্রত যখন সূর্যের পিছনে তাঁর রথ চালিয়েছিলেন, তখন ভূমণ্ডলে বা

দুর্লোকে সপ্ত সমুদ্র এবং সপ্ত দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছিল। গায়ত্রী মন্ত্রে আমরা গাই
ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ তৎ সবিভূর্বরেণম্। ভূলোকের উর্ধ্বে রয়েছে ভুবলোক এবং
তার উর্ধ্বে স্বর্গলোক। এই সমস্ত লোক নিয়ন্ত্রণ করেন সনাতা বা সূর্যদেব।
প্রাতঃকালে ঘুম থেকে উঠে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার ফলে, সূর্যদেবের আরখনা
করা হয়।

শ্লোক ৩২

জম্বুপ্তাক্ষশামলিকুশক্রৌঞ্চশাকপুঙ্করসংজ্ঞাস্তেবাং পরিমাণং
পূর্বশ্মাৎপূর্বশ্মাদুত্তর উত্তরো যথাসংখ্যাং দ্বিগুণমানেন বহিঃ সমন্তত
উপকুপ্তাঃ ॥ ৩২ ॥

জম্বু—জম্বু; প্তাক্ষ—প্তাক্ষ; শামলি—শামলি; কুশ—কুশ; ক্রৌঞ্চ—ক্রৌঞ্চ; শাক—
শাক; পুঙ্কর—পুঙ্কর; সংজ্ঞাঃ—নামক; ভেবাং—তাদের; পরিমাণম্—পরিমাণ;
পূর্বশ্মাৎ—পূর্বশ্মাৎ—পূর্ববর্তী থেকে; উত্তরঃ—উত্তরঃ—পরবর্তী; যথা—ক্রমশ;
সংখ্যাম্—সংখ্যা; দ্বিগুণ—দ্বিগুণ; মানেন—মাপের; বহিঃ—বাহিরে; সমন্ততঃ—
চতুর্দিকে; উপকুপ্তাঃ—উৎপন্ন হয়েছে।

অনুবাদ

সেই দ্বীপগুলির নাম জম্বু, প্তাক্ষ, শামলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুঙ্কর। এই
সমস্ত দ্বীপের পরিমাণ ক্রমানুসারে পূর্ব পূর্ব দ্বীপ থেকে পরবর্তী দ্বীপ দ্বিগুণ
পরিমাণ। এক-একটি দ্বীপ এক-একটি তরল পদার্থের সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত, এবং
তার পরে রয়েছে আর একটি দ্বীপ।

তাৎপর্য

প্রত্যেক লোকের সাগরের তরল পদার্থ তিন প্রকার। সেগুলি কিভাবে অবস্থিত
তার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

ক্ষারোদেন্দ্রকুরসোদসুরোদঘতোদক্ষীরোদদধিমণ্ডোদগুহ্মোদাঃ সপ্ত
জলধয়ঃ সপ্ত দ্বীপপরিখা ইবাভ্যন্তরদ্বীপসমানা একৈকশ্যেন যথানুপূর্বং
সপ্তদ্বীপ বহিঃদ্বীপেষু পৃথক্পরিত উপকল্পিতান্তেষু জন্মানিধু বহিঃদ্বীপ-

পতিরনুব্রতানাত্মজানাগ্নীধ্রেইজিহ্বযজ্ঞবাহুহিরণ্যারেতোদ্ব্যুতপৃষ্ঠমেধাতিথি-
বীতিহোত্রসংজ্ঞান্ যথা সংখ্যোনৈকেকস্মিন্ একমেবাধিপতিং বিদধে ॥ ৩৩ ॥

স্কার—লবণ; উদ—জল; ইক্ষু—স—ইক্ষুরস; উদ—জল; সূরা—সূরা; উদ—জল;
দৃত—ধি; উদ—জল; ক্ষীর—দুধ; উদ—জল; দধি-মণ্ড—তরলীকৃত দধি; উদ—
জল; শুদ্ধ-উদাঃ—শুদ্ধ জল; সপ্ত—সাত; জল-ধঃ—সমুদ্র; সপ্ত—সাত; দ্বীপ—
দ্বীপ; পরিধাঃ—পরিধা; ইব—সদৃশ; অভ্যন্তর—আভ্যন্তরীণ; দ্বীপ—দ্বীপ;
সমানাঃ—সমান; এক-একশ্যেন—একের পর এক; যথা-অনুপূর্ব—ক্রমানুসারে;
সপ্তসু—সাত; অপি—যদিও; বহিঃ—বাহিরে; দ্বীপেধু—দ্বীপে; পৃথক্—পৃথক;
পরিভঃ—চতুর্দিকে; উপকল্পিতাঃ—অবস্থিত; তেভুঃ—তাদের মধ্যে; জম্বু-অদিবু—
জম্বু আদি; বহিঃস্থতী—বহিঃস্থতীর; পতিঃ—পতি; অনুব্রতান্—যাঁরা তাঁদের পিতার
অনুব্রতী ছিলেন; আত্ম-জান্—পুত্রগণ; আগ্নীধ্র-ইজিহ্ব-যজ্ঞবাহু-হিরণ্যারেত-দ্ব্যুতপৃষ্ঠ-
মেধাতিথি-বীতিহোত্র-সংজ্ঞান্—আগ্নীধ্র, ইজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যারেতা, দ্ব্যুতপৃষ্ঠ,
মেধাতিথি এবং বীতিহোত্র নামক; যথা-সংখ্যোন—যথা সংখ্যক; এক-একস্মিন্—
এক-একটি দ্বীপে; একম্—একজন; এব—নিশ্চিতভাবে; অধি-পতিম্—রাজা;
বিদধে—করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই সপ্ত সমুদ্র যথাক্রমে লবণ, ইক্ষু, সূরা, দৃত, দুগ্ধ, দধি এবং শুদ্ধ পানীয়
জল—এই সপ্তবিধ তরল পদার্থে পূর্ণ। সব কয়টি দ্বীপ এই সমস্ত সমুদ্রের দ্বারা
বেষ্টিত রয়েছে, এবং সেই দ্বীপসমূহের যেকোন পরিমাণ, সেই জলধিসমূহের
পরিমাণও পর্যায়ক্রমে সেইরূপ। মহারাজী বহিঃস্থতীর পতি মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর
পুত্র আগ্নীধ্র, ইজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যারেতা, দ্ব্যুতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি ও বীতিহোত্র নামক
সপ্ত পুত্রের এক-একজনকে সপ্ত দ্বীপের এক-একটির রাজা করেছিলেন।

তাৎপর্য

আমরা বুঝতে পারি যে, এই সমস্ত দ্বীপগুলি বিভিন্ন সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত, এবং
এখানে বলা হয়েছে, যে দ্বীপকে ঘিরে রয়েছে যে সমুদ্র, তার প্রস্থ সেই দ্বীপের
সমান। প্রস্থ সমান হলেও সমুদ্রের দৈর্ঘ্য কিন্তু দ্বীপের দৈর্ঘ্যের সমান হতে পারে
না। বীররাঘব আচার্যের মতে প্রথম দ্বীপটির প্রস্থ ১,০০,০০০ যোজন। এক
যোজন আট মাইলের সমান, অতএব প্রথম দ্বীপটির প্রস্থ হচ্ছে ৮,০০,০০০ মাইল।
তাকে ঘিরে রয়েছে যে সমুদ্র তার প্রস্থও তার সমান, কিন্তু তার দৈর্ঘ্য অবশ্যই
পৃথক।

শ্লোক ৩৪

দুহিতরং চোর্জস্বতীং নামোশনসে প্রায়চ্ছদ্যস্যামাসীদ দেবযানী নাম
কাব্যাসূতা ॥ ৩৪ ॥

দুহিতরম্—কন্যা; চ—ও; উর্জস্বতীম্—উর্জস্বতী; নাম—নামক; উশনসে—মহর্ষি
উশনাকে (শুক্রাচার্যকে); প্রায়চ্ছৎ—দান করেছিলেন; যস্যাম্—যাঁর গর্ভে; আসীৎ—
হয়েছিল; দেবযানী—দেবযানী; নাম—নামক; কাব্য-সূতা—শুক্রাচার্যের কন্যা।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর কন্যা উর্জস্বতীকে শুক্রাচার্যের হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন।
এই কন্যার গর্ভে দেবযানী নামক শুক্রাচার্যের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল।

শ্লোক ৩৫

নৈবংবিধঃ পুরুষকার উরুক্রমস্য

পুংসাং তদম্বিন্নরজসা জিতযজ্ঞগণানাম্ ।

চিত্রং বিদূরবিগতঃ স্কৃদাদদীত

যন্মামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধম্ ॥ ৩৫ ॥

ন—না; এবম্-বিধঃ—এই প্রকার; পুরুষকারঃ—ব্যক্তিগত প্রভাব; উরুক্রমস্য—
পরমেশ্বর ভগবানের; পুংসাম্—ভক্তদের; তৎ-অস্থি—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের; রজসা—
দুলির দ্বারা; জিত-মৃৎ-ওগণানাম্—যাঁরা ছয় প্রকার জড় ওশের প্রভাব জয় করেছেন;
চিত্রম্—আশ্চর্যজনক; বিদূর-বিগতঃ—পঞ্চম বর্ণের মানুষ বা অস্পৃশ্য; স্কৃৎ—
কেবল একবার; আদদীত—যদি উচ্চারণ করে; যৎ—যাঁর; নামধেয়ম্—পবিত্র নাম;
অধুনা—তৎক্ষণাৎ; সঃ—তিনি; জহাতি—তাগ্য করেন; বন্ধম্—জড় বন্ধন।

অনুবাদ

হে রাজন্! যে ভক্ত ভগবানের পদরঞ্জের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি ক্ষুধা,
তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা এবং মৃত্যু—এই ছয় প্রকার কবাবাদের প্রভাব থেকে
মুক্ত হতে পারেন এবং মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় জয় করতে পারেন। কিন্তু ভগবানের

শুভ ভক্তের কাছে এগুলি মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, কারণ চার বর্ষের বহিষ্ঠত কোন অস্পৃশ্য ব্যক্তিও ভগবানের নাম একবার মাত্র স্মরণ করার প্রভাবে সমস্ত জড় বন্ধন থেকে অচিরেই মুক্ত হতে পারে।

তাৎপর্য

শুকদেব গোখামী মহারাজ পরীক্ষিতকে রাজা প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপের কথা বলছিলেন, এবং তাঁর মনে মহারাজ প্রিয়ব্রতের অদ্ভুত ও অসাধারণ কার্যকলাপ সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হতে পারে বলে মনে করে, শুকদেব গোখামী তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, “হে রাজন! মহারাজ প্রিয়ব্রতের আশ্চর্যজনক কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করবেন না, ভগবানের ভক্তের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব, কারণ ভগবানও উরুক্রম নামে পরিচিত।” উরুক্রম বামনদেবের একটি নাম, যিনি তিন পদক্ষেপ দ্বারা ত্রিভুবন অধিকার করার অতি আশ্চর্যজনক কার্য সম্পাদন করেছিলেন। ভগবান বামনদেব মহারাজ বলির কাছে কেবল ত্রিগাঙ্গ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন, এবং বলি মহারাজ যখন তাঁকে তা নিতে স্বীকৃত হন, তখন ভগবান দুই পদ বিক্ষেপের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব অধিকার করেছিলেন, এবং তাঁর তৃতীয় পদ বিস্তারের জন্য তিনি বলি মহারাজের মস্তকে তাঁর পদ স্থাপন করেছিলেন। শ্রীজয়দেব গোখামী তাই গোয়েছেন—

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমমুত্তবামন

পদনখীরজনিতল্লনপাকন ।

কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥

“যিনি বামনরূপ ধারণ করেছিলেন, সেই ভগবান শ্রীকেশব জয়যুক্ত হোন। হে জগদীশ্বর! আপনি আপনার ভক্তের সমস্ত অমঙ্গল হরণ করেন। হে অদ্ভুত বামনদেব! আপনি মহান দৈত্যরাজ বলি মহারাজকে আপনার পদ বিক্ষেপের দ্বারা ছলনা করেছিলেন। আপনার পদ বিস্তারের ফলে, আপনার শ্রীপাদপঙ্খের নখ যখন ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করেছিল, তখন যে জল আপনার নখ স্পর্শ করেছিল, তা গঙ্গারূপে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবদের পবিত্র করে।”

যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, তাই তিনি এমন কার্য করতে পারেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়। তেমনই, যে ভক্ত ভগবানের শ্রীপাদপঙ্খের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনিও ভগবানের পদরঞ্জের কৃপায় এমন সমস্ত অদ্ভুত কার্য করতে পারেন, যা সাধারণ মানুষের কল্পনারও

অতীত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই ভগবানের শ্রীপাদপঙ্খের আশ্রয় গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছেন—

অগ্নি নন্দতনুজ কিষ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবানুধৌ ।

কৃপয়া তব পাদপঙ্কজাহিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

“হে নন্দনন্দন! আমি আপনার নিত্য দাস, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ভবসাগরে পতিত হয়েছি। দয়া করে আপনি আমাকে মৃত্যুর এই ভয়ঙ্কর সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে, আপনার শ্রীপাদপঙ্খের ধূলিকণা-সদৃশ গ্রহণ করুন।” শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের ভগবানের শ্রীপাদপঙ্খের ধূলির সৎস্পর্শে আসার শিক্ষা দিয়েছেন, কারণ তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে সর্বতোভাবে সাফল্য লাভ করতে পারব।

জড় শরীরের জন্য প্রতিটি জীব এই জগতে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, ভরা এবং মৃত্যু—এইষড়গুণের ব্রহ্মাঘাতে-সর্বদা জর্জরিত। অন্য আর এক প্রকার ষড়্গুণ হচ্ছে মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়। পবিত্র ভক্তের আর কি কথা, অস্পৃশ্য চণ্ডালও যদি একবার মাত্র ভগবানের দিব্য নাম গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভববন্ধন থেকে মুক্ত হন। কখনও কখনও স্মার্ত ব্রাহ্মণেরা তর্ক করে যে, মানুষের বর্তমান শরীর যেহেতু তার পূর্বকৃত কর্মের ফল, তাই যারা পূর্বে ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করেছে, তারা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, অতএব দেহান্তর না হলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। তাই তাদের অভিমত হচ্ছে যে, ব্রাহ্মণ বেশে জন্মগ্রহণ করার ফলে ব্রাহ্মণ শরীর না পাওয়া পর্যন্ত, কাউকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যায় না। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, কিঙ্গুরবিগত অর্থাৎ ব্রহ্মজ চণ্ডালও ভগবানের দিব্য নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করার ফলে, ভববন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া মানে, তৎক্ষণাৎ তার দেহের পরিবর্তন হয়ে যায়। সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীল সনাতন গোখামী বলেছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যতি কাংস্যং রসবিধানতঃ ।

তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জয়াতে নৃণাম্ ॥

কেউ যখন শুভ ভক্তের কাছে ভগবানের পবিত্র নাম জপ করার দীক্ষা প্রাপ্ত হন, তিনি যদি চণ্ডালও হন, তবুও সদ্গুরুর উপদেশ পালন করার ফলে, তাঁর দেহের পরিবর্তন হয়ে যায়। যদিও তাঁর দেহের যে পরিবর্তন হয়েছে তা দেখা যায় না, তবুও প্রামাণিক শাস্ত্রের বাণী অনুসারে আমাদের মনে নিতে হবে যে, তার দেহের পরিবর্তন হয়েছে। কোন রকম তর্ক না করে, সেই কথা মনে নিতে হবে। এই শ্লোকে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, স জঘাতি বন্ধম্—“তিনি তাঁর জড় বন্ধন থেকে

মুক্ত হয়ে যান।" মানুষের কর্ম অনুসারে, দেহটি হচ্ছে ভৌতিক বন্ধনের প্রতীক। যদিও কখনও কখনও আমরা দেখতে পাই না যে, স্থূল দেহের পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে, সূক্ষ্ম দেহের তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন হয়, এবং সূক্ষ্ম দেহের পরিবর্তনের ফলে, জীব তৎক্ষণাৎ ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে স্থূল দেহের পরিবর্তন সাধিত হয় সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা। স্থূল দেহের বিনাশের পর, সূক্ষ্ম দেহ জীবাত্মাকে অন্য আর একটি স্থূল দেহে নিয়ে যায়। সূক্ষ্ম দেহে মন হচ্ছে প্রধান, এবং তাই কারোর মন যদি সর্বদা ভগবানের লীলা শ্রবণে অথবা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাহলে বৃদ্ধিতে হবে যে তার বর্তমান শরীরের ইতিমধ্যেই পরিবর্তন হয়েছে এবং তিনি পবিত্র হয়ে গেছেন। তাই চণ্ডাল অথবা যে-কোন অধঃপতিত অথবা নিম্ন কুলোদ্ভূত ব্যক্তি যে সন্দোষের কাছ থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৩৬

স এবমপরিমিতবলপরাক্রম একদা তু দেবর্ষিচরণানুশয়নানুপতিতগুণ-
বিসর্গসংসর্গেপানির্বৃত্তমিবাঙ্গানং মন্যমান আত্মনির্বেদ ইদমাহ ॥ ৩৬ ॥

সঃ—তিনি (মহারাজ প্রিয়ব্রত); এবম্—এইভাবে; অপরিমিত—অসীম; বল—শক্তি; পরাক্রমঃ—যাঁর প্রভাব; একদা—এক সময়; তু—তখন; দেব-ঋষি—দেবর্ষি নারদের; চরণ-অনুশয়ন—শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়ে; অনু—তারপর; পতিত—নিপতিত হয়ে; গুণ-বিসর্গ—জড় প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা সৃষ্ট বিষয়ের সঙ্গে; সংসর্গে—সদ প্রভাবে; অনির্বৃত্তম্—অসন্তুষ্ট; ইব—সদৃশ; আঙ্গানম্—নিজেকে; মন্যমানঃ—মনে করে; আত্ম—স্বয়ং; নির্বেদঃ—বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে; ইদম্—এই; আহ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন তাঁর পূর্ব শক্তি এবং প্রভাবের দ্বারা তাঁর জড় ঐশ্বর্য উপভোগ করছিলেন, তখন এক সময় তিনি বিবেচনা করতে শুরু করেছিলেন যে, যদিও তিনি দেবর্ষি নারদের কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং কৃষ্ণভাবানুভূতির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তবুও তিনি পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছেন। তার ফলে তাঁর মন তখন অশান্ত হয়ে উঠেছিল, এবং বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে তিনি বলতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৫/১৭) বলা হয়েছে—

তাত্ত্বা স্বধর্ম চরণানুজং হরে-

ভজয়তকোহং পতেন্ততো যদি।

যত্র ক বাভবতমভূদমুখ্য কিং

কো বার্থ আপ্তোহভজতাং স্বধর্মতঃ ॥

"যিনি ভগবানের সেবা করার জন্য তাঁর স্বধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করেন এবং অপরিপক্ব অবস্থায় তাঁর যদি অধঃপতনও হয়, তবুও তাঁর অসফল হওয়ার কোন সন্তানকা থাকে না। পঞ্চাশত্রে, অতঃত যদি তার স্বধর্মগত বৃত্তিতে পূর্ণরূপে যুক্ত থাকে, তাহলেও তার কোন লাভ হয় না।" কেউ যদি কোন না কোনও ভাবে কোন মহান বৈষ্ণবের শরণাগত হন এবং আবেগের বশবর্তী হয়ে অথবা তত্ত্ব উপলব্ধির ফলে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, কিন্তু কালক্রমে যদি অপরিপক্ব অবস্থার ফলে তাঁর অধঃপতন হয়, তাহলে সেটা তাঁর অধঃপতন নয়, কারণ কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হওয়ার যে ফল তা নিত্য। তাই কারও যদি অধঃপতনও হয়, তাহলে সাময়িকভাবে তার প্রগতি প্রতিহত হতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে তা পুনরায় প্রকাশিত হবে। মহারাজ প্রিয়ব্রত যদিও নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে ভগবানের ধামে ফিরে যাবার জন্য সেবা করছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতার অনুরোধে তাঁকে পুনরায় বৈষ্ণবিক জীবনে ফিরে আসতে হয়েছিল। কিন্তু, যথাসময়ে, তাঁর গুরুদেব শ্রীনারদ মুনির কৃপায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার ভাবনা তাঁর পুনর্জাগরিত হয়েছিল।

ভগবদগীতায় (৬/৪১) বলা হয়েছে, ওচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগজ্যেষ্ঠৈহভিজায়তে। ভক্তিযোগের পন্থা অনুশীলন করার সময় কারও যদি অধঃপতন হয়ে থাকে, তাহলে তিনি দেবসদৃশ ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন এবং সেই জড় ঐশ্বর্য ভোগ করার পর, তিনি কোন অভিজাত সজ্জ ব্রাহ্মণ পরিবারে অথবা ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তাঁর কৃষ্ণভাবানুভূতি পুনর্জাগরিত করার সুযোগ পান। প্রিয়ব্রতের জীবনে তা প্রকৃতপক্ষে হয়েছিল। এই সত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন তিনি। যথাসময়ে তাঁর আর জড় ঐশ্বর্য, পত্নী, রাজ্য, পুত্র, ইত্যাদি ভোগ করার কোন ইচ্ছা ছিল না, পঞ্চাশত্রে তিনি সেই সব ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। তাই মহারাজ প্রিয়ব্রতের জড় ঐশ্বরের বর্ণনা করার পর, এই শ্লোকে গুরুদেব গোখামী তাঁর বৈরাগ্যের প্রবৃত্তির কথা বর্ণনা করেছেন।

দেবর্ষি-চরণানুশয়ন কথাটি ইঙ্গিত করে যে, মহারাজ প্রিয়ব্রত দেবর্ষি নারদের শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে, তাঁর নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির পথ। এবং বিধিনিষেধ কঠোরতা সহকারে পালন করছিলেন। কঠোরতা সহকারে বিধিনিষেধগুলি পালন করা সম্বন্ধে শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—দণ্ডবৎ-প্রণামান্ত্র্য অনুপত্তিতঃ । শ্রীগুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করার ফলে এবং নিষ্ঠা সহকারে তাঁর নির্দেশ পালন করার ফলে, শিষ্যের পারমার্থিক উন্নতি সাধন হয়। মহারাজ প্রিয়ব্রত নিয়মিতভাবে তা করছিলেন।

জীব যতক্ষণ জড়া প্রকৃতিতে থাকে, ততক্ষণ তাকে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবাধীন (গণবিসর্গ) থাকতে হয়। এমন নয় যে মহারাজ প্রিয়ব্রতের যেহেতু সমস্ত জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য ছিল, তাই তিনি জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। এই জড় জগতে ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই জড়া প্রকৃতির প্রভাবাধীন থাকতে হয়, কারণ ঐশ্বর্য এবং দারিদ্র্য উভয়ই জড়া প্রকৃতির গুণজাত। ভগবদ্গীতায় (৩/২৭) বলা হয়েছে—প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মণি সর্বশঃ । জড়া প্রকৃতির যে-যে গুণের দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই, সেই-সেই গুণ অনুসারে প্রকৃতি আমাদের জড় জগৎকে ভোগ করার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন।

শ্লোক ৩৭

অহো! অসাধ্বনুষ্ঠিতং যদভিনিবেশিতোহহমিক্সিয়ৈরবিদ্যারচিত-
বিষমবিষয়াক্কূপে ভদলমলমমুখ্যা বনিতায়া বিনোদমৃগং মাং দিক্সিগিতি
গর্হয়াক্ষরক ॥ ৩৭ ॥

অহো—হায়; অসাধু—অন্যায়; অনুষ্ঠিতম্—অনুষ্ঠান করেছে; মৎ—কারণ;
অভিনিবেশিতং—সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে; অহম্—আমি; ইক্সিয়ৈঃ—ইন্দ্রিয় সুখ
ভোগের জন্য; অবিদ্যা—অজ্ঞানের দ্বারা; রচিত—বিরচিত; বিষম—দুঃখদায়ক;
বিষয়—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; অক্কূপে—অক্কূপে; তৎ—তা; অলম্—নাগণ্য;
অলম্—নিষ্প্রয়োজন; অমুখ্যাঃ—ভীরু; বনিতায়াঃ—পত্নী; বিনোদমৃগং—ক্রীড়ামৃগ;
মাম্—আমাকে; দিক্—দিক্কার; দিক্—দিক্কার; ইতি—এভাবে; গর্হয়াম্—নিন্দা;
চকার—করেছিলেন।

অনুবাদ

রাজা নিজের নিন্দা করে বলেছিলেন—হায়! ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য আমি
কত অধঃপতিত হয়েছি! আমি জড়সুখ ভোগের জন্য বিষয়রূপ অক্কূপে

নিমজ্জিত হয়েছি। যথেষ্ট হয়েছে! আমি আর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চাই
না। আমি আমার পত্নীর ক্রীড়ামৃগত্বলা হয়ে পড়েছি। আমাকে দিক্!
আমাকে দিক্!

তাৎপর্য

মহারাজ প্রিয়ব্রতের আচরণ থেকে বোঝা যায় জড়-জাগতিক জ্ঞানের উন্নতি কত
নিম্ননীয়। তিনি রাত্রিতেও আলোক প্রদানকারী আর একটি সূর্য সৃষ্টি করার মতো
অদ্বুত কার্য সম্পাদন করেছিলেন, এবং তিনি এমন একটি বিশাল রথ তৈরি
করেছিলেন যার চাকর প্রভাবে বিশাল সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছিল। এই সমস্ত কার্যকলাপ
এমনই মহান যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা কল্পনাও করতে পারে না তা কি করে
সম্ভব। মহারাজ প্রিয়ব্রত অত্যন্ত অদ্বুত কার্য সম্পাদন করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু
তাঁর সেই সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল জড় সুখভোগ, রাজ্যাশাসন এবং সেই
সুখে তিনি তাঁর সুন্দরী পত্নীর ক্রীড়ামৃগে পরিণত হয়েছিলেন, তাই তিনি নিজেকে
দিক্কার দিয়েছিলেন। আমরা যখন মহারাজ প্রিয়ব্রতের দৃষ্টান্ত বিচার করি, তখন
আমরা বুঝতে পারি যে, আধুনিক সভ্যতা কত অধঃপতিত। আধুনিক যুগের
তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা এবং অন্য সমস্ত জড়বাদীরা বড় বড় সেতু, রাস্তাঘাট
এবং যন্ত্রপাতি তৈরি করার গর্বে গর্বিত, কিন্তু এই সমস্ত কার্যকলাপ মহারাজ
প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপের কাছে অত্যন্ত নগণ্য। মহারাজ প্রিয়ব্রত যদি তাঁর অদ্বুত
কার্যকলাপ সম্পাদন করা সত্ত্বেও এইভাবে নিজেকে দিক্কার দিয়ে থাকেন, তাহলে
আমাদের তথাকথিত জড়-জাগতিক উন্নতির ফলে নিজেকে দিক্কার দিয়ে দেওয়া
উচিত। তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ
জীবদের সমস্যার সমাধানে এই প্রকার উন্নতি কোন সাহায্য করে না। দূর্ভাগ্যবশত,
আধুনিক যুগের মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, তারা কিভাবে জড় জগতের বন্ধনে
আবদ্ধ এবং তাদের সেই অবস্থা কত নিম্ননীয়। তাদের পরবর্তী জীবনে তারা
যে কি প্রকার শরীর প্রাপ্ত হবে, তা পর্যন্তও তারা জানে না। আধ্যাত্মিক প্রগতির
পরিপ্রেক্ষিতে বিশাল রাজ্য, সুন্দরী স্ত্রী এবং অদ্বুত জাগতিক কার্যকলাপ প্রতিবন্ধক
স্বরূপ। মহারাজ প্রিয়ব্রত অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে দেবর্ষি নারদের সেবা করেছিলেন,
তাই জাগতিক ঐশ্বর্য স্বীকার করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচলিত
হননি। তিনি পুনরায় কৃষ্ণভক্তির মার্গে ফিরে এসেছিলেন। সেই সম্বন্ধে
ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে—

নেহাভিক্রমশোহিতি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যাতে ।

ব্রহ্মমগায়া ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

“ভগবদ্ভক্তির কখনও বিনাশ অথবা হ্রাস হয় না। তার অতি অল্প অনুষ্ঠানও মহাভয় থেকে জীবকে রক্ষা করে।” (ভগবদ্গীতা ২/৪০) মহারাজ প্রিয়ব্রতের এই প্রকার বৈরাগ্য সম্ভব হয়েছিল কেবল ভগবানের কৃপার প্রভাবেই। সাধারণত কেউ যখন ক্রমতা, সুন্দরী স্ত্রী, সুন্দর গৃহ এবং খ্যাতি লাভ করেন, তখন তিনি গভীরভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু মহারাজ প্রিয়ব্রত যেহেতু দেবর্ষি নারদের কাছে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁর কৃষ্ণভক্তি পুনর্জাগরিত করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

পরদেবতাপ্রসাদাধিগতাত্মপ্রত্যবর্শনানুপ্রবৃত্তেভ্যঃ পূজোভ্য ইমাং যথাদায়ং
বিভজ্য ভুক্তভোগাং চ মহিষীং মৃতকমিব সহমহাবিভূতিমপহায় স্বয়ং
নিহিতনির্বদো হৃদি গৃহীতহরিবিহারানুভাবো ভগবতো নারদস্য পদবীং
পুনরেনানুসার ॥ ৩৮ ॥

পর-দেবতা—পরমেশ্বর ভগবানের; প্রসাদ—কৃপার দ্বারা; অধিগত—লাভ করেছিলেন; আত্ম-প্রত্যবর্শন—আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা; অনুপ্রবৃত্তেভ্যঃ—যথার্থভাবে তাঁর পন্থা অনুসরণকারী; পূজোভ্যঃ—তাঁর পূজকের; ইমাম্—এই পুত্রবী; যথা-দায়ম্—উত্তরাধিকার সূত্রে; বিভজ্য—ভাগ করে; ভুক্ত-ভোগাম্—নানাভাবে তিনি যা ভোগ করেছিলেন; চ—ও; মহিষীম্—মহারাজাকে; মৃতকম্ ইব—ঠিক একটি মৃত শরীরের মতো; সহ—সহ; মহা-বিভূতিম্—মহান ঐশ্বর্য; অপহায়—পরিভাগ করে; স্বয়ম্—স্বয়ং; নিহিত—পূর্ণরূপে গ্রহণ করে; নির্বদঃ—ক্লেশহীন; হৃদি—হৃদয়ে; গৃহীত—গ্রহণ করেছিলেন; হরি—পরমেশ্বর ভগবানের; বিহার—লীলাবিলাস; অনুভাবঃ—এইভাবে; ভগবতঃ—মহাপুরুষের; নারদস্য—নারদ মুনির; পদবীম্—পদ; পুনঃ—পুনরায়; এব—নিশ্চিতভাবে; অনুসার—অনুসরণ করতে শুরু করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়, মহারাজ প্রিয়ব্রতের স্বরূপ-উপলব্ধি পুনর্জাগরিত হয়েছিল। তিনি তাঁর পূজকের মধ্যে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিলেন। যার সঙ্গে তিনি বহু ঐক্সিমুখ উপভোগ করেছিলেন সেই পত্নী এবং তাঁর মহান ঐশ্বর্যসম্বিত রাজ্যসহ তিনি সবকিছু পরিভাগ করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে

বন্ধনমুক্ত হয়েছিলেন। সম্পূর্ণরূপে নির্মল তাঁর হৃদয় তখন ভগবানের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। এইভাবে তিনি কৃষ্ণভক্তির চিন্ময় মার্গে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, এবং দেবর্ষি নারদের কৃপায় যে পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা পুনরায় গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে বলেছেন—চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবায়ি-নির্বাপণম্—হৃদয় নির্মল হওয়া মাত্রই ভব মহাদাবায়ি তৎক্ষণাৎ নির্বাপিত হয়। আমাদের হৃদয় ভগবানের লীলাভূমি। অর্থাৎ, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে, পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করা, যে সম্বন্ধে ভগবান নিজেই উপদেশ দিয়েছেন—মথনা ভব মত্তস্ত মংযাজী মাং নমস্কৃত। সেটিই আমাদের একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত। যার ফলে নির্মল নয়, সে কখনও ভগবানের চিন্ময় লীলা স্মরণ করতে পারে না, কিন্তু কেউ যদি পুনরায় তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে স্থাপন করতে পারেন, তাহলে তিনি অন্যায়সে সমস্ত জড়-জাগতিক আসক্তি পরিভাগ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। মায়াবাদী, ঘোণী এবং জালীরা ব্রহ্মসত্য জগদ্বিখ্যা—“এই জগৎ মিথ্যা। এর কোন প্রয়োজন নেই। আমরা ব্রহ্মকে আশ্রয় করব”—এই বলে এই জড় জগৎ থেকে মুক্ত হতে চায়। কিন্তু এই প্রকার পুথিগত বিদ্যা কোনও ভাবেই তাদের সাহায্য করে না। আমরা যদি বিশ্বাস করি যে ব্রহ্মই হচ্ছে বাস্তব সত্য, তাহলে মহারাজ অদ্বীতের মতো আমাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করতে হবে (স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ)। হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে হয়। তখনই কেবল জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার শক্তি লাভ করা যায়।

মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর রাজালক্ষ্মী, এবং তাঁর অত্যন্ত সুন্দরী মহিষীকে মৃতদেহের মতো পরিভাগ করেছিলেন। পত্নী যতই সুন্দরী হোক না কেন এবং তার অদ্বৈতীয় যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, তার মৃত্যুর পর তার সেই দেহের প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না। মানুষ সুন্দরী রমণীর সৌন্দর্যের কত প্রশংসা করে, কিন্তু সেই দেহটি থেকে আত্মা যখন চলে যায়, তখন সব চাইতে কামুক ব্যক্তিরও সেই দেহটির প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না। মহারাজ প্রিয়ব্রত ভগবানের কৃপায় এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, তাঁর সুন্দরী পত্নী জীবিত থাকার সত্ত্বেও তিনি তাঁর সঙ্গ ভাগ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে মানুষ তার মৃত পত্নীর সঙ্গ ভাগ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাত্ত্বতিরহতুকী হয়ি ॥

“হে সর্বশক্তিমান ভগবান! আমার ধন সংগ্রহ করার কোন বাসনা নেই, সুন্দরী রমণীর সঙ্গ করার কোন বাসনা নেই, এমনকি বৎ অনুগামী লাভ করার বাসনাও আমার নেই। আমি কেবল চাই যে, জন্ম-জন্মান্তরে যেন আমি আপনার অহেতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি।” যীরা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে চান, তাঁদের পক্ষে জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য এবং সুন্দরী রমণীর প্রতি আসক্তি দুটিই মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। এই প্রকার আসক্তি আত্মহত্যার থেকেও অধিক নিন্দনীয়। তাই যীরা অবিন্যাস অন্ধকার অতিক্রম করতে অভিলষি, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, তাঁদের কামিনী এবং কাঙ্ক্ষনের আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন এই আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি পুনরায় প্রশান্ত চিত্তে দেবর্ষি নারদের উপদেশ পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৯

তস্য হ বা এতে শ্লোকাঃ—

প্রিয়ব্রতকৃতং কর্ম কো নু কুর্খ্যামিনেশ্বরম্ ।

যো নেমিনিগ্নৈরকরোজ্জ্বায়াং ঘ্নন সপ্ত বারিধীন্ ॥ ৩৯ ॥

তস্য—তার; হ বা—নিশ্চিতভাবে; এতে—এই সমস্ত; শ্লোকাঃ—শ্লোকসমূহ; প্রিয়ব্রত—মহারাজ প্রিয়ব্রতের দ্বারা; কৃতম্—কৃত; কর্ম—কার্যকলাপ; কঃ—কে; নু—তাহলে; কুর্খ্যাম্—সম্পাদন করতে পারে; বিনা—ব্যতীত; ইশ্বরম্—পরমেশ্বর ভগবান; যঃ—যিনি; নেমি—তার রথের চাকার প্রান্তের; নিগ্নৈঃ—চাপের ফলে; অকরোজ্—করেছিলেন; জ্বায়াং—অন্ধকার; ঘ্নন—দূর করে; সপ্ত—সাত; বারিধীন্—সমুদ্র।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক প্রসিদ্ধ শ্লোক রয়েছে—“মহারাজ প্রিয়ব্রত যে-সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেছিলেন, তা পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। মহারাজ প্রিয়ব্রত রাত্রির অন্ধকার দূর করেছিলেন, এবং তাঁর যহান রথের চাকার দ্বারা সাতটি সমুদ্র খনন করেছিলেন।”

তাৎপর্য

মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সারা জগতে বৎ প্রসিদ্ধ শ্লোক প্রচলিত রয়েছে। তিনি এতই বিখ্যাত ছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর কার্যকলাপের তুলনা করা হয়। কখনও কখনও ভগবানের ঐকান্তিক সেবক এবং ভক্তকেও ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়। শ্রীনারদকে ভগবান বলা হয়, শিব এবং বাসদেবকেও কখনও কখনও ভগবান বলা হয়। ভগবানের কৃপায় কখনও কখনও শুদ্ধ ভক্তকে ভগবান পদবীটি প্রদান করা হয় তাঁর প্রতি বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। মহারাজ প্রিয়ব্রত ছিলেন এমনই এক ভক্ত।

শ্লোক ৪০

ভূসংস্থানং কৃতং যেন সরিদিগিরিবনাদিভিঃ ।

সীমা চ ভূতনিবৃত্তো দ্বীপে দ্বীপে বিভাগশঃ ॥ ৪০ ॥

ভূ-সংস্থানম্—পৃথিবীর স্থিতি; কৃতম্—করে; যেন—যার দ্বারা; সরিৎ—নদীসমূহের দ্বারা; গিরি—পাহাড় এবং পর্বতসমূহের দ্বারা; বন-আদিভিঃ—অরণ্য আদির দ্বারা; সীমা—সীমারেখা; চ—ও; ভূত—বিভিন্ন রাষ্ট্রের; নিবৃত্তো—যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য; দ্বীপে দ্বীপে—বিভিন্ন দ্বীপে; বিভাগশঃ—ভিন্ন ভিন্নভাবে।

অনুবাদ

“বিভিন্ন মানুষদের মধ্যে বিবাদ বন্ধ করার জন্য মহারাজ প্রিয়ব্রত প্রতি দ্বীপে নদী, পর্বত ও বন ইত্যাদির দ্বারা সীমারেখা নির্ধারিত করেছিলেন, যাতে একে অন্যের সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ না করে।”

তাৎপর্য

রাষ্ট্রের সীমারেখা নির্ধারণ করার যে আদর্শ মহারাজ প্রিয়ব্রত স্থাপন করে গেছেন, তা আজও অনুসরণ করা হয়। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিভিন্ন জাতির মানুষদের বসবাসের জন্য বিভিন্ন স্থান নির্ধারিত হয়েছে, এবং তাই সেই সমস্ত স্থানগুলি, যেগুলিকে দ্বীপ বলা হয়, সেইগুলির সীমারেখা বিভিন্ন নদী, বন এবং পর্বতের দ্বারা নির্ধারিত করা উচিত। পৃথু মহারাজ সম্পর্কেও এই কথা বলা হয়েছে, যার জন্ম হয়েছিল তাঁর মৃত পিতার শরীর থেকে ঋষিদের হস্তক্ষেপের ফলে। মহারাজ পৃথুর পিতা ছিলেন অত্যন্ত পাপী, এবং তাই প্রথমে তার মৃতদেহ থেকে নিষাদ নামক এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল। নিষাদ জাতির বাসস্থান

অরণ্যে নির্ধারিত হয়েছিল, কারণ তারা ছিল স্বভাবত চোর এবং দুর্বৃত্ত। পণ্ডরা যেমন বন এবং পর্বতে থাকে, তেমনিই পণ্ডনদৃশ মানুষেরাও সেই প্রকার স্থানে বসবাস করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কৃষ্ণভক্তির উদ্দেশ্য হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সভ্য জীবনে উন্নীত হতে পারে না, কারণ মানুষ তার গুণ এবং কর্ম অনুসারে প্রকৃতির নিয়মে বিশেষ স্থানে থাকতে বাধ্য। মানুষ যদি শান্তিপূর্বক পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই কৃষ্ণভাক্যমূর্তের পছন্দ অবলম্বন করতে হবে, কারণ দেহাশ্রয়বুদ্ধিতে মগ্ন থাকলে জীবনের সর্বোচ্চ স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহারাজ প্রিয়ব্রত এই ভূমণ্ডলকে বিভিন্ন দ্বীপে বিভক্ত করেছিলেন যাতে বিভিন্ন জাতির মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে এবং পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রাম না করে। মহারাজ প্রিয়ব্রত যে বিভাগ সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, তার থেকেই ক্রমশ আধুনিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ হয়েছে।

শ্লোক ৪১

ভৌমং দিব্যং মানুষং চ মহিত্বং কর্মযোগজম্ ।

যশচক্রে নিরয়োপমাং পুরুষানুজনপ্রিয়ঃ ॥ ৪১ ॥

ভৌম—অধোলোকের; দিব্য—স্বর্গ; মানুষ—মানুষের; চ—ও; মহিত্ব—সমগ্র ঐশ্বর্য; কর্ম—সকাম কর্মের দ্বারা; যোগ—যোগশক্তির দ্বারা; জম্—জাত; যঃ—যিনি; চক্রে—করেছিলেন; নিরয়—নরক; উপমাম্—উপমা বা সাদৃশ্য; পুরুষ—পরমেশ্বর ভগবানের; অনুজন—ভক্তকে; প্রিয়ঃ—অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

“নারদ মূনির মহান অনুগামী এবং ভক্ত মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর কর্ম এবং যোগশক্তির প্রভাবে যে ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা অধোলোকের, স্বর্গলোকের বা নরলোকের হলেও তিনি তা নরকতুলা বলে মনে করেছিলেন।”

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, ভগবদ্ভক্তের পদ এতই উন্নত যে, তিনি কোনও রকম জাগতিক ঐশ্বর্যকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। পৃথিবী, স্বর্গলোক এবং পাতাললোকে নানা প্রকার ঐশ্বর্য রয়েছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, এই সমস্তই জড় এবং তার ফলে তিনি সেগুলির প্রতি মোটেই আকৃষ্ট হন না।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, পরং দুষ্টিয়া নিবর্ততে । কখনও কখনও যোগী এবং জ্ঞানীরা মুক্তি লাভ করার জন্য এবং চিন্ময় আনন্দ আবাদন করার জন্য স্বেচ্ছায় জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাদের এই বৈরাগ্য কৃত্রিম হওয়ার ফলে, প্রায়ই তাদের অধঃপতন হয়। আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নততর স্বাদ আবাদন করা অবশ্য কর্তব্য, তাহলেই কেবল জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করা যায়। মহারাজ প্রিয়ব্রত পূর্বেই চিন্ময় আনন্দ আবাদন করেছিলেন, এবং তাই অধঃ, উর্ধ্ব অথবা মধ্যলোকে লব্ধ কোনও রকম জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি তাঁর কোন উৎসাহ ছিল না।

ইতি ‘মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ’ নামক শ্রীমদ্ভগবতের পঞ্চম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবৈদান্ত তাৎপর্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহারাজ আগ্নীশ্বের চরিত্রকথা

এই অধ্যায়ে মহারাজ আগ্নীশ্বের চরিত্রকথা বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন আশ্ব-উপলব্ধির জন্য গৃহত্যাগ করেন, তখন তাঁর পুত্র আগ্নীশ্ব মহারাজ প্রিয়ব্রতের আজ্ঞা অনুসারে জম্বুদ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করেন, এবং তিনি পিতৃবৎ স্নেহে প্রজাপালন করেছিলেন। এক সময় তিনি পুত্র কামনা করে মন্দির পূর্বতের গুহায় তপস্যা করছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর তপস্যার কারণ অবগত হয়ে, পূর্বচিন্তি নান্দী এক অলরাকে আগ্নীশ্বের আশ্রমে প্রেরণ করেন। অতি মনোরমভাবে সুসজ্জিতা হয়ে, পূর্বচিন্তি আগ্নীশ্বের সম্মুখে শৃঙ্গার ভাবসূচক নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করতে থাকলে, আগ্নীশ্ব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর হাবভাব, হাস্য, মধুর বাক্য এবং কটাক্ষ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। আগ্নীশ্ব রমণীর মন হরণকারী প্রশংসাবাক্যে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাই সেই অলরাও আগ্নীশ্বের রসপূর্ণ বাক্যে প্রীত হয়ে আগ্নীশ্বকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। তিনি বধ বৎসর যাবৎ আগ্নীশ্বের সঙ্গে রাজ্যসুখ ভোগ করে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর গর্ভে আগ্নীশ্বের নাভি, কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব এবং কেতুমাল নামক নয়টি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তিনি তাদের নাম অনুসারে নয়টি বর্ষ বিভাগ করে দেন। রাজা আগ্নীশ্ব কিন্তু ভোগে পরিতৃপ্ত না হয়ে, সর্বদা তাঁর অলরা পত্নীর কথা চিন্তা করতেন, এবং তার ফলে মৃত্যুর পর তিনি অলরালোক প্রাপ্ত হন। আগ্নীশ্বের মৃত্যুর পর, তাঁর নয় পুত্র মেরুদেবী, প্রতিক্রুপা, উগ্ধদংশ্ট্রী, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা এবং দেববীতি নামক মেরুর নয়টি কন্যাকে বিবাহ করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং পিতরি সম্প্রবৃত্তে তদনুশাসনে বর্তমান আগ্নীশ্বো জম্বুদ্বীপৌকসঃ
প্রজা ঔরসবদ্ধমার্বক্ষমাণঃ পর্যগোপায়ৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী; উবাচ—বললেন; এবম্—এইভাবে; পিতরি—যখন তাঁর পিতা; সম্প্রবৃন্তে—মৃত্তির পথ অবলম্বন করেছিলেন; তৎ-অনুশাসনে—তাঁর আজ্ঞা অনুসারে; বর্তমানঃ—অবস্থিত; আগ্নীধ্রঃ—রাজা আগ্নীধ্র; জম্বুদ্বীপ-ওকসঃ—জম্বুদ্বীপের অধিবাসীগণ; প্রজাঃ—প্রজাগণ; ঔরস-বৎ—পুত্রবৎ; ধর্ম—ধর্মীয় অনুশাসন; অবৈক্ষমাণঃ—কঠোরতা সহকারে পালন করে; পর্যগোপায়ৎ—সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—পিতা মহারাজ প্রিয়ব্রত পারমার্থিক পথ অবলম্বন করে তপস্যা করার জন্য যখন গৃহত্যাগ করেছিলেন, তখন মহারাজ আগ্নীধ্র তাঁর পিতার আজ্ঞা অনুসারে জম্বুদ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। কঠোর নিষ্ঠা সহকারে ধর্মীয় অনুশাসন পালন করে, তিনি জম্বুদ্বীপের অধিবাসীদের পুত্রবৎ পালন করেছিলেন।

তাৎপর্য

তাঁর পিতা মহারাজ প্রিয়ব্রতের আজ্ঞা অনুসারে, মহারাজ আগ্নীধ্র ধর্মীয় অনুশাসন পালন করে জম্বুদ্বীপ শাসন করেছিলেন। এই সমস্ত অনুশাসনগুলি আধুনিক যুগের নাস্তিক মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজা পিতৃবৎ প্রজাদের রক্ষা করতেন। তিনি যে কিতাবে তাঁর প্রজাদের শাসন করতেন, তারও বর্ণনা করে এখানে বলা হয়েছে—ধর্মাবৈক্ষমাণঃ, অর্থাৎ কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে। রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে, প্রজারা নিষ্ঠা সহকারে ধর্মীয় অনুশাসন পালন করছে কি না তা দেখা। বৈদিক ধর্মের শুরু হয় ঋগ্বেদ-ধর্ম থেকে, অর্থাৎ চতুর্ভূজ এবং চতুরাশ্রমের কর্তব্য সম্পাদন করার মাধ্যমে। ধর্ম শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন। ধর্মের প্রথম নিয়ম হচ্ছে ভগবানের দেওয়া চতুরাশ্রমের কর্তব্য সম্পাদন করা। মানুষের গুণ এবং কর্ম অনুসারে, সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি ভাগে বিভক্ত করা উচিত, এবং তারপর আবার ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারটি ভাগে মানুষের জীবন বিভক্ত করা উচিত। এগুলি হচ্ছে ধর্মের নিয়ম, এবং রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে নাগরিকেরা যাতে নিষ্ঠা সহকারে সেগুলি অনুসরণ করে তা দেখা। তাঁকে কেবল দায়সার্যভাবে দায়িত্ব সম্পাদন করলেই চলবে না; তাঁকে তাঁর প্রজাদের প্রতি পিতার মতো শুভাকাঙ্ক্ষী এবং স্নেহপরায়ণ হতে হবে। এই প্রকার পিতা কঠোরতা সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন যে, তাঁর পুত্রেরা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করছে কি না, এবং কখনও কখনও প্রয়োজন হলে তিনি তাদের দণ্ডও দেন।

উপরোক্ত নীতির ঠিক বিপরীত হচ্ছে, কলিযুগের রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রনেতারা ধর্মীয় অনুশাসন পালন করা হচ্ছে কি না সেই বিষয়ে কোন রকম মনোযোগ না দিয়ে, কেবল প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতেই ব্যস্ত। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান যুগের রাষ্ট্রপ্রধানেরা নাগরিকদের সব রকম পাপকর্ম, বিশেষ করে অবৈধ জ্বীসদ, আসবপান, পশুহত্যা এবং দ্যুতক্রীড়ার লিপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করছে। এই সমস্ত পাপকর্মগুলি বর্তমানে ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রকট হয়েছে। যদিও আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে ভারতবর্ষে এই চারটি পাপকর্ম পূর্ণরূপে বর্জিত ছিল, কিন্তু আজকাল প্রতিটি পরিবারেই এই পাপকর্মগুলির প্রচলন হয়েছে; তাই তারা আর ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করতে পারছে না। পুরাকালের রাজাদের নীতির ঠিক বিপরীত, আজকালকার রাষ্ট্রগুলি কেবল প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতেই ব্যস্ত এবং প্রজাদের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানদের কোন রকম আগ্রহই নেই। বর্তমান যুগের সব কয়টি রাষ্ট্রই ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কলিযুগের রাষ্ট্রনেতারা দস্যুধর্মের দ্বারা জনগণকে শোষণ করবে। বর্তমান যুগের রাষ্ট্রনেতারা প্রজাদের রক্ষা করার পরিবর্তে, দস্যু তত্ত্বের মতো তাদের লুণ্ঠন করছে। দস্যু তত্ত্বেরা আইনের পরোয়া না করে লুণ্ঠনরাজ করে, কিন্তু এই কলিযুগে, শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে, আইন প্রণয়নকারীরাই নাগরিকদের লুণ্ঠন করছে। পরবর্তী ভবিষ্যদ্বাণীটিও ইতিমধ্যেই সফল হতে দেখা যাচ্ছে—সরকার এবং প্রজাদের পাপকার্যের ফলে ক্রমশ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে, এবং অনাবৃষ্টির ফলে শস্য উৎপন্ন হবে না। তখন মানুষদের কেবল মাংস ও বীজ খেতে হবে, এবং সাধু প্রকৃতির ধর্মপরায়ণ মানুষেরা খরা, দুর্ভিক্ষ এবং অত্যধিক কলের চাপে উৎপীড়িত হয়ে গৃহত্যাগ করে চলে যাবে। এই প্রকার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার একমাত্র ভরসা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আদোলন। সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য এটিই হচ্ছে সব চাইতে বিজ্ঞানসম্মত আদোলন।

শ্লোক ২

স চ কদাচিৎ পিতৃলোককামঃ সুরবরবনিতাক্রীড়াচলদ্রোণাং ভগবন্তং
বিশ্বসৃজাং পতিমাদৃতপরিচর্যোপকরণ আত্মৈকাগ্রেণ তপস্ব্যা-
রাধস্বায়ম্ভুব ॥ ২ ॥

সঃ—তিনি (রাজা আগ্নীধ্র); চ—ও; কদাচিৎ—একদা; পিতৃলোক—পিতৃলোক;
কামঃ—বাসনা করে; সুর-বর—মহান দেবতাদের; বনিতা—রমণীয়া; আক্রীড়া—

বিহারহুলী; অচল-দ্রোণ্যাম্—মন্দরাচলের উপত্যকায়; ভগবন্তম্—সর্বশক্তিমান ব্রহ্মাকে; বিশ্ব-সৃজ্যাম্—প্রজাপতিদের; পতিম্—প্রভু; আভূত—সংগ্রহ করে; পরিচর্যা-উপকরণঃ—পূজার সামগ্রী; আন্ন—মনের; এক-অগ্রেণ—পূর্ণ মনোযোগ সহকারে; তপস্বী—তপস্বী; আরাধ্যাম্ বহুব—আরাধনায় যুক্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সুযোগ্য পুত্র লাভ করে পিতৃলোকবাসী হওয়ার বাসনায়, মহারাজ আর্ঘ্য প্রদান করে সময় সুরবনিতাদের জীড়াহুল মন্দের পর্বতের উপত্যকায় পুষ্প ও অন্যান্য পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে তপস্যা পরায়ণ হয়ে, একাগ্র চিত্তে জড় সৃষ্টির অধ্যাক্রম্য ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পিতৃলোক-কাম অর্থাৎ পিতৃলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করেছিলেন। ভগবদ্গীতায় পিতৃলোকের উদ্দেশ্য করা হয়েছে—যাপ্তি দেবরতা দেবান্ পিতৃন যাপ্তি পিতৃরতাঃ। এই লোকে যেতে হলে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করে, তাঁর প্রসাদ পিতৃ-পুরুষদের প্রদান করার জন্য অতি উত্তম পুত্রের প্রয়োজন হয়। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা, যার ফলে ভগবানের প্রসাদ পিতৃ-পুরুষদের নিবেদন করে তাঁদের সুখ সম্পাদন করা যায়। পিতৃলোকের অধিবাসীরা সাধারণত কর্মকাণ্ড-পরায়ণ, যারা তাঁদের পুণ্যকর্মের ফলে সেই লোকে উন্নীত হয়েছেন। তাঁদের বংশধররা যতদিন তাঁদের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর প্রসাদ নিবেদন করে, ততদিন তাঁরা সেখানে থাকতে পারেন। পিতৃলোক আদি স্বর্গলোকের অধিবাসীদের পুণ্যক্ষয় হয়ে যাওয়ার পর, মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবদ্গীতায় (৯/২১) বলা হয়েছে, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকে বিশিষ্টি—যারা পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠান করে, তারা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়, কিন্তু তাদের পুণ্য যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তাদের আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়।

মহারাজ প্রিয়ব্রত ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্ত, তাহলে তাঁর পুত্র কেন পিতৃলোকে উন্নীত হওয়ার অভিলাষী হয়েছিলেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, পিতৃন যাপ্তি পিতৃরতাঃ—যারা পিতৃলোকে যাওয়ার অভিলাষী, তারা সেখানে যায়। তেমনই, যাপ্তি মদযাজিনোহপি মাম্—যারা বৈকুণ্ঠলোকে যেতে চায়, তারা সেখানে যেতে পারে। যেহেতু মহারাজ আর্ঘ্য প্রদান বৈষ্ণবের পুত্র, তাই তাঁর চিত্ত-জগৎ বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করা উচিত ছিল। তাহলে কেন তিনি

পিতৃলোকে যাবার অভিলাষী হয়েছিলেন? তার উত্তরে শ্রীমদ্ভগবতের একজন ভাস্কর গোষ্ঠার্মী গিরিধর বলেছেন যে, মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন অত্যন্ত কামসক্ত ছিলেন, তখন আর্ঘ্যের জন্ম হয়েছিল। এই তথ্যটি সত্য বলে স্বীকার করা যায়, কারণ গর্ভাধানের সময় মানসিক অবস্থা অনুসারে সন্তানের জন্ম হয়। তাই বৈদিক প্রথায় গর্ভাধান-সংস্কারের প্রচলন রয়েছে। এই সংস্কারের মাধ্যমে পিতার মনোবৃত্তি এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যে, পত্নীর গর্ভে বীর্ষাধান করার সময় তিনি এমন সন্তান লাভ করবেন, যার মন সর্বদা ভগবদ্ভক্তিতে মগ্ন থাকবে। বর্তমান সময়ে কিন্তু এই প্রকার গর্ভাধান-সংস্কারের কোন প্রচলন নেই, এবং তার ফলে তারা সাধারণত কামোন্মত্ত হয়ে সন্তান উৎপন্ন করে। বিশেষ করে এই কলিযুগে, গর্ভাধান সংস্কার অনুশীলন হচ্ছে না বলে, সকলেই কুকুর-বিড়ালের মতো স্বীসঙ্গ করছে। তাই শাস্ত্রের বিধান অনুসারে, এই যুগের প্রতিটি মনুষ্যই শূন্যবৎ। মহারাজ আর্ঘ্য যে পিতৃলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করেছিলেন, তার অর্থ এই নয় যে তাঁর মনোবৃত্তি শূন্যের মতো ছিল; তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়।

মহারাজ আর্ঘ্য পিতৃলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করেছিলেন, এবং তাই তাঁর পত্নীর প্রয়োজন ছিল, কারণ পিতৃলোকে উন্নীত হতে হলে প্রতি বৎসর পিতৃ প্রদানকারী বা ভগবান বিষ্ণুর প্রসাদ প্রদানকারী সুযোগ্য পুত্রের অবশ্য প্রয়োজন হয়। সুপুত্র লাভের উদ্দেশ্যে মহারাজ আর্ঘ্য কেন এক দেব-ললনাকে পত্নীরূপে গ্রাস্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। তাই তিনি সুরবনিতাদের বিহারহুল মন্দের পর্বতে ব্রহ্মার আরাধনা করতে গিয়েছিলেন। ভগবদ্গীতায় (৪/১২) বলা হয়েছে, কাঞ্চন্য কুর্মাণ্যং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ—যে সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তি এই জড় জগতে শীঘ্র ফল লাভ করতে চায়, তারা দেবতাদের পূজা করে। সেই কথা শ্রীমদ্ভগবতেও প্রতিপন্ন হয়েছে, শ্রীঐশ্বর্যপ্রজ্ঞানকঃ—যারা সুন্দরী পত্নী, প্রভূত ঐশ্বর্য এবং বহু সন্তান কামনা করে, তারা দেবতাদের পূজা করে, কিন্তু বুদ্ধিমান ভগবদ্ভক্ত এই সবার আকাঙ্ক্ষা করে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে, তাঁর প্রকৃত আশ্রয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা করেন। তাই তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন।

শ্লোক ৩

তদুপলভ্য ভগবানাদিপুরুষঃ সদসি গায়ন্ত্রীং পূর্বচিহ্নিং নামাঙ্কর-
সমভিষাপয়ামাস ॥ ৩ ॥

তৎ—তা; উপলভ্য—জানতে পেরে; ভগবান্—পরম শক্তিমান; আদি-পুরুষঃ—এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব; সদসি—তার সভায়; গায়ত্ৰীম্—নর্তকী; পূর্বচিহ্নিম্—পূর্বচিহ্নি; নাম—নামক; অঙ্গরাসম্—অঙ্গরাকে; অভিযাপ্যাম্ আস—পাঠিয়েছিলেন।

অনুবাদ

আদি পুরুষ ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মা আদীশ্বরের মনোবাসনা জানতে পেরে, তাঁর সভার শ্রেষ্ঠ অঙ্গরা পূর্বচিহ্নিকে রাজার কাছে পাঠিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান্ আদিপুরুষ শব্দগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান্ আদিপুরুষ হচ্চেন শ্রীকৃষ্ণ। গোবিন্দম্ আদিপুরুষ তমহং ভজামি। শ্রীকৃষ্ণ হচ্চেন আদি পুরুষ। ভগবদগীতায় অর্চুনও তাঁকে পুরুষম্ আদ্যম্ অর্থাৎ আদিপুরুষ এবং ভগবান বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ব্রহ্মাকে ভগবান্ আদিপুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁকে ভগবান বলার কারণ হচ্ছে যে, তিনি পূর্ণরূপে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন, এবং তিনি হচ্চেন ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব। ব্রহ্মা আদীশ্বরের মনোবাসনা জানতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বব্রহ্মই মতো শক্তিমান। পরমাধ্বারূপে হৃদয়ে বিরাজ করে শ্রীবিষ্ণু যেমন জীবের মনোবাসনা জানতে পারেন, তেমনই ব্রহ্মাও জীবের মনের কথা জানতে পারেন, কারণ বিষ্ণু তাঁকে তা জানিয়ে দেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১/১) বলা হয়েছে, তেনে ব্রহ্ম হৃদা য় আদিকবয়ে—ভগবান শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাকে তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সব কিছু জানিয়ে দেন। মহারাজ আদীশ্ব য়েহেতু বিশেষভাবে ব্রহ্মার পূজা করেছিলেন, তাই ব্রহ্মা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পূর্বচিহ্নি নামক অঙ্গরাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

সা চ তদাশ্রমোপবনমতিরমণীয়াং বিবিধনিবিড়বিটপিবিটপনিকরসংল্লিষ্ট-
পুরটলতারুদৃশ্বলবিহঙ্গমমিথুনৈঃ প্রোচ্যমানশ্রুতিভিঃ প্রতিবোধ্যমান-
সলিলকুট্টকাকারগুবকলহংসাদিভিবিচিত্রমপকৃজিতামলজলাশয়কমলা-
করমূপবনাম ॥ ৪ ॥

সা—তিনি (পূর্বচিহ্নি); চ—ও; তৎ—মহারাজ আদীশ্বরের; আশ্রম—তপস্যার স্থল; উপবনম্—উপবন; অতি—অত্যন্ত; রমণীয়ম্—সুন্দর; বিবিধ—বিভিন্ন প্রকার; নিবিড়—ঘন; বিটপি—বৃক্ষ; বিটপ—শাখার; নিকর—সমূহ; সংল্লিষ্ট—সংলগ্ন; পুরট—স্বর্ণভি; লতা—লতা; আরুঢ়—আরুঢ়; শ্বলবিহঙ্গম—শ্বলের পক্ষীসমূহের; মিথুনৈঃ—যুগল; প্রোচ্যমান—কুজনকারী; শ্রুতিভিঃ—মনোহর শব্দ; প্রতিবোধ্যমান—প্রতিধ্বনিত; সলিলকুট্টক—জলকুট্ট; কারগুব—হাঁস; কলহংস—হংস; আদিভিঃ—ইত্যাদি; বিচিত্রম্—নানা প্রকার; উপকৃজিত—শব্দের দ্বারা প্রতিধ্বনিত; অমল—নির্মল; জল-আশয়—সরোবরে; কমল-আকরম্—পদ্মফুলের উৎপত্তিস্থল; উপবনাম্—ভ্রমণ করতে লাগলেন।

অনুবাদ

যে সুন্দর উপবনে রাজা তপস্যা করছিলেন এবং আরাধনা করছিলেন, ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত অঙ্গরা সেখানে বিচরণ করতে লাগলেন। তপোবনটি ঘন সমিধিষ্ঠ শ্যামল ভরুরাজি এবং স্বর্ণাভ লতিকা সমিতি হওয়ায় অত্যন্ত সুন্দর ছিল। সেই বৃক্ষের উপর ময়ূরাদি শ্বল-বিহঙ্গম কুজন করছিল, এবং সরোবরে জলকুট্ট, কারগুব, কলহংসাদি জলচর পক্ষীগণও মধুর রব করছিল। এইভাবে শ্যামল বনানী, নির্মল জল, প্রশ্ফুটিত কমল এবং বিভিন্ন পক্ষীর কুজনে সেই তপোবনটি অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫

তস্যাঃ সুললিতগমনপদবিন্যাসগতিবিলাসায়ান্শচানুপদং খণখণায়মানরুচির-
চরণাভরণস্বনমুপাকর্ষ্য নরদেবকুমারঃ সমাধিযোগেনামীলিতনয়ননলিন-
মুকুলযুগলমীষদিকচ্যা ব্যাচষ্ট ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ—তাঁর (পূর্বচিহ্নির); সুললিত—অত্যন্ত সুন্দর; গমন—গমন; পদ-বিন্যাস—পদবিক্ষেপ; গতি—গতি; বিলাসায়ঃ—লীলাবিলাস; চ—ও; অনুপদম্—প্রতি পদক্ষেপে; খণ-খণায়মান—রনঝুন্ ধ্বনি; রুচির—অত্যন্ত মনোহর; চরণ-আভরণ—পায়ের অলংকারের; স্বনম্—শব্দ; উপাকর্ষ্য—শ্রবণ করে; নরদেব-কুমারঃ—রাজকুমার; সমাধি—ধানমণ্ড; যোগেন—ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা; আমীলিত—অর্থনির্মীলিত; নয়ন—চক্ষু; নলিন—পদ্ম; মুকুল—কলি; যুগলম্—যুগল; ঈষৎ—অল্প; বিকচ্যা—উন্মীলিত করে; ব্যাচষ্ট—দেখতে লাগলেন।

অনুবাদ

পূর্বচিহ্নিত সুন্দর গমনে শঙ্কর-লক্ষণ শোভা পাচ্ছিল, এবং তাঁর প্রতি পদবিক্ষেপে নৃপূরের মনোহর রনুগুন ধ্বনি হচ্ছিল। রাজকুমার আশীষ যদিও অধনিমীলিত নেত্রে যোগ অভ্যাস করে ইন্দ্রিয় সংযম করছিলেন, তবুও তিনি শ্রীয কমলসদৃশ নয়ন-মৃগালের দ্বারা তাঁকে দর্শন করলেন, এবং তাঁর নৃপূরের মধুর কিষ্কিন্দী শ্রবণপূর্বক তাঁর চক্ষু ঈষৎ উন্মীলিত করে তিনি অতি নিকটে তাঁকে দেখতে পেলেন।

তাৎপর্য

যোগীরা সাধারণত তাঁদের হৃদয়ে সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন। ধ্যানাবস্থিত-তদ-গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ১২/১৩/১)। বিধবর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযতকারী যোগী শ্রীভগবানকে নিরন্তর দর্শন করেন। ভগবদঙ্গীতায় বলা হয়েছে যে, যোগীদের চক্ষু অধনিমীলিত করে স্পষ্টতঃ নাসিকাগ্রম্ অভ্যাস করা উচিত। চোখ যদি সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখা হয়, তা হলে ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তথাকথিত যোগীরা কখনও কখনও চোখ বন্ধ করে লোক-দেখানো যোগ অভ্যাস করে, কিন্তু আমরা দেখেছি যে, প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত তথাকথিত যোগীরা ধ্যান করার সময় ঘুমিয়ে পড়ে এবং নাক ডাকে। সেটি মোটেই যোগ অভ্যাস নয়। প্রকৃত যোগ অভ্যাসে চক্ষু অধনিমীলিত করে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়।

প্রিয়রত্নের পুত্র আশীষ যদিও ইন্দ্রিয় সংযম করার চেষ্টা করে যোগ অভ্যাস করছিলেন, তবুও পূর্বচিহ্নিত নৃপূরের রনুগুন শব্দে তাঁর যোগ ভঙ্গ হয়ে যায়। যোগ ইন্দ্রিয়-সংযম—প্রকৃত যোগ অভ্যাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা। ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য যোগ অভ্যাস করা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু যে ভক্ত সর্বতোভাবে তাঁর বিদগ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ইতিমধ্যেই বশীভূত হয়ে গেছে (হৃদীকেন হৃদীকেশ সেননম্), এবং তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি কোন অবস্থাতেই কিল্বিত হয় না। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্গপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে (শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত ৫)। যোগ অভ্যাস করা নিঃসন্দেহে ভাল, কারণ তার ফলে বিধবর সর্পের মতো ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়। কিন্তু কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন, তখন ইন্দ্রিয়গুলির বিধময় প্রভাব সর্বতোভাবে নষ্ট হয়ে যায়। সাপ থেকে ভয় হয় তার বিদ্যাতের জন্য,

কিন্তু সেই বিষদাঁত যদি ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তাহলে সাপকে ভয়ঙ্কর বলে মনে হলেও তার থেকে ভয় পাবার আর কোন কারণ থাকে না। তাই ভক্তেরা শত-সহস্র সুন্দরী রমণীদের মনোমুগ্ধকর অঙ্গভঙ্গি দর্শন করলেও তাদের দ্বারা আকৃষ্ট হন না, অথচ এই সমস্ত রমণীরা সাধারণ যোগীদের যোগভঙ্গি করে অধঃপতিত করতে পারে। মেনকার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে অতি উন্নত স্তরের যোগী বিশ্বামিত্রেরও তপোভঙ্গ হয়েছিল, এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে শকুন্তলার জন্ম হয়েছিল। তা থেকে বোঝা যায় যে, ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য যোগ অভ্যাস যথেষ্ট নয়। আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাজকুমার আশীষ, যার মনোযোগ পূর্বচিহ্নিত সুন্দর গমনভঙ্গি এবং নৃপূরের রনুগুন শব্দে আকৃষ্ট হয়েছিল। বিশ্বামিত্র মূনি যেমন মেনকার নৃপূরের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, রাজকুমার আশীষও তেমনিই পূর্বচিহ্নিত নৃপূরের শব্দ শুনে, তাঁর সুন্দর গমনভঙ্গি দর্শন করার জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করেছিলেন। রাজকুমারও ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর চক্ষু দুটি ছিল ঠিক যেন পদ্মকলির মতো। তিনি যখন তাঁর কমলসদৃশ নয়ন উন্মীলিত করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর পাশে সেই অঙ্গরাকে দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৬

তামেবাবিদুরে মধুকরীমিব সুমনস উপজিহ্বস্তীং দিবিজমনুজমনোনয়না-
হ্রাদদুগ্ধৈগতিবিহারব্রীড়াবিনয়াবলোক সুস্রাজক্ষরাবয়বৈর্মনসি নৃণাং কুসুমায়ু-
ধস্য বিদধতীং বিবরং নিজমুখবিগলিতাভ্রতাবসবসহাসভাষণমোদমদাক্ষ-
মধুকরনিকরোপরোধেন ক্রতপদবিন্যাসেন বহুস্পন্দনশুনকলশকবরভার-
রশনাং দেবীং তদবলোকনেন বিবৃতাবসরস্য ভগবতো মকরধ্বজস্য
বশমুপনীতো জড়বদিতি হোবাচ ॥ ৬ ॥

তাম্—তাকে; এব—বাতবিকপক্ষে; অবিদুরে—নিকটে; মধুকরীম্ ইব—মধুকরের
মতো; সুমনসঃ—সুন্দর হৃৎ; উপজিহ্বস্তীম্—দ্বাণ গ্রহণ করে; দিবিজ—দেবতা;
মনুজ—মনুষ্য; মনঃ—মন; নয়ন—চক্ষুর; আনন্দ—আনন্দ; দুগ্ধৈঃ—উৎপাদন করে;
গতি—তাঁর গতিবিধির দ্বারা; বিহার—দীলা-বিলাসের দ্বারা; ব্রীড়া—লজ্জার দ্বারা;
বিনয়—কিনয়ের দ্বারা; অবলোক—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; সুস্রব-অক্ষর—তাঁর সুমধুর
কণ্ঠস্বরের দ্বারা; অবয়বৈঃ—এবং তাঁর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা; মনসি—মনে;

নৃণাম—মানুষদের; কুসুম-আয়ুধস্যা—কুসুম-শরধারী কন্দর্পের; বিদধতীম্—করে; বিবরম্—প্রবেশ ঘর; নিজ-মুখ—তার নিজের মুখ থেকে; বিগলিত—নিঃসৃত; অমৃত-আসব—অমৃততুল্য মধুর; স-হাস—তার হাসিতে; ভাষণ—তার বাণীতে; আয়োদ—আনন্দের দ্বারা; মদ-অঙ্ক—নেশাচ্ছন্ন; মধুকর—মৌমাছি; নিকর—সমূহ; উপরোধেন—পরিবেষ্টিত হয়ে; দ্রুত—শীঘ্র; পদ—পায়ের; বিন্যাসেন—সুন্দর বিক্লেপের দ্বারা; বহু—অল্প; স্পন্দন—কম্পিত; স্তন—স্তন; কলশ—কলসসদৃশ; কবর—কবরী; ভার—ভার; রশনাম্—মেখলা; দেবীম্—দেবী; তৎ-অবলোকনে—কেবল তাঁকে দেখে; বিবৃত-অবসরস্যা—সুযোগ গ্রহণ করে; ভগবতঃ—অত্যন্ত শক্তিশালী; মকর-স্বভাস্য—কন্দর্পের; বশম্—নিয়ন্ত্রণাধীনে; উপনীতঃ—উপনীত হয়ে; জড়-বৎ—জড়ের মতো; ইতি—এইভাবে; হ—নিশ্চিতভাবে; উবাচ—তিনি বলেছিলেন।

অনুবাদ

সেই অঙ্গরা মধুকরীর মতো পুষ্পসমূহের দ্বারা গ্রহণ করছিলেন। দেবতা এবং মানুষদের মন এবং নয়নের আনন্দ প্রদানকারী তাঁর গতি, বিহার, লজ্জা ও বিনয়ান্বিতা দৃষ্টি, সুমধুর স্বর, বাণ্য এবং নেত্রাদি অবয়বসমূহ যেন মানুষদের মনে কুসুম-আয়ুধ কন্দর্পের প্রবেশদ্বার করে দিচ্ছিল। তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল যেন তাঁর মুখ থেকে অমৃত নিঃসৃত হচ্ছে। তিনি যখন শ্বাস ত্যাগ করছিলেন, তখন তাঁর নিশ্বাসের গন্ধে উন্মত্ত হয়ে মৌমাছির মতো সুন্দর নয়ন-কমলের চারপাশে উড়ছিল। তার ফলে সেই কামিনী ভয়ে ব্যাকুলা হয়ে দ্রুত পদবিক্লেপ করায় তাঁর স্তন-কলস এমনভাবে কম্পিত হচ্ছিল যে তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় লাগছিল। বাস্তবিকপক্ষে তখন মনে হচ্ছিল, তিনি যেন মানুষের হৃদয়ে কামদেবের প্রবেশদ্বার তৈরি করছেন। তাই তাঁকে দেখে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয়ে, রাজকুমার তাঁকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

সুন্দরী রমণীর গতি, অঙ্গভঙ্গি, কেশ, স্তন, নিতম্ব, এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গ যে কিভাবে কেবল মনুষ্যেরই নয়, এমনকি দেবতাদের মন পর্যন্ত আকর্ষণ করে তা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকে *দিবিজ্জ* এবং *মনুজ্জ* শব্দ দুটি বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করে যে, রমণীর কমলীয় অঙ্গভঙ্গি এমনই শক্তিশালী যে তা এই জড় জগতের সর্বত্র, এমনকি স্বর্গলোকের অধিবাসীদেরও আকর্ষণ করে।

কথিত হয় যে স্বর্গলোকের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান এই লোকের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান থেকে হাজার হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ। তাই সেখানকার রমণীদের দেহের সৌন্দর্য পৃথিবীর রমণীদের সৌন্দর্য থেকে হাজার হাজার গুণ বেশি আকর্ষণীয়। সৃষ্টিকর্তা রমণীদের এমনভাবে নির্মিত করেছেন যে, তাদের মধুর ধ্বনি, গমনভঙ্গি, নিতম্ব, স্তন এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথিবী এবং অন্যান্য লোকের পুরুষদের আকর্ষিত করে এবং তাদের কামভাব জাগরিত করে। কেউ যখন কন্দর্প বা রমণীর সৌন্দর্যের দ্বারা মোহিত হন, তখন তিনি পাথরের মতো জড় হয়ে যান। রমণীর গমনভঙ্গিতে মোহিত হয়ে তিনি তখন এই জড় জগতেই থাকতে চান। তাই রমণীর সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব এবং গমনভঙ্গি কেবল দর্শন করার ফলেই চিত্ত-জগতে উন্নীত হওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের সাবধান করে দিয়ে গেছেন যে, তাঁরা যেন রমণীর সৌন্দর্য এবং জাগতিক সভ্যতার উন্নতির দ্বারা মোহিত না হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে পর্যন্ত দর্শন দান করতে অস্বীকার করেন, কারণ তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি। এই সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *নিদ্রিগ্ধনস্যা ভগবদ্ভক্তনোদ্যুতস্যা*—ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত ভক্তেরা যেহেতু ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক, তাই তাঁদের কর্তব্য স্বীকৃত্য লোকের সুন্দর অঙ্গভঙ্গি দর্শন না করা এবং অত্যন্ত ধনী ব্যক্তির সঙ্গ না করা।

নিদ্রিগ্ধনস্যা ভগবদ্ভক্তনোদ্যুতস্যা

পারং পরং জিগমিষোর্ববসাগরস্য ।

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ

হা হন্ত হন্ত বিষভঙ্কগতোহ্যপাসাধু ॥

“হায়! যে ব্যক্তি এই সংসার সাগর উত্তীর্ণ হয়ে, সব রকম জড় কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে ভগবানের দিবা প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে চান, তাঁর পক্ষে ইন্দ্রিয়সূত্র ভোগে লিপ্ত বিষয়ীর দর্শন অথবা স্বীদর্শন বিষপান করার থেকেও ভয়ঙ্কর।” (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য ১১/৮) যারা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তাঁদের কখনও রমণীর সৌন্দর্য এবং ধর্মীর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত নয়। এই প্রকার অভিনিবেশের ফলে পারমার্থিক উন্নতি প্রতিহত হবে। কিন্তু ভক্ত যখন একবার কৃষ্ণভাবনায় স্থির হয়ে যান, তখন আর এই সমস্ত আকর্ষণ তাঁর মনকে বিচলিত করতে পারে না।

শ্লোক ৭

কা ত্বং চিকীর্ষসি চ কিং মুনিবর্ষ শৈলে

মায়াসি কাপি ভগবৎপরদেবতয়াঃ ।

বিজ্যো বিভর্ষি ধনুধী সুদৃদান্ননোহর্থে

কিংবা মৃগামৃগয়েসে বিপিনে প্রমত্তান ॥ ৭ ॥

কা—কে; ত্বম্—তুমি; চিকীর্ষসি—কি করার চেষ্টা করছ; চ—ও; কিম্—কি; মুনি-
বর্ষ—হে মুনিশ্রেষ্ঠ; শৈলে—এই পর্বতে; মায়—মায়ী; অসি—হও; কাপি—কোন;
ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবান; পর-দেবতয়াঃ—পরমেশ্বরের; বিজ্যো—জ্যা রহিত;
বিভর্ষি—ধারণ করছ; ধনুধী—দুটি ধনুক; সুদৃৎ—বন্ধুর; আদ্বয়ঃ—তোমার নিজের;
অর্থে—হেতু; কিম্ বা—অথবা; মৃগান্—বন্য পশু; মৃগয়েসে—শিকার করার জন্য;
বিপিনে—অরণ্যে; প্রমত্তান্—বিষয় বাসনায় মত্ত।

অনুবাদ

রাজকুমার ভাবিক্রমিত অঙ্গরাকে সম্বোধন করে বললেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ, তুমি কে?
তুমি এই পর্বতে কেন এসেছ এবং এখানে কি করতে চাইছ? তুমি কি ভগবানের
মায়ী? মনে হচ্ছে যেন তুমি দুটি জ্যারহিত ধনুক ধারণ করেছ। সেগুলি ধারণ
করার কারণ কি? তুমি কি নিজের জন্য না তোমার স্বার্থের জন্য সেগুলি ধারণ
করেছ? হয়তো তুমি বনের পশুদের শিকার করার জন্য সেগুলি বহন করছ।

তাৎপর্য

বনে কঠিন তপস্যা করার সময়, আত্মীয় ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত পূর্বচিন্তির রূপে মোহিত
হয়েছিলেন। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে, কামৈভৈর্ভুক্তভজনাঃ—কামার্ত
হলে মানুষের বুদ্ধিবশ হয়। তাই বুদ্ধিহীন আত্মীয় পূর্বচিন্তি পুরুষ না স্বী তা
বুঝতে পারেননি। তাঁকে তাঁর মুনিপুত্র বলে ভ্রম হয়েছিল এবং তাই তিনি তাঁকে
মুনিবর্ষ বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর অঙ্গের সৌন্দর্য দর্শন করে
তাঁকে একজন বালক বলে বিশ্বাস করতে পারেননি। তাই তিনি তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
মনোযোগ পূর্বক দর্শন করতে শুরু করেছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর ভ্রূণাল দর্শন
করেছিলেন এবং সেইগুলি এতই অভিব্যক্তিপূর্ণ ছিল যে, তাঁর সন্দেহ হয়েছিল
তিনি হয়তো ভগবানের মায়ী। এই সম্পর্কে ভগবৎ-পরদেবতয়াঃ পদটি ব্যবহৃত

হয়েছে। দেবতারা এই জড় জগতের বাসিন্দা, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
জড়তীত এবং তাই তিনি পরদেবতা নামে পরিচিত। জড় জগৎ নিঃসন্দেহে
মায়ার সৃষ্টি, কিন্তু তা সৃষ্টি হয়েছে পরদেবতা পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে।
ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে, ময়াধ্যাক্ষেপ প্রকৃতিঃ সৃজতে সচরাচরম্ । ময়া এই
জড় জগতের পরম নিয়ন্তা নন। মায়ী শ্রীকৃষ্ণের পরিচালনায় পরিচালিত হন।

পূর্বচিন্তির ভ্রূণাল এতই সুন্দর ছিল যে, আত্মীয় সেগুলিকে জ্যা রহিত ধনুকের
সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, সেগুলি কি তাঁর নিজের
উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কারও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন। তাঁর ভ্রূণাল বনের পশুদের
হত্যা করার জন্য ধনুকের মতো ছিল। এই জড় জগৎ এক মহা অরণ্য-সদৃশ,
এবং তাঁর অধিবাসীরা ব্যাঘ্র, হরিণাদি বন্য পশুর মতো। সেই পশুদের বধ করে
সুন্দরী রমণীর ভ্রূণাল। সুন্দরী রমণীর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে, এই জগতের
পুরুষেরা জ্যারহিত ধনুকের দ্বারা নিহত হয়, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না কিভাবে
মায়ার দ্বারা তারা নিহত হচ্ছে। কিন্তু তারা যে নিহত হচ্ছে তা বাস্তব সত্য
(ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে)। তপস্যার প্রভাবে আত্মীয় বুঝতে পেরেছিলেন, কিভাবে
মায়ী পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় কার্য করে।

প্রমত্তান্ শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে
পারে না তাকে বলা হয় প্রমত্ত। সমগ্র জড় জগৎ এই প্রকার প্রমত্ত বা বিমূঢ়
ব্যক্তিদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। প্রত্নদ মহারাজ তাই বলেছেন—

শোচে ততো বিমূঢ়তঃ ইন্দ্রিয়ার্থ-

মায়াসুখায় ভরম উদ্বহতো বিমূঢ়ন ॥

"তারা অনিত্য জড় সুখের জন্য জড়-জাগতিক কার্যকলাপে বিনষ্ট হচ্ছে, এবং
ভগবানের প্রতি আসক্ত না হয়ে, সারা দিন এবং সারা রাত কেবল ইন্দ্রিয়সুখ
ভোগের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে তাদের জীবনের অগচর করছে। আমি কেবল
তাদের জন্য শোক করছি এবং তাদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য বিবিধ
পরিকল্পনা করছি।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৮/৪০) ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য
ঐকান্তিকভাবে চেষ্টাপরায়ণ কর্মীদের শাস্ত্রে প্রমত্ত, বিমূঢ়, বিমূঢ় ইত্যাদি শব্দের
দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। তারা মায়ার দ্বারা হত। কিন্তু যিনি অপ্রমত্ত, সুস্থ-
মস্তিষ্ক, সংযত, ধীর, তিনি ভালভাবেই জানেন যে, মানব-জীবনের প্রধান কর্তব্য
হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। মায়ী তার অদৃশ্য ধনুক এবং বাণের দ্বারা
প্রমত্তদের হত্যা করতে উদ্যত। আত্মীয় পূর্বচিন্তিকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন।

শ্লোক ৮

বাণাবিমৌ ভগবতঃ শতপত্রপত্রৌ

শান্তাবপুঙ্করচিরাবতিতিগদন্তৌ ।

কশ্মৈ যুযুঙ্কসি বনে বিচরন্ বিদ্রঃ

ক্লেমায় নো জড়ধিয়াম্ তব বিক্রমোহস্ত ॥ ৮ ॥

বাণৌ—দুটি বাণ; ইমৌ—এই; ভগবতঃ—পরম শক্তিমান তোমার; শত-পত্র-পত্রৌ—কমলদলের মতো পক্ষযুক্ত; শান্তৌ—শান্ত; অপুঙ্ক—শলাকা রহিত; রুচিরৌ—অত্যন্ত সুন্দর; অতি-তিগদন্তৌ—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ সম্বিহিত; কশ্মৈ—কাকে; যুযুঙ্কসি—তুমি বিদ্ধ করতে চাও; বনে—বনে; বিচরন্—বিচরণ করে; ন বিদ্রঃ—আমি বুঝতে পারছি না; ক্লেমায়—কল্যাণ সাধনের জন্য; নঃ—আমাদের; জড়-ধিয়াম্—মন্দবুদ্ধি; তব—তোমার; বিক্রমঃ—পরাক্রম; অস্ত—হোক।

অনুবাদ

তারপর আশীষ প্রবচনের কটাক্ষের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন—হে সখে! তোমার নয়নের চাহনি অতি শক্তিশালী দুটি বাণের মতো। সেই বাণের পক্ষ পদ্মফুলের পাপড়ির মতো। যদিও তাদের শলাকা নেই, তবু তারা অত্যন্ত সুন্দর, এবং তাদের অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাদের দেখে মনে হয় তারা যেন অত্যন্ত শান্ত, এবং তাই আমার মনে হয় যে, সেগুলি কারও প্রতি নিক্ষেপ করা হবে না। তুমি নিশ্চয়ই সেই বাণের দ্বারা কাউকে বিদ্ধ করার জন্য এই অরণ্যে বিচরণ করছ, কিন্তু আমি জানি না কাকে তুমি বিদ্ধ করবে। আমার বুদ্ধি মন্দ, এবং আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না। বাস্তবিকপক্ষে বিক্রমে কেউই তোমার সমকক্ষ নয়, এবং তাই আমি প্রার্থনা করি, তোমার এই বিক্রম যেন আমার মঙ্গলের নিমিত্তই হয়।

তাৎপর্য

আশীষ এইভাবে প্রবচনের কটাক্ষের প্রশংসা করতে শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর কটাক্ষকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। যদিও তার নয়নযুগল ছিল পদ্মফুলের মতো সুন্দর, তবু তার দৃষ্টি ছিল শলাকা রহিত বাণের মতো, এবং তাই আশীষ তাদের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, তাঁর প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাত অনুকূল হবে কারণ তিনি ইতিমধ্যেই মোহিত হয়েছেন,

এবং তিনি যতই মোহিত হবেন ততই তাঁর পক্ষে তাঁকে ছাড়া জীবন ধারণ করা কঠিন হবে। আশীষ তাই পূর্বচিন্তির কাছে প্রার্থনা করেছেন, তাঁর প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাত যেন নিষ্ফল না হয়ে কল্যাণকর হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তিনি যেন তাঁর পত্নী হন।

শ্লোক ৯

শিষ্যা ইমে ভগবতঃ পরিতঃ পঠন্তি

গায়ন্তি সাম সরহস্যমজস্রমীশম্ ।

যুদ্বাচ্ছিবিলুপিতাঃ সূমনোহভিবৃষ্টীঃ

সর্বৈ ভজন্ত্যধিগণা ইব বেদশাখাঃ ॥ ৯ ॥

শিষ্যাঃ—শিষ্য; ইমে—এই সমস্ত; ভগবতঃ—আপনার; পরিতঃ—পরিবেষ্টিত; পঠন্তি—আবৃত্তি করছে; গায়ন্তি—গান করছে; সাম—সাম বেদ; সরহস্যম্—বেদের গোপনীয় অঙ্গযুক্ত; অজস্রম্—নিরন্তর; ইশম্—ভগবানের; যুদ্বাৎ—আপনার; শিষ্যা—শিষ্য থেকে; বিলুপিতাঃ—পতিত; সূমনাঃ—পুষ্পের; অভিবৃষ্টীঃ—বৃষ্টি; সর্বৈ—সমস্ত; ভজন্তি—উপভোগ করে; ঋষি-গণাঃ—ঋষিগণ; ইব—সদৃশ; বেদ-শাখাঃ—বৈদিক শাস্ত্রের শাখাসমূহ।

অনুবাদ

পূর্বচিন্তির অনুগমনকারী ভ্রমরদের দেখে মহারাজ আশীষ বললেন—হে প্রভু, এই সমস্ত ভ্রমরেরা আপনার শিষ্যের মতো আপনাকে বেষ্টিত করে রয়েছে। তারা নিরন্তর সামবেদ ও উপনিষদের মন্ত্র গান করছে, এবং এইভাবে তারা আপনার বন্দনা করছে। ঋষিগণ যেভাবে বেদের শাখা ভজনা করেন, তেমনি আপনার শিষ্যরাও আপনার কেশদাম থেকে পতিত পুষ্পবৃষ্টি উপভোগ করছে।

শ্লোক ১০

বাচং পরং চরণপঙ্করতিত্তিরীণাং

ব্রহ্মরূপমখুরাং শৃণবাম তুভ্যাম্ ।

লল্লা কদম্বরুচিরকবিটকবিশ্বে

যস্যামলাতপরিধিঃ কু চ বকলং তে ॥ ১০ ॥

বাচম্—গুণান ধ্বনি; পরম্—কেবল; চরণ-পঙ্কজ—নুপুরের; তিতিরীণাম্—তিতিরী
পক্ষীর; ব্রাহ্মণ—হে ব্রাহ্মণ; অরূপ—রূপহীন; মুখরাম্—স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে;
শৃণ্বাম্—আমি শুনতে পাচ্ছি; তুমাম্—তোমার; লঙ্কা—প্রাপ্ত; কদম্ব—কদম্ব ফুলের
মতো; রুচিঃ—সুন্দর রং; অঙ্ক-বিটক-বিধে—সুন্দর সুডোল নিতম্বে; যস্যাম্—যাতে;
অলাত-পরিধিঃ—অলাতচক্র; ক—কোথায়; চ—ও; বজ্রলম্—পরিধেয় বজ্র;
তে—তোমার।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, আমি তোমার নুপুরের কিঁকির ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। সেই নুপুরের
মধ্যে তিতিরী পক্ষী রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। যদিও আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি
না, কিন্তু আমি তাদের কুঁজন শুনতে পাচ্ছি। তোমার সুন্দর নিতম্ব-মণ্ডল কদম্ব
কুসুমের মতো পীত বর্ণ, এবং তোমার কটিদেশ বেঁটন করে রয়েছে অলাত-
চক্রের মতো মেখলা। তুমি কি তোমার পরিধেয় বজ্র ধারণ করতে ভুলে গেছ?

তাৎপর্য

আগীশ্ব কামার্ত হয়ে পূর্বচিহ্নের আকর্ষণীয় নিতম্ব এবং কটিদেশ দর্শন করছিলেন।
মানুষ যখন এইভাবে কামপূর্ণ দৃষ্টিতে কোন স্ত্রীকে দর্শন করে, তখন সে তার
মুখ, শ্রন এবং কটিদেশের সৌন্দর্যে মোহিত হয়, কারণ পুরুষের কামবাসনা চরিতার্থ
করার জন্য নারী তার মুখের সৌন্দর্য, শ্রনের নমনীয়তা এবং কটিদেশের
কমনীয়তার দ্বারা তাকে আকৃষ্ট করে। পূর্বচিহ্নের পরগে ছিল পীত রেশমের বসন,
এবং তাই তাঁর নিতম্ব ঠিক কদম্ব ফুলের মতো মনে হচ্ছিল। তাঁর মেখলা যেন
তাঁর কটিদেশকে অলাত-চক্রের মতো বেঁটন করেছিল। তিনি পূর্ণরূপে সজ্জিত
ছিলেন, কিন্তু আগীশ্ব কামে এতই মোহিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে
জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “তুমি কেন নগ্ন অবস্থায় এখানে এসেছ?”

শ্লোক ১১

কিং সত্ত্বতং রুচিরয়োঃ শৃঙ্গয়োস্তে

মধ্যে কৃণো বহসি যত্র দৃশিঃ শ্রিতা মে।

পঙ্কোহরুণঃ সুরভিরাঙ্গবিষাণ দৈদৃগ্

যেনাশ্রমঃ সুভগ মে সুরভীকরোষি ॥ ১১ ॥

কিং—কি; সত্ত্বতম্—পূর্ণ; রুচিরয়োঃ—অত্যন্ত সুন্দর; দৃশিঃ—হে ব্রাহ্মণ;
শৃঙ্গয়োঃ—দুটি শৃঙ্গের অভ্যন্তরে; তে—তোমার; মধ্যে—মধ্যভাগে; কৃণঃ—কৃণ;
বহসি—বহন করছ; যত্র—যেখানে; দৃশিঃ—নয়ন; শ্রিতা—সংলগ্ন; মে—আমার;
পঙ্কঃ—চূর্ণ; অরুণঃ—লাল; সুরভিঃ—সুগন্ধযুক্ত; আঙ্গ-বিষাণে—সেই দুটি শৃঙ্গের
উপর; দৈদৃগ্—এই প্রকার; যেন—যার দ্বারা; আশ্রমম্—আশ্রম; সুভগ—হে পরম
ভাগ্যবান; মে—আমার; সুরভী-করোষি—সুরভিত করছ।

অনুবাদ

আগীশ্ব তখন পূর্বচিহ্নের উন্নত শ্রনযুগলের প্রশংসা করে বললেন—হে ব্রাহ্মণ,
তোমার কটিদেশ কৃণ, তবুও তুমি অতি কষ্টে দুটি শৃঙ্গ বহন করছ, যার উপর
আমার চকুছা আকৃষ্ট হয়েছে। সেই দুটি সুন্দর শৃঙ্গের অভ্যন্তরে কি রয়েছে?
তুমি তার উপর অরুণবর্ণ সুগন্ধ পঙ্ক লেপন করছ। হে সুভগ, সেই সুরভিত
পঙ্ক যা আমার আশ্রমকে সুরভিত করেছে তা তুমি কোথায় পেল?

তাৎপর্য

আগীশ্ব পূর্বচিহ্নের উন্নত শ্রনের প্রশংসা করেছেন। তাঁর শ্রন দর্শন করে তিনি
প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বুঝতে পারছেন না পূর্বচিহ্ন
একটি বালক না বালিকা, কারণ তাঁর তপস্যার ফলে, তিনি বালক এবং বালিকার
মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেননি। তাই তিনি তাঁকে দৃষ্টি বলে সোধান করে
বলেছেন, “হে ব্রাহ্মণ”। কিন্তু তাহলে ব্রাহ্মণ বালকের বক্ষে শৃঙ্গ কেন থাকবে?
যেহেতু সেই বালকের কটিদেশ ছিল কৃণ, তাই আগীশ্ব মনে করেছিলেন যে, সে
যেন অতি কষ্টে সেই শৃঙ্গ দুটি বহন করছে, এবং তাই সেগুলি নিশ্চয়ই অত্যন্ত
মূল্যবান কোন সম্পদে পূর্ণ ছিল। তা না হলে সে তা বহন করবে কেন? রমণীর
কটিদেশ যখন কৃণ হয় এবং শ্রনযুগল পূর্ণ হয়, তখন তাকে দেখতে অত্যন্ত
আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। সেই সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আগীশ্ব বিবেচনা
করেছিলেন, সেই বালিকার স্কন্ধ দেহ কিভাবে সেই ভারী শ্রন বহন করছে।
আগীশ্ব মনে করেছিলেন যে, তাঁর উন্নত শ্রন দুটি যেন দুটি শৃঙ্গ এবং তিনি সেগুলি
বজ্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করে রেখেছেন, যাতে অন্যেরা সেগুলির মধ্যে যে মূল্যবান
সম্পদ রয়েছে তা দেখতে না পায়। আগীশ্ব কিন্তু তা দেখার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল
হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি অনুরোধ করেছেন, “দয়া করে তুমি সেই আবরণ
উন্মোচন কর, যাতে আমি দেখতে পাই তুমি কি সম্পদ বহন করছ। আমি
তোমাকে আশ্রাস দিচ্ছি যে, সেগুলি আমি নিয়ে নেব না। তুমি যদি আবরণ

অপসারণ করতে অসুবিধা বোধ কর, তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আমি স্বয়ং সেই আবরণ উন্মোচন করে দেখতে পারি, সেই উন্নত শৃঙ্গ দুটিতে কি মূল্যবান সম্পদ রয়েছে।" তিনি তাঁর স্তনযুগল সুরভিত কুমকুম-পঙ্ক দর্শন করেও অত্যন্ত আশ্চর্যবোধিত হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পূর্বচিন্তিকে একজন বালক বলে মনে করে, তাঁকে সূভগ বা অত্যন্ত ভাগ্যবান মূনি বলে সম্বোধন করেছেন। আশীষ মনে করেছিলেন যে, সেই বালকটি নিশ্চয়ই অত্যন্ত ভাগ্যবান, তা না হলে কিভাবে সে সেখানে তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে তাঁর আশ্রমকে সুরভিত করতে পারে?

শ্লোক ১২

লোকং প্রদর্শয় সুহৃৎতম তাবকং মে

যত্রতা ইথমুরসাবয়বাবপূর্বো ।

অশ্মদ্বিধস্য মনউন্নয়নৌ বিভর্তি

বহুভুতং সরসরাসসুখাদি বক্ত্রে ॥ ১২ ॥

লোকম্—বাসস্থান; প্রদর্শয়—প্রদর্শন কর; সুহৃৎ-তম—হে শ্রেষ্ঠ সখা; তাবকম্—তোমার; মে—আমাকে; যত্রতা—যেখানে জন্ম হয়েছে; ইথম্—এই প্রকার; উরসা—বক্ষস্থলের দ্বারা; অবয়বৌ—দুটি অঙ্গ (স্তন); অপূর্বৌ—অপূর্ব; অশ্মৎ-বিধস্য—আমার মতো ব্যক্তির; মনঃউন্নয়নৌ—মনকে ক্ষুদ্রকারী; বিভর্তি—ধারণ করে; বহু—বহু; ভুতম্—আশ্চর্যজনক; সরস—সুমধুর বাণী; রাস—হাস্য আদি বিলাস; সুখা-আদি—অমৃতত্ব; বক্ত্রে—মুখে।

অনুবাদ

হে সুহৃৎতম, তুমি কি দয়া করে আমাকে তোমার বাসস্থান দেখাবে? সেখানকার অধিবাসীরা বক্ষস্থলের দ্বারা এমন অপূর্ব অবয়ব ধারণ করে যে, তা দর্শনে আমার মতো ব্যক্তির মন ও নয়ন উভয়ই ক্ষুদ্র হয়। তাদের মধুর বাণী এবং মৃদুমন হাসির কথা বিচার করে আমার মনে হয় যে, তাদের মুখে না জানি কত অমৃত রয়েছে।

তাৎপর্য

প্রমত্ত আশীষ সেই ব্রাহ্মণ বালক যে স্থানে বাস করে, সেই স্থানটি দর্শন করতে চেয়েছেন, যেখানকার মানুষদের বক্ষস্থল উন্নত। তাঁর মনে হয়েছিল যে,

সেখানকার অধিবাসীরা হয়তো তাঁদের কঠোর তপস্যার ফলে, সেই প্রকার আকর্ষণীয় অঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছেন। আশীষ সেই অঙ্গরাকে সুহৃৎতম বলে সম্বোধন করেছেন, যাতে তিনি তাঁকে সেখানে নিয়ে যেতে অস্বীকার না করেন। আশীষ কেবল সেই রমণীর উন্নত স্তন দর্শন করেই মোহিত হননি, তাঁর মধুর বাণীর দ্বারাও তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মুখ থেকেও যেন অমৃত নিঃসৃত হচ্ছিল, এবং তাই তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যবোধিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

কা বাজ্রবৃন্তিদনান্দ্রবিরঙ্গ বাতি

বিষ্ণোঃ কলাস্যানিমিষোন্মকরৌ চ কর্ণৌ ।

উদ্বিগ্নমীনযুগলং দ্বিজপঙক্তিশোচি-

রাসমভ্জসনিকরং সর ইন্মুখং তে ॥ ১৩ ॥

কা—কি; বা—এবং; বাজ্র-বৃন্তিঃ—দেহ ধারণের জন্য আহার; অদনাৎ—চর্বণের দ্বারা (পান); হবিঃ—যজ্ঞে নিবেদন করার শুদ্ধ সামগ্রী; অঙ্গ—হে প্রিয় বন্ধু; বাতি—নিঃসৃত হচ্ছে; বিষ্ণোঃ—শ্রীবিষ্ণুর; কলা—অংশ; অসি—তুমি হও; অনিমিষ—অপলক; উন্মকরৌ—দুটি উজ্জ্বল মকর; চ—ও; কর্ণৌ—কর্ণযুগল; উদ্বিগ্ন—চঞ্চল; মীন-যুগলম্—দুটি মীন সমন্বিত; দ্বিজ-পঙক্তি—দন্তপঙক্তি; শোচিঃ—সৌন্দর্য; আসন্ন—নিকটস্থ; ভ্জসনিকরম্—অলিকুল; সরঃ ইৎ—সরোবরের মতো; মুখম্—মুখ; তে—তোমার।

অনুবাদ

হে সখে, তোমার দেহ ধারণ করার জন্য তুমি কি আহার কর? কারণ তাদ্রল চর্বণ-জনিত তোমার মুখ থেকে যে সুগন্ধ বিনির্গত হচ্ছে, তার ফলে মনে হয় তুমি সর্বদা বিষ্ণুর ভূক্তাবশিষ্টই গ্রহণ কর। তুমি নিশ্চয়ই বিষ্ণুর অংশসম্ভূত। তোমার মুখমণ্ডল নির্মল সরোবরের মতো সুন্দর। তোমার কর্ণযুগলে যে দুটি রত্নখচিত মকরাকৃতি কুণ্ডল বিরাজ করছে, সেগুলির নেত্র বিষ্ণুর চক্কের মতো অপলক। তোমার নেত্রযুগল মীনের মতো চঞ্চল। সুতরাং তোমার মুখমণ্ডলরূপ সরোবরে যেন দুটি অনিমেষ মকর ও চঞ্চল মীন বিহার করছে। তোমার দন্তপঙক্তি রাজহংসের মতো শোভা বিস্তার করছে, এবং তোমার কেশকলাপ যেন অলিকুলের মতো তোমার মুখের সৌন্দর্য অনুসরণ করছে।

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণুর ভক্তেরাও তাঁর অংশ। তাঁদের বলা হয় বিভিন্নাংশ। যজ্ঞে বিষ্ণুকে সর্বপ্রকার হবি নিবেদন করা হয়, এবং যেহেতু ভক্তরা সর্বদা তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করেন, তাই কেবল বিষ্ণুর থেকেই যজ্ঞের নৈবেদ্যের সুগন্ধ নিঃসৃত হয় না, তাঁর প্রসাদ সেককারী ভক্তদের শ্রীঅঙ্গ থেকে অথবা তাঁর ভক্তের ভুক্তবশেষ থেকেও সেই সুগন্ধ নিঃসৃত হয়। পূর্বচিন্তির অঙ্গ থেকে মনোমুগ্ধকর সৌরভ নিঃসৃত হচ্ছিল বলে, আত্মীয় পূর্বচিন্তিকে শ্রীবিষ্ণুর কলা বলে মনে করেছিলেন। আর তা ছাড়া তাঁর মকরাকৃতি রত্নখচিত কর্ণকুণ্ডল, তাঁর অঙ্গ-সৌরভে উন্মত্ত অলিকুলের মতো কুঞ্চিত কেশদাম, এবং রাজহংসের মতো শ্বেত দন্তপঙ্ক্তির জন্য আত্মীয় পূর্বচিন্তির মুখকে পদ্ম, মীন, হংস এবং অলিকুল দ্বারা অলংকৃত সরোবরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

যোহসৌ ত্বয়া করসরোজহতঃ পতঙ্গো

দিক্ষু ভ্রমন্ ভ্রমত এজয়তেহক্ষিপী মে।

মুক্তং ন তে স্মরসি বক্রজটাবরুণং

কণ্ঠোহনিলো হরতি লম্পট এষ নীধীম্ ॥ ১৪ ॥

যঃ—যা; অসৌ—তা; ত্বয়া—তোমার দ্বারা; কর-সরোজ—কমলসদৃশ করতল;
হতঃ—আহত; পতঙ্গঃ—কন্দুক; দিক্ষু—সর্বদিকে; ভ্রমন্—ঘুরতে ঘুরতে; ভ্রমতঃ—
চঞ্চল; এজয়তে—বিচলিত করে; অক্ষিপী—চক্ষু; মে—আমার; মুক্তং—বিক্ষিপ্ত;
ন—না; তে—তোমার; স্মরসি—তুমি কি মনোযোগ দিচ্ছ; বক্র—কুঞ্চিত; জটী—
চুলের; বরুণম্—গুচ্ছ; কণ্ঠঃ—কণ্ঠদায়ক; অনিলঃ—বায়ু; হরতি—হরণ করছে;
লম্পটঃ—পরদ্বীর প্রতি আসক্ত পুরুষ; এষ—এই; নীধীম্—বহুগ্রহি।

অনুবাদ

আমার মন ইতিমধ্যেই অস্থির হয়েছে, এবং তুমি তোমার করকমলের দ্বারা যে কন্দুকটিকে চালিত করছ তা আমার নয়ন যুগলকেও অস্থির করছে। তোমার কুটিল কেশদাম যে আলুলায়িত হয়েছে, তা কি তুমি পুনরায় বন্ধন করবে না? লম্পট পুরুষের মতো পবন তোমার প্রতি আসক্ত হয়ে তোমার কটিবন্ধন হরণ করছে, তাও কি তোমার স্মরণ হচ্ছে না?

তাৎপর্য

পূর্বচিন্তি তাঁর হাতে একটি কন্দুক নিয়ে খেলা করছিলেন, এবং সেই কন্দুকটিকে তাঁর করকমলে ধৃত আর একটি কমলের মতো মনে হচ্ছিল। ইতস্তত বিচরণের ফলে তাঁর কেশদাম আলুলায়িত হয়েছিল, এবং তাঁর কটিবন্ধন শিথিল হয়েছিল, তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন লম্পট পবন তাঁকে নগ্ন করার চেষ্টা করছিল। তবুও তিনি তাঁর কেশদাম পুনরায় বন্ধন করার অথবা তাঁর বসন ঠিক করার ব্যাপারে কোন মনোযোগ দিচ্ছিলেন না। আত্মীয় যেহেতু সেই রমণীর অনাবৃত সৌন্দর্য দর্শন করার জন্য আকুল হয়েছিলেন, তাই তাঁর বিচরণের ফলে তাঁর চক্ষুয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

শ্লোক ১৫

রূপং তপোধন তপশ্চরতাং তপোয়ুং

হোতত্ব কেন তপসা ভবতোপলব্ধম্।

চতুং তপোহঁসি ময়া সহ মিত্র মহাং

কিংবা প্রসীদতি স বৈ ভবভাবনো মে ॥ ১৫ ॥

রূপম্—সৌন্দর্য; তপঃ-ধন—হে শ্রেষ্ঠ তপস্বী; তপঃ চরতাম্—তপস্বীদের;
তপঃ-য়ুং—তপস্যা বিনাশকারী; হি—নিশ্চিতভাবে; এতৎ—এই; ত—বাস্তবিকপক্ষে;
কেন—কিসের দ্বারা; তপসা—তপশ্চর্য্যা; ভবতা—তোমার দ্বারা; উপলব্ধম্—লব্ধ;
চতুং—সম্পাদন করেছিলেন; তপঃ—তপশ্চর্য্যা; অঁসি—তোমার উচিত; ময়া সহ—
আমার সঙ্গে; মিত্র—হে প্রিয় সখা; মহাম্—আমাকে; কিম্ বা—অথবা সম্ভব;
প্রসীদতি—প্রসন্ন হয়; সঃ—সে; বৈ—নিশ্চিতভাবে; ভব-ভাবনঃ—এই ব্রহ্মাণ্ডের
স্রষ্টা; মে—আমার সঙ্গে।

অনুবাদ

হে তপোধন, তপস্বীদের তপেবিদ্যাকারক এই রূপ তুমি কোন্ তপস্যার দ্বারা লাভ করেছ? এই কলা তুমি কোথায় শিখেছ? হে সখে, কোন্ তপস্যার দ্বারা তুমি এই সৌন্দর্য লাভ করেছ? আমি চাই যে তুমিও আমার সঙ্গে তপস্যা কর, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হয়তো আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, আমার ভাৰ্য্যা হওয়ার জন্য তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

তাৎপর্য

আগীধ্র পূর্বচিন্তির অপরাধ সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্য দর্শন করে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন, যা নিঃসন্দেহে তাঁর পূর্বকৃত তপস্যার ফল ছিল। তাই তিনি তাঁকে ভিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি তপস্বীদের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য সেই রূপ লাভ করেছিলেন কি না। তিনি ভেবেছিলেন যে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হয়তো তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর পত্নী হওয়ার জন্য। তিনি পূর্বচিন্তিকে তাঁর পত্নী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যাতে তাঁরা গার্হস্থ্য জীবনে একসঙ্গে তপস্যা করতে পারেন। তার অর্থ হচ্ছে, উপযুক্ত পত্নী যদি অধ্যাক্ষ-চেতনায় পতির মতো উন্নত হন, তাহলে গার্হস্থ্য জীবনে তিনি তাঁর পত্নিকে তপস্যা করতে সাহায্য করেন। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ব্যতীত পতি এবং পত্নী সমপর্যায়ে স্থিত হতে পারেন না। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা চান যাতে সুসজ্জনের জন্ম হয়। তাই ব্রহ্মা প্রসন্ন না হলে, উপযুক্ত পত্নী লাভ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বিবাহের সময়ে ব্রহ্মার পূজা করা হয়। ভারতবর্ষে আজও বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রে ব্রহ্মার ছবি থাকে।

শ্লোক ১৬

ন হ্যং তাজামি দয়িতং দ্বিজদেবদত্তং

যশ্মিন্যনো দৃগপি নো ন বিঘাতি লগ্নম্ ।

মাং চারুশৃঙ্গার্বসি নেতুমনুব্রতং তে

চিত্তং যতঃ প্রতিসরন্তু শিবাঃ সচিব্যঃ ॥ ১৬ ॥

ন—না; হ্যম্—তোমাকে; তাজামি—আমি ত্যাগ করব; দয়িতম্—অত্যন্ত প্রিয়; দ্বিজ-দেব—ব্রহ্মার দ্বারা, ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত দেবতা; দত্তম্—প্রদত্ত; যশ্মিন্—যাঁকে; মনঃ—মন; দৃক্—চক্ষু; অপি—ও; নঃ—আমার; ন বিঘাতি—চলে যায় না; লগ্নম্—সুদৃঢ়ভাবে যুক্ত; মাম্—আমাকে; চারুশৃঙ্গি—সুন্দর স্তন সমন্বিত রমণী; অর্হসি—তোমার উচিত; নেতুম্—পরিচালিত করা; অনুব্রতম্—অনুগামী; তে—তোমার; চিত্তম্—বাসনা; যতঃ—যেখানেই হোক; প্রতিসরন্তু—অনুসরণ করতে পারে; শিবাঃ—অনুকূল; সচিব্যঃ—বহুগুণ।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত ব্রহ্মা আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, এবং তাই তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।

তোমার সঙ্গে আমি ত্যাগ করতে চাই না, কারণ আমার মন ও নয়ন তোমাতে নিবিষ্ট হয়েছে এবং কোন মতেই আমি তা অপসারিত করতে পারছি না। হে চারুশৃঙ্গি, আমি তোমার অনুগত। তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে আমাকে নিয়ে চল, তোমার সখীগণও অনুকূল হয়ে আমার অনুগমন করুক।

তাৎপর্য

এখন আগীধ্র স্পষ্টভাবে তাঁর দুর্বলতা স্বীকার করছেন। তিনি পূর্বচিন্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং “তোমাকে নিয়ে তো আমার কোন প্রয়োজন নেই”—পূর্বচিন্তি একথা বলার আগেই তিনি তাঁকে বিবাহ করার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে স্বর্গ অথবা নরক যে-কোন স্থানে যেতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কেউ যখন কাম এবং যৌন আবেদনের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন সে কিনা বিচারে সেই রমণীর পদতলে আত্মসমর্পণ করে। এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য্য মন্তব্য করেছেন যে, কেউ যখন উন্মাদের মতো কথা বলে অথবা হাসি-মজা করে, তখন সে তার মুখে যা আসে তাই বলে, কিন্তু সে যা বলে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

শ্লোক ১৭

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ললনানুয়াতিবিশারদো গ্রাম্যবৈদধ্যা পরিভাষয়া তাং বিবুধবধুং
বিবৃমভিরখিসভাজয়ামাস ॥ ১৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোত্রামী বললেন; ইতি—এইভাবে; ললনা—নারী; অনুন্নয়—জয় করতে; অতি-বিশারদঃ—অতি নিপুণ; গ্রাম্য-বৈদধ্যা—জড় বাসনা চরিতার্থ করতে অত্যন্ত পারদর্শী; পরিভাষয়া—সুন্দর বাক্যের দ্বারা; তাম্—তাঁকে; বিবৃধ-বধূম্—দেবকন্যা; বিবৃধ-মতিঃ—দেবতুল্য বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন আগীধ্র; অখিসভাজয়াম্ আস—অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোত্রামী বললেন—মহারাজ আগীধ্র, যার বুদ্ধিমত্তা ছিল স্বর্গের দেবতাদের মতো, মনোহর বাক্যের দ্বারা শ্রীবলীকরণ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তিনি তাঁর কামোদ্দীপক বাক্যের দ্বারা দেবকন্যার প্রসন্নতা বিধান করে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু মহারাজ আশীধ ছিলেন ভগবদ্ভক্ত, তাই প্রকৃতপক্ষে জড়সুখ ভোগের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না, কিন্তু যেহেতু বংশবৃদ্ধির জন্য তিনি পত্নী লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্রাহ্ম পূর্বচিন্তিকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাই তিনি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে মধুর বাক্যের দ্বারা তার মন হরণ করেছিলেন। পুরুষের প্রশংসা বাক্যে স্ত্রীলোকেরা আকৃষ্ট হয়। এই কলায় নিপুণ ব্যক্তিকে বলা হয় বিদগ্ধ।

শ্লোক ১৮

সা চ ততস্তস্য বীরযুথপতেবুদ্ধিশীলরূপবয়ঃশ্রিয়ৌদার্যেণ পরাক্ষিপ্ত-
মনাস্তেন সহায়ুভায়ুতপরিবৎসরোপলক্ষণং কালং জম্বুদ্বীপপতিনা
ভৌমদ্বর্গভোগান্ বুভুজে ॥ ১৮ ॥

সা—সেই রমণী; চ—ও; ততঃ—তারপর; তস্য—তাঁর; বীর-যুথপতেঃ—বীরশ্রেষ্ঠ;
বুদ্ধি—বুদ্ধির দ্বারা; শীল—আচরণ; রূপ—সৌন্দর্য; বয়ঃ—বয়স; শ্রিয়া—ঐশ্বর্য;
ঔদার্যেণ—এবং ঔদার্যের দ্বারা; পরাক্ষিপ্ত—আকৃষ্ট; মনাঃ—তাঁর মন; তেন সহ—
তাঁর সঙ্গে; অযুত—দশ হাজার; অযুত—দশ হাজার; পরিবৎসর—বৎসর;
উপলক্ষণম্—বিভূত; কালম্—কাল; জম্বুদ্বীপ-পতিনা—জম্বুদ্বীপের রাজার সঙ্গে;
ভৌম—পার্শ্ব; স্বর্গ—স্বর্গীয়; ভোগান্—সুখ; বুভুজে—ভোগ করেছিলেন।

অনুবাদ

জম্বুদ্বীপের অধিপতি বীরশ্রেষ্ঠ আশীধের বুদ্ধি, বিদ্যা, যৌবন, সৌন্দর্য, ব্যবহার, ঐশ্বর্য এবং ঔদার্যে আকৃষ্ট হয়ে, পূর্বচিন্তি বহু সহস্র বৎসর ধরে তাঁর সঙ্গে পার্শ্ব এবং স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার কৃপায় মহারাজ আশীধ এবং দেবকন্যা পূর্বচিন্তির সংযোগ অত্যন্ত অনুকূল হয়েছিল। এইভাবে তাঁরা বহু সহস্র বৎসর ধরে পার্শ্ব এবং স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

তস্যামু হ বা আত্মজান্ স রাজবর আশীধো নাভিকিম্পুরুষহরিবর্ষেলাবৃত-
রম্যকহিরণ্যকুরুভদ্রাশ্কেতুমালসংজ্ঞামব পূত্রানজনয়ৎ ॥ ১৯ ॥

তস্যাম্—তাঁর গর্ভে; উ হ বা—নিশ্চিতভাবে; আত্ম-জান্—পুত্রদের; সঃ—তিনি;
রাজ-বরঃ—রাজশ্রেষ্ঠ; আশীধঃ—আশীধ; নাভি—নাভি; কিং—পুরুষ—কিম্পুরুষ;
হরি-বর্ষ—হরিবর্ষ; ইলাবৃত—ইলাবৃত; রম্যক—রম্যক; হিরণ্য—হিরণ্য; কুরু—
কুরু; ভদ্রাশ্কে—ভদ্রাশ্কে; কেতু-মাল—কেতুমাল; সংজ্ঞান্—নামক; নব—নয়টি;
পুত্রান্—পুত্র; অজনয়ৎ—উৎপাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

সমস্ত রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ আশীধ পূর্বচিন্তির গর্ভে নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্য, কুরু, ভদ্রাশ্কে এবং কেতুমাল নামক নয়টি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

শ্লোক ২০

সা সৃষ্টাথ সূতান্নবানুবৎসরং গৃহ এবাপহায় পূর্বচিন্তির্ভূয় এবাজং
দেবমুপতস্থে ॥ ২০ ॥

সা—তিনি; সৃষ্টা—জন্মদান করার পর; অথ—তারপর; সূতান্—পুত্রদের; নব—
নয়; অনুবৎসরম্—প্রতি বৎসর; গৃহে—গৃহে; এব—নিশ্চিতভাবে; অপহায়—
পরিভাগ করে; পূর্বচিন্তিঃ—পূর্বচিন্তি; ভূয়ঃ—পুনরায়; এব—নিশ্চিতভাবে; অজম্—
ব্রাহ্মাকে; দেবম্—দেবতা; উপতস্থে—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

পূর্বচিন্তি প্রতি বৎসর এক-একটি করে নয়টি পুত্র প্রসব করেছিলেন, কিন্তু তারা যখন বড় হয়েছিল, তখন তিনি তাদের গৃহে পরিভাগ করে, পুনরায় ব্রাহ্মার উপাসনা করার জন্য তাঁর কাছে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মা, ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবতাদের আদেশে, অঙ্গরাসের পৃথিবীতে এসে কাউকে বিবাহ করে সন্তানের জন্মদান করার এবং তারপর স্বর্গলোকে ফিরে যাওয়ার বহু দৃষ্টান্ত

রয়েছে। যেমন, স্বর্গের অঙ্গরা মেনকা বিশ্বামিত্র মূনির তপোভঙ্গ করার জন্য এসেছিলেন এবং শকুন্তলাকে জন্মদান করার পর, তিনি তাঁর শিশুকন্যা এবং পতিকে ত্যাগ করে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন। পূর্বচিন্তি স্থায়ীভাবে মহারাজ আদ্যীশ্বরের সঙ্গে থাকেননি। তাঁর গৃহস্থ-আশ্রমে সহযোগিতা করার পর, তিনি মহারাজ আদ্যীশ্বর এবং নয় পুত্রকে ত্যাগ করে ব্রহ্মার উপাসনা করার জন্য তাঁর কাছে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

আদ্যীশ্বরসুতাস্তে মাতুরনুগ্রহাদৌৎপত্তিকেনৈব সংহননবলোপেতাঃ পিত্রা
বিভক্তা আত্মতুল্যানামানি যথাভাগং জম্বুদ্বীপবর্ষাণি বুভুজুঃ ॥ ২১ ॥

আদ্যীশ্বর-সুতাঃ—মহারাজ আদ্যীশ্বরের পুত্রগণ; তে—তারা; মাতুঃ—মাতার; অনুগ্রহঃ—কুপার ফলে অথবা স্তন পান করার ফলে; উৎপত্তিকেন—স্বাভাবিক ভাবে; এব—নিশ্চিতভাবে; সংহনন—সুগঠিত শরীর; বল—শক্তি; উপেতাঃ—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; পিত্রা—পিতার দ্বারা; বিভক্তাঃ—বিভক্ত; আত্ম-তুল্যা—নিজের মতো; নামানি—নাম সমন্বিত; যথা-ভাগম্—যথাযথভাবে ভাগ করেছিলেন; জম্বুদ্বীপ-বর্ষাণি—জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন অংশ (সম্ভবত এশিয়া এবং ইউরোপ একত্রে); বুভুজুঃ—শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

পূর্বচিন্তির সেই নয়টি পুত্রই মাতার স্তন পান করে স্বাভাবিকভাবেই বলবান ও সুগঠিত শরীর লাভ করেছিলেন। তাঁদের পিতা তাঁদের প্রত্যেককে জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন অংশে শাসন করার দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। তাঁদের নাম অনুসারে তাঁদের রাজ্যগুলির নামকরণ হয়েছিল। এইভাবে আদ্যীশ্বরের পুত্রগণ তাঁদের পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত রাজ্য শাসন করেছিলেন।

তাৎপর্য

আচার্যগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই শ্লোকে মাতুঃ অনুগ্রহঃ শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে মাতার স্তন পান করে। ভারতবর্ষে চিরচরিত প্রথা অনুসারে মানুষ বিশ্বাস করে যে, শিশু যদি অন্তত ছয় মাস মায়ের দুধ পান করে, তাহলে তার শরীর অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট হয়। আর তা ছাড়া এই শ্লোকে এও উল্লেখ করা

হয়েছে যে, আদ্যীশ্বরের পুত্রদের প্রকৃতি তাঁদের মায়ের মতো ছিল। ভগবদ্গীতায়ও (১/৪০) ঘোষণা করা হয়েছে—ঈশ্বর দুষ্টিসু বার্থেয় জায়তে বর্গসঙ্করঃ—ঈলোকেরা দুমিত হয়ে গেলে, বর্গসঙ্কর উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অব্যক্তি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, এবং তার ফলে সারা পৃথিবী নরকসদৃশ হয়ে যায়। তাই মনুসংহিতায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ঈশ্বরের পবিত্রতা ও সতীত্বের জন্য যথেষ্ট সংরক্ষণের আবশ্যিকতা হয়, এবং তাহলেই কেবল তাঁদের সন্তানেরা মানব-সমাজের কল্যাণ সাধনে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ২২

আদ্যীশ্বরো রাজাতৃপ্তঃ কামানামঙ্গরসমেবানুদিনমধিমন্যমানস্তস্যাঃ
সলোকতাং শ্রুতিভিরবারুদ্ধ যত্র পিতরো মাদয়ন্তে ॥ ২২ ॥

আদ্যীশ্বরঃ—আদ্যীশ্বর; রাজা—রাজা; অতৃপ্তঃ—অতৃপ্ত; কামানাম্—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে; অঙ্গরসম্—অঙ্গরা (পূর্বচিন্তি); এব—নিশ্চিতভাবে; অনুদিনম্—নিরন্তর; অধি—অত্যন্ত; মন্যমানঃ—চিন্তা করতেন; তস্যাঃ—তার; সলোকতাম্—তার লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন; শ্রুতিভিঃ—বেদের দ্বারা; অবারুদ্ধ—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; যত্র—যেখানে; পিতরঃ—পিতৃগণ; মাদয়ন্তে—আনন্দ ভোগ করেন।

অনুবাদ

পূর্বচিন্তির প্রস্থানের পর, রাজা আদ্যীশ্বর তাঁর কামবাসনা তৃপ্ত না হওয়ায় সর্বক্ষণ তাঁর কথা চিন্তা করতেন। তাই, বেদোক্ত ফল অনুসারে তিনি তাঁর মৃত্যুর পর, সেই অঙ্গরালোকই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই লোকে পিতৃগণও আনন্দ ভোগ করেন।

তাৎপর্য

কেউ যদি সর্বক্ষণ কোন কিছু সম্বন্ধে চিন্তা করে, তাহলে সে তার মৃত্যুর পর সেই প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। মহারাজ আদ্যীশ্বর সর্বক্ষণ পিতৃলোকের কথা চিন্তা করতেন, যেখানে তাঁর পত্নী ফিরে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পর তিনি সেই লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, হয়তো পুনরায় তাঁর সঙ্গে বাস করার জন্য। ভগবদ্গীতায়ও বলা হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং তাজ্যতাং কলবরম্ ।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ব্যবভিতিঃ ॥

“যে ভাব স্মরণ করে জীব তার দেহ ত্যাগ করে, নিঃসন্দেহে সে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়।” (ভগবদ্গীতা ৮/৬) আমরা স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আমরা যদি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করি অথবা পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করতে পারি, তাহলে আমরা গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হতে পারব, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করেন।

শ্লোক ২৩

সম্পরেতে পিতরি নব ভাতরো মেরুদুহিতৃমেরুদেবীং প্রতিরূপা-
মুগ্ধদংষ্ট্রীং লতাং রম্যাং শ্যামাং নারীং ভদ্রাং দেববীতিমিতিসংজ্ঞা
নবোদবহন ॥ ২৩ ॥

সম্পরেতে পিতরি—তাদের পিতার দেহত্যাগের পর; নব—নয়; ভাতরঃ—ভাতা;
মেরুদুহিতৃঃ—মেরুর কন্যা; মেরুদেবীম্—মেরুদেবী; প্রতিরূপাম্—প্রতিরূপা;
উগ্ধদংষ্ট্রীম্—উগ্ধদংষ্ট্রী; লতাং—লতা; রম্যাং—রম্যা; শ্যামাং—শ্যামা; নারীম্—
নারী; ভদ্রাম্—ভদ্রা; দেববীতিম্—দেববীতি; ইতি—এইপ্রকার; সংজ্ঞাঃ—নাম
সম্বিত; নব—নয়টি; উদবহন—বিবাহ করেছিলেন।

অনুবাদ

তাদের পিতার পরলোক প্রাপ্তি হলে, নয়জন ভাতা মেরুদেবী, প্রতিরূপা,
উগ্ধদংষ্ট্রী, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা এবং দেববীতি নামক মেরুর নয়টি
কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

ইতি ‘মহারাজ আধীশ্বের চরিত্রকথা’ নামক শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের দ্বিতীয়
অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।

তৃতীয় অধ্যায়

মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেবের আবির্ভাব

এই অধ্যায়ে আধীশ্বের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ নাভির নিম্নলিখিত চরিত্র বর্ণিত হয়েছে।
পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষায় মহারাজ নাভি কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তিনি তাঁর
পত্নীসহ বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন।
ভক্তবৎসল ভগবান নাভির ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁর সম্মুখে চতুর্ভুজ মূর্তিতে
প্রকাশিত হয়েছিলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী পুরোহিতেরা তখন তাঁর স্তব করতে শুরু
করেছিলেন। তাঁরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, মহারাজ নাভি যেন তাঁরই মতো
একটি পুত্র লাভ করতে পারেন, এবং তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু মহারাজ নাভির পত্নী
মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেব রূপে জন্মগ্রহণ করবেন বলে তাঁদের আশ্বাস
দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

নাভির পত্যকামোহপ্রজয়া মেরুদেব্যা ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষমব-
হিতান্ন্যযজত ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; নাভিঃ—মহারাজ আধীশ্বের পুত্র;
অপত্যকামঃ—পুত্র লাভের বাসনা; অপ্রজয়া—নিঃসন্তান; মেরুদেব্যা—মেরুদেবী
সহ; ভগবন্তম্—পরমেশ্বর ভগবান; যজ্ঞপুরুষম্—সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর শ্রীবিষ্ণু;
অবহিত-আত্মা—সমাহিত চিত্তে; অযজত—আরাধনা করেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—আধীশ্বের পুত্র মহারাজ নাভি পুত্র লাভের বাসনা
করেছিলেন, এবং তাই তিনি সমাহিত চিত্তে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন।

মহারাজ নাভির পত্নী পূত্রহীনা মেরুদেবীও তাঁর পতির সঙ্গে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ২

তস্য হ বাব শ্রদ্ধয়া বিগুহ্ণভাবেন যজতঃ প্রবর্গ্যেযু প্রচরৎসু দ্রব্যাদেশ-
কালমন্ত্রস্তিগদক্ষিণাবিধানযোগোপপত্ত্যা দুরধিগমোহপি ভগবান্ ভাগবত-
বাৎসল্যতয়া সুপ্রতীক আত্মানমপরাজিতং নিজজনাবিপ্রেতার্থবিধিৎসয়া
গৃহীতহৃদয়ো হৃদয়ঙ্গমং মনোনয়নানন্দনাবয়বাভিরামমাবিশ্চকার ॥ ২ ॥

তস্য—তিনি (নাভি) যখন; হ বাব—নিশ্চিতভাবে; শ্রদ্ধয়া—গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে; বিগুহ্ণভাবেন—গুহ্য, নির্মল মনের দ্বারা; যজতঃ—আরাধনা করছিলেন; প্রবর্গ্যেযু—প্রবর্গ্য নামক সকাম কর্ম; প্রচরৎসু—যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল; দ্রব্য—উপকরণ; দেশ—স্থান; কাল—সময়; মন্ত্র—মন্ত্র; ঋত্বিক—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী পুরোহিত; দক্ষিণা—পুরোহিতদের পুরস্কার; বিধান—বিধি; যোগ—এবং উপায়; উপপত্ত্যা—অনুষ্ঠানের ফলে; দুরধিগমঃ—দুর্লভ; অপি—যদিও; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; ভাগবত-বাৎসল্যতয়া—তাঁর ভক্তবাৎসল্য হেতু; সুপ্রতীকঃ—অত্যন্ত সুন্দর রূপ সমন্বিত; আত্মানম্—স্বয়ং; অপরাজিতম্—অজেয়; নিজ-জন—তাঁর ভক্তের; অভিপ্রেত-ঋণ—বাসনা; বিধিৎসয়া—পূর্ণ করার জন্য; গৃহীত-হৃদয়ঃ—আকৃষ্ট চিত্ত; হৃদয়ঙ্গমম্—আনন্দদায়ক; মনঃ-নয়ন-আনন্দন—মন এবং নয়নের আনন্দ প্রদানকারী; অবয়ব—অঙ্গের দ্বারা; অভিরামম্—সুন্দর; আবিশ্চকার—প্রকাশ করেছিলেন।

অনুবাদ

যজ্ঞে ভগবানের কৃপা লাভ করার জন্য সাতটি দিব্য সাধন রয়েছে—(১) মূল্যবান বস্তু বা আহাৰ্য নিবেদন; (২) দেশ বা স্থান অনুসারে কার্য করা; (৩) কাল বা সময় অনুসারে কার্য করা; (৪) মন্ত্র উচ্চারণ; (৫) ঋত্বিকরণ; (৬) দক্ষিণা দান এবং (৭) বিধি পালন। কিন্তু এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা সর্বদা ভগবানকে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবান ভক্তবৎসল, তাই তাঁর ভক্ত মহারাজ নাভি যখন গুহ্য এবং নির্মল চিত্তে প্রবর্গ্য নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা এবং স্তব করেছিলেন, তখন পরম দয়ালু পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তবাৎসল্য-হেতু, তাঁর অপরাজিত পরম আকর্ষণীয় চতুর্ভুজ মূর্তিতে মহারাজ নাভির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর ভক্তের বাসনা পূর্ণ করার

জন্ম, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অপূর্ণ সুন্দর রূপ নিয়ে তাঁর ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবানের এই রূপ ভক্তের মন এবং নয়নের আনন্দ প্রদান করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যচ্চান্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

“ভক্তির দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে তত্ত্বত জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা যখন পূর্ণরূপে ভগবানকে জানা যায়, তখন ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করা যায়।” (ভগবদ্গীতা ১৮/৫৫)

ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং দর্শন করা যায়। এছাড়া অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়। মহারাজ নাভি যদিও তাঁর কর্তব্য কর্ম সম্পাদন এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, তবুও বুঝতে হবে যে, তাঁর যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ভগবান তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হননি, তিনি তাঁর অপূর্ণ সুন্দর রূপ নিয়ে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন কেবল তাঁর ভক্তির জন্য। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩০) বলা হয়েছে যে, ভগবানের আদি রূপ পরম সুন্দর। বেণুং কণ্ঠমুরবিন্দদলায়তাক্ষং বর্হাবতং সমসিতাম্বুদসুন্দরাক্ষম্—পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ হলেও তা অত্যন্ত সুন্দর।

শ্লোক ৩

অথ হ তমাবিভূতভূজযুগলদ্বয়ং হিরণ্ময়ং পুরুষবিশেষং কপিশকৌশেয়া-
স্বরধরমুরসি বিলসন্তীবৎসললামং দরবরবনরুহবনমালাচ্ছূর্যমৃতমগিগদা-
দিভিরূপলক্ষিতং স্মৃটকিরণপ্রবরমুকুটকুণ্ডলকটককটিসুত্রহারকেয়ুরন-
পুরাদ্যঙ্গভূষণবিভূষিতমুদ্বিগদস্যাগৃহপত্যোহধনা ইবোত্তমধনমুপলভ্য
সবল্হমানমর্হণোবনতশীর্ষাণ উপত্যসুঃ ॥ ৩ ॥

অথ—তারপর; হ—নিশ্চিতভাবে; তম্—তাঁকে; আবিভূত-ভূজ-যুগল-দ্বয়ম্—যিনি চতুর্ভুজ রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন; হিরণ্ময়ম্—অত্যন্ত উজ্জ্বল; পুরুষ-বিশেষম্—পুরুষোত্তম; কপিশ-কৌশেয়-অশ্বর-ধরম্—পীত পট্টবসন পরিহিত; উরসি—বক্ষে; বিলসৎ—সুন্দর; শ্রীবৎস—শ্রীবৎস নামক; ললামম্—চিরযুক্ত; দর-

বর—শাখের দ্বারা; বন-রুহ—পদ্মফুল; বন-মালা—বনফুলের মালা; অঙ্কুরি—চক্র; অমৃত-অমি—কৌস্তভ মণি; গদা-আদিভিঃ—গদা আদি অন্যান্য চিহ্নযুক্ত; উপলব্ধিতম—সম্পূর্ণযুক্ত হয়ে; মুকুট-কিরণ—উদ্ভাসিত; প্রবর—পরমোৎকৃষ্ট; মুকুট—মুকুট; কুণ্ডল—কর্ণকুণ্ডল; কটক—বলয়; কটি-সূত্র—কোমরবন্ধ; হার—কণ্ঠহার; কেম্বর—বাজুবন্ধ; নুপুর—নুপুর; আদি—ইত্যাদি; অঙ্গ—শরীরের; ভূষণ—অলঙ্কার; বিভূষিতম—অলংকৃত; ঋত্বিক—পুরোহিতগণ; সদস্য—পার্বদগণ; গৃহ-পতয়ঃ—এবং গৃহপতি মহারাজ নাভি; অখনাঃ—দরিদ্র ব্যক্তি; ইব—সদৃশ; উত্তম-ধনম্—প্রচুর ধনরাশি; উপলভ্য—লাভ করে; স-বজ্জ-মানম্—অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে; অর্হণেন—পূজার উপকরণ সহ; অবনত—নত; শীর্ষাংগঃ—মস্তকে; উপতস্থঃ—আরাধনা করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর চতুর্ভুজ রূপে রাজার সম্মুখে আবিস্কৃত হয়েছিলেন। তিনি তেজোময় পুরুষোত্তম রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাঁর কটিদেশ পীত পট্টবস্ত্রে বেষ্টিত ছিল, বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন শোভা বিস্তার করছিল, তাঁর চার হাতে ছিল শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদা, এবং তাঁর গলদেশে বনফুলের মালা ও কৌস্তভ মণি শোভা পাচ্ছিল। মুকুট, কুণ্ডল, বলয়, কটিসূত্র, মুক্তাহার, কেম্বর ও নুপুর আদি উজ্জ্বল রত্নবচিৎ অঙ্গভূষণে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন অকস্মাৎ প্রচুর ধনরাশি লাভ করে অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করে, মহারাজ নাভি, তাঁর পুরোহিত এবং পার্বদগণও ভগবানকে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত দেখে, সেই প্রকার আনন্দ অনুভব করেছিলেন। তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে অবনত মস্তকে পূজার উপকরণ নিবেদন করে তাঁর আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান একজন সাধারণ মানুষের মতো আবিস্কৃত হননি। তিনি মহারাজ নাভি এবং তাঁর পার্বদদের সম্মুখে পুরুষোত্তম রূপে আবিস্কৃত হয়েছিলেন। বেদে উল্লেখ করা হয়েছে—নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্। পরমেশ্বর ভগবানও পুরুষ, তবে তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ। ভগবদ্গীতায় (৭/৭) ভগবান স্বয়ং বলেছেন, মন্ত্য পরতঃ নন্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়—“হে ধনঞ্জয় (অর্জুন), আমার থেকে পরতর সত্য আর কিছু নেই।” ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অধিক আকর্ষণীয় অথবা অধিক প্রভাবশালী আর কেউ নেই। সেটিই হচ্ছে সাধারণ জীব এবং ভগবানের মধ্যে পার্থক্য। ভগবান বিষ্ণুর দ্বিবা রূপের এই বর্ণনা থেকে অন্যান্য জীবের সঙ্গে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পার্থক্য

সহজেই নিরাপণ করা যায়। তাই মহারাজ নাভি, তাঁর পুরোহিত এবং পার্বদেরা সকলে তাঁকে তাঁদের সসজ্জ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং বিবিধ পূজোপকরণের দ্বারা তাঁর পূজা করতে শুরু করেছিলেন। ভগবদ্গীতায় (৬/২২) বর্ণনা করা হয়েছে, যং লজ্জা চাপরং লাভং মন্যতে নাথিকং ততঃ। অর্থাৎ “তা লাভ করার পর মানুষ মনে করে যে, তার থেকে বড় লাভ আর কিছু নেই।” কেউ যখন প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে উপলব্ধি এবং দর্শন করেন, তখন তাঁর মনে হয় যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু প্রাপ্ত হয়েছেন। রসোহংসায় পরং দুষ্টিম নিবর্ততে—কেউ যখন উচ্চতর স্বাদ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর চেতনা স্থির হয়, অর্থাৎ তিনি আর তখন নিম্নতর বস্তু আহ্বাদনের জন্য লালায়িত হন না। পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করলে, আর জড় বস্তুর প্রতি কেন আকর্ষণ থাকে না। তখন তিনি ভগবানের আরাধনায় স্থির হন।

শ্লোক ৪-৫

স্বাক্ষর উচ্চঃ

অর্হসি মুহুরীত্তমার্হণমস্মাকমনুপথানাং নমো ইত্যেতাৎসদুপশিক্ষিতং কোহর্হতি পুমান্ প্রকৃতিগুণব্যতিকরমতিরনীশ ঈশ্বরস্য পরস্য প্রকৃতিপুরুষয়োর্বাক্তানাভিনির্মরূপাকৃতিভী রূপনিরূপণম্ ॥৪॥ সকলজননিকায়বৃজিননিরসনশিবতমপ্রবরগুণগণৈকদেশকথনাদৃতে ॥৫॥

স্বাক্ষর উচ্চঃ—স্বাক্ষরকে বললেন; অর্হসি—দয়া করে গ্রহণ করুন; মুহুরী—বারবার; অর্হণ-তম—হে পূজ্যতম; অর্হণম্—পূজা; অস্মাকম্—আমাদের; অনুপথানাম্—যাঁরা আপনার সেবক; নমঃ—সসজ্জ প্রণতি; নমঃ—সসজ্জ প্রণতি; ইতি—এইভাবে; এতাবৎ—এই পর্যন্ত; সৎ—সাধুদের দ্বারা; উপশিক্ষিতম্—শিক্ষা; কঃ—কি; অর্হতি—করতে সক্ষম; পুমান্—মানুষ; প্রকৃতি—জড় প্রকৃতির; গুণ—গুণ; ব্যতিকর—রূপান্তরে; মতিঃ—যাঁর মন মগ্ন; অনীশঃ—সব চাইতে অক্ষম; ঈশ্বরস্য—ভগবানের; পরস্য—অতীত; প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ—তিন গুণের অন্তর্গত; অর্বাঙ্ক-নাভিঃ—যা সেখানে পৌঁছাতে পারে না, অথবা যা এই জড় জগতের; নাম-রূপ-আকৃতিভিঃ—নাম, রূপ এবং গুণের দ্বারা; রূপ—আপনার প্রকৃতি বা স্থিতি; নিরূপণম্—প্রতিপাদন; সকল—সমস্ত; জন-নিকায়—মানব-জাতির; বৃজিন—পাপকর্ম; নিরসন—বিনাশ করে; শিবতম—সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর; প্রবর—শ্রেষ্ঠতম; গুণ-গণ—দ্বিবা গুণবলীর; এক-দেশ—এক অংশ; কথনাং—কীর্তনের ফলে; স্বাতে—বিনা।

অনুবাদ

ঋত্বিকগণ ভগবানের স্তুতি করে বললেন—হে পূজ্যতম, আমরা আপনার ভূতা। যদিও আপনি পরিপূর্ণ, তবুও দয়া করে আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, আপনার নিত্যদাস আমাদের যথাকিঞ্চিৎ সেবা গ্রহণ করুন। আমরা আপনার দিব্যরূপ সম্বন্ধে বাস্তবিকই অবগত নই, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র এবং আচার্যদের শিক্ষা অনুসারে আমরা কেবল বারবার আপনাকে আমাদের সম্রাট প্রণতি নিবেদন করি। বিষয়াসক্ত জীবেরা জড় প্রকৃতির গুণের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, এবং তাই তারা কখনও পূর্ণ নয়, কিন্তু আপনি সমস্ত জড় ধারণার অতীত। আপনার নাম, রূপ, গুণ—সবই চিন্ময় এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের অতীত। বাস্তবিকপক্ষে, কে আপনাকে জানতে পারে? জড় জগতে আমরা কেবল জড় নাম এবং গুণই অনুভব করতে পারি। পরম পুরুষ আপনাকে সম্রাট প্রণতি এবং প্রার্থনা নিবেদন করা ছাড়া আমাদের আর কোন সামর্থ্য নেই। আপনার সর্ব মঙ্গলময় দিব্য গুণাবলীর কীর্তন সমগ্র মানব-জাতির সমস্ত পাপ নিরানন করতে পারে। আপনার সেই মহিমা কীর্তনই আমাদের পক্ষে সব চাইতে পবিত্র কর্তব্য, এবং তার ফলে আমরা আপনার অলৌকিক স্থিতির অংশ মাত্র জানতে পারব।

তাৎপর্য

জড় অনুভূতির সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের কোন যোগ নেই। নির্বিশেষবাসের প্রবর্তক শঙ্করাচার্য পর্যন্ত বলেছেন, নারায়ণ পরোহিত্যক্তাৎ—“পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ জড় ধারণার অতীত।” ভগবানের রূপ এবং গুণ সম্বন্ধে আমরা জল্পনা-কল্পনা করতে পারি না। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত ভগবানের রূপ এবং কার্যকলাপকে আমাদের প্রামাণিক তথ্য বলে মেনে নিতে হবে। যেমন ব্রহ্মসংহিতায় (৫/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে—

চিন্তামণিপ্রকরসদৃশ কল্পবৃক্ষ-

লক্ষ্যবৃত্তে সুরভীরুভিপালয়ন্তম।

লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানাং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

“চিন্তামণির দ্বারা রচিত এবং লক্ষ-লক্ষ কল্পবৃক্ষ পরিবেষ্টিত চিন্ময় ধামে যিনি নিত্য বিরাজ করেন, এবং সুরভি গাভীদের পালন করেন, শত-সহস্র লক্ষ্মীসেবী সত্ত্বম এবং প্রীতি সহকারে নিরন্তর যঁার সেবা করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি

ভজনা করি।” সেই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু ধারণা, তাঁর রূপ এবং গুণের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আমরা বৈদিক শাস্ত্র ও ব্রহ্মা, নারদ, শুকদেব গোষাামী এবং অন্যান্য মহাজনদের বাণী থেকে প্রাপ্ত হতে পারি। শ্রীল রূপ গোষাামী বলেছেন, অতঃ শ্রীকৃষ্ণামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিচ্ছিয়েঃ—“আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ সম্বন্ধে অনুমান করতে পারি না।” তাই ভগবানের আর একটি নাম হচ্ছে অধোক্ষজ এবং অপ্রাকৃত, অর্থাৎ, তিনি আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত। ভগবান তাঁর অহৈতুকী ভক্তবাৎসল্য হেতু মহারাজ নাভির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তেমনই, আমরা যদি ভগবানের সেবার যুক্ত হই, তাহলে তিনি আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন। সেবোদ্যুখে হি জিহাদৌ স্বয়মেব সুরভাদঃ। ভগবানকে জানার এটিই হচ্ছে একমাত্র উপায়। ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে, ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাম্ভি তত্ত্বতঃ—ভক্তির প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এছাড়া অন্য আর কোন উপায় নেই। সাধুদের বাণী শ্রবণ করার মাধ্যমে এবং শাস্ত্রের মাধ্যমে আমাদের ভগবানকে জানতে হবে। ভগবানের রূপ এবং গুণ জল্পনা-কল্পনার দ্বারা অবগত হওয়া যায় না।

শ্লোক ৬

পরিজনানুরাগবিরচিতশবলসংশ্লকসলিলসিতকিসলয়তুলসিকাটুর্বাঙ্কুরৈরপি সন্তৃতয়া সপর্য়য়া কিল পরম পরিতুয্যসি ॥ ৬ ॥

পরিজন—আপনার ভূতাদের দ্বারা; অনুরাগ—মহা আনন্দে; বিরচিত—সম্পাদিত; শবল—গদগদ স্বরে; সংশ্লক—প্রার্থনার দ্বারা; সলিল—জল; সিত-কিসলয়—নবীন পত্রযুক্ত পল্লব; তুলসিকা—তুলসী দল; টুর্বাঙ্কুরৈঃ—এবং দুর্বাধাসের অঙ্কুর; অপি—ও; সন্তৃতয়া—অনুষ্ঠিত; সপর্য়য়া—পূজার দ্বারা; কিল—বাস্তবিকপক্ষে; পরম—হে পরমেশ্বর; পরিতুয্যসি—আপনি সন্তুষ্ট হন।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সর্বতোভাবে পূর্ণ। আপনার ভক্ত যখন বাস্প-গদগদ স্বরে আপনার স্তুতি করেন এবং অনুরাগ ভরে জল, শুদ্ধ পল্লব, তুলসী ও দুর্বাঙ্কুর দ্বারা আপনার পূজা সম্পাদন করেন, তখন আপনি নিশ্চয়ই সেই পূজার দ্বারা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য প্রচুর ধন-সম্পদ, বিদ্যা অথবা ঐশ্বর্যের প্রয়োজন হয় না। কেউ যদি প্রেম এবং আনন্দে মগ্ন হয়ে কেবল একটি ফুল, জল এবং তুলসী ভগবানকে নিবেদন করেন, তাহলেই তিনি সন্তুষ্ট হন। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে, পত্রং পুষ্পং ফলং তেয়াং যো মে ভক্ত্যা প্রযজতি—“কেউ যদি প্রেম এবং ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল অথবা জল প্রদান করে, তাহলে আমি তা গ্রহণ করি।” (ভগবদ্গীতা ৯/২৬)

ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবান প্রসন্ন হন; তাই এখানে বলা হয়েছে যে, ভগবান কেবল ভক্তির দ্বারাই সন্তুষ্ট হন। গৌতমীয়-তন্ত্র থেকে উল্লেখ করে হরিভক্তিবিলাসে বলা হয়েছে—

তুলসীদলমাত্রং জলস্য তুলসেন বা ।

বিক্রীণীতে স্বমায়ানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥

“শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ, এবং তাঁর ভক্ত যদি তাঁকে কেবল একটি তুলসীপত্র ও এক অঞ্জলি জল দান করেন, তাহলে তিনি তাঁর সেই ভক্তের কাছে নিজেকে বিক্রী করে দেন।” ভগবান তাঁর ভক্তের প্রতি অহৈতুকী কৃপাপরায়ণ। তিনি এতই কৃপাপরায়ণ যে, সব চাইতে দরিদ্র ব্যক্তিও তাঁকে ভক্তি সহকারে একটি জল ও একটি ফুল নিবেদন করতে পারেন এবং তার ফলে তিনি প্রসন্ন হন। তাঁর ভক্তবাৎসল্য হেতু তিনি তাঁর ভক্তের সঙ্গে এইভাবে আচরণ করেন।

শ্লোক ৭

অথানয়াপি ন ভবত ইজ্যারুভারভরয়া সমুচিতমর্থমিহো-
পলভামহে ॥ ৭ ॥

অর্থ—অনাথা; অনয়া—এই; অপি—ও; ন—না; ভবতঃ—আপনার; ইজ্যয়া—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; উরুভারভরয়া—বহু সামগ্রীর ভাণ্ডে ভারাক্রান্ত; সমুচিতম্—আবশ্যক; অর্থম্—উপযোগিতা; ইহ—এখানে; উপলভামহে—আমরা দেখতে পাই।

অনুবাদ

আমরা বহু উপচার সহকারে আপনার পূজা করেছি এবং আপনার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেছি, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য এত সমস্ত আয়োজনের কোন প্রয়োজন নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, কাউকে যদি নানা প্রকার খাদ্যময় নিবেদন করা হয় কিন্তু তার যদি ক্ষুধা না থাকে, তাহলে সেই নিবেদনের কোন মূল্য নেই। বড় বড় যজ্ঞে ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য বহু সামগ্রী একত্র করা হয়, কিন্তু যদি ভগবানের প্রতি ভক্তি, আসক্তি অথবা প্রীতি না থাকে, তাহলে সেই সমস্ত আয়োজন নিষ্ফল। ভগবান পূর্ণ, এবং আমাদের কাছ থেকে তাঁর কোন কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা যদি তাঁকে একটি জল, একটি ফুল এবং একটি তুলসীপত্র ভক্তি সহকারে নিবেদন করি, তাহলে তিনি তা গ্রহণ করবেন। ভক্তিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের প্রধান উপায়। বিরাট যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন হয় না। পুরোহিতেরা এই মনে করে অনুশোচনা করছিলেন যে, তাঁরা ভক্তির পথ অবলম্বন করেননি এবং তার ফলে তাঁদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেনি।

শ্লোক ৮

আত্মনং এবানুসবনমঙ্গস্যাব্যতিরেকণ বোভুয়মানাশেষপুরুষার্থস্বরূপস্য
কিন্তু নাথশিষ্য আশাসানানামেতদভিসংরোধনমাত্রং ভবিতুমর্হতি ॥ ৮ ॥

আত্মনঃ—স্বয়ংসম্পূর্ণ; এব—নিশ্চিতভাবে; অনুসবনম্—প্রতিক্ষণ; অঙ্গস্য—সরাসরিভাবে; অব্যতিরেকণ—অপ্রতিহতভাবে; বোভুয়মান—বর্ধমান; অশেষ—অন্তর্হীনভাবে; পুরুষ-অর্থ—জীবনের উদ্দেশ্য; স্বরূপস্য—আপনার প্রকৃত রূপ; কিন্তু—কিন্তু; নাথ—হে ভগবান; আশিষ্যঃ—জড় সুখভোগের আশীর্বাদ; আশাসানানাম্—আমরা যারা সর্বদা ভোগাসনা করছি; এতৎ—এই; অভিসং-রাধন—আপনার কৃপা লাভের জন্য; মাত্রম্—কেবল; ভবিতুম্ অর্হতি—হতে পারে।

অনুবাদ

আপনার মধ্যে সমস্ত পুরুষার্থ সাক্ষাৎভাবে, স্বতঃসিদ্ধরূপে, অপ্রতিহত গতিতে এবং প্রচুরভাবে প্রতিফলিত উৎপন্ন হচ্ছে। সেই অশেষ পুরুষার্থরূপ আনন্দই আপনার স্বরূপ। কিন্তু, হে ভগবান, আমরা নিরন্তর জড় সুখভোগের বাসনা করছি। এই সমস্ত যজ্ঞের আপনার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনার আশীর্বাদে যাতে আমাদের জড়সুখ ভোগ হয়, সেই জন্যই প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। আমাদের সকাম কর্তব্যের উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়, আপনার সেতুলিতে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রয়োজন নেই।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই বড় বড় যজ্ঞ তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। যারা নিজেদের স্বার্থে জড় ঐশ্বর্য কামনা করে, সকাম কর্ম তাদেরই জন্য। যজ্ঞার্থে কর্মগোহনাত্ লোকেহয়ং কর্মবন্ধনঃ—আমরা যদি ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য কর্ম না করি, তাহলে আমাদের মায়ার দাসত্ব করতে হয়। আমরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিশাল মন্দির নির্মাণ করতে পারি, কিন্তু ভগবানের এই প্রকার মন্দিরের কোন আবশ্যকতা নেই। ভগবানের আবাসস্থল-স্বরূপ লক্ষ লক্ষ মন্দির রয়েছে, এবং আমাদের প্রচেষ্টার কোন প্রয়োজন তাঁর নেই। ঐশ্বর্যময় কার্যকলাপের কোন প্রয়োজন তাঁর নেই। এই সমস্ত কার্যকলাপ আমাদের নিজেদের লাভের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। আমরা যদি আমাদের অর্থ দিয়ে এক বিশাল মন্দির তৈরি করি, তাহলে আমরা আমাদের কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারব। এটি আমাদেরই লাভের জন্য। অধিকন্তু, আমরা যদি ভগবানের জন্য সুন্দর কিছু তৈরি করার চেষ্টা করি, তাহলে তিনি প্রসন্ন হন এবং আমাদের আশীর্বাদ করেন। মূল কথা হচ্ছে যে, এই প্রকার বিশাল আয়োজন ভগবানের জন্য নয়, আমাদেরই জন্য। আমরা যদি কোন না কোনও ভাবে ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করতে পারি, তাহলে আমাদের চেতনা নির্মল হতে পারে এবং আমরা আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবক্তামে ফিরে যেতে পারি।

শ্লোক ৯

তদযথা বালিশানাং স্বয়মাত্মনঃ শ্রেয়ঃ পরমবিদুষাং পরমপরমপুরুষ
প্রকর্ষকরুণয়া স্বমহিমানং চাপবর্গাখ্যামপকল্পয়িষ্যান্ স্বয়ং নাপচিত
এবেতরবদিহোপলক্ষিতঃ ॥ ৯ ॥

তৎ—তা; যথা—যেমন; বালিশানাং—মুর্থদের; স্বয়ম্—স্বয়ং; আত্মনঃ—নিজের; শ্রেয়ঃ—কল্যাণ; পরম্—পরম; অবিদুষাম্—অজ্ঞ ব্যক্তিদের; পরম-পরম-পুরুষ—হে ঈশ্বরোত্তম ঈশ্বর; প্রকর্ষ-করুণয়া—প্রচুর করুণার দ্বারা; স্ব-মহিমানম্—আপনার নিজের মহিমা; চ—এবং; অপবর্গ-আখ্যাম্—অপবর্গ (মুক্তি) নামক; উপকল্পয়িষ্যান্—দেওয়ার ইচ্ছায়; স্বয়ম্—স্বয়ং; ন অপচিতঃ—যথাযথভাবে পূজিত না হয়ে; এব—যদিও; ইতর-বৎ—সাধারণ মানুষের মতো; ইহ—এখানে; উপলক্ষিতঃ—(আপনি) উপস্থিত এবং (আমাদের দ্বারা) দৃষ্ট।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমরা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভের উপায় সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, কারণ জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য যে কি তা আমরা জানি না। আপনি যেন স্বয়ং পূজা গ্রহণ করবার জন্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দর্শন দান করবার জন্যই আপনি এসেছেন। আপনি আপনার অসীম করুণাবশত অপবর্গ নামক স্বীয় মাহাত্ম্য প্রদান করার জন্য, আমাদের অজ্ঞতাজনিত কারণে যথাযথভাবে পূজিত না হয়েও এখানে এসেছেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁর কোন স্বার্থ ছিল। তেমনই, মন্দিরে অর্চাবিগ্রহ সেই উদ্দেশ্যেই থাকে। তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন, যাতে আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারি। যেহেতু আমাদের দিব্য দৃষ্টি নেই, তাই আমরা ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দর্শন করতে পারি না; সেই জন্য, ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এমন রূপে আসেন, যাতে আমরা তাঁকে দেখতে পাই। আমরা পাথর, কাঠ ইত্যাদি জড় বস্তুই কেবল দর্শন করতে পারি, এবং তাই ভগবান কাঠ, পাথর ইত্যাদি বস্তুর মাধ্যমে রূপ পরিগ্রহ করে মন্দিরে আমাদের সেবা গ্রহণ করেন। এটি ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রকাশ। যদিও এই সমস্ত বস্তুর প্রতি তাঁর কোন আসক্তি নেই, তবুও আমাদের প্রেমময়ী সেবা গ্রহণ করার জন্য তিনি এইভাবে আসেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের পূজার জন্য উপযুক্ত উপকরণ আমরা নিবেদন করতে পারি না, কারণ আমরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলে, মহারাজ নাভির যজ্ঞস্থলে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

অথায়মেব বরো হ্যর্হত্তম যর্হি বর্হিষি রাজর্ষের্বরদর্ঘভো ভবামিজ-
পুরুষেক্ষণবিষয় আসীৎ ॥ ১০ ॥

অথ—তখন; অয়ম্—এই; এব—নিশ্চিতভাবে; বরঃ—বর; হি—বস্তুতপক্ষে; অর্হত্তম—হে পূজ্যতম; যর্হি—যেহেতু; বর্হিষি—যজ্ঞে; রাজ-ঋষেঃ—মহারাজ নাভির; বরদ-ঋষভঃ—শ্রেষ্ঠ বরদাতা; ভবান্—আপনি; নিজ-পুরুষ—আপনার ভক্তদের; ঈক্ষণ-বিষয়ঃ—দর্শনের বিষয়; আসীৎ—হয়েছে।

অনুবাদ

যে পূজাতম, আপনি সমস্ত বরলাভের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং আমাদের বর প্রাপ্তি
করবার জন্যই আপনি মহারাজ নাকি বজ্রহুলে অবস্থিত হয়েছেন। আপনি
যেহেতু আমাদের নরনন্দনের পবিত্র হয়েছেন, সেহিঁ আমাদের পক্ষে পূরম
বরপ্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

নিজ-পুত্রব-ঈশ্বর-বিষয় । ভগবৎগীতার (৯/২৯) কৃষ্ণ বলেছেন, সযোহসা
সর্বকৃতেষু—“আমি কারও প্রতি বিশেষপূরণ নই, আমার কারও পক্ষপাতিত্বও
আমি করি না। আমি সকলের প্রতি সমতাবোধ। কিন্তু ভক্তি সহকারে যে আমার
সেবা করে, সে আমার মিত্র। সে আমাকে হিত এবং অমিত্র ভাব মিত্র।”

ভগবান সকলের প্রতি সমানবী। অর্থাৎ, কেউ তাঁর শত্রু নয় এবং মিত্রও নয়।
সকলেই তাঁর কর্মের ফল ভোগ্য করছে, এবং সকলের হৃদয়ে স্বেচ্ছামত ভগবান
সব দেখছেন এবং বাঞ্ছিত ফল প্রদান করছেন। কিন্তু, ভক্তরা যেমন সর্বদা
ভগবানের সঙ্কট-বিলাসের জন্য উৎসুক, তেমনই ভগবানও তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টি
উপস্থিত হতে অত্যন্ত উৎসুক। ভগবৎগীতার (৪/৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

পরিগ্রহ্যে কলুষা নিন্দ্যাস্য চ হৃত্বাত্ম ।

ধর্মসংগ্রহাদ্যর্থায় মতব্যমি হৃদে হৃদে ॥

“পুণ্যপ্রাপ্তির পরিগ্রহ করার জন্য এবং দ্রুততরীসের বিলাস করার জন্য, এবং
ধর্ম সংগ্রহাদি করার জন্য, আমি হৃদে-হৃদে অবস্থিত হই।”

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ আসেন তাঁর ভক্তদের উদ্ধার করার জন্য এবং সঙ্কট-বিধান
করবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে তিনি অসুরদের সংহার করতে আসেন না, কারণ সেই
কাণ্ডি ওর প্রতিমিত্রিত্ব করতে পারে। মহারাজ নাকি বজ্রহুলে বিষ্ণু অবস্থিত
হয়েছিলেন মহারাজ নাকি এবং তাঁর পার্শ্বদেশের প্রসন্নতা বিধানের জন্য। এছাড়া
সেখানে অবস্থিত হওয়ার আর কোন কারণ তাঁর ছিল না।

শ্লোক ১১

অসংলিখিতজ্ঞানানলবিশ্বতাপশমমানানি ভবৎস্বভাবানামাঙ্ঘ্র্যামাণাং মুদী-
নামাবরতপরিণিভিত্তগণাং পরমমহাদানগুণগণকথনোহসি ॥ ১১ ॥

অসংলিখিতজ্ঞানানলবিশ্বতাপশমমানানি ভবৎস্বভাবানামাঙ্ঘ্র্যামাণাং মুদী-
নামাবরতপরিণিভিত্তগণাং পরমমহাদানগুণগণকথনোহসি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ

যে ভগবান, মুনি-ঋষিগণ নিরন্তর আপনার গুণগান করেন। বৈরাগ্যের দ্বারা
পবিত্র জ্ঞানানলে তাঁদের হৃদয়ের মলরাশি বিলম্ব হয়েছিল। তাঁর বলে তাঁরা
আম্ভ্যরাম হয়েছেন এবং আপনারই স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁরা যদিও আপনার
মহিমা কীর্তন করে নিত, তবুও অনুভব করেন, তবুও তাঁদের পক্ষেও আপনার
স্মরণ দুরূহ।

তাৎপর্য

মহারাজ নাকি বজ্রহুলে সমবেত পুরোহিতেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্মরণ
দানের প্রশংসা করেছেন, এবং নিজেদের কল-কল মনে করেছেন। যে সমস্ত
মহাত্মা ঋকৃ অগ্নির বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন এবং ভগবানের মহিমা
কীর্তন করার ফলে তাঁদের হৃদয় নির্মল হয়েছে, তাঁদের পক্ষেও ভগবানের স্মরণ
দুরূহ। এই সকল ব্যক্তির ভগবানের নিত্য গুণগান কীর্তন করেই সমস্ত থাকেন।
প্রকৃতপক্ষে ভগবানের ব্যক্তিগত উপস্থিতির কোন প্রয়োজন তাঁদের হয় না।
পুরোহিতেরা বলেছিলেন যে, ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ সেই সমস্ত মহাত্মাদের পক্ষেও
দুরূহ, কিন্তু তাঁদের প্রতি তিনি এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁদের সন্তুষ্টি
উপস্থিত হয়েছেন। তাই সেই পুরোহিতেরা তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব
করেছিলেন।

শ্লোক ১২

অথ কথঞ্চিদ্ব্যলম্বনকৃৎপতনজ্ঞাতপূরবস্থানানিসু বিবশানাং না শ্ররণায়
জরমরণশয়ামপি সকলকণ্ডলনিরস্তাননি তব গুণকৃতনামধোয়ানি
বচনগোচরানি ভবন্ত ॥ ১২ ॥

অথ—তা সত্ত্বেও; কথঞ্চিৎ—কেন না কেনও ভাবে; স্থূলন—বিশংখ্যনী, ক্ষুধ—
খুশা, পতন—পতন; জুস্তব—অজ্ঞানাজ্ঞ; দূরবাহুজ্ঞ—প্রতিবুল পরিচিতিতে থাকার
ফলে; অসিধু—ইহানি; বিকলনাম—অক্ষম; না—আমাদের; স্বরূপ—স্বরূপ
করতে; জ্বর-মরশ-মশারাম—মৃত্যুর সময় প্রবল জ্বরে পীড়িত অবস্থার; অসি—
ও; মরশ—সমস্ত; কল্মশ—পাপ; ভিন্নস্বানি—যা দূর করতে পারে; তব—আপনার;
ওপ—ওপাতনী; কৃত—কার্যকলাপ; নামধেয়ানি—নামসমূহ; বচন-গোচরনি—
উচ্চারণ করা সম্ভব; ভবন্তু—হোক।

অনুবাস

হে ভগবান, আমরা বিশংখ্যনী, ক্ষুধার্ত, পতিত, অজ্ঞানাজ্ঞ, দূরবাহুজ্ঞ, পীড়িত
এবং মৃত্যুর সময় প্রবল জ্বরে অক্লান্ত হওয়ার ফলে, আপনার নাম, রূপ ও
ওপাতনী স্বরূপ করতে সমর্থ না হতে পারি। তাই আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা
করি, যে ভক্তবৎসল ভগবান, আপনার যে সিংহ নাম, ওপ এবং বীলাসমূহ সমস্ত
পাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে, তা স্বরূপ করতে আপনি আমাদের সাহায্য
করুন।

তাৎপর্য

ঈশ্বনে প্রকৃত সাফল্য হচ্ছে যাতে নারায়ণ-পুতি—মৃত্যুর সময় ভাগ্যচেনে সিংহ নাম,
ওপাতনী, বীলা এবং রূপ স্বরূপ করা। মন্দিরে ভাগ্যচেনে প্রেমময়ী সেবার যুক্ত
হওয়া সত্ত্বেও, অতঃপন এইই বতিন যে, মৃত্যুর সময় পীড়িত হওয়ার ফলে
এবং মন্দির বিকালে ফলে আমরা ভাগ্যচেনে তুলে যেতে পারি। তাই ভাগ্যচেনে
কামে আমাদের এই প্রার্থনা করা উচিত যে, তিনি যেন আমাদের মৃত্যুর সময়
ওপ বীলাসমূহ স্বরূপ করার যোগ্যতা প্রদান করেন। এই অংশে শ্রীমদ্ভগবতের
৪ষ্ঠ অঙ্কের বিতীরা অধ্যায়ের ১-১০ এবং ১৪-১৫ শ্লোক দৃষ্টব্য।

শ্লোক ১০

কিঞ্চায় রাজর্ষিপত্যকাম্যঃ প্রজাঃ ভবাদ্ভীমাশাসনঃ ঈশ্বরমশিষ্যঃ
স্বর্গাপবর্গায়োরপি ভবন্তুদুঃখাবৃতিঃ প্রজাহার্মহাপ্রজায়ো ধনদমিবাধনঃ
ফলীকরশ্চ ॥ ১০ ॥

কিঞ্চ—অবিকৃত; অয়ম্—এই; রাজ-ঋষি—পুণ্ডরন রাজা নাতি; অপহা-কাম্য—
পূর কামনা; প্রজাম্—পূর; ভবাদ্ভীম্—আপনার মতো; আশাসন—আশা করে;

ঈশ্বরম্—পরমেশ্বর; অশিষ্যম্—আশীর্বাদের; স্বর্গ-অপবর্গয়োঃ—স্বর্গলোক এবং
মুক্তি; অপি—যদিও; ভবন্তু—আপনি, উপস্থাবতি—আরওনা করেন; প্রজাহার্ম্—
সন্তানদের; অর্ধ-প্রজায়াঃ—ঈশ্বনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে; ধনদম্—যে ব্যক্তি
অশেষ সম্পদ ধান করতে পারেন; ইব—সদৃশ; অধন্য—দরিদ্র ব্যক্তি;
ফলীকরশ্চ—তাদের কথা।

অনুবাস

হে ভগবান, এই মহারাজ নাতি আপনার মতো একটি পুত্র লাভ করাকেই তাঁর
ঈশ্বনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। হে ভগবান, দরিদ্র ব্যক্তি যেমন মহা
ধনধান ব্যক্তির কাছে গিয়ে কেবল একটি শস্যকণা চিন্তা করে, তেমনিই স্বর্গ ও
অপবর্গ প্রদানে সক্ষম আপনার কাছে মহারাজ নাতি কেবল একটি পুত্র লাভের
আকাংক্ষা করছেন।

তাৎপর্য

মহারাজ নাতি যে কেবল একটি পুত্র লাভের জন্য সেই মহারাজ অনুমান
করেছিলেন, সেই অন্য পুরোহিতেরা কিছুটা লম্বিত হয়েছিলেন। ভগবান তাঁকে
বর্ণলোক অথবা বৈকুণ্ঠলোকে স্থান প্রদান করতে পারতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে ভগবানের কাছে গিয়ে চরম আশীর্বাদ চিন্তা
করতে হয়। তিনি বলেছেন—ন জনে ন জনে ন মুখরী কবিতায় বা ভাবনায়
কময়ে। তিনি ভগবানের কাছে অতঃপ্রার্থনা কেন কিছু প্রার্থনা করেননি।
অতঃপ্রার্থনা মনে হচ্ছে ধন-সম্পদ, সুখী পরিবার, সুখী স্ত্রী এবং বহু অনুগামী,
কিছু পুত্রমিত্র ভক্ত ভগবানের কাছে অতঃপ্রার্থনা কেন কিছু চিন্তা করেন না।
তঁর একমাত্র প্রার্থনা হচ্ছে—মম জঘনি জঘনিষে ভবন্তুদুঃখাবৃতিবৈকুণ্ঠী তরী।
তিনি নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার যুক্ত হয়ে চেন। তিনি স্বর্গলোকে উন্নীত
হতে চেন না অথবা অতঃপ্রার্থনা করেন থেকে মুক্তি চেন না। তা যদি হত,
তাহলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতেন না, মম জঘনি জঘনি। ভক্ত যদি ভগবানের
সেবা করতে পারেন, তাহলে ব্যর্থতার ভাবনা রাখতে তাঁর কোন আশঙ্কা থাকে
না। প্রকৃতপক্ষে চরম মুক্তি হচ্ছে ভগবানকে গিয়ে যাওয়া। অতঃপ্রার্থনা অতঃ
প্রার্থনার কোন বস্তু নিয়ে কথা থাকেন না। যদিও মহারাজ নাতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের
মতো একটি পুত্র কামনা করেছিলেন, তবুও ভগবানের মতো পুত্র আকাংক্ষা করণ
এক প্রকার ইদ্রিয় সুখ। অতঃপ্রার্থনা কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবার যুক্ত
হতে চেন।

শ্লোক ১৪

কো বা ইহ তেহপরাজিতোহপরাজিতয়া মায়ানবসিতপদব্যানাবৃতমতি-
বিষয়বিষয়ানাবৃতপ্রকৃতিরনুপাসিতমহচ্চরণঃ ॥ ১৪ ॥

কঃ বা—কোন পুরুষ; ইহ—এই জড় জগতে; তে—আপনার; অপরাজিতঃ—
অপরাজিত; অপরাজিতয়া—অপরাজিতের দ্বারা; মায়য়া—মায়া; অবসিত-পদব্যা—
অলঙ্কিত মার্গ; অনাবৃত-মতিঃ—যার বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন নয়; বিষয়-বিষয়—বিষয়সমূহ জড়
সুখভোগের; রয়—বেশে; অনাবৃত—অনাচ্ছাদিত; প্রকৃতিঃ—প্রকৃতি; অনুপাসিত—
আরাধনা না করে; মহৎ-চরণঃ—মহান ভক্তের শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

হে ভগবান, মহাজনের চরণ সেবা না করে কোন পুরুষই বা এই সংসারে আপনার
মায়ার দ্বারা মোহিতচিত্ত, বশীভূত এবং বিষয়-বিষয়ের বেশে আচ্ছাদিত না হয়েছেন?
আপনার মায়া দুর্জয়া। তার গতি কেউই লক্ষ্য করতে পারে না অথবা কেউই
বলতে পারে না কিভাবে তিনি কার্য করেন।

তাৎপর্য

মহারাজ নাভি পুত্রলাভের জন্য মহান যজ্ঞ করছিলেন। সেই পুত্র ভগবানের মতো
হতে পারে, কিন্তু এই প্রকার জড়-জাগতিক বাসনা, তা সে যতই মহৎ হোক অথবা
ক্ষুদ্র হোক, তা মায়ারই প্রভাব। তাই ভগবদ্ভক্তিকে নিষ্কাম বলে বর্ণনা করা হয়
(অন্যাভিসাধিতাশূন্যঃ)। সকলেই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সব রকম জড় বাসনার
বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মহারাজ নাভিও তাঁর ব্যতিক্রম ছিলেন না। মায়ার প্রভাব
থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে মহান ভক্তের সেবায় যুক্ত হওয়া
(মহচ্চরণ-সেবা)। মহান ভক্তের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা না করে, কখনও মায়ার
প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই বলেছেন, ছাড়িয়া
বৈষ্ণবসেবা নিক্তার পায়েরে কেবা। মায়া অপরাজিত এবং তাঁর প্রভাবও
অপরাজিত। ভগবদ্গীতায় (৭/১৪) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

দৈবী হোবা গুণময়ী মম মায়া দুরতয়া।

“এই ত্রিগুণাধিকা মায়া আমারই শক্তি এবং তাকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন।”

ভগবদ্ভক্তই কেবল মায়ার এই মহান প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন। মহারাজ
নাভি যে পুত্র কামনা করেছিলেন তাতে তাঁর কোন দোষ ছিল না। তিনি সমস্ত
পুত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের মতো পুত্র কামনা করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তের সদ

করার ফলে, জড় ঐশ্বর্যের প্রতি কোন বাসনা থাকে না। সেই কথা চৈতন্য-
চরিতামৃতে (মধ্য ২২/৫৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

‘সাধু-সঙ্গ’, ‘সাধু-সঙ্গ’ সর্বশাস্ত্রে কয়।

লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

এবং মধ্যলীলায় (২২/৫১) বলা হয়েছে—

মহৎ-কৃপা কিনা কোন কর্মে ‘ভক্তি’ নয়।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রথ, সংসার নহে কয় ॥

কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে
চান, তাহলে তাঁকে অবশ্যই সাধু (ভক্তের) সঙ্গ করতে হবে। সেটিই হচ্ছে সমস্ত
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভগবদ্ভক্তের কৃপিক সদ প্রভাবেও মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত
হওয়া যায়। শুদ্ধ ভক্তের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই জড় জগতের বন্ধন
থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। বিশেষ করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা লাভ করতে
হলে, শুদ্ধ ভক্তের সদ নিত্যই আবশ্যিক। সাধুসঙ্গ বা মহান ভক্তের আশীর্বাদ
ব্যতীত, মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভগবতে (৭/৫/৩২) প্রহ্লাদ
মহারাজ বলেছেন—

নৈবাং মতিস্তাবদুরক্ৰমাস্মিৎ

স্পৃশতানর্থাপগমো যদর্থঃ।

মহীয়সাং পাদরঞ্জোহভিষেকং

নিষ্কিননানাং ন কৃণীত যাবৎ ॥

মহান ভক্তের পদরঞ্জ মন্তকে ধারণ না করলে (পাদরঞ্জোহভিষেকম্), ভগবানের
শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যায় না। শুদ্ধ ভক্ত নিষ্কিনন, অর্থাৎ জড় জগৎকে ভোগ করার
কোন বাসনা তাঁর নেই। সেই গুণ অর্জন করতে হলে শুদ্ধ ভক্তের শরণ গ্রহণ
করতে হয়। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত।

শ্লোক ১৫

যদু হ বাব তব পুনরদ্রব্ধকর্তরিহ সমাহুতস্তত্রাধিধ্যায় মন্দানং নন্তদ্যদে-
বহেলনং দেবদেবাহিসি সামান্য সর্বান্ প্রতিবোচুমবিদুষাম্ ॥ ১৫ ॥

যৎ—যেহেতু; উ হ বাব—বাস্তবিকপক্ষে; তব—আপনার; পুনঃ—পুনরায়; অদ্র-
কর্তঃ—বহু কার্য সম্পাদন করেন যে ভগবান; ইহ—এই যজ্ঞস্থলে; সমাহুতঃ—

নিমন্ত্রিত; তত্ত্ব—সূত্রাং; অর্থধিয়াম্—জড় বাসনা পূর্ণ করার অভিলাষী; মন্দানাম্—মুঢ়; নঃ—আমাদের; তৎ—তা; যৎ—যা; দেব-হেলনম্—ভগবানের প্রতি অশ্রদ্ধা পরায়ণ; দেব-দেব—দেবতাদেরও দেবতা; অহসি—দয়া করে; সাম্যেন—আপনার সমদর্শিতা হেতু; সর্বান্—সবকিছু; প্রতিবোধ্যম্—সহ্য করেন; অবিদ্যাম্—নির্বোধ আমাদের।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি বহু অজুত কার্য করেন। এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পুত্র লাভ করা; তাই আমাদের বুদ্ধি মোটেই তীক্ষ্ণ নয়। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে আমরা অতিজ্ঞ নই। জড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই তুচ্ছ যজ্ঞে আপনাকে আহ্বান করে আমরা নিশ্চয়ই আপনার শ্রীপাদপদ্মে মহা অপরাধ করেছি। তাই, হে ভগবান, আপনার সমদর্শিতা গুণে কৃপাপূর্বক আমাদের ক্ষমা করুন।

তাৎপর্য

এক অতি তুচ্ছ কারণে ভগবানকে বৈকুণ্ঠ থেকে ডেকে আনার ফলে, ঋত্বিকেরা অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন। শুদ্ধ ভক্ত কখনও অনর্থক ভগবানকে দর্শন করতে চান না। ভগবান বহু কার্যকলাপে যুক্ত, তাই শুদ্ধ ভক্ত তাঁর নিজের ইন্দিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য খেয়ালখুশি মতো ভগবানকে দর্শন করতে চান না। শুদ্ধ ভক্ত কেবল ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করেন, এবং ভগবান যখন প্রসন্ন হন, তখন তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারেন। ভগবান হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিবাদি মহান দেবতাদেরও অগোচর। ভগবানকে আসতে আহ্বান করে নাভি মহারাজের পুরোহিতেরা নিজেদের মূঢ়তা প্রতিপন্ন করেছিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার বশে সেখানে এসেছিলেন। তাই তাঁরা সকলে ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।

জড়-জাগতিক লাভের জন্য ভগবানের আরাধনা করা মহাজনদের দ্বারা অনুমোদিত হয়নি। ভগবদ্গীতায় (৭/১৬) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সূকৃতিনোহর্জুন।

আর্তো জিজ্ঞাসুর্থাখী জনী চ ভরতবর্ষ ॥

“হে অর্জুন, চার প্রকার সূকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি আমার ভজনা করেন। তাঁরা হচ্ছেন—আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জনী।”

ভক্তির শুরু তখন হয় যখন মানুষ দুর্দশায় পড়ে অথবা ধন কামনা করে, অথবা পরম সত্যকে জানার অভিলাষী হয়। কিন্তু যারা এইভাবে ভগবানের সমীপবর্তী হয়, তারা প্রকৃতপক্ষে ভক্ত নয়। যেহেতু তারা পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু, তাই তাদের পূণ্যবান (সুকৃতিনঃ) বলে স্বীকার করা হয়। ভগবানের বিবিধ কার্যকলাপ না জানার ফলে, তারা জড়-জাগতিক লাভের জন্য অনর্থক ভগবানকে বিরক্ত করে। কিন্তু ভগবান এতই কৃপালু যে, তাঁকে বিরক্ত করলেও তিনি তাদের বাসনা পূর্ণ করেন। শুদ্ধ ভক্ত অন্যাভিলাষিতাপূণ্য; কেন উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ভগবানের আরাধনা করেন না। তিনি কর্ম অথবা জ্ঞানরূপ মায়ার প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত নন। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই কোন রকম ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্য না নিয়ে সর্বদা ভগবানের সেবা করতে প্রস্তুত থাকেন। যজ্ঞের পুরোহিত ঋত্বিকেরা কর্ম এবং ভক্তির পার্থক্য সম্বন্ধে ভালভাবেই অবগত ছিলেন, এবং যেহেতু তাঁরা নিজেদের কর্মধীন বলে মনে করেছিলেন তাই তাঁরা ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন। তাঁরা জানতেন যে এক অতি ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা ভগবানকে ডেকে এনেছেন।

শ্লোক ১৬

শ্রীশুক উবাচ

ইতি নিগদেনাভিষ্টয়মানো ভগবাননিমিষর্ষভো বর্ষধরাভিবাদিতাভি-
বদিতচরণঃ সদয়মিদমাহ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোষামী বললেন; ইতি—এইভাবে; নিগদেন—গদ্যায়ক জ্ঞতির দ্বারা; অভিষ্টয়মানঃ—বন্দিত হয়ে; ভগবান্—ভগবান; অনিমিষ-
ঋষভঃ—সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; বর্ষধর—ভারতবর্ষের অধিপতি মহারাজ
নাভির দ্বারা; অভিবাদিত—পূজিত; অভিবদিত—বন্দিত; চরণঃ—চরণকমল;
সদয়ম্—কৃপাপূর্বক; ইদম্—এই; আহ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোষামী বললেন—ভারতবর্ষের অধিপতি নাভির সম্মানিত ঋত্বিকেরা এইভাবে গদ্যায়ক স্তোত্রের দ্বারা দেবশ্রেষ্ঠ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা নিবেদন করলেন। দেবশ্রেষ্ঠ, পরম ঈশ্বর ভগবান তখন তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলেছিলেন—

শ্লোক ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

অহো বতাহমুখ্যো ভবন্তিরবিতথগীর্ভবিসমূলভমভিষাচিতো যদমুখ্যা-
জ্ঞাজো ময়া সদৃশো ভূয়াদিতি মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাদথাপি ব্রহ্ম-
বাদো ন মুখা ভবিতুমর্হতি মমৈব হি মুখং যদ্বিজদেবকুলম্ ॥১৭॥

শ্রীভগবানু উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; অহো—আহা; বত—আমি অত্যন্ত
প্রসন্ন হয়েছি; অহম্—আমি; ঋষয়ঃ—হে মহর্ষিগণ; ভবন্তি—আপনাদের দ্বারা;
অবিতথগীর্ভিঃ—যাঁদের বাণী সত্য; বরম্—বর লাভের জন্য; অসূলভম্—অত্যন্ত
দুর্লভ; অভিষাচিতঃ—প্রার্থিত; যৎ—যা; অমুখ্যা—মহারাজ নাভির; আশ্রয়ঃ—পুত্র;
ময়া সদৃশঃ—আমার মতো; ভূয়াৎ—হতে পারে; ইতি—এইভাবে; মম—আমার;
অহম্—আমি; এব—কেবল; অভিরূপঃ—সমান; কৈবল্যাৎ—অদ্বিতীয় হওয়ার
ফলে; অথাপি—তা সত্ত্বেও; ব্রহ্মবাদঃ—মহান ব্রাহ্মণদের বাণী; ন—না; মুখা—
মিথ্যা; ভবিতুম্—হওয়া; অর্হতি—উচিত; মম—আমার; এব—নিশ্চিতভাবে; হি—
যেহেতু; মুখম্—মুখ; যৎ—যা; বিজ-দেবকুলম্—গুজ ব্রাহ্মণকুল।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে মহর্ষিগণ, আপনাদের স্তবে আমি প্রসন্ন হয়েছি।
আপনারা সকলেই সত্যবাক। আপনারা প্রার্থনা করেছেন যে, মহারাজ নাভির
যেন আমার মতো পুত্র হয়। কিন্তু আমি যেহেতু অদ্বিতীয় পুরুষ এবং কেউই
আমার সমতুল্য নয়, তাই আমার মতো আর কাউকে পাওয়া সম্ভব নয়। যাই
হোক, যেহেতু আপনারা যোগ্য ব্রাহ্মণ, তাই আপনাদের বচন মিথ্যা হওয়া উচিত
নয়। ব্রাহ্মণোচিত ওণাবলী সমন্বিত ব্রাহ্মণদের আমি আমার মুখ বলে মনে করি।

তাৎপর্য

অবিতথগীর্ভিঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যাঁদের বাণী মিথ্যা হতে পারে না।' শাস্ত্রের
নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ বা বিজদের প্রায় ভগবানেরই মতো সমান শক্তিমান হওয়ার
সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণ যা বলেন তা কোন অবস্থাতেই অসত্য হতে পারে
না অথবা তার পরিবর্তন করা যায় না। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ হচ্ছেন
ভগবানের মুখ; তাই সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হয়, কারণ
ব্রাহ্মণ যখন আহার করেন তখন মনে করা হয় যে, ভগবানই আহার করছেন।

তেমনই ব্রাহ্মণ যা বলেন তারও পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। মহারাজ নাভির যজ্ঞে
যে-সমস্ত ঋষিরা পুরোহিত হয়েছিলেন তাঁরা কেবল ব্রাহ্মণই ছিলেন না, তাঁরা এতই
যোগ্য ছিলেন যে, তাঁরা দেবতা বা ভগবানেরই মতো ছিলেন। তা যদি না হত,
তাহলে তাঁরা কিভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সেই যজ্ঞস্থলে আসতে আহ্বান
করেছিলেন? ভগবান এক, এবং তিনি কোন ধর্মমতের বা ধর্ম-বিশ্বাসের সম্পত্তি
নন। কলিযুগের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীরা মনে করে যে, তাদের ভগবান অন্যদের
ভগবান থেকে ভিন্ন, কিন্তু তা কখনই সত্য নয়। ভগবান এক, এবং বিভিন্ন
দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। এই শ্লোকে কৈবল্যাৎ শব্দটির অর্থ
হচ্ছে যে, ভগবানের কোন প্রতিযোগী নেই। ভগবান কেবল একজনই। ঋতাত্মকতার
উপনিষদে (৬/৮) বলা হয়েছে, ন তৎ সমস্তাভ্যাদিকশ্চ দৃশ্যতে—“কেউই তাঁর
সমান নন এবং তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নন।” সেটিই হচ্ছে ভগবানের সংজ্ঞা।

শ্লোক ১৮

তত আগ্নীদ্রীয়েহংশকলয়াবতরিষ্যাম্যাত্মতুল্যমনুপলভমানঃ ॥ ১৮ ॥

ততঃ—অতএব; আগ্নীদ্রীয়ে—আগ্নীদ্রপুত্র নাভির পত্নী-গর্ভে; অংশ-কলয়া—আমার
অংশ-কলার দ্বারা; অবতরিষ্যামি—আমি আবির্ভূত হবে; আত্ম-তুল্যম্—আমার সমান;
অনুপলভমানঃ—না পেয়ে।

অনুবাদ

যেহেতু আমার তুল্য কেউ নেই, তাই আমি আমার অংশ-কলার দ্বারা আগ্নীদ্রপুত্র
মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হব।

তাৎপর্য

এটিই ভগবানের সর্বশক্তিমানতার একটি দৃষ্টান্ত। যদিও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়,
তবুও তিনি কখনও তাঁর স্বাংশের দ্বারা এবং কখনও বিভিন্নাংশের দ্বারা নিজেকে
বিস্তার করেন। এখানে ভগবান বিষ্ণু তাঁর স্বাংশের দ্বারা মহারাজ নাভির পত্নী
মেরুদেবীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। ঋষিকেরা জনতেন
যে ভগবান এক, তবুও তাঁরা তাঁকে মহারাজ নাভির পুত্ররূপে আবির্ভূত হতে প্রার্থনা
করেছেন, যাতে সমগ্র জগৎ জনতে পারে যে, পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান এক
এবং অদ্বিতীয়। তিনি যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি বিভিন্ন শক্তিরূপে নিজেকে
বিস্তার করেন।

শ্লোক ১৯

শ্রীশুক উবাচ

ইতি নিশাময়ন্ত্যা মেরুদেব্যাঃ পতিমভিধায়ান্তর্দধে ভগবান ॥ ১৯ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্থামী বললেন; ইতি—এইভাবে; নিশাময়ন্ত্যাঃ—
যিনি শুনাছিলেন; মেরুদেব্যাঃ—মেরুদেবীর উপস্থিতিতে; পতিম্—তার পতিকে;
অভিধায়—বলে; অন্তর্দধে—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্থামী বললেন—এই কথা বলে ভগবান অন্তর্হিত হয়েছিলেন।
মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবী তার পতির পাশেই বসে ছিলেন, তাই তিনি
ভগবানের সমস্ত কথাই শুনে পেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, পতিকে তার পত্নীর সঙ্গে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয়।
সপত্নীকো ধর্মমাচরণে—পত্নীসহ ধর্ম আচরণ করা উচিত। তাই মহারাজ নাভি
তার পত্নীসহ এই মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

শ্লোক ২০

বহিষি তস্মিন্বেব বিষ্ণুদন্ত ভগবান্ পরমর্ষিভিঃ প্রসাদিতো নাভেঃ
প্রিয়চিকীর্ষয়া তদবরোধায়নে মেরুদেব্যাং ধর্মান্দশরিতুকামো
বাতবসনানাম্ শ্রমণানামৃষীণামৃষ্মহিণাম্ গুরুয়া তনুবা-বততার ॥ ২০ ॥

বহিষি—যজ্ঞহলে; তস্মিন্—সেই; এব—এইভাবে; বিষ্ণুদন্ত—হে মহারাজ
পরীক্ষিৎ; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; পরম-ঋষিভিঃ—মহর্ষিদের দ্বারা;
প্রসাদিতঃ—প্রসন্ন হয়ে; নাভেঃ প্রিয়-চিকীর্ষয়া—মহারাজ নাভিকে প্রসন্ন করার জন্য;
তৎ-অবরোধায়নে—তার পত্নীতে; মেরুদেব্যাং—মেরুদেবী; ধর্মান্—ধর্ম;
দশরিতুকামঃ—কিভাবে অনুষ্ঠান করতে হয় তা দেখাবার জন্য; বাত-বসনানাম্—
সন্ন্যাসীদের (যারা প্রায় বসনহীন); শ্রমণানাম্—যানপ্রহরীদের; ঋষীণাম্—মহর্ষিদের;
ঔষ্মহিণাম্—ব্রহ্মচারীদের; গুরুয়া তনুবা—তার নির্ভণ চিন্ময় স্বরূপে;
অবততার—অবতরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে বিষ্ণুদন্ত পরীক্ষিৎ মহারাজ, সেই যজ্ঞের মহর্ষিদের প্রতি ভগবান প্রসন্ন
হয়েছিলেন। তাই তিনি ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বান্ধবপুত্র এবং যাজ্ঞিক গৃহস্থদের নিজে
আচরণ করে ধর্ম অনুষ্ঠানের তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং মহারাজ নাভির বাসনা
পূর্ণ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই জন্য তিনি তার ওপাতিত চিন্ময়
স্বরূপে মেরুদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

ভগবান যখন এই জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের
দ্বারা সৃষ্ট কোন দেহ গ্রহণ করেন না। মায়াবাদীরা বলে যে নির্বিশেষ ভগবান
সব গুণে দেহ ধারণ করে এই জড় জগতে আবির্ভূত হন। শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী
ঠাকুর বলেছেন যে, শুদ্ধ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ‘শুদ্ধ সত্ত্ব সমন্বিত’। ভগবান বিষ্ণু
তার শুদ্ধ সত্ত্ব রূপ নিয়ে অবতরণ করেন। শুদ্ধ সত্ত্ব বলতে বোঝায় নির্মল সত্ত্বগুণ।
জড় জগতে সত্ত্বগুণও রজ ও তমোগুণের দ্বারা দূষিত। কিন্তু সত্ত্বগুণ যখন
রজোগুণ এবং তমোগুণের দ্বারা দূষিত নয়, তখন তাকে বলা হয় শুদ্ধ সত্ত্ব। সত্ত্ব
বিগুণ বসুদেবশক্তি (শ্রীমদ্ভাগবত ৪/৩/২৩)। সেটিই হচ্ছে বসুদেব পদ,
যেখানে ভগবান বাসুদেবকে অনুভব করা যায়। ভগবদ্গীতা (৪/৭) শ্রীকৃষ্ণ
স্বয়ং বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদা তদাংসং সৃজাম্যহম্ ॥

“হে ভারত। যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি
অবতরণ করি।”

ভগবান সাধারণ জীবের মতো প্রকৃতির গুণের দ্বারা বাধ্য হয়ে অবতরণ করেন
না। ধর্ম দশরিতুকাম—অর্থাৎ মানুষদের কর্তব্যকর্ম কিভাবে সম্পাদন করতে হয়,
তা দেখাবার জন্য তিনি অবতরণ করেন। ধর্ম শব্দটি কেবল মানুষদের
প্রসঙ্গেই ব্যবহার করা হয়, মানুষের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না। দুর্ভাগ্যবশত,
মানুষেরা কখনও কখনও ভগবানের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে, তাদের মনগড়া ধর্ম
তৈরি করে। প্রকৃত ধর্ম কখনও মনুষ্যসৃষ্ট হতে পারে না। ধর্ম তু সাক্ষাৎ ভগবৎ-
প্রণীতম্ (শ্রীমদ্ভাগবত ৬/৩/১৯)। ধর্ম ভগবানের দান, ঠিক যেমন সরকার আইন
প্রদান করে। মানুষের তৈরি ধর্ম সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। শ্রীমদ্ভাগবতে মানুষের

তৈরি ধর্মকে কৈতব-ধর্ম বা কপট ধর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মানব-সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন যথাযথভাবে পালন করার পট্টা প্রদর্শন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান অবতারদের প্রেরণ করেন। এই প্রকার ধর্ম হচ্ছে ভক্তিমার্গ। ভগবদ্গীতার ভগবান স্বয়ং বলেছেন—সর্ব ধর্মানি পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । মহারাজ নাভির পুত্র স্বযভদেব ধর্মনীতি উপদেশ দেবার জন্য এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। তা পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হবে।

ইতি 'মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে স্বযভদেবের আবির্ভাব' নামক শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেনাস্ত তৎপর্য।

চতুর্থ অধ্যায়

ভগবান স্বযভদেবের চরিত্রকথা

এই অধ্যায়ে মহারাজ নাভির পুত্র স্বযভদেবের চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। স্বযভদেব শত পুত্রের পিতা ছিলেন এবং তাঁদের রাজত্বকালে পৃথিবী সর্বতোভাবে সুখী ছিল। মহারাজ নাভির পুত্ররূপে স্বযভদেব যখন আবির্ভূত হন, তখন মানুষ তাঁকে সেই সময়কার সব চাইতে মহান এবং সব চাইতে সুন্দর পুরুষ বলে মনে করেছিলেন। তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব, প্রভাব, শক্তি, উৎসাহ, কৃষ্টি এবং অন্যান্য দিবা গুণাবলী অতুলনীয় ছিল। স্বযভ শব্দটির অর্থ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরম। মহারাজ নাভি তাঁর পুত্রের অতুলনীয় গুণাবলী দর্শন করে তাঁকে স্বযভ নাম দিয়েছিলেন। তাঁর প্রভাব ছিল অতুলনীয়। যখন বৃষ্টির অভাব হয়েছিল, তখন বৃষ্টির অধ্যক্ষ দেবরাজ ইন্দ্রের অপেক্ষা না করে, তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা তিনি সমগ্র অজনাভবর্ষে প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ করিয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়ে, মহারাজ নাভি অত্যন্ত অনুরাগ সহকারে তাঁকে লালনপালন করতে লাগলেন। তারপর স্বযভদেবের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে এবং গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে, মহারাজ নাভি বদরিকাশ্রমে ভগবান বাসুদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। স্বযভদেব লোকশিক্ষার জন্য কিছুদিন গুরুকুলে শিক্ষার্থী হয়েছিলেন, এবং গুরুর আদেশে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেবরাজ ইন্দ্র প্রদত্ত জয়ন্তী নামক কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। জয়ন্তীর গর্ভে তিনি এক শত সন্তান উৎপাদন করেন। এই শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ভরত। মহারাজ ভরতের নাম অনুসারে এই বর্ষের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। স্বযভদেবের পরবর্তী পুত্রগণ হচ্ছেন—কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক, বিদর্ভ এবং কীকট প্রমুখ। তাঁর কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিঙ্গলায়ন, আবির্হোত্র, ক্রমিল, চমস এবং করভাজন নামক অন্য নয়জন পুত্র রাজ্যশাসনভার গ্রহণ না করে ভাগবত ধর্মের প্রচারক হয়েছিলেন। তাঁদের চরিত্র ও কার্যকলাপ কুরুক্ষেত্রে বসুদেব এবং নারদের মধ্যে কথোপকথন প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। জনসাধারণকে শিক্ষা দান করার জন্য মহারাজ স্বযভদেব বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, এবং কিভাবে প্রজাপালন করতে হয় সেই সম্বন্ধে তাঁর পুত্রদের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ হ তমুৎপত্ত্বৈবাবিভাজ্যমানভগবৎলক্ষণং সাম্যোপশমবৈরাগ্যৈশ্বৰ্য-
মহাবিভূতিভিন্ননুদিনমেধ মানানুভাবং প্রকৃতয়ঃ প্রজ্ঞা ব্রাহ্মণা দেবতাশ্চাব-
নিতলসমবনায়াতিতরাং জগৃধুঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; অথ হ—এইভাবে (ভগবান প্রকট হওয়ার পর); তম্—তাকে; উৎপত্ত্যা—তার আবির্ভাবের সময় থেকে; এব—এমনকি; অভিভাজ্যমান—স্পষ্টভাবে প্রকাশিত; ভগবৎ-লক্ষণম্—ভগবানের লক্ষণ সমন্বিত; সাম্য—সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন; উপশম—মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমে সম্পূর্ণ শান্ত; বৈরাগ্য—বৈরাগ্য; ঐশ্বৰ্য—ঐশ্বৰ্য; মহা-বিভূতিভিঃ—মহান গুণাবলী সমন্বিত; অনুদিনম্—প্রতিদিন; এধমান—বর্ধিত হয়ে; অনুভাবম্—তার শক্তি; প্রকৃতয়ঃ—মন্ত্রিগণ; প্রজ্ঞাঃ—প্রজ্ঞাগণ; ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মজ্ঞান সমন্বিত ব্রাহ্মণগণ; দেবতাঃ—দেবতা; চ—এবং; অবনিতল—ভূমণ্ডল; সমবনায়—শাসন করার জন্য; অতিতরাম্—অত্যন্ত; জগৃধুঃ—অভিলাষ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—নাভির পুত্ররূপে ভগবান যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর পদতলে ধ্বজ, বজ্র ইত্যাদি ভগবানের চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন সর্বভূতে সমদর্শী, শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, ঐশ্বৰ্য সমন্বিত, এবং বিষয়-বিতৃষ্ণ। এই সমস্ত গুণাবলীতে বিভূষিত হয়ে নাভিনন্দন প্রতিদিন বর্ধিত হতে লাগলেন। তাই প্রজাবর্গ, ব্রাহ্মণগণ, দেবতাগণ এবং অমাত্যেরা সকলেই অভিলাষ করেছিলেন যে, স্বঘভদেব যেন পৃথিবী শাসনে প্রবৃত্ত হন।

তাৎপর্য

এই সমস্ত অবতারদের যুগে, অবতারীর শরীরে যে-সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত থাকে, সেই সম্বন্ধে বিচার করাটা বাঙ্কনীয়। স্বঘভদেবের জন্মের সময় থেকেই তাঁর পায়ে ধ্বজ, বজ্র, পদ্ম ইত্যাদি দিবা চিহ্নগুলি দেখা গিয়েছিল। আর তা ছাড়া তিনি যতই বড় হচ্ছিলেন ততই তাঁর খ্যাতি বর্ধিত হচ্ছিল। তিনি সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন। তিনি একজনের পক্ষপাতিত্ব এবং অন্যের অবহেলা করেননি। ভগবানের অবতার অবশ্যই ছয়টি ঐশ্বৰ্য সমন্বিত হবেন—সম্পদ, বীর্য, জ্ঞান, সৌন্দর্য, যশ

এবং বৈরাগ্য। কথিত হয় যে স্বঘভদেব যদিও সর্ব ঐশ্বৰ্য সমন্বিত ছিলেন, তবুও তিনি জড় ভোগের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয়, তাই তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। তাঁর অপূৰ্ণ গুণাবলীর জন্য সকলেই চেয়েছিলেন তিনি যেন পৃথিবী শাসন করেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা শাস্ত্রে বর্ণিত লক্ষণের দ্বারা ভগবানের অবতারকে চিনতে পারেন। কতকগুলি মূৰ্খ মানুষের চাটুকারিতার ফলে কেউ ভগবানের অবতার হয় না।

শ্লোক ২

তস্য হ বা ইথং বদ্রাণা বরীয়াস বৃহচ্ছলোকেন চৌজসা বলেন শ্রিয়া
যশসা বীর্যশৌর্যাভ্যাং চ পিতা স্বঘভ ইতীদং নাম চকার ॥ ২ ॥

তস্য—তাঁর; হ বা—নিশ্চিতভাবে; ইথম্—এইভাবে; বদ্রাণা—দেহের দ্বারা; বরীয়াস—শ্রেষ্ঠতম; বৃহৎ-শ্লোকেন—কবিকুলের বর্ণনাযোগ্য সমস্ত গুণাবলীতে বিভূষিত; চ—ও; ওজসা—তেজের দ্বারা; বলেন—বলের দ্বারা; শ্রিয়া—সৌন্দর্যের দ্বারা; যশসা—যশের দ্বারা; বীর্য-শৌর্যাভ্যাম্—শৌর্য-বীর্যের দ্বারা; চ—এবং; পিতা—তাঁর পিতা (মহারাজ নাভি); স্বঘভঃ—শ্রেষ্ঠ; ইতি—এইভাবে; ইদম্—এই; নাম—নাম; চকার—দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ নাভির পুত্র যখন প্রকট হয়েছিলেন, তখন তাঁর মধ্যে কবিকুলের বর্ণিত সমস্ত উত্তম গুণ—যথা, ভগবৎ-লক্ষণ সমন্বিত সুগঠিত দেহ, তেজ, বীর্য, সৌন্দর্য, কীর্তি, প্রভাব এবং উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। তাঁর পিতা এই সমস্ত গুণ দর্শন করে, তাঁকে পরম শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে বিবেচনা করে 'স্বঘভ' নামে তাঁর নামকরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কাউকে ভগবান অথবা ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করতে হলে, তাঁর দেহে ভগবানের লক্ষণগুলি রয়েছে কি না তা দেখা উচিত। মহারাজ নাভির অসাধারণ পুত্রের মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণগুলি ছিল। তাঁর দেহ ছিল সুগঠিত এবং তিনি সমস্ত দিবা গুণাবলী সমন্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং জিতেন্দ্রিয়। তার ফলে তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল স্বঘভ, যা ইঙ্গিত করে যে তিনি হচ্ছেন পরম শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

শ্লোক ৩

যস্য হীন্দ্ৰঃ স্পর্শমানো ভগবান্ বর্ষে ন বর্ষঃ তদবধার্য ভগবান্ স্বভদেবো
যোগেশ্বরঃ প্রহস্যাত্মযোগমায়য়া স্ববর্ষমজনাভং নামাভাবর্ষং ॥ ৩ ॥

যস্য—যাঁর; হি—বস্তুতপক্ষে; ইন্দ্ৰঃ—দেবরাজ ইন্দ্ৰ; স্পর্শমানঃ—স্পর্শপারায়ণ হয়ে;
ভগবান্—অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী; বর্ষে—ভারতবর্ষে; ন বর্ষঃ—বর্ষণ করেননি; তৎ—
তা; অবধার্য—জেনে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; স্বভদ-দেবঃ—স্বভদদেব; যোগ-
ঈশ্বরঃ—সমস্ত যোগশক্তির ঈশ্বর; প্রহস্য—হেসে; আত্ম-যোগ-মায়য়া—তার
যোগমায়ার দ্বারা; স্ব-বর্ষম—তার স্বর্ষে; অজনাভম্—অজনাভ; নাম—নামক;
অভাবর্ষং—তিনি বৃষ্টির দ্বারা সিদ্ধি করেছিলেন।

অনুবাদ

অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী দেবরাজ ইন্দ্ৰ মহারাজ স্বভদদেবের প্রতি স্পর্শপারায়ণ
হয়েছিলেন। তাই তিনি ভারতবর্ষ নামক স্বভদদেবের মণ্ডলে বৃষ্টি বন্ধ করে
দিয়েছিলেন। তখন যোগেশ্বর ভগবান স্বভদদেব ইন্দ্ৰের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে,
ঈশ্বর হেসে তাঁর যোগমায়ার প্রভাবে তাঁর নিজভূমি অজনাভমণ্ডলকে বৃষ্টির দ্বারা
সর্বতোভাবে সিদ্ধি করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে দুইবার ভগবান্ শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। ইন্দ্ৰ এবং ভগবানের
অবতার স্বভদদেব দুজনকেই ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও কখনও
নারদ এবং ব্রহ্মাকেও ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়। ভগবান্ শব্দটির অর্থ
হচ্ছে ব্রহ্মা, শিব, নারদ অথবা ইন্দ্ৰের মতো অত্যন্ত ঐশ্বর্যবান এবং শক্তিশালী ব্যক্তি।
তাঁদের সকলকেই অসাধারণ ঐশ্ব্যের জন্য ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়।
মহারাজ স্বভদদেব হচ্ছেন ভগবানের অবতার, এবং তাই তিনি হচ্ছেন প্রকৃত
ভগবান। সেই জন্য এখানে তাঁকে যোগেশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ
তাঁর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্ময় শক্তি রয়েছে। তাঁকে বৃষ্টির জন্য ইন্দ্ৰের উপর নির্ভর
করতে হয় না। তিনি নিজেই সমস্ত জল সরবরাহ করতে পারেন, এবং এই ক্ষেত্রে
তিনি তা করেও ছিলেন। ভগবদগীতার বলা হয়েছে—যজ্ঞাদ ভবতি পূর্ণ্যতা।
যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে আকাশে বর্ষার মেঘ হয়। মেঘ এবং বৃষ্টি দেবরাজ ইন্দ্ৰের
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু ইন্দ্ৰ যখন তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করেন, তখন ভগবান
স্বয়ং, যিনি যজ্ঞ বা যজ্ঞপতি নামে পরিচিত, সেই দায়িত্বটি গ্রহণ করেন। তাই

তখন অজনাভবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছিল। যজ্ঞপতি যখন ইচ্ছা করেন,
তখন তিনি অন্য কারও সাহায্য ব্যতীত সবকিছুই করতে পারেন। তাই পরমেশ্বর
ভগবানকে সর্বশক্তিমান বলা হয়। কলিযুগে কালক্রমে জলের প্রচণ্ড অভাব
(অনাবৃষ্টি) হবে, কারণ সাধারণ মানুষ তাদের অজ্ঞতা এবং যজ্ঞের উপকরণের
অভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অবহেলা করবে। শ্রীমদ্ভাগবতে তাই উপদেশ দেওয়া
হয়েছে—যজ্ঞৈঃ সৎকীর্তনপ্রায়ৈঃ যজতি হি সুমেধসঃ। প্রকৃতপক্ষে, যজ্ঞ করার
উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করা। যদিও এই কলিযুগের মানুষেরা
অজ্ঞানাত্ম এবং সর্বত্রই অভাব, তবুও সকলেই সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে
পারে। প্রত্যেক সমাজে প্রতিটি পরিবারই অন্ততপক্ষে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সংকীর্তন
যজ্ঞ করতে পারে। তাহলে আর সমাজে কোন উৎপাত থাকবে না এবং বৃষ্টির
অভাব হবে না। জড়-জাগতিক সুখের জন্য এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য
এই যুগের মানুষদের পক্ষে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৪

নাভিস্ত যথাভিলষিতং সুপ্রজন্মবরুধ্যাতিপ্রমোদভরবিহুলো গদগদাশ্রয়া
গিরা স্বৈরং গৃহীত নরলোকসধর্মং ভগবন্তং পুরাণপুরুষং মায়াবিলসিত-
মভিবৎস তাতেতি সানুরাগমুপলালয়ন পরাং নির্বৃতিমুপগতঃ ॥ ৪ ॥

নাভিঃ—মহারাজ নাভি; তু—নিশ্চিতভাবে; যথা-অভিলষিতম্—তার বাসনা
অনুসারে; সু-প্রজন্ম—সব চাইতে সুন্দর পুত্র; অবরুধ্য—লাভ করে; অতি-
প্রমোদ—অত্যন্ত আনন্দিত; ভর—আতিশয্যে; বিহুলঃ—বিহুল হয়ে; গদগদ-
অশ্রয়া—আনন্দ গদগদ স্বরে; গিরা—বাণীতে; স্বৈরম্—স্বৈচ্ছাক্রমে; গৃহীত—
গ্রহণ করেছিলেন; নর-লোক-সধর্মম্—একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করে;
ভগবন্তম্—পরমেশ্বর ভগবান; পুরাণ-পুরুষম্—সমস্ত জীবের মধ্যে প্রবীণতম;
মায়া—যোগমায়ার দ্বারা; বিলসিত—মোহগ্রস্ত; মতিঃ—তাঁর মনোভাব; বৎস—হে
বৎস; তাত—হে প্রিয়; ইতি—এইভাবে; স্ব-অনুরাগম্—গভীর অনুরাগ সহকারে;
উপলালয়ন—লালনপালন করে; পরাম্—দীব্য; নির্বৃতিম্—আনন্দ; উপগতঃ—লাভ
করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ নাভি তাঁর বাসনা অনুসারে শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করে আনন্দাতিশয্যে
বিহুলচিত্ত হয়েছিলেন। তিনি অনুরাগভরে গদগদ স্বরে তাঁকে “হে বৎস, হে

তাত" বলে সন্মোহন করতেন। যোগমায়ার প্রভাবে তিনি এই মনোভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যার ফলে তিনি পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেছিলেন। ভগবানই স্বেচ্ছাক্রমে তাঁর পুত্র হয়েছিলেন এবং একজন সাধারণ মানুষের মতো সকলের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। এইভাবে মহারাজ নাভি তাঁর দিবা পুত্রকে গভীর মেহে হালিনপালন করতে লাগলেন, এবং তার ফলে তিনি চিন্ময় আনন্দ, হর্ষ এবং উত্তেজিত বিহ্বল হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে মোহ অর্থে মায়ার শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানকে নিজের পুত্র বলে মনে করে মহারাজ নাভি নিশ্চয়ই মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু সেটি ছিল পিতাকে নিজের পুত্র বলে মনে করা যায়। ভগবান তাঁর ভক্তের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, ঠিক যেমন শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই ভক্তেরা তাঁদের পুত্রকে কখনও ভগবান বলে মনে করেননি, তাহলে তাঁদের বাৎসল্য স্নেহ ব্যাহত হত।

শ্লোক ৫

বিদিতানুরাগমাপৌরপ্রকৃতি জনপদো রাজা নাভিরাষ্ট্রজয় সময়সেতু-
রক্ষায়ামভিষিচ্য ব্রাহ্মণেষুপনিধায় সহ মেরুদেব্যো বিশালায়াং প্রসন্ন-
নিপুণেন তপসা সমাধিযোগেন নরনারায়ণাখ্যং ভগবন্তং বাসুদেবমু-
পাসীনঃ কালেন তদ্বহিমানমবাপ ॥ ৫ ॥

বিদিত—ভালভাবে অবগত হয়ে; অনুরাগম—জনপ্রিয়তা; আপৌরপ্রকৃতি—সমস্ত নাগরিক এবং রাজকর্মচারীদের মধ্যে; জনপদ—জনসাধারণের সেবা করার বাসনায়; রাজা—রাজা; নাভিঃ—নাভি; রাষ্ট্রজয়—তাঁর পুত্রকে; সময়সেতু—রক্ষায়াম—বেদান্তে প্রজ্ঞাপালনাদিরূপ ধর্মমার্গা রক্ষার জন্য; অভিষিচ্য—অভিষিক্ত করে; ব্রাহ্মণেষু—ব্রাহ্মণদের; উপনিধায়—সমর্পণ করে; সহ—সঙ্গে; মেরুদেব্যো—তাঁর পত্নী মেরুদেবী; বিশালায়াং—বদরিকাশ্রমে; প্রসন্ন—প্রসন্নতা এবং নেপুণ্য সহকারে; তপসা—তপশ্চর্যার দ্বারা; সমাধিযোগেন—পূর্ণ সমাধির দ্বারা; নর-নারায়ণ—আখ্যাম—নর-নারায়ণ নামক; ভগবন্তম্—পরমেশ্বর ভগবান; বাসুদেবম্—কৃষ্ণ; উপাসীনঃ—আরাধনা করে; কালেন—যথাসময়ে; তৎ-বহিমানম্—বহিমানময় ধাম বৈকুণ্ঠলোক; অবাপ—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ নাভি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পুত্র স্বযভদেব নাগরিকদের, রাজকর্মচারীদের এবং মন্ত্রীদের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর পুত্রের এই জনপ্রিয়তা দর্শন করে, বৈদিক ধর্ম অনুসারে প্রজ্ঞাপালন করার জন্য, তাঁকে সারা পৃথিবীর সম্রাটরূপে অভিষিক্ত করেছিলেন। সেই জন্য, তিনি তাঁর রাজকর্মে যারা তাঁকে পরিচালিত করবে, সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের হস্তে স্বযভদেবকে সমর্পণ করেছিলেন। তারপর মহারাজ নাভি তাঁর পত্নী মেরুদেবী-সহ বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন, এবং অত্যন্ত প্রসন্নতা এবং নিপুণতা সহকারে তিনি তপস্যায় রত হয়েছিলেন। পূর্ণ সমাধিযোগে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ ভগবান নর-নারায়ণের আরাধনা করেছিলেন। তার ফলে যথাসময়ে মহারাজ নাভি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ নাভি যখন দেখলেন যে, তাঁর পুত্র স্বযভদেব জনসাধারণ এবং রাজকর্মচারীদের অত্যন্ত প্রিয় হয়েছেন, তখন তিনি তাঁকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করতে মনস্থ করেন। অধিকন্তু, তিনি তাঁর পুত্রকে তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের হস্তে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন। তার অর্থ হচ্ছে যে, রাজা তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পরিচালনায় রাজ্যশাসন করতেন, যারা তাঁকে মনুসংহিতা আদি বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে উপদেশ দিতেন। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে প্রজ্ঞাপালন করা রাজার কর্তব্য। বৈদিক বিধান অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে সমাজ বিভক্ত। চতুর্ভূগি ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ। সমাজকে এই চারটি বর্ণে বিভক্ত করার পর, রাজার কর্তব্য হচ্ছে সকলেই তাঁর বর্ণ অনুসারে বৈদিক নির্দেশ পালন করছে কি না তা দেখা। জনসাধারণকে প্রতারণা না করে, ব্রাহ্মণ তাঁর কর্তব্য অবশ্যই পালন করবেন। এমন নয় যে যোগাত্মা ব্যতীতই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়। প্রত্যেকে যাতে বৈদিক নিয়ম অনুসারে তার বৃত্তিগত কর্তব্য সম্পাদন করে, তা দেখা রাজার কর্তব্য। তারপর জীবনের শেষ ভাগে অবসর গ্রহণ করা ছিল বাধ্যতামূলক। মহারাজ নাভি একজন রাজা হওয়া সত্ত্বেও, গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে তাঁর পত্নীসহ হিমালয় পর্বতে বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন, যেখানে নর-নারায়ণের ত্রীবিগ্রহ পূজিত হয়। প্রসন্ন-নিপুণেন তপসা পদটি ইঙ্গিত করে যে, রাজা অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে এবং আনন্দের সঙ্গে সকল প্রকার তপস্যা করেছিলেন। একজন সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও তাঁর গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন পরিত্যাগ করতে তিনি একটুও বিচলিত হননি। কঠোর তপস্যা করা সত্ত্বেও তিনি

বদরিকাশ্রমে মহাসুখে ছিলেন, এবং সেখানে তিনি সবকিছুই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় (সমাধি-যোগে) মগ্ন হয়ে এবং বাসুদেব কৃষ্ণের স্মরণ করে, মহারাজ নাভি জীবনের অন্তে সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং চিন্ময় ধাম কৈকটলোকে উন্নীত হয়েছিলেন।

এটিই হচ্ছে বৈদিক জীবন। মানুষের কর্তব্য জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। তন্ত্রহিমানম্ অব্যাপ শব্দ দুটি এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন, মহিমা শব্দটির অর্থ হচ্ছে এই জীবনে মুক্তি। আমাদের এই জীবনে এমনভাবে আচরণ করা উচিত যে, দেহত্যাগ করার পর আমরা যেন জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি। তাকে বলা হয় জীবমুক্তি। শ্রীল বীররাঘব আচার্য উল্লেখ করেছেন যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে জীবমুক্তির আটটি লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রকার জীবমুক্তির প্রথম লক্ষণটি হচ্ছে সব রকম পাপকর্ম থেকে নিরস্ত হওয়া (অপহত পাপ)। মানুষ যতক্ষণ মায়ার বন্ধনে থাকে, ততক্ষণ তাকে পাপকর্মে লিপ্ত হতেই হয়। ভগবদ্গীতায় এই প্রকার ব্যক্তিদের বলা হয়েছে দুষ্কৃতিনঃ, অর্থাৎ তারা সর্বদা পাপকর্মে লিপ্ত। কিন্তু যিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই মুক্ত হয়েছেন, তিনি কোন পাপকর্ম করেন না। পাপকর্ম মানে হচ্ছে অবৈধ স্বীকৃতি, আমিষ আহার, আসবপান এবং দ্রুতক্রীড়া। জীবমুক্তির আর একটি লক্ষণ হচ্ছে বিজর, অর্থাৎ তাঁকে বার্ষিকের কষ্টভোগ করতে হয় না। তৃতীয় লক্ষণটি হচ্ছে বিমৃত্যু, অর্থাৎ তিনি নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করে নেন, যাতে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে আবার আর একটি মরণশীল দেহ ধারণ করতে না হয়। তাঁকে পুনরায় সংসার-চক্রে অধঃপতিত হতে হয় না। আর একটি লক্ষণ হচ্ছে বিশোক, অর্থাৎ তিনি জড় সূত্র এবং দুঃখের প্রতি উদাসীন। আর একটি লক্ষণ হচ্ছে বিজিঘৎসু, অর্থাৎ তাঁর জড় সুখভোগের কোন বাসনা থাকে না। আর একটি লক্ষণ হচ্ছে অপিপাসা, অর্থাৎ তাঁর প্রিয়তম প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা ছাড়া তিনি আর অন্য কিছু করতে চান না। অন্য লক্ষণটি হচ্ছে সত্যকাম, অর্থাৎ তাঁর সমস্ত বাসনা পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। তা ছাড়া তিনি আর অন্য কোন কিছু চান না। শেষ লক্ষণটি হচ্ছে সত্যসঙ্কল্প, অর্থাৎ তিনি যা বাসনা করেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাই চরিতার্থ হয়। প্রথমত, তিনি তাঁর জড়-জাগতিক লাভের জন্য কোন বাসনা করেন না, এবং দ্বিতীয়ত তিনি যদি কোন কিছুর বাসনা করেনও, তাহলে তা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার জন্যই। তাঁর সেই বাসনা ভগবানের কৃপায় সিদ্ধ হয়। তাকে বলা হয় সত্যসঙ্কল্প। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে,

মহিমা শব্দটির অর্থ হচ্ছে চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামে ফিরে যাওয়া। শ্রীভক্তদেব গোষ্ঠামী বলেছেন যে, মহিমা শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবদ্ভক্ত ভগবানের গুণাবলী অর্জন করেন। তাকে বলা হয় সধর্ম বা 'সমগুণে গুণাধিত'। শ্রীকৃষ্ণের যেমন কখনও জন্ম হয় না এবং মৃত্যু হয় না, ঠিক তেমনই তাঁর যে ভক্ত ভগবানের ধামে ফিরে যান, তাঁরও আর কখনও মৃত্যু হয় না এবং এই জড় জগতে তাঁর আর জন্মও হয় না।

শ্লোক ৬

যস্য হ পাণ্ডবেয় শ্লোকাব্দাহরন্তি—

কো নু তৎকর্ম রাজর্ষে নোভেরঘাচরৎ পুমান্ ।

অপত্যতামগাদ যস্য হরিঃ শুদ্ধেন কর্মণা ॥ ৬ ॥

যস্য—যাঁর; হ—বাস্তবিকপক্ষে; পাণ্ডবেয়—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; শ্লোকৌ—দুটি শ্লোক; উদাহরন্তি—আবৃত্তি করেন; কঃ—কে; নু—তখন; তৎ—তা; কর্ম—কর্ম; রাজর্ষেঃ—পুণ্যবান রাজার; নোভেঃ—নাভির; অনু—অনুসরণ করে; আচরৎ—আচরণ করতে পারেন; পুমান্—মানুষ; অপত্যতাম্—পুত্র; অগাৎ—স্বীকার করেছিলেন; যস্য—যাঁর; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান; শুদ্ধেন—পবিত্র; কর্মণা—কার্যকলাপের দ্বারা।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহারাজ নাভির মহিমা কীর্তন করে প্রাচীন ঋষিরা দুটি শ্লোক রচনা করেছেন। তার একটি হচ্ছে—“মহারাজ নাভির মতো সাধন্য কে অর্জন করতে পারে? তাঁর মতো কার্যকলাপ কে করতে পারে? তাঁর ভক্তির বশে আকৃষ্ট হয়ে ভগবান তাঁর পুত্র বরণ করেছিলেন।”

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শুদ্ধেন কর্মণা শব্দ দুটি মাহাত্ম্যপূর্ণ। কর্ম যদি ভক্তি সহকারে সম্পাদিত না হয়, তাহলে তা জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা দূষিত হয়ে যায়। সেই কথা বিশ্লেষণ করে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—যজ্ঞার্থং কর্মগোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ। ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত কর্মই কেবল শুদ্ধ এবং তা জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত নয়। অন্য সমস্ত কর্মই তম, রজ, এমনকি সত্ত্বগুণের দ্বারা কলুষিত। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য সম্পাদিত সমস্ত জড় কর্মই

কলুষিত, কিন্তু মহারাজ নাভি কোন কলুষিত কর্মের অনুষ্ঠান কখনও করেননি। এমনকি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সময়ও তাঁর কার্যকলাপ ছিল চিহ্নায়। তাই তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পূরুরূপে লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

ব্রহ্মণ্যোহন্যাঃ কুতো নাভের্বিপ্ৰা মঙ্গলপূজিতাঃ ।

যস্য বহিষি যজ্ঞেশং দর্শয়ামসুরোজসা ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মণ্যঃ—ব্রাহ্মণদের ভক্ত; অন্যাঃ—অন্য কোন; কুতোঃ—কোথায়; নাভেঃ—মহারাজ নাভি ব্যতীত; বিপ্রাঃ—ব্রাহ্মণগণ; মঙ্গল-পূজিতাঃ—সুন্দরভাবে পূজিত এবং তুষ্ট; যস্য—যাঁর; বহিষি—যজ্ঞস্থলে; যজ্ঞ-ঈশম্—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবান; দর্শয়াম্ আসুঃ—দর্শন করিয়েছিলেন; ওজসা—তাঁদের ব্রাহ্মণোচিত ভেজের দ্বারা।

অনুবাদ

(দ্বিতীয় শ্লোকটি হচ্ছে) “মহারাজ নাভির থেকে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ পূজক (ভক্ত) আর কে আছে? কারণ তিনি যোগ্য ব্রাহ্মণদের পূজা করে তাঁদের পূর্বরূপে সন্তুষ্ট করেছিলেন, এবং সেই ব্রাহ্মণেরা তখন তাঁদের ব্রহ্মণ্যোচিত ভেজের দ্বারা মহারাজ নাভির সমক্ষে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়েছিলেন।”

তাৎপর্য

যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণেরা কোন সাধারণ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁরা এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের প্রার্থনার দ্বারা ভগবানকে নিয়ে আসতে পারতেন। তাই মহারাজ নাভি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পেরেছিলেন। বৈষ্ণব না হলে ভগবানকে ডাকা যায় না। বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কারো নিমন্ত্রণ ভগবান গ্রহণ করেন না। তাই পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

যটকমনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতত্ত্ববিশারদঃ ।

অবৈষ্ণবো গুরুন্ সাধেয়স্য স্বপচো গুরুঃ ॥

“বৈদিক জ্ঞানের সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ যদি বৈষ্ণব না হন, তাহলে তিনি গুরু হওয়ার অযোগ্য, কিন্তু চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি বৈষ্ণব হন, তাহলে তিনি গুরু হওয়ার যোগ্য।” এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয়ই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তাঁরা বৈদিক আচার অনুষ্ঠান করতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন,

এবং সর্বোপরি তাঁরা ছিলেন বৈষ্ণব। তাই তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তির বলে তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে ডেকে আনতে পেরেছিলেন এবং তাঁদের শিষ্য মহারাজ নাভিকে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের দর্শন করিয়েছিলেন। শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, ওজসা শব্দটির অর্থ হচ্ছে ‘তাঁদের ভক্তির বলে’।

শ্লোক ৮

অথ হ ভগবান্ স্বভদেবঃ স্ববর্ষং কর্মক্ষেত্রমনুম্যমানঃ প্রদর্শিত-
গুরুকুলবাসো লঙ্কবরৈর্গুরুভিরনুজ্ঞাতো গৃহমেধিনাং ধর্মানুশিক্ষমাণো
জয়ন্ত্যামিন্দ্রদত্তায়ামুভয়লক্ষণং কর্ম সমান্নায়ান্নাতমভিযুঞ্জান্নজানান্ন-
সমানানাং শতং জনয়ামাস ॥ ৮ ॥

অথ—তারপর (তাঁর পিতার প্রধানের পর); হ—বস্তুতপক্ষে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; স্বভদ-দেবঃ—স্বয়ংভদেব; স্ব—নিজের; স্বর্ষম্—রাজ্য; কর্ম-ক্ষেত্রম্—কর্মক্ষেত্র; অনুম্যমানঃ—মনে করে; প্রদর্শিত—দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে; গুরু-কুল-বাসঃ—গুরুকুলে বাস করেছিলেন; লঙ্ক—লাভ করে; বরৈঃ—উপহার; গুরুভিঃ—গুরুদের দ্বারা; অনুজ্ঞাতঃ—আদিষ্ট হয়ে; গৃহ-মেধিনাম্—গৃহস্থদের; ধর্মান্—কর্তব্য; অনুশিক্ষমানঃ—দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষা দিয়ে; জয়ন্ত্যাম্—তাঁর স্ত্রী জয়ন্তীতে; ইন্দ্র-দত্তায়াম্—ইন্দ্র প্রদত্ত; উভয়-লক্ষণম্—উভয় প্রকার; কর্ম—কর্ম; সমান্নায়ান্নাতম্—শাস্ত্রবিহিত; অভিযুঞ্জন্—অনুষ্ঠান করে; আত্ম-জানাম্—পূরনের; আত্ম-সমানানাম্—ঠিক তাঁর মতো; শতম্—এক শত; জনয়াম্ আস—উৎপাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ নাভি বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করলে, ভগবান স্বয়ংভদেব তাঁর রাজ্যকে তাঁর কর্মনিষ্ঠানের ক্ষেত্র বলে মনে করেছিলেন। তারপর স্বয়ং আচরণ করে জীবকে শিক্ষা প্রদান করার জন্য প্রথমে গুরুকুলে বাস করেছিলেন, এবং গুরুর নির্দেশ অনুসারে ব্রহ্মচর্য পালন করে গৃহস্থদের কর্তব্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর, তিনি গুরুদক্ষিণা প্রদান করে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি জয়ন্তী নামক পত্নীর পাবিগ্রহণ করে, তাঁর মাধ্যমে আত্মসদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর পত্নী জয়ন্তীকে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে দান করেছিলেন। স্বয়ংভদেব এবং জয়ন্তী শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রের দ্বারা নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পালন করে, গৃহস্থ জীবনের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের অবতার হওয়ার ফলে, ঋষভদেবের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করার কোন প্রয়োজন ছিল না। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, পরিত্রাণায় সাধুনাং কিনাশায় চ দৃষ্টতাম্—তার অবতারের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর ভক্তদের পরিত্রাণ করা এবং অভক্তদের আসুরিক কার্যকলাপ বন্ধ করা। ভগবানের অবতারের এই দুটিই হচ্ছে উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, প্রচার করতে হলে, নিজে আচরণ করে অন্যদের শিক্ষা দিতে হয়। আপনি আচরি' ভক্তি শিখাইমু সব্বারে। নিজে একইভাবে আচরণ না করলে অন্যদের শিক্ষা দেওয়া যায় না। ঋষভদেব ছিলেন একজন আদর্শ রাজা, এবং তাই সর্বত্র পরমেশ্বর ভগবান হওয়া সত্ত্বেও, তিনি গুরুকূলে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ঋষভদেবের যদিও গুরুকূলে কোন কিছু শিক্ষণীয় ছিল না, তবুও তিনি বেদবিৎ গুরুর কাছে কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, তা জনসাধারণকে শেখাবার জন্য গুরুকূলে গিয়েছিলেন। তারপরে তিনি গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করে, বেদের শ্রুতি এবং স্মৃতির নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করেছিলেন। ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি গ্রন্থে (১/২/১০১) শ্রীল রূপ গোস্বামী স্বল্প পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।

ঐকান্তিকী হরেভক্তিরূপাতয়ৈব কল্পতে ॥

শ্রুতি এবং স্মৃতির উপদেশ পালন করা মানব-সমাজের অবশ্য কর্তব্য। তার ব্যবহারিক প্রয়োগ হচ্ছে পঞ্চরাত্রিক-বিধি অনুসারে ভগবানের আরাধনা করা। প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করে, জীবনান্তে ভগবদ্ভাক্ষ্যে ফিরে যাওয়া। মহারাজ ঋষভদেব নিষ্ঠা সহকারে এই সমস্ত নিয়ম পালন করেছিলেন। তিনি একজন আদর্শ গৃহস্থরূপে জীবন যাপন করেছিলেন এবং তাঁর পুত্রদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিভাবে পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করতে হয়। তিনি যে কিভাবে পৃথিবী শাসন করেছিলেন এবং অবতাররূপে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন, এগুলি তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৯

যেবাং ঋলু মহাযোগী ভরতো জ্যোষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠগুণ আসীদ্যোনেদং বর্ষং
ভারতমিতি ব্যপদিশতি ॥ ৯ ॥

যেবাং—যাদের মধ্যে; ঋলু—প্রকৃতপক্ষে; মহা-যোগী—ভগবানের মহান ভক্ত;
ভরতঃ—ভরত; জ্যোষ্ঠঃ—জ্যোষ্ঠ; শ্রেষ্ঠগুণঃ—শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন; আসীৎ—ছিলেন;
যেন—যাঁর ঘারা; ইদম্—এই; বর্ষম্—গ্রহলোক; ভারতম্—ভারত; ইতি—এভাবে;
ব্যপদিশতি—লোকে বলে।

অনুবাদ

ঋষভদেবের শত পুত্রের মধ্যে জ্যোষ্ঠ ভরত ছিলেন শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন মহান ভগবন্ত। তাঁরই নাম অনুসারে এই বর্ষকে লোকে ভারতবর্ষ বলে।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষ নামক এই গ্রহলোককে পৃণাভূমিও বলা হয়। বর্তমানে ভারতভূমি বা ভারতবর্ষ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড। এই উপমহাদেশকে কখনও কখনও পৃণাভূমি বলা হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই স্থানের মানুষদের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।

জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

(চৈতন্য-চরিতামৃত আদি ৯/৪১)

এই ভূখণ্ডের অধিবাসীরা অত্যন্ত ভাগ্যবান। তাঁরা এই কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে, ভারতভূমির বাইরে গিয়ে সারা পৃথিবীর মঙ্গল সাধনের জন্য তা প্রচার করে, তাঁদের জীবন সার্থক করতে পারেন।

শ্লোক ১০

তমনু কুশাবর্ত ইলাবর্তো ব্রহ্মাবর্তো মলয়ঃ কেতুর্ভদ্রসেন ইন্দ্রস্পৃগবিদর্ভঃ
কীকট ইতি নব নবতি প্রধানাঃ ॥ ১০ ॥

তম্—তাঁর; অনু—কনিষ্ঠ; কুশাবর্ত—কুশাবর্ত; ইলাবর্তঃ—ইলাবর্ত; ব্রহ্মাবর্তঃ—
ব্রহ্মাবর্ত; মলয়ঃ—মলয়; কেতুঃ—কেতু; ভদ্রসেনঃ—ভদ্রসেন; ইন্দ্রস্পৃক্—
ইন্দ্রস্পৃক্; বিদর্ভঃ—বিদর্ভ; কীকটঃ—কীকট; ইতি—এই প্রকার; নব—নয়; নবতি—
নব্বই; প্রধানাঃ—জ্যোষ্ঠ।

অনুবাদ

ভরতের কনিষ্ঠ আরও নিরানব্বই জন ভ্রাতা ছিল। তাঁদের মধ্যে কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ এবং কীকট—এই নয় জন জ্যোষ্ঠ।

শ্লোক ১১-১২

কবিহবিরন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিঙ্গলায়নঃ ।

আবির্হোত্রোহথ দ্রুমিলশ্চমসঃ করভাজনঃ ॥ ১১ ॥

ইতি ভাগবতধর্মদর্শনা নব মহাভাগবতান্তেষাং সুচরিতং ভগবৎসমীপবৎ
হিতং বসুদেবনারদসংবাদমুপশমায়নমুপরিষ্ঠাধ্বর্গয়িষ্যামঃ ॥ ১২ ॥কবিঃ—কবি; হবিঃ—হবি; অন্তরীক্ষঃ—অন্তরীক্ষ; প্রবুদ্ধঃ—প্রবুদ্ধ; পিঙ্গলায়নঃ—
পিঙ্গলায়ন; আবির্হোত্রঃ—আবির্হোত্র; অথ—ও; দ্রুমিলঃ—দ্রুমিল; চমসঃ—চমস;
করভাজনঃ—করভাজন; ইতি—এই প্রকার; ভাগবত-ধর্ম-দর্শনাঃ—শ্রীমদ্ভাগবতের
মহান প্রচারক; নব—নয়জন; মহা-ভাগবতাঃ—মহান ভগবদ্ভক্ত; তেষাম্—তাদের;
সুচরিতম্—সুন্দর চরিত্র; ভগবৎ-সমীপ-বহিতম্—ভগবানের মহিমা সম্বিহিত;
বসুদেব-নারদ-সংবাদম্—বসুদেব এবং নারদের কথোপকথনে; উপশমায়নম্—মনের
পরম শান্তি প্রদানকারী; উপরিষ্ঠাঃ—পরবর্তী (একাদশ স্কন্ধে); বর্গয়িষ্যামঃ—আমি
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

অনুবাদ

তাদের পরবর্তী কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিঙ্গলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস
ও করভাজন—এই নয় জন মহাভাগবত। তারা ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের মহান
প্রচারক। পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি সুদৃঢ় ভক্তির জন্য তারা মহিমাম্বিত।
তাই তারা অতি উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত। চিত্তের শান্তি বিধানকারী তাদের সেই
সুন্দর চরিত্র আমি (ওকদেব গোষাধী) পরে (একাদশ স্কন্ধে) বসুদেব ও নারদ
সংবাদে বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৩

যযীয়াসে একাশীতির্জায়ন্তেষাং পিতুরাদেশকরা মহাশালীনা মহাশ্রোত্রিয়া
যজ্ঞশীলাঃ কর্মবিশুদ্ধা ব্রাহ্মণা বভূবুঃ ॥ ১৩ ॥যযীয়াসেঃ—কনিষ্ঠ; একাশীতিঃ—একশি জন; জায়ন্তেষাং—ঋতদেবের পত্নী
জয়ন্তীর পুত্র; পিতৃঃ—তাদের পিতার; আদেশকরাঃ—আদেশ অনুসারে; মহা-
শালীনাঃ—অতি বিনীত; মহা-শ্রোত্রিয়াঃ—বেদিক জানে পারদ্রব্য; যজ্ঞ-শীলাঃ—
যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নিপুণ; কর্ম-বিশুদ্ধাঃ—সদাচার রত; ব্রাহ্মণাঃ—যোগ্য ব্রাহ্মণ;
বভূবুঃ—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

ঋতদেব ও জয়ন্তীর উপরোক্ত উনবিংশতি পুত্রের কনিষ্ঠ আরও একশি জন
পুত্র ছিল। তাদের পিতার আদেশ অনুসারে, তারা অত্যন্ত বিনীত, বেদনিপুণ,
যজ্ঞপরায়ণ এবং সদাচাররত আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে আমরা ভালভাবে ইঙ্গিত পাই কিভাবে গুণ এবং কর্ম অনুসারে
বর্ণ বিভাগ হত। ঋতদেব ছিলেন একজন রাজা, অতএব তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়।
কিন্তু তাঁর এক শত পুত্রের মধ্যে দশজন ক্ষত্রিয়োচিত কার্যে যুক্ত হয়ে পৃথিবী
শাসন করেছিলেন। নয়জন শ্রীমদ্ভাগবতের মহান প্রচারক (মহাভাগবত) হয়েছিলেন,
অর্থাৎ তাদের স্থান ব্রাহ্মণদের উর্ধ্বে ছিল। অন্য একশিজন পুত্র অত্যন্ত সুযোগ্য
ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। এই ব্যবহারিক উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, কিভাবে মানুষ
বিশেষ কার্যের যোগ্যতা অর্জন করেন গুণ অনুসারে, জন্ম অনুসারে নয়। জন্ম
অনুসারে মহারাজ ঋতদেবের সব কয়টি পুত্রই ছিলেন ক্ষত্রিয়, কিন্তু গুণ অনুসারে
তাদের কেউ ক্ষত্রিয় হয়েছিলেন, কেউ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন, এবং নয় জন
শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারক (ভাগবত-ধর্ম-দর্শনাঃ) হয়েছিলেন, যার অর্থ হচ্ছে যে তাঁদের
স্থিতি ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দেরও উর্ধ্বে ছিল।

শ্লোক ১৪

ভগবানুভবসংজ্ঞে আত্মতত্ত্বঃ স্বয়ং নতানিবৃত্তানর্থপরম্পরঃ কেবলানন্দানু-
ভব ঈশ্বর এব বিপরীতবৎকর্মপ্যারভমাণঃ কালেনানুগতং ধর্মচরণেনো-
পশিক্রয়তত্বিহাং সম উপশান্তো মৈত্রঃ কারুণিকো ধর্মার্থযশঃপ্রজানন্দা-
মৃতাবরোধেন গৃহেষু লোকং নিয়ময়ৎ ॥ ১৪ ॥ভগবানু—ভগবান; ঋতদেবঃ—ঋতদেব; সংজ্ঞে—নামক; আত্ম-তত্ত্বঃ—সম্পূর্ণরূপে
স্বতন্ত্র; স্বয়ং—স্বয়ং; নিত্য—শাশ্বত; নিবৃত্ত—মুক্ত হয়ে; অনর্থ—অবাঞ্ছিত বস্তুর
(জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি); পরম্পরঃ—ক্রমানুসারে, একের পর এক; কেবল—
কেবল; আনন্দ-অনুভবঃ—দিব্য আনন্দে পূর্ণ; ঈশ্বরঃ—পরমেশ্বর, নিয়ন্তা; এব—
বাস্তবিকপক্ষে; বিপরীত-বৎ—বিপরীতভাবে; কর্মপাণি—জাগতিক কার্যকলাপ;
আরভমাণঃ—অনুষ্ঠান করে; কালেন—যথাসময়ে; অনুগতম্—উপেক্ষা করে;

ধর্ম—বর্ণাশ্রম ধর্ম; আচরণ—আচরণ করার দ্বারা; উপশিক্ষয়—শিক্ষা দান করে; অ-তৎ-বিদ্যাম্—অজ্ঞানাজ্ঞম ব্যক্তি; সমঃ—সমদর্শী; উপশান্তঃ—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অবচলিত; মৈত্রঃ—সকলের প্রতি অত্যন্ত সৌহার্দ্য পরায়ণ; কারুণিকঃ—সকলের প্রতি অত্যন্ত কৃপা পরায়ণ; ধর্ম—ধর্ম; অর্থ—অর্থনৈতিক উন্নতি; যশঃ—যশ; প্রজা—পুত্র এবং কন্যা; আনন্দ—জড়-জাগতিক সুখ; অমৃত—নিত্য জীবন; অবরোধেন—লাভ করার জন্য; গৃহেষু—গৃহস্থ-আশ্রমে; লোকম্—জনসাধারণ; নিয়ময়ঃ—আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের অবতার স্বভাবদেব সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ছিলেন কারণ তাঁর রূপ ছিল সচ্চিদানন্দময়। চার প্রকার ভৌতিক ক্রেশের (জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি) সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁর কোন রকম জড় আসক্তি ছিল না। তিনি সর্বদা সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন। তিনি পরদুঃখে দুঃখী ছিলেন এবং সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। পরম ঈশ্বর বা পরম পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি একজন সাধারণ বদ্ধ জীবের মতো আচরণ করতেন। তাই তিনি কঠোর নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুশীলন করতেন। কালক্রমে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অবহেলা হতে থাকে; তাই তিনি নিজে আচরণ করে, অজ্ঞানাজ্ঞম জনসাধারণকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণের শিক্ষা দান করেন। এইভাবে তিনি জনসাধারণকে ধর্ম, অর্থ, যশ, পুত্র-কন্যা, জড় সুখ এবং অবশেষে নিত্য জীবন লাভ করার শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁর উপদেশের দ্বারা তিনি মানুষদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিভাবে গৃহস্থ-আশ্রমে থেকেও বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলন করার ফলে সিদ্ধি লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম-ধর্ম বদ্ধ জীবদের জন্য। তা তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করে ভগবানের ধামে ফিরে যাওয়ার শিক্ষা দেয়। যে সভ্যতা জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত নয়, তা পশুসমাজের মতো। যেমন শ্রীমদ্ভগবতে বলা হয়েছে—ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং। মানব-সমাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা, যাতে মানুষ জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম মানব-সমাজকে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত করে গড়ে তোলে, এবং মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা দেয়, যাতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করার ফলে সফল হওয়া যায়। এই সম্পর্কে ভগবদ্গীতা (৩/২১-২৪) দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১৫

যদ্যচ্ছ্রীষণ্যাচরিতং তত্তদনুবর্ততে লোকঃ ॥ ১৫ ॥

যৎ যৎ—যা কিছু; শ্রীষণ্য—নেতাদের দ্বারা; আচরিতম্—অনুষ্ঠিত; তৎ তৎ—তা; অনুবর্ততে—অনুসরণ করে; লোকঃ—জনসাধারণ।

অনুবাদ

মহৎ ব্যক্তির যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষ তা অনুসরণ করে।

তাৎপর্য

এই প্রকার একটি শ্লোক ভগবদ্গীতাতেও (৩/২১) পাওয়া যায়। মানব-সমাজের এক শ্রেণীর মানুষদের বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যথার্থ শিক্ষা লাভ করে, সুযোগ্য ব্রাহ্মণ হওয়া নিত্য আবশ্যিক। তার নিম্নস্তরের বর্ণের, অর্থাৎ ক্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের সেই আদর্শ ব্যক্তিদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তার ফলে সকলেই পরম চিন্ময় পদ প্রাপ্ত হয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই জড় জগতকে দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্, অর্থাৎ অনিত্য এবং দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ একটি স্থান বলে বর্ণনা করেছেন। দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে বোঝাপড়া করলেও কেউই এখানে চিরকাল থাকতে পারে না। এই জড় দেহটি এক সময় না এক সময় ত্যাগ করে আমাদের অন্য আর একটি দেহ ধারণ করতে হবে, এবং সেই দেহটি যে মানুষের হবে সেই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। জড় দেহ পাওয়া মাত্রই জীব দেহভূৎ অথবা দেহী হয়ে যায়। অর্থাৎ, তাকে নানা রকম জড় পরিস্থিতির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়। মানব-সমাজের নেতাদের এমনই আদর্শ হওয়া কর্তব্য যে, তাদের অনুসরণ করে মানুষ যেন জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ১৬

যদ্যপি স্ববিদিতং সকলধর্মং ব্রাহ্মণং ওহ্যং ব্রাহ্মণৈর্দর্শিতমার্গেণ সামাদিভিরূপায়ৈর্জনতামনুশাস ॥ ১৬ ॥

যদ্যপি—যদিও; স্ব-বিদিতম্—স্বয়ং অবগত ছিলেন; সকল-ধর্মম্—বিভিন্ন প্রকার কর্তব্যকর্ম; ব্রাহ্মম্—বৈদিক নির্দেশ; ওহ্যম্—অত্যন্ত গোপনীয়; ব্রাহ্মণৈঃ—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; দর্শিত-মার্গেণ—প্রদর্শিত পথের দ্বারা; সাম-আদিভিঃ—শম, দম,

তিতিক্ষা (মনসংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম, সহনশীলতা) ইত্যাদির অনুশীলন; উপায়ে—
উপায়ের দ্বারা; জনতাম্—জনসাধারণ; অনুশাস—তিনি শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

যদিও ঋষভদেব সমস্ত ধর্ম প্রতিপাদক বৈদিক রহস্য স্বয়ংই অবগত ছিলেন, তবুও তিনি নিজেকে একজন ক্ষত্রিয় বলে মনে করে, ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে শম, দম, তিতিকাদি সদুপায়ের অনুশীলন করেছিলেন। এইভাবে তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে রাজ্য শাসন করেছিলেন, যেই প্রণয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের উপদেশ দেন এবং ক্ষত্রিয়-শাসক বৈশ্য ও শূদ্রের মাধ্যমে রাজ্য পরিচালনা করেন।

তাৎপর্য

ঋষভদেব যদিও বৈদিক উপদেষ্টা পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, তবুও তিনি সামাজিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ব্রাহ্মণদের নির্দেশ পালন করেছিলেন। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে উপদেশ দেন, এবং সমাজের অন্য সব কয়টি বর্ণের মানুষ তা অনুসরণ করেন। ব্রহ্ম শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত কার্যের পূর্ণ জ্ঞান' এবং সেই জ্ঞান বৈদিক শাস্ত্রে গোপনীয়তা সহকারে বর্ণিত হয়েছে। ব্রাহ্মণরূপে যারা পূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছেন, তাঁদের সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের জ্ঞান থাকে উচিত, এবং সেই সমস্ত শাস্ত্র থেকে তিনি যা লাভ করেছেন, তা জনসাধারণের কাছে বিতরণ করা উচিত। জনসাধারণের কর্তব্য হচ্ছে আদর্শ ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করা। এইভাবে মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করার শিক্ষা লাভ করা যায়, এবং তার ফলে ধীরে ধীরে পারমাণবিক সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

শ্লোক ১৭

দ্রব্যাদেশকালবয়ঃশ্রদ্ধত্বিধিবিধোদ্যেশোপচিঠৈঃ সর্বৈরপি ক্রতুভির্যথো-
পদেশং শতকৃত্ব ইয়াজ ॥ ১৭ ॥

দ্রব্য—যজ্ঞের উপকরণ; দেশ—বিশেষ স্থান, তীর্থস্থান অথবা মন্দির; কাল—
উপযুক্ত সময়, যথা বসন্ত ঋতু; বয়ঃ—বয়স, বিশেষ করে যৌবন; শ্রদ্ধা—সদুপায়ে
বিশ্বাস, রজ এবং তমোগুণে নয়; শ্রদ্ধিক—পুরোহিত; বিবিধ-উদ্দেশ—বিভিন্ন
উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করে; উপচিঠৈঃ—সমৃদ্ধ হয়ে; সর্বৈঃ—সর্বপ্রকার;
অপি—নিশ্চিতভাবে; ক্রতুভিঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; যথা-উপদেশম্—উপদেশ
অনুসারে; শত-কৃত্বঃ—একশ বার; ইয়াজ—আরাধনা করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেব শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সর্ববিধ যজ্ঞের দ্বারা এক শতবার
যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। তাঁর সেই সমস্ত যজ্ঞ উপযুক্ত দ্রব্যে সমৃদ্ধ
ছিল। যৌবন এবং শ্রদ্ধা সমন্বিত ঋত্বিকদের দ্বারা পূণ্যস্থানে ও শ্রেষ্ঠকালে
সেগুলি সম্পন্ন হয়েছিল। এইভাবে ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর
প্রসাদ সমস্ত দেবতাদের নিবেদন করা হয়েছিল। এইভাবে সেই অনুষ্ঠান এবং
উৎসব সর্বতোভাবে সফল হয়েছিল।

তাৎপর্য

বলা হয়, কৌমার আচরণে প্রাজ্ঞা ধর্মনি ভাগবতানিহ (শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৬/১১)।
অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য তা যুবক, এমনকি বালকদের দ্বারাও সম্পাদন করা
উচিত, কারণ তার ফলে সেই অনুষ্ঠান সফল হয়। শৈশব অবস্থা থেকেই মানুষদের
বৈদিক সংস্কৃতির, বিশেষ করে ভগবন্ত্বক্তির শিক্ষা দেওয়া উচিত। তার ফলে জীবন
সার্থক হয়। বৈষ্ণব দেবতাদের অশ্রদ্ধা করেন না, কিন্তু তা বলে তিনি আবার
এত মূর্খও নন যে, প্রত্যেক দেব-দেবীকে ভগবান বলে মনে করেন। ভগবান
হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের ঈশ্বর; তাই দেবতার তাঁর ভূতা। বৈষ্ণব তাঁদের ভগবানের
ভূতারূপে জানেন, এবং সেই বিচার নিয়ে তিনি তাঁদের পূজা করেন। ব্রহ্মসংহিতায়
বর্ণনা করা হয়েছে যে, গুরুত্বপূর্ণ দেবতা শিব, ব্রহ্মা, এমনকি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু,
মহাবিষ্ণু এবং অন্য সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব, এবং দুর্গাদেবী ইত্যাদি শক্তিতত্ত্ব, সকলেরই
উপাসনা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি কথার দ্বারা গোবিন্দের ভজন করার
মাধ্যমে হয়ে যায়। বৈষ্ণবগণ গোবিন্দের সম্পর্কে দেবতাদের পূজা করেন,
পৃথকভাবে পূজা করেন না। বৈষ্ণবেরা এত মূর্খ নয় যে, বিভিন্ন দেব-দেবীদের
ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করেন। সেই কথা চৈতন্য-চরিতামৃত প্রতাপ
হয়েছে—একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভূতা।

শ্লোক ১৮

ভগবতর্ঘভেণ পরিরক্ষমাণ এতশ্মিন বর্ষে ন কশ্চন পুরুষো বাঙ্কতাবিদ্যা-
মানমিবাঙ্গনোহন্যন্যাতকথঞ্চন কিমপি কহিচিদবৈষ্ণবকৃতে ভর্তৃর্নয়নবনং
বিজুক্তিতস্নেহাতিশয়মন্তরেণ ॥ ১৮ ॥

ভগবতা—ভগবান; স্বভদ্রেণ—মহারাজ স্বভদ্রদেবের দ্বারা; পরিরক্ষামাণে—রক্ষিত হয়ে; এতন্মিন্—এই; বর্ষে—ভূখণ্ডে; ন—না; কশ্চন—কেউ; পুরুষঃ—এমনকি একজন সাধারণ মানুষও; বাঙ্কতি—আকাঙ্ক্ষা করে; অবিত্যমানম্—বাস্তবিকপক্ষে যার অস্তিত্ব নেই; ইব—যেন; আত্মনাঃ—নিজের জন্য; অন্যস্মাৎ—অন্য কারোর কাছ থেকে; কথঞ্চন—কোন উপায়ে; কিমপি—কোন কিছু; কহিচিৎ—কোন সময়ে; অবেক্ষতে—দেখার সাহস করে; ভর্তরি—প্রভুর প্রতি; অনুসবনম্—সর্বদা; বিজুস্তিত—বিস্তার করে; মেহ-অতিশয়ম্—গভীর মেহ; অন্তরেণ—হৃদয়ে।

অনুবাদ

কেউই আকাশকুসুম আকাঙ্ক্ষা করে না, কারণ সকলেই ভালভাবে জানে যে তার কোন অস্তিত্ব নেই। ভগবান স্বভদ্রদেব যখন ভারতবর্ষ শাসন করছিলেন, তখন একজন সাধারণ মানুষও কোন সময়ে অথবা কোনভাবে কোন কিছুই আকাঙ্ক্ষা করত না। অর্থাৎ সকলেই পূর্ণরূপে প্রসন্ন ছিল, এবং তাই কারোরই কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। সকলেই রাজার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিল, এবং যেহেতু তাদের এই মেহ সর্বদা বর্ধিত হচ্ছিল, তাই তাদের আর অন্য কোন কামনা ছিল না।

তাৎপর্য

বাংলায় ঘোড়ার ডিম কথাটি ব্যবহার হয়। যেহেতু ঘোড়া কখনও ডিম পাড়ে না, তাই ঘোড়ার ডিম শব্দটির কোন অর্থ নেই। সংস্কৃততে ঋ-পুঙ্গ শব্দটির ব্যবহার হয়, যার অর্থ হচ্ছে ‘আকাশ-কুসুম’। আকাশে কখনও কোন ফুল ফোটে না, তেমনিই কেউই ঋ-পুঙ্গ বা ঘোড়ার ডিম সম্বন্ধে আগ্রহী নয়। মহারাজ স্বভদ্রদেবের রাজত্বকালে জনসাধারণ এমনই প্রাচুর্যের মধ্যে ছিল যে, তাদের কখনও কোন কিছু চাহতে হত না। মহারাজ স্বভদ্রদেবের সুশাসনের ফলে, জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয়তাগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ হত। তার ফলে সকলেই পূর্ণ প্রসন্নতা অনুভব করত এবং তাদের কোন অভাব ছিল না। সেটিই হচ্ছে আদর্শ সরকারের রাজ্যশাসন। কুশাসনের ফলে যদি প্রজারা অসুখী থাকে, তাহলে রাষ্ট্র-নেতাদের নিন্দা করা হয়। এই গণতন্ত্রের যুগে মানুষেরা সাম্রাজ্যবাদকে অপছন্দ করে, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র কিভাবে বৈদিক নীতি অনুসারে প্রজাদের জীবনের সমস্ত প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করে তাদের পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট রেখেছিলেন। তার ফলে ভগবান স্বভদ্রদেবের রাজত্বকালে সকলেই সুখী ছিল।

শ্লোক ১৯

স কদাচিদটমানো ভগবানুষভো ব্রহ্মাবর্তগতো ব্রহ্মর্ষিপ্রবরসভায়ান্
প্রজানাং নিশাময়ন্তীনামাত্মজানবহিতাত্মনঃ প্রশয়প্রণয়ভরসুযজ্ঞিতান-
প্যুপশিক্ষয়ন্তি হোবাচ ॥ ১৯ ॥

সঃ—তিনি; কদাচিৎ—এক সময়ে; অটমানঃ—ভ্রমণ করার সময়; ভগবান্—ভগবান; স্বভদ্রঃ—স্বভদ্রদেব; ব্রহ্মাবর্তগতঃ—ব্রহ্মাবর্ত নামক স্থানে পৌঁছে (কারণ মতে বর্তমান বার্মা এবং অন্যদের মতে উত্তর প্রদেশের কানপুরের নিকটবর্তী একটি স্থান); ব্রহ্ম-স্বর্ষি-প্রবর-সভায়াম্—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সভায়; প্রজানাম্—প্রজারা যখন; নিশাময়ন্তীনাম্—শ্রবণ করছিলেন; আত্মজান—তঁার পুত্রগণ; অবহিত-আত্মনঃ—মনোযোগ সহকারে; প্রশয়—সদাচারী; প্রণয়—ভক্তি; ভর—পূর্ণ; সু-যজ্ঞিতান্—সুনিয়ন্ত্রিত; অপি—যদিও; উপশিক্ষয়ন্তি—শিক্ষা দান করে; ইতি—এভাবে; হ—নিশ্চিতভাবে; উবাচ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

কোন এক সময় ভগবান স্বভদ্রদেব ভ্রমণ করতে করতে ব্রহ্মাবর্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে শ্রেষ্ঠ মহর্ষিদের সভায় তাঁর পুত্রেরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ব্রহ্মর্ষিদের উপদেশ শ্রবণ করছিলেন। সেই সভায় সমস্ত প্রজাদের সম্মুখে স্বভদ্রদেব তাঁর পুত্রদের শিক্ষা দান করেছিলেন, যদিও তাঁরা ছিলেন সংযতচিত্ত এবং প্রণয়-বিনয়াদি গুণাবিতি। তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা খুব ভালভাবে পৃথিবী শাসন করতে পারেন। তিনি বলেছিলেন—

তাৎপর্য

কেউ যদি দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ এই জগতে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে চায়, তাদের কাছে ভগবান স্বভদ্রদেবের উপদেশ অত্যন্ত মূল্যবান। পরবর্তী অধ্যায়ে স্বভদ্রদেব তাঁর পুত্রদের এই অমূল্য উপদেশগুলি দান করেছেন।

ইতি ‘ভগবান স্বভদ্রদেবের চরিত্রকথা’ নামক শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চম অধ্যায়

পুত্রদের প্রতি ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ

এই অধ্যায়ে জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা অপনোদনকারী মোক্ষ ধর্মেরও অতীত যে ভাগবত ধর্ম, তার বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কুকুর, শূকর ইত্যাদি পশুর মতো কঠোর পরিশ্রম করা মানুষের কর্তব্য নয়। মানব-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বপ্রকার তপশ্চর্যা ও কৃত্তসাধন স্বীকার করা উচিত। তপশ্চর্যার প্রভাবে হৃদয় নির্মল হয় এবং তার ফলে চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হওয়া যায়। এই সিদ্ধি লাভের জন্য ভগবদ্ভক্তের শরণ গ্রহণ করা উচিত এবং তাঁর সেবা করা উচিত। তখন মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়। স্ত্রী-সঙ্গীদের সঙ্গ করার ফলেই জীব জড় চেতনায় আবদ্ধ হয় এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দুঃখ ভোগ করে। যারা সর্বভূতের হিতসাধনে রত এবং সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আসক্তি রহিত, তাঁদের বলা হয় মহাত্মা। যারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে রত, তারা পানীই হোক অথবা পুণ্যবানই হোক, আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না। তাই তাদের কর্তব্য অতি উন্নত স্তরের ভগবদ্ভক্তের শরণাগত হয়ে, তাঁকে গুরুরূপে বরণ করা। তাঁর সঙ্গ প্রভাবে জীবনের উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যায়। এই প্রকার সঙ্গগুরুর উপদেশের ফলে ভগবদ্ভক্তি, বিষয়-বিতৃষ্ণা এবং সুখ ও দুঃখ উভয়ের প্রতি সহিষ্ণুতা লাভ হয়। তখন সর্বভূতে সমদর্শী হওয়া যায় এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহের উদয় হয়। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টার ফলে, তখন স্ত্রী, পুত্র এবং গৃহের প্রতি মানুষ অনাসক্ত হয়। তখন আর বৃথা সময় নষ্ট করতে ইচ্ছা হয় না। এইভাবে জীবের আত্মজ্ঞান লাভ হয়। এই প্রকার পারমার্থিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও কাউকে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে নিমুক্ত করেন না। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির উপদেশ দিয়ে জীবকে সঙ্গের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না, তার গুরু, পিতা, মাতা, দেবতা বা পতি হওয়া উচিত নয়। ঋষভদেব তাঁর শত পুত্রকে উপদেশ দিয়ে, তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে তাঁদের পথপ্রদর্শক এবং নেতারূপে গ্রহণ করে,

তার সেবা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সমস্ত জীবদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এবং তারও উপরে বৈষ্ণবের স্থিতি। বৈষ্ণবের সেবা করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। এইভাবে শুকদেব গোষ্ঠামী ভরত মহারাজের চরিত্রকথা বর্ণনা করেছিলেন, এবং জনসাধারণের শিক্ষার জন্য ভগবান স্বয়ংভদেবের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিষয় বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১

স্বয়ং উবাচ

নায়ং দেহো দেহভাজাং নুলোকে

কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে।

তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং

শুদ্ধোদয়ম্মাদ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্ ॥ ১ ॥

স্বয়ং উবাচ—ভগবান স্বয়ংভদেব বললেন; ন—না; অয়ম্—এই; দেহঃ—দেহ; দেহ-ভাজাম্—সমস্ত দেহধারী জীবের; নু-লোকে—এই জগতে; কষ্টান্—কষ্টবর; কামান্—ইন্দ্রিয়সুখ; অর্হতে—যোগ্য হয়; বিড়্ভুজাম্—বিষ্ঠাভোজী; যে—যা; তপঃ—তপস্যা; দিব্যম্—দিব্য; পুত্রকাঃ—হে পুত্রগণ; যেন—যার দ্বারা; সত্ত্বম্—হৃদয়; শুদ্ধোৎ—নির্মল হয়; ব্রহ্মাৎ—যা থেকে; ব্রহ্ম-সৌখ্যম্—চিন্ময় আনন্দ; তু—নিশ্চিতভাবে; অনন্তম্—অন্তহীন।

অনুবাদ

ভগবান স্বয়ংভদেব তাঁর পুত্রদের বললেন—হে পুত্রগণ, এই জগতে দেহধারী প্রাণীদের মধ্যে এই নরদেহ লাভ করে, কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়। ঐ প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ বিষ্ঠাভোজী কুকুর ও শূকরদেরও লাভ হয়ে থাকে। ভগবৎ সেবাপর অপ্রাকৃত তপস্যা করাই উচিত, কারণ তার ফলে হৃদয় নির্মল হয়, এবং হৃদয় নির্মল হলে জড় সুখের অতীত অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ লাভ হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান স্বয়ংভদেব তাঁর পুত্রদের মনুষ্য-জীবনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। দেহ-ভাজ শব্দটির অর্থ 'জড় দেহ ধারণকারী'। কিন্তু সেই জীবাত্মার মনুষ্য দেহ

লাভ হয়েছে, তার আচরণ পশুদের থেকে ভিন্ন হওয়া উচিত। কুকুর, শূকরাদি পশুরা বিষ্ঠা আহার করে তৃপ্তি লাভ করে। সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করার পর, মানুষ রাত্রিবেলা আহার, পান, মৈথুন এবং নিদ্রার মাধ্যমে সুখভোগের চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে তাদের ভয় থেকে যথাযথভাবে আত্মরক্ষাও করতে হয়। কিন্তু, এটি মানুষের সভ্যতা নয়। মনব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমার্থিক উন্নতি লাভের জন্য স্বেচ্ছায় কৃষ্ণসাধন করা। পশু-পাখি এবং গাছপালাও তাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে দুঃখকষ্ট ভোগ করে। কিন্তু মানুষের কর্তব্য দিব্য জীবন লাভের জন্য তপস্চর্যারূপ দুঃখ-দুর্দশা বরণ করে নেওয়া। দিব্য জীবন লাভ হলে, অন্তহীন আনন্দ উপভোগ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই সুখভোগ করতে চাইছে, কিন্তু জীব যতক্ষণ জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাকে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতেই হয়। মানুষের চেতনা উচ্চতর। সেই চেতনার সদ্যবহার করে নিত্য আনন্দ লাভ করার উদ্দেশ্যে এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার জন্য মহাজনদের উপদেশ অনুসারে আচরণ করা আমাদের কর্তব্য।

এই শ্লোকে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সরকার, পিতা এবং স্বাভাবিক অভিভাবকদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের অধীনস্থদের কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করার শিক্ষা দান করা। কৃষ্ণভক্তিবাহীন জীব নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়ে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তাদের এই বন্ধন থেকে মুক্ত করে আনন্দময় হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য, ভক্তিব্যোগের শিক্ষা প্রদান করা উচিত। মৃত সভ্যতা মানুষকে ভক্তিব্যোগের স্তরে উন্নীত হওয়ার শিক্ষাদানে অবহেলা করে। কৃষ্ণভক্তিবাহীন মানুষ কুকুর অথবা শূকরের থেকে মোটেই উন্নত নয়। বর্তমান যুগের মানুষদের জন্য স্বয়ংভদেবের উপদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান যুগের শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার শিক্ষা দিচ্ছে, এবং তাদের জীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই। মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য ভোরবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাত্রীপূর্ণ লোকাল ট্রেনে করে চাকরি করতে যায়। তাকে কর্মস্থলে পৌঁছাবার জন্য সেই ভিড়ের মধ্যে এক ঘণ্টা বা দু ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে ভ্রমণ করতে হয়। তারপরে তাকে অফিসে পৌঁছাবার জন্য বাস ধরতে হয়। অফিসে তাকে নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়; তারপরে আবার দু-তিন ঘণ্টা ভ্রমণ করে তাকে বাড়ি ফিরতে হয়। বাড়ি ফিরে সে কিছু খেয়ে স্বীয় সঙ্গে যৌনসুখ উপভোগ করে ঘুমাতে যায়। তার এই কঠোর পরিশ্রমের জীবনে একমাত্র সুখ হচ্ছে একটুখানি মৈথুন। জটায়ুনাগিগৃহমেষিসুখং হি তৃচ্ছম্। স্বয়ংভদেব স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এই প্রকার জীবন যাপন করা মানুষের উদ্দেশ্য

নয়। এই প্রকার সুখ তো কুকুর এবং শূকরদেরও লাভ হয়। বাস্তবিকপক্ষে, কুকুর এবং শূকরদের মৈথুন সুখের জন্য এইভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় না। মানুষের কর্তব্য কুকুর-শূকরদের অনুকরণ না করে, ভিন্ন প্রকার জীবন যাপন করার চেষ্টা করা। তার বিকল্প পন্থায়ও উল্লেখ করা হয়েছে। মনুষ্য-জীবন তপস্যার জন্য। তপস্যার দ্বারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কেউ যখন কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভক্তি লাভ করেন, তখন তিনি যে নিত্য আনন্দ লাভ করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভক্তিয়োগের পন্থা অবলম্বন করার ফলে জীবন নির্মল হয়। জীব জন্ম-জন্মান্তর ধরে সুখের অন্বেষণ করছে, কিন্তু কেবল ভক্তিয়োগ অনুশীলনের ফলে সে তার সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। তখন সে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। সেই স্বর্গকে ভগবদগীতায় (৪/৯) বলা হয়েছে—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেতি তত্ত্বতঃ ।

তাক্ষা দেহং পুনর্জন্ম নেতি মামেতি সোহর্জুন ॥

“হে অর্জুন, যে মানুষ তত্ত্ব জানে যে, আমার জন্ম এবং কর্ম দিব্য, সে তার দেহত্যাগ করার পর, আর এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করে না, পক্ষান্তরে সে আমার নিত্যধাম প্রাপ্ত হয়।”

শ্লোক ২

মহৎসেবাং দ্বারমাহবিমুক্তে-

স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্ ।

মহান্তস্তে সমচিন্তাঃ প্রশান্তা

বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥ ২ ॥

মহৎসেবাম্—মহাশ্রমের সেবা; দ্বারম্—দ্বার; আহং—বলা হয়; বিমুক্তেঃ—মুক্তির; স্তমঃ—দ্বারম্—নরকের দ্বার; যোষিতাম্—স্ত্রীদের; সঙ্গি—সঙ্গীর; সঙ্গম্—সঙ্গ; মহান্তঃ—মহাশ্রম; তে—তারা; সমচিন্তাঃ—যিনি প্রতিটি জীবকে তার চিন্ময় স্বরূপে দর্শন করেন; প্রশান্তাঃ—অত্যন্ত শান্ত, ব্রহ্ম অথবা ভগবানে স্থিত; বিমন্যবঃ—ক্রোধশূন্য (যারা বিষেষভাবাপন্ন তাদের প্রতিও ক্রুদ্ধ না হয়ে, কৃষ্ণভক্তি বিতরণ করা কর্তব্য); সুহৃদঃ—সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী; সাধবঃ—দোষ-ত্রুটিহীন ভক্ত; যে—যাঁরা।

অনুবাদ

পণ্ডিতগণ ব্রহ্ম-উপাসক এবং ভগবৎ-উপাসক ভেদে দ্বিবিধ। ব্রহ্মসাম্যজ্ঞ এবং ভগবানের পার্শ্বদ লাভরূপ দ্বিবিধ মুক্তিরই উপায় হচ্ছে মহাশ্রমের সেবা করা। পক্ষান্তরে স্ত্রীসঙ্গীদের সঙ্গ নরকের দ্বারস্বরূপ। যাঁরা সমদর্শী, ভগবানে নির্ভরপরায়ণ, ক্রোধহীন এবং সমস্ত জীবের হিতসাধনে রত, এবং যাঁরা কখনও অন্যায় আচরণ করেন না, তাঁরাই মহাশ্রম নামে পরিচিত।

তাৎপর্য

মনুষ্য-জীবন দুটি পথের সম্মিলিত স্বরূপ। এই জীবন লাভ করার পর মানুষ হয় মুক্তির পথ অবলম্বন করতে পারে নতুবা নরকের পথ। সেই পথগুলি যে কিভাবে গ্রহণ করা যায়, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাশ্রমের সঙ্গ প্রভাবে মুক্তির পথ লাভ হয় এবং স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গের ফলে নরকের দ্বার উন্মুক্ত হয়। মহাশ্রম দুই প্রকার—নির্বিশেষবাদী এবং ভক্ত। তাঁদের চরম লক্ষ্য ভিন্ন হলেও তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা প্রায় একই রকম। উভয়েই নিত্য আনন্দ লাভ করতে চান। নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মানন্দের অন্বেষণ করে এবং ভগবন্তত্ত্বেরা ভগবৎ প্রেমানন্দের অন্বেষণ করেন। প্রথম শ্লোকে ব্রহ্ম-সৌখ্যম্ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্ম মানে হচ্ছে চিন্ময় অথবা নিত্য; নির্বিশেষবাদী এবং ভক্ত উভয়েই নিত্য আনন্দময় জীবনের অন্বেষণ করেন। উভয়েই পারমার্থিক সিদ্ধির অভিলাষী। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (মধ্য ২২/৮৭) বলা হয়েছে—

অসংস্পর্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।

‘স্ত্রী-সঙ্গী—এক অসাধু, ‘কৃষ্ণভক্ত’ আর ॥

জড় প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হতে হলে, যাঁরা অসং বা অসাধু তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। অসাধু দুই প্রকার। এক হচ্ছে যাঁরা স্ত্রীলোক এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আসক্ত, আর অন্য প্রকার অসাধু হচ্ছে অভক্ত। মহাশ্রমের সঙ্গ হচ্ছে ভাল দিক, এবং অভক্ত ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গটি হচ্ছে খারাপ দিক।

শ্লোক ৩

যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থ

জনেষু দেহস্তরবার্তিকেষু ।

গৃহেষু জাম্যজ্ঞরাতিমৎসু

ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্শাশ্চ লোকে ॥ ৩ ॥

যে—যাঁরা; বা—অথবা; ময়ি—আমাকে; দ্রিশে—পরমেশ্বর ভগবান; কৃত-সৌহৃদ-
অর্থাৎ—(দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য অথবা মাধুর্য রসের) ভগবৎ প্রেম লাভে অত্যন্ত
আগ্রহী; জনেশু—মানুষদের; দেহন্তর-বার্তিকেষু—যাঁরা কেবল দেহটির ভরণ-
পোষণেই আগ্রহী, আধ্যাত্মিক মুক্তিতে নয়; গৃহেশু—গৃহে; জায়ী—পত্নী; আত্ম-
জ—সন্তান; রাতি—ধনসম্পদ অথবা বন্ধুবান্ধব; মৎসু—যুক্ত; ন—না; প্রীতি-
মুক্তাঃ—অত্যন্ত আসক্ত; যাবৎ-অর্থাৎ—যাঁরা কেবল যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই
সংগ্রহ করে জীবন যাপন করেন; চ—এবং; লোকে—জড় জগতে।

অনুবাদ

যাঁরা তাঁদের কৃষ্ণভাবনামৃত পুনর্জাগরিত করে তাঁদের ভগবৎ-প্রেম বিকশিত করতে
চান, তাঁরা কৃষ্ণসম্বন্ধবিহীন কোন কিছু করতে চান না। যারা কেবল আহার,
নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন চর্চা করে তাদের দেহটি পালন করতে ব্যস্ত, তাঁরা তাদের
সঙ্গে মেলামেশো করতে চান না। তাঁরা গৃহস্থ হলেও তাঁদের গৃহের প্রতি আসক্ত
নন। এমনকি তাঁরা তাঁদের পত্নী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব এবং ধন-সম্পদের প্রতিও
আসক্ত নন। সেই সঙ্গে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য কর্মেরও অবহেলা করেন না। এই
প্রকার মানুষেরা কেবল তাঁদের দেহ ধারণ করার জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন
কেবল ততটুকুই সংগ্রহ করেন।

তাৎপর্য

যিনি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে আগ্রহী, তিনি নির্বিশেষবাদী হোন অথবা ভক্ত হোন,
তাঁর পক্ষে তথাকথিত সভ্যতার উন্নতির মাধ্যমে দেহ ধারণে আগ্রহী ব্যক্তিদের
সঙ্গ করা উচিত নয়। যারা আধ্যাত্মিক জীবনে আগ্রহী, তাঁদের পত্নী, পুত্র, বন্ধুবান্ধব
ইত্যাদির সাহচর্যে গৃহের সুখের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। যদি কেউ গৃহস্থও
হয় এবং তাকে জীবিকা উপার্জন করতে হয়, তাহলে কেবল দেহ ধারণের জন্য
যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু অর্থ সংগ্রহ করে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তার থেকে বেশি
অথবা কম থাকা উচিত নয়। এখানে বলা হয়েছে যে, শ্রবণ কীর্তনং বিজ্ঞাঃ
স্মরণং পাদসেবনং অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনম্—কেবল এই
ভক্তিবোধ অনুশীলনের জন্য গৃহস্থদের অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করা উচিত। গৃহস্থের
এমনভাবে জীবন যাপন করা উচিত, যাতে তিনি ভগবানের নাম শ্রবণ এবং
ভগবানের মহিমা কীর্তনে পূর্ণ সুযোগ পান। তাঁর কর্তব্য গৃহে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের
পূজা করা এবং মহোৎসব অনুষ্ঠান করে বন্ধুবান্ধবদের ডেকে তাদের ভগবৎ-প্রসাদ
সেবা করানো। গৃহস্থের কর্তব্য এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কেবল অর্থ উপার্জন
করা, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য নয়।

শ্লোক ৪

নুনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম

যদিক্রিয়প্রীত্য আপুণোতি ।

ন সাধু মন্যে যত আত্মনোহয়-

মসন্নপি ক্রেশদ আস দেহঃ ॥ ৪ ॥

নুনম্—নিশ্চিতরূপে; প্রমত্তঃ—উন্মত্ত; কুরুতে—করে; বিকর্ম—পাপকর্ম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ
কর্ম; যৎ—যখন; ইক্রিয়প্রীত্যে—ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য; আপুণোতি—প্রবৃত্ত হয়;
ন—না; সাধু—উপযুক্ত; মন্যে—আমি মনে করি; যতঃ—যার দ্বারা; আত্মনঃ—
আত্মার; অয়ম্—এই; অসন্—কণস্থায়ী; অপি—সত্ত্বেও; ক্রেশদঃ—কষ্টদায়ক;
আস—সম্ভব হয়; দেহঃ—দেহ।

অনুবাদ

জীব যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে, তখন
সে অবশ্যই জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি উন্মত্তের মতো আসক্ত হয়ে নানা প্রকার
পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। সে জানে না যে তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে একটি
শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যা অনিত্য এবং সমস্ত দুঃখ-মুদ্রার কারণ। প্রকৃতপক্ষে
জীবের জড় দেহ ধারণ করার কথা নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখের আকাঙ্ক্ষা করার ফলে,
সে জড় দেহ লাভ করে। তাই আমি মনে করি যে, বৃদ্ধিমান মানুষের পক্ষে
ইন্দ্রিয়ভূক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, যার ফলে সে একটির পর একটি
জড় শরীর প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যেন-তেন প্রকারেণ অর্থ উপার্জন করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জীবন যাপন
করার নিন্দা করা হয়েছে, কারণ এই প্রকার মনোভাবের ফলে মানুষ অন্ধকার নরকে
পতিত হয়। চার প্রকার পাপকর্ম হচ্ছে অবৈধ যৈনসঙ্গ, মাংসাহার, আসবপান
এবং দ্যুতক্রীড়া। তার ফলে দুঃখ-মুদ্রাপূর্ণ আর একটি জড় শরীর গ্রহণ করতে
হয়। বেদে বলা হয়েছে—অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ। জীব প্রকৃতপক্ষে এই
জড় জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু জড় ইন্দ্রিয়গুলি ভোগ করার প্রবণতার
ফলে, তাকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। ভগবন্তত্ত্বের সঙ্গ প্রভাবে
জীবকে সর্বদ্যুতসুন্দর করে তোলা উচিত। পুনরায় আর একটি জড় দেহের বন্ধনে
আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ৫

পর্যভবস্তাবদবোধজাতো

যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্ ।

যাবৎ ক্রিয়ান্তাবদিনং মনো বৈ

কর্মান্বকং যেন শরীরবন্ধঃ ॥ ৫ ॥

পর্যভবঃ—পরাস্ত, দুঃখকষ্ট; তাবৎ—তখন পর্যন্ত; অবোধ-জাতঃ—অজানতা-জনিত; যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; ন—না; জিজ্ঞাসতে—জিজ্ঞাসা করে; আত্মতত্ত্বম্—আত্মতত্ত্ব; যাবৎ—যতক্ষণ; ক্রিয়াঃ—সকাম কর্ম; তাবৎ—ততক্ষণ; ইদম্—এই; মনঃ—মন; বৈ—বাস্তবিকপক্ষে; কর্ম-আত্মকম্—জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন থাকে; যেন—যার দ্বারা; শরীর-বন্ধঃ—এই জড় দেহের বন্ধন।

অনুবাদ

জীব যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে অভিলাষ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে পরাস্ত হয়ে অবিদ্যাজনিত ক্রেশ ভোগ করে। পাপ অথবা পুণ্য উভয় প্রকার কর্মই কর্মফল উৎপন্ন করে। যে কোন প্রকার কর্মে রুচি থাকলেই মন কর্মাবদ্ধ হয়, অর্থাৎ সকাম কর্মের বাসনায় আসক্ত হয়। মন যতক্ষণ বলুণিত থাকে, ততক্ষণ চেতনা আচ্ছাদিত থাকে এবং তার ফলে জীব সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তাকে একের পর এক জড় দেহ ধারণ করতে হয়।

তাৎপর্য

সাধারণত মানুষ মনে করে যে, দুঃখকষ্ট ভোগ যাতে না করতে হয় সেই জন্য পুণ্যকর্মের আচরণ করা উচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। পুণ্যকর্ম আচরণ এবং সৎচিন্তা করলেও দুঃখ-দুর্দশা ভোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মায়ার বন্ধন এবং সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। মনোবর্ষী জ্ঞান এবং পুণ্যকর্ম জড় জগতের সমস্যার সমাধান করতে পারে না। জীবের কর্তব্য তার চিন্তার স্বরূপের অনুসন্ধান করা। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৪/৩৭) বলা হয়েছে—

যথৈধংসি সমিক্লেহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন ।

জানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥

"জ্বলন্ত অগ্নি যেমন ইক্ষনকে ভস্মে পরিণত করে, হে অর্জুন, তেমনি জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মের ফলকে ভস্মসাৎ করে।"

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা এবং তার ক্রিয়া হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হয়। শ্রীমদ্ভগবতেও বলা হয়েছে (১০/২/৩২)—যেহনোহরবিদ্যাক্ষ বিমুক্তমানিন্দ্রিয়ান্তাবদাবিওদ্ধবুদ্ধয়ঃ। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অবগত নয়, সে যদি নিজেকে মুক্ত বলে অভিমানও করে, তবুও সে মুক্ত নয়। আত্মহা কৃষ্ণেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃতমুদ্বলয়ঃ—সেই ব্যক্তি নির্বিশেষ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হলেও, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবার মহিমা অবগত না হওয়ার ফলে, তাকে পুনরায় জড় জগতের বন্ধনে অধঃপতিত হতে হয়। মানুষ যতক্ষণ কর্ম এবং জ্ঞানের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ তাকে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির ক্রেশ ভোগ করতে হয়। কর্মীদের অবশ্যই এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। জ্ঞানীদের সর্বোচ্চ উপলব্ধির স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত, তাকে জড় জগতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। ভগবদ্গীতায় (৭/১৯) বলা হয়েছে—বহুনাং জন্মনামন্তে জন্মবায়াং প্রপদ্যতে । মূল কথা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবকে সর্ব কারণের পরম কারণরূপে জেনে তাঁর শরণাগত হওয়া। কর্মীরা সেই কথা জানে না, কিন্তু যে ভগবদ্ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের সেবার যুক্ত হয়েছেন, তিনি পূর্ণরূপে জ্ঞানে কর্ম কি এবং জ্ঞান কি, তাই সেই শুদ্ধ ভক্ত আর কর্ম এবং জ্ঞানের প্রতি আধারী হন না। অন্যাত্মিলাষিতা-শূন্য জ্ঞানকর্মাদিনাবৃতম্। শুদ্ধ ভক্তিতে জ্ঞান এবং কর্মের লেশ মাত্রও থাকে না। তাই শুদ্ধ ভক্তের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা।

শ্লোক ৬

এবং মনঃ কর্মবশং প্রযুজ্যতে

অবিদ্যাত্মান্যুপদীয়মানে ।

প্রীতিন্ যাবগ্ময়ি বাসুদেবে

ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥ ৬ ॥

এবম্—এইভাবে; মনঃ—মন; কর্ম-বশম্—সকাম কর্মের বশীভূত; প্রযুজ্যতে—কার্য করে; অবিদ্যা—অজ্ঞানের দ্বারা; আত্মনি—জীব যখন; উপদীয়মানে—আচ্ছাদিত; প্রীতিঃ—প্রেম; ন—না; যাবৎ—যতক্ষণ; ময়ি—আমাকে; বাসুদেবে—বাসুদেব কৃষ্ণ; ন—না; মুচ্যতে—মুক্ত হয়; দেহ-যোগেন—জড় দেহের সংস্পর্শ থেকে; তাবৎ—ততক্ষণ।

অনুবাদ

জীব যতক্ষণ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ সে আত্মা এবং পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তার মন তখন সকাম কর্মে বশীভূত থাকে। তাই, আমার থেকে অভিন্ন বাসুদেবে যতক্ষণ না প্রীতির উদয় হয়, ততক্ষণ সে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না।

তাৎপর্য

মন যখন সকাম কর্মের দ্বারা কলুষিত থাকে, তখন জীব এক জড় স্থিতি থেকে আর এক জড় স্থিতিতে উন্নীত হতে চায়। সাধারণত প্রতিটি মানুষই তার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে। এমনকি বৈদিক প্রথা সম্বন্ধে অবগত হলেও, সে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, সেই কথা বুঝতে না পেরে স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়। সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে, তাকে ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ভগবদ্ভক্ত সঙ্গের সান্নিধ্যে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ভগবান বাসুদেবের সেবায় যুক্ত হতে পারে না। বহু জন্ম-জন্মান্তরের জ্ঞানের ফলে বাসুদেবকে জানা যায়। ভগবদ্গীতায় (৭/১৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ভটঃ । বহু জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখকষ্ট ভোগ করার পর, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করার প্রবৃত্তির উদয় হতে পারে। তা যখন হয়, তখন মানুষ প্রকৃত জ্ঞানবান হন এবং ভগবানের শরণাগত হন। জন্ম-মৃত্যুর চক্র রোধ করার এটিই একমাত্র উপায়। দশাধ্যমের ষাটে শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দান করার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড স্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব ।

ওরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ১৯/১৫১)

শ্লোক ৭

যদা ন পশ্যত্যযথা গুণেহাং

স্বার্থে প্রমত্তঃ সহসা বিপশিচ্চ ।

গতস্মৃতিবিন্দতি তত্র তাপা-

নাসাদ্য মৈথুন্যমগারমজ্জঃ ॥ ৭ ॥

যদা—যখন; ন—না; পশ্যতি—দেখে; অযথা—অনর্থক; গুণ-ঈহাম্—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রচেষ্টা; স্ব-অর্থে—স্বার্থে; প্রমত্তঃ—উন্মত্ত; সহসা—অকস্মাৎ; বিপশিচ্চ—জানবান হওয়া সত্ত্বেও; গত-স্মৃতিঃ—স্মৃতি হারিয়ে; বিন্দতি—প্রাপ্ত হয়; তত্র—সেখানে; তাপান্—ক্লেশ; আসাদ্য—লাভ করে; মৈথুন্যম্—মৈথুন সুখপ্রধান; অগারম্—গৃহ; অজ্জঃ—অজানবশত।

অনুবাদ

জ্ঞানবান হওয়া সত্ত্বেও জীব যতক্ষণ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টাকে অনর্থ বলে উপলব্ধি না করে, ততক্ষণ তার স্বরূপ বিশ্বস্তির ফলে সে মৈথুন সুখপ্রধান গৃহের প্রতি আসক্ত থাকে, এবং নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তার অবস্থা একটি মূর্খ পুত্র থেকে কোন অংশে ভেদ নয়।

তাৎপর্য

কনিষ্ঠ ভক্ত অনন্য ভক্ত নয়। অন্যভিলাষিতপুণ্য জ্ঞানকর্মদান্যবৃত্তম্—অন্য ভক্ত হতে হলে, সব রকম জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হতে হয় এবং জ্ঞান ও কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত হতে হয়। ভগবদ্ভক্তির নিম্নতর স্তরে ভক্ত দার্শনিক জ্ঞানের প্রতি আগ্রহশীল হতে পারে। কিন্তু, সেই স্তরেও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা থাকে এবং মানুষ জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হয়। মায়ার প্রভাব এতই প্রবল যে, অত্যন্ত জ্ঞানবান ব্যক্তিও ভুলে যায় সে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিতা দাস। তাই সে মৈথুনাসক্ত হয়ে গৃহস্থ-জীবনেই তৃপ্ত থাকে। মৈথুন সুখের বশীভূত হয়ে সে সব রকম জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করে। অজানতাবশত সে জড়া প্রকৃতির নিয়মরূপ শৃঙ্খলের দ্বারা আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ৮

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং

তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রহিমাহঃ ।

অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তে-

র্জনস্যা মোহোহয়মহং মমেতি ॥ ৮ ॥

পুংসঃ—পুরুষের; স্ত্রিয়াঃ—স্ত্রীর; মিথুনী-ভাবম্—মৈথুন আকর্ষণ; এতম্—এই; তয়োঃ—তাদের উভয়ের; মিথঃ—পরস্পরের; হৃদয়-গ্রহিম্—হৃদয়গ্রহি; আহঃ—

বলা হয়; অতঃ—তারপর; গৃহ—গৃহের দ্বারা; ক্ষেত্র—ক্ষেত্র; সূত—সন্তান; আগু—
আত্মীয়স্বজন; বিত্তে—(এবং) সম্পদের দ্বারা; জনস্যা—জীবের; মোহঃ—মোহ;
অয়ম্—এই; অহম্—আমি; মম—আমার; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি। এই
ব্রাহ্ম আসক্তিই স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের হৃদয়গ্রন্থি-স্বরূপ এবং তার ফলেই জীবের
দেহ, গৃহ, সম্পত্তি, সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও ধন-সম্পদাদিতে “আমি এবং আমার”
বুদ্ধিরূপ মোহ উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

মৈথুন আকাঙ্ক্ষা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি
করে, এবং তাদের যখন বিবাহ হয়, তখন সেই আকর্ষণ আরও দৃঢ় হয়। স্ত্রী
এবং পুরুষের পরস্পরের প্রতি এই আকর্ষণের ফলে মোহের সৃষ্টি হয় এবং তখন
জীব মনে করে, “এই পুরুষটি আমার পতি” অথবা “এই রমণীটি আমার পত্নী”।
একে বলা হয় হৃদয়গ্রন্থি। বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতেই হোক অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদের
ফলেই হোক, স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেলেও এই গ্রন্থিটি
উন্মোচন করা অত্যন্ত কঠিন। প্রত্যেক অবস্থাতেই পুরুষ সর্বদাই স্ত্রীলোকের কথা
চিন্তা করে, এবং স্ত্রীলোক সর্বদাই পুরুষের কথা চিন্তা করে। এইভাবে মানুষ
পরিবার, সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততির প্রতি আসক্ত হয়, যদিও সেগুলি সবই
অনিত। মানুষ দুর্ভাগ্যবশত তার ধন-সম্পদ ইত্যাদির বন্ধনে আসক্ত হয়। এমনকি
সন্ন্যাসী হওয়ার পরেও তারা মন্দির অথবা অন্যান্য সম্পত্তির প্রতি আসক্ত হয়ে
পড়ে, তবে সেই আকর্ষণ পারিবারিক আকর্ষণের মতো দৃঢ় নয়। পারিবারিক
আসক্তি হচ্ছে সব চাইতে প্রবল মোহ। সত্য-সংহিতায় বলা হয়েছে—

ব্রহ্মাদ্যা যাজ্ঞবল্কাদ্যা মুচ্যন্তে স্ত্রীসহায়িনঃ ।

বোধান্তে কেচনৈতেষাং বিশেষম্ চ বিদো বিদুঃ ॥

কখনও কখনও দেখা যায় যে, ব্রহ্মার মতো মহাপুরুষদের কাছে স্ত্রী এবং সন্তান-
সন্ততি বন্ধনের কারণ নয়। পঞ্চাশতের পত্নী আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধনে এবং
মুক্তি লাভে সহায়তা করে। অধিকাংশ মানুষই দাম্পত্য সম্পর্কের গ্রন্থির দ্বারা
আবদ্ধ, এবং তার ফলে তারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে যায়।

শ্লোক ৯

যদা মনোহৃদয়গ্রন্থিরস্যা

কর্মানুবদ্ধো দৃঢ় আল্পথেষ্ট ।

তদা জনঃ সম্পরিবর্ততেহস্মাদ্

মুক্তঃ পরং যাত্যতিহায় হেতুম্ ॥ ৯ ॥

যদা—যখন; মনঃ—মন; হৃদয়-গ্রন্থিঃ—হৃদয়গ্রন্থি; অস্যা—এই ব্যক্তির; কর্ম-
অনুবদ্ধঃ—পূর্বকৃত কর্মফলের বন্ধনের দ্বারা; দৃঢ়ঃ—অত্যন্ত প্রবল; আল্পথেষ্ট—
শিথিল হয়; তদা—তখন; জনঃ—বদ্ধ জীব; সম্পরিবর্ততে—বিমুখ হয়; অস্মাৎ—
মৈথুন জীবনের আসক্তি থেকে; মুক্তঃ—মুক্ত; পরম্—চিৎ-জগতে; যাতি—যায়;
অতিহায়—পরিতাগ করে; হেতুম্—মূল কারণ।

অনুবাদ

যখন মানুষের কর্মফল-জনিত সুদৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হয়, তখন সে গৃহ, কলত্র,
সন্তান ইত্যাদির প্রতি অনাসক্ত হয়। এইভাবে সে তার সংসার বন্ধনের মূল কারণ
“আমি ও আমার” রূপ অহঙ্কারাদি পরিতাগ করে বিমুক্ত হয় এবং পরম পদ
প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

সাধু সঙ্গের ফলে এবং ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলে, কেউ যখন প্রকৃত জ্ঞান
লাভ করে ধীরে ধীরে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখন তাঁর হৃদয়গ্রন্থি শিথিল
হয়। এইভাবে বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে জীব ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার যোগ্যতা
অর্জন করে।

শ্লোক ১০-১৩

হংসে গুরৌ ময়ি ভক্ত্যানুবৃত্তা

বিতৃষ্ণয়া দ্বন্দ্বতিতিক্ষয়া চ ।

সর্বত্র জন্তোর্বাসনাবগতা

জিজ্ঞাসয়া তপসেহানিবৃত্তা ॥ ১০ ॥

মৎকর্মভিন্নমৎকথয়া চ নিত্যং

মদেনবসঙ্গাদ্ গুণকীর্তনায়ৈ ।

নির্বৈরসাম্যোপশমেন পুত্রা

জিহাসয়া দেহগেহান্নবুদ্ধেঃ ॥ ১১ ॥

অধ্যাত্মযোগেন বিবিক্তসেবয়া

প্রাণেন্দ্রিয়ান্নাভিজয়েন সন্ধ্যাক্ ।

সচ্ছুদ্ধয়া ব্রহ্মচর্যেণ শশ্বদ্

অসম্প্রমাদেন যমেন বাচাম্ ॥ ১২ ॥

সর্বত্র মন্তাববিচক্ষণেন

জ্ঞানেন বিজ্ঞানবিরাজিতেন ।

যোগেন ধৃত্যদ্যমসত্ত্বযুক্তো

লিঙ্গং ব্যাপোহেৎকুশলোহহমাখ্যম্ ॥ ১৩ ॥

হংসে—পরমহংস বা আধ্যাত্মিক স্তরে সব চাহিতে উন্নত; ওরো—ওরুদেবে; ময়ি—
পরমেশ্বর ভগবান আমাকে; ভক্ত্যা—ভক্তির দ্বারা; অনুবৃত্তা—অনুসরণ করে;
বিতৃষ্ণয়া—ইন্দ্রিয়তৃষ্ণার প্রতি বিরক্তির দ্বারা; ছন্দ—জড় জগতের বৈত ভাবের;
তিতিক্রিয়া—সহিষ্ণুতার দ্বারা; চ—ও; সর্বত্র—সর্বত্র; জন্তোঃ—জীবের; রাসন—
দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা; অবগত্যা—উপলব্ধি করে; জিজ্ঞাসয়া—তত্ত্ব জিজ্ঞাসার দ্বারা;
তপসা—তপস্যার দ্বারা; দ্বৈহা-নিবৃত্তা—ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করার
দ্বারা; মৎ-কর্মভিঃ—আমার জন্য কর্ম করার দ্বারা; মৎ-কথয়া—আমার বিষয়ে শ্রবণ
করার দ্বারা; চ—ও; নিত্যম্—সর্বদা; মৎ-দেব-সঙ্গাৎ—আমার ভক্তদের সঙ্গ করার
দ্বারা; ওৎ-কীর্তনাৎ মে—আমার দিব্য গুণাবলীর মহিমা কীর্তন করার দ্বারা;
নির্বৈর—শত্রুতা রহিত; সাম্য—আত্মজ্ঞানের প্রভাবে সকলের প্রতি সমদর্শী হয়ে;
উপশমেন—ক্লেশ, শোক ইত্যাদি উপশমের দ্বারা; পুত্রাঃ—হে পুত্রগণ; জিহাসয়া—
পরিহাস করার বাসনার দ্বারা; দেহ—দেহসহ; গেহ—গৃহসহ; আশ্ন-বুদ্ধেঃ—স্বল্পপ
উপলব্ধি; অধ্যাত্ম-যোগেন—শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা; বিবিক্ত-সেবয়া—নির্জন স্থানে
বাস করার দ্বারা; প্রাণ—প্রাণবায়ু; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়সমূহ; আশ্ন—মন; অভিজয়েন—
সংযত করার দ্বারা; সন্ধ্যাক্—সম্পূর্ণরূপে; মৎ-ব্রহ্ময়া—শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে;
ব্রহ্মচর্যেণ—ব্রহ্মচর্যের দ্বারা; শশ্বৎ—সর্বদা; অসম্প্রমাদেন—মোহাচ্ছন্ন না হয়ে;
যমেন—সংযমের দ্বারা; বাচাম্—বাণীর; সর্বত্র—সর্বত্র; মৎ-ভাব—আমার কথা চিন্তা
করে; বিচক্ষণেন—দর্শন দ্বারা; জ্ঞানেন—জ্ঞানের বিকাশের দ্বারা; বিজ্ঞান—জ্ঞানের
ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা; বিরাজিতেন—উদ্ভাসিত; যোগেন—ভক্তিযোগের

অনুশীলনের দ্বারা; ধৃতি—ধৈর্য; উদ্যম—উৎসাহ; সত্ত্ব—বিবেক; যুক্তঃ—সমন্বিত
হয়ে; লিঙ্গম্—জড় বস্তুনের কারণ; ব্যাপোহেৎ—পরিহাস করিতে পারে;
কুশলঃ—সর্বমঙ্গল সহকারে; অহম-আখ্যম্—অহঙ্কার, জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে
নিজের ভ্রান্ত পরিচিতি।

অনুবাদ

হে পুত্রগণ, আধ্যাত্মিক চেতনায় অতি উন্নত পরমহংসকে ওরুদেবরূপে বরণ করা
উচিত। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তিপ্রাণ হও।
ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি বিরক্ত হয়ে সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ—এই দ্বন্দ্বভাব সহ্য কর।
স্বর্গলোকে উন্নীত হলেও জীব যে দুঃখ-দুর্দশার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে
না, সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা কর। তত্ত্বানুসন্ধান কর। তারপর ভগবদ্ভক্তি
লাভের জন্য সব রকম তপস্যা কর। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সমস্ত প্রচেষ্টা পরিত্যাগ
করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হও। ভগবানের কথা শ্রবণ কর, এবং সর্বদা
ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ কর। ভগবানের মহিমা কীর্তন কর এবং চিন্ময় স্তরে সকলকে
সমদৃষ্টিতে দর্শন কর। শত্রুতা বর্জন কর, এবং ক্লেশ ও শোক দমন কর। দেহ,
গেহ ইত্যাদিতে মমত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করে শাস্ত্র অধ্যয়ন কর। নির্জন স্থানে বাস
কর এবং প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সর্বতোভাবে সংযত করার অভ্যাস কর। শাস্ত্রের
প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাপ্রাণ হও এবং সর্বদা ব্রহ্মচর্য পালন কর। অনর্থক বাক্যালাপ
বর্জন করে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর। সর্বদা ভগবানের কথা চিন্তা কর এবং
উপযুক্ত পাত্র থেকে জ্ঞান অর্জন কর। এইভাবে ভক্তিযোগ সাধন করে ধৈর্য,
যত্ন ও বিবেক যুক্ত হলে, তোমরা অহঙ্কার থেকে মুক্ত হতে পারবে।

তাত্পর্য

এই চারটি শ্লোকে স্বভবদেব তাঁর পুত্রদের বলেছেন, কিভাবে অহঙ্কার এবং ভববন্ধন
থেকে উৎপন্ন হয় যে স্বরূপ বিশ্রম তা থেকে তাঁরা মুক্ত হতে পারেন। উপরোক্ত
বিধি অনুশীলনের ফলে, মানুষ ধীরে ধীরে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।
এই সমস্ত বিধি অনুশীলনের ফলে, জড় দেহের বন্ধন থেকে (লিঙ্গং ব্যাপোহেৎ)
মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্বরূপ লাভ করা যায়। প্রথমে ওরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করতে
হয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোখামী তাঁর ভক্তিসামুদয়সিদ্ধিতে বলেছেন—
শ্রীওরুদাম্রাশ্রয়ঃ। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, শ্রীওরুদেবের
শরণাগত হতে হয়। তদ্বিজ্ঞানার্থং স ওরুম্ এবাভিগচ্ছৎ। শ্রীওরুদেবের কাছে
তত্ত্ব অনুসন্ধান করে এবং তাঁর সেবা করে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করা

যায়। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন স্বভাবতই আহার, নিদ্রা, সাজসজ্জাদি ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁর আসক্তি হ্রাস পায়। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে আধ্যাত্মিক স্তরে স্থিত থাকা যায়। মদ্যেন্দ্রিয় শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। তথাকথিত বহু ধর্ম রয়েছে যাতে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হয়, কিন্তু এখানে সংস্কৃত বলতে শ্রীকৃষ্ণই যাঁর আরাধ্য শ্রীবিগ্রহ কেবল তাঁরই সঙ্গ বোঝানো হয়েছে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে দ্বন্দ্ব-তিতিকা। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জড় জগতে থাকে, ততক্ষণ তাকে জড় দেহের সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতেই হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন—তাংস্তিতিক্ষুঃ ভারত। এই জড় জগতের অনিত্য সুখ এবং দুঃখকে কিভাবে সহ্য করতে হয়, সেই শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন। পরিবারের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ব্রহ্মচার্য পালন করা অবশ্য কর্তব্য। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ধর্মপন্থীর সঙ্গে সঙ্গ করা হলেও তা ব্রহ্মচার্য, কিন্তু অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ধর্মবিরুদ্ধ এবং তার ফলে পারমার্থিক উন্নতি ব্যাহত হয়। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে বিজ্ঞান-বিরাজিত। সবকিছুই অত্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মতভাবে এবং সচেতনভাবে করা উচিত। মানুষকে আত্ম-তত্ত্ববত্তা হওয়া উচিত। এইভাবে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রীমদ্ব্যাক্য বলেছেন, এই চারটি শ্লোকের মূল কথা হচ্ছে যে, ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বাসনামুক্ত কর্ম থেকে বিরত হয়ে, সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবার যুক্ত হওয়া উচিত। অর্থাৎ, ভক্তিযোগ হচ্ছে মুক্তির পথ। শ্রীল মদ্ব্যাক্য অধ্যায় থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

আত্মনোহবিহিতং কর্ম বজ্রমিহান্যকর্মণঃ।

কামস্য চ পরিত্যাগো নিরীহেত্যাধরুত্তমাঃ ॥

আত্মার কল্যাণের জন্যই কার্য করা উচিত, এবং অন্য সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করা উচিত। কেউ যখন এই স্থিতি লাভ করেন, তখন তিনি বাসনা রহিত হন। প্রকৃতপক্ষে, জীব সর্বতোভাবে বাসনামুক্ত হতে পারে না, কিন্তু তিনি যখন কেবল আত্মার মঙ্গলের বাসনা করেন, তখন তাঁকে বাসনারহিত বলা যায়।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞানসমম্বিতম্। কেউ যখন পূর্ণরূপে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সমন্বিত হন, তখন তিনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। জ্ঞান শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে পরম পুরুষ বলে জানা। বিজ্ঞান শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যে কার্যকলাপ অজ্ঞান এবং সংসার বন্ধন থেকে জীবকে মুক্ত করে। শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৯/৩১) উল্লেখ করা হয়েছে—জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্ বিজ্ঞানসমম্বিতম্। ভগবানের জ্ঞান পরম গুহ্য, এবং যেই পরম জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে জানা যায়, তা

সমস্ত জীবের মুক্তির পথ সুগম করে। ভগবদ্গীতায় (৪/৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

তাত্ত্বা দেহং পুনীর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥

“হে অর্জুন, যে ব্যক্তি তত্ত্বভাবে জানে যে, আমার জন্ম এবং কর্ম দিবা, সে তার দেহ ত্যাগ করার পর, আর এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করে না, পক্ষান্তরে সে আমার নিত্যধাম প্রাপ্ত হয়।”

শ্লোক ১৪

কর্মশয়ং হৃদয়গ্রন্থিবন্ধ-

মবিদ্যাসাদিতমগ্রমন্তঃ।

অনেন যোগেন যথোপদেশং

সমাদ্যপোহ্যোপারমৈত যোগাৎ ॥ ১৪ ॥

কর্ম-আশয়ম্—সকাম কর্মের বাসনা; হৃদয়-গ্রন্থি—হৃদয়গ্রন্থি; বন্ধম্—বন্ধন; অবিদ্যা—অবিদ্যার ফলে; আসাদিতম্—প্রাপ্ত; অগ্রমন্তঃ—যে মোহাচ্ছন্ন নয়, অত্যন্ত সাবধান; অনেন—এর দ্বারা; যোগেন—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; যথা-উপদেশম্—যেভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে; সম্যক্—সম্পূর্ণরূপে; ব্যাপোহ্য—মুক্ত হয়ে; উপরমৈত—বিরত হওয়া উচিত; যোগাৎ—মুক্তি লাভের উপায়-স্বরূপ যোগ অভ্যাস থেকে।

অনুবাদ

হে পুত্রগণ, আমি তোমাদের যে উপদেশ দিলাম, অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে সেই উপদেশ অনুসারে আচরণ কর। তার ফলে তোমরা সকাম কর্মের বাসনারূপ অবিদ্যা থেকে মুক্ত হবে এবং হৃদয়গ্রন্থি সম্যকরূপে ছিন্ন হবে। তারপর অধিক উন্নতি সাধনের জন্য তোমাদের এই মুক্তির উপায়ও ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ, মুক্তির উপায়ের প্রতিও তোমরা আসক্ত হয়ো না।

তাৎপর্য

মুক্তির উপায় হচ্ছে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, অর্থাৎ পরমতত্ত্বের অন্বেষণ। সাধারণত ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে বলা হয় নেতি নেতি, অর্থাৎ যেই পথের দ্বারা জাগতিক বন্ধন

বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরমতত্ত্বের অন্বেষণ করা হয়। চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই পন্থা বলবৎ থাকে। চিন্ময় স্তরকে বলা হয় ব্রহ্মভূত স্তর, বা আত্ম-উপলব্ধির স্তর। ভগবদ্গীতার (১৮/৫৪) বর্ণনা অনুসারে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাম্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্ত্রিণি লভতে পরম ॥

“এইভাবে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হলে, তৎক্ষণাৎ পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে সমাক্রান্তে প্রসন্ন হওয়া যায়। তখন আর কোন শোক থাকে না অথবা আকাঙ্ক্ষাও থাকে না; তার ফলে সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া যায়। সেই স্তরে আমার প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ হয়।”

চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরাভক্তি লাভ করা। তা লাভ করতে হলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন, কিন্তু কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন আর জ্ঞানের অন্বেষণ করতে হয় না। অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার স্থিতি হচ্ছে মুক্ত অবস্থা।

মাং ৮ যোহবতিচারেণ ভক্তিরোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীত্যতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

(ভগবদ্গীতা ১৪/২৬)

অবিচলিতভাবে ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে ব্রহ্মভূত অবস্থা। এই শ্লোকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ হচ্ছে অনেন যোগেন যথোপদেশম্। শ্রীগুরুদেবের উপদেশ অচিরেই পালন করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীগুরুদেবের আদেশ কখনও লঙ্ঘন করা উচিত নয়। কেবল গ্রন্থ পাঠ করেই হবে না, সেই সঙ্গে শ্রীগুরুদেবের আদেশ (যথোপদেশম্) পালন করা উচিত। সেহাযবুদ্ধি পরিত্যাগ করার জন্যই কেবল যোগ অভ্যাস করার প্রয়োজন। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন আর যোগ অভ্যাস করার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ, যোগ অনশীলন ত্যাগ করা যেতে পারে কিন্তু ভগবদ্ভক্তি কখনও ত্যাগ করা যায় না। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৭/১০) বলা হয়েছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রহা অগুরুক্রমে ।

কুব্জাহৈতুকীং ভক্তিমিখলুতগোহরিঃ ॥

মুক্ত পুরুষেরাও (আত্মারাম) সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। আত্ম-উপলব্ধির পর যোগ অভ্যাস পরিত্যাগ করা যেতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই

ভগবদ্ভক্তি ত্যাগ করা যায় না। আত্ম-উপলব্ধির জন্য সমস্ত কার্যকলাপ, এমনকি যোগ এবং জ্ঞানও পরিত্যাগ করা যেতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান সর্বদাই করণীয়।

শ্লোক ১৫

পুত্রাংশ্চ শিষ্যাংশ্চ নৃপো গুরুবা

মল্লোক্তকামো মদনুগ্রহার্থঃ ।

ইথং বিমন্যুরনুশিষ্যাদতজ্জ্ঞান

ন যোজয়েৎ কর্মসু কর্মমুতান্ ।

কং যোজয়নুজোহর্থং লভেত

নিপাতয়ননুদৃশং হি গর্তে ॥ ১৫ ॥

পুত্রান্—পুত্রগণ; চ—এবং; শিষ্যান্—শিষ্যাগণ; চ—এবং; নৃপঃ—রাজা; গুরুঃ—শ্রীগুরুদেব; বা—অথবা; মংল্লোক্তকামঃ—আমার ধামে উন্নীত হওয়ার বাসনায়; মৎ—অনুগ্রহ-অর্থঃ—আমার কৃপা লাভ করাই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করবে; ইথম্—এইভাবে; বিমন্যঃ—ক্রোধমুক্ত; অনুশিষ্যাৎ—শিক্ষা দেওয়া উচিত; অতৎ—জ্ঞান—অতত্ত্বজ্ঞ; ন—না; যোজয়েৎ—যুক্ত হওয়া উচিত; কর্মসু—সকাম কর্মে; কর্মমুতান্—কেবল পাপ অথবা পুণ্য কর্মে রত; কর্ম—কি; যোজয়ন—যুক্ত হয়ে; মনুজঃ—মানুষ; অর্থম্—লাভ; লভেত—প্রাপ্ত হতে পারে; নিপাতয়ন—পতিত হয়ে; ননুদৃশম্—আধাধ্যিক দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত; হি—বাস্তবিকপক্ষে; গর্তে—অন্ধকূপে।

অনুবাদ

কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তাহলে ভগবানের কৃপা লাভই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে তাঁকে মনে করতে হবে। পিতা পুত্রদের, গুরু শিষ্যদের এবং রাজা প্রজাদের এই প্রকার শিক্ষাই দান করবেন। শিষ্য, পুত্র অথবা প্রজা যদি সেই আদেশ অনুসরণ করতে কখনও কখনও অক্ষম হয়, তাহলেও ক্রুদ্ধ না হয়ে তাদের উপদেশ দান করতে থাকা উচিত। যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি পাপ এবং পুণ্য কর্মে যুক্ত, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। সর্বদাই সকাম কর্ম পরিত্যাগ করা কর্তব্য। মোহাক্ষ শিষ্য, পুত্র ও প্রজাদের যদি সকাম কর্মে নিযুক্ত করে সংসার-কূপে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তারা কি পুরুষার্থ লাভ করবে? তা অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্ধকূপে পতিত হওয়ার মতো।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/২৬) বলা হয়েছে—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসন্ধিনাম্ ।

জ্ঞায়ৈৎ সর্বকর্মণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন ॥

“জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে সকাম কর্মে আসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তির মনকে বিচলিত করা উচিত নয়। তাদের কর্ম থেকে বিরত না হয়ে, ভগবদ্ভক্তিমূলক কর্মে নিযুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করা উচিত।”

শ্লোক ১৬

লোকঃ স্বয়ং শ্রেয়সি নষ্টদৃষ্টি-

যোঁহর্ধান্ সমীহেত নিকামকামঃ ।

অন্যোন্য়বিঃ সুখলেশহেতো-

রনন্তদুঃখং চ ন বেদ মূঢ়ঃ ॥ ১৬ ॥

লোকঃ—ব্যক্তি; স্বয়ম্—স্বয়ং; শ্রেয়সি—মঙ্গল লাভের পন্থা; নষ্টদৃষ্টিঃ—অন্ধ; যঃ—যারা; অর্ধান্—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বস্তুসমূহ; সমীহেত—আকাংক্ষা করে; নিকামকামঃ—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বহু বাসনায়ুক্ত; অন্যোন্য়বিঃ—পরস্পরের প্রতি দ্বর্ষাপরায়ণ হয়ে; সুখলেশহেতোঃ—কেবল অনিত্য জড় সুখের জন্য; অনন্তদুঃখম্—অন্তহীন ক্রেশ; চ—ও; ন—করে না; বেদ—জানা; মূঢ়ঃ—মূর্খ।

অনুবাদ

অজ্ঞানভাবশত বিষয়াসক্ত ব্যক্তির তাদের মঙ্গল লাভের উপায় অবগত নয়। তারা নিতান্ত কামাসক্ত হয়ে ভোগ্য বিষয়সমূহের জন্যই সর্বদা অভিলাষ করে। সেই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তির অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখের জন্য পরস্পরের প্রতি দ্বর্ষাপরায়ণ হয় এবং তার ফলে অন্তহীন দুঃখকষ্ট ভোগ করে। কিন্তু তারা এতই মূর্খ যে, সেই কথা তারা বুঝতে পারে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে নষ্টদৃষ্টিঃ শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে, ‘যারা ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারে না’। এক দেহ থেকে আর এক দেহে জীব দেহান্তরিত হয়,

এবং এই জীবনের কার্যকলাপ অনুসারে পরবর্তী জীবনে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ হয়। যারা নির্বোধ, যাদের ভবিষ্যৎ দর্শন করার ক্ষমতা নেই, তারাই কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি করে লড়াই করে। তার ফলে সে তার পরবর্তী জীবনে দুঃখকষ্ট ভোগ করে, কিন্তু অন্ধ হওয়ার দরুন সে এইভাবেই কর্ম করতে থাকে এবং তার ফলে অন্তহীন দুঃখকষ্ট ভোগ করে। এই প্রকার ব্যক্তিকে বলা হয় মূঢ় অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তি যে জীবনের চরম লক্ষ্য সেই কথা না জেনে, যে কেবল তার সময়ের অপচয় করে। ভগবদ্গীতায় (৭/২৫) বর্ণনা করা হয়েছে—

নাহং প্রকাশঃ সর্বদা যোগমায়াসমাবৃতঃ ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥

“আমি মুখদের কাছে কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি সর্বদা যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি, এবং এইভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে তারা অজ্ঞ এবং অব্যয় আমাকে জানতে পারে না।”

কঠোপনিষদে বলা হয়েছে—অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্তমানঃ স্বয়ং বীরাঃ পণ্ডিতঃ মন্যমানঃ । অজ্ঞান মানুষেরা নেতৃত্ব লাভের আশায় অন্য অন্ধ ব্যক্তিদের কাছে যায়, কিন্তু তার ফলে উভয়েই দুঃখভোগ করে। এক অন্ধ আর এক অন্ধকে অন্ধরূপে নিয়ে ফেলে।

শ্লোক ১৭

কন্তুং স্বয়ং তদভিজ্ঞো বিপশ্চিদ্

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানম্ ।

দৃষ্ট্বা পুনন্তুং সমৃণঃ কুবুদ্ধিঃ

প্রয়োজয়েদুপপথগং যথাক্রম্ ॥ ১৭ ॥

কঃ—কে; তম্—তাকে; স্বয়ম্—স্বয়ং; তৎ-অভিজ্ঞঃ—তত্ত্বজ্ঞ; বিপশ্চিদ্—বিদ্বান্; অবিদ্যায়াম্ অন্তরে—অজ্ঞানভাবশত; বর্তমানম্—বিরাজমান থেকে; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; পুনঃ—পুনরায়; তম্—তাকে; সমৃণঃ—অত্যন্ত কৃপাময়; কুবুদ্ধিঃ—সংসার মার্গে লিপ্ত; প্রয়োজয়েৎ—প্রবৃত্ত হয়; উপপথগম্—বিপথগামী; যথা—যেমন; অক্রম্—অন্ধ।

অনুবাদ

কেউ যদি অজ্ঞানী হয় এবং সংসার মার্গে আসক্ত হয়, তাহলে যথার্থ জ্ঞানবান, কৃপালু এবং পারমার্থিক মার্গে উন্নত কোনও ব্যক্তি কিভাবে তাকে সকাম কর্মে প্রবৃত্ত করে জড় জগতের বন্ধনে আরও বেশি করে আবদ্ধ করতে পারেন? কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি বিপথে গমন করে, তাহলে কি কোন সজ্ঞান ব্যক্তি তাকে সেই বিপদের দিকে আগ্রসর হতে দিতে পারেন? কোন জ্ঞানবান অথবা দয়ালু ব্যক্তি কখনও তা হতে দেন না।

শ্লোক ১৮

॥ গুরুন্ স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ

পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ ।

দৈবং ন তৎস্যাৎ পতিশ্চ স স্যা-

ন মোচয়েৎ যঃ সমুপেতমৃত্যুং ॥ ১৮ ॥

গুরুঃ—গুরুদেব; ন—না; সঃ—তিনি; স্যাৎ—হওয়া উচিত; স্ব-জনঃ—আত্মীয়; ন—না; সঃ—তঁার; স্যাৎ—হওয়া উচিত; পিতা—পিতা; ন—না; সঃ—তিনি; স্যাৎ—হওয়া উচিত; জননী—মাতা; ন—না; সা—তিনি; স্যাৎ—হওয়া উচিত; দৈবম্—আরাধ্য দেবতা; ন—না; তৎ—তা; স্যাৎ—হওয়া উচিত; ন—না; পতিঃ—পতি; চ—ও; সঃ—তিনি; স্যাৎ—হওয়া উচিত; ন—না; মোচয়েৎ—উদ্ধার করতে পারেন; যঃ—যিনি; সমুপেতমৃত্যুং—সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার মার্গ থেকে।

অনুবাদ

যিনি তাঁর আশ্রিত জনকে সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার মার্গ থেকে উদ্ধার করতে না পারেন, তাঁর গুরু, পিতা, পতি, জননী অথবা পূজ্য দেবতা হওয়া উচিত নয়।

তাৎপর্য

বহু গুরু রয়েছে, কিন্তু স্বযত্নেব উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ যদি তাঁর শিষ্যকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে উদ্ধার করতে না পারেন, তাহলে তাঁর গুরু হওয়া উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত না হলে, সংসার আবর্ত থেকে নিজেকে উদ্ধার করা যায় না। তাক্কা দেহ পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন। ভগবদ্ধামে ফিরে

গেলেই কেবল জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। কিন্তু তত্ত্ব ভগবানকে না জানলে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায় কি করে? জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেতি তত্ত্বতঃ।

স্বযত্নেব এই উপদেশের বহু দৃষ্টান্ত আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই। সংসার আবর্ত থেকে উদ্ধার করতে পারেননি বলে, বলি মহারাজ তাঁর গুরু শুক্লাচার্যকে ত্যাগ করেছিলেন। শুক্লাচার্য শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন না। তিনি অল্পবিস্তর সকাম কর্মে প্রবৃত্ত ছিলেন এবং বলি মহারাজ যখন ভগবান বিষ্ণুকে তাঁর সর্বস্ব দান করার প্রতিজ্ঞা করেন, তখন শুক্লাচার্য তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে সর্বস্ব নিবেদন করাই কর্তব্য, কারণ সবকিছুই ভগবানের। তাই ভগবদ্গীতার (৯/২৭) ভগবান উপদেশ দিয়েছেন—

যৎকরোষি যদশ্রাসি যচ্ছূহোষি দদাসি যৎ ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষু মদপগম্ ॥

“হে কৌন্তেয়, তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যা কিছু যজ্ঞে নিবেদন কর, যা কিছু দান কর এবং যে সমস্ত তপস্যার অনুষ্ঠান কর, তা সবই আমাকে অর্পণ কর।” এটিই হচ্ছে ভক্তি। ভগবদ্ভক্ত না হলে সবকিছু ভগবানকে নিবেদন করা যায় না। যিনি তা পারেন না, তাঁর পক্ষে গুরু, পিতা, পতি, মাতা হওয়া উচিত নয়। তাই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের ত্যাগ করেছিলেন। সংসারচক্র রূপ আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে না পারার ফলে, পত্নীর পতিকে ত্যাগ করার এটিই হচ্ছে একটি দৃষ্টান্ত। তেমনিই, প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতাকে ত্যাগ করেছিলেন, এবং ভরত তাঁর জননীকে ত্যাগ করেছিলেন (জননী ন সা স্যাৎ)। দৈবম্ শব্দটি দেবতা অথবা আশ্রিতদের পূজা যারা গ্রহণ করেন, তাঁদের বোঝান হয়েছে। সাধারণত গুরুদেব, পতি, পিতা, মাতা এবং গুরুবর্গীয় আত্মীয়-স্বজনদের কনিষ্ঠদের পূজা গ্রহণ করেন, কিন্তু এখানে স্বযত্নেব তা নিষেধ করেছেন। প্রথমে পিতা, গুরু অথবা পতিকে অবশ্যই আশ্রিতদের জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হতে হবে। তা যদি তাঁরা না পারেন, তাহলে তাঁদের অবৈধ কর্মের জন্য তাঁদের কলঙ্কের সমুদ্রে নিমজ্জিত হতে হবে। গুরু যেভাবে শিষ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অথবা পিতা যেমন তাঁর পুত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, ঠিক সেইভাবে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাঁর আশ্রিতদের দায়িত্বভার গ্রহণ করা। জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে আশ্রিতদের উদ্ধার করতে না পারলে, এই দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করা যায় না।

শ্লোক ১৯

ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যং

সদ্বৎ হি মে হৃদয়ং যত্র ধর্মঃ ।

পৃষ্ঠে কৃতো মে যদধর্ম আরাঢ়

অতো হি মামৃষতঃ প্রাহুরাযাঃ ॥ ১৯ ॥

ইদম্—এই; শরীরম্—দেহ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; মম—আমার; দুর্বিভাবম্—অচিন্তনীয়; সদ্বৎ—জড়া প্রকৃতির গুণবিশিষ্ট; হি—বাস্তবিকপক্ষে; মে—আমার; হৃদয়ম্—হৃদয়; যত্র—যেখানে; ধর্মঃ—প্রকৃত ধর্ম, ভক্তিব্যোগ; পৃষ্ঠে—পিছনে; কৃতঃ—তৈরি করে; মে—আমার দ্বারা; যৎ—যেহেতু; অধর্মঃ—অধর্ম; আরাঢ়—বহু দূরে; অতো—অতএব; হি—বাস্তবিকপক্ষে; মাম্—আমাকে; ঋষতম্—শ্রেষ্ঠ পুরুষ; প্রাহুঃ—ডাকে; আযাঃ—পারমাণিক জীবনে যারা উন্নত অথবা শ্রদ্ধার গুরুজন।

অনুবাদ

আমার চিন্ময় দেহ (সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ) ঠিক একটি মানুষের মতো, কিন্তু তা মনুষ্য-শরীর নয়। এই তত্ত্ব অচিন্তনীয়। আমি জড়া প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হয়ে কোন বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করি না; আমি স্বেচ্ছায় এই শরীর গ্রহণ করি। আমার হৃদয় শুদ্ধ সত্ত্বময়, এবং আমি সর্বদা আমার ভক্তদের কল্যাণের কথা চিন্তা করি। তাই প্রকৃত ধর্ম যে ভক্তির পন্থা তা আমার হৃদয়ে রয়েছে, এবং তা আমার ভক্তদের জন্য। অধর্মকে আমি আমার হৃদয় থেকে বহু দূরে পরিত্যাগ করেছি। যারা অধর্মিক বা অভক্ত, তাদের প্রতি আমার কোন অনুরাগ নেই। আমার এই সমস্ত দিব্য গুণাবলীর জন্য আর্থগণ আমাকে ঋষভদেব, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বা ভগবান বলে সম্বোধন করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যম্ পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সাধারণত দুই প্রকার শক্তি অনুভব করি—জড়া শক্তি এবং চিৎশক্তি। জড়া শক্তি (মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার) সম্বন্ধে আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে, কারণ এই জড় জগতে সকলেরই শরীর এই উপাদান দিয়ে গঠিত। এই জড় শরীরে আত্মা রয়েছে, কিন্তু আমাদের জড় চক্ষুর দ্বারা তা আমরা

দেখতে পাই না। কিন্তু যখন আমরা চিৎশক্তিতে পূর্ণ একটি শরীর দর্শন করি, তখন আমরা বুঝে উঠতে পারি না কি করে চিৎশক্তির একটি শরীর থাকতে পারে। এখানে বলা হয়েছে যে, ভগবান ঋষভদেবের শরীর সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়; তাই তা জড় বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে হৃদয়দম করা অত্যন্ত কঠিন। জড় বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় শরীরের ধারণা অচিন্তনীয়। আমাদের ইঞ্জিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা যখন আমরা কোন বিষয় বুঝতে পারি না, তখন সেই সম্বন্ধে বেদের বাণী আমাদের অবশ্যই মনে নিতে হবে। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ । ভগবানেরও রূপসমবিশিষ্ট শরীর রয়েছে, কিন্তু সেই শরীর জড় উপাদানের দ্বারা গঠিত নয়। তা সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। ভগবান তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তাঁর চিন্ময় স্বরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হতে পারেন, কিন্তু যেহেতু চিন্ময় শরীর সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাই আমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে ভগবানের রূপকে জড় বলে দর্শন করি। মায়াবাদীরা চিন্ময় শরীরের কোন ধারণাই করতে পারে না। তারা বলে যে চিৎবস্তু নীলাকার, এবং যখন তারা কোন আকার দর্শন করে, তখন তারা মনে করে যে তা জড়। ভগবদগীতায় (৯/১১) বলা হয়েছে—

অবজানন্তি মাং মুঢ়া মানুযীং অনুশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

“আমি যখন নররূপ নিয়ে অবতরণ করি, তখন মুখেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব এবং পরম ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে জানে না।”

নির্বোধ মানুষেরা মনে করে যে, ভগবান জড়া শক্তির দ্বারা গঠিত দেহ ধারণ করেন। জড় শরীর যে কি বস্তু তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি, কিন্তু চিন্ময় শরীর সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। তাই ঋষভদেব বলেছেন—ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যম্। চিৎ-জগতে সকলেরই চিন্ময় শরীর রয়েছে। সেখানে জড় অস্তিত্বের কোন ধারণা নেই। চিৎ-জগতে কেবল সেবা সম্পাদন এবং সেবা গ্রহণ হয়। সেখানে কেবল সেবা, সেবা এবং সেবক রয়েছে। এই তিনটি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, এবং তাই চিৎ-জগৎকে বলা হয় পরম। সেখানে জড় কলুষের লেশমাত্রও নেই। সম্পূর্ণরূপে জড়াতীত হওয়ার ফলে, ভগবান ঋষভদেব বলেছেন যে, তাঁর হৃদয় ধর্মের দ্বারা বিরচিত। ধর্মের বিশ্লেষণ করে ভগবদগীতায় (১৮/৬৬) বলা হয়েছে—সর্বধর্মনি পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। চিৎ-জগতে প্রতিটি জীবই ভগবানের শরণাগত এবং সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় ভূত্রে অধিষ্ঠিত। যদিও সেখানে

সেবক, সেবা এবং সেবা রয়েছে, তা সবই চিন্ময় এবং বৈচিত্র্যময়। আমাদের জড় ধারণার ফলে, আমাদের পক্ষে এখন সবকিছুই *দুর্বিভাব্য* অর্থাৎ অচিন্ত্য। ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার ফলে, তাঁকে বলা হয় স্বভভ। যেসব ভাষায়, *নিভো নিত্যানাম্*। আমরাও চিন্ময়, কিন্তু আমরা অধীন তত্ত্ব। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষোত্তম। স্বভভ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'প্রমুখ' অথবা 'পরম' এবং 'তা পরমেশ্বর ভগবানকেই বোঝায়।

শ্লোক ২০

তস্মাদ্ভবন্তো হৃদয়েন জাতাঃ

সর্বে মহীয়াংসমুং সনাতন্ম।

অক্ৰিষ্টবুদ্ধা ভরতং ভজক্ষমঃ

ওশ্ৰবণং তন্তরণং প্রজানাম্ ॥ ২০ ॥

তস্মাৎ—অতএব (যেহেতু আমি পরমেশ্বর ভগবান); হৃদয়েন—তোমরা; হৃদয়েন—হৃদয় থেকে; জাতাঃ—জন্মগ্রহণ করেছে; সর্বে—সকলে; মহীয়াংসমুং—শ্রেষ্ঠ; অমুম্—তা; সনাতন্ম—প্রাচীন; অক্ৰিষ্টবুদ্ধা—জড় কলুষবিহীন তোমাদের বুদ্ধির দ্বারা; ভরতম্—ভরত; ভজক্ষমম্—সেবা কর; ওশ্ৰবণম্—সেবা; তৎ—তা; ভরণম্—প্রজানাম্—প্রজাদের পালন করে।

অনুবাদ

হে পুত্রগণ, সমস্ত চিন্ময় ওণের আধার আমার হৃদয় থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছে। তাই তোমাদের মাংসবর্ষ পরায়ণ বিষয়ীদের মতো হওয়া উচিত নয়। তোমরা তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভক্তশ্রেষ্ঠ ভরতের আনুগত্যে থেকো। তোমরা যদি ভরতের সেবায় যুক্ত হও, তাহলে তার ফলে আমরাও সেবা হবে এবং তোমাদের প্রজাপালনাদি কর্তব্যসমূহও সাবলীলভাবে সম্পাদিত হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে হৃদয় শব্দটির অর্থ হচ্ছে বক্ষঃস্থল। হৃদয় শব্দে উঃ-কেও বলা হয়। হৃদয় বক্ষের অভ্যন্তরে অবস্থিত, এবং সন্তান যদিও উপস্থের দ্বারা উৎপন্ন হয়, তবুও প্রকৃতপক্ষে তার জন্ম হয় হৃদয় থেকে। হৃদয়ের অবস্থা অনুসারে বীর্য শরীরের রূপ ধারণ করে। তাই বৈদিক প্রথা, সন্তান প্রজননের সময় গর্ভাধান

সংস্কারের দ্বারা হৃদয় পবিত্র করা হয়। স্বভভদেবের হৃদয় সর্বদাই নিম্নলুপ্ত এবং চিন্ময় ছিল। তার ফলে তাঁর হৃদয় থেকে জাত তাঁর সব কয়টি পুত্রই আধ্যাত্মিক প্রকৃতি-সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বভভদেব তাঁদের বলেছিলেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনি তাঁদের তাঁর সেবা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। ভরত মহারাজের সব কয়টি ভ্রাতাকেই স্বভভদেব উপদেশ দিয়েছিলেন ভরতের সেবায় যুক্ত থাকতে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, পরিবারের সদস্যদের প্রতি এইভাবে আসক্ত হওয়ার উপদেশ তিনি কেন দিলেন, কারণ পূর্বে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, গৃহ এবং পরিবারের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু, মহীয়াংসমুং পাদরজেহভিক্ষক অর্থাৎ মহীয়াং বা পারমার্থিক মার্গে অত্যন্ত উন্নত মহাশয় সেবা করার উপদেশও দেওয়া হয়েছে। মহৎসেবাং দ্বারমাহবিমুক্তোঃ—মহৎ বা উন্নত ভ্রূরের ভক্তের সেবা করার ফলে, মুক্তির দ্বার খুলে যায়। স্বভভদেবের পরিবারকে একজন সাধারণ বিষয়ীর পরিবারের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। স্বভভদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত মহারাজ বিশেষভাবে মহান ছিলেন। তাই তাঁর আনন্দ বিধানের জন্য তাঁর অন্য পুত্রদের তাঁর সেবা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। সেটিই তাঁদের কর্তব্য ছিল।

পরমেশ্বর ভগবান ভরত মহারাজকে এই লোকের প্রধান শাসক হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। সেটিই ভগবানের প্রকৃত পরিকল্পনা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আমরা দেখতে পাই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুদ্ধিষ্ঠিরকে এই লোকের সম্রাট করতে চেয়েছিলেন। তিনি দুর্ধোদনকে সেই পদটি কখনই দিতে চাননি। পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান স্বভভদেবের হৃদয় হচ্ছে হৃদয়ং যত্র ধর্মঃ। ভগবদ্গীতাতেও ধর্মের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে—পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হও। ধর্ম রক্ষা করার জন্য (পরিভ্রাণায় সাধুনাম্), ভগবান সর্বদা চান পৃথিবীর শাসক যেন একজন ভক্ত হয়। তাহলে সবকিছুই সকলের মঙ্গলের জন্য সুন্দরভাবে সম্পাদিত হয়। যখন কোন অসুর পৃথিবী অধিকার করে, তখন সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বর্তমানে এই জগৎ প্রজাতন্ত্রের প্রতি উন্মুখ হয়েছে, কিন্তু জনসাধারণ সাধারণত রক্ত এবং তমোগুণের দ্বারা কলুষিত। তাই তারা উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের নেতৃত্বের মনোনয়ন করতে পারে না। অজ্ঞান শুল্কেরা ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে; তার ফলে আর একজন শুল্ক ভোটে জিতে রাষ্ট্রপতির পদ অধিকার করে, এবং ভৎস্কাং সমস্ত সরকার কলুষিত হয়ে যায়। মানুষ যদি কঠোর নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্গীতার নীতি অনুসরণ করে, তাহলে তারা ভগবানের ভক্তকে রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত করবে। তখন আপনা থেকেই শাসন ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

স্বয়ভদ্রদেব তাই ভারত মহারাজকে এই লোকের সম্ভটিক্রমে অনুমোদন করেছিলেন। ভগবানের ভক্তের সেবা করা মানে ভগবানেরই সেবা করা, কারণ ভক্ত সর্বদাই ভগবানেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। ভক্ত যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন সরকার সকলেরই জন্য অনুকূল এবং মঙ্গলময় হয়ে ওঠে।

শ্লোক ২১-২২

ভূতেশু বীরুদ্ভা উদুত্তমা যে

সরীসৃপাশ্বেষু সর্বোদনিষ্ঠাঃ ।

ততো মনুষ্যাঃ প্রমথাস্ততোহপি

গন্ধর্বসিদ্ধা বিবুধানুগা যে ॥ ২১ ॥

দেবাসুরেভ্যো মঘবৎপ্রধানা

দক্ষাদয়ো ব্রহ্মসূতাঃ তেষাম্ ।

ভবঃ পরঃ সোহথ বিরিক্ষবীৰ্যঃ

স মৎপরোহংহং দ্বিজদেবদেবঃ ॥ ২২ ॥

ভূতেশু—চেতন এবং অচেতন সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে; বীরুদ্ভাঃ—বৃক্ষ থেকে; উদুত্তমাঃ—অনেক শ্রেষ্ঠ; যে—যারা; সরীসৃপাঃ—ভৃঙ্গ ইত্যাদি গমনশীল প্রাণী; তেষু—তাদের মধ্যে; স-বোধ-নিষ্ঠাঃ—যাদের বুদ্ধি বিকশিত; ততঃ—তাদের থেকে; মনুষ্যাঃ—মনুষ্যগণ; প্রমথঃ—ভূত-প্রেত; ততঃ—অপি—তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ; গন্ধর্ব—গন্ধর্বগণ; সিদ্ধাঃ—সিদ্ধগণ; বিবুধ-অনুগাঃ—কিন্নরগণ; যে—যারা; দেব—দেবতা; অসুরেভ্যঃ—অসুরদের থেকে; মঘবৎ-প্রধানাঃ—ইন্দ্র প্রমুখ; দক্ষ-আদয়ঃ—দক্ষ আদি; ব্রহ্ম-সূতাঃ—ব্রহ্মার পুত্রগণ; তু—তাহলে; তেষাম্—তাদের; ভবঃ—শিব; পরঃ—শ্রেষ্ঠ; সঃ—তিনি (শিব); অথ—অধিকন্তু; বিরিক্ষবীৰ্যঃ—ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন; সঃ—তিনি (ব্রহ্মা); মৎ-পরঃ—আমার ভক্ত; অহং—আমি; দ্বিজ-দেব-দেবঃ—ব্রাহ্মণদের পূজক অথবা ব্রাহ্মণদের প্রভু।

অনুবাদ

চিৎ এবং অচিৎ—এই দুই প্রকার প্রকাশিত শক্তির মধ্যে পার্থক্যাদি জড় পদার্থ থেকে সজীব বৃক্ষ ইত্যাদি (বনস্পতি, তৃণ, গুল্ম এবং বৃক্ষ) শ্রেষ্ঠ। স্থাবর বৃক্ষ থেকে গমনক্ষম সরীসৃপ শ্রেষ্ঠ। সরীসৃপ থেকে উন্নততর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পশুরা

শ্রেষ্ঠ। পশুদের থেকে মানুষ শ্রেষ্ঠ, এবং মানুষ থেকে ভূত-প্রেত শ্রেষ্ঠ কারণ তাদের স্থূল দেহ নেই। তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব, এবং গন্ধর্বদের থেকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ। সিদ্ধদের থেকে শ্রেষ্ঠ কিন্নর এবং তাঁদের থেকে শ্রেষ্ঠ অসুর। অসুরদের থেকে দেবতারা শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ইন্দ্র। ইন্দের থেকে শ্রেষ্ঠ দক্ষ আদি ব্রহ্মার পুত্রগণ, এবং ব্রহ্মার পুত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শিব। শিব ব্রহ্মার পুত্র বলে ব্রহ্মা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রহ্মাও আমার অধীন। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণদের আমার পূজ্য বলে মনে করি, তাই ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ব্রাহ্মণদের ভগবানের থেকে উচ্চগদ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণদের পরিচালনায় সরকার পরিচালিত হওয়া উচিত। যদিও স্বয়ভদ্রদেব তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভারতকে সমগ্র পৃথিবীর সম্ভট হওয়ার উপযুক্ত বলে পরামর্শ দিয়েছেন, তবুও তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণদের নির্দেশ পালন করে যথাযথভাবে পৃথিবী শাসন করতে। ভগবানের আরাধনা হয় ব্রহ্মণ্যদেব রূপে। ভগবান ভক্ত অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ। ব্রাহ্মণ বলতে অবশ্য তথাকথিত জাত ব্রাহ্মণদের বোঝায় না, যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের বোঝায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আটটি গুণ থাকার উচিত, যার উল্লেখ চতুर्वিংশতি শ্লোকে করা হয়েছে। যথা—শম, দম, সত্য, তিতিক্ষা ইত্যাদি। ব্রাহ্মণদের পূজা সর্বদা করা উচিত এবং শাসকদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের পরিচালনায় প্রজা শাসন করা। দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগে অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষেরা রাষ্ট্রনেতা নির্বাচন করেন না, এবং রাষ্ট্রনেতারও যোগ্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। তার ফলে সর্বত্রই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। জনসাধারণকে কৃষকতন্ত্রের শিক্ষা দেওয়া উচিত, যার ফলে গণতান্ত্রিক প্রথা অনুসারী তাঁরা ভারত মহারাজের মতো উত্তম ভক্তকে রাষ্ট্রের নেতরূপে নির্বাচন করতে পারেন। রাষ্ট্রনেতা যদি যোগ্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে সবকিছুই সর্বাসুন্দর হয়ে উঠবে।

এই শ্লোকে পরোক্ষভাবে বিবর্তনের পন্থার উল্লেখ করা হয়েছে। জড়ের থেকে জীবনের উদ্ভব হওয়ার যে আধুনিক মতবাদ তা এই শ্লোকে কিয়দংশে সমর্থিত হয়েছে, কারণ এখানে বলা হয়েছে ভূতেশু বীরুদ্ভাঃ। অর্থাৎ, বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম ইত্যাদি উদ্ভিদ জড় পদার্থ থেকে শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে বলা যায় যে জড়ের বনস্পতিরূপে জীবদের প্রকাশ করার ক্ষমতা রয়েছে। এই অর্থে জড় থেকে জীবনের প্রকাশ

হয়, তেমনই আবার জড়েরও প্রকাশ হয় জীবন থেকে। ভগবদ্গীতায় (১০/৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, অহং সর্বস্য প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে—“আমি সমস্ত চেতন এবং জড় জগতের উৎস। সবকিছুই আমার থেকেই প্রকাশিত হয়।”

দুই প্রকার শক্তি রয়েছে—জড় এবং চেতন—এবং উভয়ই মূলত শ্রীকৃষ্ণ থেকে আসছে। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষ। যদিও বলা যেতে পারে যে, জড় জগতে জীবনশক্তির উদ্ভব হয় জড় পদার্থ থেকে, তাহলেও স্বীকার করতে হবে যে, জড় পদার্থের উদ্ভব হয়েছে পরম পুরুষ থেকে। নিত্যো নিত্যানাং চেতনচেতনানাম। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে জড় এবং চেতন উভয়ই পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে জীব যখন ব্রাহ্মণের স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন পরম ব্রাহ্মের উপাসক, এবং পরম ব্রাহ্ম ব্রাহ্মণদের পূজা করেন। পঞ্চান্তরে বলা যায় যে, ভক্ত ভগবানের অধীন, এবং ভগবানও তাঁর ভক্তের প্রসন্নতা বিধান করতে চান। ব্রাহ্মণকে বলা হয় ষিজদেব, এবং ভগবানকে বলা হয় ষিজদেবদেব। তিনি ব্রাহ্মণদেরও ঈশ্বর।

শ্রীচেতন্য-চরিতামৃতে (মধ্যলীলা, ঊনবিংশতি অধ্যায়) বিবর্তনবাদের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে—

তার মধ্যে ‘স্বাবর’, ‘জঙ্গম’—দুই ভেদ ।
জঙ্গমে ত্রিবি-জল-স্থলচর-বিভেদ ॥
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অমর্ত্য ।
তার মধ্যে মেঘ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্ধেক বেদ ‘মুখে’ মানে ।
বেদনিষ্ঠ পাপ করে, ধর্ম নাহি গণে ॥
ধর্মচারি-মধ্যে বহুত ‘কর্মনিষ্ঠ’ ।
কোটি-কর্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক ‘জ্ঞানী’ শ্রেষ্ঠ ॥
কোটিজ্ঞানি-মধ্যে হয় একজন ‘মুক্ত’ ।
কোটিমুক্ত-মধ্যে ‘দুর্লভ’ এক কৃষ্ণভক্ত ॥

দুই প্রকার জীব রয়েছে—স্বাবর এবং জঙ্গম। জঙ্গমদের মধ্যে পক্ষী, পশু, জলচর, মানুষ ইত্যাদি রয়েছে। তাদের মধ্যে মানুষ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাদের সংখ্যা অল্প। এই অল্পসংখ্যক মানুষদের মধ্যে রয়েছে মেঘ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ইত্যাদি বহু নিম্ন স্তরের মানুষ। যারা বেদ মানে, সেই যথেষ্ট উন্নত মানুষেরা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যারা বর্ণাশ্রম নামক বৈদিক প্রথা মানে, তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই প্রকৃতপক্ষে

তা মানে। আবার যারা তা মানে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই কর্মনিষ্ঠ অর্থাৎ উচ্চলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য পুণ্যকর্ম করেন। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ যততি সিদ্ধয়ে—হাজার হাজার সাক্ষ্য কর্মে আসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন জ্ঞানী দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ দার্শনিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির কর্মীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। যততমসি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ—বেশি তত্ত্বতঃ—বহু জ্ঞানীর মধ্যে হয়তো একজন জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন, এবং কোটি কোটি মুক্ত পুরুষদের মধ্যে হয়তো একজন কৃষ্ণভক্ত হতে পারেন।

শ্লোক ২৩

ন ব্রাহ্মণৈস্তুল্যে ভূতমন্যঃ

পশ্যামি বিপ্রাঃ কিমতঃ পরং তু ।

যস্মিন্ভূতিঃ প্রভুতং শ্রদ্ধয়াহ-

মশ্যামি কামং ন তথ্যিহোহোত্র ॥ ২৩ ॥

ন—না; ব্রাহ্মণৈঃ—ব্রাহ্মণের সঙ্গে; তুল্যে—সমান বলে মনে করি; ভূতম্—জীব; অন্যৎ—অন্য; পশ্যামি—আমি দেখি; বিপ্রাঃ—হে সমাগত ব্রাহ্মণগণ; কিম্—কেন কিছু; অতঃ—ব্রাহ্মণদের থেকে; পরম্—শ্রেষ্ঠ; তু—নিশ্চিতভাবে; যস্মিন্—যাদের থেকে; ভূতিঃ—মানুষদের দ্বারা; প্রভুতম্—যথার্থভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর নিবেদিত ভোজন; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা এবং প্রীতিপূর্বক; অহম্—আমি; অশ্যামি—আহার করি; কামম্—পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে; ন—না; তথা—সেই প্রকার; অগ্নি-হোত্রে—অগ্নিহোত্র যজ্ঞে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, আমি এই জগতের কোন প্রাণীকে ব্রাহ্মণের সমতুল্য বা ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি না। আমার মনোভাব সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তির যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর, শ্রদ্ধা এবং প্রীতি সহকারে ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন প্রদান করার মাধ্যমে আমাকে ভোজন করায়। যখন এইভাবে আমাকে অন্ন নিবেদন করা হয়, তখন তা আমি পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে আহার করি। প্রকৃতপক্ষে, এইভাবে প্রদত্ত ভোজন আমি অগ্নিহোত্র যজ্ঞে নিবেদিত ভোজন থেকে অধিক তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে, যজ্ঞ সমাপ্তির পর ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে প্রসাদ সেবা করানো হয়। ব্রাহ্মণেরা যখন সেই প্রসাদ ভোজন করেন, তখন মনে করা হয় যে ভগবান স্বয়ং ভোজন করছেন। তাই কেউই যোগ্য ব্রাহ্মণের তুল্য নন। বিবর্তনের চরম পূর্ণতা হচ্ছে ব্রাহ্মণ স্তরে অবস্থিত হওয়া। যে সভ্যতা ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় অথবা ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয় না, তা অবশ্যই নিন্দনীয়। বর্তমান মানব-সভ্যতা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, এবং তার ফলে অধিক থেকে অধিকতর মানুষ বিভিন্ন প্রকার নেশায় আসক্ত হচ্ছে। কেউই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে না। আসুরিক সভ্যতা উগ্র কর্ম বা ভয়ঙ্কর কার্যকলাপে অগ্রহণীল, এবং তার ফলে তাদের অন্তরীণ কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য বড় বড় কলকারখানা তৈরি হচ্ছে। পরিণামে মানুষ সরকারের কর যোগাতে ব্যতিব্যস্ত হচ্ছে। মানুষেরা অধার্মিক হয়ে পড়েছে এবং তারা আর ভগবদগীতার নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে না। যজ্ঞাদ্ ভবতি পূজন্যঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে, মেঘ উৎপন্ন হয় এবং বৃষ্টি হয়। যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের ফলে, যথেষ্ট পরিমাণে অন্ন উৎপন্ন হয়। সমাজের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভগবদগীতার নীতি অনুসরণ করা। তাহলে মানুষ অত্যন্ত সুখী হবে। অমাদ্ ভবতি ভূতানি—পশুপাখি এবং মানুষেরা যখন যথেষ্ট পরিমাণে অন্ন আহার করে, তখন তারা বলবান হয়, তাদের হৃদয় নির্মল হয় এবং মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তারা তখন জীবনের পরম উদ্দেশ্য, পারমার্থিক জীবনের প্রতি অগ্রসর হতে পারে।

শ্লোক ২৪

ভূতা তনুরুশতী মে পুরাণী

যেনেহ সত্ত্বং পরমং পবিত্রম্ ।

শমো দমঃ সত্যম্নুগ্রহশ্চ

তপস্তিত্তিকানুভবশ্চ যত্র ॥ ২৪ ॥

ভূতা—চীময় তত্ত্ব অধ্যয়নের দ্বারা বা ধারণ করা হয়; তনুঃ—দেহ; উশতী—জড় কলুষ থেকে মুক্ত; মে—আমার; পুরাণী—শাস্ত; যেন—যাঁর দ্বারা; ইহ—এই জড় জগতে; সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; পরমম্—পরম; পবিত্রম্—পবিত্র; শমঃ—মন সংযম; দমঃ—ইন্দ্রিয় সংযম; সত্যম্—সত্যনিষ্ঠা; অনুগ্রহঃ—কৃপা; চ—এবং; তপঃ—

তপস্চর্যা; তিত্তিকা—সহনশীলতা; অনুভবঃ—ভগবান এবং জীব সত্ত্বকে উপলব্ধি; চ—এবং; যত্র—যেখানে।

অনুবাদ

শব্দরূপে বেদ আমার শাস্ত্র অবতারণ। তাই বেদ হচ্ছে শব্দরূপ। এই জগতে ব্রাহ্মণেরা সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেন এবং যেহেতু তাঁরা বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করেন, তাই তাঁদের মূর্তিমান বেদ বলে মনে করা হয়। ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণে অবস্থিত, তাই তাঁরা শম, দম, সত্য, অনুগ্রহ, তপস্যা, সহিষ্ণুতা, অনুভব—এই আটটি গুণের দ্বারা গুণাবৃত। অতএব সমস্ত জীবের মধ্যে কেউই ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে ব্রাহ্মণের যথার্থ বর্ণনা। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন তিনি যিনি মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা বৈদিক শিক্ষাত হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তিনি সমস্ত বেদের সত্যবাণী প্রচার করেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবদগীতায় (১৫/১৫) বলা হয়েছে—বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদোঃ। সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করার দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চীময় স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যিনি বেদের সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তিনিই সত্যের প্রচার করতে পারেন। তিনি জড় জগতের বিতাপ দুঃখ অজরিত বদ্ধ জীবদের প্রতি কৃপাপরায়ণ। তিনি জানেন যে কৃষ্ণভক্তির অভাবের ফলেই তাদের এই দুঃখ-দুর্দশা, তাই তিনি তাদের কৃষ্ণভক্তি দান করে আনন্দময় স্তরে উন্নীত করেন। বদ্ধ জীবদের আধ্যাত্মিক জীবনের মূল্য সত্ত্বকে শিক্ষা দান করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চিত্ত-জগৎ থেকে অবতরণ করেন। তিনি তাদের তাঁর শরণাগত হতে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন। তেমনিই ব্রাহ্মণেরাও বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা লাভ করার পর, বদ্ধ জীবদের উদ্ধার কার্যে ভগবানকে সাহায্য করেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁদের সাত্বিক গুণাবলীর জন্য ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, এবং তাঁরা এই জড় জগতে সমস্ত বদ্ধ জীবাত্মাদের মঙ্গল সাধনে রত।

শ্লোক ২৫

মত্তোহপানন্তাপরতঃ পরশ্মাৎ

স্বর্গাপবর্গাধিপতের্ন কিস্কিৎ ॥

যেবাং কিমু স্যাদিতরেণ তেষা-

মকিঞ্চনানং ময়ি ভক্তিভাজাম্ ॥ ২৫ ॥

মন্তঃ—আমার থেকে; অপি—ও; অনন্তাঃ—শক্তি এবং ঐশ্বর্যে অসীম; পরতঃ পরম্মাৎ—উচ্চতম থেকে উচ্চতর; স্বর্গ-অপবর্গ-অধিপতেঃ—স্বর্গসুখ এবং মুক্তি প্রদানে সমর্থ; ন—না; কিঞ্চিৎ—কোন কিছু; যেষাম্—যাঁদের; কিম্—কি প্রয়োজন; উ—আহা; স্যাৎ—থাকতে পারে; ইতরেণ—অন্য কিছুর সঙ্গে; তেষাম্—তাঁদের; অকিঞ্চনানাম্—যাঁর কোন প্রয়োজন নেই অথবা কোন কিছু অধিকার করার বাসনা নেই; ময়ি—আমাকে; ভক্তি-ভাজ্যাম্—ভক্তি করেন।

অনুবাদ

আমি সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ, সর্ব শক্তিমান এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। আমি স্বর্গসুখ ও মুক্তি প্রদানকারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণেরা আমার কাছ থেকে কোন রকম জড়-জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করেন না। তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র এবং অকিঞ্চন। তাঁরা কেবল আমাতেই ভক্তি করেন। অন্য কারোর কাছে জাগতিক লাভের জন্য তাঁদের প্রার্থনা করার আর কি প্রয়োজন?

তাৎপর্য

আদর্শ ব্রাহ্মণোচিত গুণের বর্ণনা এখানে করা হয়েছে—অকিঞ্চনানাং ময়ি ভক্তিভাজ্যাম্। ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত; তার ফলে তাঁদের কোন রকম জাগতিক অভাব নেই এবং তাঁরা কোন কিছু নিজের বলে দাবিও করেন না। ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে উৎসুক শুদ্ধ বৈষ্ণবদের অবস্থা বিশ্লেষণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবন্তুজ্ঞানোন্মুখস্য (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ১১/৮)। যীরা প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান তাঁরা হচ্ছেন নিষ্কিঞ্চন, অর্থাৎ, তাঁদের কোন জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বাসনা নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন, সন্দর্শনিং বিষয়িনাম্ অথ যোষিতাং চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্যতোহপ্যাসাম্—জড় ঐশ্বর্য এবং স্বীকৃতির মাধ্যমে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ বিষ পান করার থেকেও ভয়ঙ্কর। যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ বৈষ্ণব, তাঁরা সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন এবং সব রকম জাগতিক লাভের বাসনা থেকে তাঁরা মুক্ত। ব্রাহ্মণেরা জড় সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব ইত্যাদি দেবতাদের পূজা করেন না। এমনকি তাঁরা জড়-জাগতিক লাভের জন্য ভগবানের কাছেও প্রার্থনা করেন না; তাই এখানে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, এই জগতে ব্রাহ্মণেরাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ জীব। শ্রীকপিলদেবও শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৯/৩০) সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন—

তস্মাদ্ভ্যার্পিতাশেষক্রিয়াখ্যা নিরন্তরঃ।

ময্যার্পিতাঙ্গনঃ পুংসো ময়ি সনোক্তকর্মণঃ।

ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তৃঃ সমদর্শনাৎ ॥

ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবায় রত। এইভাবে ভগবানের সেবায় উৎসর্গীকৃত ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই।

শ্লোক ২৬

সর্বাণি মচ্ছিত্যতয়া ভবন্তি-

শচরাণি ভূতানি সূতা ধ্রুবাণি।

সন্তাবিতব্যানি পদে পদে বো

বিবিক্তদৃগভিস্তদু হার্ষণং মে ॥ ২৬ ॥

সর্বাণি—সমস্ত; মচ্ছিত্যতয়া—আমার অধিষ্ঠান বলে; ভবন্তি—তোমাদের দ্বারা; চরাণি—জন্ম; ভূতানি—ভূতসমূহ; সূতাঃ—হে পুত্রগণ; ধ্রুবাণি—স্বাবর; সন্তাবিতব্যানি—সম্মান করা উচিত; পদে পদে—প্রতিফল; বঃ—তোমাদের দ্বারা; বিবিক্ত-দৃগভিঃ—ভগবান যে পরমাত্মারূপে সর্বব্যাপ্ত সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করার ফলে, যাঁর দৃষ্টি নির্মল হয়েছে; তৎ উ—পরোক্ষভাবে তা; হ—নিশ্চিতভাবে; অর্হণম্—শ্রদ্ধা নিবেদন করে; মে—আমাকে।

অনুবাদ

হে পুত্রগণ, স্বাবর অথবা জন্ম কোন জীবের প্রতিই মাৎসর্য পরায়ণ হয়ো না। আমি তাদের সকলের মধ্যে বিরাজ করছি জেনে সর্বদা তাদের সম্মান করো, তাহলে আমার প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিবিক্ত-দৃগভিঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে মাৎসর্যশূন্য। প্রতিটি জীবই ভগবানের মন্দির, কারণ পরমাত্মারূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। ব্রহ্মসংহিতায় প্রতিপন্ন হয়েছে—অণ্ডাতরস্থং পরমাণুচয়াজরহ্ম। ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে অবস্থিত। আবার তিনি

প্রতিটি পরমাণুতেও অবস্থিত। বেদের বাণী অনুসারে—ঈশাবাস্যামিদং সর্বম্। ভগবান সর্বত্র বিরাজ করছেন, এবং যেখানেই তিনি বিরাজ করেন সেটিই হচ্ছে তাঁর মন্দির। আমরা দূর থেকেও মন্দিরকে প্রণাম করি। তেমনই সমস্ত জীবদেরও সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। এই তত্ত্ব সর্বেশ্বরবাদ থেকে ভিন্ন। সর্বেশ্বরবাদ মনে করে যে, সবকিছুই ভগবান। সবকিছুই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত কারণ ভগবান সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সবকিছুই ভগবান। ধনী এবং দরিদ্রের ভেদভাবের ভিত্তিতে কিছু মুর্থলোক যে দরিদ্র-নারায়ণ পূজার প্রচলন করেছে, সেই ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা কখনও প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। নারায়ণ ধনী অথবা দরিদ্র উভয়ের মধ্যেই রয়েছেন। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, দরিদ্রদের মধ্যেই নারায়ণ রয়েছেন। তিনি সর্বত্রই রয়েছেন। উন্নত ভক্ত সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেন—এমনকি কুকুর-বিড়ালকে পর্যন্ত।

বিদ্যাবিনয়সম্পদে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী।

ওনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতঃ সমদর্শিনঃ ॥

“বিনয় মহাত্মা তাঁর যথার্থ জ্ঞানের প্রভাবে, একজন বিদ্যা ও ক্রিয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, একটি গাভী, হস্তী, কুকুর এবং স্বপচ বা চণ্ডালকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন।” (ভগবদ্গীতা ৫/১৮) এই সমদর্শিনঃ শব্দটির অর্থ এই নয় যে, জীব ও ভগবান সমান। জীব এবং ভগবানের পার্থক্য নিত্য। প্রতিটি জীবই ভগবান থেকে ভিন্ন। বিবিশ্বদৃক্ বা সমদৃক্-এর অজুহাতে জীব এবং ভগবানকে সমান করে দেওয়া একটি মস্ত বড় ভুল। ভগবান যদিও সর্বত্র বিরাজমান, তবুও তাঁর পদ সর্বোচ্চ। শ্রীল মধ্যাচার্য পদ্মপুরাণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—বিবিশ্ব-দৃষ্টি-জীবানাং ধিক্রয়তয়া পরমেশ্বরস্য ভেদদৃষ্টিঃ। “যাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং যিনি নির্মলসর, তিনি ভগবানকে সমস্ত জীব থেকে ভিন্নরূপে দর্শন করতে পারেন, যদিও ভগবান সমস্ত জীবের মধ্যে বিরাজ করছেন।” পদ্মপুরাণ থেকে মধ্যাচার্য আর একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

উপপাদয়েৎ পরায়ানং জীবভোয়া যঃ পদে পদে।

ভেদেনৈব ন চৈতন্মাৎ প্রিয়ো বিবেকান্ত কশ্চন ॥

“যিনি জীবাত্মাকে পরমাত্মা থেকে ভিন্নরূপে দর্শন করেন, তিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।” পদ্মপুরাণে আরও বলা হয়েছে, যো হরেক্ষেব জীবানাং ভেদবক্তা হরঃ প্রিয়ঃ—“যিনি প্রচার করেন যে জীব ভগবান থেকে ভিন্ন, তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়।”

শ্লোক ২৭

মনোবচোদৃক্করণেহিতস্য

সাক্ষাৎকৃতং মে পরিবর্হণং হি।

বিনা পুমান্ যেন মহাবিমোহাৎ

কৃতান্তপাশাণ বিমোক্তুমীশেৎ ॥ ২৭ ॥

মনঃ—মন; বচঃ—বাণী; দৃক্—দৃষ্টি; করণ—ইন্দ্রিয়সমূহের; ইহিতস্য—(দেহ, সমাজ, বন্ধুত্ব ইত্যাদি বজায় রাখার জন্য) সমস্ত কর্মের; সাক্ষাৎকৃতম্—সরাসরিভাবে প্রদত্ত; মে—আমাকে; পরিবর্হণম্—পূজা; হি—যেহেতু; বিনা—ব্যতীত; পুমান্—কোন ব্যক্তি; যেন—যা; মহা-বিমোহাৎ—মহা মোহ থেকে; কৃতান্ত-পাশাৎ—যমরাজের পাশ থেকে; ন—না; বিমোক্তুম্—মুক্ত হওয়ার জন্য; ইশেৎ—সক্ষম হয়।

অনুবাদ

মন, চক্ষু, বাক্য ও অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির যথার্থ কার্য হচ্ছে আমারই সেবায় পূর্ণরূপে নিযুক্ত হওয়া। জীবের ইন্দ্রিয় যদি এইভাবে নিযুক্ত না হয়, তাহলে জীব যমরাজের পাশসদৃশ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না।

তাৎপর্য

নারদ-পঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।

হৃষীকেশ হৃষীকেশেবনং ভক্তিক্র্যতে ॥

এটিই হচ্ছে ভক্তির সারমর্ম। ভগবান স্বয়ম্ভদেব সর্বক্ষণ ভক্তির উপরেই গুরুত্ব দিচ্ছেন, এবং এখন তিনি তাঁর চরম সিদ্ধান্তে বলছেন যে, সব কয়টি ইন্দ্রিয়ই ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় রয়েছে। এই দশটি ইন্দ্রিয় এবং মন পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা উচিত। তা না হলে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ২৮

শ্রীশুক উবাচ

এবমশূন্যাস্বজ্ঞান স্বয়মশুশ্ঠানপি লোকানুশাসনার্থং মহানুভাবঃ
পরমসুহৃদ্ভগবান্ভূতাপদেশ উপশমশীলানামুপরতকর্মণাং মহামুনীনাং
ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং পারমহংস্যধর্মমুপশিক্ষমাণঃ স্বতনয়শতজ্যেষ্ঠং
পরমভাগবতং ভগবজ্জনপরায়ণং ভরতং ধরুণিপালনায়ভিষিচ্য স্বয়ং ভবন
এবোবরিতশরীরমাত্রপরিগ্রহ উন্মত্ত ইব গগনপরিধানঃ প্রকীর্ত্তকেশ
আত্মন্যারোপিতাহবনীয়ো ব্রহ্মাবর্তাৎ প্রব্রাজ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; এবং—এইভাবে; অনুশাস্য—
উপদেশ দিয়ে; আত্ম-জ্ঞান—তার পুত্রদের; স্বয়ম্—স্বয়ং; অনুশিষ্টান্—সুশিক্ষিত;
অপি—যদিও; লোক-অনুশাসন-অর্থম্—মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য; মহা-
অনুভাবঃ—মহাপুরুষ; পরম-সুহৃৎ—সকলের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী; ভগবান্—ভগবান;
ঋত-অপদেশঃ—যিনি ঋতদেব নামে বিখ্যাত; উপশম-শীলানাম্—যাদের জড়
সুখভোগের কোন বাসনা নেই; উপরত-কর্মণাম্—যাঁরা সকাম কর্মে সম্পূর্ণরূপে
উদাসীন; মহা-মুনীনাম্—সম্মানীদের; ভক্তি-ভক্তি; জ্ঞান-দ্বিভা জ্ঞান; বৈরাগ্য—
অনাসক্তি; লক্ষণম্—লক্ষণ; পারমহংস্য—সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ; ধর্মম্—কর্তব্য;
উপশিক্ষমাণঃ—উপদেশ দিয়ে; স্বতনয়—তার পুত্রদের; শত—এক শত; জ্যেষ্ঠম্—
জ্যেষ্ঠ; পরম-ভাগবতম্—সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত; ভগবৎ-জন-পরায়ণম্—ভগবদ্ভক্ত
ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের অনুগামী; ভরতম্—মহারাজ ভরত; ধরুণি-পালনায়—পৃথিবী
শাসনের উদ্দেশ্যে; অভিষিচ্য—রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করে; স্বয়ম্—স্বয়ং;
ভবনে—গৃহে; এবং—যদিও; অবরিত—অবশিষ্ট; শরীর-মাত্র—দেহ মাত্র;
পরিগ্রহঃ—স্বীকার করে; উন্মত্তঃ—উন্মাদ; ইব—সদৃশ; গগন-পরিধানঃ—আকাশকে
তার বসনরূপে গ্রহণ করে; প্রকীর্ত্ত-কেশঃ—আলুলায়িত কেশ; আত্মনি—নিজের
মধ্যে; আরোপিত—আরোপ করে; আহবনীয়ঃ—যজ্ঞাগ্নি; ব্রহ্মাবর্তাৎ—ব্রহ্মাবর্ত
থেকে; প্রব্রাজ—সারা পৃথিবী ভ্রমণ করতে লাগলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে সকলের পরম সুহৃৎ ভগবান ঋতদেব
লোকশিক্ষার জন্য তাঁর পুত্রদের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন, যদিও তাঁরা সকলে
সুশিক্ষিত ছিলেন। বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করার পূর্বে, পিতার পুত্রদের কিভাবে

উপদেশ দেওয়া উচিত, সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য তিনি তাঁদের উপদেশ
দিয়েছিলেন। কর্মবন্ধন মুক্ত নির্ণয় ভক্তিপরায়ণ সম্মানীরাও এই উপদেশ থেকে
শিক্ষালাভ করতে পারেন। ঋতদেব তাঁর শত পুত্রদের এই উপদেশ দিয়েছিলেন,
যাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত ছিলেন পরম ভাগবত এবং বৈষ্ণবদের অনুগত। সারা
পৃথিবী শাসনের জন্য ভগবান ঋতদেব তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজসিংহাসনে
অভিষিক্ত করেছিলেন। তারপর অনেকেই হয়ে শরীরমাত্র পরিগ্রহ করে, উন্মত্তের
মতো দিগম্বর ও বিমুক্ত কেশ হয়ে, আহবনীয় অগ্নিকে নিজের মধ্যে স্থাপন করে
তিনি ব্রহ্মাবর্ত থেকে পরিব্রজে গমন করলেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে ভগবান ঋতদেব তাঁর পুত্রদের যে উপদেশগুলি দিয়েছিলেন, সেগুলি
তাঁদের জন্য ছিল না, কারণ তাঁরা সকলেই সুশিক্ষিত এবং জ্ঞানবান ছিলেন। সেই
উপদেশগুলি তিনি উত্তম ভক্ত হওয়ার অভিলାষী সম্মানীদের জন্য দিয়েছিলেন।
ভক্তিপথের পথিক সম্মানীদের কর্তব্য ভগবান ঋতদেবের উপদেশগুলি পালন
করা। ভগবান ঋতদেব গৃহে অবস্থান কালেও গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ
করে নগ্ন অবস্থায় উন্মত্তের মতো ছিলেন।

শ্লোক ২৯

জড়াক্রমুকবধিরপিষাচোন্মাদকবদবধূতবেবোহভিভাষ্যমাণোহপি জনানাং
গৃহীতমৌনব্রতস্তৃষ্ণীং বভূব ॥ ২৯ ॥

জড়—জড়; অন্ধ—অন্ধ; মুক—মুক; বধির—বধির; পিষাচ—পিষাচ; উন্মাদক—
উন্মাদ; বৎ—সদৃশ; অবধূত-বেষণঃ—অবধূতের মতো (জড় জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট
রহিত); অভিভাষ্যমাণঃ—এইভাবে সম্বোধিত হয়ে (বধির, মুক, অন্ধ বলে); অপি—
যদিও; জনানাম্—জনতার দ্বারা; গৃহীত—গ্রহণ করে; মৌন—মৌন; ব্রতঃ—ব্রত;
তৃষ্ণীম্ বভূব—তিনি নীরব ছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান ঋতদেব অবধূত বেশ ধারণ করে মানব সমাজের মধ্যে জড়, অন্ধ, মুক,
বধির ও পিষাচের মতো বিচরণ করতেন। মানুষ যদিও তাঁকে সেই সমস্ত নামে
সম্বোধন করত, তবুও তিনি মৌনাবলম্বন করে কারোর সঙ্গে বাক্যালাপ
করতেন না।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি কোনও রকম সামাজিক রীতিনীতির অপেক্ষা করেন না, বিশেষ করে বর্ণশ্রম ধর্মের, তাঁকে বলা হয় অবধৃত। কিন্তু এই প্রকার ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তরমুখী হয়ে অবস্থান করেন এবং ভগবানের ধ্যানে মগ্ন থেকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বপূর্ণ থাকেন। অর্থাৎ যিনি বর্ণশ্রম ধর্মের নিয়মগুলি অতিক্রম করেছেন তাঁকে বলা হয় অবধৃত। এই প্রকার ব্যক্তি ইতিমধ্যেই মায়ার বন্ধন অতিক্রম করেছেন, এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ হয়ে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করেন।

শ্লোক ৩০

তত্র তত্র পুরগ্রামাকরখেষ্টবটখর্বটশিবিরব্রজঘোষসার্থগিরিবনাশ্রমাদিষু-
পথমবনিচরাপসদৈঃ পরিভ্রম্যমানো মক্ষিকাভিরিব বনগজস্তর্জনতাড়না-
বমেহনস্তীবনগ্রাবশক্দ্ভজঃপ্রক্ষেপপুতিবাতদুরুক্লেস্তদবিগণয়দেবাসং-
সংস্থান এতস্মিন্ দেহোপলক্ষণে সদপদেশ উভয়ানুভবস্বরূপেণ
স্বমহিমাবস্থানেনাসমারোপিতাহংমমভিমানহ্বাদবিখণ্ডিতমনাঃ পৃথিবী-
মেকচরঃ পরিবভ্রাম ॥ ৩০ ॥

তত্র—ইতস্ততঃ; পুর—নগরী; গ্রাম—গ্রাম; অকর—খনি; খেষ্ট—শস্যক্ষেত্র;
বট—উদ্যান; বট—গিরিতটস্থিত গ্রাম; শিবির—সেনানিবাস; ব্রজ—গোনিবাস;
ঘোষ—গোপনিবাস; সার্থ—তীর্থযাত্রীদের বিক্রামস্থল; গিরি—পর্বত; বন—অরণ্য;
আশ্রম—ঋষিদের আশ্রম; আদিষু—ইত্যাদি; অনুপথম্—তীর ভ্রমণ পথে; অবনিচর-
অপসদৈঃ—দুষ্টিদের দ্বারা; পরিভ্রম্যমানঃ—পরিবৃত্ত হয়ে; মক্ষিকাভিঃ—মাখিদের দ্বারা;
ইব—সদৃশ; বন-গজঃ—বনহস্তী; তর্জন—ভয় প্রদর্শনের দ্বারা; তাড়ন—প্রহার;
অবমেহন—গায়ে প্রহাৰ করা; স্তীবন—গায়ে থুতু ফেলা; গ্রাব-শক্—পাথর এবং
বিষ্ঠা; রজঃ—ধূলি; প্রক্ষেপ—নিক্ষেপ করে; পুতি-বাত—গায়ে অথোবায়ু ত্যাগ;
দুরুক্লেঃ—গালি দিয়ে; তৎ—তা; অবিগণয়ন—গ্রাহ্য না করে; এব—এইভাবে;
অসংস্থানে—ভিন্ন মানুষের অযোগ্য স্থান; এতস্মিন্—এই; দেহ-উপলক্ষণে—
জড় দেহরূপে; সং-অপদেশে—সত্য বলে নির্ণয় করে; উভয়-অনুভব-স্বরূপেণ—
দেহ এবং আত্মার প্রকৃত স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করে; স্ব-মহিম—তীর নিজের মহিমায়;
অবস্থানেন—অবস্থিত হয়ে; অসমারোপিত-অহং-মম-অভিমানহ্বাৎ—“আমি এবং
আমার” এই ভ্রান্ত ধারণা অস্বীকার করে; অবিখণ্ডিত-মনাঃ—অবিচলিত মনে;
পৃথিবীম্—পৃথিবীর সর্বত্র; একচরঃ—একাকী; পরিবভ্রাম—তিনি ভ্রমণ করেছিলেন।

অনুবাদ

ঋষভদেব নগরী, গ্রাম, খনি, কৃষিক্ষেত্র, উপত্যকা, উদ্যান, সেনানিবাস, গোনিবাস, গোপপল্লী, যাত্রীনিবাস, পর্বত, অরণ্য, আশ্রম ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাঁর ভ্রমণের সময় মাখিরা যেমন বনহস্তীকে ঘিরে উদ্ভাস্ত করে, সেইভাবে দুর্জনেরা ভয় প্রদর্শন, তাড়ন, গায়ে প্রহাৰ ও থুতু পরিচাণ, পাথর, বিষ্ঠা ও ধূলি নিক্ষেপ, অশোবায়ু ত্যাগ এবং দুর্বাক্য প্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা তাঁকে নানাভাবে ক্রোধ প্রদান করলেও তিনি সেই সমস্ত গ্রাহ্য করতেন না। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জড় শরীরের পরিণতিই তাই। তিনি চিন্ময় স্তরে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই তিনি এই সমস্ত অবমাননা গ্রাহ্য করতেন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি চিৎ এবং অচিৎ-এর পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, এবং তাই তাঁর কোন রকম দেহাঙ্কবুদ্ধি ছিল না। এইভাবে কারোর প্রতি ক্রুদ্ধ না হয়ে তিনি একাকী সারা পৃথিবী পট্টন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

নারায়ণ দাস ঠাকুর বলেছেন—দেহস্থিতি নাহি যার, সংসার বন্ধন কাহী তার। কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন যে, এই জড় দেহ এবং জড় জগৎ অনিত্য, তখন তিনি আর তাঁর শারীরিক দুঃখ এবং সুখের পরোয়া করেন না। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (২/১৪) উপদেশ দিয়েছেন—

মাত্রাপর্শান্তি কৌন্তেয় শীতোষ্ণমৃদুশুখদুঃখদাঃ।

আগমপারিণোহিত্যাত্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

“হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ এবং দুঃখের অনুভব হয়, সেগুলি ঠিক যেন শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভারতকুল-প্রদীপ, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।”

ঋষভদেব সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে—ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যম্। তাঁর জড় দেহের বন্ধন ছিল না, এবং তাই দুর্জনেরা তাঁকে যে যন্ত্রণা দিয়েছিল তা তিনি নীরবে সহ্য করেছিলেন। তারা তাঁর প্রতি মল এবং ধূলি নিক্ষেপ করলেও এবং তাঁকে প্রহার করলেও তিনি তা সহ্য করেছিলেন। তাঁর দেহ ছিল চিন্ময় এবং তাঁর ফলে তিনি কোন বেদনা অনুভব করেননি। তিনি সর্বদাই চিন্ময় আনন্দে মগ্ন ছিলেন। ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েষুর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যজ্ঞরূঢ়ানি মায়য়া ॥

“হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করেন।”

ভগবান যেহেতু সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, তাই তিনি কুকুর এবং শূকরের হৃদয়েও বিরাজমান। কুকুর এবং শূকর যদিও নোংরা স্থানে থাকে, তাহলেও মনে করা উচিত নয় যে, পরমাত্মারূপী ভগবানও সেই নোংরা স্থানে রয়েছেন। সমাজের দুষ্ট লোকেরা যদিও ভগবান ঋষভদেবের উপর অত্যাচার করেছিল, কিন্তু তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত হননি। তাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, স্ব-মহিম-অবহানে—‘তিনি তাঁর স্বীয় মহিমায় অবস্থিত ছিলেন।’ উপরোক্ত বিভিন্নভাবে তাঁকে নির্ধাতন করা হলেও, তিনি কোন রকম দুঃখ অনুভব করেননি।

শ্লোক ৩১

অতিসুকুমারকরচরণোরস্থলবিপুলবাহুঃসগলবদনাদ্যবয়ববিন্যাসঃ প্রকৃতি-
সুন্দরস্বভাবহাসসমুখো নবনলিনদলায়মানিশিরতারারুণায়তনয়নরচিতঃ
সদৃশসুভগকপোলকর্ণকণ্ঠনাসো বিগুণ্টিতবদনমহোৎসবেন পূরবনিতানাং
মনসি কুসুমশরাসনমুপদধানঃ পরাগবলম্বমানকুটিলজটিলকপিশিকেশ-
ভুরিভারোহবধূতমলিননিজশরীরেণ গ্রহগৃহীত ইবাদৃশ্যত ॥ ৩১ ॥

অতি-সুকুমার—অত্যন্ত কোমল; কর—হাত; চরণ—পা; উরঃস্থল—বক্ষঃস্থল;
বিপুল—দীর্ঘ; বাহু—বাহু; অংস—কাঁধ; গল—গলা; বদন—মুখ; আদি—ইত্যাদি;
অবয়ব—অঙ্গ; বিন্যাসঃ—সুগঠিত; প্রকৃতি—প্রকৃতির দ্বারা; সুন্দর—সুন্দর; স্ব-
ভাব—স্বাভাবিক; হাস—হাস্য; সমুখঃ—তাঁর সুন্দর মুখ; নবনলিনদলায়মান—
সদ্যবিকশিত পদ্মের পাপড়ির মতো; শিশির—সমস্ত সন্তাপ হরণকারী; তার—চক্রে
মণি, অরুণ—রক্তিম; আরত—বিভূত; নয়ন—চক্ষু; রুচিরঃ—সুন্দর; সদৃশ—
সমতুল্য; সুভগ—সুন্দর; কপোল—গাল; কর্ণ—কান; কণ্ঠ—গলা; নাসঃ—তাঁর
নাক; বিগুণ্টিত—গভীর হাসির দ্বারা; বদন—তাঁর মুখ; মহা-উৎসবেন—উৎসবের
মতো; পূর-বনিতানাং—পূরনারীগণ; মনসি—হৃদয়ে; কুসুম-শরাসনম্—কামদেব;
উপদধানঃ—জাগরিত করে; পরাক্—সর্বত্র; অবলম্বমান—বিভূত; কুটিল—কুঞ্চিত;
জটিল—জটায়ুত; কপিশ—পিদল বর্ণ; কেশ—চুল; ভুরিভারঃ—প্রচুর; অবধূত—
অদাঘত; মলিন—মলিন; নিজ-শরীরেণ—তাঁর শরীরের দ্বারা; গ্রহ-গৃহীতঃ—
পিষাচগ্রস্ত; ইব—যেন; অদৃশ্যত—তাকে মনে হত।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেবের কর, চরণ এবং বক্ষস্থল ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। তাঁর স্বল্পদ্বয়, মুখমণ্ডল প্রকৃতি অবয়ব অত্যন্ত সুকোমল এবং সুগঠিত ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে নিরন্তর শোভিত ছিল। তাঁর নয়নযুগল ছিল প্রভাতের শিশিরসিক্ত নবীন পদ্মফুলের পাপড়ির মতো স্নিগ্ধ এবং অরুণ বর্ণ। তাঁর চোখের তারা এত মনোহর ছিল যে, তা দর্শকের সমস্ত সন্তাপ হরণ করত। তাঁর কপাল, কর্ণ, কণ্ঠ, নাক এবং অন্য সমস্ত অবয়ব অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাঁর মধুর হাসি সর্বদা তাঁর মুখকে অধিকতর সৌন্দর্যে মণ্ডিত করত। তা এতই সুন্দর ছিল যে, বিবাহিতা রমণীদের হৃদয়ও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। তারা যেন কামবাণে জর্জরিত হতেন। তাঁর মাথা জুড়ে ছিল কুঞ্চিত জটায়ুত পিদল বর্ণ কেশ। তাঁর অবিনাস্ত চুল, মলিন শরীর দেখে তাকে পিষাচগ্রস্ত বলে মনে হত।

তাৎপর্য

ভগবান ঋষভদেব যদিও তাঁর শরীরকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করেছিলেন, তবুও তাঁর দিব্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, বিবাহিতা রমণীরাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। তাঁর সৌন্দর্য এবং মলিনতার সংমিশ্রণে তাঁর সুন্দর শরীরকে পিষাচগ্রস্ত বলে মনে হত।

শ্লোক ৩২

যর্হি বাব স ভগবান্ লোকমিমং যোগস্যাচ্ছা প্রতীপমিবাচক্ষাণস্তৎ-
প্রতিক্রিয়াকর্ম বীভৎসিতমিতি ব্রতমাজগরমাস্থিতঃ শয়ান এবাশ্রান্তি পিবতি
খাদত্যবমেহতি হৃদতি স্ম চেষ্টমান উচ্চরিত আদিঙ্কোদ্দেশঃ ॥ ৩২ ॥

যর্হি বাব—যখন; সঃ—তিনি; ভগবান্—ভগবান; লোকম্—জনসাধারণ; ইমম্—
এই; যোগস্য—যোগ সাধনের; অচ্ছা—প্রত্যক্ষভাবে; প্রতীপম্—বিরুদ্ধ; ইব—সদৃশ;
আচক্ষাণঃ—দর্শন করে; তৎ—তাঁর; প্রতিক্রিয়া—প্রতিকারের জন্য; কর্ম—কর্ম;
বীভৎসিতম্—নিন্দনীয়; ইতি—এইভাবে; ব্রতম্—আচরণ; আজগরম্—অজগরের
(এক স্থানে থেকে); আস্থিতঃ—গ্রহণ করে; শয়ানঃ—শয়ন করে; এব—প্রকৃতপক্ষে;
আশ্রান্তি—আহার করে; পিবতি—পান করে; খাদতি—চর্ষণ করে; অবমেহতি—
মূত্র ত্যাগ করে; হৃদতি—মল ত্যাগ করে; স্ম—এইভাবে; চেষ্টমানঃ—অবলুপ্তিত
হয়ে; উচ্চরিতে—বিষ্ঠায় এবং মূত্রে; আদিঙ্কোদ্দেশঃ—এইভাবে তাঁর শরীর লিপ্ত
হয়েছিল।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেব যখন দেখলেন যে, জনসাধারণ তাঁর যোগ সাধনের প্রতিবন্ধকতা করছে, তখন তিনি তার প্রতিকারের জন্য আজগর বৃষ্টি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একস্থানে শয়ন করেই আহার, পান এবং মল-মূত্র পরিত্যাগ করতেন এবং সেখানেই অবলুণ্ঠন করতেন। তার ফলে তাঁর শরীর তাঁর নিজের বিষ্ঠা এবং মূত্রে লিপ্ত হয়েছিল, যাতে বিরোধী দুর্জনেরা এসে তাঁকে বিরক্ত না করে।

তাৎপর্য

মানুষ একস্থানে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থাকলেও তার অদৃষ্ট অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। সেটিই হচ্ছে শাস্ত্রের বাণী। কেউ যখন চিন্ময় ভাবে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি একস্থানে থাকলেও পরমেশ্বর ভগবানের ব্যবস্থাপনায় তাঁর সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ হয়। কেউ যদি ভগবানের বাণীর প্রচারক না হন, তাহলে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করার কোন প্রয়োজন হয় না। মানুষ একই স্থানে থেকে কাল এবং পরিস্থিতি অনুসারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে পারে। ঋষভদেব যখন দেখেছিলেন যে, সর্বত্র পরিভ্রমণ করার ফলে কেবল বিঘ্নেরই সৃষ্টি হচ্ছে, তখন তিনি আজগরের মতো একস্থানে গুয়ে থাকতে মনস্থ করেছিলেন। এইভাবে তিনি একস্থানে শয়ন করে আহার, পান করতেন এবং সেখানেই মল-মূত্র ত্যাগ করতেন। তার ফলে তাঁর শরীর মল-মূত্রে লিপ্ত হয়েছিল এবং মানুষেরা আর তাঁকে বিরক্ত করতে তাঁর কাছে আসত না।

শ্লোক ৩৩

তস্য হ যঃ পুরীষসুরভিসৌগন্ধাবায়ুস্তং দেশং দশযোজনং সমস্তাং সুরভিঃ চকার ॥ ৩৩ ॥

তস্য—তাঁর; হ—প্রকৃতপক্ষে; যঃ—যা; পুরীষ—বিষ্ঠার; সুরভি—সৌরভের ঘারা; সৌগন্ধ্য—সুগন্ধযুক্ত; বায়ুঃ—বায়ু; তম্—তা; দেশম্—দেশ; দশ—দশ; যোজনম্—যোজন পর্যন্ত (অট মাইলে এক যোজন হয়); সমস্তাং—চতুর্দিকে; সুরভিম্—সুগন্ধিত, চকার—করেছিল।

অনুবাদ

যেহেতু ঋষভদেব সেই অবস্থায় ছিলেন, তাই মানুষ আর তাঁকে বিরক্ত করেনি। কিন্তু তাঁর মল-মূত্রে কোন দুর্গন্ধ ছিল না। পঞ্চান্তরে, তাঁর মল-মূত্র এতই

সুগন্ধিত ছিল যে, তার সৌরভে চতুর্দিকে দশ যোজন পর্যন্ত স্থান সুরভিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে পারি যে, ঋষভদেব দিব্য আনন্দে মগ্ন ছিলেন। তাঁর মল এবং মূত্র জড় জগতের মল-মূত্রের মতো না হয়ে সুগন্ধিত ছিল। জড় জগতেও গোময় পবিত্র এবং বীজাণুনাশক বলে মনে করা হয়। গোময় একস্থানে তৃপ্তীকৃত করে রাখলেও তা থেকে কোন দুর্গন্ধ বেয়োয় না এবং কেউ বিরক্ত হয় না। তা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে অনুমান করতে পারি যে, চিৎ-জগতে মল এবং মূত্রও সুগন্ধযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, ঋষভদেবের মল-মূত্রের প্রভাবে সমস্ত পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ৩৪

এবং গোমৃগকাকচর্যয়া ব্রজংস্তিষ্ঠামাসীনঃ শয়ানঃ কাকমৃগগোচরিতঃ পিবতি খাদত্যবমেহতি স্ম ॥ ৩৪ ॥

এবম্—এইভাবে; গো—গাভী; মৃগ—হরিণ; কাক—কাকের; চর্যয়া—কার্যকলাপের দ্বারা; ব্রজন্—বিচরণ করে; তিষ্ঠন্—একস্থানে থেকে; আসীনঃ—উপবিষ্ট হয়ে; শয়ানঃ—শয়ন করে; কাক-মৃগ-গো-চরিতঃ—ঠিক কাক, মৃগ এবং গাভীর মতো আচরণ করে; পিবতি—পান করে; খাদতি—খায়; অবমেহতি—প্রস্রাব করে; স্ম—তিনি তাই করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে ঋষভদেব গাভী, মৃগ এবং কাকের বৃষ্টি অনুগমন করেছিলেন। কখনও গমন করে, কখনও বা একস্থানে অবস্থান করে, কখনও উপবেশন করে এবং কখনও শয়ন করে তিনি গাভী, মৃগ ও কাকের মতো আচরণ করে পান, ভোজন ও মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করতেন।

তাৎপর্য

ঋষভদেব ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই তাঁর দেহ ছিল দিব্য চিন্ময়। যেহেতু সাধারণ মানুষ তাঁর আচরণ এবং যোগসাধন বুঝতে পারত না, তাই তারা তাঁকে বিরক্ত করত। তাই তাদের প্রতারণা করার জন্য তিনি কাক, গাভী এবং মৃগের মতো আচরণ করতেন।

শ্লোক ৩৫

ইতি নানাযোগচর্যাচরণো ভগবান্ কৈবল্যপতিঃ স্বভোহবিরতপরম-
মহানন্দানুভব আত্মনি সর্বেষাং ভূতানামাত্মভূতে ভগবতি বাসুদেব
আত্মনোহব্যবধানানন্তরোদরভাবেন সিদ্ধসমস্তার্থপরিপূর্ণো যোগৈশ্বর্য্যাপি
বৈহায়সমনোজবাস্তুর্ধানপরকায়প্রবেশদূরগ্রহণাদীনি যদৃচ্ছয়োগপতানি
নাঞ্জসা নৃপ হৃদয়েনাভ্যনন্দং ॥ ৩৫ ॥

ইতি—এইভাবে; নানা—বিবিধ; যোগ—যোগের; চর্যা—অনুষ্ঠান করে; আচরণঃ—
—অভাস করে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; কৈবল্য-পতিঃ—কৈবল্য বা সাযুজ্য
মুক্তি প্রদাতা; ঋষভঃ—ভগবান ঋষভদেব; অবিরত—নিরন্তর; পরম—পরম; মহা—
অত্যন্ত; আনন্দ-অনুভবঃ—দ্বিবা আনন্দ অনুভব করে; আত্মনি—পরমাত্মায়;
সর্বেষাম্—সমস্ত; ভূতানাম্—জীবের; আত্ম-ভূতে—হৃদয়ে অবস্থিত; ভগবতি—
পরমেশ্বর ভগবানকে; বাসুদেব—বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণকে; আত্মনঃ—নিজের;
অব্যবধান—অভেদ; অনন্ত—অন্তহীন; রোদর—ক্রন্দন, হাস্য, কম্পন আদি;
ভাবেন—প্রেমের লক্ষণের দ্বারা; সিদ্ধ—সিদ্ধ; সমস্ত—সমস্ত; অর্থ—বাঞ্ছিত
ঐশ্বর্যসহ; পরিপূর্ণঃ—পূর্ণ; যোগ-ঐশ্বর্য্যাপি—যোগশক্তি; বৈহায়স—আকাশে বিচরণ
করে; মনঃ-জব—মনের গতিতে ভ্রমণ করে; অন্তর্ধান—অদৃশ্য হওয়ার শক্তি;
পরকায়-প্রবেশ—অন্য শরীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা; দূর-গ্রহণ—দূরস্থিত বস্তু দর্শন
করা; আদীনি—ইত্যাদি; যদৃচ্ছয়া—অন্যায়সে; উপগতানি—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; ন—
না; অঞ্জসা—প্রত্যক্ষভাবে; নৃপ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; হৃদয়েন—হৃদয়ে;
অভ্যনন্দং—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ভগবান ঋষভদেব যোগীদের আচরণ প্রদর্শন করার জন্যই
এইভাবে বিবিধ যোগের অনুষ্ঠান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন মুক্তির
অধীশ্বর, এবং মুক্তির আনন্দ থেকেও শত-সহস্র গুণ অধিক চিন্ময় আনন্দে তিনি
মগ্ন ছিলেন। বাসুদেব কৃষ্ণই হচ্ছেন ঋষভদেবের অশ্বী, তাই তাঁদের স্বরূপে
কোন ভেদ ছিল না, এবং তার ফলে ঋষভদেব অশ্ব, পূলক, কম্পাদি লক্ষণ
সমবিত্ত ভগবৎ-প্রেম জাগরিত করেছিলেন। তিনি সর্বদাই ভগবানের দ্বিবা প্রেমে
মগ্ন ছিলেন। তার ফলে অন্তরীক্ষে বিচরণ, মনের গতিতে ভ্রমণ, অন্তর্ধান, অন্য
দেহে প্রবেশ, দূরদর্শন প্রভৃতি যোগসিদ্ধি যদিও আপনা থেকেই উপস্থিত হয়েছিল,
তবুও তিনি সেগুলি ব্যবহার করেননি।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে (মধ্য ১৯/১৪৯) বলা হয়েছে—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—সকলি 'অশান্ত' ॥

সমস্ত বাসনা পূর্ণ না হলে শান্ত হওয়া যায় না। জড়বাদীই হোক অথবা
অধ্যাত্মবাদীই হোক, সকলেই তাদের বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করছে। যারা
জড় জগতে রয়েছে তারা সকলেই অশান্ত, কারণ তাদের অন্তর্হীন কামনা বাসনা
রয়েছে। কিন্তু ভগবানের গুণ ভক্ত নিরাম। অন্যাত্মলাভিতাশূন্য—ভগবানের গুণ
ভক্ত সব রকম জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত। পক্ষান্তরে, কর্মীরা ইন্দ্రిয়সুখ
উপভোগ করতে চায় বলে কামনা বাসনায় পূর্ণ, তারা এই জীবনে অথবা পরবর্তী
জীবনে, অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে, কখনই শান্ত নয়। তেমনই জ্ঞানীরাও
মুক্তি লাভ করে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা করে। যোগীরাও অগ্নি, লঘিমা,
প্রাপ্তি ইত্যাদি সিদ্ধি কামনা করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত এই সমস্ত বিষয়ে মোটেই
আগ্রহী নন, কারণ তিনি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের করুণার উপর নির্ভরশীল। শ্রীকৃষ্ণ
হচ্ছেন যোগেশ্বর, সমস্ত যোগসিদ্ধির অধিপতি, এবং তিনি আত্মারাম, সর্বতোভাবে
আত্মতৃপ্ত। এই শ্লোকে বিভিন্ন যোগসিদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে। যোগসিদ্ধির ফলে
কোন রকম যন্ত্র ছাড়াই অন্তরীক্ষে বিচরণ করা যায়, এবং মনের গতিতে ভ্রমণ
করা যায়। অর্থাৎ, এই ব্রহ্মাণ্ডে অথবা ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কোন স্থানে যাওয়ার
ইচ্ছা করা মাত্রই যোগী তৎক্ষণাৎ সেখানে যেতে পারেন। মনের গতি যে কত
দ্রুত তা মাঁপা যায় না, কারণ এক নিমেষের মধ্যেই মন কোটি কোটি মাইল দূরে
চলে যেতে পারে। সিদ্ধযোগী অন্যের শরীরে প্রবেশ করে তাদের ইচ্ছা অনুসারে
কার্য করতে পারেন। এইভাবে যোগী তাঁর বৃদ্ধ শরীর ত্যাগ করে কোন যুবক
শরীরে প্রবেশ করে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আচরণ করতে পারেন। ভগবান
বাসুদেবের অংশ ঋষভদেব এই সমস্ত যোগশক্তি সমবিত্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃষ্ণের
প্রতি প্রেমভক্তি পরায়ণ হয়েই সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত ছিলেন, যে ভক্তি অশ্ব, পূলক,
কম্পাদি লক্ষণের দ্বারা প্রকাশিত হত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'পূরদের প্রতি ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ'
নামক পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবাদোক্ত তাৎপর্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভগবান ঋষভদেবের কার্যকলাপ :

ভগবান ঋষভদেব কিভাবে দেহত্যাগ করেছিলেন তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। দাবানলে দগ্ধ হওয়ার সময়ও তাঁর দেহের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। জ্ঞানার্থিতে যখন সকাম কর্মের বীজ দগ্ধ হয়ে যায়, তখন যোগেশ্বর স্বয়ং উপস্থিত হলেও ভক্তিযোগে বিদ্রুপ সৃষ্টি করতে পারে না। সাধারণ যোগী যোগসিদ্ধির দ্বারা মোহিত হয় এবং তার ফলে তার প্রগতি প্রতিহত হয়; তাই আদর্শ যোগী সেগুলির সমাদর করেন না। মন যেহেতু অত্যন্ত চঞ্চল, তাই মনকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা কর্তব্য। মহান যোগী সৌভরি ঋষির মনও তাঁকে এমনভাবে বিচলিত করেছিল যে, তিনি দীর্ঘ তপস্যালব্ধ যোগশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। চঞ্চল মনের প্রভাবে মহান যোগীও যোগব্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হন। মন এতই চঞ্চল যে তা সিদ্ধযোগীকেও তাঁর ইচ্ছার বশীভূত করে ফেলে। তাই ভগবান ঋষভদেব সমস্ত যোগীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেহ ত্যাগ করার পন্থা প্রদর্শন করেছেন। দক্ষিণ ভারতের কপটি, কোঙ্ক, বেঙ্ক এবং কুটক প্রদেশে ভ্রমণ করতে করতে ঋষভদেব কুটকাচলের সমীপবর্তী বনে উপস্থিত হয়েছিলেন। হঠাৎ সেই বনে দাবানল জ্বলে ওঠে এবং তার ফলে সেই বন ও ভগবান ঋষভদেবের দেহ ভস্মীভূত হয়। ভগবান ঋষভদেবের পারমহংসলীলা কোঙ্ক, বেঙ্ক এবং কুটকের রাজ্য অবগত ছিলেন। সেই রাজ্যের নাম ছিল অর্হৎ। পরে সেই ক্ষমমতি রাজা ভগবানের দৈবী মায়ায় বিমোহিত হয়ে জৈন মত প্রবর্তন করেছিলেন। ভগবান ঋষভদেব অবতীর্ণ হয়ে মোক্ষ ধর্ম উপদেশ দিয়ে, সব রকম নাস্তিক্যবাদের বিনাশ করেন। এই পৃথিবীতে ভারতবর্ষ অত্যন্ত পুণ্যভূমি, কারণ ভগবান সেখানে অবতীর্ণ হন।

যোগীরা যে সিদ্ধি লাভের প্রয়াস করেন, ঋষভদেব সেই সমস্ত সিদ্ধি উপেক্ষা করেছিলেন। কারণ ভগবদ্ভক্তির মাদুর্ঘ্য এমনই যে, ভগবদ্ভক্তের যোগসিদ্ধির প্রতি আর কোন রকম আকর্ষণ থাকে না। যোগেশ্বর কৃষ্ণ তাঁর ভক্তের হয়ে সমস্ত যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তি যোগসিদ্ধির থেকেও বহু গুণ দুর্লভ।

কখনও কখনও ভগবদ্ভক্ত মোহাচ্ছন্ন হয়ে মুক্তি এবং যোগসিদ্ধি কামনা করেন। ভগবান সেই সমস্ত ভক্তদের বাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু তাঁদের তিনি ভক্তি প্রদান করেন না। কিন্তু ভক্তি তাঁরাই লাভ করতে পারেন, যাঁরা মুক্তি অথবা যোগসিদ্ধি কামনা করেন না।

শ্লোক ১

রাজোবাচ

ন নুনং ভগব আত্মারামাণাং যোগসমীরিতজ্ঞানাবভর্জিতকর্মবীজানামৈ-
শ্বর্য্যাপি পুনঃ ক্রেশদানি ভবিতুমহন্তি যদৃচ্ছয়োপগতানি ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন; ন—না; নুনম্—নিশ্চিতভাবে; ভগবঃ—হে পরম শক্তিমান শুকদেব গোপাধীশ; আত্মারামাণাম্—ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত শুদ্ধ ভক্তদের; যোগ-সমীরিত—যোগ সাধনের দ্বারা লব্ধ; জ্ঞান—জ্ঞানের দ্বারা; অবভর্জিত—দখ; কর্ম-বীজানাম্—সকাম কর্মের বীজের; ঐশ্বর্য্যাপি—যোগসিদ্ধি; পুনঃ—পুনরায়; ক্রেশদানি—ক্রেশের কারণ; ভবিতুম্—হওয়ার জন্য; অহন্তি—সমর্থ; যদৃচ্ছয়া—আপনা থেকেই; উপগতানি—উপস্থিত হলে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোপাধীশকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভগবান, যাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল, ভক্তির্যোগ অনুশীলনের প্রভাবে তাঁরা জ্ঞান লাভ করেন এবং সকাম কর্মের প্রতি তাঁদের সমস্ত আসক্তি সম্পূর্ণরূপে দম্ব হয়ে ভস্মীভূত হয়। তখন তাঁদের কাছে সমস্ত যোগ ঐশ্বর্য্য আপনা থেকেই উপস্থিত হলেও তা তাঁদের কাছে ক্রেশদায়ক হয় না। তাহলে স্বভাবের কেন সেগুলি অস্বীকার করলেন না?

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। ভগবানের সেবা করার জন্য তাঁর যা কিছু প্রয়োজন হয়, তা তিনি আপনা থেকেই লাভ করেন, যদিও মনে হতে পারে যে, তা কেন তাঁর যোগসিদ্ধির ফল। কখনও কখনও যোগীরা এক টুকরো সোনা তৈরি করে তাদের যোগশক্তি প্রদর্শন করে। এবং তার ফলে মূর্খ লোকেরা মোহিত হয়ে, সেই অতি নগণ্য ব্যক্তিকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে তার অনুগমন করে। অনেক সময় এই সমস্ত যোগীরা নিজেরাই নিজেদের

ভগবান বলে জ্ঞাপিত করতে চায়। কিন্তু, ভক্তকে কখনও এই ধরনের ভেলকিবাজি দেখাতে হয় না। যোগসাধনা না করেই ভগবদ্ভক্ত সারা পৃথিবী জুড়ে অসীম সম্পদ লাভ করেন। তাই স্বভাবসেব এই ধরনের যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করতে চাননি, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেছেন তিনি কেন সেগুলি গ্রহণ করেননি, কারণ ভগবদ্ভক্তের কাছে তা মোটেই ক্রেশদায়ক নয়। ভগবদ্ভক্ত কখনই অড় ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে কিলিত হন না অথবা প্রসন্ন হন না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে কিস্তাবে তিনি ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করবেন। ভগবানের কৃপায় ভক্ত যদি অতুল সম্পদ লাভ করেন, তাহলে তিনি ভগবানের সেবাতেই তার সম্ভাবহার করেন। তিনি কখনও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা কিলিত হন না।

শ্লোক ২

ঋষিরম্বাচ

সত্যমুক্তং কিদ্বিহ বা একে ন মনসোহঙ্কা বিশ্রান্তমনবস্থানস্য শঠকিরাত
ইব সঙ্গচ্ছন্তে ॥ ২ ॥

ঋষিঃ উবাচ—শুকদেব গোপাধীশ বললেন; সত্যম্—ঠিক; উক্তম্—বলেছেন; কিন্তু—কিন্তু; ইহ—এই জগতে; বা—অথবা; একে—কিছু; ন—না; মনসঃ—মনের; অঙ্কা—প্রত্যকভাবে; বিশ্রান্তম্—বিশ্রান্ত; অনবস্থানস্য—অস্থির হয়ে; শঠ—অত্যন্ত ধূর্ত; কিরাতঃ—স্বাধ; ইব—সদৃশ; সঙ্গচ্ছন্তে—হয়।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোপাধীশ উত্তর দিলেন—হে রাজন, আপনি যা বলেছেন তা সত্য। কিন্তু, ধূর্ত ব্যাধ যেমন পণ্ডের দ্বার পরও তাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না, কারণ তারা পালিয়ে যেতে পারে, তেমনই মহাত্মাগণও চঞ্চল মনের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন না। তাই তাঁরা সর্বদা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মনকে পরীক্ষণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার (১৮/৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

বজ্রদন্ততপস্কর্ম ন তাজাং কার্য্যমিব তৎ ।

যজ্ঞো দমনং তপশ্চৈব পাক্যানি মনীষিণাম্ ॥

“যজ্ঞ, তপস্চর্যা এবং বজ্রদন্ত কর্ম কখনও তাজা করা উচিত নয়। সেগুলি সম্পাদন করা কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, যজ্ঞ, দমন এবং তপস্যা মহাত্মাদেরও পবিত্র করে।”

যিনি সংসার ত্যাগ করে সম্যাস গ্রহণ করেছেন, তাঁর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন পরিচালনা করা উচিত নয়। সম্যাসের অর্থ এই নয় যে, সংকীর্ণ যজ্ঞও ত্যাগ করতে হবে। তেমনই, মন অথবা ভগবানও ত্যাগ করা উচিত নয়। মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য যোগ অনুশীলন নিষ্ঠাপূর্বক পালন করা উচিত। ভগবান ঋষভদেব দেখিয়েছেন কিভাবে কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠান করতে হয়, এবং তিনি সকলের জন্য এক অপূর্ব আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

শ্লোক ৩

তথা চোক্তম্—

ন কুর্য্যৎ কহিচিৎ সখ্যং মনসি হনবস্থিতে ।

যদ্বিশস্তাচিরাস্তীর্ণং চক্ষুশ্চ তপ ঐশ্বরম্ ॥ ৩ ॥

তথা—তেমনই; চ—এক; উক্তম্—বলা হয়েছে; ন—কখনই না; কুর্য্যৎ—করা উচিত; কহিচিৎ—কোন সময় অথবা কারো পক্ষে; সখ্যং—সখ্য; মনসি—মনে; হি—নিশ্চিতভাবে; অনবস্থিতে—যা অত্যন্ত অস্থির; যৎ—যাতে; বিশস্তাৎ—অত্যধিক বিশ্বাস করার ফলে; চিরাৎ—দীর্ঘকাল; তীর্ণম্—অভ্যাস করা হয়েছে; চক্ষুশ্চ—বিচলিত হয়েছে; তপঃ—তপস্কার্য; ঐশ্বরম্—শিব এবং সৌভরি ঋষির মতো মহাপুরুষদের।

অনুবাদ

পতিভেরা বলেছেন—মন স্বভাবতই অত্যন্ত চঞ্চল, তাই তার সঙ্গে বন্ধন স্থাপন করা উচিত নয়। মনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করলে, যে কোন মুহূর্তে তা আমাদের প্রতারণা করতে পারে। দেবাদিসেব মহাদেবও ভগবানের বোহিনী মূর্তি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন, এবং সৌভরি মুনি যোগসিদ্ধির অতি উন্নত অবস্থা থেকে অধঃপতিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যিনি পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করা। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (১৫/৭) বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবনোকে জীবকৃতঃ সনাতনঃ ।

মনঃবর্তনানীজিয়াপি প্রকৃতিস্থানি কথতি ॥

শ্লোক ৪]

জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে চিন্ময়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এই জড় জগতে মন এবং ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে নিরন্তর নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। এই নিরর্থক জীবন সংগ্রাম থেকে নিমুক্তি লাভ করে সুখী হতে হলে, মানুষকে তার মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। তপস্যা কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। কিভাবে তপস্যা করতে হয় তা ঋষভদেব স্বয়ং আমাদের দেখিয়েছেন। শ্রীমদ্ভগবতে (৯/১৯/১৭) বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

মাতা স্বপ্না মুহিতা বা নাবিবিভাসনো ভবেৎ ।

বলবানিঞ্জিয়াগ্রামো বিদ্যাংসমপি কথতি ॥

দ্বীপদ করার সময় গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সম্যাসী এবং ব্রহ্মচরী সকলকেই অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত। নির্জন স্থানে মাতা অথবা ভগিনী অথবা কন্যার সঙ্গেও একসাথে করা উচিত নয়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আশ্রমলেনে দ্বীপদ বর্জন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে। তাই অনেক সময় অনেকে আমাদের সমালোচনা করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সকলকেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের সুযোগ দিচ্ছি। আমরা যদি নিরপরাধে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে থাকি, তাহলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় কামিনীর আকর্ষণ থেকে রক্ষা পেতে পারব। কিন্তু, আমরা যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন নিষ্ঠাপারায়ণ না হই, তাহলে যে কোন মুহূর্তে আমরা রমণীর শিবির হতে পারি।

শ্লোক ৪

নিত্যং দদাতি কামস্যচ্ছিন্নং তম্নু যেহরয়ঃ ।

যোগিনঃ কৃতমৈত্রস্য পত্ন্যর্জায়েব পুংশ্চলী ॥ ৪ ॥

নিত্যম্—সর্বদা; দদাতি—দান করে; কামস্য—কামের; ছিন্নম্—সুযোগ; তম্—তা (কাম); অনু—অনুসরণ করে; যে—যারা; অরয়ঃ—শত্রুগণ; যোগিনঃ—যোগীদের অথবা যারা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনে চেষ্টা করছেন তাদের; কৃতমৈত্রস্য—মনকে বিশ্বাস করে; পত্ন্য—পতির; জায়া ইব—পত্নীর মতো; পুংশ্চলী—অসতী বা ব্যভিচারিণী।

অনুবাদ

অসতী স্ত্রী যেমন সহজেই উপপতির সঙ্গে লাজের জন্য নিজের স্বামীর প্রাণ বিনাশ করায়, তেমনই যোগী যদি তাঁর মনকে সংযত না রাখেন, তাহলে তাঁর মন কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি শত্রুদের প্রভাব দিয়ে নিশ্চিতভাবে সেই যোগীকে হত্যা করবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পুংলিঙ্গী শব্দটির দ্বারা সেই স্ত্রীকে বোঝায় যে সহজেই পরপুরুষের অনুগমন করে। এই প্রকার রমণীকে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়। দূর্ভাগ্যবশত, বর্তমান যুগে মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মেয়েদের কখনও স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়। শৈশবে তাদের পিতার কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকতে হয়। বৌবনে পতির এবং বৃদ্ধ অবস্থায় উপযুক্ত পুত্রের নিয়ন্ত্রণ থাকতে হয়। তাদের যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং অবাধে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের চরিত্র সষ্ট হবে। চরিত্রস্ট রমণী উপপতির প্রয়োচনায় তার স্বামীকে পর্যন্ত হত্যা করতে পারে। এখানে এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে যাতে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে ইচ্ছুক যোগী সর্বদা তাঁর মনকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলছেন যে, সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই মনকে একশবার জুতা দিয়ে প্রহার করতে হবে, এবং রাত্রিবেলা ঘুমতে যাবার আগে মনকে একশবার খীটা দিয়ে প্রহার করতে হবে। তার ফলে মন সংযত থাকবে। অসংযত মন এবং অসতী স্ত্রী সমান। অসতী স্ত্রী যে-কোন সময় তার পতিক হত্যা করতে পারে, এবং অসংযত মন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাদারের দ্বারা পরিত্রাণিত হয়ে যোগীকে হত্যা করতে পারে। যোগী যখন মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, তখন সংসার বন্ধনে অবাধপতিত হন। তাহি সর্বদা মন থেকে সাবধান থাকা উচিত, ঠিক যেভাবে ব্যক্তিচরিত্রী পত্নী থেকে পতিকে সাবধান থাকতে হয়।

শ্লোক ৫

কামো মন্যুর্মদো লোভঃ শোকমোহভয়াদয়ঃ ।

কর্মবন্ধশ্চ যন্মূলঃ স্বীকুর্য্যং কো নু তদ্বুধঃ ॥ ৫ ॥

কামঃ—কাম; মন্যুঃ—ক্রোধ; মদঃ—গর্ব; লোভঃ—লোভ; শোকঃ—শোক; মোহঃ—মোহ; ভয়ঃ—ভয়; আদয়ঃ—ইত্যাদি; কর্মবন্ধঃ—সকাম কর্মের বন্ধন; চ—এবং,

মৎ—মূলঃ—মার কারণ; স্বীকুর্য্যং—স্বীকার করবে; কঃ—কে; নু—বাস্তবিক পক্ষে; ভয়ঃ—সেই মন; বুধঃ—কেউ যদি বুদ্ধিমান হন।

অনুবাদ

মন হচ্ছে কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, শোক, মোহ এবং ভয়ের মূল কারণ। এই সব একত্রে কর্মবন্ধনের সৃষ্টি করে। অতএব কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই মনকে বিশ্বাস করবেন?

তাৎপর্য /

মন হচ্ছে জড় বস্তুর মূল কারণ। তার সঙ্গে কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, শোক, মোহ, ভয় ইত্যাদি বৎ শত্রু রয়েছে। মনকে সংযত করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় হওয়া (স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ)। যেহেতু মনের অনুগামীরা ভববন্ধনের কারণ, তাই মনকে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয় এবং তার থেকে সর্বদা সাবধান থাকা উচিত।

শ্লোক ৬

অথৈবমবিললোকপালললামোহপি বিলক্ষণৈর্জড়বদবধূতবেষভাষা-
চরিতৈরবিলক্ষিতভগবৎপ্রভাবো যোগিনাং সাম্পরায়বিধিমনুশিক্ষয়ন্
স্বকলেবরং জিহাসুরাদ্যান্যাত্মানমসংব্যবহিতমনর্থান্তরভাবেনাদ্বীক্ষমাণ
উপরতানুবৃত্তিরূপররাম ॥ ৬ ॥

অথ—তারপর; এবম্—এইভাবে; অবিল-লোক-পাল-ললামোহপি—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রাজা এবং সমস্তদের নেতা; অপি—যদিও; বিলক্ষণৈঃ—বিবিধ; জড়-বৎ—মূঢ়বৎ; অবধূত-বেষ-ভাষা-চরিতৈঃ—অবধূতের বেশ, ভাষা এবং আচরণের দ্বারা; অবিলক্ষিত-ভগবৎপ্রভাবঃ—ভগবানের ঐশ্বর্য গোপন রেখে (নিজেকে একজন সাধারণ মানুষের মতো প্রদর্শন করে); যোগিনাম্—যোগীদের; সাম্পরায়-বিধি-মনুশিক্ষয়ন্—সেহত্যায়ের বিধি; অনুশিক্ষয়ন্—শিক্ষা দিয়ে; স্ব-কলেবরম্—তাঁর দেহ, যা কোন মতেই জড় ছিল না; জিহাসুঃ—একজন সাধারণ মানুষের মতো পরিত্যাগ করার বাসনায়; আদ্যানি—আদি পুরুষ মানুষদেরকে; আত্মানম্—ভগবান বিষ্ণুর আবেশ অবতারা ঋষভদেব স্বয়ং; অসংব্যবহিতম্—মায়ার ব্যবধান রহিত; অনর্থ-অন্তর-ভাবেন—স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুর পদে; অদ্বীক্ষমাণঃ—সর্বকণ দর্শন করে; উপরত-

অনুবৃত্তিঃ—তিনি এমনভাবে আচরণ করছিলেন যেন তিনি তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করছেন; উপররাম—এই লোকের রাজ্যরূপে তাঁর লীলা সংবরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান স্বভদেব এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রাজা এবং স্রষ্টাদের শিরোভূষণ ছিলেন, কিন্তু তিনি অবস্থতের বেশ, ভাষা এবং চরিত্র অবলম্বন করে জড়বৎ অবস্থান করছিলেন বলে, তখন কেউই তাঁর দিব্য ঐশ্বর্য দর্শন করতে পারেনি। তিনি যোগীদের দেহত্যাগ করার প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য এইভাবে আচরণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বাসুদেব কৃষ্ণের অংশ-অবতাররূপে তাঁর মূলস্থিতি তিনি সর্বদাই বজায় রেখেছিলেন। সেই অবস্থায় নিরন্তর অবস্থান করে তিনি স্বভদেব রূপে এই জড় জগতে তাঁর লীলা সংবরণ করেছিলেন। ভগবান স্বভদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কেউ যদি তাঁর সূক্ষ্ম দেহ ত্যাগ করতে পারেন, তাহলে আর তাঁর জড় দেহ ধারণ করার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

তাক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥

“হে অর্জুন, যে ব্যক্তি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানে, তাকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, পক্ষান্তরে সে আমার নিত্যধাম লাভ করে।”

ভগবানের নিত্যদাস হতে পারলেই কেবল তা সম্ভব হয়। নিজের স্বরূপ এবং ভগবানের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্য কর্তব্য। উভয়েরই স্বরূপ চিন্তায়। ভগবানের নিত্য দাসত্ব বরণ করতে পারলেই, এই জড় জগতে পুনর্জন্ম গ্রহণ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। কেউ যদি চিন্তায় চেষ্টনায় অবস্থিত হয়ে নিজেকে ভগবানের নিত্যদাস রূপে চিন্তা করেন, তাহলে তাঁর জড়দেহে পরিত্যাগ করার সময় তিনি সাফল্য লাভ করবেন।

শ্লোক ৭

তস্য হ বা এবং মুক্তলিঙ্গস্য ভগবত স্বভদস্য যোগমায়া বাসনয়া দেহ ইমং জগতীমভিমানাভাসেন সংক্রমমাণঃ কোঙ্কবেদ্বকুটকান্দক্ষিণ-

কর্ণটিকান্দেদশান্ যদৃচ্ছয়োপগতঃ কুটকাচলোপবন আস্যকৃতাস্কবল উন্মাদ ইব মুক্তমূর্খজোহসংবীত এব বিচচার ॥ ৭ ॥

তস্য—তাঁর (ভগবান স্বভদেবের); হ বা—হলেও; এবং—এইভাবে; মুক্ত-লিঙ্গস্য—সূক্ষ্ম এবং স্থল দেহাব্যবৃদ্ধি রহিত; ভগবতঃ—ভগবানের; স্বভদস্য—ভগবান স্বভদেবের; যোগ-মায়া-বাসনয়া—যোগমায়া রচিত লীলা-বিলাসের দ্বারা; দেহঃ—দেহ; ইমাম্—এই; জগতীম্—পৃথিবী; অভিমান-আভাসেন—আপাতদৃষ্টিতে পঞ্চভূতাত্মক দেহ সমন্বিত; সংক্রমমাণঃ—পর্যটন করতে করতে; কোঙ্ক-বেদ্ব-কুটকান্—কোঙ্ক, বেদ্ব এবং কুটক; দক্ষিণ-দক্ষিণ ভারতে; কর্ণটিকান্—কর্ণটিক প্রদেশে; দেশান্—সমস্ত দেশে; যদৃচ্ছয়া—নিজের ইচ্ছাক্রমে; উপগতঃ—উপস্থিত হয়ে; কুটকাচল-উপবনে—কুটকাচল পর্বতের সমীপবর্তী বনে; আস্য—মুখের মধ্যে; কৃত-আশ্র-কবলঃ—মুখের মধ্যে পাথর নিক্ষেপ করে; উন্মাদঃ ইব—উন্মাদের মতো; মুক্ত-মূর্খজঃ—আলুলায়িত কেশে; অসংবীতঃ—নাগ; এব—ঠিক; বিচচার—ভ্রমণ করতে লাগলেন।

অনুবাদ

প্রকৃতপক্ষে স্বভদেবের কোন জড় শরীর ছিল না, কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে তিনি তাঁর দেহকে জড় বলে মনে করেছিলেন, এবং যেহেতু তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো লীলাবিলাস করছিলেন, তাই তিনি তাঁর দেহাব্যবৃদ্ধি পরিত্যাগ করেছিলেন। এইভাবে স্থল এবং সূক্ষ্ম দেহ অভিমান পরিত্যাগ করে ভ্রমণ করতে করতে তিনি দক্ষিণ ভারতের কর্ণটিক প্রদেশের কোঙ্ক, বেদ্ব ও কুটক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কুটকাচল পর্বতের সমীপবর্তী উপবনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর মুখের মধ্যে কতকগুলি পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করে, উন্মাদের মতো মুক্তকেশে দিগ্বার বশে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৮

অথ সমীরবেগবিধূতবেণ্বিকর্ষণজাতোগ্রদাবানলস্তদ্বনমালেলিহানঃ সহ ভেন দদাহ ॥ ৮ ॥

অথ—তারপর; সমীর-বেগ—বায়ুর বেগে; বিধূত—কম্পিত; বেণু—বাঁশের; বিকর্ষণ—ঘর্ষণের দ্বারা; জাত—উৎপন্ন; উগ্র—প্রচণ্ড; দাব-অনলঃ—দাবানল; তৎ—

তা; বনম্—কুটকচালের নিকটবর্তী বন; আলেলিহানঃ—সর্বগ্রাসী; সহ—সহ; তেন—সেই শরীর; দদাহ—ভস্মীভূত হয়েছিল।

অনুবাদ

তিনি যখন এইভাবে ভ্রমণ করছিলেন, তখন বায়ুবেগে সেই বনের বাঁশের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে প্রচণ্ড দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল। সেই দাবানল ভগবান ঋষভদেবের দেহসহ কুটকচালের সমীপবর্তী সেই বনটিকে ভস্মীভূত করেছিল।

তাৎপর্য

এই প্রকার দাবানল পণ্ডের শরীর ভস্মীভূত করতে পারে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয়েছিল যে ঋষভদেবের শরীর ভস্মীভূত হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি। ভগবান ঋষভদেব হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং তিনি কখনও দাবানলে দগ্ধ হতে পারেন না। ভগবদ্গীতার বলা হয়েছে অদাহ্যহম্—আত্মা কখনও আতনের দ্বারা দগ্ধ হয় না। প্রকৃতপক্ষে ঋষভদেবের উপস্থিতির ফলে, সেই বনের সমস্ত পণ্ডাও জড় জগতের বস্তু থেকে মুক্ত হয়েছিল।

শ্লোক ৯

যস্য কিলানুচরিতমুপাকৰ্ণ্য কোদ্ধবেদ্ধকুটকানাং রাজার্হম্যামোপশিক্য
কলাবধর্ম উৎকৃষ্যমাণে ভবিতব্যেন বিমোহিতঃ স্বধর্মপথমকুতোভয়মপ-
হায় কুপথপাথগুণসমঞ্জসং নিজমনীষ্যা মন্দঃ সম্প্রবর্তয়িষ্যতে ॥ ৯ ॥

যস্য—যাঁর (ভগবান ঋষভদেব); কিল অনুচরিতম্—পরমহংসরূপ নীলা;
উপাকৰ্ণ্য—শ্রবণ করে; কোদ্ধবেদ্ধকুটকানাং—কোদ্ধ, বেছ এবং কুটক প্রদেশের;
রাজা—রাজা; অর্হৎ-নাম—অর্হৎ নামক (বর্তমানে জৈন নামে পরিচিত);
উপশিক্য—ঋষভদেবের পরমহংস-নীলা অনুকরণ করে; কলৌ—এই কলিযুগে;
অধর্মে উৎকৃষ্যমাণে—অধর্ম বর্ধিত হওয়ায়; ভবিতব্যেন—ভবিষ্যৎকালের ফলে;
বিমোহিতঃ—মেহিত; স্বধর্মপথম্—ধর্মপথ; অকুতোভয়ম্—সর্ব প্রকার ভয় থেকে মুক্ত; অপহায়—(সত্য, শৌচ, শম, দম, সরলতা, ধর্ম, জ্ঞানের সং প্রয়োগ ইত্যাদি)
পরিভ্রাণ্য করে; কুপথ-পাথগুণম্—নাস্তিক্যবাদের অসৎ পথ; অসমঞ্জসম্—বৈ-
বিরুদ্ধ; নিজমনীষ্যা—নিজের বুদ্ধির দ্বারা; মন্দঃ—অত্যন্ত মূর্খ; সম্প্রবর্তয়িষ্যতে—
প্রচার করবে।

অনুবাদ

ঋষভদেব গোব্রাহ্মী মহারাজ পরীক্ষিতক বললেন—হে রাজন, ঋষভদেবের কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করে এবং তাঁর অনুকরণে কোদ্ধ, বেছ এবং কুটকের রাজা অর্হৎ এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। পাপময় কলিযুগের সুযোগ গ্রহণ করে, রাজা অর্হৎ বিমূঢ় হয়ে এবং সমস্ত ভয় অপনোদনকারী বৈদিক ধর্মপথ পরিভ্রাণ্য করে, নিজের মনগড়া এক বেদবিরুদ্ধ ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। এইভাবে জৈনধর্মের সূচনা হয়। অন্য অনেক তথাকথিত ধর্মও এই নাস্তিক্য মত অনুসরণ করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে প্রকট ছিলেন, তখন পৌণ্ড্রক নামক এক ব্যক্তি নারায়ণের চতুর্ভূজ রূপের অনুকরণ করে, নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে ঘোষণা করেছিল। সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিল। তেমনই, ভগবান ঋষভদেবের সময়েও কোদ্ধ এবং বেছ প্রদেশের রাজা পরমহংসের মতো আচরণ করে ভগবান ঋষভদেবের অনুকরণ করেছিল। সে এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করে কলিযুগের মানুষের অধ্যাপিত অবস্থার সুযোগ নিয়েছিল। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয় যে, এই যুগের মানুষেরা যে কোন ব্যক্তিকে পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করবে এবং বেদবিরুদ্ধ যে কোন মতকে ধর্ম বলে গ্রহণ করবে। এই যুগের মানুষের মন্য্য সূক্ষ্ম-মতয়া বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণত তাদের কোন আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি নেই এবং তাই তারা অত্যন্ত অধ্যাপিত। তাঁর ফলে তারা যে কোন মতকে ধর্ম বলে গ্রহণ করবে। তাদের দূর্তাগোর ফলে তারা বৈদিক নীতি ভুলে যাবে। এই যুগে অধৈমিক মত অনুসরণ করে, তারা নিজেকে ভগবান বলে মনে করবে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করবে।

শ্লোক ১০

যেন হ বাব কলৌ মনুজাপসদা দেবমায়ামোহিতাঃ স্ববিধিনিয়োগ-
শৌচচারিত্রবিহীনা দেবেহেলনান্যপত্রতানি নিজনিজেচ্ছয়া গৃহানা
অগ্নানান্যচমনাশৌচকেশোল্লঙ্ঘনাদীনি কলিনাধর্মবহুলেনোপহতধিয়ো
ব্রহ্মব্রাহ্মণযজ্ঞপুরুষলোকবিদূষকাঃ প্রায়শ্ ভবিষ্যন্তি ॥ ১০ ॥

যেন—পাষও মতের দ্বারা; হ বাব—নিশ্চিতভাবে; কলৌ—এই কলিযুগে; মনুজ-অপসদাঃ—নরাধম; দেব-মায়া-মোহিতাঃ—ভগবানের দৈবী মায়ার দ্বারা বিমোহিত হয়ে; স্ব-বিধি-নিয়োগ-শৌচ-চারিত্র-বিহীনাঃ—বর্ণাশ্রম ধর্মবিধি এবং শৌচ আচারবিহীন; দেব-হেলনানি—পরমেশ্বর ভগবানকে অবহেলা; অপব্রতানি—অপবিত্র ব্রত; নিজ-নিজ-ইচ্ছা—নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে; গৃহ্যনাঃ—স্বীকার করে; অমান-অনাচমন-অশৌচ-কেশ-উৎপাদন-আদীনি—স্নান না করা, আচমন না করা, অশৌচ এবং কেশ উৎপাদন আদি অনাচার; কলিনা—কলিযুগের প্রভাবের দ্বারা; অধর্ম-বহুলেন—অধর্মের প্রচুর্যের ফলে; উপহৃতধিয়াঃ—যার শুদ্ধ চেতনা বিনষ্ট হয়েছে; ব্রহ্ম-ব্রাহ্মণ-যজ্ঞ-পুরুষ-লোক-বিদূষকাঃ—বেদ, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ, ভগবান এবং ভক্তদের নির্দক; প্রায়েণ—প্রায় সম্পূর্ণরূপে; ভবিষ্যন্তি—হবে।

অনুবাদ

তার ফলে নরাধমেরা দৈবী মায়ায় বিমোহিত হয়ে, বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধিনিষেধ পরিত্যাগ করবে। তারা দিনে তিনবার স্নান এবং ভগবানের আরাধনা পরিত্যাগ করবে। শৌচাচার পরিত্যাগ করে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে অবজ্ঞা করে তারা কুসিদ্ধান্তসমূহ স্বীকার করবে। নিয়মিতভাবে স্নান না করে এবং আচমন না করে তারা সর্বদা অশৌচ থাকবে, এবং তারা তাদের কেশ উৎপাদন করবে। মনগড়া ধর্ম অনুষ্ঠান করে, তারা তাদের প্রভাব বিস্তার করবে। এই কলিযুগে, মানুষেরা অধর্মের প্রতি অধিক অনুরক্ত। তার ফলে সেই সমস্ত মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই বেদ, বেদানুগ ব্রাহ্মণ, ভগবান এবং ভক্তদের উপহাস করবে।

তাৎপর্য

বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশের হিপির এই বর্ণনার সঙ্গে ঠিক মিলে যায়। তারা দারিদ্র্যহীন এবং অসংযত। তারা স্নান করে না এবং তত্ত্বজ্ঞানের অবজ্ঞা করে। তারা তাদের মনগড়া জীবনশৈলী এবং ধর্মমত তৈরি করে। আধুনিক যুগের এই সমস্ত হিপির পরমহংস রূপে লীলা-বিলাসকারী ভগবান স্বভবদেবের অনুকরণকারী রাজা অর্হতের বংশধর। রাজা অর্হৎ বিচার করে দেখেন যে, ভগবান স্বভবদেব যদিও উদ্ভাসের মতো আচরণ করছিলেন, কিন্তু তাঁর বিষ্ঠা এবং মূত্র এতই সুগন্ধযুক্ত ছিল যে, তা বহু যোজন বিস্তৃত স্থানকে সুরভিত করেছিল। রাজা অর্হতের অনুগামীদের বলা হয় জৈন, এবং পরবর্তী কালে অন্য অনেকে তাদের অনুসরণ করেছিল, বিশেষ করে বর্তমান সময়ের হিপির, যারা এক প্রকার মায়াবাদী কারণ

তারা নিজেদের ভগবান বলে মনে করে। এই প্রকার মানুষেরা বেদের প্রকৃত অনুগামী আদর্শ ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করে না। এমনকি তাদের পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিও কোন শ্রদ্ধা নেই। এই কলিযুগের প্রভাবে তারা নানা প্রকার মনগড়া ধর্মমত তৈরি করে।

শ্লোক ১১

তে চ হার্বাক্তনয়া নিজলোকযাত্রয়াদ্ধপরম্পরয়াশ্চাত্তমস্যাদ্ধে স্বয়মেব প্রপতিয্যন্তি ॥ ১১ ॥

তে—যারা বেদের অনুসরণ করে না; চ—এবং; হি—নিশ্চিতভাবে; অর্বাক্তনয়া—বৈদিক ধর্মের শাখায় পস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে; নিজ-লোক-যাত্রা—যেচ্ছাকৃত প্রকৃতির দ্বারা; অদ্ধ-পরম্পরয়া—অদ্ধ এবং অজ্ঞানের পরম্পরা; আশ্চাত্তাঃ—অনুপ্রাণিত হয়ে; তমসি—অজ্ঞানের অন্ধকারে; অদ্ধে—অদ্ধ; স্বয়ম্—এব—নিজে; প্রপতিয্যন্তি—অধঃপতিত হবে।

অনুবাদ

এই সমস্ত নরাধমেরা কেবিরোধী ধর্মমত প্রবর্তন করে। তাদের মনগড়া মতবাদের অনুসরণ করে তারা আপনা থেকেই ঘোর তমিষে প্রবর্তিত হয়।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে আসুরিক প্রকৃতির পরিণতির বর্ণনা দ্রষ্টব্য। (ভগবদ্গীতা ১৬/১৬ এবং ১৬/২০)।

শ্লোক ১২

অয়মবতারো রজসোপপ্লুতকৈবল্যোপশিক্ষার্থঃ ॥ ১২ ॥

অয়ম্ অবতারঃ—এই অবতার (ভগবান স্বভবদেব); রজসা—রজ গুণের দ্বারা; উপপ্লুত—আচ্ছন্ন; কৈবল্য-উপশিক্ষার্থঃ—মানুষদের মুক্তির পস্থা সন্থা শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

অনুবাদ

এই কলিযুগে মানুষেরা রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। ভগবান স্বভবদেব তাদের মায়ার বন্ধন থেকে উদ্ধার করার জন্য অবতরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কলিযুগের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের ঋদ্রাংশ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। লাক্ষ্যং কেশ-ধারকম্ । অধঃপতিত জীবেরা যে ক্রিভাবে আচরণ করবে তা সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা লম্বা চুল রেখে নিজেদের খুব সুন্দর বলে মনে করবে, অথবা তারা জৈনদের মতো কেশ উৎপাদি করবে। তারা অত্যন্ত নোংরা থাকবে এবং তাদের মুখ পর্যন্ত ধোবে না। জৈনরা বলে যে, ভগবান ঋষভদেব হচ্ছেন তাদের আদি গুরু। তারা যদি ঋষভদেবের ঐকান্তিক অনুগামী হয়, তাহলে তাঁর নির্দেশ পালন করা তাদের অবশ্যই কর্তব্য। এই স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে ঋষভদেব তাঁর এক শত পুত্রদের মায়ায় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। কেউ যদি প্রকৃতই ঋষভদেবের অনুগমন করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই মায়ায় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধ্যমে ফিরে যাবেন। কেউ যদি পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত ঋষভদেবের উপদেশগুলি অনুসরণ করেন, তাহলে অবশ্যই তিনি মুক্ত হবেন। এই সমস্ত অধ্যাপিত জীবদের উদ্ধার করার জন্যই ঋষভদেব বিশেষ করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

তস্যানুগাংগান্ শ্লোকান্ গায়ন্তি—

অহো ভূবঃ সপ্তসমুদ্রবত্যা

দ্বীপেষু বর্ষেযুধিপুণ্যমেতৎ ।

গায়ন্তি যত্রত্যজনা মুরারেঃ

কর্মাণি ভদ্রাণ্যবতারবন্তি ॥ ১৩ ॥

তস্য—তাঁর (ভগবান ঋষভদেবের); অনুগাংগান্—মুক্তির উপদেশ অনুসারে; শ্লোকান্—শ্লোকসমূহ; গায়ন্তি—গান করেন; অহো—আহা; ভূবঃ—এই পৃথিবীর; সপ্তসমুদ্রবত্যাঃ—সপ্ত সমুদ্র সমন্বিত; দ্বীপেষু—দ্বীপের মধ্যে; বর্ষেযু—বর্ষের মধ্যে; অধিপুণ্যম্—অনা সমস্ত দ্বীপের থেকে অধিক পবিত্র; এতৎ—এই (ভারতবর্ষ); গায়ন্তি—গান করেন; যত্রত্যজনাঃ—এই ভূভাগের মানুষেরা; মুরারেঃ—ভগবান মুরারি; কর্মাণি—কার্যকলাপ; ভদ্রাণি—শুভ; অবতারবন্তি—ঋষভদেবের মতো বিভিন্ন অবতারে।

অনুবাদ

পণ্ডিতেরা ঋষভদেবের দিব্য গুণাবলী বর্ণনা করে এই প্রকার শ্লোকসমূহ কীর্তন করেন—“আহা, সপ্ত-সাগর এবং সপ্ত-দ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীর মধ্যে এই ভারতবর্ষই সব চাইতে পবিত্র স্থান, কারণ এখানে সকলেই ঋষভদেব আদি ভগবানের অবতারদের মহিমা কীর্তন করেন। মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য এই সমস্ত কার্যকলাপ অত্যন্ত পবিত্র।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যাতা ।

জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষ হচ্ছে সব চাইতে পুণ্যভূমি। যারা বেদের অনুগামী তাঁরা ভগবানের বিভিন্ন অবতার সম্বন্ধে অবগত, এবং তাঁরা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন। মনুষ্য-জন্মের মহিমা হৃদয়সম করুণ পর, তাঁদের কর্তব্য সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের কাছে তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রচার করা। সেটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা। এই শ্লোকে অধিপুণ্যম্ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সমগ্র পৃথিবীতে অবশ্যই বৎস পুণ্যবান ব্যক্তি রয়েছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষেরা সব চাইতে পুণ্যবান। তাই তারা সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের যোগ্য। শ্রীল মধ্বাচার্যও ভারতবর্ষের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে বলেছেন—বিশেষাৎ ভারতে পুণ্যম্ । সারা পৃথিবীতে ভগবদ্ভক্তির কোন প্রমই ওঠে না, কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষেরা তা সহজেই হৃদয়সম করতে পারে। এইভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে এবং তারপর সকলের মঙ্গলের জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে সেই পন্থা প্রচার করে, প্রতিটি ভারতবাসী তাঁর জীবন সার্থক করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

অহো নু বংশো যশসাবদাতঃ

প্রৈয়ব্রতো যত্র পুমান্ পুরাণঃ ।

কৃতাবতারঃ পুরুষঃ স আদ্য-

শচ্যার ধর্মং যদকর্মহেতুম্ ॥ ১৪ ॥

আহো—আহা; নু—নিশ্চিতভাবে; বংশঃ—বংশ; যশসা—বিপুল কীর্তিসম্পন্ন; অবদাতঃ—সুনির্মল; প্রিয়ব্রতঃ—মহারাজ প্রিয়ব্রতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; যত্র—যেখানে; পুমান্—পুরুষ; পুরাণঃ—আদি; কৃত-অবতারঃ—অবতরণ করে; পুরুষঃ—পরমেশ্বর ভগবান; সঃ—তিনি; আদ্যঃ—আদি পুরুষ; চচার—আচরণ করেছিলেন; ধর্ম—ধর্ম; যৎ—যা থেকে; অকর্ম-হেতু—সকাম কর্মের সমাপ্তির কারণ।

অনুবাদ

“আহা, প্রিয়ব্রতের বংশে সম্বন্ধে আমি কি বলব, যা অত্যন্ত নির্মল এবং বিখ্যাত। এই বংশে পুরাণ পুরুষ আমি দেব ভগবান অবতীর্ণ হয়ে সকাম কর্মের নিবৃত্তিসাধক ধর্মের আচরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মানব সমাজে বহু বংশ রয়েছে যাতে পরমেশ্বর ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষ্বাকু বা রঘুবংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তেমনই, ভগবান ঋষভদেব রাজা প্রিয়ব্রতের বংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই সমস্ত বংশ অত্যন্ত বিখ্যাত, এবং তাদের মধ্যে প্রিয়ব্রতের বংশ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

শ্লোক ১৫

কো দস্য কাষ্ঠামপরোহনুগচ্ছে-
মনোরথেনাপ্যভবস্য যোগী ।

যো যোগমায়াঃ স্পৃহয়ত্বদস্তা

হ্যসন্তয়া যেন কৃতপ্রযত্নাঃ ॥ ১৫ ॥

কঃ—কে; নু—নিশ্চিতভাবে; অস্য—ভগবান ঋষভদেবের; কাষ্ঠাম্—আদর্শ; অপরাঃ—অন্য; অনুগচ্ছে—অনুগমন করতে পারে; মনঃ-রথেন—মনের দ্বারা; অপি—ও; অভবস্য—অসম্ভবিত; যোগী—যোগী; যঃ—যিনি; যোগ-মায়াঃ—যোগসিদ্ধি; স্পৃহয়তি—বাসনা করেন; উদস্তাঃ—ঋষভদেব কর্তৃক পরিত্যক্ত; হি—নিশ্চিতভাবে; অসন্তয়া—অসং হওয়ার ফলে; যেন—যাঁর দ্বারা; ঋষভদেব; কৃত-প্রযত্নাঃ—সেবা করতে আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

“এমন কোন যোগী কি আছেন যিনি মনের দ্বারাও ঋষভদেবের আদর্শ অনুসরণ করতে পারেন? যোগীরা যে সমস্ত সিদ্ধি লাভের জন্য লালায়িত, ভগবান ঋষভদেব সেগুলি ‘অসং’ বলে পরিত্যাগ করেছিলেন। এমন কোন যোগী আছেন ঋষভদেবের সঙ্গে যাঁর তুলনা করা যায়?”

তাৎপর্য

সাধারণত যোগীরা অনিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাকাম্য, প্রাপ্তি, ইশিতা, বশিতা এবং কামাধারিতা—এই অষ্ট প্রকার যোগ সিদ্ধি কামনা করে। কিন্তু ভগবান ঋষভদেব এই সমস্ত ক্ষুদ্র বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেননি। এই সিদ্ধিগুলি ভগবানের মায়া কর্তৃক প্রদত্ত হয়। যোগসাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কৃপা এবং আশ্রয় লাভ করা। কিন্তু যোগমায়া সেই উদ্দেশ্যকে আচ্ছাদিত করে রাখে। তথাকথিত যোগীরা তাই অনিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি আদি ‘অসং’ যোগসিদ্ধির দ্বারা মোহিত হয়। তাই ভগবান ঋষভদেবের সঙ্গে সাধারণ যোগীদের তুলনা করা যায় না।

শ্লোক ১৬

ইতি হ স্ম সকলবেদলোকদেবদ্রাক্ষণবাং পরমশরোভগবত ঋষভাখ্যাস্য
বিশুদ্ধাচারিতমীরিতং পুসোং সমস্তদুশ্চরিতাভিহরণং পরমমহামঙ্গলায়নমিদম-
নুশ্রদ্ধয়োপচিতয়ানুশৃণোত্যাশ্রাবয়তি বাবহিতো ভগবতি তস্মিন্ বাসুদেব
একান্ততো ভক্তিরনয়োরপি সমনুবর্ততে ॥ ১৬ ॥

ইতি—এইভাবে; হ স্ম—নিশ্চিতভাবে; সকল—সমস্ত; বেদ—জ্ঞানের; লোক—অনন্দধারণের; দেব—দেবতাদের; দ্রাক্ষণ—দ্রাক্ষণদের; গবাম্—গাভীদের; পরম—পরম; শরোঃ—শর; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; ঋষভ-আখ্যাস্য—ঋষভদেব নামক; বিশুদ্ধ—শুদ্ধ; আচারিতম্—কার্যকলাপ; ইরিতম্—এখন বিশ্লেষণ করা হয়েছে; পুসোং—জীবের; সমস্ত—সমস্ত; দুশ্চরিত—পাপকর্ম; অভিহরণম্—কিনাশ করে; পরম—অগ্রণী; মহা—মহান; মঙ্গল—কল্যাণের; অয়নম্—আশ্রয়; ইদম্—এই; অনুশ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা সহকারে; উপচিতয়া—বর্ধন করে; অনুশৃণোতি—মহতর কাছে শ্রবণ করেন; আশ্রাবয়তি—অন্যদের কাছে কীর্তন করেন; বা—অথবা; আবহিতঃ—মনোযোগ সহকারে; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবান; তস্মিন্—তাঁকে;

বাসুদেবে—ভগবান শ্রী বাসুদেবকে; এক-অন্ততঃ—অনন্তা; তত্ত্বি—তত্ত্বি;
অনন্মোঃ—শ্রোতা এবং বক্তা উভয়েরই; অপি—নিশ্চিতভাবে; সমন্বর্ততে—
প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়।

অনুবাদ

শুক্রদেব গোত্রাধী বঙ্গলেন—ভগবান স্বভদ্রদেব সমস্ত বৈদিক জ্ঞান, মানুষ, দেবতা, প্রাণী এবং ব্রাহ্মণদের গুরু। আমি পূর্বেই তাঁর বিগ্ৰহ দিয়া কার্যকলাপের বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, যা সমস্ত জীবের যাবতীয় পাপকর্ম বিনাশ করে। ভগবান স্বভদ্রদেবের নীলারে এই বর্ণনা সমস্ত মঙ্গলের উৎস। যিনি অচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করেন অথবা কীর্তন করেন, তিনি নিঃসন্দেহে ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপাশে অর্নয় ভক্তি লাভ করবেন।

ভাষণ

ভগবান স্বভবসেবের উপদেশ সত্য, শ্রেষ্ঠ, স্বাধার এবং কলি—সব যুগেরই মানুষের জন্য। এই উপদেশের এমনই শক্তি যে, আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তা কীর্তন করার ফলে অথবা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করার ফলে, এই কলিযুগেও মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে। সেই সিদ্ধি হচ্ছে ভগবান বাসুদেবে তত্ত্ব তত্ত্ব। ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের লীলা শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হয়েছে, যাতে তা শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে মানুষ পবিত্র হতে পারে। নিত্যং ভাগবতেনৈব। ভক্তদের কর্তব্য, যদি সম্ভব হয় দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা, আলোচনা করা এবং শ্রবণ করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই উপদেশ নিয়ে বলেছিলেন—কীর্তনীয়া সদা হরিঃ। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে অথবা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে, স্বভবসেব, কলিযুগে, শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের লীলা এবং উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের বিদ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায়। ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে, যিনি ভগবানের আশ্রয় এবং কর্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে অলাভ হয়েছেন, তিনি জড় ভগবতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ১৭

यस्यामेव कवय आश्रानमविरतं विविधवृत्तिनसंसारपरितापोपतप्य-
मानमनसवनं आपन्नसुखैरेव परया निर्वृत्त्या ह्यपवर्गमात्यन्तिकं

পরমপুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং নো এবান্নিয়ন্তে ভগবদীয়ত্বেনৈব
পরিসমাপ্তসর্বার্থাঃ ॥ ১৭ ॥

যস্যাম্—এব—যাতে (কৃষ্ণভাবনামৃত অথবা ভগবত্তত্ত্বির অমৃত); কবয়াঃ—বিকৌলী
ব্যক্তিসের; আস্থানম্—আস্থা; অবিরতম্—নিরন্তর; বিবিধ—নানা প্রকার; বৃজিন—
পাপপূর্ণ; সংসার—জড় জগতে; পরিতাপ—দুর্দশা থেকে; উপ্তপ্যমানম্—
দুর্দশাক্রান্ত; অনুসবনম্—নিরন্তর; ভ্রাপয়ন্তাঃ—স্নান করে; তয়া—তার দ্বারা; এব—
নিশ্চিতভাবে; পরয়া—মহান; নির্বৃত্তা—আনন্দ সহকারে; হি—নিশ্চিতভাবে;
অপবর্গম্—মুক্তি; আভাসিকম্—অপ্রতিহত; পরম-পুরুষ-অর্থম্—সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ;
অপি—যদিও; স্বয়ম্—স্বয়ং; আসাদিতম্—প্রাপ্ত; নো—না; এব—নিশ্চিতভাবে;
আশ্রয়ন্তে—লাভ করার প্রচেষ্টা; ভগবদীয়ত্বেন এব—ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত
হওয়ার ফলে; পরিসমাপ্ত-সর্ব-অর্থঃ—যাদের সমস্ত জড় কামনা-বাসনার সমাপ্তি
হয়েছে।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তেরা জড় জগতের বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে, নিরন্তর ভগবদ্ভক্তির অমৃত অবগাহন করেন। তার ফলে ভগবদ্ভক্ত পরম আনন্দ উপভোগ করেন, এবং মুক্তি স্বয়ং তাঁর সেবা করতে আসেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর সেবা গ্রহণ করেন না। এমনকি ভগবান স্বয়ং তাঁদের মুক্তি নিতে চাইলেও তাঁরা তা গ্রহণ করতে চান না। ভক্তের কাছে মুক্তি নিতাত্ত্বই নগণ্য, কারণ ভগবানের দ্বিবা প্রেমময়ী সেবা লাভ করার ফলে, তাঁদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে যায় এবং তাঁদের আর কোন জড়-জাগতিক বাসনা থাকে না।

ভাষ্য

জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে যারা মুক্তি লাভের অভিলাষী, তাদের কাছে ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে সর্বোত্তম প্রাপ্তি। ভগবদ্গীতায় (৬/২২) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যা লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাথিকং ততঃ—“তা লাভ হলে বোঝা যায় যে, তার থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছু নেই।” কেউ যখন ভগবান থেকে অতিম ভগবানের সেবা লাভ করেন, তখন আর তার কোন জড় বাসনা থাকে না। মুক্তি মানে হচ্ছে জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি। বিলম্বল ঠাহুর বলেছেন—মুক্তিঃ মুক্তলিতাজ্জনিঃ সেবতেহ'স্মান্। ভক্তের কাছে মুক্তি খুব একটা লভ প্রাপ্তি নয়। মুক্তির অর্থ হচ্ছে স্বরূপে অবস্থিত হওয়া। প্রতিটি জীবই তার

স্বরূপে ভগবানের নিত্যদাস; তাই জীব যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি আপনাকে কেই মুক্তি লাভ করেন। তার ফলে ভগবদ্ভক্ত মুক্তির আকাংক্ষা করেন না, এমনকি ভগবান স্বয়ং তাঁদের তা দিতে চাইলেও তাঁরা তা গ্রহণ করতে চান না।

শ্লোক ১৮

রাজান্ পতিগুরুমলং ভবতাং যদুনাং

দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ কৃ চ কিঙ্করো বঃ ।

অস্ত্রেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো

মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ শ্ব ন ভক্তিযোগম্ ॥ ১৮ ॥

রাজান্—হে রাজন; পতিঃ—পালক; গুরুঃ—গুরুদেব; অলম্—নিশ্চিতভাবে; ভবতাম্—আপনার; যদুনাম্—যদুবংশের; দৈবম্—উপাস্য বিগ্রহ; প্রিয়ঃ—অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু; কুলপতিঃ—বংশের পতি; কৃ চ—এমনকি কখনও; কিঙ্করঃ—দাস; বঃ—আপনার (পাণ্ডবদের); অস্ত্র—হোক; এবম্—এইভাবে; অঙ্গ—হে রাজন; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; ভজতাম্—সেবারত ভক্তদের; মুকুন্দঃ—পরমেশ্বর ভগবান; মুক্তিম্—মুক্তি; দদাতি—দান করেন; কহিচিৎ—যে কোন সময়; শ্ব—নিশ্চিতভাবে; ন—না; ভক্তি-যোগম্—প্রেমভক্তি।

অনুবাদ

গুরুদেব গোদাম্বী বললেন—হে রাজন, পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দ পাণ্ডব ও যদুদের পালক। তিনি আপনাদের গুরু, ইস্টদেব, সখা এবং কার্যকলাপের পরিচালক। অধিক কি, তিনি কোন কোন সময় আপনাদের বার্তাবাহ দূত অথবা কিঙ্করের কার্যও করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি একজন সাধারণ ভৃত্যের মতো আচরণ করেছিলেন। যঁরা ভগবানের কৃপা লাভের জন্য তাঁর সেবায় যুক্ত, তাঁরা অন্যায়সে মুক্তি লাভ করতে পারেন। কিন্তু তিনি সচরাচর কাউকে ভক্তিযোগ প্রদান করেন না।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতকে উপদেশ দেওয়ার সময় গুরুদেব গোদাম্বী মনে করেছিলেন যে, মহারাজ পরীক্ষিতকে অনুপ্রাণিত করা সমীচীন হবে, কারণ মহারাজ পরীক্ষিত

হয়তো বিভিন্ন রাজবংশের মহিমার কথা চিন্তা করছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশ বিশেষভাবে মহিমাযিত ছিল, কারণ সেই বংশে ভগবান্ স্বভবদেব অবতরণ করেছিলেন। তেমনই পৃথু মহারাজের অঙ্গগ্রহণের ফলে, ধ্রুব মহারাজের পিতা মহারাজ উত্তনপাসের বংশও মহিমাযিত হয়েছিল। রঘুবংশ মহিমাযিত হয়েছিল শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে। যদু এবং কুরুবংশ যুগপৎ বর্তমান ছিল, কিন্তু এই দুই বংশের মধ্যে যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ফলে অধিক মহিমাযিত ছিল। মহারাজ পরীক্ষিত মনে করে থাকতে পারেন যে, কুরুবংশে হয়তো অন্যান্য বংশের মতো সৌভাগ্য সম্বিত ছিল না, কারণ সেই বংশে ভগবান্ অবতরণ করেননি। তাই এই শ্লোকে গুরুদেব গোদাম্বী পরীক্ষিতকে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

কুরুবংশকে অধিক যশস্বী বলে মনে করা যেতে পারে, কারণ এই বংশে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত পঞ্চপাণ্ডব অঙ্গগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও কুরুবংশে অবতীর্ণ হননি, কিন্তু তিনি পাণ্ডবদের ভক্তিতে এতই প্রসন্ন ছিলেন যে, তিনি পাণ্ডব পরিবারের পালক এবং গুরুরূপে আচরণ করেছিলেন। যদুবংশে অঙ্গগ্রহণ করলেও শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রতি অধিক স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তাঁর আচরণের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি যদুবংশ থেকেও কুরুবংশের প্রতি অধিক অনুরক্ত ছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, পাণ্ডবদের ভক্তিতে স্বর্গী হওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের দূত হয়েছিলেন, এবং বহু বিপজ্জনক অবস্থায় তাঁদের পরিচালনা করেছিলেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বংশে অবতীর্ণ হননি বলে মহারাজ পরীক্ষিতের দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। ভগবান্ তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ, এবং তাঁর আচরণের দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে, ভক্তদের কাছে মুক্তি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্যায়সে মুক্তি দান করেন, কিন্তু ভক্তি দান করেন না। মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ শ্ব ন ভক্তিযোগম্। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভক্তিযোগ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে সব চাইতে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তি। তা মুক্তির থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত আপনাকে কেই মুক্তি লাভ করেন।

শ্লোক ১৯

নিত্যানুভূতনিজলাভনিবৃত্তভৃগুঃ

শ্রেয়স্যতপ্রচনয়া চিরসুপ্তবুদ্ধেঃ ।

লোকস্য যঃ করুণরাতম্যমাত্মলোক-

মাখ্যানমো ভগবতে স্বভবায় তস্মৈ ॥ ১৯ ॥

নিত্য-অনুভূত—তার স্বরূপ সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকার ফলে, নিজ-লাভ-নিবৃত্ত-
ভৃক্ষা—যিনি স্বয়ং পূর্ণ হওয়ার ফলে বাসনা রহিত; প্রেরসি—জীবনের বাস্তবিক
কল্যাণে, অন্তঃ-রচনায়—সেহৃদয়বুদ্ধির প্রভাবে অর্জ জগতের ক্ষেত্রে কার্যকলাপ
প্রসার করে; চির—দীর্ঘকাল; সুপ্ত—নিমিত্ত; বুদ্ধ্য—যাদের বুদ্ধি; লোকস্য—
মানুষদের; যঃ—যিনি (ভগবান ঋষভদেব); করুণায়—তার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে;
অভয়ম্—নির্ভয়; আত্ম-লোকম্—আত্মস্বরূপ; আখ্যাৎ—উপদেশ দিয়েছিলেন;
নমঃ—সম্রদ্ধ প্রণতি; ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবানকে; ঋষভায়—ভগবান
ঋষভদেবকে; তস্মৈ—তাকে।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেব তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন; তাই তিনি ছিলেন আত্মরূপ
এবং তাঁর বাহ্য ইন্দ্রিয় সুবভোগের কোন বাসনা ছিল না। যেহেতু তিনি ছিলেন
স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই তাঁর কোন প্রকার সাফল্য লাভের কোন বাসনা ছিল না। যারা
সেহৃদয়বুদ্ধিবৃত্ত হয়ে অর্জ পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য বৃথা পরিশ্রম করে, তারা
অকর্ষাই তাদের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অবগত নয়। ভগবান ঋষভদেব তাঁর অহৈতুকী
কৃপাবশত, আত্মার স্বরূপ এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেছিলেন।
তাই আমরা ভগবান ঋষভদেবকে আমাদের সম্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি ঋষভদেবের চরিত্র বর্ণনাকারী এই অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ। পরমেশ্বর
ভগবান হওয়ার ফলে ঋষভদেব স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলেন। ভগবানের বিভিন্ন অংশস্বরূপ
আমাদের মতো জীবদের ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ অনুসরণ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ
হওয়া উচিত। সেহৃদয়বুদ্ধিতে মগ্ন হয়ে অনর্থক দেহের চাহিদাগুলি বৃদ্ধি করা
উচিত নয়। কেউ যখন আত্মাকে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে
অধিষ্ঠিত হয়ে প্রসন্ন হন। ভগবদ্গীতার (১৮/৫৪) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা
হয়েছে—ঋদ্ধভূতাঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কণ্ঠকতি। সেটিই হচ্ছে প্রতিটি জীবের
পরম উদ্দেশ্য। অর্জ জগতে থাকলেও, কেউ যদি ভগবদ্গীতা অথবা
শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের দেওয়া নির্দেশগুলি অনুসরণ করেন, তাহলে তিনি শোক
এবং মোহ থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হতে পারবেন। আত্ম-উপলব্ধির
দ্বারা লব্ধ আনন্দকে বলা হয় স্বরূপানন্দ। বদ্ধ জীব চিরকাল অজ্ঞানের অন্ধকারে
নিমিত্ত থাকার ফলে, তার প্রকৃত হিত কিসে হয় বুঝতে পারে না। সে কেবল
অর্জ-জাগতিক আয়োজনের মাধ্যমে সুখী হতে চায়, কিন্তু তা কখনও সম্ভব নয়।

তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, ন তে বিদুষঃ স্বার্থগতিং হি বিদুষম্—অজ্ঞানাজ্ঞ
হওয়ার ফলে বদ্ধ জীব বুঝতে পারে না যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদের আশ্রয়
গ্রহণ করাই হচ্ছে তার চরম স্বার্থ। অর্জ পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সুখী
হওয়ার যে প্রচেষ্টা তা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। প্রকৃতপক্ষে তা কখনও সম্ভব নয়।
তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ এবং উপদেশের দ্বারা ভগবান ঋষভদেব বদ্ধ জীবদের জ্ঞানের
আলোক প্রদর্শন করেছেন, এবং চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে কিতাবে আত্ম-
নির্ভরশীল হতে হয় তা প্রদর্শন করেছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'ভগবান ঋষভদেবের কার্যকলাপ' নামক
ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবৈদ্য ভাষণ।

সপ্তম অধ্যায়

মহারাজ ভরতের কার্যকলাপ

এই অধ্যায়ে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর মহারাজ ভরতের চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ ভরত বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকার-পূজার দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। যথাসময়ে তিনি গৃহভাগ করে হরিদ্বারে ভক্তিমূলক কার্য করার মাধ্যমে তাঁর দিন অতিবাহিত করছিলেন। তাঁর পিতা ভগবান ঋষভদেবের আদেশ অনুসারে, মহারাজ ভরত বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করেন। তারপর তিনি শান্তিপূর্ণভাবে সারা পৃথিবী শাসন করেন। পূর্বে এই বর্ষটি অজনাভ নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু পরে ভরত মহারাজের নাম অনুসারে তার নাম হয় ভরতবর্ষ। পঞ্চজনীর গর্ভে ভরত মহারাজের পাঁচটি পুত্র হয় এবং তিনি তাদের নাম দেন সুমতি, রাষ্ট্রভূত, সুদর্শন, আবরণ এবং ধৃতকেশু। তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভরত মহারাজ ধর্ম অনুষ্ঠানে অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রজাপালন করেছিলেন।-বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করার ফলে, তিনি নিজেও অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। অকিঞ্চিৎকর মনে তিনি ভগবান বাসুদেবে তাঁর ভক্তি বর্ধিত করেছিলেন। তিনি নারদ আদি ঋষিদের সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তিনি ভগবান বাসুদেবকে সর্বদা তাঁর হৃদয়ে ধারণ করতেন। তাঁর রাজকীয় কর্তব্য সম্পাদন করার পর, তিনি তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে তাঁর রাজ্য বণ্টন করে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি গৃহভাগ করে পুণ্ড্রবর্ষে গিয়েছিলেন। সেখানে বনের ফল-মূল খেয়ে তিনি ভগবান বাসুদেবের আরাধনা করেছিলেন। এইভাবে বাসুদেবের প্রতি ভক্তি বর্ধিত হওয়ার ফলে, তিনি দিব্য আনন্দ অনুভব করতে থাকেন। তাঁর অতি উন্নত ভক্তির প্রভাবে, ভগবদ্ভক্তির লক্ষণস্বরূপ রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু আদি অষ্ট সাধিক বিকার কখনও কখনও প্রকাশ পেতে থাকে। মহারাজ ভরত ঋষি বেদে বর্ণিত গায়ত্রী মন্ত্রের মাধ্যমে, সূর্যমণ্ডলে হিরণ্যময় পুরুষ নারায়ণের আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ভরতস্ত মহাভাগবতো যদা ভগবতাবনিতলপরিপালনায় সন্ধিস্তিতস্তদনু-
শাসনপরঃ পঞ্চজনীং বিশ্বরূপদুহিতরমুপযেমে ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোপাশ্রমী বললেন, ভরতঃ—মহারাজ ভরত, তু—কিন্তু;
মহা-ভাগবতঃ—ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত; যদা—যখন; ভগবতা—ঈশ্বর পিতা ভগবান
স্বয়ংভদ্রেণের আদেশ অনুসারে; অবনিতল—পৃথিবী; পরি-পালনায়—শাসন করার
জন্য; সন্ধিস্তিতঃ—সংকল্প করেছিলেন; তৎ-অনুশাসন-পরঃ—পৃথিবী শাসনে রত;
পঞ্চজনীম্—পঞ্চজনী; বিশ্বরূপ-দুহিতরম্—বিশ্বরূপের কন্যা; উপযেমে—বিবাহ
করেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোপাশ্রমী মহারাজ পরীক্ষিতকে বললেন—হে রাজন, মহারাজ ভরত
ছিলেন মহাভাগবত। তিনি ঈশ্বর পিতার সংকল্প অনুসারে, রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত
হয়ে পৃথিবী শাসন করতে শুরু করেছিলেন। তিনি ঈশ্বর পিতার আদেশ অনুসারে,
বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করেন।

শ্লোক ২

তস্যামু হ বা আত্মজান্ কার্ধ্যশ্চানানুরূপানাত্মনঃ পঞ্চ জনয়ামাস ভূতাদি-
রিব ভূতসৃষ্টাণি সুমতিং রাষ্ট্রভূতং সুদর্শনমাবরণং ধূমকেতুমিতি ॥ ২ ॥

তস্যাম্—ঈশ্বর গর্ভে; উ হ বা—প্রকৃতপক্ষে; আত্ম-জান্—পুত্র; কার্ধ্যশ্চান্—
সর্বতোভাবে; অনুরূপান্—অনুরূপ; আত্মনঃ—নিজের মতো; পঞ্চ—পাঁচ; জনয়াম্
আস—উৎপাদন করেছিলেন; ভূত-আদিঃ ইব—অহঙ্কারের মতো; ভূত-সৃষ্টাণি—
পঞ্চতন্ত্রাঃ; সু-মতিম্—সুমতি; রাষ্ট্র-ভূতম্—রাষ্ট্রভূত; সু-দর্শনম্—সুদর্শন;
আবরণম্—আবরণ; ধূম-কেতুম্—ধূমকেতু; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

অহঙ্কার থেকে যেমন পঞ্চতন্ত্রাঃের উৎপত্তি হয়, তেমনই মহারাজ ভরত ঈশ্বর
পত্নী পঞ্চজনীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর সেই পুত্রদের
নাম ছিল সুমতি, রাষ্ট্রভূত, সুদর্শন, আবরণ এবং ধূমকেতু।

শ্লোক ৩

অজনাভং নমৈতদ্বর্ষং ভারতমিতি যত আরভ্য ব্যপদিশন্তি ॥ ৩ ॥

অজনাভম্—অজনাভ; নাম—নামক; এতৎ—এই; বর্ষম্—বর্ষ; ভারতম্—ভারত;
ইতি—এইভাবে; যতঃ—যাঁর থেকে; আরভ্য—শুরু হয়; ব্যপদিশন্তি—ভীরা বলেন।

অনুবাদ

পূর্বে এই বর্ষের নাম ছিল অজনাভ, কিন্তু মহারাজ ভরতের রাজত্বকাল থেকে
তা ভারতবর্ষ নামে পরিচিত হয়।

তাৎপর্য

পূর্বে মহারাজ নাভির রাজত্বের ফলে এই বর্ষের নাম ছিল অজনাভ। ভরত
মহারাজের রাজত্বের পর তা ভারতবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ হয়।

শ্লোক ৪

স বহুবিশ্বহীপতিঃ পিতৃপিতামহবদূরবৎসলতয়া স্বে স্বে কর্মণি বর্তমানাঃ
প্রজাঃ স্বধর্মমনুবর্তমানাঃ পর্যপালয়ৎ ॥ ৪ ॥

সঃ—সেই রাজা (মহারাজ ভরত); বহু-বিৎ—মহাজানী; মহী-পতিঃ—পৃথিবীর
শাসক; পিতৃ—পিতা; পিতামহ—পিতামহ; বৎসলতয়া—ঠিক তাদের মতো; উর-
বৎসলতয়া—প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত প্রেমশীল হওয়ার ফলে; স্বে স্বে—নিজের
নিজের; কর্মণি—কর্তব্য কর্ম; বর্তমানাঃ—অবশিষ্ট; প্রজাঃ—নাগরিকেরা; স্ব-ধর্মম্
অনুবর্তমানাঃ—তাঁদের স্বধর্মে রত হয়ে; পর্যপালয়ৎ—শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

মহাজানী মহারাজ ভরত সারা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। স্বীয় কর্তব্য কর্মে
পূর্ণরূপে রত থেকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রজাপালন করেছিলেন। তিনি ঈশ্বর
পিতা এবং পিতামহের মতো প্রজাবৎসল ছিলেন। প্রজাদের স্ব-ধর্মে নিযুক্ত
রেখে তিনি পৃথিবী শাসন করছিলেন।

তাৎপর্য

রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষে নাগরিকদের স্বধর্মে পূর্ণরূপে নিযুক্ত রেখে রাজ্য শাসন করা
কর্তব্য। প্রজাদের মধ্যে কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য এবং কেউ শূদ্র।

সরকারের কর্তব্য হচ্ছে প্রজারা যাতে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য বর্ণাশ্রম-বিভাগ অনুসারে আচরণ করে, তা দেখা। কোন মতেই কারো বেকার থাকা উচিত নয়। জাগতিক স্তরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্ররূপে তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা অবশ্য কর্তব্য, এবং আধ্যাত্মিক স্তরে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসীরূপে সকলের স্ব-স্ব কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। পূর্বে রাজতন্ত্রের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং সমস্ত রাজারা তাদের প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন, এবং তাঁরা কঠোরতা সহকারে প্রজাদের নিজ নিজ কর্তব্য কর্মে নিযুক্ত রেখেছিলেন। তাই সমাজ অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালিত হত।

শ্লোক ৫

ঈজে চ ভগবন্তং যজ্ঞক্রতুরূপং ক্রতুভিরুচ্চাবচৈঃ শ্রদ্ধয়াহুতাদি-
হোত্রাদর্শপূর্ণমাসচাতুর্মাস্যপত্নসোমানাং প্রকৃতিবিকৃতিভিরনুসবনং
চাতুর্হোত্রবিধিনা ॥ ৫ ॥

ঈজে—আরাধনা করেছিলেন; চ—ও; ভগবন্তম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; যজ্ঞ-ক্রতু-
রূপম্—পত্ন সমন্বিত এবং পত্নহিত যজ্ঞ; ক্রতুভিঃ—এই প্রকার যজ্ঞের দ্বারা;
উচ্চাবচৈঃ—মহৎ এবং ক্ষুদ্র; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা সহকারে; অহুত—অনুষ্ঠিত; অগ্নি-
হোত্র—অগ্নিহোত্র যজ্ঞ; দর্শ—দর্শ যজ্ঞ; পূর্ণমাস—পূর্ণমাস যজ্ঞ; চাতুর্মাস্য—
চাতুর্মাস্য যজ্ঞ; পত্ন-সোমানাম্—পত্ন সমন্বিত যজ্ঞ এবং সোমরস সমন্বিত যজ্ঞ;
প্রকৃতি—পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করার দ্বারা; বিকৃতিভিঃ—এবং আংশিকভাবে অনুষ্ঠান
করার দ্বারা; অনুসবনম্—প্রায় সর্বদা; চাতুঃ-হোত্র-বিধিনা—চার প্রকার পুরোহিতদের
দ্বারা নির্দেশিত যজ্ঞবিধির দ্বারা।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত গভীর শ্রদ্ধা সহকারে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।
তিনি অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পত্নযজ্ঞ (যে যজ্ঞে অশ্ব বলি দেওয়া
হয়) এবং সোমযজ্ঞ (যেই যজ্ঞে সোমরস নিবেদন করা হয়) অনুষ্ঠান করেছিলেন।
কখনও কখনও এই সমস্ত যজ্ঞ পূর্ণরূপে এবং কখনও আংশিক রূপে সম্পাদন
করা হয়েছিল। সমস্ত যজ্ঞই তিনি চাতুর্হোত্র বিধির দ্বারা নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন
করেছিলেন। এইভাবে ভরত মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞ সার্থক হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য অশ্ব এবং গো উৎসর্গ করা
হত। পত্ন বধ করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞায়িত যে পত্ন
উৎসর্গ করা হত, সে নবীন শরীর প্রাপ্ত হত। সাধারণত যজ্ঞায়িত বৃদ্ধ পত্নকে
উৎসর্গ করা হত এবং সেই পত্ন তরুণ শরীর প্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসত। কোন
কোন যজ্ঞে অবশ্য পত্নবলির প্রয়োজন হত না। বর্তমান যুগে পত্নবলি নিষিদ্ধ।
যে সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

অশ্বমেধং গবাদন্তং সন্ন্যাসং পল্লিপত্নকম্ ।

দেবরোণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

“এই কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস, পিতৃশ্রাদ্ধে মাংস নিবেদন,
এবং দেবতার দ্বারা সন্তান উৎপাদন—এই পাঁচটি কর্ম নিষিদ্ধ।” (শ্রীচৈতন্য-
চরিতামৃত আদি ১৭/১৬৪) উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অথবা ঋষিকের অভাবে এই যুগে
এই ধরনের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। তাই এই যুগে সংকীর্ণ যজ্ঞের নির্দেশ
দেওয়া হয়েছে। যজ্ঞে: সঙ্কীর্ণপ্রায়ৈর্যজ্ঞি হি সুমেধস: (শ্রীমদ্ভাগবত
১১/৫/৩২)। প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয় ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য।
যজ্ঞার্থকর্ম—ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য এই প্রকার কর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত।
এই কলিযুগের অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর পার্বদসহ আরাধনা করতে হয়
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনরূপ সংকীর্ণ যজ্ঞের মাধ্যমে। বুদ্ধিমান মানুষেরা এই
পন্থা অবলম্বন করেন। যজ্ঞে: সঙ্কীর্ণপ্রায়ৈর্যজ্ঞি হি সুমেধস: । সুমেধস:
শব্দটির অর্থ হচ্ছে সুন্দর মস্তিষ্কসম্পন্ন বুদ্ধিমান মানুষ।

শ্লোক ৬

সম্প্রচরৎসু নানাযাগেষু বিরচিতাঙ্গক্রিয়েষু পূর্বং যত্নং ক্রিয়াফলং
ধর্মাখ্যাং পরে ব্রহ্মণি যজ্ঞপুরুষে সর্বদেবতালিঙ্গানাং
মন্ত্রাণামর্থনিয়ামকতয়া সাক্ষাৎকর্তরি পরদেবতায়াম্ ভগবতি বাসুদেব এব
ভাবয়মান আত্মনৈপুণ্যমদিতকম্বায়া হবিস্বন্ধযুক্তির্গৃহ্যমাণেষু স যজমানো
যজ্ঞভাজো দেবাংস্তান্ পুরুষাবয়বেষু ভাষ্যয়েৎ ॥ ৬ ॥

সম্প্রচরৎসু—অনুষ্ঠান শুরু করার সময়; নানা-যাগেষু—বিবিধ প্রকার যজ্ঞ; বিরচিত-
অঙ্গ-ক্রিয়েষু—যাতে আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান হয়; অপূর্বম্—দূরবর্তী; যৎ—যা কিছু;

ভৎ—তা; ক্রিয়া-ফলম্—এই প্রকার যজ্ঞের ফল; ধর্ম-আখ্যাম্—ধর্ম নামক; পরে—পরম; ব্রহ্মণি—ভগবানকে; যজ্ঞ-পুরুষে—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তাকে; সর্ব-দেবতা-লিঙ্গানাম্—যাঁর থেকে সমস্ত দেবতারা প্রকাশিত হন; মজ্জাণাম্—গৈলিক মন্ত্রের; অর্ধ-নিরাম-কৃত্য—বিষয়সমূহের নিরস্ত হওয়ার ফলে; সাক্ষাৎ-কর্তরি—প্রত্যক্ষভাবে অনুষ্ঠানকারী; পর-দেবতায়াম্—সমস্ত দেবতাদের উৎস; ভগবন্তি—ভগবান; বাসুদেবে—শ্রীকৃষ্ণকে; এব—নিশ্চিতভাবে; ভাবয়মানা—নিরস্তর চিন্তা করে; আত্ম-নৈপুণ্য-সুদিত-কথারঃ—এই প্রকার চিন্তার দ্বারা কাম এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত; হবিসু—যজ্ঞে নিবেদন করার সামগ্রী; অধ্বয়ন্তি—অর্ধ বেসে বর্ণিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারদর্শী পুরোহিত; গৃহমাণেশু—গ্রহণ করে; সঃ—মহারাজ ভরত; যজমানঃ—যজ্ঞকর্তা; যজ্ঞ-ভাঃ—যজ্ঞফলের গ্রাহক; দেবান্—দেবতারা; তান্—তাদের; পুরুষ-অবয়বেষু—ভগবান শ্রীগোবিন্দের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ; অভ্যধ্যায়ৎ—তিনি চিন্তা করেছিলেন।

অনুবাদ

বিভিন্ন যজ্ঞের প্রারম্ভিক কার্য সম্পাদন করার পর, মহারাজ ভরত তা ধর্মের নামে ভগবান বাসুদেবকে নিবেদন করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি সমস্ত যজ্ঞ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অনুষ্ঠান করেছিলেন। মহারাজ ভরত বিচার করেছিলেন যে, যেহেতু দেবতারা হচ্ছেন বাসুদেবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাই বৈদিক মন্ত্রে যে সমস্ত দেবতাদের বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি তাঁদের নিরস্তর করেন। এইভাবে চিন্তা করার ফলে মহারাজ ভরত কাম, ক্রোধ, লোভ আদি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। পুরোহিতেরা যখন যজ্ঞায়িতে আহুতি প্রদান করার জন্য হবি গ্রহণ করতেন, তখন মহারাজ ভরত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করতেন কিভাবে বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পিত সেই সমস্ত আহুতি ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নিবেদন করা হচ্ছে। যেমন, ইন্দ্র হচ্ছেন ভগবানের বাহু এবং সূর্য হচ্ছে তাঁর চক্ষু। এইভাবে মহারাজ ভরত জানতেন যে, বিভিন্ন দেবতাকে নিবেদিত আহুতি প্রকৃতপক্ষে ভগবান বাসুদেবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিবেদন করা হচ্ছে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রবণ, কীর্তন সমন্বিত শুদ্ধ ভক্তির বিকাশ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। ভরত মহারাজ যেহেতু ছিলেন একজন মহাভাগবত, তাই প্রাণ হতে পারে

বেন তিনি কর্মীদের মতো এই সমস্ত যজ্ঞ করেছিলেন। তার কারণ হচ্ছে যে তিনি কেবল বাসুদেবের আদেশ পালন করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার বলেছেন, সর্বধর্মানি পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রহ্ম—“সব রকম ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।” (ভগবদ্গীতা ১৮/৬৬) আমাদের সমস্ত কর্মের মাধ্যমে নিরস্তর বাসুদেবকে শরণ করতে হবে। মানুষ সাধারণত বিভিন্ন দেব-দেবীদের প্রণাম করে, কিন্তু ভরত মহারাজ কেবল ভগবান বাসুদেবের প্রসন্নতা বিধান করতে চেয়েছিলেন। ভগবদ্গীতার সেই সপ্তদশে বলা হয়েছে—ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ (ভগবদ্গীতা ৫/২৯)। কোন বিশেষ দেবতার প্রসন্নতা বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যেতে পারে, কিন্তু যজ্ঞ যখন যজ্ঞপুরুষ নারায়ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, তখন সমস্ত দেবতারা তৃপ্ত হন। বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান। বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে অথবা সরাসরিভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা যায়। আমরা যদি সরাসরিভাবে ভগবানকে নৈবেদ্য নিবেদন করি, তাহলে দেবতারা আপনা থেকেই সন্তুষ্ট হন। গাছের গোড়ায় জল দিলে ডালপালা, ফুল-ফল আপনা থেকে তৃপ্ত হয়। কেউ যখন বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁর শরণ রাখা উচিত যে, দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আমরা যদি কোন ব্যক্তির হাতের সেবা করি, তাহলে তাঁর উদ্দেশ্যে হচ্ছে সেই ব্যক্তির সন্তুষ্টি বিধান করা। আমরা যদি কারও পা টিপি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা পায়ে সেবা করি না, যার পা তার সেবা করি। সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং আমরা যদি তাঁদের সেবা করি, তাহলে প্রকৃতপক্ষে আমরা ভগবানেরই সেবা করি। ব্রহ্মসংহিতায় দেব-দেবীদের পূজা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই শ্লোকগুলি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দেরই ভজনা করার নির্দেশ দিচ্ছে। যেমন, ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৪) দুর্গাদেবীর পূজার উল্লেখ করা হয়েছে—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা

ছায়েব বন্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।

ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা

গোবিন্দমাদিপূজ্যং তমহং ভজামি ॥

শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে দুর্গাদেবী সৃষ্টি, পালন এবং লিঙ্গ কার্য সম্পাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণও ভগবদ্গীতার এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। ময়াদাক্ষেপ প্রকৃতিঃ সূর্যতে নচরাচরম্—“হে কৌন্তেয়, আমার নির্দেশ অনুসারে এই অজ্ঞা প্রকৃতি স্বাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীবদের উৎপন্ন করে।” (ভগবদ্গীতা ৯/১০)

এই ভাবনা নিয়ে দেব-দেবীদের পূজা করা উচিত। যেহেতু দুর্গাদেবী কৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান করেন, তাই দুর্গাদেবীকে সন্মান প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য। শিব যেহেতু শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ, তাই শিবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। তেমনই, ব্রহ্মা, অগ্নি, সূর্যাদি দেবতাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। বিভিন্ন দেব-দেবীদের বিভিন্ন প্রকার নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়, এবং আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, এই সমস্ত নিবেদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। ভরত মহারাজ দেব-দেবীদের কাছ থেকে কোন বরের আশা করেননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। মহাভারতে বিষ্ণুর সহস্রনামে উল্লেখ করা হয়েছে, যজ্ঞভূগু যজ্ঞকৃৎ যজ্ঞঃ। যজ্ঞের ভোক্তা, যজ্ঞের কর্তা এবং যজ্ঞ স্বয়ং হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। পরমেশ্বর ভগবান সব কিছুই অনুষ্ঠানকর্তা, কিন্তু অজ্ঞতাবশত জীব মনে করে যে, সে হচ্ছে কর্তা। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের কর্তা বলে অভিমান করি, ততক্ষণ আমাদের কর্মবন্ধে আবদ্ধ থাকতে হয়। আমরা যদি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে, কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কর্ম করি, তাহলে আর কর্মবন্ধন থাকে না। যজ্ঞার্থং কর্মণোহন্যত্র লোকেহয়ং কর্মবন্ধন—“বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে কর্ম অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, তা না হলে আমাদের কর্ম এই জড় জগতের বন্ধনের কারণ হয়।” (ভগবদ্গীতা ৩/৯)

ভরত মহারাজের উপদেশ অনুসারে, আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কর্ম না করে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করা উচিত। ভগবদ্গীতায়ও (১৭/২৮) বলা হয়েছে—

অশ্রদ্ধয়া হতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎপ্রত্য নো ইহ ॥

“পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রাণ না হয়ে, যে যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান করা হয় তা অসৎ বা অনিত্য। তাঁর ফলে ইহলোকে অথবা পরলোকে কোন লাভ হয় না।”

মহারাজ অশ্বরীষের মতো রাজর্ষিরা, যারা ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাঁরা কেবল ভগবানের সেবাতেই তাঁদের সময় অতিবাহিত করতেন। শুদ্ধ ভক্ত যখন অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে কোন সেবা সম্পাদন করেন, তখন তাঁর সমালোচনা করা উচিত নয়, কারণ তাঁর কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। ভক্ত কোন পুরোহিতের মাধ্যমে কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করতে পারেন, এবং সেই পুরোহিত শুদ্ধ ভক্ত নাও হতে পারেন, কিন্তু যেহেতু ভক্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা, তাই তার সমালোচনা করা উচিত নয়। এই

শ্লোকে অপূর্ব শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কর্মফলকে বলা হয় অপূর্ব। আমরা যখন পুণ্য অথবা পাপকর্ম করি, তার ফলের উদয় তৎক্ষণাৎ হয় না। ফলের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়, তাকে বলা হয় অপূর্ব। ফলের উদয় হয় ভবিষ্যতে। স্বার্থেরাও অপূর্বকে স্বীকার করে। শুদ্ধ ভক্তরা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য কর্ম করেন, তাই তাঁদের কর্মের ফল চিন্ময় বা সৎ। তাঁদের কার্যকলাপ কর্মীদের কার্যকলাপের মতো অসৎ নয়। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (৪/২৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জানাবস্থিতচেতসঃ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিনীয়তে ॥

“যাঁরা প্রকৃতির গুণের প্রতি আসক্ত নন এবং যারা দিবা জ্ঞানে পূর্ণরূপে অবস্থিত, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় লোকে প্রবর্তিত হন।”

ভগবদ্ভক্ত সর্বদা জড় কলুষ থেকে মুক্ত থাকেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানে অবস্থিত, এবং তাই তাঁর যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা।

শ্লোক ৭

এবং কর্মবিশুদ্ধা বিশুদ্ধসত্ত্বস্যাত্তর্হদয়াকাশশরীরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবে মহাপুরুষরূপোপলক্ষণে শ্রীবৎসকৌন্তভবনমালারিদরগদাদি-ভিরূপলক্ষিতে নিজপুরুষহৃদ্রিষিতেনাশ্বনি পুরুষরূপেণ বিরোচমান উচ্চস্তুরাং ভক্তিরনুদিনমেধমানরয়াজায়ত ॥ ৭ ॥

এবং—এইভাবে; কর্মবিশুদ্ধা—ভগবানের সেবায় সবকিছু নিবেদন করে এবং পুণ্যকর্মের আকাঙ্ক্ষা না করে; বিশুদ্ধসত্ত্বস্য—যাঁর অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ সেই ভরত মহারাজের; অস্তঃ-হৃদয়-আকাশ-শরীরে—যোগীরা যাঁর ধ্যান করেন, সেই অন্তর্মুখী পরমাত্মার; ব্রহ্মণি—নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীরা যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের আরাধনা করে তাতে; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানকে; বাসুদেবে—বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণকে; মহা-পুরুষ—পরম পুরুষের; রূপ—রূপের; উপলক্ষণে—লক্ষণ সমন্বিত; শ্রীবৎস—ভগবানের বক্ষস্থলের চিহ্ন; কৌন্তভ—কৌন্তভ মণি; বন-মালা—ফুলমালা; অরি-দর—শত্রু এবং চক্রের দ্বারা; গদা-আদিভিঃ—গদা আদি লক্ষণের দ্বারা; উপলক্ষিতে—যাঁকে চেনা যায়; নিজ-পুরুষ-হৃৎ-লিখিতেন—যিনি তাঁর ভক্তদের হৃদয়ে চিত্রপটের মতো অবস্থিত; আশ্বনি—নিজের মনে; পুরুষ-রূপেণ—তাঁর

সবিশেষ রূপের দ্বারা; বিরোচনাম্—উজ্জ্বল; উচ্চৈশ্বর্যম্—অতি উচ্চ স্তরে; ভক্তিঃ—ভগবদ্ভক্তি; অনুদিনম্—প্রতি দিন; এধমান—বর্ধমান; রয়া—বলশালী; অজায়ত—অবির্ভূত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পবিত্র হয়ে, মহারাজ ভরতের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভক্তি দিন দিন বর্ধিত হয়েছিল। বসুদেব-ভনয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হন। যোগীরা তাঁদের হৃদয়াকাশে পরমাত্মারূপে তাঁর ধ্যান করেন, জ্ঞানীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে তাঁর পূজা করেন, এবং ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবানরূপে তাঁর ভজনা করেন, যার চিন্ময় রূপের বর্ণনা শাস্ত্রে করা হয়েছে। তাঁর শ্রীঅঙ্গ শ্রীবৎস, কৌন্তভ মণি এবং বনমালায় ভূষিত, এবং তাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম শোভা পায়। নারদাদি ভক্তরা সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে তাঁর ধ্যান করেন।

তাৎপর্য

বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান। তিনি যোগীদের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন, এবং জ্ঞানীদের দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে পূজিত হন। শাস্ত্রে পরমাত্মাকে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (২/২/৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে

প্রাদেশমাত্রং পূর্বং বসন্তম্ ।

চতুর্ভুজং কঞ্জরখাদিশঙ্খ-

গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥

পরমাত্মা সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। তিনি চতুর্ভুজ এবং তাঁর সেই চার হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধারণ করেন। ভক্তেরা তাঁদের হৃদয়ে পরমাত্মার ধ্যান করেন এবং মন্দিরে তাঁরা সেই পরমেশ্বর ভগবানেরই পূজা করেন। তাঁরা জানেন যে, ভগবানের দেহনিগিত রশ্মিচ্ছটাই হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি।

শ্লোক ৮

এবং বর্ষায়ুতসহস্রপর্যন্তাবসিতকর্মনির্বাণবসরেহুভিজ্যমানং স্বতনয়েভ্যো
রিক্ধং পিতৃপৈতামহং যথাদায়ং বিভজ্য স্বয়ং সকলসম্পদ্রিকেতাৎ
স্বনিকেতাৎ পুলহাশ্রমং প্রব্রাজ ॥ ৮ ॥

এবম্—এইভাবে সর্বদা যুক্ত হয়ে; বর্ষ-অযুত-সহস্র—সহস্র অযুত বছর; পর্যন্ত—পর্যন্ত; অবসিত-কর্ম-নির্বাণ-অবসরঃ—মহারাজ ভরত, যিনি তাঁর রাজকীয় ঐশ্বর্যের অবসান কাল নির্ধারণ করে; অধিভূজ্যমানম্—সেই সময় পর্যন্ত এইভাবে ভোগ করে; স্বতনয়েভ্যঃ—তাঁর পুত্রদের; রিক্ধম্—ধন; পিতৃ-পৈতামহম্—যা তিনি তাঁর পিতা এবং পিতামহদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন; যথা-দায়ম্—মনুর দায়ভাক্ নিয়ম অনুসারে; বিভজ্য—ভাগ করে দিয়ে; স্বয়ম্—তিনি নিজে; সকল-সম্পদং—সমস্ত ঐশ্বর্যের; নিকেতাৎ—গৃহ; স্বনিকেতাৎ—তাঁর পৈতৃক ভবন থেকে; পুলহ-আশ্রমম্ প্রব্রাজ—তিনি হরিদ্বারে পুলহ আশ্রমে গিয়েছিলেন (যেখানে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়)।

অনুবাদ

নিয়তি মহারাজ ভরতের জড় ঐশ্বর্য ভোগের কাল এক কোটি বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করেছিল। সেই নির্দিষ্ট সময় গত হলে, তিনি তাঁর পিতৃ-পিতামহের ধনসম্পদ তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে, সমস্ত ঐশ্বর্যের আগার স্বরূপ তাঁর পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করে হরিদ্বারে, যেখানে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়, সেই পুলহাশ্রমে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

দায়ভাক্ নিয়ম অনুসারে, যখন কেউ কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে পরবর্তী উত্তরাধিকারীর হস্তে তা সমর্পণ করা। ভরত মহারাজ যথাযথভাবে তা করেছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি এক কোটি বছর ধরে ভোগ করেছিলেন এবং তারপর গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করার সময়, তিনি তাঁর পুত্রদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিয়ে পুলহ-আশ্রমে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৯

যত্র হ বাব ভগবান্ হরিরদ্যপি তত্রতানান্ নিজজনানান্ বাৎসল্যেন
সন্নিধাপ্যত ইচ্ছারূপেণ ॥ ৯ ॥

যত্র—যেখানে; হ বাব—নিশ্চিতভাবে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; হরিঃ—শ্রীহরি; অদ্য-অপি—আজও; তত্র-তানান্—সেই স্থানে অবস্থান করে; নিজ-জনানান্—তাঁর ভক্তদের; বাৎসল্যেন—তাঁর দিবা স্নেহের দ্বারা; সন্নিধাপ্যতে—গোচরীভূত হন; ইচ্ছা-রূপেণ—ভক্তদের ইচ্ছা অনুসারে।

অনুবাদ

সেই পূলহাশ্রমে ভগবান শ্রীহরি আজও তাঁর ভক্তবাৎসল্যবশত তাঁর ভক্তদের গোচরীকৃত হন এবং তাঁদের বাসনা পূর্ণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবান বিভিন্ন চিন্ময় রূপে সর্বদা বিরাজ করেন। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্

নানাবতারমকরোদ্ধবনেষু কিস্ত ।

কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পূমান্ যো

গৌবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥

ভগবান তাঁর স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণরূপে বিরাজমান, এবং তিনি রাম, বলদেব, সঙ্কর্যণ, নারায়ণ, মহাবিশ্ব প্রভৃতি অংশ বিস্তারের দ্বারাও বিরাজ করেন। ভক্তেরা তাঁদের রুচি অনুসারে এই সমস্ত রূপের পূজা করেন, এবং ভগবান তাঁর ভক্ত-বাৎসল্যহেতু অর্চা-বিগ্রহরূপে তাঁর ভক্তদের সম্মুখে প্রকট হন। কখনও কখনও তিনি তাঁদের প্রেমের বশবর্তী হয়ে তাঁদের সম্মুখে সাক্ষাৎ উপস্থিত হন। ভক্ত সর্বদাই সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত, এবং ভগবান ভক্তের ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের সম্মুখে প্রকট হন। তিনি রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহদেব প্রভৃতি রূপে উপস্থিত হতে পারেন। ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে এইভাবে প্রেমের বিনিময় হয়।

শ্লোক ১০

যজ্ঞাশ্রমপদান্যভয়তোনাভিভির্দ্যুচ্চক্রেচ্ছন্নদী নাম সরিৎপ্রবরা সর্বতঃ পবিত্রীকরোতি ॥ ১০ ॥

যজ্ঞ—যেখানে; আশ্রম-পদানি—সমস্ত আশ্রম; উভয়তঃ—উপর এবং নিচে উভয় দিকেই; নাভিভিঃ—নাভিচিহ্ন সমন্বিত; দ্যুৎ—দৃশ্যমান; চক্রেচ্ছ—চক্রের দ্বারা; চক্রে—নদী—চক্র নদী (গণ্ডকী); নাম—নামক; সরিৎ-প্রবরা—নদীশ্রেষ্ঠ; সর্বতঃ—সর্বত্র; পবিত্রীকরোতি—পবিত্র করে।

অনুবাদ

পূলহ আশ্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ নদী গণ্ডকী প্রবাহিত। সেই নদীতে শালগ্রাম শিলা সেই সমস্ত স্থানকে পবিত্র করে। সেই শিলার প্রত্যেকের উপরে এবং নিম্নভাগে নাভিসদৃশ চিহ্ন বর্তমান।

তাৎপর্য

শালগ্রাম শিলা হচ্ছে সেই শিলা, যার উপরে এবং নীচে চক্র চিহ্ন বর্তমান। এই শালগ্রাম শিলা গণ্ডকী নদীতে পাওয়া যায়। যেখানে এই নদীর জল প্রবাহিত হয়, সেই স্থান তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়।

শ্লোক ১১

তস্মিন্ বাব কিল স একলঃ পূলহাশ্রমোপবনে বিবিধকুসুমকিসলয়তুলসিকাণ্ডুভিঃ কন্দমূলফলোপহারৈশ্চ সমীহমানো ভগবত আরাধনং বিবিক্ত উপরতবিষয়াভিলাষ উপভূতোপশমঃ পরাং নিবৃত্তিমবাপ ॥ ১১ ॥

তস্মিন্—সেই আশ্রমে; বাব কিল—বস্তুতপক্ষে; সঃ—ভরত মহারাজ; একলঃ—একাকী; পূলহ-আশ্রম-উপবনে—পূলহ আশ্রমের সমীপবর্তী উদ্যানে; বিবিধ-কুসুম-কিসলয়-তুলসিকা-অণ্ডুভিঃ—বিভিন্ন প্রকার ফুল, পদ্মব, তুলসী দল এবং জলের দ্বারা; কন্দমূল-ফল-উপহারৈঃ—কন্দমূল, ফল ইত্যাদি নিবেদন করে; চঃ—এবং; সমীহমানঃ—অনুষ্ঠান করে; ভগবতঃ—ভগবানের; আরাধনম্—আরাধনা করে; বিবিক্তঃ—পবিত্র; উপরতঃ—মুক্ত হয়ে; বিষয়-অভিলাষঃ—অড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা; উপভূতঃ—বর্ধিত; উপশমঃ—শান্তি; পরাম্—দীবা; নিবৃত্তিম্—সন্তোষ; অবাপ—লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

পূলহ আশ্রমের উপবনে মহারাজ ভরত একাকী বাস করে বিবিধ কুসুম, কিসলয়, তুলসী, গণ্ডকী নদীর জল, কন্দমূল, ফল প্রভৃতি বিবিধ নৈবেদ্যের দ্বারা ভগবান বাসুদেবের অর্চনা করতে লাগলেন। তাঁর ফলে তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়েছিল এবং তিনি জড় সৃষ্টভোগের বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। সেই অবিকলিত অবস্থায় তিনি পরম সন্তোষ এবং পরাভক্তি লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সকলেই মনের শান্তি অন্বেষণ করছে। তা লাভ করা তখনই সম্ভব হয়, যখন মানুষ জড় ইন্দ্রিয়ভূক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্তো প্রযচ্ছতি (৯/২৬)। ভগবানের সেবা করা মোটেই ব্যয়সাপেক্ষ নয়। ভগবানকে একটি পত্র, একটি ফুল, একটি ফল এবং একটি জল নিবেদন করা যায়। প্রীতি এবং ভক্তি সহকারে যখন তা নিবেদন করা হয়, ভগবান তখন গ্রহণ করেন। এইভাবে মানুষ বিষয় বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনা থাকে, ততক্ষণ মানুষ সুখী হতে পারে না। কিন্তু যখন মানুষ ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তাঁর মন সমস্ত বিষয় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়। তখন পূর্ণরূপে সন্তোষ লাভ করা যায়।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যাস্থা সূত্রসীদতি ॥

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।

জনয়তাও বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

“সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম, যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তিবলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আস্থা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে। ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে, অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি আনাসক্তি আসে।” (শ্রীমদ্ভাগবত ১/২/৬-৭)

এই উপদেশ সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে দেওয়া হয়েছে। কেউ হয়তো পূনহ আশ্রমে না যেতে পারে, কিন্তু মানুষ যেখানেই থাকুন না কেন, সেখান থেকেই উপরোক্ত পন্থা অনুসারে আনন্দের সঙ্গে ভগবানের সেবা সম্পাদন করতে পারেন।

শ্লোক ১২

তয়েখমবিরতপুরুষপরিচর্যা ভগবতি প্রবর্ধমানুরাগভরব্রতহৃদয়-
শৈথিল্যঃ প্রহর্ষবেগেনাস্বানুদ্ভিদ্ভ্যমানরোমপুলককুলক ঔৎকণ্ঠ্য-
প্রবৃত্তপ্রণয়বাস্পনিরুদ্ধাবলোকনয়ন এবং নিজরমণারূপচরণাবিন্দানুধ্যান-

পরিচিতভক্তিযোগেন পরিপ্লুতপরমাত্মদগন্তীরহৃদয়হ্রদাবগাঢ়ধিষণস্তামপি
ক্রিয়মাণং ভগবৎসপর্যাং ন সম্মার ॥ ১২ ॥

তয়া—তঁার দ্বারা; ইষম্—এই প্রকার; অবিরত—নিরন্তর; পুরুষ—পরমেশ্বর ভগবানের; পরিচর্যা—সেবার দ্বারা; ভগবতি—ভগবানকে; প্রবর্ধমান—নিরন্তর বর্ধমান; অনুরাগ—প্রেমের; ভর—ভারে; ব্রত—ব্রতীভূত; হৃদয়—হৃদয়; শৈথিল্যঃ—শৈথিল্য; প্রহর্ষ-বেগেন—আনন্দের আতিশয্যে; আশ্বনি—তাঁর সেহে; উদ্ভিদ্ভ্যমান—রোম-পুলক-কুলকঃ—রোমাঞ্চ; ঔৎকণ্ঠ্য—উৎকণ্ঠার ফলে; প্রবৃত্ত—উৎপন্ন; প্রণয়বাস্প-নিরুদ্ধ-অবলোকনয়নঃ—আনন্দাশ্রু উৎপন্ন হওয়ার ফলে, দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয়েছিল; এবম্—এইভাবে; নিজ-রমণ-অরূপ-চরণ-অবিনন্দ—ভগবানের অরূপ বর্ণ পাদপদ্ম; অনুধ্যান—ধ্যানের দ্বারা; পরিচিত—বর্ধিত; ভক্তি-যোগেন—ভক্তির দ্বারা; পরিপ্লুত—সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছিল; পরম—সর্বোচ্চ; আত্মদ—দ্বিবা আনন্দের; গন্তীর—অত্যন্ত গভীর; হৃদয়-হ্রদ—হৃদয়রূপ হৃদে; অবগাঢ়—নিমজ্জিত; ধিষণঃ—যাঁর বুদ্ধি; তাম্—তা; অপি—যদিও; ক্রিয়মাণাম্—সম্পাদন করে; ভগবৎ—পরমেশ্বর ভগবানের; সপর্যাম্—আরাধনা; ন—না; সম্মার—স্মরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহাভাগবত ভরত এইভাবে নিরন্তর ভগবানের সেবায় রত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রেম বর্ধিত হয়ে তাঁর হৃদয়কে ব্রতীভূত করেছিল। তার ফলে তাঁর আর নিত্যকৃত্যাদিতে উৎসাহ ছিল না। তাঁর দেহে রোমাঞ্চ, পুলক প্রভৃতি প্রেমের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হতে লাগল। আনন্দাশ্রুর উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টি নিরুদ্ধ হয়েছিল। এইভাবে তিনি নিরন্তর ভগবানের অরূপ বর্ণ শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে লাগলেন। তখন তাঁর হৃদয়রূপ হ্রদ আনন্দরূপ জলে পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর মন সেই আনন্দ হ্রদে নিমগ্ন হওয়ায়, তিনি যে ভগবানের সেবা করছেন, তা পর্যন্ত তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণপ্রসঙ্গে বিভোর হন, তখন তাঁর শরীরে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা দেয়। সেগুলি ভগবৎ প্রেমের লক্ষণ। মহারাজ ভরত যেহেতু নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর দেহে এই সমস্ত দ্বিবা প্রেমের লক্ষণগুলি দেখা দিয়েছিল।

শ্লোক ১৩

ইখং ধৃতভগবদ্ব্রত ঐশেন্নাজিনবাসসানুসবনাভিষেকার্ছকপিশকুটিল-
জটাকলাপেন চ বিরোচমানঃ সূর্য্যো ভগবন্তং হিরণ্যং পুরুষমুজ্জিহানে
সূর্যমণ্ডলেহুতাপতিষ্ঠয়েতদু হোবাচ— ॥ ১৩ ॥

ইখম্—এইভাবে, ধৃত-ভগবৎ-ব্রতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার ব্রত গ্রহণ
করে; ঐশেন্ন-অজিন-বাসস—মৃগচর্মের বসন ধারণ করে; অনুসবন—দিনে তিনবার;
অভিষেক—স্নানের দ্বারা; আর্ছ—সিক্ত, কপিশ—কপিল, কুটিল-জটী—কুণ্ডিত জটী;
কলাপেন—সমূহের দ্বারা; চ—এবং; বিরোচমানঃ—অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভিত
হয়ে; সূর্য্যো—বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা সূর্য-নারায়ণের পূজা করে; ভগবন্তম্—ভগবানকে;
হিরণ্যম্—স্বর্ণকণ্ঠি সমন্বিত ভগবানকে; পুরুষম্—পরম পুরুষকে; উজ্জিহানে—
উৎসর্গের সময়; সূর্যমণ্ডলে—সূর্যমণ্ডলে; অতাপতিষ্ঠম্—আরাধনা করে; এতৎ—
এই; উ হ—নিশ্চিতভাবে; উবাচ—উচ্চারণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত মৃগচর্মের বসন ধারণ করে, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করার ফলে সিক্ত কুটিল
জটী-কলাপে সুশোভিত হয়ে, সূর্যমণ্ডলে হিরণ্য নারায়ণকে স্বর্গ মন্ত্রে আরাধনা
করতেন, এবং সূর্যের উদয়ের সময় নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা তাঁর বন্দনা করতেন।

তাৎপর্য

সূর্যমণ্ডলের আরাধা দেবতা হচ্ছেন হিরণ্য ভগবান নারায়ণ। ঐর আরাধনা ও
ভূত্বঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ভরোচ্য ভর্গো দেবস্য ধীমহি—এই গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা করা
হয়। তিনি অন্যান্য স্বর্গ মন্ত্রের দ্বারাও আরাধিত হন, যেমন—ধ্যেয়ঃ সদা
সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী। সূর্যমণ্ডলে ভগবান নারায়ণ অবস্থিত এবং তাঁর অঙ্গকণ্ঠি
হিরণ্য।

শ্লোক ১৪

পরোরজঃ সবিতুর্জাতবেদো

দেবস্য ভর্গো মনসেদং জজ্ঞান।

সুরেতসাদঃ পুনরাবিশ্য চষ্টে

হংসং গৃধ্রাণং নৃশ্লিসিরামিমঃ ॥ ১৪ ॥

পরঃ-রজঃ—রজোত্তমের অর্থাৎ (শুদ্ধ সত্ত্ব অবস্থিত); সবিতুঃ—যিনি সমগ্র
ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করেন; জাত-বেদঃ—যাঁর থেকে ভক্তের সমস্ত বাসনা পূর্ণ
হয়; দেবস্য—ভগবানের; ভর্গঃ—জ্যোতির্ময়; মনসা—কেবল ধ্যানের দ্বারা; ইদম্—
এই ব্রহ্মাণ্ড; জজ্ঞান—উৎপন্ন হয়েছে; সুরেতসা—চিরন্ত শক্তির দ্বারা; অদঃ—
এই সৃষ্ট জগৎ; পুনঃ—পুনরায়; আবিশ্য—প্রবেশ করে; চষ্টে—দর্শন করেন অথবা
পালন করেন; হংসম্—জীব; গৃধ্রাণম্—হৃদ সূর্যভোগের বাসনা; নৃশ্লঃ—বুদ্ধিকে;
রিসিরাম্—যিনি গতি প্রদান করেন; ইমঃ—তাঁকে আমি আমার প্রগতি নিবেদন
করি।

অনুবাদ

“পরমেশ্বর ভগবান শুদ্ধ সত্ত্ব অবস্থিত। তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করেন
এবং ভক্তের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। ভগবান তাঁর চিৎ-শক্তির দ্বারা এই
ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। ভগবান তাঁর বাসনা অনুসারে পরমাত্মা রূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে
প্রবেশ করেছেন এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তিনি জড় সূর্যভোগের আকাঙ্ক্ষী
সমস্ত জীবদের পালন করেন। বুদ্ধিবৃত্তি প্রদানকারী সেই ভগবানকে আমি আমার
সমস্ত প্রগতি নিবেদন করি।”

তাৎপর্য

সূর্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হচ্ছেন নারায়ণের এক অংশ, যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে
আলোকিত করেন। ভগবান পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেন,
এবং তিনি তাঁদের বুদ্ধি প্রদান করেন এবং তাঁদের সমস্ত জড় বাসনা পূর্ণ করেন।
সেই কথা ভগবদ্গীতায়ও প্রতিপন্ন হয়েছে, সর্বস্য চাহং জিহা সন্নিবিষ্টঃ—“আমি
সকলের হৃদয়ে বিরাজমান।” (ভগবদ্গীতা ১৫/১৫)

পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। সেই কথা ব্রহ্ম
সংহিতাতেও (৫/৩৫) উল্লেখ করা হয়েছে—অতস্তরুহণমণ্ডরাত্তরুহম্—“তিনি
সব কয়টি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন এবং প্রতিটি পরমাত্মাতেও প্রবেশ করেন।” স্বর্গ
বেদে, এই মন্ত্রে সূর্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার আরাধনা হয়—ধ্যেয়ঃ সদা
সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজ্ঞানসন্নিবিষ্টঃ। সূর্যমণ্ডলে নারায়ণ তাঁর
পরমুন্নে উপবিষ্ট। এই মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা প্রতিটি জীবের সূর্যোদয়ের সময়
নারায়ণের শরণাগত হওয়া উচিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে সমগ্র জগৎ সূর্যের
জ্যোতিতে অবস্থিত। সূর্যকিরণের ফলে সব কয়টি গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে এবং

বনস্পতিনিচয়ের বৃদ্ধি হচ্ছে। আমরা জানি যে চন্দ্রকিরণও বনস্পতি এবং চক্কলতার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে সূর্যমণ্ডলের নারায়ণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করেন, তাই গায়ত্রী মন্ত্র বা ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা নারায়ণের আরাধনা করা উচিত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'মহারাজ ভরতের কার্যকলাপ' নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবৈদ্যন্ত তাৎপর্য।

অষ্টম অধ্যায়

ভরত মহারাজের চরিত্রকথা

ভরত মহারাজ যদিও ভক্তির অত্যন্ত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও একটি হরিণ শিশুর প্রতি আসক্তিবশত তাঁর অধঃপতন হয়। একদিন ভরত মহারাজ গণ্ডকী নদীতে যথাবিধি স্নান করে মন্ত্র জপ করছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, একটি পূর্ণগর্ভা হরিণী নদীতে জল পান করতে এসেছে। সহসা সেই হরিণীটি একটি সিংহের গর্জন শুনে, অত্যন্ত ভয়বিহ্বলা হয়ে প্রাণভরে লাফ দিয়ে নদী উল্লংঘন করল; সেই সময় তার গর্ভপাত হওয়ার ফলে শাবকটি জলে পতিত হল এবং হরিণীটিও তীরে গিয়ে প্রাণত্যাগ করল। মহারাজ ভরত দয়াপরবশ হয়ে, সেই মাতৃহারা অসহায় মুগ-শিশুটিকে জল থেকে উদ্ধার করে, আশ্রমে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত যত্নে লালন-পালন করতে লাগলেন। তিনি ক্রমশঃ সেই হরিণ শিশুটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়লেন এবং সর্বদা স্নেহভরে তার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। শাবকটি যখন একটু বড় হল, তখন সে মহারাজ ভরতের নিত্যসঙ্গী, সেবার কল্প ও চিন্তার বিষয় হল। সেই মুগের চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, তাঁর মন চঞ্চল হয়েছিল এবং তাঁর ভক্তি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর রাজকীয় ঐশ্বর্য হেলাভরে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হলেও, তিনি সেই মুগ-শিশুর প্রতি আসক্ত হয়ে বোগ থেকে ঝট্টা হলেন। এক সময় সেই মুগটিকে দেখতে না পেয়ে, মহারাজ ভরত অত্যন্ত কিলিত হয়ে তাকে খুঁজতে শুরু করলেন। এইভাবে মহারাজ ভরত যখন মুগটির বিরহে ব্যস্ত হয়ে তার আবেশন করছিলেন, তখন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মুগচিন্তায় মগ্ন থেকে প্রাণত্যাগ করায় তিনি পরজন্মে মুগরূপে প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি পারমার্থিক মার্গে কয়েকট উন্নত ছিলেন, তাই তাঁর পূর্বমুখি বিলুপ্ত হরনি। তিনি তাঁর কিকর্ম এবং তার ফলে এই অধঃপতনের জন্য অনুতপ্ত হয়ে, মুগমাতাকে ত্যাগ করে পুনরায় পুলহ আশ্রমে গিয়েছিলেন। অবশেষে মুগ-শরীরে তাঁর কর্ম কয় হয় এবং যথাসময়ে তিনি সেই হরিণের শরীর থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

একদা তু মহানন্দাং কৃত্যভিষেকনৈয়মিকাবশ্যকো ব্রহ্মাক্ষরমভিগুণানো
মুহূর্তত্রয়মুদকান্ত উপবিবেশ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকসেব গোদামী বললেন, একদা—এক সময়, তু—কিন্তু,
মহানন্দাম্—গণ্ডকী নামক মহানদীতে, কৃত্যভিষেকনৈয়মিকাবশ্যকঃ—প্রাতঃ
কৃত্য সমাপন করে স্নান করার পর, ব্রহ্ম-অক্ষরম্—প্রণব মন্ত্র (ওঁ),
অভিগুণানঃ—জপ করে, মুহূর্ত-ত্রয়ম্—তিন মুহূর্ত, উদকান্তে—নদীর তীরে,
উপবিবেশ—তিনি উপবেশন করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকসেব গোদামী বললেন—হে রাজন, একদিন মল-মূত্র ত্যাগ আদি
প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে স্নান করার পর, মহারাজ ভরত প্রণব মন্ত্র জপ করতে
করতে তিন মুহূর্তকাল গণ্ডকী নদীর তীরে উপবেশন করেছিলেন।

শ্লোক ২

তত্র তদা রাজন্ হরিণী পিপাসয়া জলাশয়াভ্যাশমেকৈবোপজগাম ॥ ২ ॥

তত্র—নদীর তীরে, তদা—সেই সময়, রাজন্—হে রাজন, হরিণী—মৃগী,
পিপাসয়া—পিপাসায় কাতর হয়ে, জলাশয়-অভ্যাশম্—নদীর নিকটে, এক—এক,
এব—নিশ্চিতভাবে, উপজগাম—উপস্থিত হয়েছিল।

অনুবাদ

হে রাজন, মহারাজ ভরত যখন নদীর তীরে বসে ছিলেন, তখন পিপাসায় কাতর
হয়ে একটি হরিণী সেখানে জলপান করতে এসেছিল।

শ্লোক ৩

তয়া পেপীয্যমান উদকে তাবদেবাভিদূরেণ নদতো মৃগপতেকুন্দাদো
লোকভয়ঙ্কর উদপতৎ ॥ ৩ ॥

তয়া—সেই হরিণীর দ্বারা, পেপীয্যমানে—গভীর তৃষ্ণার সঙ্গে পানি পান, উদকে—
জল, তাবৎ এব—ঠিক সেই সময়, অভিদূরেণ—অতি নিকটে, নদতো—গর্জন, মৃগ-
পতে—সিংহের, উদগতঃ—প্রচণ্ড শব্দ, লোক-ভয়ঙ্কর—সমস্ত জীবের কাছে অত্যন্ত
ভয়ঙ্কর, উদপতৎ—উদ্গত হয়েছিল।

তয়া—সেই হরিণীর দ্বারা, পেপীয্যমানে—গভীর তৃষ্ণার সঙ্গে পানি পান, উদকে—
জল, তাবৎ এব—ঠিক সেই সময়, অভিদূরেণ—অতি নিকটে, নদতো—গর্জন, মৃগ-
পতে—সিংহের, উদগতঃ—প্রচণ্ড শব্দ, লোক-ভয়ঙ্কর—সমস্ত জীবের কাছে অত্যন্ত
ভয়ঙ্কর, উদপতৎ—উদ্গত হয়েছিল।

অনুবাদ

হরিণীটি যখন গভীর তৃষ্ণা সহকারে জলপান করছিল, তখন অতি নিকটে একটি
সিংহ গর্জন করে উঠল। সেই লোক-ভয়ঙ্কর শব্দ হরিণীটির কর্ণে প্রবেশ করল।

শ্লোক ৪

তমুপজ্ঞাত্য সা মৃগবধুঃ প্রকৃতি বিক্রবা চকিতনিরীক্ষণা
সূতরামপিহরিভয়াভিনিবেশবাগ্রহদয়া পারিপ্লবদৃষ্টিরগততৃষা ভয়াৎ
সহসৈবোচ্চক্রাম ॥ ৪ ॥

তম্ উপজ্ঞাত্য—সেই গর্জন শুনে, সা—সেই, মৃগ-বধুঃ—হরিণী, প্রকৃতি-বিক্রবা—
স্বভাবতই মৃত্যুভয়ে ভীত, চকিত-নিরীক্ষণা—তৎপরমনা, সূতরাম্ অপি—তৎকালে,
হরি—সিংহের, ভয়—ভয়ের, অভিনিবেশ—আগমনে, বাগ্র-হদয়া—শাবুলচিহ্ন,
পারিপ্লব-দৃষ্টিঃ—পরিভ্রমণ নেত্র, অগত-তৃষা—অতৃপ্ত তৃষ্ণা, ভয়াৎ—ভয়ের ফলে,
সহসা—হঠাৎ, এব—নিশ্চিতভাবে, উচ্চক্রাম—নদী পার হয়েছিল।

অনুবাদ

হরিণী স্বভাবতই মৃত্যুভয়ে ভীত এবং তাই সে চকিত ন্যানে ইতস্তত দৃষ্টিপাত
করছিল। সেই গর্জন শুনে সে অত্যন্ত ভয়ানক হয়েছিল এবং ভয়ানক দৃষ্টি
নিষ্কোপ করে, পিপাসা নিবৃত্তি না হলেও সে লাফ দিয়ে নদী পার হল।

শ্লোক ৫

তস্যা উৎপতন্ত্যা অন্তর্বজ্রা উরুভয়াবগলিতো যোনিনির্গতো গর্ভঃ
ষোতসি নিপপাত ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ—তার, উৎপতন্ত্যাঃ—বেগে লাফ দেবার ফলে, অন্তর্বজ্রাঃ—পূর্ণগর্ভা, উরু-
ভয়া—মহাভয়ে, অবগলিতা—বিচ্যুত হয়ে, যোনি-নির্গতঃ—যোনি থেকে নির্গত
হয়ে, গর্ভঃ—গর্ভস্থ সন্তান, ষোতসি—জলপ্রবাহ, নিপপাত—পতিত হয়েছিল।

অনুবাদ

সেই হরিণীটি পূর্ণ গর্ভবতী ছিল, সুতরাং ভয়ে সে যখন লাফ দিয়েছিল, তখন তার গর্ভস্থ সন্তান যোনিনির্গত হয়ে নদীর প্রবাহে পতিত হল।

তাৎপর্য

গর্ভবতী শ্রীর ভয় অথবা অত্যধিক আবেগের ফলে গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই গর্ভবতী শ্রীকে সমস্ত বাহ্যপ্রভাব থেকে দূরে রাখা উচিত।

শ্লোক ৬

তৎপ্রসবোৎসর্গপাতমখেন্দাতুরা স্বর্ণাণেন বিমুজ্যমানা কস্যাক্ষিদ্ধর্যাং
কৃষ্ণসারসতী নিপপাতাথ চ মমার ॥ ৬ ॥

তৎ-প্রসব—গর্ভপাতের ফলে; উৎসর্গ—লাফ দিয়ে নদী পার হওয়ার ফলে; ভর—ভয়; খেন্দ—শ্রেষ্ট; আতুরা—পীড়িতা; স্ব-র্ণাণেন—স্বর্ণমুখ থেকে; বিমুজ্যমানা—বিচ্ছিন্ন হয়ে; কস্যাক্ষি—কোন; দর্যাম্—পর্বতের ওহায়া; কৃষ্ণ-সারসতী—কৃষ্ণসার মুগী; নিপপাত—নিপতিত হয়েছিল; অথ—অতএব; চ—এবং; মমার—মৃত্যু হয়েছিল।

অনুবাদ

যুব থেকে বিচ্ছিন্ন এবং গর্ভপাতে ক্রিষ্ট সেই কৃষ্ণসার মুগবধু লাফ দিয়ে নদী পার হওয়ার পর ভয়ে অত্যন্ত পীড়িতা হয়ে, একটি ওহায় নিপতিত হওয়া মাত্র দেহত্যাগ করল।

শ্লোক ৭

তাং ত্বেণকুণকং কৃপণং যোতসানুহ্যমানমভিবীক্ষ্যাপবিদ্ধং বহুরিবা-
নুকম্পয়া রাজর্ষির্ভরত আদায় মৃতমাতরমিত্যাশ্রমপদমনয়ৎ ॥ ৭ ॥

তম্—তা; তু—কিন্তু; এণ-কুণকম্—হরিণ শাবক; কৃপণম্—অসহায়; যোতসা—জলতোতে; অনুহ্যমানম্—ভাসতে ভাসতে; অভিবীক্ষ্য—দর্শন করে; অপবিদ্ধম্—নিজজন থেকে বিচ্ছিন্ন; বহুঃ ইব—ঠিক বহুর মতো; অনুকম্পয়া—করুণাবশত; রাজর্ষিঃ ভরতঃ—রাজর্ষি মহারাজ ভরত; আদায়—গ্রহণ করে; মৃত-মাতরম্—

মাতৃহারা; ইতি—এইভাবে কিংবা করে; আশ্রম-পদম্—আশ্রমে; অনয়ৎ—নিয়ে এসেছিলেন।

অনুবাদ

রাজর্ষি ভরত নদীর তীরে বসে, সেই মাতৃহারা হরিণ-শিশুটিকে নদীর জলে ভেসে যেতে দেখলেন। তা দেখে তাঁর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হল। তিনি বহুর মতো সেই শিশুটিকে মোত থেকে তুলে এনে, তাকে মাতৃহারা জেনে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতির নিয়ম যে কি সূক্ষ্মভাবে কাজ করে তা আমাদের অজ্ঞাত। মহারাজ ভরত ছিলেন একজন মহান রাজা এবং অতি উচ্চ ভরের চরিত্র। তিনি প্রায় ভগবানেন্দ্র প্রতি প্রেমভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু সেই স্তর থেকেও তিনি জড়-জাগতিক ভ্রমে অধঃপতিত হয়েছিলেন। ভগবদ্গীতার তাই সাবধান করে দেওয়া হয়েছে—

যং হি ন ব্যাধায়েতে পুরুষা পুরুষবর্তি ।
সমসুখসুখা ধীরাঃ সোহমৃতভ্যায় ভয়তে ॥

“হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন, যিনি সুখ এবং দুঃখ উভয় অবস্থাতেই অবিচলিত থাকেন, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভের যোগ্য।” (ভগবদ্গীতা ২/১৫)

ভববন্ধন থেকে মুক্তি লাভের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত, কারণ একটি ছোট ভুলের ফলে পুনরায় ভববন্ধনে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মহারাজ ভরতের চরিত্র অধ্যয়ন করে, আমরা সমস্ত জড়-জাগতিক আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার কৌশল সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে পারি। পরবর্তী শ্লোকে আমরা দেখতে পাব, কিভাবে হরিণ-শিশুটির প্রতি অত্যধিক মমতার ফলে ভরত মহারাজকে মুগ শরীর প্রাপ্ত হতে হয়েছিল। আমাদের কর্তব্য অন্য সকলের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে তাদের জড় স্তর থেকে চিম্বয় স্তরে উন্নীত করা; তা না হলে আমরা মমতার বন্ধনে জড়িয়ে চিম্বয় স্তর থেকে জড় স্তরে অধঃপতিত হতে পারি। হরিণ-শিশুটির প্রতি মহারাজ ভরতের মমতাই ছিল তাঁর অধঃপতনের সূচপাত।

শ্লোক ৮

তস্য হ বা এণকুণক উট্টকরেতশ্চিন্ কৃতনিজাভিমানস্যাহরহস্তংপোষণ-
পালনলালনপ্রীণনানুধ্যানেনানুনিয়মাঃ সহযমাঃ পুরুষপরিচর্যাদম্
একৈকশঃ কতিপয়েনাহর্গণেন বিমুজ্যমানাঃ কিম সর্ব এবোদবসন্ ॥৮॥

তস্য—স্বাস্থ্য; হ বা—বস্তুতপক্ষে; এণ-কৃণকে—হরিণ-শিশুর প্রতি; উঠেঃ—
অত্যন্ত; এতদ্ভিন্—এতে; কৃত্ত-মিহ-অতিমানস্য—যিনি হরিণ-শিশুটিকে পূর্ববৎ গ্রহণ
করেছিলেন; অহঃ-অহঃ—প্রতিদিন; তৎ-পোষণ—সেই হরিণ-শিশুটিকে পালন-
পোষণ করে; পালন—ভয় থেকে রক্ষা করে; লালন—চুষন ইত্যাদির দ্বারা প্রীতি
প্রদর্শন করে অথবা লালন করে; শ্রীঘন—আদর করে; অনুধ্যানেন—এই প্রকার
আসক্তির দ্বারা; আশ্ব-নিয়মাঃ—স্নান আদি সেহ ধারণের নিয়ম; সহ-সমাঃ—
অহিংসা, সাহনশীলতা, সরলতা আদি আধ্যাত্মিক কর্তব্য; পুরুষ-পরিচর্যা-আদয়ঃ—
ভগবানের সেবা আদি অন্যান্য কর্তব্য; এক-একশঃ—প্রতিদিন; কতিপয়েন—কেবল
অল্প কয়েকটি; অহঃ-গণেন—দিন; বিযুক্ত্যমানাঃ—পরিভাষণ করে; কিল—
বাস্তবিকপক্ষে; সৰ্বে—সমস্ত; এব—নিশ্চিতভাবে; উদবসন্—নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

অনুবাদ

ধীরে ধীরে মহারাজ ভরত সেই মৃগটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন।
কৃপ আদি দ্বারা পোষণ, বাঘ এবং অন্যান্য হিংস্র প্রাণীদের আক্রমণ থেকে তাকে
রক্ষা, কচুয়ন আদির দ্বারা প্রীতি সম্পাদন, চুষন আদির দ্বারা লালন প্রকৃতির
দ্বারা তিনি তাকে গভীর রেখে লালন-পালন করতে লাগলেন। এইভাবে হরিণ
শিশুটির প্রতি আসক্ত হয়ে, মহারাজ ভরত তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের কর্তব্য
কর্মগুলি বিস্মৃত হয়েছিলেন, এবং ধীরে ধীরে তিনি ভগবানের আরাধনা থেকেও
ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর পারমার্থিক উন্নতি
সাধনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই দৃষ্টান্তটি থেকে আমরা বুঝতে পারি বিবি-নিবেধগুলি পালন করে এবং
নিরমিতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে, আধ্যাত্মিক কর্তব্য সম্পাদন করার ব্যাপারে
আমাদের কত সতর্ক থাকা উচিত। আমরা যদি তাতে অবহেলা করি, তাহলে
অবশেষে আমাদের অধঃপতন হবে। আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রতিদিন
ব্রাহ্মমূর্তিতে শয়ন ত্যাগ করা, স্নান করা, মঙ্গল অন্নভিতে যোগদান করা, ভগবানের
শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা
এবং আচার্য ও শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করা। এই পন্থা থেকে যদি আমরা
মিথ্যাত হই, তাহলে আমরা যতই উন্নত জন্মের ভক্ত হই না কেন, আমাদের
অধঃপতন হতে পারে। ভগবদ্গীতার (১৮/৫) উল্লেখ করা হয়েছে—

বজ্রদন্তপাকর্ম ন জ্যাজ্ঞাৎ কার্যমেব তব ।

বজ্রো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥

"বজ্র, দান এবং তপশ্চর্যা কখনই পরিভাষণ করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে বজ্র,
দান এবং তপশ্চর্যা মহাত্মাদেরও পবিত্র করে।" সম্মানীদেরও এই সমস্ত
বিধিবিধানগুলি পরিভাষণ করা উচিত নয়। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের
আরাধনা করা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা। তাঁর সময় এবং ভীক উৎসর্গ করা।
বিধিবিধি এবং তপশ্চর্যার অনুশীলন করতে থাকা উচিত। এই সমস্ত কর্তব্যগুলি
কখনই ত্যাগ করা নয়। সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করা হয়েছে বলে নিজেকে অত্যন্ত উন্নত
বলে মনে করা উচিত নয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য ভরত মহারাজের
চরিত্র অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে অধ্যয়ন করা উচিত।

শ্লোক ৯

অহো বতায়ং হরিণকৃণকঃ কৃপণ ইধররথচরণপরিভ্রমণরয়েণ
ব্রগণসুহৃদকৃত্যঃ পরিবর্জিতঃ শরণং চ মোপসাদিতো মামেব মাতাপিতরৌ
ভাতৃজাতীন যৌথিকাংশৈচবোপেয়ায় নান্যং ককন বেদ
ময়াভিবিপ্রজ্ঞাত এব ময়া মৎপরায়ণসা পোষণপালনশ্রীঘনলালন-
মনস্বীনানুষ্ঠেয়ং শরণোপেক্ষাদোষবিদুষা ॥ ৯ ॥

অহো বত—আহা; অয়ম্—এই; হরিণ-কৃণকঃ—হরিণ-শিশু; কৃপণঃ—অসহায়;
ইধর-রথ-চরণ-পরিভ্রমণ-রয়েণ—ভগবানের কালরূপ রথচক্রের পরিভ্রমণের বেগে;
ব্র-গণ—ব্রজন; সুহৃৎ—অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু; বহুভাঃ—আত্মীয়-ব্রজন; পরি-
বর্জিতঃ—বর্জিত হয়ে; শরণম্—আশ্রয়রূপে; চ—এবং; মা—আমাকে;
উপসাদিতঃ—প্রাপ্ত হয়েছে; মাম্—আমাকে; এব—কেবল; মাতা-পিতরৌ—পিতা
এবং মাতা; ভাতৃ-জাতীন—ভ্রাতা এবং আত্মীয়-ব্রজন; যৌথিকান্—যুগ্মের অভ্যর্থনা;
চ—ও; এব—নিশ্চিতভাবে; উপেয়ায়—প্রাপ্ত হয়ে; ন—না; অন্যম্—অন্য কেউ;
ককন—কোন ব্যক্তি; কৈ—জানেন; ময়ি—আমার; অতি—অত্যন্ত; বিপ্রজ্ঞাঃ—
ব্রহ্মপরিচয়; চ—এবং; অতএব—অতএব; ময়া—আমার দ্বারা; মৎ-পরায়ণসা—
আমার প্রতি এইভাবে নির্ভরশীল; পোষণ-পালন-শ্রীঘন-লালনম্—স্নান, পালন,
আদর এবং রক্ষা করা; অনস্বীনা—মাস্তর্ক রহিত; অনুষ্ঠেয়ম্—অনুষ্ঠান করা কর্তব্য;
শরণা—শরণাগত; উপেক্ষা—উপেক্ষা; দোষ-বিদুষা—ত্রুটি সম্বন্ধে অবগত।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত মনে মনে চিন্তা করতেন—আহা, এই অসহায় হরিণ শিওটি

ভগবানের কালরূপ চক্রের পরিভ্রমণের বেগে স্বজন, সুহৃদ ও বন্ধুদের থেকে

বিচ্যুত হয়ে আমাদেরই আশ্রয় রূপে প্রাপ্ত হয়েছে। সে আমাদেরই তার মাতা,

পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় ও সন্তান বলে মনে করেছে। আমার প্রতি এর পূর্ণ বিশ্বাস

আছে। আমাদের ছাড়া এ আর অন্য কাউকে জানে না। অতএব, এর প্রতি

মাৎস্য পরায়ণ হয়ে আমার মনে করা উচিত নয় যে, এর জন্য আমার স্বার্থহানি

হবে। এর লালন, পালন, পোষণ এবং তোষণ করা আমার অবশ্য কর্তব্য।

যেহেতু এ আমার শরণাগত হয়েছে, তাই আমি কিভাবে তাকে অবহেলা করতে

পারি? যদিও এই হরিণটির জন্য আমার পারমার্থিক কর্তব্য ব্যাহত হচ্ছে, তবুও

শরণাগতের অবহেলা করা তো উচিত নয়। তাহলে সেটি মন্ত বড় অন্যায্য হবে।

তাৎপর্য

কেউ যখন চিন্তায় চেতনার বা কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করেন, তখন তিনি

স্বাভাবিকভাবেই জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাক্রান্ত জীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল

হন। তিনি স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা করেন। কিন্তু,

কেউ যদি বদ্ধ জীবদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বিচার না করে কেবল সেহের দুঃখ-

স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রতিই সহানুভূতিশীল হন, যেমনটি ভরত মহারাজের ক্ষেত্রে

হয়েছিল, তাহলে সেই সহানুভূতি বা করুণা তার অধঃপতনের কারণ হবে। কেউ

যদি দুর্দশাক্রান্ত বদ্ধ জীবদের প্রতি প্রকৃতই সহানুভূতিশীল হন, তাহলে তাঁর কর্তব্য

হচ্ছে তাদের জড় চেতনা থেকে চিন্ময় চেতনার উন্নীত করার চেষ্টা করা। ভরত

মহারাজ সেই হরিণটির প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ভুলে

নিয়েছিলেন যে, তাঁর পক্ষে সেই হরিণটিকে আধ্যাত্মিক চেতনার স্তরে উন্নীত করা

অসম্ভব ছিল, কারণ সেটি ছিল একটি পশু। একটি পশুকে লালন-পালন করার

অন্য তাঁর আধ্যাত্মিক কর্তব্য পরিত্যাগ করা মহারাজ ভরতের পক্ষে অত্যন্ত

বিপজ্জনক হয়েছিল। ভগবদ্গীতার নির্দেশ অনুসরণ করা উচিত—যং হি ন

ব্যথ্যন্তেতে পুরুষং পুরুষবর্জং। জড় শরীরটির ব্যাপারে কারও জন্যই কোনকিছু

করা সম্ভব নয়। কিন্তু, আমরা যদি আধ্যাত্মিক মার্গের বিবিধধানগুলি অনুসরণ

করি, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমরা অন্যদেরও চিন্ময় চেতনার উন্নীত করতে

পারি। কিন্তু আমাদের পারমার্থিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে আমরা যদি অন্যদের

সৈহিক দুঃখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়েই কেবল আগ্রহী হই, তাহলে আমরা একটি অত্যন্ত

ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পতিত হব।

শ্লোক ১০

নুনং হ্যার্য্যঃ সাধব উপশমশীলঃ কৃপণসুহৃদ এবংবিধার্থে স্বার্থানপি
ওরুতরানুপেক্ষতে ॥ ১০ ॥

নুনং—বস্ত্রতপস্কে, হি—নিশ্চিতভাবে, অর্য্যঃ—অত্যন্ত মার্জিত চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি;
সাধবঃ—সাদৃশ্য, উপশমশীলঃ—সর্বজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও; কৃপণ-সুহৃদঃ—অসহায়
ব্যক্তির বদ্ধ, এবং-বিধ-অর্থঃ—এই প্রকার নিয়ম পালন করার জন্য; স্ব-অর্থান্—
অপি—নিজের স্বার্থকেও; ওরু-তরান্—অত্যন্ত ওরুত্বপূর্ণ; উপেক্ষতে—উপেক্ষা
করেন।

অনুবাদ

ত্যাগের আশ্রম অবলম্বন করা সত্ত্বেও, মহান ব্যক্তি অবশ্যই দুঃখ-দুর্দশাক্রান্ত বদ্ধ
জীবদের প্রতি অত্যন্ত করুণা অনুভব করেন। নিশ্চয়ই এই প্রকার শরণাগত
ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য নিজের ওরুতর স্বার্থও উপেক্ষা করা উচিত।

তাৎপর্য

মায়ী অত্যন্ত প্রবল। লোকহিতৈষণা, পরার্থবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদির নামে মানুষ
সারা পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশাক্রান্ত মানুষদের প্রতি করুণা অনুভব করে। লোকহিতৈষী
এবং পরার্থবাদীরা বুঝতে-পারে না যে, মানুষের জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি
সাধন করা অসম্ভব। মানুষের জড়-জাগতিক অবস্থা তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে
দৈবের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। দুঃখ-দুর্দশাক্রান্ত
জীবদের যে একচিন্ময় কল্যাণ সাধন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব, তা হচ্ছে তাদের
চিন্ময় চেতনার স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করা। জড়-জাগতিক দুঃখ-স্বাচ্ছন্দ্যের
হ্রাস অথবা বৃদ্ধি সাধন করা যায় না। তাই শ্রীমদ্ভগবতে (১/৫/১৮) বলা হয়েছে,
তন্নভ্যতে দুঃখং অন্যতঃ সুখং—“কিনা চেষ্টায় যেমন দুঃখ আপনা থেকেই আসে,
তেমনই জড় সুখভোগ আপনা থেকেই আসবে।” জড়-জাগতিক সুখ এবং
দুঃখ কিনা চেষ্টাতেই আসে। তাই জড়-জাগতিক কার্যকলাপের জন্য বিরত হওয়া
উচিত নয়। কেউ যদি অন্যদের প্রতি সত্যই সহানুভূতিশীল হন অথবা তাদের
মঙ্গল সাধনে সক্ষম হন, তাহলে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে তাদের কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত
করা। এইভাবে ভগবানের কৃপায় সকলেরই পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হবে।
আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভরত মহারাজ এইভাবে আচরণ করেছেন।

তথাকথিত যে সমস্ত লোকহিতকর কার্য কেবল সেহের সুখ-স্বাস্থ্যের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাতে আমরা পঞ্চশষ্ট না হই সেই জন্য সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। কোন মতেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপা লাভের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। মানুষ সেই কথা জানে না অথবা তরা তা ভুলে গেছে। তাই তারা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপা লাভ করার কথা ভুলে গিয়ে, কেবল সেহের সুখ-স্বাস্থ্যের প্রদান করার জন্য লোকহিতকর কার্যে যুক্ত হয়।

শ্লোক ১১

ইতি কৃতানুষ্ণ আসনশ্যানাটিনশ্যানাশনানিষু সহ মুগজহনা মেহানুবদ্ধহনয়
আসীৎ ॥ ১১ ॥

ইতি—এইভাবে, কৃত-অনুষ্ণ—অত্যন্ত আসক্ত হয়ে; আসন—উপবেশন; শ্যান—শয়ন; অটিন—ভ্রমণ; শ্যান—মান; অশনানিষু—ভোজন ইত্যাদি করার সময়; সহ—মুগ-জহনা—মুগ-শিঙির সঙ্গে; মেহ-অনুবদ্ধ—মেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে; হনয়—তার হনয়; আসীৎ—হয়েছিল।

অনুবাদ

সেই হরিণ-শিঙির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে, মহারাজ ভরত তার সঙ্গে উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, মান, এমনকি আহার পর্যন্ত করতেন। এইভাবে হরিণ-শিঙির প্রেমে তার হনয় আবদ্ধ হয়েছিল।

শ্লোক ১২

কুশকুসুমসমিৎপলাশফলমুলোদকান্যাহরিষ্যমাণো বৃকসালাবৃকানিত্যো
ভয়মাশংসমানো যদা সহ হরিণকুণকেন বনং সমাবিশতি ॥ ১২ ॥

কুশ—কুশ ফল; কুসুম—ফুল; সমিৎ—অত্যন্ত ভালোবাসার কাঠ; পলাশ—গরু; ফল-মূল—ফল এবং মূল; উদকানি—এবং জল; আহরিষ্যমাণো—সংগ্রহ করার বাসনায়; বৃকসালাবৃক—নেকড়ে বাঘ এবং কুকুরদের থেকে; আনিত্যো—এবং বাঘ আদি অন্যান্য পশুদের; ভয়ম্—ভয়; আশংসমানো—শঙ্কিত; যদা—যখন; সহ—সঙ্গে; হরিণকুণকেন—হরিণ-শিঙি; বনম্—বনা; সমাবিশতি—প্রবেশ করতেন।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত যখন কুশ, কুসুম, সমিৎ, পলাশ, ফল, মূল এবং জল সংগ্রহ করার জন্য বনে যেতেন, তখন পাছে শূগাল, কুকুর, বাঘ আদি হিবে ভয় এসে মৃগ-শিঙির প্রাণ বিনাশ করে, এই আশঙ্কায় তিনি সেই হরিণ-শিঙিকে সঙ্গে করেই বনে প্রবেশ করতেন।

তাৎপর্য

সেই হরিণটির প্রতি মহারাজ ভরতের মেহ যে কিভাবে বর্ধিত হয়েছিল তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ভরত মহারাজের মতো মহাত্মা, যিনি ভগবানের প্রতি ভাবভক্তি লাভ করেছিলেন, তিনিও একটি পশুর প্রতি মেহের কণে তাঁর অতি উচ্চ চিন্তায় ভর থেকে অধঃপতিত হয়েছিলেন। তার ফলে, তাঁকে তাঁর পরবর্তী জীবনে একটি হরিণের দেহ ধারণ করতে হয়েছিল। মহারাজ ভরতের যদি এই অবস্থা হতে পারে, তাহলে আধ্যাত্মিক জীবনে অনুভব যে সমস্ত ব্যক্তি তাদের কুকুর-বেড়ালদের প্রতি আসক্ত, তাদের আর কি কথা? কুকুর-বেড়ালদের প্রতি তাদের আসক্তির ফলে, পরবর্তী জীবনে তাদের সেই প্রকার পশু-শরীর ধারণ করতে হবে। তাই পশুপক্ষী ইত্যাদির প্রতি আসক্তি বর্জন করে, ভগবানের প্রতি প্রীতি পরায়ণ হয়ে তাঁর প্রতি আসক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ভগবানের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা যদি বর্ধিত না হয়, তাহলে আমরা অন্য সমস্ত বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হব। সেটিই আমাদের জড় বহনের কারণ।

শ্লোক ১৩

পথিষু চ মুগ্ধভাবেন তত্র তত্র বিষক্তমতিপ্রণয়ভরহৃদয়ঃ
কার্পণ্যং স্বক্লেনোদ্বহতি এবমুৎসঙ্গ উরসি চাধায়োপলালয়ন্ মুদং
পরমাম্বাপ ॥ ১৩ ॥

পথিষু—কনপথে; চ—ও; মুগ্ধভাবেন—হরিণ-শাবকের শিঙিসুলভ আচরণে; তত্র তত্র—ইতস্তত; বিষক্ত-মতি—আকৃষ্ট চিত্ত; প্রণয়—প্রেম সহকারে; ভর—পূর্ণ; হৃদয়ঃ—হার হৃদয়; কার্পণ্যং—মেহ এবং প্রেমবশত; স্বক্লেন—স্বক্লে; উদ্বহতি—বহন করতেন; এবম্—এইভাবে; উৎসঙ্গে—কখনও কোলে নিয়ে; উরসি—শরনকালে বক্ষে ধারণ করে; চ—ও; আধায়—স্থাপন করে; উপলালয়ন্—লালন করতে করত; মুদম্—আনন্দ; পরমাম্—অত্যন্ত; অবাপ—তিনি অনুভব করতেন।

অনুবাদ

বনে প্রবেশ করে সেই হরিণ-শাবকের শিশুসুলভ আচরণে মহারাজ ভরত অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে ঘেহবিহ্বল হয়ে পড়তেন। তিনি কখনও সেই হরিণ-শিশুটিকে স্বস্তে বহন করতেন, কখনও কোলে স্থাপন করতেন, এবং যখন শয়ন করতেন, তখন ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর বকে স্থাপন করতেন। এইভাবে সেই শিশুটিকে আদরের সঙ্গে লালন করতে করতে তিনি প্রথম আনন্দ লাভ করতেন।

তাৎপর্য

মহারাজ ভরত তাঁর গৃহ, পত্নী, সন্তান-সন্ততি, রাজ্য আদি সবকিছু ত্যাগ করে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য বনে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এক তুচ্ছ হরিণ-শাবকের ঘেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুনরায় মায়ায় শিকার হয়েছিলেন। তাহলে তাঁর পরিবার পরিজনদের পরিত্যাগ করার কি প্রয়োজন ছিল? যারা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে চান, তাঁদের শ্রীকৃষ্ণ বাণীত অন্য কোন কিছু প্রতি আসক্ত না হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকার উচিত। কখনও কখনও প্রচুর করার জন্য আমাদের অনেক জড়-জাতিত্ব কার্য করতে হয়, কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের জন্য। আমরা যদি সেই কথা মনে রাখি, তাহলে আর মায়ায় শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ১৪

ক্রিয়ান্নাং নির্বর্তমানান্যামন্তরালেহ্যুখ্যায়োখ্যায় যদৈনমভিচক্ষীত তর্হি বাব
স বর্ষপতিঃ প্রকৃতিস্থেন মনসা তদ্বা আশিষ আশান্তে স্বস্তি স্তাৎস তে
সর্বত ইতি ॥ ১৪ ॥

ক্রিয়ান্নাম্—ভগবানের আরাধনা অথবা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান;
নির্বর্তমানান্যাম্—সমাপ্ত না করেই; অন্তরালে—মধ্যে মধ্যে; অপি—যদিও; উখ্যায়
উখ্যায়—বারবার উঠে; যদা—যখন; এনম্—হরিণ-শাবক; অভিচক্ষীত—দেখতেন;
তর্হি বাব—সেই সময়; সঃ—তিনি; বর্ষ-পতিঃ—মহারাজ ভরত; প্রকৃতি-স্থেন—
সুখী; মনসা—মনে; তদৈষ—তাকে; আশিষঃ আশান্তে—আশীর্বাদ করতেন; স্বস্তি—
সর্বপ্রকার মঙ্গল; স্তাৎ—হোক; বসে—হে বৎস; তে—তোমার; সর্বতঃ—
সর্বতোভাবে; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত যখন ভগবানের পূজা করতেন অথবা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম অনুষ্ঠান করতেন, তখন সেই ক্রিয়া সমাপ্ত না হতেই তিনি মাঝে মাঝে উঠে সেই হরিণ-শিশুটি কোথায় গেছে তা দেখতেন। যখন তিনি দেখতেন যে হরিণ-শিশুটি ভানভাবেই রয়েছে, তখন তাঁর মন এবং হৃদয় অত্যন্ত উৎফুল্ল হত, এবং তিনি সেই হরিণ-শাবকটিকে আশীর্বাদ করে বলতেন, “হে বৎস, তোমার সর্বপ্রকার মঙ্গল হোক।”

তাৎপর্য

সেই হরিণ-শাবকটির প্রতি তাঁর আসক্তি এতই প্রবল হয়েছিল যে, ভরত মহারাজ ভগবানের সেবাপূজায় আর তাঁর মনকে একাগ্র করতে পারছিলেন না এবং তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মও অনুষ্ঠান করতে পারছিলেন না। যখন তিনি ভগবানের পূজা করতেন, তখন সেই হরিণ-শাবকটির প্রতি অত্যধিক ঘেহে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠত। যখন তিনি ধ্যান করার চেষ্টা করতেন, তখন তাঁর হরিণ-শিশুটির কথাই মনে পড়ত। অর্থাৎ, পূজা করার সময় মন যদি বিচলিত থাকে, তাহলে কেবল লোকসেখানো পূজার ফলে কোন লাভ হয় না। ভরত মহারাজ যে পূজা করার সময় বারবার উঠে গিয়ে হরিণ-শিশুটি কোথায় গেছে তা দেখতে যেতেন, তা থেকেই বোঝা যায় যে, চিত্তায় ভর থেকে তাঁর অধ্যাপন হয়েছিল।

শ্লোক ১৫

অন্যদা ভৃশমুখিগমনা নষ্টদ্রবিণ ইব কৃপণঃ সাকরুণমতিতর্ষণে হরিণকুণক
বিরহবিহ্বলহৃদয়সস্তাপস্তমেবানুশোচন্ কিল কখালং মহদভিরস্তিত
ইতি হোবাচ ॥ ১৫ ॥

অন্যদা—কখনও কখনও (হরিণ-শাবকটিকে দেখতে না পেয়ে); ভৃশম্—অত্যন্ত;
উখিগমনাঃ—উৎকর্ষপূর্ণ চিত্ত; নষ্ট-দ্রবিণঃ—যে তার ধনসম্পদ হারিয়ে ফেলেছে;
ইব—সদৃশ; কৃপণঃ—কৃপণ; সাকরুণম্—অত্যন্ত করুণভাবে; অতি-তর্ষণে—অত্যন্ত
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে; হরিণ-কুণক—হরিণ-শিশুটি থেকে; বিরহ—বিরহে; বিহ্বল—
ব্যাকুল; হৃদয়—মনে অথবা হৃদয়ে; সস্তাপঃ—শোক; ভম্—সেই হরিণ-শাবক;
এব—কেবল; অনুশোচন্—নিরন্তর তার কথা চিন্তা করে; কিল—নিশ্চিতভাবে;

কশ্মলম্—মোহ; মহৎ—অত্যন্ত; অভিরম্বিতঃ—প্রাপ্ত হয়েছিল; ইতি—এইভাবে; ই—নিশ্চিতভাবে; উবাচ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

ভরত মহারাজ যদি কখনও সেই হরিণটিকে না দেখতে পেতেন, তখন তাঁর মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠত। কৃপণ ব্যক্তি যেমন ধন লাভ করার পর সেই ধন হারিয়ে ফেললে অত্যন্ত দুঃখিত হয়, তেমনই ভরত মহারাজ সেই হরিণ-শাবকটির অদর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে শোক করতেন। এইভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন।

ভাষ্য

কোন দরিদ্র ব্যক্তি যদি তার ধন হারিয়ে ফেলে, তাহলে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়। তেমনই হরিণটিকে দেখতে না পেয়ে মহারাজ ভরতের মন ক্লান্ত হত। কিভাবে যে আমাদের আসক্তির পরিবর্তন হয়, এটি তার একটি দৃষ্টান্ত। ভগবানের সেবার যদি আমাদের আসক্তি হয়, তাহলে আমাদের প্রগতি হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, যুদ্ধ-যুবতীরা যেমন স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তিনি যেন সেইভাবে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমুদ্রে বীপ গিয়ে অথবা রাতে বিরহে ক্রন্দন করে ভগবানের প্রতি সেই প্রকার আসক্তি প্রদর্শন করতেন। কিন্তু, ভগবানের পরিবর্তে যদি আমরা জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত হই, তাহলে চিন্ময় স্তর থেকে আমাদের অধঃপতন হবে।

শ্লোক ১৬

অপি বত স বৈ কৃপণ এণবালকো মৃতহরিণীসুতোহহো মমানার্যস্য
শঠকিরাতমতেরকৃতসুকৃতস্য কৃতবিস্ত্র আত্মপ্রত্যয়েন তদবিগণয়ান্ সূজন
ইবাগমিম্যতি ॥ ১৬ ॥

অপি—প্রকৃতপক্ষে; বত—আহা; সঃ—সেই হরিণ-শাবকটি; বৈ—নিশ্চিতভাবে; কৃপণঃ—কাতর; এণবালকঃ—হরিণ-শিশুটি; মৃত-হরিণী-সুতঃ—মৃত হরিণীর শাবক; অহো—আহা; সঃ—আমার; অনার্যস্য—অত্যন্ত অতন্ন; শঠ—প্রবঞ্চক; কিরাত—ব্যাধের; মতেঃ—যার মতি; অকৃত-সুকৃতস্য—পুণ্যহীন; কৃত-বিস্ত্রঃ—পূর্ণরূপে

বিশ্বাস করে; আত্মপ্রত্যয়েন—আমাকে নিজের মতো মনে করে; তৎ অবিগণয়ান্—এই সমস্ত বিষয়ে চিন্তা না করে; সুজনঃ ইব—অত্যন্ত সন্মান ব্যক্তির মতো; অগমিম্যতি—সে কি আবার কিরে আসবে।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত মনে করতেন—আহা, এই মুগটি এখন অসহায়। আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা এবং আমার মন চতুর ব্যাধের মতো সর্বদা প্রবঞ্চনা এবং নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ। সন্মান ব্যক্তি যেমন দৃঢ় বদ্ধুর দূর্ব্যবহারের কথা ভুলে গিয়ে তাকে বিশ্বাস করে, ঠিক সেইভাবে এই হরিণটি আমার উপর তার বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমি এইভাবে অবিগম্যের মতো আচরণ করলেও সে কি পুনরায় আমার কাছে ফিরে আসবে এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে?

ভাষ্য

ভরত মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত উদ্বত চরিত্রসম্পন্ন এবং মহান, তাই হরিণটিকে অদর্শনে তিনি মনে করতেন যে, তিনি তাঁর শরণাগতকে রক্ষা করতে অক্ষম। সেই পণ্ডটির প্রতি তাঁর আসক্তির ফলে তিনি মনে করতেন যে, সেই পণ্ডটিও তাঁরই মতো উদ্বত চরিত্র এবং মহান। আত্মবিশ্বাসে ভ্রম এই ন্যায় অনুসারে, মানুষ নিজে যেমন, অন্যদেরও ঠিক সেই রকমই বলে সে মনে করে। তাই মহারাজ ভরত মনে করতেন যে, তিনি হরিণটির অবহেলা করেছেন বলে সে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু সে অত্যন্ত মহান বলে আবার ফিরে আসবে।

শ্লোক ১৭

অপি ত্রেমণান্নিগ্নাশ্রমোপবনে শম্পাণি চরন্তঃ দেবতপ্তং ব্রহ্ম্যমি ॥ ১৭ ॥

অপি—হয়তো; ত্রেমণঃ—বায়ু আদি হিংস্র প্রাণীর অনুপস্থিতির ফলে নির্ভর; অগ্নি—এই আশ্রম উপবনে—আশ্রমের সমীপবর্তী উদ্যানে; শম্পাণি চরন্তঃ—কোমল তৃণ ভক্ষণ করতে করতে; দেবতপ্তং—দেবতাদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে; ব্রহ্ম্যমি—আমি কি দেখতে পাব।

অনুবাদ

আহা! আমি কি আবার দেখতে পাব যে, এই পণ্ডটি দেবতা কর্তৃক সুরক্ষিত হয়ে এবং বায়ু আদি হিংস্র প্রাণীর অনুপস্থিতিতে নির্ভর কোমল তৃণ ভক্ষণ করতে করতে এই আশ্রমের উপবনে চরে বেড়াচ্ছে?

তাৎপর্য

মহারাজ ভরত মনে করেছিলেন যে, হরিণটি তাঁর অক্ষমতার নিরাশ হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে কোনও দেবতার দ্বারা রক্ষিত হওয়ার জন্য তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ঐকান্তিকভাবে দেখতে চেয়েছিলেন যে, সে ব্যাঘ্র আদি হিংস্র পশুর ভয়ে ভীত না হয়ে, তাঁর আশ্রমে কোমল ভূষণ আহরণ করতে করতে আশ্রয় বিচরণ করছে। মহারাজ ভরতের একমাত্র চিন্তা ছিল কিস্তাবে সমস্ত বিপদ থেকে সেই হরিণটিকে রক্ষা করা যায়। জ্ঞানাতিক বিচারে এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় আচরণ হতে পারে, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে এইভাবে অনর্থক একটি পশুর প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে, ভরত মহারাজ তাঁর উন্নত চিন্তার ভগ্ন থেকে অধঃপতিত হয়েছিলেন। এইভাবে অধঃপতিত হওয়ার ফলে, তাঁকে একটি পশু-শরীর ধারণ করতে হয়েছিল।

শ্লোক ১৮

অপি চ ন বৃকঃ সালাব্কেহন্যাতমো বা নৈকচর একচরো বা
ভক্ষয়তি ॥ ১৮ ॥

অপি চ—অথবা; ন—না; বৃকঃ—নেকড়ে; সালাব্কে—কুকুর; অন্যাতমঃ—অনেকের মধ্যে যে কোন একটি; বা—অথবা; ন-এক-চরঃ—যুগচর শূকর; এক-চরঃ—ব্যাঘ্র আদি পশু যারা একা বিচরণ করে; বা—অথবা; ভক্ষয়তি—(সেই অসহায় পশুটিকে) আহরণ করছে।

অনুবাদ

কি জানি, কোন নেকড়ে অথবা কুকুর অথবা যুগচর শূকর আদি অথবা কোন একচর ব্যাঘ্র তাকে ভক্ষণ করেনি তো?

তাৎপর্য

বাঘ কখনও জঙ্গলে দলবদ্ধ হয়ে বিচরণ করে না। প্রত্যেক বাঘ একলা বিচরণ করে, কিন্তু কন্য শূকরেরা দলবদ্ধ হয়ে থাকে। তেমনই নেকড়ে, কুকুর আদি পশুরাও একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে থাকে। তাই মহারাজ ভরত মনে করেছিলেন যে, বৃকের কোনও হিংস্র পশু হয়তো হরিণটিকে হত্যা করেছে।

শ্লোক ১৯

নিম্নোচতি হ ভগবান্ সকলজগৎকেমোদয়ন্ত্বাআদ্যাপি মম ন
মৃগবধূন্যাস আগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

নিম্নোচতি—অন্ত যায়; হ—আহা; ভগবান্—সূর্যরূপে ভগবান; সকল-জগৎ—সমগ্র বিশ্ব; কেম-উদয়ঃ—মঙ্গলের উদয়; ত্বয়ী-আত্মা—তিনি যেম যার আত্মাধারণ; আদ্য-অপি—এখনও পর্যন্ত; মম—আমার; ন—না; মৃগ-বধূ-ন্যাসঃ—মৃগবধু যাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে; আগচ্ছতি—ফিরে এসেছে।

অনুবাদ

হায়, যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন সমগ্র জগতের মঙ্গলোদয় হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেবল আমারই মঙ্গলোদয় হল না। সূর্যদেব মূর্তিমান বেদধরূপ, কিন্তু আমি বেদোক্ত সমস্ত দয়া ধর্ম থেকে বঞ্চিত। সূর্যদেব এখন অস্তাচলে গমন করছেন, কিন্তু মাক্‌হারা হয়ে যে অসহায় পশুটি আমাকে বিশ্বাস করেছিল, সে এখনও ফিরে এল না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫২) সূর্যকে ভগবানের চক্ষু বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

যতক্ষুয়েষ সখিতা সকলগ্রহাণাং

রাজা সমস্তসুরমূর্তিরূপেভেদেয়াঃ ।

যস্যাজয়া প্রমতি সংকৃতকালচক্রেণ

গোবিন্দমাদিপুরুষং ভ্রমহং ভজামি ॥

যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন গায়ত্রী আদি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। সূর্য ভগবানের চক্ষুর প্রতীক। মহারাজ ভরত অনুতাপ করেছেন যে, সূর্য অস্তগামী হওয়া সত্ত্বেও সেই অসহায় পশুটি ফিরে না আসায় যেন তাঁর সমস্ত মঙ্গলের অবদান হয়েছে। ভরত মহারাজ নিজেকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বলে মনে করেছেন, কারণ সর্ব মঙ্গল-ধারণ সূর্যদেব উপস্থিত থাকলেও, হরিণ-শিশুটি ফিরে না আসায় তাঁর পক্ষে কিছুই মঙ্গলজনক ছিল না।

শ্লোক ২০

অপিন্বিদকৃতসূক্তমাগত্য মাং সুখয়িষ্যতি হরিণবাজকুমারো
বিবিধরুচিরদর্শনীয়নিজমৃগদারকবিনোদৈরসন্তোষং স্বানামপনুদন ॥ ২০ ॥

অপি স্থিৎ—সে কি করবে?; অকৃত-সুকৃতম্—যে কখনও কোন পুণ্যকর্ম করেনি; আগজ—ফিরে এসে; মাম্—আমাকে; সুখরিত্যতি—আনন্দ দান করবে; হরিণ-রাজ-কুমারঃ—রাজকুমারের মতো আমি থাকে পালন করেছে সেই হরিণটি; বিবিধ—বহু; রুচির—অত্যন্ত মনোহর; দর্শনীয়—দর্শনযোগ্য; নিজ—নিজের; মুখ-দারক—মুগ্ধশিশুর উপযুক্ত; বিনোদ্যে—আনন্দদায়ক কার্যকলাপের দ্বারা; অসন্তোষম্—অসন্তোষ; স্বানাম্—স্বজনদের; অপসুদম্—দূর করে।

অনুবাদ

সেই হরিণ-শিশুটি ঠিক একটি রাজকুমারের মতো। সে কখন ফিরে আসবে? সে কখন আমার তার অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ক্রীড়াবিলাস প্রদর্শন করবে? সে কখন আমার আহত হৃদয়কে শান্ত করবে? আমার নিশ্চয়ই পুণ্যের লেশমাত্র নেই, তা না হলে এখনও সেই হরিণটি ফিরে আসছে না কেন।

তাৎপর্য

তার প্রবল মেহের বশে রাজা তার হরিণ-শিশুটিকে রাজপুত্রের মতো গ্রহণ করেছিলেন। একেই বলা হয় মোহ। হরিণটির অনুপস্থিতিতে উৎকণ্ঠাবশত রাজা তাকে তাঁর পুত্রের মতো সন্ধান করছিলেন। মেহের বশে যে কোন ভাবে কাটকে সন্ধান করা যায়।

শ্লোক ২১

ফেলিকায়াম্ মাং মৃধাসমাধিনামীলিতদৃশং প্রেমসংরস্তেণ চকিতচকিত
আগত্য পৃষদপরম্ববিষাণাগ্রেশ লুঠতি ॥ ২১ ॥

ফেলিকায়াম্—বেলা করার সময়; মাম্—আমাকে; মৃগা—ভান করে; সমাধিনা—সমাধির দ্বারা; আমীলিত-দৃশম্—চকু নিমীলিত করে; প্রেম-সংরস্তেণ—প্রণয়জনিত হ্রোদবশত; চকিত-চকিতঃ—ভীত; আগত্য—এসে; পৃষৎ—অলবিন্দুর মতো; অপরম্ব—অত্যন্ত কোমল; বিষাণ—শৃঙ্গের; অগ্রেশ—অগ্রভাগ দ্বারা; লুঠতি—আমার দেহ স্পর্শ করে।

অনুবাদ

হায়! আমি যখন অলীক সমাধি অবলম্বন করে চকু নিমীলিত করে থাকতাম, তখন সে প্রণয়-কোপবশত আমার চতুর্দিকে ভ্রমণ করতে করতে অলবিন্দুর মতো কোমল শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা ভয়ে ভয়ে আমাকে স্পর্শ করত।

তাৎপর্য

এখন মহারাজ ভরত মনে করছেন যে, তাঁর ধ্যান ছিল অলীক। তিনি যখন ধ্যান করতেন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে সেই হরিণটির কথা চিন্তা করতেন, এবং সে যখন তার শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা তাকে স্পর্শ করত, তখন তিনি গভীর আনন্দ অনুভব করতেন। ধ্যান করার ভান করে রাজা প্রকৃতপক্ষে হরিণ-শিশুটির কথা চিন্তা করতেন। এটিই তাঁর অধ্যাপনায় ইঙ্গিত।

শ্লোক ২২

আসাদিতহবিধি বহিধি দৃষিতে ময়োপালঙ্কো ভীতভীতঃ সপদ্যুপরতরাস
শ্বমিকুমারবদবহিতকরণকলাপ আস্তে ॥ ২২ ॥

আসাদিত—স্থাপিত; হবিধি—যজ্ঞের হবি; বহিধি—কুশ ঘাসে; দৃষিতে—যখন অপবিত্র হয়ে যায়; ময়া উপলঙ্কঃ—আমার দ্বারা ভিন্নভূত হয়ে; ভীত-ভীতঃ—অত্যন্ত ভয়বৃত্ত; সপদি—তৎক্ষণাৎ; উপরত-রাসঃ—খেলা বন্ধ করে; শ্বমিকুমার-বৎ—কথির পুত্র বা শিবের মতো; অবহিত—সংযত; করণ-কলাপঃ—সমস্ত ইন্দ্রিয়; আস্তে—অবস্থান করত।

অনুবাদ

আমি যখন কুশ ঘাসে যজ্ঞের সামগ্ৰী রাখতাম, তখন সেই হরিণ-শিশুটি খেলা করতে করতে তার দন্তের দ্বারা কুশ আকর্ষণ করে যজ্ঞীয় দ্রব্যকে দূষিত করলে, আমি যখন তাকে ভিন্নভূত করতাম, তখন সে অত্যন্ত ভীত হয়ে, খেলা পরিত্যাগ করে, সংযতভ্রিয় মূনি-বাগকের মতো স্থির হয়ে বসে থাকত।

তাৎপর্য

ভরত মহারাজ নিরস্তর সেই হরিণ-শিশুটির কার্যকলাপের কথা চিন্তা করছিলেন, এবং তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, এই প্রকার চিন্তা তাঁর পারমার্থিক উন্নতির সর্বনাশ করেছে।

শ্লোক ২৩

কিং বা অরে আচরিতং তপস্তপস্থিন্যানয়া যদিয়মবনিঃ সবিনয়কৃষ্ণসারত-
নয়তনুতরসূতগণিবতমাধরপদপঙ্কজভিভ্রবিণ বিধুরাতুরস্য কৃপণস্য মম

দ্রবিণপদবীং সূচয়ন্ত্যাছানং চ সর্বতঃ কৃতকৌতুকং দ্বিজানাং স্বর্গাপবর্গ-
কামানাং দেবযজনং করোতি ॥ ২৩ ॥

কিম্ বা—কি; অগ্রে—আহা; আচরিতম্—অনুষ্ঠিত; তপঃ—তপস্যা; তপস্বিন্যা—
অত্যন্ত ভাগ্যবানের দ্বারা; অনরা—এই পৃথিবী; যৎ—যেহেতু; ইয়ম্—এই;
অবনিঃ—পৃথিবী; স-বিনয়—অত্যন্ত নম্র এবং বিনীত; কৃষ্ণ-সার-স্তনয়ঃ—কৃষ্ণসার
মৃগশিও; তনুতর—সুন্দর; সুভগ—সুন্দর; শিব-তম—অত্যন্ত মঙ্গলময়; অখর—
কোমল; খুর—খুরের; পদপঙ্ক্তিভিঃ—পদচিহ্নের দ্বারা; দ্রবিণ-বিমুর-আতুরস্য—
ধন হারানোর ফলে অত্যন্ত দুঃখী ব্যক্তির; কৃপণস্য—অত্যন্ত অসুখী ব্যক্তির; মম—
আমার; দ্রবিণ-পদবীম্—ধন লাভের উপায়; সূচয়ন্তি—সূচিত করে; আছানম্—
ঐশ্বর্য; চ—এবং; সর্বতঃ—চতুর্দিকে; কৃত-কৌতুকম্—অলঙ্কৃত; দ্বিজানাং—
ব্রাহ্মণদের; স্বর্গ-অপবর্গ-কামানাম্—স্বর্গ অথবা মুক্তিকামী ব্যক্তিদের; দেব-যজনম্—
দেবতাদের উপদেশো যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার স্থান; করোতি—করে।

অনুবাদ

এইভাবে উদ্ভাসের মতো প্রলাপ করে, মহারাজ ভরত গারোখান করে বাইরে
গেলেন। মৃগ-শিওর পদচিহ্ন দর্শন করে তিনি বলতে লাগলেন, “হে দুর্ভাগা
ভরত, খরিদীর তপস্যার তুলনায় তোমার তপস্যা অতি মগ্ন। ভাগ্যবতী বসুন্ধরা
ঐশ্বর্য তপস্যার ফলে মৃগ শিওর সুন্দর, সুন্দর, পরম মঙ্গলময় এবং কোমল পদচিহ্নের
দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এই পদচিহ্নের পঙ্ক্তি আমার মতো মৃগের বিরহকাতর
ব্যক্তিকে প্রদর্শন করেছে কিভাবে সে বনের দিকে গেছে এবং কিভাবে আমি আমার
সেই হারানো ধন ফিরে পেতে পারি। এই পদচিহ্নের প্রভাবে এই ভূমি স্বর্গ
অথবা মুক্তিকামী ব্রাহ্মণদের দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থানে পরিণত হয়েছে।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, কেউ যখন গভীর প্রেমে জড়িয়ে পড়ে, তখন সে নিজেকে ভুলে
যায় এবং অন্যদেরও ভুলে যায়। তখন আর তার কিভাবে আচরণ করতে হয়
এবং কিভাবে কথা বলতে হয়, সেই জ্ঞান থাকে না। সেই প্রেমের বশবর্তী হয়ে,
সিঁতা তার জন্মদাতা পুত্রের নামকরণ করেন পদ্মলোচন। অমৃতপ্রেমের এই অবস্থা
হয়। ভরত মহারাজ হরিণ-শিওর প্রতি প্রেমাতুর হয়ে ধীরে ধীরে এই অবস্থায়
পতিত হয়েছিলেন। স্মৃতি-শাস্ত্রে বলা হয়েছে—যদ্বিন্ সেশে মৃগা কৃষ্ণভক্তি
ধর্মদ্রিবেধত।

“যেই স্থানে কৃষ্ণসার মৃগের পদচিহ্ন দেখা যায়, সেই স্থান ধর্ম অনুষ্ঠানের উপযুক্ত
বলে বুঝতে হবে।”

শ্লোক ২৪

অপিহিদসৌ ভগবানুদ্ভুপতিরেনং মৃগপতিভয়ান্বতমাতরং মৃগবালকং
স্বাশ্রমপরিষ্টমনুকম্পয়া কৃপণজনবৎসলঃ পরিপাতি ॥ ২৪ ॥

অপি হিৎ—হতে পারে; অসৌ—এই; ভগবান্—অত্যন্ত শক্তিশালী; উদ্ভুপতিঃ—
চক্র; এনম্—এই; মৃগ-পতি-ভয়াৎ—সিংহের ভয়ে; মৃত-মাতরম্—মাতৃহারা; মৃগ-
বালকম্—হরিণ-শিও; স্ব-আশ্রম-পরিষ্টম্—ঐশ্বর্য আশ্রম থেকে বৃষ্ট হয়ে;
অনুকম্পয়া—করুণাবশত; কৃপণ-জন-বৎসলঃ—দীন জনদের প্রতি অত্যন্ত
কৃপাপরায়ণ (চক্রদেব); পরিপাতি—রক্ষা করছেন।

অনুবাদ

তারপর চক্র উদ্ভিত হলে, চক্রে মৃগাঙ্ক দর্শন করে মহারাজ ভরত উদ্ভাসের মতো
বলতে লাগলেন, “হরত দীনজন-বৎসল ভগবান চক্রদেব আশ্রমচ্যুত মাতৃহারা এই
মৃগ-শিওটিকে কৃপাপরবশ হয়ে, ভয়ঙ্কর সিংহের আশ্রম থেকে রক্ষা করছেন।”

শ্লোক ২৫

কিং বাস্বজবিগ্নেযজরদবদহনশিখাভিরূপতপ্যমানজদয়স্থলনলিনীকং
মামুপসৃতমৃগীতনয়ং শিশিরশান্তানুরাগণিতনিজবদনসলিলামৃতময়-
গভস্তিভিঃ স্বধরতীতি চ ॥ ২৫ ॥

কিম্ বা—অথবা; বাস্বজ—পুত্র থেকে; বিগ্নেয—কিরণের ফলে; জর—তাপ; দব-
দহন—দাবাধির; শিখাভিঃ—শিখার দ্বারা; উপতপ্যমান—বহু; জলয়—জল; স্থল-
নলিনীকম্—গাল পরসঙ্গ; মাম্—আমাকে; উপসৃত-মৃগী-তনয়ম্—মৃগ-শাবকটি যার
অত্যন্ত অনুগত; শিশির-শান্ত—অত্যন্ত শান্ত এবং শ্লিষ্ট; অনুরাগ—প্রেমবশত;
গণিত—প্রবহমান; নিজ-বদন-সলিল—ঐশ্বর্য মুখের জল; অমৃতময়—অমৃততুল্য;
গভস্তিভিঃ—চক্রকিরণের দ্বারা; স্বধরতি—আমাকে আনন্দ দান করছে; ইতি—
এইভাবে; চ—এবং।

অনুবাদ

তারপর চন্দ্রকিরণ অনুভব করে, মহারাজ ভরত উন্মাদের মতো বলতে লাগলেন, "ঐ মুগশিও আমার একান্ত অনুগত, আমি তাকে পূরাক্কে অসীকার করেছি, দাবাগ্নি শিখার মতো তার বিহবলেনা আমার হৃদয়রূপ স্থলপদকে বিশীর্ণ করেছে। আমার এই বেদনা দর্শন করে, চন্দ্রদেব আমার উপর অমৃত বর্ষণ করছেন, ঠিক যেভাবে প্রবল ছুরে অক্লান্ত ব্যক্তিকে তার বহু ছল সিঁদুন করেন। এইভাবে চন্দ্রদেব আমার মুখ বিধান করছেন।

তাৎপর্য

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা অনুসারে, প্রবল ছুর হলে, মুখ ধোওয়া জন পায়ে ছিটালে ছুর কমে যায়। ভরত মহারাজ যদিও তাঁর তথাকথিত পুত্র মুগ-শাবকটির বিরূদ্ধে অত্যন্ত ক্রোধ হয়েছিলেন, তবু তিনি মনে করেছিলেন যে, চন্দ্র যেন তাঁর সোহে অমৃত বর্ষণ করছে এবং তর ফলে তাঁর প্রবল বিরুদ্ধমিত তাপ কমে যাবে।

শ্লোক ২৬

এবম্বটমানমনোবধাকুলহনয়ো মুগদারকাভাসেন স্বারক্কর্মণা যোগারন্তপতো বিলংগিতঃ স যোগতাপসো ভগবদারাদনলক্ষণাচ্চ কথমিতরথা জাত্যন্তর এণকুণক আসসঃ সাক্ষামিঃশ্রেয়সপ্রতিপক্ষতয়া প্রাক্পরিত্যক্তদুস্ত্যজহনয়ভিজাতস্য তসৈবমন্তরায়বিহত যোগারন্তপস্য রাজর্ষেভরতস্য তাবশ্যগার্তকপোষণপালনপ্রীণনলালনানুষঙ্গোবিগণয়ত আত্মানমহিরিবাবুবিং দুরতিক্রমঃ কালঃ করালরভস আপদ্যত ॥২৬॥

এবম্—এইভাবে; অম্বটমান—দুঃখাপা; মনঃ-রথ—বাসনার দ্বারা; আকুল—বিষাদগ্রস্ত; হনয়ো—হনয়; মুগ-দারক-আভাসেন—মুগশিওর মতো; স্ব-আরক্ক-কর্মণা—আরক্ক কর্মফলে; যোগ-আরন্তপতঃ—যোগচর্চার ফলে; বিলংগিতঃ—অন্য পতিত; সঃ—তিনি (ভরত মহারাজ); যোগ-তাপসঃ—যোগ এবং তপস্চর্চার দ্বারা; ভগবৎ-আরাধন-লক্ষণাচ্চ—ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠানের ফলে; চ—এবং; কথম্—কিভাবে; ইতরথা—অন্যথা; জাত্যি-অন্তরে—অন্য জাতির; এণ-কুণক—এক হরিণ-শিশুর প্রতি; আসসঃ—অত্যধিক অসক্তি; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; শিঃশ্রেয়স—জীবনের চরম লক্ষ্য লাভের জন্য; প্রতিপক্ষতয়া—প্রতিবন্ধক দ্বারা; প্রাক্—বিনি পূর্বে; পরিত্যক্ত—পরিত্যাগ করেছিলেন; দুস্ত্যজ—যদিও ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; হনয়-

অভিজাতস্য—তাঁর হৃদয় থেকে উৎপন্ন পুত্রদের; তস্য—তাঁর; এবম্—এইভাবে; অন্তরায়—বিষ; বিহত—প্রতিহত; যোগ-আরন্তপস্য—যোগ-সাধনার পথ; রাজর্ষেঃ—রাজর্ষি; ভরতস্য—মহারাজ ভরতের; তাবৎ—সেইভাবে; মুগ-অর্ভক—হরিণ-শিশু; পোষণ—পোষণ; পালন—পালন; প্রীণন—সুখবিধান; লালন—লালন; অনুসঙ্গো—নিরন্তর অভিনিবেশের ফলে; অবিগণয়তঃ—অবহেলা করে; আত্মানম্—তাঁর আত্মা; অহিঃ ইব—সর্পের মতো; আশুকিলম্—ইদুরের গর্ত; দুরতিক্রমঃ—দুর্লভ্য; কালঃ—মৃত্যু; করাল—ভয়ঙ্কর; রভসঃ—গতিশীল; আপদ্যত—উপস্থিত হল।

অনুবাদ

তখনই গোহামী বললেন—হে রাজন, এইভাবে ভরত মহারাজ মুগ-শিশুরূপে প্রকাশমান দুর্ভয়নীয় বাসনার দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফলে তিনি যোগ, তপস্যা এবং ভগবানের আরাধনা থেকে দ্রষ্ট হয়েছিলেন। তা যদি তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল না হত, তাহলে কিভাবে তিনি তাঁর নিজের পুত্র এবং আত্মীয়-স্বজনদের পারমার্থিক প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকরূপে মনে করে পরিত্যাগ করেও, অবশেষে একটি হরিণ-শিশুর প্রতি এইভাবে আসক্ত হয়ে পড়লেন? এটি অবশ্যই তাঁর প্রারম্ভ কর্মের ফল। রাজা সেই হরিণ-শাবকটির লালন-পালনে এতই মগ্ন ছিলেন যে, তিনি তাঁর পারমার্থিক কার্যকলাপ থেকে অধঃপতিত হন। অবশেষে, কালসর্প যেভাবে মুখিক বিবরে প্রবেশ করে, সেইভাবে মৃত্যু তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হল।

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্লোকে দেখা যাবে যে, মহারাজ ভরত তাঁর সেই ভ্রাতৃগণের পর, সেই হরিণ-শিশুর প্রতি তাঁর আসক্তির ফলে, একটি মুগ-শাবকের ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভক্ত কিভাবে তাঁর পূর্বকৃত দুঃকর্মের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে? ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫৪) বলা হয়েছে, কর্ম্মাণি নির্মহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজম্—“যাঁরা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত, ভক্তিভাজন, তাঁদের পূর্বকৃত কর্মের ফল সম্পূর্ণরূপে ক্রান্ত হয়ে যায়।” এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, ভরত মহারাজ তাঁর পূর্বকৃত দুঃকর্মের ফলে দণ্ডনীয় ছিলেন না। তাহলে বুঝতে হবে যে, মহারাজ ভরত জেনেও সেই হরিণ-শিশুর প্রতি অত্যধিক আসক্ত হয়ে, তাঁর পারমার্থিক উন্নতি সাধনে অবহেলা করেছিলেন। তাঁর সেই ভুল সংশোধন করার জন্য

স্বপ্নকালের জন্য তাঁকে একটি হরিণ-সেহ ধারণ করতে হয়েছিল। তাঁর ভগবদ্ভক্তির বাসনা বৃদ্ধি করার জন্যই তা হয়েছিল। ভরত মহারাজ যদিও একটি মৃগ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি তাঁর বেচ্ছাকৃত ভুলের কথা বিস্মৃত হননি। তিনি সেই হরিণ-শরীরটি থেকে উদ্ধার লাভের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, এবং তা ইঙ্গিত করে যে, এইভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রতি তাঁর অনুরাগ এতই বর্ধিত হয়েছিল যে, তিনি অচিরেই, তাঁর পরবর্তী জীবনে, এক ব্রাহ্মণ শরীরে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে আমরা আমাদের 'ব্যাক-টু-গড্‌হেড' ম্যাগাজিনে ঘোষণা করেছি যে, বৃন্দাবনে গোষ্ঠামীর মতো অবস্থানকারী ভক্তরা যখন কোন পাপকর্ম করে, তখন তাদের সেই পবিত্র ধামে কুবুর, বানর অথবা কচ্ছপের শরীর ধারণ করতে হয়। স্বপ্নকালের জন্য তাঁদের এই সমস্ত নিম্নস্তরের জীবন প্রাপ্ত হতে হয়, এবং তারপর তাঁরা সেই পশুশরীর পরিত্যাগ করে চিৎ-জগতে উন্নীত হন। এই বস্তু কেবল স্বপ্নকালের জন্য, এবং তা পূর্বকৃত কর্মের ফলে নয়। যদিও মনে হতে পারে যে তা পূর্বকৃত কর্মের ফল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভক্তের ভুল সংশোধন করে শুদ্ধ ভক্তির দ্বারে উন্নীত করার আয়োজন।

শ্লোক ২৭

তদানীমপি পার্শ্ববর্তিনামাত্মজমিবানুশোচন্তুমভিবীক্ষমাণো
মৃগএবাভিনিবেশিতমনা বিসৃজ্য লোকমিমং সহ মৃগেণ কলেবরং মৃতমনু
ন মৃতজন্মানুস্মৃতিরিতরবৎশরীরমবাপ ॥ ২৭ ॥

তদানীম্—সেই সময়ে; অপি—বস্তুতপক্ষে; পার্শ্ববর্তিনম্—তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে;
আত্ম-জন্ম—তাঁর পুত্র; ইব—সদৃশ; অনুশোচন্তম্—শোক করে; অভিবীক্ষমাণাঃ—
দর্শন করে; মৃগে—হরিণটিকে; এষ—নিশ্চিতভাবে; অভিনিবেশিত-মনাঃ—তাঁর মন
মগ্ন ছিল; বিসৃজ্য—ত্যাগ করে; লোকম্—সংসার; ইমম্—এই; সহ—সঙ্গে;
মৃগেণ—মৃগ; কলেবরম্—শরীর; মৃতম্—মৃত; অনু—তারপর; ন—না; মৃত—কিন্তু;
জন্ম-অনুস্মৃতিঃ—মৃত্যুর পূর্বের ঘটনা; ইতর-বৎ—অন্যদের মতো; মৃগ-শরীরম্—
হরিণের শরীর; অবাপ—প্রাপ্ত হলেন।

অনুবাদ

তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি দেখলেন যেন সেই হরিণ-শিতটি তাঁর নিজের পুত্রের
মতো তাঁর পাশে বসে শোক প্রকাশ করছে। তাঁর চিন্তা সেই হরিণটিতেই

অভিনিবিশ্ত ছিল, তার ফলে তিনি ভগবৎ বিমূহ মানুষের মতো এই সংসার, হরিণ
এবং মনুষ্য সেহ ত্যাগ করায়, পরবর্তী জীবনে তিনি একটি হরিণের শরীর প্রাপ্ত
হলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর একটি লাভ হয়েছিল। একটি হরিণের শরীর
প্রাপ্ত হলেও তাঁর পূর্বজন্মের স্মৃতি বিনষ্ট হয়নি।

তাৎপর্য

ভরত মহারাজের হরিণ শরীর গ্রহণ করা এবং অন্য ব্যক্তির মৃত্যুর সময় মানসিক
অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন শরীর প্রাপ্ত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মৃত্যুর পরে
অন্যেরা তাঁদের পূর্ববর্তী জীবনের সব কথা ভুলে যায়, কিন্তু ভরত মহারাজ তা
ভোলেননি। ভগবদ্গীতার বর্ণনা অনুসারে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাব্যং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।

তং তস্মৈবতি কৌন্তেয় সদা তদ্রাবস্তাবিত্য ॥

“জীব যে কথা চিন্তা করে তার সেহ ত্যাগ করে, সেই অনুসারে সে নিঃসন্দেহে
পরবর্তী শরীর প্রাপ্ত হয়।” (ভগবদ্গীতা ৮/৬)

সেহত্যাগ করার পর, মানুষ তার মৃত্যুর সময়ে মানসিক অবস্থা অনুসারে অন্য
আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়। মানুষ জীবকাল যে চিন্তায় মগ্ন থাকে, সেই কথাই
তার মৃত্যুর সময় মনে পড়ে। এই নিয়ম অনুসারে, যেহেতু ভরত মহারাজ
পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা ভুলে গিয়ে সর্বদা একটি হরিণের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন,
তাই তিনি একটি হরিণ শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু, ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে
উন্নীত হওয়ার ফলে, তিনি তাঁর পূর্বজীবনের কথা ভুলে যাননি। এই সৌভাগ্যের
ফলে তাঁর আর অধঃপতন হয়নি। তাঁর পূর্বকৃত ভক্তিদানিত কার্যের ফলে, একটি
মৃগ শরীর প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তাঁর ভক্তিসাধন পূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর
হয়েছিলেন। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে মৃতম্, যদিও তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, তবুও
অনু, অর্থাৎ পরে, ন মৃতজন্মানুস্মৃতিরিতরবৎ, তিনি অন্যদের মতো তাঁর পূর্বজন্মের
কথা ভুলে যাননি। ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে—কর্মানি নির্বহতি কিন্তু
চ ভক্তিতাজাম্ (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৫৪)। এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের
কৃপায় ভক্তের কখনও ক্রোধ হয় না। বেচ্ছায় ভগবদ্ভক্তির অবহেলা করার ফলে,
ভক্তকে কখনও কখনও দণ্ডভোগ করতে হতে পারে, কিন্তু তা কেবল অন্নকালের
জন্য, এবং অচিরেই তিনি পুনরায় তাঁর ভগবদ্ভক্তি পুনর্জাগরিত করে ভগবদ্ভ্যামে
ফিরে যান।

শ্লোক ২৮

তত্রাপি হ বা আত্মনো মৃগত্বেকারণং ভগবদারাদনসমীহানুভাবেনানুশ্রুত্যা
ভৃশমনুতপ্যমান আহ ॥ ২৮ ॥

তত্র অপি—সেই ক্ষেত্রে, হ বা—বস্ত্রতপকে, আত্মনঃ—তার নিজের, মৃগত্বে-
কারণম্—মৃগ-শরীর ধারণ করার ফলে, ভগবৎ-আরাধন-সমীহা—ভগবানের আরাধনা
অনুষ্ঠান করার ফলে, অনুভাবেন—পরিণাম-স্বরূপ, অনুশ্রুত্যা—শ্রবণ করে, ভৃশম্—
সর্বদা, অনুতপ্যমানঃ—অনুতাপ করে, আহ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

হরিণের শরীর পাওয়া সত্ত্বেও ভরত মহারাজ তাঁর পূর্ব জন্মের সূক্ষ্ম ভক্তির প্রভাবে
তাঁর সেই শরীর ধারণ করার কারণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বিগত
এবং বর্তমান জীবনের কথা বিবেচনা করে, তিনি নিরন্তর অনুতাপ করতে করতে
নিশ্চলিভিত কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ভক্ত হওয়ার ফলে এটি একটি বিশেষ লাভ। মনুষ্যের শরীর প্রাপ্ত হলেও,
ভগবানের কৃপায়, পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করেই হোক অথবা প্রাকৃতিক কারণেই
হোক, ভক্তিপথে তাঁর উন্নতি হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে তার পূর্বজন্মের কথা
স্মরণ করা সহজ নয়, কিন্তু ভরত মহারাজ তাঁর মহান ত্যাগ এবং ভক্তির প্রভাবে
তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ২৯

অহো কষ্টং ব্রহ্মোহুমাশ্রবতামনুপখাদ্যিমুক্তসমস্তসঙ্গ্য বিবিক্তপুণ্যারণ্য-
শরণস্যাত্মবত আত্মনি সর্বেষামাত্মনাং ভগবতি বাসুদেবে তদনুশ্রবণ-
মননসঙ্কীর্ণনারাদনানুশ্রবণাভিযোগেনাশূন্যাসকলযামেন কালেন
সমাবেশিতং সমাহিতং কার্ধ্যগ্নান মনস্তত্ত্ব পুনর্মমাবুধ্যারামৃগসুতম-
পরিসূষাব ॥ ২৯ ॥

অহো কষ্টম্—হায়, কি দুর্নশাগ্রস্ত এই বন্ধ জীবন; ব্রষ্টঃ—পতিত; অহম্—আমি
(হই); আত্ম-বতাম্—সিদ্ধিলাভ করেছেন যে সমস্ত মহান ভক্ত; অনুপখাৎ—

জীবনপথ থেকে, যৎ—যা থেকে; বিমুক্ত-সমস্ত-সঙ্গ্য—আমার নিজের পুত্র এবং
গৃহ আদির সঙ্গ পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও; বিবিক্ত—নির্জন; পুণ্য-অরণ্য—পবিত্র বনের;
শরণস্য—শরণাগত; আত্ম-বতঃ—আধ্যাত্মিক স্তরে পূর্ণরূপে অবস্থিত; আত্মনি—
পরমাত্মার; সর্বেষাম্—সকলের; আত্মনাম্—জীব; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানকে;
বাসুদেবে—ভগবান বাসুদেবকে; তৎ—তাঁর; অনুশ্রবণ—নিরন্তর শ্রবণ করে; মনন—
চিন্তা করে; সঙ্কীর্ণ—সংকীর্ণ করে; আরাধন—আরাধনা করে; অনুশ্রবণ—নিরন্তর
শ্রবণ করে; অভিযোগেন্—মধ্য হয়ে; অশূন্য—পূর্ণ; সকল-যামেন—সর্বত্র;
কালেন—সময়ের দ্বারা; সমাবেশিতম্—পূর্ণরূপে স্থাপিত; সমাহিতম্—সমাহিত;
কার্ধ্যগ্নান—সর্বতোভাবে; মনঃ—মনের সেই অবস্থা; তৎ—সেই মন; তু—কিন্তু;
পুনঃ—পুনরায়; মম—আমার; অবুধ্যা—মহামূর্খ; আরাৎ—নূর থেকে; মৃগ-সুতম্—
হরিণ-শাবক; অনু—প্রভাবিত হয়ে; পরিসূষাব—অধঃপতিত।

অনুবাদ

হরিণ-শরীরে মহারাজ ভরত অনুতাপ করতে লাগলেন—“হায় কী দুর্ভাগ্য! আমি
আত্ম-উপলব্ধির পথ থেকে ব্রষ্ট হয়েছি। আমি আমার নিজের পুত্র, স্ত্রী, গৃহ
ইত্যাদি পরিত্যাগ করে, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য পবিত্র বনের নির্জন স্থানে
আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। আমি জিতেন্দ্রিয় হয়ে এবং আত্মাকে উপলব্ধি করে,
ভগবান বাসুদেবের কথা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন আদি ভক্তির অঙ্গ
অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে ভগবানের সেবার মুক্ত হয়েছিলাম। আমার এই প্রচেষ্টায়
আমি এতই সফল হয়েছিলাম যে, আমার মন সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবার
মগ্ন থাকত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমার মূর্খতার জন্য আমার চিত্ত পুনরায় একটি
হরিণের প্রতি আসক্ত হয়েছিল। এখন একটি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়ে আমি
ভগবত্ত্বক্তির স্তর থেকে অনেক নীচে অধঃপতিত হয়েছি।

তাৎপর্য

নিষ্ঠা সহকারে ভগবত্ত্বক্তি সম্পাদন করার ফলে, মহারাজ ভরতের মনে স্মরণ ছিল
কিভাবে পূর্ববর্তী জীবনে তিনি অতি উন্নত আধ্যাত্মিক স্তরে প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও
মূর্খতাবশত একটি নগণ্য হরিণের প্রতি আসক্ত হয়ে তাঁর অধঃপতন হয়েছিল এবং
তার ফলে এখন তাঁকে একটি হরিণ-শরীর ধারণ করতে হয়েছে। প্রতিটি ভক্তের
পক্ষে এই দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা আমাদের ভগবত্ত্বক্তির

অপব্যবহার করে মনে করি যে, আমরা ভক্তিতে পূর্ণরূপে যুক্ত হয়েছি এবং তার ফলে আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি, তাহলে আমাদের ভরত মহারাজের মতো দুর্দশায় পড়তে হবে এবং এমন একটি শরীরে জন্মগ্রহণ করতে হবে, যা ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক। মনুষ্যেরই কেবল ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে সক্ষম, কিন্তু আমরা যদি ইঞ্জির সুযোগের জন্য দেখ্যায় সেই সুযোগ ত্যাগ করি, তাহলে অবশ্যই আমাদের দণ্ডভোগ করতে হবে। এই দণ্ড অবশ্য সাধারণ জড়বাসীদের যে দণ্ডভোগ করতে হয় তার মতো নয়। ভগবানের কৃপায়, ভক্ত এমনভাবে দণ্ডিত হন যে, ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্ম লাভের প্রতি তাঁর উৎকণ্ঠা বর্ধিত হয়। তাঁর ঐকান্তিক বাসনায় ফলে, তিনি পরবর্তী জীবনে তাঁর প্রকৃত আগ্রহ ভগবদ্ধামে ফিরে যান। এখানে ভগবদ্ভক্তির সম্যক বর্ণনা করে বলা হয়েছে—তদনুশ্রবণমনসকীর্তনান্যাদনুশ্রবণাভিযোগেন। ভগবদ্গীতায় ভগবানের কথা নিরন্তর শ্রবণ করার এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতশ্চ দৃঢ়ভাৱা। যারা কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁদের সব সময় সচেতন থাকা উচিত যাতে ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন এবং শ্রবণ না করে, এক মুহূর্তও নষ্ট না করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিম্নের কার্যকলাপের দ্বারা এবং তাঁর ভক্তদের কার্যকলাপের দ্বারা আমাদের শিক্ষা দেন, কিভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত। ভরত মহারাজের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে আমরা যেন অত্যন্ত সচেতন হই। আমরা যদি আমাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে স্থির করতে চাই, তাহলে আমাদের মনকে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হবে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যরা এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের ভরত মহারাজের আদর্শ থেকে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত, যাতে অনর্থক প্রজয়, নিদ্রা অথবা অত্যধিক আহার করে ফেন একটি মুহূর্তও নষ্ট না হয়। আহার করা নিষিদ্ধ নয়, তবে অত্যাহার করলে অবশ্যই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ঘুমাতে হবে। তার ফলে ইঞ্জিরত্ব সাধনের বাসনার উন্নয়ন হবে এবং নিম্নতর ঘোনিতে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এইভাবে অন্তত সাময়িকভাবে আমাদের পারমার্থিক প্রগতি প্রতিহত হবে। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শ্রীল রূপ গোস্বামীর অক্ষরকালক্রম উপদেশটি গ্রহণ করা। আমাদের দেখা উচিত যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষণ যেন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়। যারা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তাঁদের পক্ষে এটিই হচ্ছে সব চাইতে নিরাপদ পন্থা।

শ্লোক ৩০

ইত্যেবং নিগূঢ়নির্বোদো বিসৃজ্য মৃগীং মাতরং পুনর্ভগবৎক্ষেত্রমুপশম-
শীলমুনিগণদয়িতং শালগ্রামং পুলস্ত্যপুলহাশ্রমং কালঞ্জরাং
প্রত্যাজগাম ॥ ৩০ ॥

ইত্যেবম্—এইভাবে, নিগূঢ়—নিগূঢ়, নির্বোদ—জড় কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে
অনাসক্ত, বিসৃজ্য—পরিত্যাগ করে, মৃগীম্—হরিণ; মাতরম্—মাতাকে; পুনঃ—
পুনরায়; ভগবৎক্ষেত্রম্—পরমেশ্বর ভগবান যেখানে পূজিত হন সেই স্থানে; উপশম-
শীল—সমস্ত জড় আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, মুনিগণদয়িতম্—যা
মুনিদের অত্যন্ত প্রিয়, শালগ্রামম্—শালগ্রাম নামক গ্রামে; পুলস্ত্য-পুলহ-আশ্রমম্—
পুলস্ত্য, পুলহ আদি ঋষিদের আশ্রম; কালঞ্জরাং—কালঞ্জর পর্বত, যেখানে তিনি
হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; প্রত্যাজগাম—তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

ভরত মহারাজ যদিও মৃগ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু নিরন্তর অনুতাপ করার
ফলে, তিনি সম্পূর্ণরূপে জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি সেই কথা
কাণ্ডে কাছে প্রকাশ করেননি, কিন্তু তিনি তাঁর মৃগমাতাকে পরিত্যাগ করে, তাঁর
জন্মস্থান কালঞ্জর পর্বত থেকে পুনরায় শালগ্রাম ফেরে পুলস্ত্য-পুলহ আশ্রমে
ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ ভরত যে ভগবান বাসুদেবের কৃপায় তাঁর পূর্বজীবনের কথা স্মরণ রাখতে
পেরেছিলেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আর একমুহূর্তও অপচয় করেননি—
তিনি শালগ্রাম নামক স্থানে পুলস্ত্য-পুলহ আশ্রমে ফিরে গিয়েছিলেন। সাধুসকল
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রত্যেক সদস্যকে
পারমার্থিক সিদ্ধি প্রদান করতে চায়। এই সংস্থার প্রতিটি সদস্যকে সর্বদা মনে
রাখা উচিত যে, এটি একটি কিনামূল্যের হোটেল নয়। প্রতিটি সদস্যের কর্তব্য
অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তাঁদের আধ্যাত্মিক কর্তব্য সম্পাদন করা, যাতে কেউ
যখন তাঁদের সান্নিধ্যে আসবে, তখন তাঁরা আপনা থেকেই ভগবদ্ভক্তে পরিণত
হবে এবং এই জীবনেই ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে সক্ষম হবে। ভরত মহারাজ
যদিও একটি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি পুনরায় কালঞ্জর পর্বতে

তার গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। জন্মস্থান এবং আত্মীয়-স্বজনদের আকর্ষণে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তদের আশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করা উচিত।

শ্লোক ৩১

তস্মিন্মপি কালং প্রতীক্ষমাণঃ সসাক্ষ ভৃশমুখিণ আত্মসহচরঃ
শুদ্ধপর্ণতৃণবীরুধা বর্তমানো মৃগদ্বনিমিত্তাবসানমেব গণয়ামৃগশরীরং
তীর্থোদকক্রিয়মুৎসসর্জ ॥ ৩১ ॥

তস্মিন্ অপি—সেই আশ্রমে (পুলহ আশ্রম), কালম্—মৃগদেহে জীবনের অবসান;
প্রতীক্ষমাণঃ—নিরন্তর প্রতীক্ষা করে; সসাক্ষ—সঙ্গ থেকে; চ—এবং; ভৃশম্—নিরন্তর;
উখিণঃ—উৎকর্ষপূর্ণ; আত্মসহচরঃ—পরমায়াসকেই কেবল তাঁর একমাত্র সঙ্গী বলে
মনে করে (কখনও নিজেকে একাকী বলে মনে করা উচিত নয়); শুদ্ধপর্ণ-তৃণ-
বীরুধা—শুদ্ধ পত্র, তৃণ, লতা ইত্যাদিই কেবল আহার করে; বর্তমানঃ—অবস্থান
করে; মৃগদ্বনিমিত্ত—মৃগদেহের ফলে; অবসানম্—অন্ত; এব—কেবল; গণয়াম্—
বিবেচনা করে; মৃগশরীরম্—মৃগশরীর; তীর্থ-উদক-ক্রিয়াম্—সেই তীর্থের জলে স্নান
করে; উৎসসর্জ—পরিত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই আশ্রমে অবস্থান করে, আবার যাতে অসৎ সঙ্গের শিকার না হতে হয়, সেই
জন্ম মহারাজ ভরত অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাঁর পূর্বজীবনের কথা কারও কাছে
ব্যক্ত না করে, তিনি কেবল শুধু পাতা খেয়ে সেই আশ্রমে অবস্থান করতে
লাগলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে একাকী ছিলেন না, কারণ পরমাত্মা যে সর্বদাই
তাঁর সঙ্গে রয়েছেন, সেই কথা তিনি উপলব্ধি করতেন। এইভাবে তিনি তাঁর
মৃগশরীরের অবসানকালের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর দেহ অবসানকাল
সমুপস্থিত হলে, তিনি সেই পবিত্র তীর্থে স্নান করে তাঁর মৃগশরীর পরিত্যাগ
করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৃন্দাবন, হরিদ্বার, প্রয়াগ এবং জগন্নাথপুরী আদি তীর্থস্থানগুলি বিশেষভাবে
ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের স্থান। তাদের মধ্যে বৃন্দাবন সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবদ্ভ্যাস
বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যাবার প্রয়াসী কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে এই পবিত্র স্থানটি
অত্যন্ত প্রিয়। বৃন্দাবনে বহু ভক্ত রয়েছেন যারা নিরমিতভাবে যমুনা স্নান করেন

এবং তার ফলে তাঁরা সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। নিরন্তর ভগবানের
নাম এবং ধীশা শ্রবণ ও কীর্তনের ফলে, পবিত্র হয়ে মুক্তি লাভের যোগ্য হওয়া
যায়। কিন্তু, কেউ যদি ছেনেতনে ইন্দ্রিয়কৃষ্টির শিকার হয়, তাহলে তাকে
অনুতপক্ষে একবার ভরত মহারাজের মতো দণ্ডভোগ করতে হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'ভরত মহারাজের চরিত্রকথা' নামক অষ্টম
অধ্যায়ের ভক্তিবৈদ্য ভাষণ।

নবম অধ্যায়

জড় ভরতের পরম মহৎ চরিত্র

এই অধ্যায়ে জড় ভরতের ব্রাহ্মণদেহ প্রাপ্তির ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। এই দেহে তিনি জড়, মুক্ত এবং বধিরের মতো অবস্থান করছিলেন, এমনকি যখন তাঁকে ভ্রূকালীর সম্মুখে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে আসা হয়, তখনও তিনি কোন রকম প্রতিবাদ না করে নীরব ছিলেন। হরিণের দেহ ত্যাগ করার পর, তিনি এক ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা পত্নীর গার্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্মেও তিনি জ্ঞাতিস্বর ছিলেন, এবং সদস্যগণে পাছে আবার পতন হয়, এই ভয়ে তিনি অত্যন্ত সঙ্গ করতেন না এবং মুক্ত ও বধিরের মতো থাকতেন। এই পন্থাটি প্রতিটি ভক্তের গ্রহণ করা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন—অসংসদত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার। অত্যন্ত-সঙ্গ সর্বত্রভাবে ত্যাগ করা উচিত, এমনকি তারা যদি আত্মীয়-স্বজনও হয়। মহারাজ ভরত যখন এইভাবে ব্রাহ্মণ-শরীরে ছিলেন, তখন তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁকে উদ্ভাব এবং জড় বলে মনে করতেন। কিন্তু তিনি অন্তরে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের মহিমা স্মরণ এবং কীর্তন করে কালাতিপাত করতেন। বধিও তাঁর পিতা তাঁকে উপনয়ন সংস্কার করে, স্বধর্মোচিত শৌচাচার শিক্ষা এবং বেদ আদি পাঠ করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এমনভাবে আচরণ করতেন যে, তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে উদ্ভাব এবং সংস্কারের অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সংস্কার না হলেও ভরত মহারাজ কিন্তু পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় ছিলেন। তাঁর নীরবতার জন্য, পশুবাং মানুষেরা তাঁকে নানাভাবে উদ্ভাব করত, কিন্তু তিনি তা সহ্য করতেন। তাঁর পিতা-মাতার মৃত্যুর পর, তাঁর বিমাতা এবং বৈমায়েয় ভায়েরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত কদর্ঘ ব্যবহার করতে শুরু করে। তারা তাঁকে কদর্ঘ আহ্বার দিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কখনও কিছু মনে করতেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন ছিলেন। তাদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে তিনি এক সময় গর্তীর রাতে শস্যক্ষেত্র রক্ষা করছিলেন, এমন সময় এক দস্যুর সর্পার তাঁকে ভ্রূকালীর পূজায় বলি দেওয়ার জন্য ধরে নিয়ে যায়। ভাবাতেরা যখন ভরত মহারাজকে কালীর সম্মুখে ঝঞ্ঝার দ্বারা বলি দিতে উদ্যত হল, তখন দেবী

ভগবদ্ভক্তের প্রতি এই আনুষ্ঠানিক অভ্যাসের অত্যন্ত কৃদ্ধ হয়ে, প্রতিমা থেকে তাঁর মূর্তিতে বেরিয়ে এলেন এবং তাদের স্বভাবের দ্বারা তাদেরই সংহার করে ভক্তকে রক্ষা করলেন। এইভাবে শুদ্ধ ভক্ত ভক্তদের অভ্যাসের সঙ্গেও নীরব থাকেন। যে সমস্ত বর্ষর এবং দশা ভক্তদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, ভগবানই তাদের দণ্ড দেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

অথ কস্যচিদ্বিজবরস্যাসিরঃপ্রবরস্য শমদমতপঃস্বাধ্যায়াধ্যয়নত্যাগ-
সন্তোষতিতিক্ষাপ্রশ্রয়বিদ্যানসূয়াজ্ঞানানন্দযুক্তস্যাত্মসদৃশশ্রুতশীলা-
চাররূপৌদার্যওণা নব সৌদর্যা অঙ্গজা বহুবুর্মিধুনঃ চ যবীয়াস্যাং
ভার্যায়াম্ ॥ ১ ॥ যন্ত তত্র পুমাংস্তং পরমভাগবতং রাজর্ষিপ্রবরং
ভরতমুৎসৃষ্টমৃগশরীরং চরমশরীরেণ বিপ্রং গতমাহঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—ওকদেব গোপামী বললেন, অথ—তারপর; কস্যচিৎ—কোন; বিজ-বরস্য—ব্রাহ্মণের; অসিরঃপ্রবরস্য—আসিরস গোত্রের ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; শম—মনঃ সংযম; দম—ইন্দ্রিয় সংযম; তপঃ—তপস্চার্যর অনুশীলন; স্বাধ্যায়—বৈদিক শাস্ত্র পাঠ; অধ্যয়ন—অধ্যয়ন; ত্যাগ—ত্যাগ; সন্তোষ—সন্তোষ; তিতিক্ষা—সহিষ্ণুতা; প্রশ্রয়—বিনয়; বিদ্যা—জ্ঞান; অনসূয়া—সংগৃহীত; আনন্দ—জ্ঞান-আনন্দ—আনন্দ-উপলব্ধিক্রিয়িত প্রসন্নতা; যুক্তস্য—ওৎসবপূর্ণ; আত্মসদৃশ—ঠিক নিজের মতো; শ্রুত—বিদ্যা; শীল—চরিত্র; আচার—আচরণ; রূপ—সৌন্দর্য; ঔদার্য—ঔদার্য; ওণাঃ—এই সমস্ত ওৎসবসম্বন্ধিত; নব স-উদার্যঃ—একই গর্ভ থেকে উৎপন্ন নয়টি ভ্রাতা; অঙ্গ-জাঃ—পুত্র; বহুবুঃ—উৎপন্ন হয়েছিল; মিধুনম্—যমজ ভাই এবং বোন; চ—এবং; যবীয়াস্যাং—কনিষ্ঠা; ভার্যায়াম্—পত্নীতে; যঃ—যিনি; তু—কিন্তু; তত্র—সেখানে; পুমান্—পুরুষসত্তান; তম্—তাকে; পরমভাগবতম্—মহাভাগবত; রাজ-
র্ষি—রাজর্ষি; প্রবরম্—সর্বশ্রেষ্ঠ; ভরতম্—মহারাজ ভরত; উৎসৃষ্ট—পরিভ্রমণ করে; মৃগশরীরম্—হরিণের শরীর; চরমশরীরেণ—অন্তিম শরীর; বিপ্রং—ব্রাহ্মণ হয়ে; গতম্—লাভ করেছিলেন; আনন্দ—তারা বলেন।

অনুবাদ

শ্রীল ওকদেব গোপামী বললেন—হে রাজন, মহারাজ ভরত মৃগশরীর ত্যাগ করার পর এক অতি বিদ্বৎ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আসিরস গোত্রে

এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত ওৎসবনীতে পূর্ণরূপে ওৎসবিত ছিলেন। তিনি তাঁর মন এক ইন্দ্রিয় সংযত করেছিলেন, এক বৈদিক শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি দান, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, বিনয়, বিদ্যা, অনসূয়া আদি সমস্ত ওৎসব ওৎসবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আত্মজ্ঞানী এবং ভগবানের সেবার যুক্ত। তিনি সর্বদা ভগবানের চিন্তায় সমাহিত থাকতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে তাঁরই মতো ওৎসবপূর্ণ নয়টি পুত্রের জন্ম হয়েছিল, এবং তাঁর কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে একটি যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে পুত্রটি হচ্ছে পরম ভাগবত রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ মহারাজ ভরত—যিনি মৃগশরীরের পরিভ্রমণ করে চরমে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভরত মহারাজ ছিলেন একজন মহান ভক্ত, কিন্তু তাঁর এক ভ্রাতা সাফল্য লাভ হয়নি। ভগবদ্গীতার বলা হয়েছে যে, ভক্ত যদি তাঁর ভক্তিকার্যে এক ভ্রাতা সিদ্ধিলাভ না করতে পারেন, তাহলে তাঁর যোগ্য ব্রাহ্মণকূলে অথবা ধনী ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকূলে জন্মগ্রহণ হয়। ওচীনাং শ্রীমতাং গেহে (ভগবদ্গীতা ৬/৪১)। ভরত মহারাজ ছিলেন সমৃদ্ধশালী ক্ষত্রিয় পরিবারে জাত মহারাজ স্বভাবসেবের জ্যেষ্ঠপুত্র, কিন্তু তাঁর পারমার্থিক কর্তব্যের অবহেলা করার ফলে এবং একটি নগণ্য হরিণের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, তাঁকে হরিণ-শরীরে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু, ভক্ত হওয়ার ফলে তিনি জাতিস্বত্ব ছিলেন। তাঁর ভ্রাতার দান অনুভব হয়ে, তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থেকে নির্জন স্থান কালাতিপাত করছিলেন। তারপর তিনি এক অতি উত্তম ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

তত্রাপি স্বজনসঙ্গাচ্চ ভূশমুচ্ছিন্নমানো ভগবতঃ কর্মবন্ধবিশ্বসেনশ্রবণ-
শ্রবণওণবিবরণচরণারবিন্দমৃগলং মনসা বিদধদাঙ্কনঃ প্রতিঘাতমাশঙ্কমানো
ভগবদনুগ্রহেণানুস্মৃতস্বপূর্বজন্মাবলিরাআনমুন্মত্তজড়াকবধিরস্বরূপেণ
দর্শয়ামাস লোকস্য ॥ ৩ ॥

তত্র-অপি—সেই ব্রাহ্মণ-ভ্রাতাও; স্বজনসঙ্গাৎ—আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গ থেকে; চ—এবং; ভূশম্—অত্যধিক; উচ্ছিন্নমানঃ—পুনরায় অধঃপতিত হওয়ার ভয়ে সর্বদা ভীত হয়ে; ভগবতঃ—ভগবানের; কর্ম-বন্ধ—সকল কর্মের বন্ধন; বিশ্বসেন—বিশ্বসেন—বিনাশকারী;

শ্রবণ—শ্রবণ; শ্রবণ—শ্রবণ; গুণ-বিবরণ—ভগবানের গুণের বর্ণনা শ্রবণ; চরণ—অববিন্দ—শ্রীপাদপদ্ম; যুগলম্—যুগল; মনসা—মনের দ্বারা; বিদমঃ—সর্বদা চিন্তা করে; আশ্রয়—তার আশ্রয়; প্রতিধাতম্—ভগবদ্ভক্তির প্রতিবক্ষক; আশঙ্কমানঃ—সর্বদা ভীত হয়ে; ভগবৎ-অনুগ্রহে—ভগবানের বিশেষ কৃপায়; অনুমুত—স্মরণ করে; স্ব-পূর্ব—তার পূর্বের; জন্ম-আবলিঃ—জন্ম-অন্যাত্মকে; আশ্রয়ম্—স্বয়ং; উন্নত—উন্নাদ; জড়—জড়; অন্ধ—অন্ধ; বধির—বধির; স্বরূপে—এইরূপে; দর্শয়াম্-আস—নিজেকে প্রদর্শন করেছিলেন; লোকসা—জনসাধারণের কাছে।

অনুবাদ

ভগবানের বিশেষ কৃপায় ফলে, ভরত মহারাজ তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মণের শরীর পাওয়া সত্ত্বেও, তিনি ভগবদ্বিষ্মখ আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের ভরে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তাদের সমুদ্রভাবে পুনরায় অধঃপতন হতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি সর্বদা শঙ্কিত ছিলেন। তার ফলে তিনি জনসাধারণের কাছে নিজেকে উন্নাদ, জড়, অন্ধ এবং বধিরের মতো প্রদর্শন করতেন, যাতে তারা তাঁর সাথে কথা বলার চেষ্টা না করে। এইভাবে তিনি অসংস্র থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন। অন্তরে তিনি সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করতেন এবং নিরন্তর ভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন; তার ফলে তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি অসং-সদের প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

জড় প্রকৃতির গুণের প্রভাবে প্রতিটি জীব বিভিন্ন কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে, কারণে গুণসম্বোধন্য সদস্যবোনিজস্ব—জড়-প্রকৃতির সদ প্রভাবে জীব সং এবং অসং বোনিতে জগদগ্রহণ করে।”

(ভগবদ্গীতা ১৩/২২)

আমরা আমাদের কর্ম অনুসারে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি। কর্মণ্য নৈবনেত্রেণ—তিনটি গুণের দ্বারা কলুবিত জড় প্রকৃতির প্রভাবে আমরা কর্ম করি এবং তার ফলে দৈবের অধ্যাক্ষতার আমরা বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হই। তাকে বলা হয় কর্মবন্ধ। এই কর্মবন্ধ থেকে মুক্ত হতে হলে, ভগবদ্ভক্তিতে মুক্ত হতে হয়। তাহলে আর জড় প্রকৃতির গুণের প্রভাব থাকে না।

মাং চ যোহব্যক্তিরেণ ভক্তিরোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীত্যতনু ত্রাতুরায় কল্পতে ॥

“মিনি পূর্ণরূপে ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত, যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনি অবিলম্বে ত্রিগুণময়ী মায়ার বন্ধন অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত ভর প্রাপ্ত হবেন।” (ভগবদ্গীতা ১৪/২৬) জড় প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে হলে, আমাদের ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হবে—শ্রবণ কীর্তন বিবেচনা। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। মহারাজ ভরত যখন ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণাচিত কর্মে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না, পঞ্চাঙ্গের শুদ্ধ বৈষ্ণবরূপে তিনি সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করতেন। ভগবদ্গীতায় সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে—মক্কা ভব মত্ততো মদ্যজী মাং নমজুত । এই পঙ্খর দ্বারাই কেবল ভায়বর জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শ্লোক ৪

তস্যাপি হ বা আত্মজস্য বিপ্রঃ পুত্রেনেহানুবন্ধমনা আসমাবর্তনাং সংস্কারান্ যথোপদেশং বিদধান উপনীতস্য চ পুনাঃ শৌচাচমনাদীন্ কর্মনিয়মান- ভিপ্রেতানপি সমশিক্ষয়দনুশিষ্টেন হি ভাব্যং পিতৃঃ পুত্রেণেতি ॥ ৪ ॥

তস্য—তাঁর; অপি হ বা—নিশ্চিতভাবে; আত্ম-জস্য—পুত্রের; বিপ্রঃ—জড় ভরতের ব্রাহ্মণ-পিতা; পুত্র-মেহ-অনুবন্ধ-মনাঃ—পুত্রমেহে আসক্তমনা; আ-সম-আবর্তনাং—ব্রহ্মচার্য-আশ্রম সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত; সংস্কারান্—সংস্কার; যথা-উপদেশম্—শাস্ত্রবিধি অনুসারে; বিদধানঃ—অনুষ্ঠান করে; উপনীতস্য—যাঁর উপনয়ন সংস্কার হয়েছে; চ—ও; পুনাঃ—পুনরায়; শৌচ-আচমন-আদীন্—শৌচ, আচমন ইত্যাদির অভ্যাস; কর্ম-নিয়মান্—কর্মের বিধি; অনভিপ্রেতান্—অপি—জড় ভরতের অনিচ্ছা সত্ত্বেও; সমশিক্ষয়ৎ—শিক্ষা দিয়েছিলেন; অনুশিষ্টেন—বিধিবিধান পালন করতে শিখিয়েছিলেন; হি—বাস্তবিকপক্ষে; ভাব্যম্—হওয়া উচিত; পিতৃঃ—পিতার থেকে; পুত্রেণ—পুত্র; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ পিতার মন সর্বদা তাঁর পুত্র জড় ভরতের প্রতি (ভরত মহারাজের প্রতি) মেহে পূর্ণ ছিল। তাই তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। জড় ভরত মেহে পূহহ-আশ্রমে প্রবেশ করার অযোগ্য ছিলেন, তাই ব্রহ্মচার্য-আশ্রমের সমাপ্তি পর্যন্তই কেবল তাঁর সংস্কার সম্পাদন করা হয়েছিল। জড় ভরতের অনিচ্ছা

সত্ত্বেও তাঁর পিতা তাঁকে শৌচ, আচমন আদি কর্মের নিরমসমূহ বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভরত মহারাজ ব্রাহ্মণ-শরীর প্রাপ্ত হয়ে ছড় ভরত হয়েছিলেন, এবং তিনি এমনভাবে আচরণ করতেন যেন তিনি ছড়, বধির, মূক এবং অন্ধ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অন্তরে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি সকল কর্মের পরিণতি এবং ভগবদ্ভক্তির ফল সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। ব্রাহ্মণ-শরীরে মহারাজ ভরত তাঁর অন্তরে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাক্যের মগ্ন ছিলেন; তাই তাঁর পক্ষে সকল কর্মের বিধিবিধান অনুষ্ঠান করার কোন প্রয়োজন ছিল না। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিপন্ন হয়েছে—*কনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধিহরিভোজ্যম্* (শ্রীমদ্ভাগবত ১/২/১৩)। ভগবান শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করাই মানুষের কর্তব্য। সেটিই সকল কর্মের সমস্ত বিধির চরম সার্থকতা। তা ছাড়াও শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে—

ধর্মঃ কনুষ্ঠিতঃ পুংসোং বিকলসেনকথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্দ্যদি যতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

“বৃত্তি নির্বিশেষে সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠান যদি ভগবানের কথা শ্রবণে রুতি উৎপন্ন না করে, তাহলে তা কেবল ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র।” (ভাগবত ১/২/৮) কৃষ্ণভক্তির বিকাশ না হওয়া পর্যন্তই এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন। যদি কৃষ্ণভক্তির বিকাশ হয়, তাহলে আর কর্মকাণ্ডের বিধিবিধানের অনুশীলন করার প্রয়োজন হয় না। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী বলেছেন, “হে কর্মকাণ্ডের বিধিবিধান, আমাকে ক্ষমা করুন। এই সমস্ত বিধিবিধান আমি আর অনুসরণ করতে পারি না, কারণ আমি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবারে মগ্ন হয়েছি।” তিনি কোন গাছের নীচে বসে নিরন্তর হয়েকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ফলে তিনি সমস্ত বিধিবিধানগুলি সম্পাদন করেননি। তেমনই, হরিনাম ঠাঁহুরের জন্ম হয়েছিল মুসলমান-সূলে। তাঁর জীবনের শুরুতে কেউ তাঁকে কর্মকাণ্ডের শিক্ষা দেননি, কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বদা হরিনাম কীর্তন করতেন, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে নামাচার্যরূপে স্বীকার করেছিলেন। ছড় ভরতরূপী ভরত মহারাজ সর্বদা তাঁর অন্তরে ভগবানের সেবারে মগ্ন ছিলেন। যেহেতু তিনি তাঁর পূর্ববর্তী তিনটি জন্মে বিধিবিধান পালন করেছিলেন, তাই তিনি সেগুলি সম্পাদনে আগ্রহী ছিলেন না, যদিও তাঁর ব্রাহ্মণ-পিতা তাঁকে সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

স চাপি তদু হ পিতৃসমিধাবেবাসদ্বীচীনমিব স্ব করোতি ছন্দাস্থা-
পয়িযান্ সহব্যাহতিভিঃ সপ্রণবশিরিত্রিপদীং সাবিত্রীং গ্রৈশ্বাসন্তি-
কান্মাসানদীমানমপ্যাসমবেতরূপং গ্রাহয়ামাস ॥ ৫ ॥

সঃ—তিনি (ছড় ভরত); চ—ও; অপি—বস্তুতপক্ষে; তৎ উহ—তাঁর পিতা তাঁকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন; পিতৃ-সমিধৌ—তাঁর পিতার উপস্থিতিতে; এব—এমনকি; অসদ্বীচীনম্ ইব—যেন তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না; স্ব করোতি—অনুষ্ঠান করতেন; ছন্দাসি অধ্যাপয়িযান্—শ্রাবণ মাসে অথবা চাতুর্মাস্যের সময় বেদমন্ত্র শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক; সহ—সেই সঙ্গে; ব্যাহতিভিঃ—(ভৃং, ভুবা, স্বঃ) আদি স্বর্গলোকের নাম উচ্চারণ; স-প্রণব-শিরঃ—ওঁকার আদি; ত্রি-পদীম্—ত্রিপদী; সাবিত্রীম্—গায়ত্রী মন্ত্র; গ্রৈশ্ব-বাসন্তিকান্—চৈত্র মাস থেকে শুরু করে চার মাস; মাসান্—মাস; অদীমানম্ অপি—অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও; অসমবেত রূপম্—অপূর্ণরূপে; গ্রাহয়ান্-আস—তাঁকে শিখিয়েছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর পিতা তাঁকে বৈদিক জ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা দিলেও, ছড় ভরত তাঁর সমক্ষে মূর্খের মতো আচরণ করতেন। তিনি এইভাবে আচরণ করতেন, যাতে তাঁর পিতা তাঁকে শিক্ষা লাভের অযোগ্য মনে করে, তাঁকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা না করেন। তিনি সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে আচরণ করতেন। তাঁর পিতা তাঁকে মগ্ন ভ্যাগের পর হাত ধোয়ার শিক্ষা দিলে, তিনি মলভ্যাগের পূর্বে হাত ধুতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পিতা তাঁকে বেদ অধ্যয়ন করাবার ইচ্ছা করে, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রণব ও ব্যাহতিসহ ত্রিপদী গায়ত্রী শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ঐ চার মাসেও তিনি তাঁকে তা শেখাতে পারলেন না।

শ্লোক ৬

এবং স্বতনুজ আত্মন্যনুরাগাবেশিতচিত্তঃ শৌচাধ্যয়নব্রতনিয়মওর্বনল-
ওজ্জ্বলদৌপকূর্বাণককর্মণ্যানভিযুক্তান্যপি সমনুশিষ্টেন ভাব্যমিত্যসদা-
গ্রহঃ পুত্রমনুশাস্য স্বয়ং তাবদ্ অনধিগতমনোরথঃ কালেনাপ্রমত্তেন স্বয়ং
গৃহ এব প্রমত্ত উপসংহৃতঃ ॥ ৬ ॥

এবম্—এইভাবে; স্ব—নিজের; তনু-জে—পুত্র জড় ভরতে; আত্মনি—মিণি তাঁকে
আঘবৎ মনে করতেন; অনুরাগ-আবেশিত-চিত্তঃ—যাঁর চিত্ত পুত্রস্নেহে মগ্ন ছিল;
শৌচ—ওচ্চিতা; অধ্যয়ন—বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন; ব্রত—সমস্ত ব্রত অনুষ্ঠান; নিয়ম—
বিধিবিধান; গুরু—গুরুদেবের; অনল—অগ্নি; ওপাষণ-আদি—সেবা ইত্যাদি;
ঔপকূর্বাণক—ব্রাহ্মচর্য-আশ্রমের; কর্ম্মানি—সমস্ত কর্ম; অনভিযুক্তানি অপি—তাঁর
পুত্রের অনিচ্ছা সত্ত্বেও; সমনুশিষ্টেন—পূর্ণরূপে শিক্ষা নিয়েছিলেন; ভাব্যম্—উচিত;
ইতি—এইভাবে; অসৎ-আগ্রহঃ—অযোগ্য আগ্রহ; পূজম্—তাঁর পূজা; অনুশাস্য—
উপদেশ দিতো; স্বয়ম্—নিজে; তাবৎ—সেইভাবে; অনধিগত-মনোরঞ্জন—অপূর্ণ
মনোবাসনা; কালেন—কালের প্রভাবে; অগ্রমন্তেন—যাঁর বিন্দুতি নেই; স্বয়ম্—
তিনি স্বয়ং; গৃহে—গৃহের প্রতি; এব—নিশ্চিতভাবে; প্রমত্তঃ—অত্যন্ত আসক্ত হয়ে;
উপসংহতঃ—মৃত্যু হয়েছিল।

অনুবাদ

জড় ভরতের ব্রাহ্মণ-পিতা তাঁকে তাঁর প্রাণতুল্য প্রিয় বলে মনে করে, তাঁর প্রতি
অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। তিনি তাঁকে সুশিক্ষিত করার বাসনায় তাঁকে ব্রাহ্মচর্য,
ব্রত, শৌচ, বেদ অধ্যয়ন, নিয়ম, গুরুদেবের সেবা, এবং অগ্নিযজ্ঞ করার বিধি
শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি
কন্যে যে আশা পোষণ করেছিলেন তা পূর্ণ হল না। অন্য সকলের মতো
সেই ব্রাহ্মণও তাঁর গৃহের প্রতি আসক্ত ছিলেন, এবং তাঁর স্মরণ ছিল না যে,
একদিন তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু মৃত্যুর কখনও বিদ্যুতি হয় না। মৃত্যু
যথা সময়ে আগমন করে সেই ব্রাহ্মণকে গ্রাস করেছিল।

তাৎপর্য

যারা সংসারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত তারা ভুলে যায় যে, এক সময় মৃত্যু এসে
তাদের গ্রাস করবে। এইভাবে সংসারাসক্ত হয়ে, তারা তাদের মনুষ্য-জীবনের
কর্তব্য সম্পূর্ণ করতে পারে না। মনুষ্য-জীবনের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের সমস্ত
সমস্যার সমাধান করা। কিন্তু তা না করে মানুষ তাদের পরিবারের প্রতি এবং
সাংসারিক কর্তব্যের প্রতি আসক্ত থাকে। যদিও তারা মৃত্যুকে ভুলে যায়, তবুও
মৃত্যু তাদের ভোলে না। তাই সহসা এক সময় তাদের শাশ্তির নীড় ছেড়ে চলে
যেতে হয়। কখনো কখনো মৃত্যু নিশ্চিতভাবে এসে উপস্থিত হয়। জড় ভরতের
ব্রাহ্মণ-পিতা তাঁকে ব্রাহ্মচর্য শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্র যেহেতু সেই
বৈদিক প্রণতির পন্থা গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাই তিনি অকৃতকার্য হয়েছিলেন।

জড় ভরতের একমাত্র বাসনা ছিল শ্রবণ কীর্তন বিবেচনা—এই পন্থায় ভগবদ্ভক্তি
সম্পাদন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। তিনি তাঁর পিতৃদত্ত বৈদিক শিক্ষা গ্রাহ্য
করেননি। কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবার আগ্রহী হন, তখন আর তাঁকে
বৈদিক বিধিবিধানের অনুশীলন করতে হয় না। অবশ্য সাধারণ মানুষের পক্ষে
তা অপরিহার্য। কেউ তা অবহেলা করতে পারে না। কিন্তু কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির
পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, তখন আর বৈদিক বিধিবিধানগুলি অনুসরণ করার ততটা প্রয়োজন
থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বৈদিক বিধিবিধানের উর্বে নিত্রেণ্য তরে উদ্বীত
হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।

বৈতণ্যবিবরা বোা নিত্রেণ্যো ভবাজুন ।

নির্ভবো নিত্যসত্ত্বো নির্যোগ্যেব আঘবান্ ॥

“হে অর্জুন, বেসমূহ মুখ্যত প্রকৃতির তিন গুণেরই আলোচনা করে। কিন্তু তুমি
সেই গুণগুলি অতিক্রম করে নির্ভণ ভাবে উদ্বীত হও। সমস্ত দ্বন্দ্বতাব, লাভ
এবং নিরাপত্তার উৎকর্ষ থেকে মুক্ত হয়ে আত্মায় স্থিত হও।”

(ভগবদ্গীতা ২/৪৫)

শ্লোক ৭

অথ যযায়সী দ্বিজসতী স্বগর্ভজাতং মিথুনং সপত্ন্যা উপন্যস্য
স্বয়মনুসংস্থ্যা পতিলোকমগাৎ ॥ ৭ ॥

অথ—তারপর; যযায়সী—কনিষ্ঠা; দ্বিজসতী—ব্রাহ্মণ-পত্নী; স্ব-গর্ভ-জাতম্—তাঁর
গর্ভজাত; মিথুনম্—যমজ সন্তানদের; সপত্ন্যে—তাঁর সপত্নীকে; উপন্যস্য—সমর্পণ
করে; স্বয়ম্—স্বয়ং; অনুসংস্থ্যা—তাঁর পতির অনুগামিনী হয়ে; পতি-লোকম্—
পতিলোকে; অগাৎ—গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা পত্নী তাঁর যমজ পুত্র এবং কন্যাকে সপত্নীর হস্তে সমর্পণ
করে, তাঁর পতির সহমৃত্যু হয়ে পতিলোকে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৮

পিতর্ভূপরতে বাতর এনমতৎপ্রভাববিদজ্জব্যাং বিদ্যায়ামেব পার্যবসিতমভ্যো
ন পরবিদ্যায়াজড়মতিরিতি বাতরনুশাসননির্বন্ধাদ্যবৎসন্ত ॥ ৮ ॥

পিতরি উপরতে—তঁার পিতার মৃত্যুর পর; দ্বাতরঃ—ঈশর বৈমাত্রেয় ভায়েরা; এনম্—এই ভরতকে (জড় ভরত); অ-তৎ-প্রভাব-বিনঃ—তঁার উন্নত পদ উপলব্ধি করতে না পেরে; ব্রহ্ম্যাম্—তিনি বেদের; বিদ্যায়াম্—কর্মকাণ্ড সম্বন্ধীয় জ্ঞানে; এব—অবশ্যই; পর্যবসিত—হির; মতয়ঃ—বীর মন; ন—না; পর-বিদ্যায়াম্—ভগবন্তের দ্বিতীয় জ্ঞানে; জড়-মতিঃ—অত্যন্ত মন্দবুদ্ধি; ইতি—এইভাবে; দ্বাতরঃ—তাদের ভাই জড় ভরতকে; অনুশাসন-নির্বন্ধাৎ—শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা থেকে; ন্যবৎসন্ত—নিবৃত্ত হয়েছিল।

অনুবাদ

পিতার মৃত্যুর পর, জড় ভরতের ন্যায়জন বৈমাত্রেয় ভাই তাঁকে জড় এবং মেধাহীন বলে বিবেচনা করে, তঁার শিক্ষা পূর্ণ করার প্রচেষ্টা ত্যাগ করেছিল। জড় ভরতের বৈমাত্রেয় ভায়েরা স্বক্বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদ—এই তিনটি সত্য কর্ম পরায়ণ বেদের শিক্ষায় পারদ্রুত ছিল। ভগবন্তের দ্বিতীয় জ্ঞান সম্বন্ধে তারা অবগত ছিল না। তার ফলে তারা জড় ভরতের অতি উন্নত স্থিতি উপলব্ধি করতে পারেনি।

শ্লোক ৯-১০

স চ প্রাকৃ তৈর্বিপদপশুভিরুন্মত্তজড়বধিরমূকেত্যভিভাষ্যমাণো যদা তদনুরূপাণি প্রভাষতে কর্মাণি চ কার্যমাণঃ পরেচ্ছয়া কুরোতি বিস্তিতো বেতনতো বা যাজ্ঞয়া যদৃচ্ছয়া বোপসাদিতমন্নং বহু মুষ্টং কদমং বাভ্যবহরতি পরং নেক্রিয়প্রীতিনিমিত্তম্ । নিত্যনিবৃত্তিনিমিত্তস্বসিদ্ধ-বিশুদ্ধানুভবানন্দস্বাশ্রিত্যভিগমঃ সুখদুঃখয়োর্ধ্বনিমিত্তয়োঃ সম্ভাবিত-দেহাভিমানঃ ॥ ৯ ॥ শীতোষ্ণবাতবর্ষেষু বৃষ ইবানাবৃত্তাঙ্গঃ পীনঃ সংহেননাঙ্গঃ স্থণ্ডিলসংবেশনানুস্মর্দনামজ্ঞানরজসা মহামণিরিবানভিব্যক্ত-ব্রহ্মবর্চসঃ কুপটাবৃত্তকটিকুপবীতেনোরুমধিগা বিজ্ঞাতিরিত্তি ব্রহ্মবন্ধুরিত্তি সংজ্ঞাতজ্জ্ঞানাবমতো বিচচার ॥ ১০ ॥

সঃ চ—তিনিও; প্রাকৃ তৈঃ—দ্বিতীয় জ্ঞানহীন সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা; বি-পদ-পশুভিঃ—যারা বিপদ-বিশিষ্ট পশু ছাড়া অন্য কিছু নয়; উন্মত্ত—উন্মত্ত; জড়—জড়; বধির—বধির; মুক—মুক; ইতি—এইভাবে; অভিভাষ্যমাণঃ—সম্বোধিত হয়ে;

যদা—যখন; তৎ-অনুরূপাণি—তাদের উত্তরের উপযুক্ত শব্দ; প্রভাষতে—তিনি বলতেন; কর্মাণি—কার্যকলাপ; চ—ও; কার্যমাণঃ—কর্ম করাতেন; পরেচ্ছয়া—অন্যের ইচ্ছার দ্বারা; কুরোতি—তিনি করতেন; বিস্তিতঃ—বলপূর্বক; বেতনতঃ—অথবা বেতনের দ্বারা; বা—অথবা; যাজ্ঞয়া—ভিক্ষার দ্বারা; যদৃচ্ছয়া—আপনা থেকেই; বা—অথবা; উপসাদিতম্—প্রাপ্ত; অন্নম্—অতি অল্প পরিমাণ; বহু—প্রচুর পরিমাণ; মুষ্টম্—অত্যন্ত সুখাদু; কৎ-অন্নম্—বাসী বিখ্যাত আহার; বা—অথবা; অভ্যবহরতি—তিনি আহার করতেন; পরম্—কেবল; ন—না; ইন্দ্রিয়-প্রীতি-নিমিত্তম্—ইন্দ্রিয় সুখের জন্য; নিত্য—শাশ্বত; নিবৃত্ত—নিরন্তর; নিমিত্ত—সকাল কর্ম; স্ব-সিদ্ধ—স্বতঃসিদ্ধ; বিশুদ্ধ—টিপ্পন; অনুভব-আনন্দ—আনন্দের অনুভূতি; স্ব-আশ্র-লাভ-অধিগমঃ—যিনি আশ্রয় লাভ করেছেন; সুখ-দুঃখয়োঃ—সুখ এবং দুঃখে; দ্বন্দ্ব-নিমিত্তয়োঃ—দ্বন্দ্বভাবে হেতু; অসম্ভাবিত-দেহ-অভিমানঃ—দেহাশ্রয়বুদ্ধি রহিত; শীত—শীত; উষ্ণ—গরম; বাত—বাতুতে; বর্ষেষু—বৃষ্টির সময়; বৃষঃ—বৃষ, ইব—সদৃশ; অনাবৃত্ত-অঙ্গঃ—অনাচ্ছাদিত দেহ; পীনঃ—অত্যন্ত পুষ্টি; সংহেনন-অঙ্গঃ—সুদৃঢ় অঙ্গ; স্থণ্ডিল-সংবেশন—ভূমিতে শয়ন করার ফলে; অনুস্মর্দন—তৈল মর্দন না করার ফলে; অমজ্ঞান—জ্ঞান না করার ফলে; রজসা—খুপির দ্বারা; মহা-মণিঃ—অত্যন্ত মূল্যবান হস্ত; ইব—সদৃশ; অনভিব্যক্ত—অপ্রকাশিত; ব্রহ্ম-বর্চসঃ—ব্রহ্মভাজ; কু-পট-আবৃত্ত—নোহো বস্ত্রে ঢাক; কটিঃ—কটিদেশ; উপবীতেন—যজ্ঞোপবীতের দ্বারা; উরু-মধিগা—অত্যন্ত মরলা হওয়ার ফলে কাল; বি-জ্ঞাতিঃ—ব্রাহ্মণকুলে জাত; ইতি—এইভাবে অপমানিত হয়ে; ব্রহ্ম-বন্ধুঃ—ব্রাহ্মণের বন্ধু; ইতি—এইভাবে; সমজ্ঞয়া—এই প্রকার নামের দ্বারা; অ-তৎ-জ-জন—তঁার প্রকৃত স্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিরা; অব্যক্তাঃ—অপমানিত হয়ে; বিচচার—তিনি বিচরণ করতেন।

অনুবাদ

অব্যক্তিত মানুষের প্রকৃতপক্ষে পশুত্ব। পশুর সঙ্গে তাদের একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে, পশুর চতুষ্পদ আর তারা দ্বিপদ। এই সমস্ত বিপদ পশুসদৃশ মানুষেরা জড় ভরতকে উন্মত্ত, জড়, বধির এবং মুক বলে সম্বোধন করত। তারা তঁার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত, এবং জড় ভরত তাদের সঙ্গে উন্মত্ত, বধির, অন্ধ অথবা অজ্ঞের মতো আচরণ করতেন। তিনি কখনও প্রতিবাদ করতেন না অথবা তাদের বোধধার চেষ্টা করতেন না যে, তিনি তেমন মন। কেউ যখন তাঁকে দিয়ে কিছু করাতেন চাইত, তখন তিনি তাদের ইচ্ছা অনুসারে তাইই করতেন। ভিক্ষার দ্বারা অথবা বেতনস্বরূপ, অথবা দৈবাৎ যা কিছু খাবার আসত—তা স্বল্প পরিমাণ

হোক, সুখাদু হোক, বাসী হোক অথবা স্বাদহীন হোক—তিনি তাইই গ্রহণ করে
আহার করতেন। তিনি কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কোন কিছু আহা-
র করতেন না, কারণ সুখাদ এবং বিষাদ ধারণা উৎপাদনকারী দেহানুবৃত্তির বন্ধন
থেকে তিনি ইতিমধ্যেই মুক্ত ছিলেন। তিনি ভগবদ্ভক্তির নিত্য চেতনায় মগ্ন
ছিলেন, এবং তাই তিনি দেহানুবৃত্তি থেকে উদ্ধৃত হৃদয়ভাব থেকে মুক্ত ছিলেন।
তাঁর দেহ ছিল বুকের মতো পুষ্ট এবং তাঁর অব্যয় ছিল সুপূর্ণ। তিনি শীত,
গ্রীষ্ম, বাত ও বর্ষা গ্রাহ্য করতেন না এবং তিনি কখনও তাঁর শরীর আচ্ছাদিত
করতেন না। তিনি ভূমিতে শয়ন করতেন এবং কখনও তেল মাখতেন না বা
স্নান করতেন না। তাঁর দেহ মলিন হওয়ার ফলে, তাঁর ব্রহ্মভেদ এবং জ্ঞান
আচ্ছাদিত ছিল, ঠিক যেমন মূল্যবান রত্নের জ্যোতি খুলার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে।
তাঁর কটিদেশে ছিল একটি অত্যন্ত মলিন বস্ত্র এবং অত্যন্ত মলিন হওয়ার ফলে,
তাঁর মজোপবীত ছিল কাল। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত বলে তাঁকে বুঝতে পেরে, মানুষেরা
তাঁকে ব্রহ্মবন্ধু আদি নামে সম্বোধন করত। এইভাবে বিশ্বাসভক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা
অপমানিত এবং উপেক্ষিত হয়ে তিনি ইতস্তত বিচরণ করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গোয়েছেন—দেহবৃত্তি নাই বার, সংসার-বন্ধন কাঠী তার।
যাঁর দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কোন বাসনা নেই এবং যিনি দেহ ধারণের জন্য
উৎকণ্ঠিত নন এবং যিনি সর্ব অবস্থাতেই তৃপ্ত, তিনি হয় উগ্রাস, নয় মুক্ত পুরুষ।
প্রকৃতপক্ষে ভরত মহারাজ যখন জড় ভরতরূপে অন্ধগ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি
জড় প্রকৃতির হৃদয়ভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন
পরমহংস এবং তাই তাঁর দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য তাঁর কোন চেষ্টা
ছিল না।

শ্লোক ১১

যদা তু পরত আহারং কর্মবেতনত ইহমানঃ স্বভাতৃভিরপি কেনারকমণি
নিরূপিতস্তদপি কেরোতি কিন্তু ন সমং বিষমং নানমধিকমিতি বেদ
কণপিধ্যাকফলীকরণকুশ্মাঘস্থালীপূরীবাদীন্যাপ্যমৃতবদভ্যবহরতি ॥ ১১ ॥

যদা—যখন; তু—কিন্তু; পরতঃ—অন্যদের থেকে; আহারম্—আহার; কর্ম-
বেতনতঃ—কর্মের বিনিময়ে বেতনপ্রাপ্ত; ইহমানঃ—অপেক্ষা করে; স্ব-ভাতৃভিঃ—

অপি—তাঁর বৈমাত্রেয় ভায়েরাও; কেনার-কর্মণি—কেনার কৃষিকার্য; নিরূপিতঃ—
নিযুক্ত; তৎ-অপি—সেই সময়েও; কেরোতি—তিনি করতেন; কিন্তু—কিন্তু; ন—
না; সমম্—সমতল; বিষমম্—অসমতল; নানম্—অন্য; অধিকম্—অধিক; ইতি—
এইভাবে; বেদ—তিনি জানতেন; কণ—খুদ; পিধ্যাক—খেল; ফলী-করণ—ডুব;
কুশ্মাঘ—পোকায় খাওয়া শস্য; স্থালী-পূরীষ-আদীনি—রত্নপাত্রের লেগে থাকা
পোড়া অন্ন; অপি—ও; অমৃত-বৎ—অমৃতের মতো; অভ্যবহরতি—আহার করতেন।

অনুবাদ

জড় ভরত কেবল আহারের জন্য কাজ করতেন। তাঁর বৈমাত্রেয় ভায়েরাও সেই
সুযোগ নিয়ে, কেবল আহারের বিনিময়ে তাঁকে কেনার কাজে নিযুক্ত করেছিল।
কিন্তু শস্যক্ষেত্রে যে কভাবে কাজ করতে হয় তা তিনি ভালভাবে জানতেন না।
তিনি জানতেন না কোথায় মাটি ঢালতে হবে অথবা কোথায় ভূমি সমতল করতে
হবে। তাঁর ভায়েরা তাঁকে খুদ, খঁইল, ডুব, পোকায় খাওয়া শস্য এবং রত্নপাত্রের
লেগে থাকা পোড়া অন্ন বেতে দিত, কিন্তু তিনি কারণ প্রতি কোন রকম
বিবেচনায় পোষণ না করে, তাইই অমৃতের মতো ভোজন করতেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার (২/১৫) পরমহংস জ্ঞানের বর্ণনা করা হয়েছে—সমদুঃখসুখং ধীরঃ
সোহমৃতভ্যঃ কথতে। কেউ যখন জড় জগতের সুখ-দুঃখ আদি দ্বৈতভাবের প্রতি
উদাসীন হন, তখন তিনি অমৃতত্ব অর্থাৎ শাস্ত জীবন লাভ করার যোগ্য হন।
ভরত মহারাজ এই জড় জগতে তাঁর কার্য সমাপ্ত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন,
তাই তিনি এই জগতের দ্বৈতভাবের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তিনি
কৃষ্ণভাবনায় পূর্ণ ছিলেন এবং তাই ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ আদি সম্বন্ধে তাঁর কোন
চেতনা ছিল না। ঐতিহ্য-চরিতামৃত (অঙ্ক ৪/১৭৬) বলা হয়েছে—

‘কৈতে’ ভ্রাতৃত্ব-জ্ঞান, সব—মনোধর্ম’।

‘এই ভাল, এই মন্দ’,—এই সব ‘বম’ ॥

“জড় জগতে যে ভাল এবং মন্দের ধারণা তা সবই মনোধর্ম-প্রসূত। তাই, ‘এটি
ভাল এবং এটি মন্দ’ এই ধারণাটি ভুল।” আমাদের বুঝতে হবে যে, এই জড়
জগতে ভাল-মন্দের বিচারপ্রসূত যে হৃদয়ভাব, তা কেবল মনের ধারণা মাত্র। কিন্তু,
তা হলে এই প্রকার পরমহংস চেতনার অনুকরণ না করে, চিন্ময় জ্ঞানের সান্নিধ্য
অবস্থা লাভ করা উচিত।

শ্লোক ১২

অথ কদাচিত্ত্বকশিচ্ছ বৃষনপতির্ভদ্রকালৌ পুরুষপণ্ডমালততাপত্যকামঃ ॥ ১২ ॥

অর্থ—তারপর; কদাচিত্ত্ব—এক সময়; কশিচ্ছ—কোন; বৃষন-পতিঃ—শূত্র দস্যুদের নেতা; ভদ্রকালৌ—ভদ্রকালীকে; পুরুষপণ্ডম্—নরপণ্ড; আলতত—বলিলেন করণ উদ্যোগ করেছিল; অপর্য্য-কামঃ—পূর কামনায়।

অনুবাদ

সেই সময়, এক শূত্রকুলোদ্ভূত দস্যুসর্দার পূর কামনায় ভদ্রকালীর কাছে নরপণ্ড বলি দেওয়ার উদ্যোগ করেছিল।

তাৎপর্য

শূত্র আদি নিমন্তরের মানুষেরা তাদের জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ভদ্রকালী আদি দেবতাদের পূজা করে। সেই উদ্দেশ্যে তারা কখনও কখনও প্রতিমার সামনে মানুষ পর্যন্ত বলি দেয়। তারা সাধারণত বুদ্ধিহীন অর্থাৎ পণ্ডসদৃশ মানুষদের সেই উদ্দেশ্যে মনোনীত করে।

শ্লোক ১৩

তস্য হ দৈবমুক্তস্য পশোঃ পদবীং তদনুচরাঃ পরিধাবন্তো নিশি নিশীথসময়ে তমসাবৃত্যামনমিগতপশব আকস্মিকেন বিধিনা কেদারান্ বীরাসনেন মুগবরাহাদিত্যঃ সরেক্ষমাণমসিরঃপ্রবরসূতমপশ্যান্ ॥ ১৩ ॥

তস্য—সেই দস্যুপতির; হ—নিশ্চিতভাবে; দৈব-মুক্তস্য—দৈবাৎ মুক্ত হয়ে; পশোঃ—নরপণ্ড; পদবীং—পথ; তৎ-অনুচরাঃ—তার অনুচরেরা; পরিধাবন্তঃ—তার অধেষণে ধাবিত হল; নিশি—রাত্রে; নিশীথ-সময়ে—মধ্য রাত্রে; তমসা আবৃত্যাম্—অন্ধকারাচ্ছন্ন; অনমিগত-পশবঃ—নরপণ্ডটিকে ধরতে না পেরে; আকস্মিকেন বিধিনা—দৈবক্রমে অকস্মাৎ; কেদারান্—শস্যক্ষেত্রে; বীর-আসনেন—উর্ধ্বস্থানে নির্মিত আসনে; মুগ-বরাহ-আদিভ্যঃ—মৃগ ও বরাহ আদি জন্তু থেকে; সরেক্ষমাণম্—রক্ষা করছে; অসিরঃ-প্রবর-সূতম্—আসিরস গোত্রের ব্রাহ্মণের পুত্র; অপশ্যান্—তারা দেখেছিল।

অনুবাদ

সেই দস্যুপতি বলি দেওয়ার জন্য একটি নরপণ্ডকে ধরেছিল কিন্তু সে দৈবক্রমে বন্ধনমুক্ত হয়ে পলায়ন করে। তখন সেই দস্যুপতি তার অনুগামীদের তাকে ধরে আনতে আদেশ দেয়। তারা সকলে চতুর্দিকে ধাবিত হয় কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পায়নি। হ্রমণ করতে করতে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্য রাত্রে তারা অকস্মাৎ শস্যক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে আসিরস কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণ-তনয় জড় ভরতকে একটি উর্ধ্ব আসনে উপবেশন করে মৃগ, বরাহ ইত্যাদি পশুদের থেকে শস্যক্ষেত্র রক্ষা করতে দেখতে পায়।

শ্লোক ১৪

অথ ত এনমনবদ্যালক্ষণমবমৃশ্য ভর্তৃকর্মনিষ্পত্তিং মন্যমানা বজ্রা রশনয়া চণ্ডিকাগৃহমুপনির্মুদা বিকসিতবদনাঃ ॥ ১৪ ॥

অর্থ—তারপর; তে—তারা (দস্যুপতির অনুচরেরা); এনম্—এই (জড় ভরতকে); অনবদ্য-লক্ষণম্—পণ্ডলক্ষণ যুক্ত অর্থাৎ বুকের মতো তুল এবং মুক ও বখির; অবমৃশ্য—চিনতে পেরে; ভর্তৃকর্মনিষ্পত্তিম্—তাদের প্রবুর কার্য সম্পাদন করার জন্য; মন্যমানাঃ—মনে করে; বজ্রা—দৃঢ়ভাবে বেঁধে; রশনয়া—রথদ্বার দ্বারা; চণ্ডিকা-গৃহম্—কালীর মন্দিরে; উপনির্মুদা—নিরে এসেছিল; মুদা—হর্ষোৎফুল্ল; বিকসিত-বদনাঃ—সহাস্য করেন।

অনুবাদ

দস্যুপতির অনুচরেরা জড় ভরতকে সমস্ত লক্ষণযুক্ত নরপণ্ড বলে বিবেচনা করে, সর্বতোভাবে বলির উপযুক্ত বলে মনে করে, তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে হর্ষোৎফুল্ল সহাস্য করেন কালীর মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে এখনও কালীর কাছে নরবলি দেওয়া হয়। কিন্তু, এই ধরনের বলি কেবল শূত্র এবং ডাকাতেরাই দেয়। তাদের কাজ হচ্ছে ধনবান ব্যক্তির গৃহ লুণ্ঠন করা, এবং তাদের সেই কাজে সফল হওয়ার জন্য তারা কালীর কাছে পণ্ডসদৃশ মানুষ বলি দেয়। তারা কখনও কোন বুদ্ধিমান মানুষকে দেবীর সামনে বলি দিত না। এই পৃথিবীর সব চাইতে বুদ্ধিমান মানুষ হওয়া সত্ত্বেও,

জনত মহারাজ প্রাক্ষণ শরীরে অশ্রুতমুখে মুক এবং বস্ত্রি ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও, মর্ঘ্যভোক্তার ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে, তাঁকে স্বয়ং বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি কোন কঠম প্রতিবন্ধ করেননি। পূর্ববর্তী শ্লোক থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি অন্যায়সে সেই বজ্রবল্লভ এড়াতে পারতেন, কিন্তু তিনি কোন প্রতিবন্ধ করেননি। তিনি কেবল ভগবানের উপর নির্ভর করেছিলেন। ইহা ভক্তিনিষ্ঠার ঠাকুর ভগবানের কাছে শরণার্থীর কণা কণা বলেছে—

মাতরি হাবি—যে ইচ্ছা তোহার।

নিজাদসপ্রতি তুয়া শুকিতরা।

"হে প্রভু, আমি এখন আপনার শরণাগত। আমি ভগবানকে চিহ্নিত, এবং আপনি যদি চান তাহলে আপনি আমাকে সহায় করতে পারেন অথবা ত্যাগ করতে পারেন। আমি আপনার সম্পূর্ণভাবে শরণাগত সেবক, এবং আমার উপর আপনার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।"

শ্লোক ১৫

অথ পণ্ডিতঃ স্ববিধিনাভিবিচায়েন বাসসাজ্জান্য ভূষণালপম্বক-
তিলকাদিতিকপকৃতং ভূক্তবস্ত্রং ধূপদীপমাল্যাজকিসলয়াহু-
ফলোপহারোপেতয়া বৈশমসংস্থা মহতা গীতস্ততিমুদ্রসপনবঘোষণ চ
পুরুষপণ্ডা ভক্তকাল্যাঃ পুরত উপবেশয়ামাসুঃ ॥ ১৫ ॥

অথ—তারপর, পণ্ডা—নন্দাপ্রতিম সমস্ত অনুসরণ; ভূক্ত—ভোক্ত (জড় ভবতর);
স্ববিধিনা—ভানের নিজেদের বিধি অনুসারে; অভিসিদ্ধা—স্বয়ং করিয়ে; অহতেন—
নতুন; বাসসা—বস্ত্রের দ্বারা; আজ্জান্য—অস্বাভিষ্ট করে; ভূষণ—অলংকার;
আলপ—চন্দন সোপান করে; তক—ফুলের মালা; তিলক আভিষ্টি—হিন্দু
ইত্যাদির দ্বারা; উপকৃতম্—বিভূষিত করে; ভূক্তবস্ত্রম্—অহার করিয়ে; ধূপ—ধূপ;
দীপ—দীপ, মালা—মালা; লাজ—মই; কিসলয়-অম্বর—না পাত্র এবং অম্বর,
ফল—ফল, উপহার—অন্যান্য সামগ্রী, উপেতয়া—পূর্ণকরণ সজ্জিত; বৈশমস-
স্থা—বলি দেওয়ার জন্য পূর্ণকরণে আরোহণ করে; মহতা—উচ্চ; গীত-স্ততি—
সঙ্গীত এবং স্তুতি; মুদ্রা—মুদ্রা, পনব—শিলা; ঘোষণ—নির্বোধের দ্বারা; চ—
ও; পুরুষ-পণ্ডা—নরপণ্ডকে; ভক্তকাল্যাঃ—ভক্তকালী; পুরত—সম্মুখে;
উপবেশয়ামাসুঃ—বসিয়েছিল।

অনুবাদ

তারপর সেই সমস্ত নন্দাপ্রতিমাদের নরপণ্ড বলি দেওয়ার কল্পিত বিধি অনুসারে ৬৬ ভরতকে জান করিয়ে, নতুন বস্ত্র পরিয়ে, তাঁকে পণ্ডিত অলংকার, পঙ্কজতল, তিলক, চন্দন এবং মালা দ্বারা বিভূষিত করেছিল। তারা তাঁকে ভোজন করিয়ে কালীর সম্মুখে নিয়ে এসে ধূপ, দীপ, মালা, লাজ, নবপত্র, দুর্বার, ফল এবং ফুল দিয়ে কালীর পূজা করেছিল। এইভাবে নরপণ্ডকে বলি দেওয়ার পূর্বে তারা উচ্চ গীত, স্তুতি এবং মুদ্রা, পনব ইত্যাদির উচ্চ নির্বোধের সঙ্গে প্রতিমার পূজা করেছিল, এবং তারপর জড় ভরতকে প্রতিমার সামনে উপবেশন করিয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্ববিধিনা শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে সব কিছুই বিধি অনুসারে করা হয়, কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই সমস্ত নন্দাপ্রতিমাদের নরপণ্ড বলি দেওয়ার নরপণ্ড বিধি উদ্ভূত করেছিল। তামসিক শাস্ত্রে কালীর কাছে ছাপ অথবা মর্ঘ্য বলি দেওয়ার বিধান রয়েছে, কিন্তু তবু মানুষ বলি দেওয়ার কোন উল্লেখ নেই তা সে মর্ঘ্য হোক না কেন। এই প্রথাটি ভগবতের উদ্ভূত করেছিল; তাই এখানে স্ববিধিনা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি এখনও বৈদিক শাস্ত্রের অনুমোদন ব্যতীত বলা দেওয়া হচ্ছে। যেমন, মন্ত্রটি কলকাতায় একটি মাসের সেকেন্দর কালীর মন্দির ওলে প্রচার করা হচ্ছে। মনোবী মনুয়ের মূর্তির মতো এই লোকের মাস তিনে মনে করছে যে, সেই মাসে হচ্ছে কালীর প্রসাদ। শাস্ত্রে কালীর কাছে ছাপ ইত্যাদি পণ্ড বলি দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ কসাইখানার মাংস খেয়ে পণ্ড হত্যার পাপে ভাগগ্রস্ত না হয়। বলা দ্বারা স্বভাবিকভাবেই মৈত্রেয় এবং মাংস আহারের প্রকৃতি রয়েছে তাই শাস্ত্রে কোন কোন ক্ষেত্রে সেই জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সমস্ত ভয়না কার্য থেকে মানুষকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করা। বিশেষ বিধি-বিধানের মাধ্যমে মানুষকে সেই সমস্ত কার্যে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের মাংস আহার এবং মৈত্রেয়ের প্রকৃতি দ্বারা ধীরে সংশোধিত হয়।

শ্লোক ১৬

অথ বৃন্দরাজপতিঃ পুরুষপণ্ডারসৃগাসবেন দেবীং ভক্তকালীং
যজ্ঞমাণস্তদভিমুখিতমসিমিতিকরালনিশিতমুপাদদে ॥ ১৬ ॥

অর্থ—একজন: কৃষ্ণ-রাজ-পতি:—নৃসিংহের রথারোহিত মুখা পুরোহিত (কোন
একটি) (৩৫): পুরুষ-পাশে:—বলির জন্য আনিষ্ট নরপতি (একই মতবাদ): অসুখ-
আসনে—একজন: মনের খর:—দেবী:—দেবী:—অসুখ-পাশে:—
যজ্ঞামণ্ড:—দেবদত্ত কবীর বাসনা: ৩৬-অভিমুখিতম—একজন: মনে
কবে, যদি:—৩৭: অহি-করাল—অসুখ ভাষ্য: নিষিদ্ধ:—দেবী:
উপাদান—৩৮: কবীর:

अनुदान

তখন মসৃণের মধ্যে একজন প্রধান পুরোহিতের ভূমিকা অবলম্বনপূর্বক জড় ভরতকে নবপণ্ডিত্য মনে করে আদমরূপে পান করার জন্য কানীর কাছে তাঁর বন্ধা নিবেদন করার বাসনা'য় ভক্তকানীর মধ্যে পরিচীকৃত ভয়ঙ্কর উদ্ভবের একটি স্বপ্ন গ্রহণ করে, জড় ভরতকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল।

শ্লোক ১৭

ইতি তেষাং বৃহল্লোকাং ব্রহ্মসংপ্রকৃतीনাং ধনমন্ডবজ্ঞাংসিক্তমন্সাং
 ভগবৎকলবীরকুলং কদম্বীকৃতোৎপাথেন স্বৈরং বিহতাং হিংসবিহরাণাং
 কর্মাতিনকুলাং বদ্রম্ভূতসা সংগাদব্রহ্মস্মিতসা নির্বেরসা সর্বভূতসুহৃদাঃ
 সুনাম্যমপাননুমতমালম্বনা তদুপগতা ব্রহ্মতেজসাতিদুর্বিম্বাহন
 দক্ষ্যমানেন বপুসা সহস্রাঙ্কচাট সৈব দেবী ভদ্রকালী ॥ ১৭ ॥

[illegible]

৩৫—৩৬: উপলভ্য—দর্শন করে, ব্রজ-ভেজসা—ব্রজভেজের বঁসা, অতি-
দুর্বিষহ—গ্রন্থের রসে হওয়ার ফলে অসহ্য; সন্দেহানেন—৩৫: হারে, বপুসা—
নোহের জবা; সহসা—অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে সিঁদল করে; সা—তিনি, এবং—
বর্ত্তিকপক্ষে, দেবী—দেবী ভদ্রকালী—ব্রহ্মকালী।

अनुवांम

যে সমস্ত দাস্য-তত্ত্ববোরা তত্ত্বকালীর পুত্রের আয়োজন করেছিল, তাই সফল হই ছিল অত্যন্ত মীচ প্রকৃতির এবং রক্ত ও তমে/ওপের দ্বারা আচ্ছন্ন। তারা বহু ধনসম্পন্ন মাতার বাসনার উন্মত্ত হয়ে, বৈদিক বিধান লঙ্ঘন করে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত আত্ম-ওৎসবগ্ৰস্ত জড় ভরতকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল। এইপ্রকার মানুষেরা সর্বদাই হিংসাত্মক আচরণ প্রবৃত্ত থাকে, এবং তাই তারা জড় ভরতকে বলি দিতে চেষ্টা করার সাহস করেছিল। জড় ভরত ছিলেন সমস্ত জীবের পরম সুহৃৎ। তাঁর কোন শত্রু ছিল না, এবং তিনি সর্বদা ভগবানের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তিনি সং ব্রাহ্মণ পিতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং তিনি শত্রু হলেও অথবা আক্রমণকারী হলেও, তাঁকে হত্যা করা শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিষিদ্ধ। কোন অবস্থাতেই জড় ভরতকে হত্যা করার কোন কারণ ছিল না। তাই তত্ত্বকালী তা সহ্য করতে পারেননি। সেই সমস্ত পাণ্ডাচারী দস্যুরা পরম ভাগ্যবত জড় ভরতকে হত্যা করলে উদ্যত হয়েছে দেখে, দেবী তত্ত্বকালী সংস্কার প্রতিমা নির্মাণ করে স্বয়ং প্রকাশিতা হলেন। তাঁর শরীর প্রচণ্ড অসহ্য ভেজে ছলছিল।

डा. अ. अ. अ.

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, কেবল অত্রীতকে হত্যা করা যায়। হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ যদি থাকে, তাহলে অবশ্যই তার উপাচার্যের কাছে বধ করা যেতে পারে। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি গৃহে অর্জন করতে আসে অথবা স্ত্রীকে অপরিষ্কার করে বা ইত্যাদি করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসে, তাহলে একেও বধ করা যেতে পারে। তৎকালীন ঐতিহ্যমুখী স্বর্ণযুগে রাক্ষসকে সংহার করেছিলেন, কারণ প্রবল ঈর্ষ পুষ্ট মীতদানীদের অপছন্দ করেছিল। কিন্তু শাস্ত্র অন্য আর কোন উদ্দেশ্য হত্যা অনুমোদন করা হয়নি। যারা ভাগসংগ্রহী তাদের জন্য ভগবানের আশ্বস্তিত্ব দেওয়ার সময় পণ্ডিতগণ অনুমোদিত হয়েছে। এটি মাসে অষ্টাব্দি নিয়ন্ত্রণ করে অন্য অর্থের বৈদিক লিপি-বিধানের দ্বারা পঞ্চম নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই বিধানগুলি বিচার করলে দেখা যায় যে, প্রতি সমস্ত এবং নথির

ব্রাহ্মণ-কুলজাত জড় ভরতকে হত্যা করার কোনই কারণ ছিল না। তিনি ছিলেন ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা এবং সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী। বেদে অড় ভরতের মতো মহাপুরুষকে দস্যু-ভরতের হাতে হত্যা কোন অবস্থাতেই অনুমোদন করা হয়নি। তাই ভগবানের ভক্তকে রক্ষা করার জন্য দেবী ভদ্রকালী তাঁর প্রতিমা বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এসেছিলেন। শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, অড় ভরতের মতো ভক্তের ব্রহ্মাত্মজ্ঞের ফলে প্রতিমা বিদীর্ণ হয়েছিল। রক্ত ও তমোভোগে আচ্ছন্ন ধনমসে উন্মত্ত দস্যু-ভরতেরাই কেবল কালীর কাছে নয়বলি দেয়। বৈদিক শাস্ত্রে কোথাও তা অনুমোদিত হয়নি। বর্তমান সময়ে ধনমসে মত্ত গর্ভজ মনুষ্যেরা সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ কসাইখানা খুলেছে। ভাগবত-সম্প্রদায় কখনও এই প্রকার কার্যকলাপ অনুমোদন করেনি।

শ্লোক ১৮

ভূশমমর্ষরোষাবেশরভসবিলসিতলুকুটিব্ধিপকুটিলদষ্ট্রাক্ষণকণাটোপাতি-
ভয়ানকবদনা হস্তকামেবেদং মহাঔহাসমভিসংরস্ত্রেণ বিমুক্তস্তী তত
উৎপত্তা পাপীয়সাম্‌ দুষ্টানাং তেনৈবাসিনা বিবৃক্ণীক্ণাং গলাৎসবন্তম-
সৃগাসবমত্যাগং সহ গণেন নিপীয়াতিপানমদবিহুলোচ্চৈস্তরাং স্বপার্ষদৈঃ
সহ জাগৌ ননর্ত চ বিজহার চ শিরঃকন্দুকলীলয়া ॥ ১৮ ॥

ভূশম্—অত্যন্ত, অমর্ষ—অপরাধ সহনে অসহিষ্ণুতা; রোষ—ক্রোধে, আবেশ—
আবেশে, রক্তস-বিলসিত—কেঙ্গে সঞ্চালিত; লুকুটি—তাঁর কুঁড়; ব্ধিপ—শাখা;
কুটিল—বক্র; দষ্ট্র—বীত, অরুণ-ঈক্ণ—আরক্ত লোচন; আটোপ—বিষ্ণোভের
দ্বারা; অতি—অত্যন্ত, ভয়ানক—ভয়ঙ্কর; বদনা—খাঁর মুখমণ্ডল; হস্ত-কামা—
সংহার করার বাসনা; ইব—যেন; ইদম্—এই ব্রহ্মাণ্ড; মহা-ঔহাসম্—অত্যন্ত
ভয়ানক হাস্য; অতি—অত্যন্ত, সংরস্ত্রেণ—ক্রোধের ফলে; বিমুক্তস্তী—নির্গত হয়ে;
ততঃ—সেই বেনি থেকে; উৎপত্তা—বেরিয়ে এসে; পাপীয়সাম্—সমস্ত পাপীদের;
দুষ্টানাম্—মহা অপরাধীদের; তেন এব অসিনা—সেই খড়্গের দ্বারা; বিবৃক্ণ—
ছেদন করে; শীর্ষগম্—মস্তক; গলাৎ—গলা থেকে; সবন্তম্—নির্গত; অসৃক্-
আসবম্—রক্তাক্তপী মন্য; অতি-উচ্চম্—অতি উচ্চ; সহ—সঙ্গে; গণেন—তাঁর
সহচরদের; নিপীয়া—পান করে; অতিপান—অত্যধিক পান করার ফলে; মদ-
উন্মত্ত হয়ে; বিহুলা—বিহ্বল হয়ে; উচ্চৈঃ-স্তরাম্—অতি উচ্চ স্বরে; স্ব-পার্ষদৈঃ—

তাঁর পার্শ্বদেয়; সহ—সঙ্গে; জাগৌ—গান করেছিলেন; ননর্ত—নৃত্য করেছিলেন;
চ—ও; বিজহার—খেলা করেছিলেন; চ—ও; শিরঃ-কন্দুক—মস্তকগুলি কন্দুকের
মতো ব্যবহার করে; লীলয়া—খেলার ফলে।

অনুবাদ

সেই অপরাধ সহ্য করতে অসহিষ্ণু হয়ে, ক্রোধাবেশে ভদ্রকালীর লুকুটি বেগে
সঞ্চালিত হয়েছিল, তাঁর ভয়ঙ্কর কুটিল দাঁত বহির্গত হয়েছিল এবং তাঁর আরক্ত
লোচন বিমূর্ষিত হয়েছিল। এইভাবে তিনি তাঁর ভয়ঙ্কর রূপ প্রদর্শন করেছিলেন।
তিনি যেন সমগ্র জগৎ সংহার করার জন্য সেই প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করেছিলেন।
বেগি থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে যে খড়্গের দ্বারা সেই দস্যুরা জড় ভরতকে
হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, সেই খড়্গের দ্বারাই তিনি সেই সমস্ত দস্যু এবং
ভদ্রদের মস্তক ছেদন করতে লাগলেন। তারপর তাদের গলাদেশ থেকে রক্তাক্ত
যে অতি উচ্চ মদ নির্গত হতে লাগল, তিনি ডাকিনী, যোগিনী ইত্যাদি তাঁর
সহচরদের সঙ্গে তা পান করতে লাগলেন। অত্যধিক রক্তপানে উন্মত্ত হয়ে দেবী
তখন তাঁর পার্শ্বদেয় সঙ্গে উচ্চস্বরে গান এবং নৃত্য করতে শুরু করলেন এবং
সেই সমস্ত দস্যুদের ছিন্ন মস্তকগুলি নিয়ে কন্দুক-লীলা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, কালী মোটেই তাঁর ভক্তদের অনুগ্রহ
করেন না। কালীর কাজ হচ্ছে অসুরদের সংহার করা এবং বণ্ডন করা। দেবী
কালী অসুর, ডাকাত আদি সমাজের অব্যাহিত ব্যক্তিদের সংহার করেন। কৃষ্ণভক্তির
অকল্যাণ করে, মূর্খ মনুষ্যেরা নানা প্রকার জঘন্য বস্তু নিবেদন করার মাধ্যমে দেবীর
সন্তুষ্টি বিধান করার চেষ্টা করে, কিন্তু চরমে সেই পূজায় যখন একটু ত্রুটি হয়,
তখন দেবী সেই পূজকদের প্রাণনাশ করে বণ্ডন করেন। আনুষ্ঠানিক প্রকৃতির
মনুষ্যেরা কিছু জাতিগত লাভের জন্য কালীর পূজা করে, কিন্তু তাদের সেই পূজার
নামে তারা যে পাপ করে, তা থেকে তারা অব্যাহতি পায় না। প্রতিমার সম্মুখে
মানুষ অথবা পশু বলি দেওয়া বিশেষভাবে নিষিদ্ধ।

শ্লোক ১৯

এবমেব খলু মহদভিচারাতিক্রমঃ কার্ণশ্চেনান্যন্যে ফলতি ॥ ১৯ ॥
এবম্—এইভাবে; খলু—বলতপক্ষে; মহৎ—মহাপুরুষকে; অভিচার—হিংসাক্রম;

অতিক্রমঃ—অপরাধের সীমা; কার্যভ্যন—সর্বদা; আত্মনে—নিজের প্রতি; ফলতি—ফল প্রদান করে।

অনুবাদ

মহাপুরুষের প্রতি হিংসারূপ অপরাধের ফলে, অনিষ্টকারীকে উপরোক্তভাবে সর্বদা মণ্ডভোগ করতে হয়।

শ্লোক ২০

ন বা এতবিষ্মদন্ত মহদভুতং যদসম্রমঃ শিরশ্ছেদন আপতিতেহপি
বিমুক্তদেহাদ্যাদ্ভাবসুদৃঢ়হৃদয়গ্রহীনাং সর্বসত্ত্বসুহৃদাঙ্ঘ্রীনাং নির্বৈরাগাং
সাক্ষাঙ্গাবতানিমিষারিবরাযুধেনাপ্রমত্তেন তৈত্তৈর্ভাবৈঃ পরিরক্ষ্যমাণানাং
তৎপাদমূলমকুতশিচ্ছয়মুপসৃতানাং ভাগবতপরমহংসানাম্ ॥ ২০ ॥

ন—না; বা—অথবা; এতৎ—এই; বিষ্মদন্ত—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত হে মহারাজ
পরীক্ষিত; মহৎ—অত্যন্ত; অকুতম্—আশ্চর্যজনক; যৎ—যা; অসম্রমঃ—অক্লান্ত,
অ-শিরঃ-ছেদনে—ঐর মন্তক ছেদনের সময়ও; আপতিতে—যখন ঘটতে যাচ্ছিল;
অপি—যদিও; বিমুক্ত—সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; দেহাদি-আদ্ভাব—দেহাদিগুচ্ছি, সুদৃঢ়—
অত্যন্ত দৃঢ়; হৃদয়-গ্রহীণাম্—হৃদয় গ্রহীণ; সর্বসত্ত্ব-সুহৃদাঙ্ঘ্রীনাং—যাঁদের হৃদয়
সর্বদা অম্মা সমস্ত জীবনের মঙ্গল কামনা করে; নির্বৈরাগাম্—যাঁদের কোন শত্রু
নেই; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; ভাগবতা—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; অনিমিষ—পরম
কাল; অরিবর—শেষে অন্য সুদর্শন চক্র; আযুধেন—যিনি অস্ত্রাদি ধারণ করেন, ঐর
দ্বারা; অপ্রমত্তেন—কখনও বিচলিত না হয়ে; তৈঃ তৈঃ—সেই সেই; ভাবৈঃ—
ভগবানের ভাব; পরিরক্ষ্যমাণানাম্—যাঁরা রক্ষিত; তৎপাদ-মূলম্—ভগবানের
শ্রীপাদপদ্মে; অকুতশিচ্ছৎ—কোথা থেকেও নয়; ভয়ম্—ভয়; উপসৃতানাম্—যাঁরা
সর্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; ভাগবত—ভগবদ্ভক্তদের; পরমহংসানাম্—
সর্বতোভাবে মুক্ত পুরুষদের।

অনুবাদ

ওকদেব গোদামী ভবন মহারাজ পরীক্ষিতকে বললেন—হে বিষ্মদন্ত, যারা জানেন
যে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন, যারা হৃদয়গ্রহী থেকে মুক্ত, যারা সর্বদা সমস্ত জীবের
মঙ্গল সাধনে রত এবং যারা কখনও কারোর অনিষ্ট চিন্তা করেন না, তাঁরা সর্বদাই

সুদর্শন চক্রধারী পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা রক্ষিত হন। মহাকালরূপে তিনি
অসুরদের সংহার করেন এবং ভক্তদের রক্ষা করেন। ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের
শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই সর্ব অবস্থাতেই, এমনকি শিরশ্ছেদন
কাল উপস্থিত হলেও, তাঁরা অবিচলিত থাকেন। তাঁদের পক্ষে তা মোটেই
আশ্চর্যজনক নয়।

তাৎপর্য

এগুলি ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কয়েকটি মহৎ গুণ। প্রথমত, ভক্ত তাঁর চিন্ময়
রূপে সহজে পূর্ণরূপে অবগত। তিনি কখনও তাঁর দেহকে তাঁর স্বরূপ বলে
মনে করেন না; তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন। তার
ফলে তিনি কোন অবস্থাতেই ভীত হন না। তাঁর জীবন বিপন্ন হলেও তিনি ভীত
হন না। তিনি শত্রুকেও শত্রু বলে মনে করেন না। এগুলি হচ্ছে ভক্তের গুণাবলী।
ভক্তেরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের উপর পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, এবং ভগবান সর্বদা
তাঁদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'অড় ভরতের পরম মহৎ চরিত্র' নামক
নবম অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।

দশম অধ্যায়

জড় ভারতের সঙ্গে মহারাজ রহুগণের সাক্ষাৎ

এই অধ্যায়ে ভারত মহারাজ অর্থাৎ জড় ভারতকে সিদ্ধ এবং সৌবীরের রাজা মহারাজ রহুগণ কিভাবে সাফল্যের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলেন তা বর্ণিত হয়েছে। রাজা রহুগণ জড় ভারতকে তাঁর শিবিকা বহন করতে বাধ্য করেছিলেন, এবং যথাযথভাবে বহন না করার ফলে তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন। মহারাজ রহুগণের শিবিকা বহন করার জন্য একজন বাহকের দরকার হয়েছিল। তখন তাঁর প্রধান শিবিকা-বাহক দৈবক্রমে সেখানে উপস্থিত জড় ভারতকেই সেই কার্যের উপযুক্ত বলে মনে করে, বলপূর্বক তাঁকে শিবিকা বহন করতে বাধ্য করেছিল। অভিমান-শূন্য জড় ভারতও তার সেই গর্বোদ্ধত আদেশের কোন প্রতিবাদ না করে, শিবিকা বহন করেছিলেন। কিন্তু শিবিকা বহন করার সময়, পাছে তাঁর পায়ের তলায় কোন পিপড়ের মৃত্যু হয়, এই ভয়ে তিনি অতি সাবধানে পা ফেলছিলেন। তার ফলে অন্য বাহকদের সঙ্গে তাঁর গতি না মেলায়, শিবিকা অস্থানালিত হতে থাকে। শিবিকারোহী রাজা তার ফলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে, কটুবাক্যে জড় ভারতকে তিরস্কার করেন। কিন্তু জড় ভারত সেহাঙ্গবুদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার ফলে, কোন প্রতিবাদ না করে শিবিকা বহন করতে থাকেন। তিনি পূর্বের মতোই চলতে থাকলে, রাজা তাঁকে দণ্ড দেওয়ার ভয় দেখান। তখন জড় ভারত কথা বলতে শুরু করেন। তিনি রাজার কটুবাক্যের প্রতিবাদ করে গভীর তত্ত্ব কথা শোনান। রাজার তখন চৈতন্যের উদয় হয় এবং তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি একজন মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে অপরাধ করেছেন। তিনি অত্যন্ত দীনতাবোধে এবং শ্রদ্ধা সহবোধে জড় ভারতের ক্ষতি করেন। এখন তিনি জড় ভারতের দার্শনিক বাণীর নিগূঢ় অর্থ জানতে চান, এবং ঐকান্তিকতা সহকারে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, মহাভাগবতের চরণে অপরাধ হলে শিবের ত্রিশূলের আঘাতে তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১

শ্রীশক উবাচ

অথ সিদ্ধসৌবীরপতে বহুগণসা ব্রজত ইক্ষুমত্যাশ্রিতে তৎকুলপতিনা
শিবিকাং বহুপুরুষায়েষণসময়ে দৈবেনোপসাদিতঃ স দ্বিজবর উপলঙ্ঘ্য এব
দীবা যুবা সংহননাক্ষো গোবরবন্ধুরং বোমলমিতি পূর্ববিস্তিগৃহীতৈঃ সহ
গৃহীতঃ প্রসভমতদর্হ উবাচ শিবিকাং স মহানুভাবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশক উবাচ—শ্রীশকদেব গোখামী বললেন—অথ এইভাবে, সিদ্ধ-সৌবীর-
পতে—সিদ্ধ ও সৌবীরের রাজ্য, বহুগণস—বহুগণ নামক রাজারা ব্রজত—
ব্রজের দুইটি অংশ(২) ১ ও ২-এ সমন্বিত, ইক্ষুমত্যা—জড়—ইক্ষুমতী নদীর তীরে,
তৎকুলপতিনা—শিবিকা বাহকের নেতারা, শিবিকাং—শিবিকা, বহুপুরুষ-
বহুপুরুষ জনা, পুরুষ-অয়েষণ সময়ে—পুরুষের অয়েষণ করার সময়ে, দৈবেন-
দৈবেনোপসাদিতঃ—দৈবেনের দ্বারা উপসাদিত হইল, স—সে, দ্বিজবর—ব্রজবর্ষের
ভরতকে উপলঙ্ঘ্য—জড় হইল, এবা—এই বসি, দীবা—যাত্রার বসি, যুবা—
যুবক, সংহননাক্ষো—সংগঠিত হইল, গোবরবন্ধু—গোবর নামক রাজার
পুত্র—জড়, বোমল—বোমল, অমল—অমল, ইতি—এইভাবে, পূর্ববিস্তি-
গৃহীতৈঃ—পূর্বে হইবার বলপূর্বক কার্যে নিযুক্ত কর হইল, সহ—সহঃ
গৃহীতঃ—একত্রে করি, প্রসভম—সম্মেলন, তদর্হ—অর্থাৎ—শিবিকা বহনে
২৫৫: নদেও, উবাচ—বহন করেছিল, শিবিকাম্—শিবিকা, স—সে,
মহানুভাবঃ—মহাপুরুষ

অনুবাদ

শ্রীশকদেব গোখামী বললেন—যে রাজ্য, তারপর, সিদ্ধ-সৌবীরের রাজ্য বহুগণ
যখন কপিলপ্রমে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর প্রধান শিবিকা বাহক ইক্ষুমতী নদীর তীরে
উপস্থিত হয়ে, আর একজন শিবিকা বাহকের অয়েষণ করতে করতে দৈবেন
জড় ভরতকে সেখানে পেয়েছিল। সে জড় ভরতকে যুবক, বসি, দুই অঙ্গ
সমষ্টি দেখে, তাঁকে গুরু এবং পাখার মতো তার বহনে সমর্থ বলে বিবেচনা
করেছিল। যহন জড় ভরত যদিও এই প্রকার কার্যের উপযুক্ত ছিলেন না,
তবু তারা কোন রকম দ্বিধা না করে, তাঁকে বলপূর্বক শিবিকা বহনের কার্যে
নিযুক্ত করেছিল।

শ্লোক ২

যদা হি দ্বিজবরসোমুমাত্রাবলোকানুগতেন সমাহিতা পুরুষগতিস্তদা
বিষমগতাং স্বশিবিকাং বহুগণ উপধায় পুরুষানধিবহত আহ হে বোভারঃ
সাক্ষতিক্রমত কিমিতি বিষমমুহাতে যানমিতি ॥ ২ ॥

যদা—যখন, হি—নিশ্চিতভাবে, দ্বিজবরসা—জড় ভরতের, ইক্ষুমতী—নদীর তীরে
(২৫৫) স্থান, অবলোকানুগতেন—নির্দিষ্ট করে তারপর পরিলক্ষণ করেছিলেন,
ন সমাহিতা—অসমান হওয়া, পুরুষগতিঃ—বাহকের গতি, তদা—তখন, বিষম-
গতাম্—অসমান হওয়া, স্ব-শিবিকাম্—স্ব-শিবিকার, বহুগণা—বহুগণের বহুগণ,
উপধায়—যথেষ্ট পুরুষ, পুরুষান—পুরুষদের, অধিবহত—বহন করত,
আহ—বলেছিলেন, হে—ওহে, বোভারঃ—শিবিকা বাহকদের, সাক্ষ-
তিক্রমত—এমনভাবে, উভাং—উভাং শিবিকা অংশগুলি না হইল, কিমিতি—কি
এভাবে, বিষমম্—অসমান, উহাতে—বহন করে, যানম্—শিবিকা, ইতি—
এইভাবে

অনুবাদ

জড় ভরত তার অস্থির মনোভাবের জন্য শিবিকা চিত্তভাবে বহন করছিলেন না।
তিনি তাঁর সম্মুখে এক গজ পরিমিত স্থান নির্ধারণ করে ভাবপন পরিকল্পনা
করছিলেন, যাতে তাঁর পায়ে চাপে কোন পিঙ্গলিকাও পড়া না হয়। কিন্তু
তার ফলে অন্য বাহকদের সঙ্গে তাঁর পা না মেলায় শিবিকা আন্দোলিত হচ্ছিল
এবং রাজা বহুগণ এখন বাহকদের চিত্তাঙ্গা করছিলেন, “তোমরা কেন
অসমানভাবে শিবিকা বহন করছ? ভালভাবে তা বহন করা।”

ভাষ্য

জড় ভরতের মন ও জেদ করে শিবিকা বহন করতে বাধ্য করা হইল, তবুও
তিনি পাখার নির্দেশকামের প্রতি তাঁর মহানুভূতি এবং সন্তোষ দেখা দিলেন।
একজনকে পরিচালিত হইতে হইলেও তাঁর ভক্তি এবং অনুকূল ব্যবহার করা ফলে যার
না জড় ভরত ছিলেন একজন মহাজানী প্রাজ্ঞ, তবু তাঁকে শিবিকা বহন করতে
বাধ্য করা হইল। সেই জন্য তিনি কিছু মনে করেননি, কিন্তু পাখার সম্মুখে
একটি নির্দেশিকাও পাইতে হইল না কারণ তাঁরা তাঁর নিযুক্ত হইল। বৈষ্ণব
২৫৫: আসার প্রতি স্বর্গপারায়ণ হন না অথবা অন্যথা চিন্তিত কার্য করেন

না পথে বহু নির্বোধিতা ছিল, কিন্তু ছাড় ভরত তাঁর সম্মুখে এক গুরু পরিমিত
তম নির্বোধ করে, তারপর নির্বোধিতার প্রতি পক্ষপাত করছিলেন। বৈষ্ণব
দৃষ্টিতে এটা সমস্ত জীবনের প্রতি অবশ্য বৃথা। এখানে বলছিলেন মায়াবশত
নিঃস্বপন করার সময় বলেছেন, সুখঃ সর্বকল্যাণম্। তাঁর বিভিন্ন ভাবের সেই
ব্যাখ্যা করে, তারা বৈষ্ণব নয় তারা বৈষ্ণব মনুষ্যদেরই তাদের মনুষ্যত্বের পাত্র
লে মনে করে, কিন্তু জীবন বলেছেন যে তিনি সমস্ত জীবন পক্ষপাত
এই বৈষ্ণব কোম প্রণীকেই অসম্মত অসম্মত কার্যকর কিন্তু হতে পারেন না। প্রতিটি
জীবকেই কোম বিশেষ ভূত শরীরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আবদ্ধ করে, কোন বিশেষ
উদ্দেশ্যে মাঝে করেই হয়। এটা আর একটি শরীর ধারণ করে। পূর্বে এতে
সেই শরীরের নির্দিষ্ট মানু পূর্ণ করতে হয়। কোন প্রণীকে এটা বলা হয়।
সেই বিশেষ শরীরে তার বসতি। এতদূর পূর্ণ করার পরে প্রতিবর্তনের দৃষ্টি করে
হয়। উক্ত নিত্যের ইতিবৃত্তি মনুষ্যের জন্য উদ্দেশ্যে কোন প্রণীকে হতে পারে
উচিত নয়, কারণ তার ক্ষেত্রে পক্ষপাতের লক্ষণে পরিণত পড়তে হয়।

শ্লোক ৩

অথ ত ইন্দ্রবচঃ সোপালভ্রমুপাকর্ণোপায়তুরীয়শ্চকিতমনসস্তঃ
বিজ্ঞাপয়াদ্ভবুঃ ॥ ৩ ॥

এদ—এইভাবে, তে—এর (নির্বোধ বহুতর), ইন্দ্রবচঃ—রাজা রত্নবশের কাছে
এনে, সউপালভ্রমু—ভ্রমর, উপাকর্ণী—শ্রবণ করে, উপায়—উপায়, তুরীয়—
চতুর্থ বাঁও থেকে, শকিতমনসঃ—চীৎ চীৎ, তমু—এঁকে (যেভাবে), বিজ্ঞাপয়াম
বচনঃ—বিশেষ করেছিল।

অনুবাদ

নির্বোধবাহকের রাজার তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করে, মগ্ধ হয়ে তীত হয়ে এইভাবে
রাজার কাছে নিকেনন করেছিল।

তাৎপর্য

প্রাচীনতম শাস্ত্র অনুসারে রাজা একমুখ মন বাক্যের দ্বারা, কখনও পুরস্কার দেন
কখনও তিরস্কার করে এবং কখনও মগ্ধ নিয়ে তাঁর প্রজাদের শাসন করেন।
নির্বোধ বহুতরকে বুঝতে পেরেছিল যে, রাজা হুমু হযেছেন এবং তিনি তাঁদের
মগ্ধ দেখেন।

শ্লোক ৪

ন বহঃ নরদেব প্রমত্তা ভবদ্রিয়মানুপথাঃ সাংসেব বহামঃ ।
অসমধুনৈব নিযুক্তোহপি ন ভ্রুতং ব্রজতি নামেন সহ বোচুমু ই বয়ং
পারাম ইতি ॥ ৪ ॥

ন—না, বহঃ—আমরা, নরদেব—হে নরদেব, প্রমত্তা—প্রমত্ত, ভবদ্রিয়মানুপথাঃ—
ভবদ্রিয়মানুপথাঃ, সাংসেব—সংসেব, বহামঃ—বহামঃ, অসমধুনৈব—অসমধুনৈব,
নিযুক্তোহপি—নিযুক্তোহপি, ন—না, ভ্রুতং—ভ্রুতং, ব্রজতি—ব্রজতি, নামেন—নামেন,
সহ—সহ, বোচুমু—বোচুমু, ই—ই, বয়ং—বয়ং, পারাম—পারাম, ইতি—
ইতি।

অনুবাদ

হে রাজা, আমরা আমাদের কর্ম সম্পন্ন করেছি অথচলা করছি না। আপনার
আমরা অনুসারে আমরা দুর্ভাগ্যবোধে শিবিকা বহন করছি। কিন্তু, সম্প্রতি যে ব্যক্তি
নিযুক্ত হয়ে সে ভ্রুত চমকে পারছে না বলে, আমরা তার সঙ্গে শিবিকা বহন
করতে পারছি না।

তাৎপর্য

এটা শিবিকা-বাহকেরা ছিল পূর্বে, কিন্তু ছড় ভবভূত দেখেন, এতজন উচ্চ বৃত্তোদ
প্রমত্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন মহাভগবত। শূদ্রেরা অন্য জীবনের
প্রতি মহানুভূতিশীল নয়, কিন্তু বৈষ্ণব শূদ্রের মতো আচরণ করতে পারেন না।
যখনই শূদ্র বৈষ্ণব প্রমত্তবোধের সম্মুখ হয়, এটা অংশই বৈষ্ণব-কর্ম সম্পাদন।
বৈষ্ণব দেখা দেবে। শূদ্রেরা যদিও নির্বোধিতার কথা চিন্তা না করে শিবিকা
বহন করেছিল, কিন্তু ছড় ভবভূত শূদ্রের মতো আচরণ করতে পারেননি, এবং তাই
অসুবিধার দৃষ্টি হচ্ছিল।

শ্লোক ৫

সাংসর্গিকো দেযঃ এব নুনমেকস্মাপি সর্বেষাং সাংসর্গিকাণাং ভবিষ্য-
ইতীতি নিশ্চিতা নিশমা কৃপণবচো রাজা রত্নগণ উপাসিতবুদ্ধোহপি

নিসর্গেণ বলাৎকৃত ঈষদুখিতমন্যুরবিস্পষ্টব্রহ্মতেজসং জাতবেদসমিব
রজসাবৃতমতিরাহ ॥ ৫ ॥

সাংসর্গিকঃ—ঘনিষ্ঠ সংসর্গের ফলে; দোষঃ—দোষ; এব—বস্তুতপক্ষে; নুনম্—
নিশ্চিত ভাবে; একসা—একের; অপি—যদিও; সর্বেষাম্—অন্যদের;
সাংসর্গিকানাম্—তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের; ভবিষ্যৎ—হওয়া; অহতি—সক্ষম;
ইতি—এইভাবে; নিশ্চিত্য—স্থির করে; নিশম্য—শ্রবণ করে; কৃপণ-বচঃ—দণ্ড-ভয়ে
ভীত দীন সেবকদের বাণী; রাজা—রাজা; রহুগণঃ—রহুগণ; উপাসিত-বৃদ্ধঃ—বহু
মহাপুরুষদের উপদেশ শ্রবণ করে এবং তাঁদের সেবা করে; অপি—সদ্ব্যপ্ত;
নিসর্গেণ—তার করিয়োগ্রহিত স্বভাববশত; বলাৎ—বলপূর্বক; কৃতঃ—কৃত; ঈষৎ—
অল্প; উখিত—জাগরিত; মনুষ্যঃ—ক্লেদ; অবিস্পষ্ট—অস্পষ্ট; ব্রহ্ম-তেজসম্—জড়
ভরতের ব্রহ্মতেজ; জাত-বেদসম্—বৈদিক অনুষ্ঠানে ভগ্নাচ্ছাদিত অগ্নি; ইব—সদৃশ;
রজসাবৃত—রজোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত; মতিঃ—যীর বুদ্ধি; আহ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

দণ্ডভয়ে ভীত বাহকদের কথা শুনে রাজা রহুগণ বুঝতে পারলেন যে, কেবল
একজনের দোষের ফলে শিবিকা যথার্থভাবে বাহিত হচ্ছে না। সে-কথা খুব
ভালভাবে বুঝতে পেরে এবং তাদের আবেদন শুনে, তাঁর ঈষৎ ক্রোধের উদ্রেক
হয়েছিল। যদিও তিনি ছিলেন রাজনীতি শাস্ত্রে পারদর্শী এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ,
তবু তাঁর রাজ-স্বভাববশত তাঁর চিত্তে ক্রোধের উদয় হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে রাজা
রহুগণের চিত্ত রজোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, তাই তিনি ভগ্নাচ্ছাদিত অগ্নির
মতো প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মতেজসম্পন্ন জড় ভরতকে বললেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাজা যদিও
অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং রাজনীতি শাস্ত্রে ও রাজকার্য পরিচালনায় অত্যন্ত অভিজ্ঞ
ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায়, স্বল্প বিচলিত হওয়ার
ফলেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু জড় ভরত নিজেকে মুক ও বহিরূপে প্রদর্শন
করার দরুন সমস্ত অন্যায় সহ্য করেছিলেন, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির বলে তিনি
নীরব ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ব্রহ্মতেজ তাঁর শরীরে অস্পষ্টরূপে
প্রতীয়মান ছিল।

শ্লোক ৬

অহো কষ্টং জাতব্যাক্তমুরু পরিশ্রান্তো দীর্ঘমধ্বানমেব এব উহিবান্
সুচিরং নাতিপীবা ন সংহননাদো জরসা চোপদ্রুতো ভবান্ সখে নো
এবাপন্ন এতে সম্ভট্টিন ইতি বহু বিপ্রলঙ্কোহপ্যবিদ্যায়া রচিতদ্রব্যগুণ-
কর্মাশয়স্বচরমকলেবরেহবস্তুনি সংস্থানবিশেষেহং মমেতনধ্যারোপিত-
মিথ্যাপ্রত্যয়ো ব্রহ্মভূতত্বক্ষীং শিবিকাং পূর্ববদুবাহ ॥ ৬ ॥

অহো—হায়; কষ্টম্—কষ্ট কষ্টদায়ক; জাতঃ—হে জাত; ব্যক্তম্—স্পষ্টভাবে;
উরু—অত্যন্ত; পরিশ্রান্তঃ—পরিশ্রান্ত হয়ে; দীর্ঘম্—দীর্ঘ; অধ্বানম্—পথ;
একঃ—একলা; এব—নিশ্চিতভাবে; উহিবান্—তুমি বহন করছে; সুচিরম্—দীর্ঘকাল;
ন—না; অতিপীবা—অত্যন্ত বলবান; ন—না; সংহনন-অঙ্গঃ—সুগঠিত শরীর;
জরসা—বার্ধক্যের দ্বারা; চ—ও; উপদ্রুতঃ—অক্রান্ত; ভবান্—তুমি; সখে—হে বন্ধু;
ন এব—নিশ্চিতভাবে নয়; অপরে—অন্য; এতে—এই সমস্ত; সম্ভট্টিনঃ—
সহকারীরা; ইতি—এইভাবে; বহু—অত্যন্ত; বিপ্রলঙ্কাঃ—বক্রোক্তির দ্বারা তিরস্কৃত
হয়ে; অপি—যদিও; অবিদ্যায়া—অজ্ঞানের দ্বারা; রচিত—সৃষ্ট; দ্রব্য-গুণ-কর্ম-
আশয়—জড় উপাদান, জড় গুণ এবং পূর্বকৃত কর্ম ও বাসনার সমন্বয়ে; স্বচরম-
কলেবরে—সূক্ষ্ম (মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার) উপাদানের দ্বারা চালিত শরীরে;
অবস্তুনি—এই প্রকার জড় বস্তুতে; সংস্থান-বিশেষে—বিশেষ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন; অহম্
মম—আমি এবং আমার; ইতি—এইভাবে; অনধ্যারোপিত—আরোপিত নয়;
মিথ্যা—মিথ্যা; প্রত্যয়ঃ—বিশ্বাস; ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মভূত স্তরে আত্ম-তত্ত্ববেত্তা;
ত্বক্ষীম্—নীরব থেকে; শিবিকাম্—শিবিকা; পূর্ববৎ—পূর্বের মতো; উবাহ—বহন
করেছিলেন।

অনুবাদ

রাজা রহুগণ জড় ভরতকে বলেছিলেন—আহা কী কষ্ট। ওহে ভাই, তুমি নিশ্চয়ই
একাকী অনেকক্ষণ ধরে অনেক পথ এই শিবিকা বহন করে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছ।
আর তা ছাড়া তোমার বার্ধক্যবশত তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছ। হে সখে,
তোমার শরীর তো দুটো নয়, এবং তুমিও তেমন বলবান নও। তোমার
সঙ্গে বাহকেরা কি তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করছে না?

এইভাবে রাজা বক্রোক্তির দ্বারা জড় ভরতকে তিরস্কার করলেও জড় ভরত
অভিমানশূন্যই ছিলেন। তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করার ফলে অবগত

ছিলেন যে, তিনি তাঁর দেহ নন। তিনি স্থূল অথবা কৃশ ছিলেন না, পঞ্চমহাভূত এবং তিন সূক্ষ্ম উপাদানের সমন্বয়ে রচিত জড় পিণ্ডটির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। হস্ত, পদ সমন্বিত জড় দেহটির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। অর্থাৎ, তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর চিন্ময় স্বরূপ (অহং ব্রহ্মাস্মি) উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি রাজার পরিহাসপূর্ণ তিরস্কারে বিচলিত হননি। নীরবে তিনি পূর্বের মতোই শিবিকা বহন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

জড় ভরত ছিলেন সম্পূর্ণরূপে মূর্ত। দস্যুরা যখন তাঁকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল, তখনও তিনি নিশ্চিতভাবে তাঁর দেহাববুদ্ধির অতীত ছিলেন। তাঁকে যদি হত্যাও করা হত, তাহলেও তিনি বিচলিত হতেন না, কারণ তিনি ভগবদগীতার (২/২০) বাণী—ন হন্যাতে হন্যামানে শরীরে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর দেহকে হত্যা করা হলেও তাঁকে হত্যা করা যাবে না। যদিও তিনি কোন প্রতিবাদ করেননি, তবুও ভগবান এবং তাঁর প্রতিনিধি দস্যুদের এই অন্যায় আচরণ সহ্য করতে পারেননি; তাই ভগবানের কৃপায় তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন এবং দস্যুরা নিহত হয়েছিল। এইভাবে, শিবিকা বহন করার সময়ও, তিনি জানতেন যে, তিনি তাঁর শরীর নন। এই শরীরটি শিবিকা বহনের জন্য পূর্ণরূপে সক্ষম ছিল, কারণ তা বলবান এবং সুগঠিত ছিল। দেহাববুদ্ধি থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে, রাজার ব্যঙ্গোক্তি তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। দেহ রচিত হয় জীবের কর্ম অনুসারে, এবং বিশেষ ধরনের দেহের বিকাশ সাধনের জন্য জড়া প্রকৃতি উপাদানগুলি সরবরাহ করে। যে দেহিক গঠন আত্মকে আবৃত করে, আত্ম তা থেকে ভিন্ন; তাই শরীরের প্রতি কোন উপকার অথবা অপকার করা হলেও তা আত্মকে প্রভাবিত করে না। বৈদিক উপদেশ হচ্ছে—অসদোহায়ং পুরুষঃ—আত্মা কখনও জড়া প্রকৃতির আয়োজনের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

শ্লোক ৭

অথ পুনঃ স্বশিবিকায়াম্ বিষমগতায়াম্ প্রকৃপিত উবাচ রহুগণঃ কিমিদমরে
দ্বং জীবন্মতো মাং কদর্শীকৃত্য ভর্তৃশাসনমতিচরসি প্রমত্তস্য চ তে
করোমি চিকিৎসাম্ দণ্ডপাণিবি জনতায়াম্ যথা প্রকৃতিং স্বাং ভজিষ্যস
ইতি ॥ ৭ ॥

অথ—তারপর; পুনঃ—পুনরায়; স্ব-শিবিকায়াম্—তাঁর শিবিকায়; বিষম-গতায়াম্—জড় ভরত ঠিকমত না চলার ফলে আন্দোলিত হওয়ায়; প্রকৃপিতঃ—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; উবাচ—বলেছিলেন; রহুগণঃ—রাজা রহুগণ; কিম্ ইদম্—একি হচ্ছে; অরে—হে মূর্খ; অম্—তুই; জীবৎ—জীবিত; মৃতঃ—মৃত; মাম্—আমাকে; কদর্শী-কৃত্য—অবহেলা করে; ভর্তৃ-শাসনম্—প্রভুর আদেশ; অতিচরসি—লঙ্ঘন করছিস; প্রমত্তস্য—পাগলের; চ—ও; তে—তোরে; করোমি—আমি করব; চিকিৎসাম্—উপযুক্ত ব্যবস্থা; দণ্ডপাণিঃ ইব—যমরাজের মতো; জনতায়াম্—জনসাধারণের; যথা—যাতে; প্রকৃতিম্—স্বাভাবিক স্থিতি; স্বাম্—তোরে নিজে; ভজিষ্যসে—তুই গ্রহণ করবি; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

তারপর রাজা যখন দেখলেন যে, শিবিকা পুনরায় আন্দোলিত হচ্ছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হয়ে বললেন—ওরে দুষ্ট, তুই কি করছিস? তুই কি জীবিত অবস্থায়ও মৃত নাকি? তুই জানিস না যে আমি তোরে প্রভু? তুই আমার আদেশ অবজ্ঞা করছিস। তোরে এই অবজ্ঞার ফলে, আমি তোকে যমরাজের মতো দণ্ড দেব। আমি তোরে উপযুক্ত শাস্তি বিধান করব, যাতে তুই প্রকৃতিস্থ হোস।

শ্লোক ৮

এবং বহুবদ্ধমপি ভাষমাণং নরদেবাভিমানং রজসাম্ তমসানুবিন্ধেন মদেন
তিরস্কৃত্যশেষভগবৎপ্রিয়নিকেতং পণ্ডিতমানিনং স ভগবান্ ব্রাহ্মণো
ব্রহ্মভূতঃ সর্বভূতসুহৃদায়া যোগেশ্বরচর্য্যায়ান্ নাতিব্যুৎপন্নমতিং স্মর্যমান
ইব বিগতশ্ময় ইদমাং ॥ ৮ ॥

এবম্—এইভাবে; বহু—বহু; অবদ্ধম্—অবধীন; অপি—যদিও; ভাষমাণম্—কথা বলে; নর-দেব-অভিমানম্—রাজা রহুগণ, যিনি নিজেই একজন রাজা বলে মনে করেছিলেন; রজসাম্—রজোগুণের দ্বারা; তমসাম্—তমোগুণের দ্বারা; অনুবিন্ধেন—বর্ধিত হয়ে; মদেন—মদভরে; তিরস্কৃত—তিরস্কার করেছিলেন; অশেষ—অসংখ্য; ভগবৎপ্রিয়-নিকেতম্—ভগবানের ভক্ত; পণ্ডিত-মানিনম্—নিজেই একজন মস্ত বড় পণ্ডিত বলে মনে করে; সঃ—সেই; ভগবান্—অত্যন্ত শক্তিমান (জড় ভরত); ব্রাহ্মণঃ—পরম যোগ্য ব্রাহ্মণ; ব্রহ্মভূতঃ—পূর্ণরূপে আত্ম-তত্ত্ববেত্তা; সর্বভূত-সুহৃৎ—

আত্মা—সমস্ত জীবের সুস্থ; যোগেশ্বর—সমস্ত উন্নত যোগীদের মধ্যে; চর্যাম্—
আচরণ; ন অতি-ব্যাৎপন্ন-মতিম্—অনভিজ্ঞ রাজা রত্নগণকে; স্বয়মানঃ—স্বয়ং হাস্য
সহকারে; ইব—সদৃশ; বিগত-স্বয়ঃ—সব রকম জড় অহংকার থেকে মুক্ত; ইদম্—
এই; আহ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

নিজেকে একজন রাজা বলে মনে করায়, রত্নগণ দেহাশ্রয়বুদ্ধিগ্ৰস্ত ছিলেন এবং
রজ ও ভ্রমোৎপত্তির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। মদভরে তিনি জড় ভরতকে অশালীন
বাক্যের দ্বারা তিরস্কার করেছিলেন। জড় ভরত ছিলেন পরম ভাগবত এবং
ভগবানের প্রিয় নিকতন। রাজা যদিও নিজেকে একজন মন্ত বড় পণ্ডিত বলে
মনে করতেন, কিন্তু তিনি পরম ভাগবতের স্থিতি অবগত ছিলেন না, এবং তাঁর
চরিত্রও তাঁর জানা ছিল না। জড় ভরত সর্বদা ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে বহন
করতেন বলে তিনি ছিলেন ভগবানের বাসস্থান সদৃশ। তিনি ছিলেন সমস্ত জীবের
সুস্থ এবং তিনি কোন প্রকার দেহাশ্রয়বুদ্ধি পোষণ করতেন না। তাই তিনি
স্বয়ং হেঁসে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দেহাশ্রয়বুদ্ধি সমন্বিত ব্যক্তি এবং দেহাতীত বুদ্ধি সমন্বিত ব্যক্তির পার্থক্য
বর্ণনা করা হয়েছে। রাজা রত্নগণ দেহাশ্রয়বুদ্ধির ফলে নিজেকে একজন রাজা বলে
মনে করে, নানা প্রকার অশালীন বাক্যের দ্বারা জড় ভরতকে তিরস্কার করেছিলেন।
আর আত্ম-তত্ত্ববেত্তা জড় ভরত সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে,
মোটেরি ক্রুদ্ধ হননি। পক্ষান্তরে তিনি স্বয়ং হাস্য সহকারে রাজা রত্নগণকে শিক্ষা
দিতে শুরু করেছিলেন। পরম বৈষ্ণব সমস্ত জীবের সুস্থ, এবং তার ফলে তিনি
তাঁর শত্রুরও সুস্থ। প্রকৃতপক্ষে তিনি কাউকেই তাঁর শত্রু বলে মনে করেন না।
সুস্থঃ সর্বদেহিন্যাম্। কখনও কখনও বৈষ্ণবেরা অবৈষ্ণবদের প্রতি আপাতদৃষ্টিতে
ক্রোধ প্রকাশ করেন, কিন্তু তা অভ্যন্তরের মঙ্গলের জন্যই। বৈদিক শাস্ত্রে তার
বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। এক সময়ে নারদ মুনি কুবেরের দুই পুত্র নলকুবের
এবং মণিগ্রীবের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে, তাদের অভিশাপ দিয়ে দুটি বৃক্ষে পরিণত
করেছিলেন। কিন্তু তার ফলে শ্রীকৃষ্ণ তাদের উদ্ধার করেছিলেন। ভক্ত পরম
পদে অধিষ্ঠিত, তাই তাঁর ক্রোধ এবং প্রসন্নতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ
উভয় ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর কৃপা বর্ণন করেন।

শ্লোক ৯

ব্রাহ্মণ উবাচ

ত্বয়োদিতং ব্যক্তমবিপ্রলঙ্ঘ্য

ভর্তুঃ স মে স্যাদাদি বীর ভারঃ ।

গন্তব্যদি স্যাদধিগম্যমধ্বা

পীবেতি রাশৌ ন বিদাং প্রবাদঃ ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ—মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ (জড় ভরত) বললেন; ত্বয়া—আপনার দ্বারা;
উদিতম্—উজ্জ্বল; ব্যক্তম্—অত্যন্ত স্পষ্ট; অবিপ্রলঙ্ঘ্যম্—বিরোধ আভাস রহিত;
ভর্তুঃ—বহনকারীর, শরীর; সঃ—তা; মে—আমার; স্যাৎ—হত; যদি—যদি; বীর—
হে বীর (মহারাজ রত্নগণ); ভারঃ—ভার; গন্তঃ—গমন-কর্তার, দেহের; যদি—যদি;
স্যাৎ—হত; অধিগম্যম্—লক্ষ্য; অধ্বা—পথ; পীবা—অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্টি; ইতি—
এইভাবে; রাশৌ—শরীরে; ন—না; বিদাম্—আজ্ঞ-তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিদের; প্রবাদঃ—
আলোচনার বিষয়।

অনুবাদ

মহান ব্রাহ্মণ জড় ভরত বললেন—হে বীর রাজা, আপনি যা বলেছেন তা সত্য।
প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কেবল তিরস্কার বাক্য নয়, কারণ দেহটি হচ্ছে বাহক। ভার-
বহনকারী দেহটি আমার নয়, কারণ আমি হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। আপনার উক্তি
কোন বিরোধ নেই, কারণ আমি দেহ থেকে ভিন্ন। আমি শিবিকার বাহক নই;
এই দেহটি হচ্ছে বাহক। নিশ্চিতভাবে, যে কথা আপনি বলেছেন, আমি এই
শিবিকা বহনে পরিশ্রম করিনি, কারণ আমি এই দেহটি থেকে পৃথক। আপনি
বলেছেন যে, আমি হৃষ্টপুষ্টি নই। এই বাক্যটি তার পক্ষেই উপযুক্ত, যে ব্যক্তি
দেহ এবং আত্মার পার্থক্য জানে না। দেহ স্থল অথবা কৃশ হতে পারে, কিন্তু
কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি আত্মা সম্বন্ধে সেই কথা বলবে না। আত্মা স্থলও নয় অথবা
কৃশও নয়; তাই আপনি যখন বলেছেন যে, আমি হৃষ্টপুষ্টি নই, তা সত্য। অধিকন্তু
এই ব্রহ্মণের উদ্দেশ্য এবং সেই গন্তব্যস্থলের পথ যদি আমার হত, তাহলে আমার
পক্ষে বহু অসুবিধা হত, কিন্তু যেহেতু সেগুলি আমার সম্পর্কে বলা হয়নি, বলা
হয়েছে আমার দেহের সম্পর্কে, তাই তাতে মোটেই কোন রকম অসুবিধা হয়নি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি দিবা জানে উন্নত, তিনি জড় দেহের সুখ এবং দুঃখের দ্বারা বিচলিত হন না। জড় দেহটি আত্মা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক, এবং দেহের সুখ ও দুঃখ অনিত্য। তপস্যা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহ ও আত্মার পার্থক্য উপলব্ধি করা এবং আত্মা যে জড় দেহের সুখ ও দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হয় না তা হৃদয়ঙ্গম করা। জড় ভরত প্রকৃতপক্ষে আত্ম উপলব্ধির স্তরে অবস্থিত ছিলেন। তিনি সর্বতোভাবে দেহাশ্রয়বুদ্ধির অতীত ছিলেন; তাই তিনি রাজাকে বুঝিয়েছিলেন যে, রাজা তাঁর দেহের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিরুদ্ধ মন্তব্য করেছিলেন, সেগুলি আত্মার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়।

শ্লোক ১০

হৌল্যং কাশ্যং ব্যাধয় আধয়শ্চ

ক্ষুভ্ভ ভয়ং কলিরিচ্ছা জরা চ ।

নিদ্রা রতির্মদ্যাহংমদঃ শুচো

দেহেন জাতস্য হি মে ন সন্তি ॥ ১০ ॥

হৌল্যম্—স্থূলতা; কাশ্যম্—কৃশতা; ব্যাধয়ঃ—রোগ আদি দেহের কষ্ট; আধয়ঃ—মানসিক কষ্ট; চ—এবং; ক্ষুঃ ভূই ভয়ম্—ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং ভয়; কলিঃ—কলহ; ইচ্ছা—বাসনা; জরা—বৃদ্ধাবস্থা; চ—এবং; নিদ্রা—নিদ্রা; রতিঃ—ইন্দ্রিয় সুখভোগের আসক্তি; মদ্যঃ—ক্লেধ; অহম্—অহংকার; মদঃ—মোহ; শুচঃ—শোক; দেহেন—এই শরীরের দ্বারা; জাতস্য—যার জন্ম হয়েছে; হি—নিশ্চিতভাবে; মে—আমার; ন—না; সন্তি—বর্তমান।

অনুবাদ

স্থূলতা, কৃশতা, দৈহিক ও মানসিক ক্লেধ, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, ভয়, কলহ, জড় সুখভোগের বাসনা, জরা, নিদ্রা, বিষয়াসক্তি, ক্লেধ, শোক এবং দেহাশ্রয়বুদ্ধি—এই সবই আত্মার জড় আবরণের বিকার। দেহাশ্রয়বুদ্ধিতে মগ্ন ব্যক্তিরাই এগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু আমি সর্বপ্রকার দেহাশ্রয়বুদ্ধি থেকে মুক্ত। তাই আমি স্থূল অথবা কৃশ নই, অথবা আপনি যে কথাতুলি বলেছেন, আমি তার কোনটিই নই।

তাৎপর্য

শ্রীল নারোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—দেহস্থিতি নাই যার, সংসার-বন্ধন কাহাঁ তাঁর। যিনি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন, তাঁর দেহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই অথবা তিনি দেহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত নন। কেউ যখন বুঝতে পারেন যে তিনি তাঁর দেহ নন এবং তাই তিনি স্থূল নন অথবা কৃশ নন, তখন তিনি সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রাপ্ত হন। যারা আধ্যাত্ম উপলব্ধি লাভ করেন, তারা এই জড় জগতের দেহাশ্রয়বুদ্ধির বন্ধনে আবদ্ধ। বর্তমানে সমগ্র মানব-সমাজ এই দেহাশ্রয়বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করছে, তাই শাস্ত্রে এই যুগের মানুষদের ঘিপদ পণ্ড বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার পণ্ডদের সমাজে কেউই সুখী হতে পারে না। আমাদের কৃষ্ণভাকানামৃত আদোলন মানব-সমাজকে পারমার্থিক উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করছে। সকলের পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে জড় ভরতের মতো আত্ম-উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু, শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১৮) বর্ণনা করা হয়েছে—নষ্টপ্রায়ৈক্ষভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া । ভাগবত-ধর্ম প্রচার করার দ্বারা আমরা মানব-সমাজকে পূর্ণ সার্থকতার স্তরে উন্নীত করতে পারি। কেউ যখন দেহাশ্রয়বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হন না, তখন তিনি ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হতে পারেন।

নষ্টপ্রায়ৈক্ষভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া ।

ভগবত্ভাগবতমশ্রোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্টিগী ॥

আমরা যতই দেহাশ্রয়বুদ্ধি থেকে মুক্ত হব, ততই আমরা ভগবদ্ভক্তিতে স্থির হতে পারব, এবং ততই আমরা সুখী হতে পারব এবং শান্তি লাভ করতে পারব। এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন যে, যারা জড় প্রকৃতির দ্বারা যত বেশি প্রভাবিত, ততই তারা দেহাশ্রয়বুদ্ধিতে থাকে। এই প্রকার ব্যক্তির বিভিন্ন দৈহিক লক্ষণের কথাই চিন্তা করে, কিন্তু যারা দেহাশ্রয়বুদ্ধি থেকে মুক্ত, তাঁরা এই জড় জগতে অবস্থানকালেও দেহ ব্যতীতই জীবিত থাকেন।

শ্লোক ১১

জীবন্তুতং নিয়মেন রাজন

আদ্যন্তবদ্যদিকৃতস্য দৃষ্টম্ ।

স্বসাম্যভাবে ধ্রুব ইদং যত্র

তর্হ্যচ্যতেহসৌ বিধিকৃত্যযোগঃ ॥ ১১ ॥

জীবৎ-মৃতত্বম্—জীবিত অবস্থায় মৃত হওয়ার গুণ; নিয়মেন—প্রকৃতির নিয়মে; রাজন্—হে রাজন; আদ্যন্তবৎ—জড় জগতের সবকিছুর আদি এবং অন্ত রয়েছে; যৎ—যেহেতু; বিকৃতস্য—যে সমস্ত বস্তুর বিকার হয়, যেমন শরীর; দৃষ্টম্—দেখা যায়; স্ব-স্বাশ্রয়-ভাবঃ—দাসত্ব এবং প্রভুত্বের অবস্থা; ধ্রুবঃ—অপরিবর্তনীয়; দ্বিতা—হে পূজনীয়; যত্র—যেখানে; তর্হি—তাহলে; উচ্যতে—বলা হয়; অসৌ—তা; বিধি-কৃত্য-যোগঃ—আদেশ এবং কর্তব্যের উপযুক্ত।

অনুবাদ

হে রাজন, আপনি অনর্থক আমাকে জীবন্ত বলে অভিযোগ করেছেন। সেই সম্পর্কে আমি কেবল এই বলতে পারি যে, এই জড় জগতে সবকিছুরই আদি এবং অন্ত রয়েছে। আর আপনি যে মনে করছেন আপনি রাজা ও প্রভু এবং তাই আমাকে আদেশ দেওয়ার চেষ্টা করছেন, সেটিও ঠিক নয়। কারণ এই সমস্ত পদগুলি অনিত্য। আজ আপনি রাজা এবং আমি আপনার ভূতা, কিন্তু কাল তার পরিবর্তন হতে পারে এবং আপনি ভূতাতে এবং আমি প্রভুতে পরিণত হতে পারি। এই সমস্ত অনিত্য পরিস্থিতিগুলি দৈবের দ্বারা সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

এই জগতে দেখাযাবুছিই হচ্ছে সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ। বিশেষ করে কলিযুগে, মানুষেরা এতই অশিক্ষিত যে, তারা বুঝতে পারে না প্রতি মুহূর্তে দেহের পরিবর্তন হচ্ছে এবং দেহের অন্তিম পরিবর্তন হচ্ছে মৃত্যু। এই জীবনে কেউ রাজা হতে পারে, এবং পরবর্তী জীবনে তার কর্ম অনুসারে সে একটি কুকুর হতে পারে। জড়া প্রকৃতির প্রভাবে আমরা পত্নীর নিয়ন্ত্রণে মগ্ন। প্রকৃতি তাকে এক অবস্থায় রাখে, তারপর সেই অবস্থাটির পরিবর্তন করে অন্য আর একটি অবস্থায় নিয়ে যায়। আশ্র-উপলব্ধি এবং জ্ঞানের অভাবে বদ্ধ জীবেরা ভ্রান্তভাবে নিজেকে রাজা, প্রজা, কুকুর, বিড়াল, ইত্যাদি বলে মনে করে। এগুলি কেবল ভগবানের আয়োজনে দেহের বিভিন্ন রূপান্তর মাত্র। এই প্রকার অনিত্য দেখাযাবুছির দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতে কেউই প্রভু নয়, কারণ সকলেই জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং জড়া প্রকৃতি ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম প্রভু। সেই সত্যকে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলা হয়েছে, একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভূতা। ভগবানের সঙ্গে এই সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হওয়ার ফলেই এই জড় জগতে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১২

বিশেষবুদ্ধের্বিবরং মনাক্ চ

পশ্যাম যন্ন ব্যবহারতোহন্যৎ।

ক ঈশ্বরস্তত্র কিমীশিতব্যং

তথাপি রাজন্ করবাম কিং তে ॥ ১২ ॥

বিশেষ-বুদ্ধেঃ—প্রভু এবং ভূতের ভেদবুদ্ধির; বিবরম্—অবকাশ; মনাক্—কিঞ্চিৎ; চ—ও; পশ্যামঃ—আমি দেখি; যৎ—যা; ন—না; ব্যবহারতঃ—ব্যবহার থেকে; অন্যৎ—অন্য; কঃ—কে; ঈশ্বরঃ—প্রভু; তত্র—তাতে; কিম্—কে; ঈশিতব্যম্—নিয়ন্ত্রিত; তথাপি—তা সত্ত্বেও; রাজন্—হে রাজন (আপনি যদি এখনও মনে করেন যে, আপনি হচ্ছেন প্রভু এবং আমি হচ্ছে ভূতা); করবাম—আমি করতে পারি; কিম্—কি; তে—আপনার জন্য।

অনুবাদ

হে রাজন, আপনি যদি এখনও মনে করেন যে, আপনি হচ্ছেন রাজা এবং আমি হচ্ছে আপনার ভূতা, তাহলে আপনি আদেশ করুন এবং আপনার আদেশ আমাকে পালন করতে হবে। কিন্তু আমি এই কথা বলতে পারি যে, এই পার্থক্য অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং ব্যবহার অথবা প্রথা থেকেই তার উৎপত্তি। এ ছাড়া তার অন্য কোন কারণ আমি দেখি না। সেই ক্ষেত্রে প্রভু কে? এবং ভূতাই বা কে? সকলেই জড়া প্রকৃতির নিয়মের বাধ্য; তাই কেউই প্রভু নয় এবং কেউই ভূতা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আপনি যদি মনে করেন যে, আপনি প্রভু এবং আমি আপনার ভূতা, তাহলে আমি তা স্বীকার করে নেব। আপনি দয়া করে আমাকে আদেশ দিন। বলুন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, অহং মাংসি—মানুষ মনে করে, “আমি হচ্ছে এই শরীর, এবং আমার এই দেহের সম্পর্কে এ আমার প্রভু, এ আমার ভূতা, এ আমার পত্নী, এবং এ আমার পুত্র।” এই সমস্ত ধারণা দেহের পরিবর্তন এবং জড়া প্রকৃতির ব্যবস্থার ফলে অনিত্য। সমুদ্রে ভাসমান তুণের মতো আমরা একত্র হই এবং ডেউয়ের আঘাতে পর মুহূর্তেই বিচ্ছিন্ন হই। এই জড় জগতে সকলেই অজ্ঞানের সমুদ্রে ভাসছে। সেই সত্যকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—

(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে,
যাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই।
(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই ॥

ভগবদ্গীতায় (৩/৩৭) বলা হয়েছে কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। রজোগুণের প্রভাবে আমরা কত কিছু কামনা করি, এবং আমাদের ইচ্ছা বা চিন্তা এবং ভগবানের অনুমোদন অনুসারে জড়া প্রকৃতি আমাদের বিশেষ প্রকার শরীর দান করেন। কিছুকালের জন্য আমরা প্রভু অথবা ভূতের ভূমিকায় অভিনয় করি, ঠিক যেভাবে অভিনেতার পরিচালকের নির্দেশ মঞ্চে অভিনয় করে। আমরা যখন মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হই, তখন আমাদের এই অনর্থক মঞ্চে অভিনয়ের সমাপ্তি সাধন করা কর্তব্য। আমাদের স্বরূপে অবস্থিত হওয়া উচিত, যার আর এক নাম কৃষ্ণভাবানামৃত। বর্তমানে আমাদের প্রকৃত প্রভু হচ্ছে জড়া প্রকৃতি। দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়াদুরভায়া (ভগবদ্গীতা ৭/১৪)। জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীনে আমরা প্রভু অথবা ভূতা হচ্ছি, কিন্তু আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর নিত্যদাসদের প্রভুত্ব বরণ করে নিই, তাহলে আমাদের এই অনিত্য অবস্থার সমাপ্তি হবে।

শ্লোক ১৩

উন্নতমত্তজড়বৎসংস্থাং

গতস্য মে বীর চিকিৎসিতেন।

অর্থঃ কিয়ান্ ভবতা শিক্ষিতেন

স্তম্ভপ্রমত্তস্য চ পিষ্টপেষঃ ॥ ১৩ ॥

উন্নত—উন্নাদনা; মত্ত—মাতাল; জড়-বৎ—জড়ের মতো; স্ব-সংস্থাম্—স্বীয় স্বভাব; গতস্য—যে লাভ করেছে; মে—আমার; বীর—হে রাজন; চিকিৎসিতেন—আপনার তিরস্কারের দ্বারা; অর্থঃ—উদ্দেশ্য; কিয়ান্—কি; ভবতা—আপনার দ্বারা; শিক্ষিতেন—শিক্ষা লাভ করার দ্বারা; স্তম্ভ—জড়; প্রমত্তস্য—উন্মত্তের; চ—ও; পিষ্টপেষঃ—আটার মতো পিষ্টকবস্তকে পুরায় পেষণ করার মতো।

অনুবাদ

হে রাজন, আপনি বলছেন, “ওরে উন্নত, মত্ত, জড়। আমি তোকে দণ্ডদান করব, তাহলে তুই প্রকৃতিস্থ হবি।” সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে জড়,

মুক এবং বধিরের মতো অবস্থান করলেও আমি ব্রহ্মান্বিষ্টা লাভ করেছি। আমাকে দণ্ড দিয়ে আপনার কি লাভ হবে? আর আপনার অনুমান যদি ঠিক হয় এবং আমি যদি সত্যি সত্যিই উন্নত হই, তাহলে আমাকে দণ্ড দেওয়া পিষ্টবস্ত্র পেষণ করার মতোই হবে। তার ফলে কোন লাভ হবে না। কারণ উন্নত ব্যক্তিকে দণ্ডদান করা হলেও তার উন্নততার উপশম হয় না।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সকলেই মায়াজমে হয়ে উন্মাদের মতো আচরণ করছে। যেমন একটি চোর জানে যে, চুরি করা অন্যায় এবং সেই জন্য রাজা অথবা ভগবান তাকে দণ্ড দেবে। চোর দেখে যে চুরি করার ফলে দণ্ডভোগ করতে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বারবার চুরি করে। তার বহুমূল ধারণা যে, চুরি করে সে সুখী হবে। এটিই উন্নততার একটি লক্ষণ। বারবার দণ্ডভোগ করা সত্ত্বেও চোর তার চুরি করার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে না; তাই দণ্ডদান ব্যথা।

শ্লোক ১৪

শ্রীশুক উবাচ

এতাবদনুবাদপরিভাষয়া প্রত্যাধীর্ঘ মুনিবর উপশমশীল উপরতানাত্মনিমিত্ত
উপভোগেন কর্মারঙ্গং ব্যপনয়ন্ রাজযানমপি তথোবাহ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্থামী বললেন; এতাবৎ—এতখানি; অনুবাদ-পরিভাষয়া—রাজার কথা পুনরাবৃত্তির দ্বারা তা বিশ্লেষণ করে; প্রত্যাধীর্ঘ—একে একে উত্তর দিয়ে; মুনি-বরঃ—মুনিশ্রেষ্ঠ জড় ভরত; উপশম-শীলঃ—পরম শান্ত; উপরত—নিবৃত্ত; অনাত্মা—আত্মার সঙ্গে যা সম্পর্কিত নয়; নিমিত্তঃ—অজ্ঞানের ফলে; উপভোগেন—কর্মফল স্বীকার করে; কর্ম-আরঙ্গম্—বর্তমানে প্রাপ্ত কর্মফল; ব্যপনয়ন্—সমাপ্ত করে; রাজ-যানম্—রাজার শিবিকা; অপি—পুনরায়; তথা—পূর্বের মতো; উবাচ—বহন করতে লাগলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্থামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, রাজা রত্নগণ পরম ভাগবত জড় ভরতকে কর্কশ বাক্যে যখন তিরস্কার করেছিলেন, তখন শান্তচিত্ত মুনিবর তা সহ্য করে তার যথাযথ উত্তর দিয়েছিলেন। অবিদ্যার কারণ দেহাত্মবুদ্ধি, কিন্তু জড় ভরত সেই নাস্ত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। তাঁর স্বাভাবিক

দৈন্যবশত তিনি নিজেকে একজন মহান ভক্ত বলে মনে করতেন না, এবং তিনি নীরবে তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে যেতেন। একজন সাধারণ মানুষের মতো তিনি মনে করেছিলেন যে, শিবিকা বহন করে তিনি তাঁর পূর্বকৃত দুর্কর্মের ফল বিনষ্ট করছেন। এইভাবে বিচার করে তিনি পূর্ববৎ শিবিকা বহন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মহান ভগবদ্ভক্ত কখনও নিজেকে একজন পশুহংস বা মুক্ত পুরুষ বলে মনে করেন না। তিনি সর্বদাই ভগবানের বিনীত দাসরূপে অবস্থান করেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি মনে করেন যে, তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফলে তিনি দণ্ডভোগ করছেন। সেই দুঃখময় পরিস্থিতির জন্য তিনি কখনও ভগবানকে দোষারোপ করেন না। এওলি মহাভাগবতের লক্ষণ। তন্ত্বেনুসঙ্গ্যঃ সুসমীক্ষমাণঃ। তিনি যখন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখভোগ করেন, তখন তিনি সর্বদা মনে করেন যে, তাঁর অনেক বেশি দণ্ডভোগ করার কথা ছিল, কিন্তু ভগবান কৃপা করে তাঁর সেই দণ্ডের মাত্রা লাঘব করে দিয়েছেন। তিনি কখনও তাঁর প্রভুর প্রতি ক্রুদ্ধ হন না। তাঁর প্রভু তাঁকে যে অবস্থায় রেখেছেন, সেই অবস্থাতেই তিনি সর্বদা সুখী থাকেন। সর্ব অবস্থাতেই তিনি ভগবানের সেরা উপাসক রূপে সম্পাদন করেন। এই প্রকার ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে ভগবদ্ধামে উন্নীত হবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৮) বলা হয়েছে—

তন্ত্বেনুসঙ্গ্যঃ সুসমীক্ষমাণো

ভৃগ্বান এবান্ধকত্বম্ বিগম্য।

হৃদাধিপুর্ভিবিদধনমন্তে

জীবতে যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

“হে ভগবান, যে ব্যক্তি সর্বদা আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রতীক্ষা করে, তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল বলে মনে করে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা বরণ করে নেন এবং তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভের যোগ্য, কারণ সেটি তাঁর ন্যায় অধিকারে পরিণত হয়েছে।”

শ্লোক ১৫

স চাপি পাণ্ডবেয় সিদ্ধসৌবীরপতিস্তত্ত্বজিজ্ঞাসায়াম্য সম্যকশ্রদ্ধায়ধিকৃতাধি-
কারস্তদ্ধদয়গ্রহিমোচনং বিজবাচ আশ্রতা বহুযোগগ্রহসম্মতং ত্বরয়াবরুহা
শিরসা পাদমূলমুপসৃতঃ ক্ষমাপয়ন্ বিগতনৃপদেবশ্য উবাচ ॥ ১৫ ॥

সঃ—তিনি (মহারাজ রত্নগণ); চ—ও; অপি—প্রকৃতপক্ষে; পাণ্ডবেয়—হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ (মহারাজ পরীক্ষিত); সিদ্ধসৌবীরপতিঃ—সিদ্ধ এবং সৌবীর নামক রাজ্যের রাজা; তত্ত্বজিজ্ঞাসায়াম্য—পরম তত্ত্ব সংক্ষেপে জানার বাসনায়; সম্যক-শ্রদ্ধায়া—সম্পূর্ণরূপে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযতকারী শ্রদ্ধার দ্বারা; অধিকৃত-অধিকারঃ—যিনি যথাযথ যোগ্যতা লাভ করেছেন; তৎ—তা; হৃদয়গ্রহি—অহংকাররূপ হৃদয়ের গ্রহি; মোচনম্—যা মুক্ত করে; দ্বিজ-বচঃ—ব্রাহ্মণ (জড় ভরতের) বাণী; আশ্রতা—শ্রবণ করে; বহুযোগগ্রহ-সম্মতম্—সমস্ত যৌগিক পন্থা এবং সেই সম্বন্ধীয় শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত; ত্বরয়া—অতি শীঘ্র; অবরুহ—(শিবিকা থেকে) অবরোহন করে; শিরসা—তাঁর মস্তকের দ্বারা; পাদ-মূলম্—তাঁর চরণ-কমলে; উপসৃতঃ—দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে; ক্ষমাপয়ন্—তাঁর অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে; বিগতনৃপ-দেবশ্যঃ—রাজা হওয়ার মিথ্যা গর্ব এবং সেই কারণে পূজ্য হওয়ার অহংকার ত্যাগ করে; উবাচ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ (মহারাজ পরীক্ষিত), সিদ্ধ-সৌবীরের রাজা মহারাজ রত্নগণেরও পরম তত্ত্ব বিচারে গভীর শ্রদ্ধা ছিল। জড় ভরতের যোগশাস্ত্র-সম্মত এবং হৃদয়গ্রহি ছেদনকারী বাক্য শ্রবণ করে তাঁর রাজ-অভিমান বিদূরিত হয়েছিল। তিনি শীঘ্র শিবিকা থেকে অবতরণপূর্বক ভরতের ত্রীপাদপদ্মে তাঁর মস্তক স্থাপন করে প্রণতি নিবেদন করলেন, এবং সেই মহাভাগবতের চরণে অপরাধ করার ফলে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদগীতার (৪/২) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তিমিত্ত রাজর্ষয়ো বিদুঃ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরম্পর ॥

“এইভাবে পরম্পরার মাধ্যমে এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে।”

পরম্পরার অন্তর্গত রাজারা ঋষিত্ব লাভ করেছিলেন। পূর্বে তাঁরা জীবন দর্শন উপলব্ধি করতে পারতেন এবং প্রজাদের কিভাবে শিক্ষাদান করে সেই স্তরে উন্নীত করতে হয়, তা তাঁরা জানতেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে কিভাবে প্রজাদের মুক্ত করতে হয়, তা তাঁরা জানতেন। মহারাজ দশরথ যখন অযোধ্যায় রাজত্ব করছিলেন, তখন এক সময় ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর কাছে এসেছিলেন রামচন্দ্র

এবং লক্ষ্যণকে বনে রাক্ষসদের সংহার করার জন্য নিয়ে যেতে। ঋষি বিশ্বামিত্র যখন মহারাজ দশরথের সভায় আসেন, তখন রাজা তাঁকে সাধুসুলভ সন্মর্শন করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *ঐহিষ্টং যং তং পুনর্জন্মজয়ায়*। অর্থাৎ, জন্ম এবং মৃত্যুকে জয় করার সমস্ত প্রচেষ্টা ঠিক মতো চলছে তো? এই তত্ত্বের ভিত্তিতে সমগ্র বৈদিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। কিভাবে জন্ম-মৃত্যুকে জয় করা যায়, তা জানা অবশ্য কর্তব্য। মহারাজ রহুগণও জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত ছিলেন; তাই জড় ভরত যখন সেই জীবন-দর্শন তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করেছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তা সমর্থন করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে বৈদিক সমাজের ভিত্তি। বিদ্বান, ব্রাহ্মণ, সাধু এবং ঋষিরা বৈদিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়ে রাজাদের উপদেশ দিতেন কিভাবে জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করতে হয়, এবং তাঁদের সহযোগিতায় জনসাধারণ লাভবান হত। তাই সেই সমাজে সবকিছুই সার্থক ছিল। মহারাজ রহুগণ মানব-জীবনের মহিমা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন; তাই তিনি জড় ভরতের মতো একজন মহাত্মাকে অপমান করার ফলে অনুতপ্ত হয়েছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর শিবিকা থেকে অবতরণ করে, ক্ষমাভিক্ষা করার জন্য জড় ভরতের চরণ-কমলে নিপতিত হয়েছিলেন, এবং জীবনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে, যাকে বলা হয় *ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*, জনবার জন্য আগ্রহী হয়েছিলেন। বর্তমান সময়ে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা জীবনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, এবং যখন সাধু-মহাত্মারা বৈদিক জ্ঞান প্রচার করেন, তখন তথাকথিত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা তাঁদের প্রণতি নিবেদনপূর্বক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার পরিবর্তে তাঁদের প্রচারকার্যে বাধা দেবার চেষ্টা করে। তাই বলা যায় যে, প্রাচীন রাজ্যশাসন ব্যবস্থা ছিল স্বর্গতুল্য আর এখনকার শাসনব্যবস্থা নরকতুল্য।

শ্লোক ১৬

কস্ত্বং নিগৃচ্চরসি দ্বিজানাং

বিভর্ষি সূত্রং কতমোহবধূতঃ ।

কস্যাসি কুত্রত্য ইহাপি কস্মাৎ

কেমায় নশ্চৈদসি নোত গুরুঃ ॥ ১৬ ॥

কঃ ক্ত্বম্—আপনি কে; নিগৃচ্চঃ—অত্যন্ত আচ্ছাদিত; চরসি—এই জগতে কিচরণ করছেন; দ্বিজানাং—সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং মহাত্মাদের মধ্যে; বিভর্ষি—আপনি ধারণ করেছেন; সূত্রম্—উপবীত, যা উত্তম ব্রাহ্মণেরা ধারণ করেন; কতমঃ—যা;

অবধূতঃ—অত্যন্ত মহান পুরুষ; কস্য অসি—আপনি কার (আপনি কার শিষ্য বা পুত্র); কুত্রত্যঃ—কোথা থেকে; ইহ অপি—এই স্থানে; কস্মাৎ—কি উদ্দেশ্যে; কেমায়—লাভের জন্য; নঃ—আমাদের; চেৎ—যদি; অসি—আপনি হন; ন উত—অথবা নয়; গুরুঃ—বিভক্ত সম্মতি কপিলদেব।

অনুবাদ

মহারাজ রহুগণ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আপনি সকলের অজ্ঞাতসারে প্রাচ্ছন্নভাবে এই সংসারে বিচরণ করছেন। আপনি কে? আপনি কি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং মহাপুরুষ? আপনি যজ্ঞোপবীত ধারণ করেছেন। আপনি কি দত্তাত্রেয় আদি অবধূতদের মধ্যে কেউ? আপনি কোন মহাত্মার শিষ্য? আপনি কোথায় অবস্থান করেন? আপনি এই স্থানে কেন এসেছেন? আমাদের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যেই কি আপনি এসেছেন? আপনি দয়া করে বলুন, আপনি কে?

তাৎপর্য

মহারাজ রহুগণ জড় ভরতের কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জড় ভরত গুরু-পরম্পরার সূত্রে অথবা ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করার ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। বেদে বলা হয়েছে—*তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এব্যভিগচ্ছেৎ*। রহুগণ জড় ভরতকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। কিন্তু গুরুর গুরুত্ব কেবল যজ্ঞ উপবীত ধারণ করার মধ্যে নয়, তা নির্ভর করে তাঁর দিব্য জ্ঞানের উপর। রহুগণ যে জড় ভরতকে তাঁর কুল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন, তাও গুরুত্বপূর্ণ। কুল দুই প্রকার—বংশ-পরম্পরা এবং গুরু-পরম্পরা। এই উভয় কূলেই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুরুঃ শব্দটি সম্বৎসরব্যাপিত ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে। কেউ যদি দিব্য জ্ঞান লাভ করতে চান, তাহলে অবশ্যই তাঁকে গুরু-পরম্পরায় অথবা বিদ্বান ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণ-গুরুর শিষ্যত্ব বরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ১৭

নাহং বিশঙ্কে সুররাজবজ্রা-

ম ত্র্যক্ষশূলাম যমস্য দণ্ডাৎ ।

নাগ্যর্কসোমানিবিশ্তপাত্না-

চ্ছঙ্কে ভৃশং ব্রহ্মকুলাবমানাৎ ॥ ১৭ ॥

ন—না; অহম্—আমি; বিশঙ্কে—ভীত; সুর-রাজ-বজ্রাৎ—দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র থেকে; ন—না; ত্র্যক্ষ-শূলাৎ—শিবের ত্রিশূল থেকে; ন—না; যমস্যা—যমরাজের; দত্তাৎ—দত্ত থেকে; ন—না; অগ্নি—অগ্নি; অর্ক—সূর্যের প্রচণ্ড তাপ থেকে; সোম—চন্দ্রের; অনিল—বায়ুর; বিতপ—স্বর্ণলোকের ধনাধ্যক্ষ কুবেরের; অস্ত্রাৎ—অস্ত্র থেকে; শঙ্কে—আমি ভীত; ভূশম্—অত্যন্ত; ব্রহ্ম-কুল—ব্রাহ্মণকুলের; অবমানাৎ—অবমাননাক্রম অপরাধ থেকে।

অনুবাদ

হে মহানুভব, আমি দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রের ভয়ে ভীত নই, শিবের ত্রিশূলের ভয়েও ভীত নই, যমরাজের দত্ত, অথবা অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু ও কুবেরের অস্ত্র থেকেও আমার ভয় উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আমি ব্রহ্মকুলের অবমাননাক্রম অপরাধকে অত্যন্ত ভয় করি।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রূপ গোষ্ঠীকে প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন তিনি বৈষ্ণব অপরাধ যে কত ভয়ঙ্কর, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি বৈষ্ণব অপরাধকে মত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। মত্ত হস্তী যখন কোন উদ্যানে প্রবেশ করে, তখন সে সেই উদ্যানের সমস্ত ফল-ফুল নষ্ট করে ফেলে। তেমনি কেউ যখন বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ করে, তার ফলে তার সমস্ত ভক্তিরূপ সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের চরণে অপরাধ করা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এবং মহারাজ রত্নগুণও তা জানতেন। তাই তিনি সরলভাবে তাঁর সেই ক্রটি স্বীকার করে ক্ষমাভিক্ষা করেছেন। বজ্র, অগ্নি, যমরাজের দত্ত, শিবের ত্রিশূল ইত্যাদি বহু ভয়ঙ্কর বস্তু রয়েছে, কিন্তু কোনটিই জড় ভরতের মতো ব্রাহ্মণের চরণে, অপরাধের মতো ভয়ঙ্কর নয়। তাই মহারাজ রত্নগুণ তৎক্ষণাৎ তাঁর শিবিকা থেকে অবতরণ করে, ব্রাহ্মণ জড় ভরতের পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণত হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

তদ্ ব্রহ্মসঙ্গো জড়বস্তুগুণ-

বিজ্ঞানবীর্যো বিচরস্যপারঃ ।

বচাসি যোগগ্রথিতানি সাধো

ন নঃ ক্ষমন্তে মনসাপি ভেত্তুম্ ॥ ১৮ ॥

তৎ—অতএব; ব্রহ্ম—দয়া করে বলুন; অসঙ্গঃ—জড় জগতের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই; জড়বৎ—মুক এবং বধিরের মতো যিনি প্রতিভাত হচ্ছেন; নিগুঢ়—পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন; বিজ্ঞান-বীর্যঃ—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ এবং তার ফলে অত্যন্ত শক্তিশালী; বিচরসি—আপনি বিচরণ করছেন; অপারঃ—অন্তহীন দিব্য মহিমা সম্বিত; বচাসি—আপনার বাণী; যোগ-গ্রথিতানি—যোগের পূর্ণ অর্থ সম্বিত; সাধো—হে মহাত্মা; ন—না; নঃ—আমাদের; ক্ষমন্তে—সম্মত; মনসা—অপি—মনের দ্বারাও; ভেত্তুম্—পৃথ্বীপৃথ্বীভাবে বিচারের দ্বারা উপলব্ধি করতে।

অনুবাদ

হে মহানুভব, মনে হচ্ছে যেন আপনার মহান আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রভাব আপনি গোপন করে রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি সমস্ত জড় সংসর্গ থেকে মুক্ত এবং পূর্ণরূপে ভগবানের চিন্তায় মগ্ন। তাই আপনার দিব্য জ্ঞান অনন্ত। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, কেন আপনি এইভাবে একজন জড়ের মতো বিচরণ করছেন। হে মহাপুরুষ, আপনি যোগসম্বন্ধ কথা বলেছেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। তাই দয়া করে তা বিশ্লেষণ করুন।

তাৎপর্য

জড় ভরতের মতো মহাপুরুষ সাধারণ বাক্য উচ্চারণ করেন না। তাঁরা যা কিছু বলেন, তা মহান যোগী এবং মহাপুরুষদের দ্বারা অনুমোদিত। সাধারণ মানুষ এবং মহাত্মার মধ্যে এটিই পার্থক্য। জড় ভরতের মতো মহাপুরুষের বাণী হৃদয়ঙ্গম করতে হলে শ্রোতাকেও অবশ্যই উন্নত চেতনা সম্বিত হতে হবে। ভগবদ্গীতা অর্জুনকে শোনান হয়েছিল, অন্যদের নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দিব্য জ্ঞান দান করার জন্য বিশেষভাবে অর্জুনকে মনোনিীত করেছিলেন, কারণ অর্জুন ছিলেন তাঁর মহান ভক্ত এবং অন্তরঙ্গ সখা। তেমনি, মহাপুরুষেরা উন্নত চেতনা সম্বিত ব্যক্তিদেরই উপদেশ দেন; শূদ্র, বৈশ্য, স্ত্রী অথবা নির্বোধদের দেন না। কখনও কখনও সাধারণ মানুষদের মহান দার্শনিক উপদেশ দান করা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগের অধঃপতিত জীবদের মঙ্গলের জন্য একটি অতি সুন্দর পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন, তা হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের কীর্তন। জনসাধারণ যদিও শূদ্রবৎ অথবা শূদ্রাধম, তবু তারা এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে পবিত্র হতে পারে। তখন তারা ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অতি গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই

সাধারণ মানুষদের জন্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পন্থা অবলম্বন করেছে। মানুষ যখন ধীরে ধীরে পবিত্র হয়, তখন তাদের ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রী, শূন্য, জিজ্ঞাসক মানুষেরা পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবুও তারা বৈষ্ণবের শরণ গ্রহণ করতে পারে, কারণ তিনি শূন্যদেরও ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অতি উন্নত জ্ঞান কিভাবে প্রদান করতে হয় তা জানেন।

শ্লোক ১৯

অহং চ যোগেশ্বরমাত্তত্ত্ব-

বিদাং মুনীনাম পরমং গুরুং বৈ ।

প্রস্থং প্রবৃত্তঃ কিমিহারণং তৎ

সাক্ষাৎকরিং জ্ঞানকলাবতীর্ণম্ ॥ ১৯ ॥

অহম্—আমি; চ—এবং; যোগেশ্বরম্—যোগীশ্রেষ্ঠ; আত্ম-তত্ত্ব-বিদাম্—আত্ম-তত্ত্ববিৎদের; মুনীনাম্—এই প্রকার মহাপুরুষদের; পরমম্—শ্রেষ্ঠ; গুরুম্—গুরু; বৈ—অবশ্যই; প্রস্থম্—জিজ্ঞাসা করার জন্য; প্রবৃত্তঃ—প্রবৃত্ত; কিম্—কি; ইহ—এই জগতে; অরণম্—সব চাইতে সুরক্ষিত আশ্রয়; তৎ—যা; সাক্ষাৎ হরিম্—সাক্ষাৎ ভগবানকে; জ্ঞান-কলা-অবতীর্ণম্—যিনি পূর্ণজ্ঞান প্রদানের জন্য কপিলদেব রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

অনুবাদ

আমি আপনাকে যোগেশ্বর, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানীদেরও পরম গুরু বলে মনে করি। মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনি ভগবানের জ্ঞানরূপী অবতার কপিলদেবের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি রূপে দিব্য জ্ঞান প্রদান করতে এসেছেন। তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, হে গুরুদেব, এই জগতে সব চাইতে নিরাপদ আশ্রয় কি?

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনোক্তায়ন।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে বৃক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদগত চিন্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।"

(ভগবদ্গীতা ৬/৪৭)

জড় ভরত ছিলেন সিদ্ধযোগী। পূর্বে তিনি ছিলেন মহারাজ ভরত, এবং এখন তিনি সমস্ত জ্ঞানী ও যোগীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। জড় ভরত যদিও ছিলেন একজন সাধারণ জীব, তবুও তিনি ভগবৎ অবতার কপিলদেব প্রদত্ত সমস্ত জ্ঞান উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান বলেই মনে করা যায়। শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই কথা প্রতিপন্ন করে তাঁর গুণটুকমে বলেছেন—সাক্ষাৎকরিং সমস্ত-শাস্ত্রে। জড় ভরতের মতো মহাপুরুষ ভগবানেরই তুল্য, কারণ তিনি ভগবানের দেওয়া জ্ঞান দান করে, সর্বতোভাবে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন। জড় ভরতকে এখানে সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করা হয়েছে, কারণ তিনি ভগবানের হয়ে দিব্য জ্ঞান দান করছেন। তাই মহারাজ রত্নাঙ্গ হির করেছিলেন যে, তাঁর কাছে আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা উপযুক্ত হবে। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমব্যাভিগচ্ছৎ। এই বৈদিক নির্দেশও এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। কেউ যদি আদৌ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান (ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা) জানতে ইচ্ছুক হন, তাহলে তাঁকে অবশ্যই জড় ভরতের মতো গুরুর শরণাগত হতে হবে।

শ্লোক ২০

স বৈ ভবীম্লোকনিরীক্ষণার্থ-

মব্যক্তলিঙ্গো বিচরতাপিস্থিৎ ।

যোগেশ্বরানাং গতিমন্ধবুদ্ধিঃ

কথং বিচক্ষীত গৃহানুবন্ধঃ ॥ ২০ ॥

সঃ—সেই ভগবান অথবা তাঁর অবতার কপিলদেব; বৈ—প্রকৃতপক্ষে; ভবান্—আপনি; লোক-নিরীক্ষণ-অর্থম্—এই জগতে মানুষদের চরিত্র অধ্যয়ন করার জন্য; অব্যক্ত-লিঙ্গঃ—আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ না করে; বিচরতি—জগতে বিচরণ করছেন; অপিস্থিৎ—কি; যোগেশ্বরানাং—সমস্ত মহান যোগীদের; গতিম্—চরিত্র বা বাস্তবিক আচরণ; অন্ধ-বুদ্ধিঃ—মোহপ্রভৃৎ হওয়ার ফলে, যারা দিব্য জ্ঞানের বিষয়ে অন্ধ; কথম্—কিভাবে; বিচক্ষীত—জানতে পারে; গৃহ-অনুবন্ধঃ—গৃহস্থ-জীবনে বা বৈয়িক জীবনে আসক্ত আমার মতো বদ্ধ জীব।

অনুবাদ

আপনি যে ভগবানের অবতার কপিলদেবের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, তা কি সত্য নয়? কে প্রকৃত মানুষ এবং কে নয়, তা পরীক্ষা করার জন্য আপনি মুক এবং বধিরের মতো অভিনয় করছেন। আপনি কি সেই জন্য এই পৃথিবীপৃষ্ঠে এইভাবে বিচরণ করছেন না? আমি অত্যন্ত বিষয়াসক্ত এবং জ্ঞানাত্ম, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনার কাছে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি। কিভাবে আমি পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারি?

তাৎপর্য

মহারাজ রত্নগুণ যদিও একজন রাজার ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু জড় ভরত তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, তিনি রাজা নন এবং জড় ভরত মুক ও বধির নন। এই সমস্ত উপাধিগুলি কেবল আত্মার আবরণ মাত্র। এই জ্ঞান লাভ করা সকলেরই অবশ্য্য কর্তব্য। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (২/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—*দেহিনোহপিহি* যথা *দেহে*। সকলেই দেহের বন্ধনে আবদ্ধ। যেহেতু দেহ আত্মা নয়, তাই দেহের কার্যকলাপ মারিক। জড় ভরতের মতো সাধুর সঙ্গ প্রভাবে মহারাজ রত্নগুণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজ্যরূপে তাঁর যে কার্যকলাপ তা মারিক। তাই তিনি জড় ভরতের কাছে জ্ঞান লাভের বাসনা করেছিলেন, এবং সেটিই তাঁর সিদ্ধিলাভের পথে প্রথম পদক্ষেপ। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এবাভিগচ্ছৎ। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে ইচ্ছুক এবং আত্মজ্ঞান লাভে আগ্রহী মহারাজ রত্নগুণের মতো ব্যক্তিকে অবশ্যই জড় ভরতের মতো মহাপুরুষের শরণাগত হওয়া কর্তব্য। তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৩০/২১)। ভগবানের প্রতিনিধি জড় ভরতের মতো গুরুদেবের শরণাগত হয়ে, মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা মানুষের অবশ্য্য কর্তব্য।

শ্লোক ২১

দৃষ্টঃ শ্রমঃ কর্মত আত্মনো বৈ

ভর্তৃগন্তর্ভবতশ্চানুমন্যো।

যথাসিতোদানয়নাদ্যভাবাৎ

সমূল ইষ্টো ব্যবহারমার্গঃ ॥ ২১ ॥

দৃষ্টঃ—সকলেই দেখেছে; শ্রমঃ—শ্রান্তি; কর্মতঃ—কোন কর্ম করার ফলে; আত্মনঃ—আত্মার; বৈ—বাস্তবিকপক্ষে; ভর্তৃঃ—শিবিকা বহনকারীর; গন্তঃ—গমনকারীর; ভবতঃ—আপনার; চ—এবং; অনুমন্যো—আমি অনুমান করি; যথা—যতখানি; অসত্য—যা প্রকৃত সত্য নয়; উদ—জলের; আনয়ন-আদি—আনয়ন করা ইত্যাদি কার্য; অভাবাৎ—অভাবের ফলে; সমূলঃ—প্রমাণভিত্তিক; ইষ্টঃ—অঙ্কেয়; ব্যবহার-মার্গঃ—প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়।

অনুবাদ

আপনি বলেছেন, “আমি শ্রান্ত নই।” যদিও আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন, তবু দৈহিক পরিশ্রমের ফলে শ্রান্তি হয়, এবং তখন মনে হয় যে আত্মাই যেন শ্রান্ত হয়েছে। আপনি যখন শিবিকা বহন করছিলেন, তখন নিশ্চয়ই আত্মারও পরিশ্রম হয়েছে। এটিই আমার অনুমান।” আপনি এও বলেছেন যে, প্রভু এবং ভূতের যে বাহ্য আচরণ তা বাস্তবিক নয়, কিন্তু যদিও এই প্রাণাত্মিক জগতে তা বাস্তবিক নয়, তবুও এই প্রাণাত্মিক জগতের বিষয়গুলি তা বস্তুর প্রভাবিত করে। তা প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় এবং অনুভব করা যায়। যদিও জড়-জাগতিক কার্যকলাপ অনিত্য কিন্তু তাহলেও তা মিথ্যা বলা যায় না।

তাৎপর্য

এটি নির্বিশেষ মায়াবাদ দর্শন এবং ব্যবহারিক বৈষ্ণব দর্শনের বিচার। মায়াবাদ দর্শন বিশ্লেষণ করে যে, এই জগৎ মিথ্যা, কিন্তু বৈষ্ণব দর্শন তা স্বীকার করে না। বৈষ্ণবরা জানেন যে, এই জগৎ অনিত্য হলেও তা মিথ্যা নয়। রাগে আমরা যে স্বপ্ন দেখি তা অবশ্যই অলীক, কিন্তু দুঃস্বপ্ন নিঃসন্দেহে দর্শনকারী ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে। আত্মার শ্রান্তি বাস্তবিক নয়, কিন্তু যতক্ষণ জীব তার দেহাশ্রয়িত্বে মগ্ন থাকে, ততক্ষণ সে এই সমস্ত অলীক স্বপ্নের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কেউ যখন স্বপ্ন দেখে, তখন সেই স্বপ্নের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। এইভাবে বদ্ধ জীবকে তার স্বপ্নবৎ অস্তিত্বে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে বাধ্য হতে হয়। মাটির তৈরি জলের ঘট অনিত্য। প্রকৃতপক্ষে বস্তুটি ঘট নয়, তা হচ্ছে মাটি। কিন্তু তাতে জল ভরে আমরা তা ব্যবহার করতে পারি। অতএব বলা যায় না যে, তা একেবারে মিথ্যা।

শ্লোক ২২

স্থান্যাপিতাপাৎপয়সোহভিতাপ-

স্ততাপতত্ত্বলগর্ভরন্ধিঃ ।

দেহেদ্রিয়াশায়সমিকর্ষাৎ

তৎসংসৃতিঃ পুরুষস্যানুরোধাৎ ॥ ২২ ॥

স্থান্য—রন্ধন-পাত্রে; অগ্নি-তাপাৎ—আগনের তাপের ফলে; পয়সঃ—পাত্রস্থিত দুধ; অভিতাপঃ—তপ্ত হয়; তৎ-স্তাপতঃ—দুধ গরম হওয়ার ফলে; তত্ত্বল-গর্ভরন্ধিঃ—দুধের মধ্যে রয়েছে যে চাল তা সিদ্ধ হয়; দেহ-ইন্দ্রিয়-অশায়—দেহের ইন্দ্রিয়; সমিকর্ষাৎ—সম্পর্কিত হওয়ার ফলে; তৎসংসৃতিঃ—শ্রম এবং অন্যান্য কষ্টের অনুভূতি; পুরুষস্য—আত্মার; অনুরোধাৎ—দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনের সঙ্গে অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

রাজা রত্নগণ বলতে লাগলেন—হে মহানুভব, আপনি বলেছেন যে শরীরের স্থূলতা এবং কৃশতা আত্মার ধর্ম নয়। তা ঠিক নয়, কারণ সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি আত্মারই হয়ে থাকে। পাত্রস্থিত দুধ এবং চাল আগনের তাপে আপনা থেকেই উত্তপ্ত হয় এবং তার ফলে চালের অন্তরভাগ সিদ্ধ হয়। তেমনিই, দেহের দুঃখ এবং সুখ ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মাকে প্রভাবিত করে। আত্মা এই অবস্থা থেকে অন্যসত্ত্ব থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

মহারাজ রত্নগণ যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সত্য, কিন্তু তা হয় দেহের প্রতি আসক্তির ফলে। বলা যেতে পারে যে, গাড়িতে বসে যে ব্যক্তি গাড়ি চালাচ্ছেন, তিনি অবশ্যই গাড়ি থেকে ভিন্ন, কিন্তু গাড়িটির কোন ক্ষতি হলে, গাড়িটির মালিকও গাড়িটির প্রতি তাঁর অত্যন্ত আসক্তির ফলে কেননা অনুভব করেন। প্রকৃতপক্ষে গাড়িটির ক্ষতির সঙ্গে গাড়িটির মালিকের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু যেহেতু মালিক গাড়িটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাই সেই সম্পর্কে তিনিও সুখ এবং দুঃখ অনুভব করেন। এই অবস্থার নিরসন করা সম্ভব গাড়িটির প্রতি আসক্তি প্রত্যাহার করার ফলে। তখন গাড়িটির কোন ক্ষতি হলেও মালিক তাতে সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করবেন না। তেমনিই, দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের

শ্লোক ২৩] জড় ভরতের সঙ্গে মহারাজ রত্নগণের সাক্ষাৎ

৩১৭

সঙ্গে আত্মার কোন প্রকৃত সম্পর্ক নেই, কিন্তু অজ্ঞানতাবশত সে তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, এবং তার ফলে দেহের সুখ এবং দুঃখের মাধ্যমে সে সুখ এবং দুঃখ অনুভব করে।

শ্লোক ২৩

শান্তাভিগোপ্তা নৃপতিঃ প্রজানাম্

যঃ কিঙ্করো বৈ ন পিনষ্টি পিষ্টম্ ।

স্বধর্মমারাদনমচ্যুতস্য

যদীহমানো বিজহাত্যদৌঘম্ ॥ ২৩ ॥

শান্তা—শাসক; অভিগোপ্তা—পিতার মতো প্রজাদের শুভাকাঙ্ক্ষী; নৃপতিঃ—রাজা; প্রজানাম্—প্রজাদের; যঃ—যিনি; কিঙ্করঃ—ভূতা; বৈ—বাস্তবিকপক্ষে; ন—না; পিনষ্টি পিষ্টম্—পিষ্ট বস্তুকে পেচন করা; স্বধর্মম্—স্বধর্ম; আরাদনম্—পূজা করে; অচ্যুতস্য—ভগবানের; যৎ—যা; ইহমানঃ—অনুষ্ঠান করে; বিজহাতি—মুক্ত; অদৌঘম্—সর্বপ্রকার পাপকর্ম থেকে।

অনুবাদ

হে মহাদেশ্য, আপনি বলেছেন রাজা এবং প্রজা অথবা প্রভু এবং ভূতের মধ্যে যে সম্পর্ক তা নিত্য নয়, কিন্তু যদিও এই সম্পর্ক অনিত্য তবুও কেউ যখন রাজার পদ গ্রহণ করেন, তখন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের শাসন করা এবং আইন লঙ্ঘনকারীদের দণ্ডন করা। তাদের দণ্ডন করে তিনি প্রজাদের রাজ্যের আইন মেনে চলার শিক্ষা দেন। পুনরায়, আপনি বলেছেন যে, মুক্ত এবং বধির ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়া পিষ্ট বস্তুকে পেচন করার মতো; অর্থাৎ, তার ফলে কোন লাভ হয় না। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের নির্দেশ অনুসারে তাঁর স্বধর্মে যুক্ত থাকেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর পাপকর্মের লাঘব হয়। অতএব কাউকে যদি বলপূর্বক তাঁর স্বধর্মে নিযুক্ত করা হয়, তার ফলে তাঁর মঙ্গল হয়, কারণ তখন তাঁর সমস্ত পাপ থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

মহারাজ রত্নগণের এই যুক্তিটি অত্যন্ত উপযুক্ত। ভক্তিরসামৃতসিদ্ধিতে (১/২/৪) শ্রীল রূপ গোখামী বলেছেন, তস্মাৎ কেনাপুণ্যায়ন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়ে—

যে কোন ভাবেই হোক না কেন মনকে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই কৃষ্ণের নিত্য দাস, কিন্তু বিশ্বস্তির ফলে জীব মায়ায় নিত্য দাসত্ব বরণ করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে মায়ায় দাসত্ব করে, ততক্ষণ সে সুখী হতে পারে না। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষদের কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করা। তা তাদের সমস্ত জড় কলুষ এবং পাপকর্ম থেকে মুক্ত করবে। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (৪/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—বীতরাগভয়ক্লেষণা। জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে, আমরা ভয়, ক্রোধ ইত্যাদির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারব। তপশ্চর্যায় ফলে জীব পবিত্র হয় এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হয়। রাজার কর্তব্য হচ্ছে এমনভাবে তাঁর প্রজাদের শাসন করা, যাতে তারা কৃষ্ণভাবনায় হতে পারে। তার ফলে সকলেরই মঙ্গল হয়। দুর্ভাগ্যবশত রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানেরা জনসাধারণকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করার পরিবর্তে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক কার্যকলাপে অনুপ্রাণিত করেছে, এবং তা অবশ্যই কখনও কারো মঙ্গলসাধন করতে পারে না। রাজা রত্নগঞ্জ জড় ভরতকে তাঁর শিবিকা বহনকার্যে নিযুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, যা ছিল রাজার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক কার্য। কিন্তু, কেউ যদি ভগবানের শিবিকা বহন কার্যে যুক্ত হন, তাহলে তাঁর পক্ষে তা অবশ্যই মঙ্গলজনক। এই ভগবদ্ভিষ্মক সভাতায়, কোন না কোন মতে রাষ্ট্রপ্রধানেরা যদি জনসাধারণকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন অথবা তাদের কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করেন, তাহলে তাঁরা প্রজাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল সাধন করতে পারেন।

শ্লোক ২৪

তস্মৈ ভবান্নরদেবভিমান-

মদেন তুচ্ছীকৃতসন্তমস্য।

কৃষীষ্ট মৈত্রীদূশমার্তবন্ধো

যথা তরে সদবধানমহংঃ ॥ ২৪ ॥

তৎ—অতএব; মে—আমাকে; ভবান্—আপনি; নরদেব-অভিমান-মদেন—রাজার দেহ প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে উন্নত; তুচ্ছীকৃত—যে অপমান করেছে; সৎ-ভমসা—আপনার মতো শ্রেষ্ঠ মানুষের; কৃষীষ্ট—দয়া করে প্রদর্শন করুন; মৈত্রীদূশম্—বন্ধুরূপে আপনার অহৈতুকী কৃপা; আর্ভ-বন্ধো—হে নীনবন্ধু; যথা—যেমন; তরে—আমি মুক্ত হতে পারি; সৎ-অবধানম্—আপনার মতো একজন মহাপুরুষকে উপেক্ষা করে; অহং—পাপ।

অনুবাদ

আপনি যা বলেছেন তা আমার কাছে বিপরীত বলে মনে হচ্ছে। হে আর্ভবন্ধু, আমি রাজা হওয়ার অভিমানে মত্ত হয়ে আপনার মতো পরম ভাগবতকে অপমান করে মহা অপরাধ করেছি। তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, দয়া করে আপনি আমার প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করুন। তাহলেই কেবল আমি এই অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারব।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, বৈষ্ণব অপরাধের ফলে সমস্ত পারমার্থিক কার্য নষ্ট হয়ে যায়। বৈষ্ণব অপরাধকে 'হাতি মাতা' অপরাধ বলা হয়। কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তোলা বাগানকে মত্ত হস্তী সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে ফেলতে পারে। কেউ ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তর প্রাপ্ত হতে পারেন, কিন্তু কোনক্রমে যদি বৈষ্ণব-অপরাধ হয়ে যায়, তাহলে সবকিছু ধসে পড়বে। অজ্ঞাতসারে মহারাজ রত্নগঞ্জ জড় ভরতের চরণে অপরাধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সং-বুদ্ধির ফলে তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। বৈষ্ণব-অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার এটিই হচ্ছে উপায়। কৃষ্ণভক্ত অত্যন্ত সরল এবং স্বভাবতই কৃপালু। তাই যদি কখনও বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত, যাতে পারমার্থিক উন্নতি প্রতিহত না হয়।

শ্লোক ২৫

ন বিক্রিয়া বিশ্বসুহৃৎসম্বসা

সামোন বীতাভিমতেস্তবাপি।

মহদ্বিমানাং স্বকৃতাদ্বি মাদৃঙ্

নশ্চ্যতাদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥ ২৫ ॥

ন—না; বিক্রিয়া—বিকার; বিশ্ব-সুহৃৎ—সকলের বন্ধু ভগবানের; সম্বসা—বন্ধু আপনার; সামোন—আপনার সমদর্শিতার ফলে; বীতাভিমতেঃ—যিনি দেহাত্মবুদ্ধি সর্বতোভাবে ত্যাগ করেছেন; তব—আপনার; অপি—বস্তুতপক্ষে; মহৎ-বিমানাং—মহৎ ভক্তকে অপমান করার ফলে; স্বকৃতাতং—আমার কার্যের ফলে; হি—নিশ্চিতভাবে; মাদৃক্—আমার মতো ব্যক্তি; নশ্চ্যতি—কিন্তু হবে; অদূরাং—অচিরে; অপি—নিশ্চিতভাবে; শূলপাণিঃ—শিবের মতো শক্তিশালী হলেও।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি সমস্ত জীবের পরম সুহৃৎ ভগবানের সখা। তাই আপনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, এবং আপনি দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত। আমি যে আপনাকে অপমান করেছি, তাতে যদিও আপনার কোন বিকার হয়নি, তবুও সেই অপরাধের ফলে আমার মতো ব্যক্তি যদি শিবের মতোও শক্তিশালী হয়, তাহলেও অচিরেই বিনষ্ট হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

মহারাজ রত্নগুণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন, এবং বৈষ্ণব অপরাধের অশুভ পরিণতির কথা তিনি ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি জড় ভরতের কাছে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে অনুরোধ করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁকে ক্ষমা করেন। মহারাজ রত্নগুণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, বৈষ্ণবের পাদপদ্মে যাতে অপরাধ না হয়, সেই সত্বকে সকলেরই অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে (মধ্য ১৩) বলেছেন—

শূলপাণিসম যদি ভক্তনিন্দা করে ।

ভাগবত প্রমাণ—তথাপিহ শীঘ্র মরে ॥

হেন বৈষ্ণব নিদে যদি সর্বজ্ঞ হই' ।

সেই জনের অধঃপাত—সর্ব শাস্ত্রে কই ॥

“কেউ যদি শূলপাণি শিবের মতোও শক্তিশালী হন, তবুও বৈষ্ণব অপরাধের ফলে তাঁর চিন্ময় স্থিতি থেকে অধঃপতন হবে। সেটিই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের প্রমাণ।” তিনি চৈতন্য-ভাগবতে (মধ্য ২২) আরও বলেছেন—

বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যার গণ ।

তার রক্ষা-সামর্থ্য নাহিক কোন জন ॥

শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবের নিদে ।

তথাপিহ নাশ যায়,—কহে শাস্ত্রবদে ॥

ইহা না মানিয়া যে সৃজন-নিন্দা করে ।

জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে ॥

“যে ব্যক্তি বৈষ্ণবের নিন্দা করে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। শিবের মতো শক্তিশালী ব্যক্তিও যদি বৈষ্ণবের নিন্দা করেন, তাহলে তিনিও অবশ্যই বিনষ্ট হবেন।

সেটিই সমস্ত শাস্ত্রের বাণী। কেউ যদি শাস্ত্রের উপদেশ না মেনে বৈষ্ণবের নিন্দা করে, তাহলে সেই জন্য তাকে জন্মে জন্মে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হবে।”

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের, ‘জড় ভরতের সঙ্গে মহারাজ রত্নগুণের সাক্ষাৎ’ নামক দশম অধ্যায়ের ভক্তিবাদোক্ত তাৎপর্য।

একাদশ অধ্যায়

মহারাজ রহুগণের প্রতি জড় ভরতের উপদেশ

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মজ জড় ভরত মহারাজ রহুগণকে বিশদভাবে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি রাজাকে বলেছেন, “আপনি বিজ্ঞ নন, তবুও আপনার জ্ঞানের গর্বে গর্বিত হয়ে আপনি বিজ্ঞের মতো কথা বলছেন। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি চিন্ময় স্তরে অবস্থিত, তিনি পারমার্থিক প্রগতির প্রতিবন্ধক লৌকিক ব্যবহারের বহমানন করেন না। লৌকিক ব্যবহার কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত, যা জাগতিক সুখ-সুবিধা বিষয়ক। এই সমস্ত কর্মের দ্বারা কেউ কখনও পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারেন না। বহু জীব জড়া প্রকৃতির স্তরের বশীভূত, এবং তার ফলে সে কেবল জড়-জাগতিক লাভ-ক্ষতি এবং শুভ-অশুভ ইত্যাদি জড় বিষয়েরই চিন্তা করে। পদ্মান্তরে থাকা যায় যে, ইন্ড্রিয়সমূহের নেতা মন জন্ম-জন্মান্তর ধরে কেবল জড়-জাগতিক কার্যকলাপের বিষয়েই মগ্ন। তার ফলে জীব একের পর এক বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়ে জড়-বন্ধন জনিত ক্রেশ ভোগ করে। লৌকিক ব্যবহারের ভিত্তিই হচ্ছে মনোবর্ধ। কারোর মন যদি এই সমস্ত কার্যকলাপে মগ্ন থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই এই জড় জগতে আবদ্ধ থাকতে হয়। মনের বৃত্তি একাদশ প্রকার; কেউ কেউ বলেন দ্বাদশ প্রকার। এই একাদশ চিত্তবিকার আবার শত-সহস্ররূপে প্রকাশ পায়। কৃষ্ণভক্তি-বিহীন ব্যক্তিরই এই সমস্ত মানসিক বিকারের অধীন হয়ে মায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানসিক বিকার থেকে মুক্ত জীবই শুদ্ধ চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হন, যেই স্তরে কোন জড় কলুষ নেই। ক্ষেত্রজ দুই প্রকার—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। পরমাত্মার চরম উপলব্ধি হচ্ছে বাসুদেব বা কৃষ্ণ। তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে, তাদের সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম আশ্রয়। কেউ যখন সাধারণ মানুষদের অসংখ্য থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হন, তখন তিনি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর নিজস্ব সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এইভাবে জীব সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করতে পারেন। বদ্ধ জীবনের কারণ হচ্ছে বহিরঙ্গা শক্তির প্রতি আসক্তি। মনকে জয় করতে না পারলে, কখনও জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে

মুক্ত হওয়া যায় না। যদিও মনের কার্যকলাপের কোন মূল্য নেই, তবুও তার প্রভাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। মনকে সংযত করতে কখনও অবহেলা করা উচিত নয়। মনকে প্রশয় দিলেই তা এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, তৎক্ষণাৎ স্বরূপ বিস্মৃতি হয়। জীব যখন ভুলে যায় যে, সে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তার একমাত্র ধর্ম, তখন জড় প্রকৃতির প্রভাবে তার সর্বনাশ হয় এবং সে ইঞ্জিরের দাসে পরিণত হয়। ভগবান এবং তাঁর ভক্তের সেবারূপ ভরবারিয়ার দ্বারা মনকে সংহার করতে হয় (ওরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ)।"

শ্লোক ১

ব্রাহ্মণ উবাচ

অকোবিদঃ কোবিদবাদবাদান্

বদস্যোহো নাতিবিদাং বরিষ্ঠঃ ।

ন সুর্যো হি ব্যবহারমেনং

তত্ত্বাবমর্শেন সহামনন্তি ॥ ১ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ—ব্রাহ্মণ বললেন; অকোবিদঃ—অজ্ঞ; কোবিদ-বাদ-বাদান্—বিজ্ঞের মতো কথা; বদসি—তুমি বলছ; অপো—অতএব; ন—না; অতি-বিদাম্—যাঁরা অত্যন্ত বিদ্বান; বরিষ্ঠঃ—শ্রেষ্ঠ; ন—না; সুর্যঃ—তেমন বিজ্ঞ ব্যক্তি; হি—নিশ্চিতভাবে; ব্যবহারম্—জাগতিক এবং লৌকিক আচরণ; এনম্—এই; তত্ত্ব—তত্ত্ব; অবমর্শেন—বুদ্ধির দ্বারা সুস্থ বিচার করে; সহ—সঙ্গে; আহমন্তি—আলাচনা করে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ জড় ভরত বললেন—হে রাজন, যদিও আপনি বিজ্ঞ নন, তবুও আপনি বিজ্ঞের মতো কথা বলছেন। অতএব আপনি বিজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নন। অভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও আপনার মতো প্রভুভূত্যা অথবা জড় সুখ-দুঃখের সম্পর্কের কথা বলেন না। এইগুলি কেবল বাহ্যিক কার্যকলাপ। তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধিত অভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও এইভাবে কথা বলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে এইভাবে তিরস্কার করেছিলেন। অশোচ্যানবশোচকং প্রজাবাদান্তে ভাষসে—“তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, অথচ সেই সঙ্গে যে বিষয়ে

শোক করা উচিত নয়, সেই বিষয়ে শোক করছ।” (ভগবদ্গীতা ২/১১) তেমনই, মানুষের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৯.৯ ভাগ ব্যক্তিই প্রাজ্ঞের মতো উপদেশ দেয়, কিন্তু তারা অজ্ঞানশূন্য। তাই তারা যা বলে তা শিশুর প্রলাপের মতো। তার ফলে তাদের কথায় কোন গুরুত্ব দেওয়া যায় না। কৃষ্ণ অথবা তাঁর ভক্তের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে হয়। কেউ যদি সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কথা বলেন, অর্থাৎ দিব্য জ্ঞানের ভিত্তিতে কথা বলেন, তাহলে তাঁর সেই বাণী যথার্থই মূল্যবান। বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবী মুর্থ মানুষে পূর্ণ। ভগবদ্গীতায় এদের বলা হয়েছে মুঢ়। তারা মানব সমাজের উপর আধিপত্য করতে চায়, কিন্তু যেহেতু তারা তত্ত্বজ্ঞানহীন, তাই আজ সারা পৃথিবী জুড়ে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে। এই দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে হলে, কৃষ্ণভক্ত হতে হবে এবং কণ্ড ভরত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং কপিলাদেবের মতো মহাত্মাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। জড়-জাগতিক জীবনের সমস্ত সমস্যা সমাধান করার এটিই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

শ্লোক ২

ততৈব রাজমুরুগার্হমেশ-

বিতানবিদ্যোরবিজ্ঞন্তিতেষু ।

ন বেদবাদেষু হি তত্ত্ববাদঃ

প্রায়েণ শুদ্ধো নু চকান্তি সাধুঃ ॥ ২ ॥

তথা—অতএব; এব—বস্তুতপক্ষে; রাজন—হে রাজন; উরুগার্হ-মেশ—গার্হস্থ্য-জীবন সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান; বিতান-বিদ্যা—বিত্তারশীল বিদ্যা; উরু—অত্যন্ত; বিজ্ঞন্তিতেষু—যারা আগ্রহী তাদের মধ্যে; ন—না; বেদ-বাদেষু—যাঁরা বেদের বাণী বলেন; হি—নিশ্চিতভাবে; তত্ত্ব-বাদঃ—আত্ম-তত্ত্ববিজ্ঞান; প্রায়েণ—প্রায় সর্বদা; শুদ্ধঃ—সমস্ত কলুষিত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত; নু—নিঃসন্দেহে; চকান্তি—প্রতীত হয়; সাধুঃ—উন্নত স্তরের ভক্ত।

অনুবাদ

হে রাজন, প্রভুভূত্যা, রাজা-প্রজা ইত্যাদির প্রসঙ্গে যে কথা তা কেবল জড়-জাগতিক বিষয়ের কথা। যারা বেদবিহিত জড় কার্যকলাপে আগ্রহী, তারা কেবল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি প্রত্যাশা থেকে সন্তুষ্ট থাকে। এই প্রকার ব্যক্তিদের অবশ্যই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে বেদবাদ এবং তত্ত্ববাদ শব্দ দুটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবদ্গীতার বর্ণনা অনুসারে, যারা কেবল বেদের প্রতি আসক্ত অথচ বেদ বা বেদান্ত-সূত্রের উদ্দেশ্য হৃদয়সম করতে পারে না, তাদের কলা হয় বেদবানরতাঃ।

যামিমাং পুষ্টিতাং বাচং প্রবদন্ত্যপিপশিতঃ ।

বেদবানরতাঃ পার্থ নান্দন্তীতি বাদিনঃ ॥

কামাজ্ঞানঃ স্বর্গপরা জগদকর্মফলপ্রসন্ম ।

ক্রিয়াবিশেষ্যবহলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥

"অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা বেদের আলঙ্কারিক বাক্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, যাতে স্বর্ণলোকে উন্নতি, উচ্চকূলে জন্ম, ঐশ্বর্যভোগ ইত্যাদি নানা প্রকার সকা মর্মের বিধান রয়েছে। ইন্দ্রিয় সুখভোগ এবং ঐশ্বর্যের বাসনার ফলে তারা বলে যে, তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই।" (ভগবদ্গীতা ২/৪২-৪৩)

বেদবানরত ব্যক্তির সাধারণত কর্মকাণ্ডের প্রতি আসক্ত হয়ে, বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। তার ফলে তারা উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়। তারা সাধারণত চাতুর্মাস্য আদি ব্রত অনুষ্ঠান করে। অক্ষয়্যাহে বৈ চাতুর্মাস্যযজিনঃ সূকৃতং ভবতি—যারা চাতুর্মাস্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তারা পুণ্য অর্জন করে। পুণ্য অর্জনের ফলে মানুষ উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারে (উর্ধ্ব গচ্ছন্তি সর্বহাঃ)। কিছু মানুষ উন্নততর জীবন লাভের উদ্দেশ্যে বেদের কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে। অন্য কেউ আবার যুক্তি প্রদর্শন করে যে, তা বেদের উদ্দেশ্য নয়। তদ যথৈবেহ কর্মজিতঃ লোকঃ কীর্য়তে এবমেবমূত্র পুণ্যজিতঃ লোকঃ কীর্য়তে। এই জগতে কেউ সম্রাট কূলে জন্মগ্রহণ করে, বিদ্যা অর্জন করে, সুন্দর শরীর লাভ করে অথবা অনেক ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হয়ে জাগতিক উন্নতি লাভ করতে পারে। এওলি পূর্ব জীবনে অর্জিত পুণ্যের ফল। কিন্তু পুণ্যকর্মের সঞ্চয় শেষ হয়ে গেলে, এওলিও শেষ হয়ে যাবে। আমরা যদি পুণ্যকর্মের প্রতি আসক্ত হই, তাহলে পরবর্তী জীবনে এই ধরনের জাগতিক সুযোগ-সুবিধাওলি লাভ করতে পারি অথবা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারি। কিন্তু কোন এক সময়ে আবার তা শেষ হয়ে যাবে। কীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকে বিশ্রুতি (ভগবদ্গীতা ৯/২১)—পুণ্যকর্মের সঞ্চয় যখন শেষ হয়ে যায়, তখন আবার এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগবদ্গীতায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বেদেস্ত নবৈরহমেব বেদাঃ—বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। যারা বেদবাদী তাদের জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে উন্নত

নয়, আর যারা জ্ঞানকাণ্ডের অনুগামী ব্রহ্মবাদী, তারাও বেদের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়সম করতে পারে না। কিন্তু কেউ যখন উপাসনাকাণ্ডের স্তরে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন, তিনিই পূর্ণরূপে বৈদিক জ্ঞান হৃদয়সম করতে পেরেছেন (আরাধনান্যং সর্বেষাম্ বিশেষ্যারাদনং পরম্)। বেদে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কথা অবশ্যই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সেই সমস্ত অনুষ্ঠান নিকৃষ্ট স্তরের, কারণ সেই সমস্ত অনুষ্ঠানকারীরা জানে না যে, চরম লক্ষ্য হচ্ছেন বিষ্ণু। (ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং)। কেউ যখন বিশেষ্যারাদনম্ অথবা ভক্তিবোধের স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি লাভ করেন। তা না হলে, বেদের ভাষায় তারা তত্ত্ববাদী নয়, তারা বেদবাদী—তারা বৈদিক নির্দেশের অঙ্গ অনুগামী। বেদবাদী যতক্ষণ পর্যন্ত না তত্ত্ববাদী হন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারেন না। তত্ত্ব উপলব্ধিও হয় তিন স্তরে—ব্রহ্মেতি পরমায়েতি ভগবানীতি শব্দ্যতে। তত্ত্ব উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও, যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা বিষ্ণুতত্ত্বের আরাধনা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ হয় না। বহুনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে—বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, যিনি প্রকৃত জ্ঞানবান তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন। অতএব মূল কথা হচ্ছে যে, অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা তাদের সীমিত জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবান, পরমাত্মা অথবা ব্রহ্মকে জানতে পারে না, কিন্তু বেদ অধ্যয়ন করার পর পরমতত্ত্ব হৃদয়সম করার মাধ্যমে কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন, তিনিই পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছেন।

শ্লোক ৩

ন তস্য তত্ত্বগ্রহণায় সাক্ষাদ্

বরীয়সীরপি বাচঃ সমাসন্ ।

স্বপ্নে নিরুক্ত্যা গৃহমেধিসৌখ্যং

ন যস্য হ্যোনুমিতং স্বয়ং স্যাৎ ॥ ৩ ॥

ন—না; তস্য—তার (বেদ অধ্যয়নকারীর); তত্ত্ব-গ্রহণায়—বৈদিক জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভের জন্য; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; বরীয়সীঃ—পরম শ্রেষ্ঠ; অপি—যদিও; বাচঃ—বেদের বাণী; সমাসন্—যথেষ্ট পরিমাণে হয়; স্বপ্নে—স্বপ্নে; নিরুক্ত্যা—দৃষ্টান্তের দ্বারা; গৃহ-মেধি-সৌখ্যম্—এই জড় জগতের সুখ; ন—না; যস্য—যার; হ্যেয়-অনুমিতম্—নিকৃষ্ট বলে মনে হয়; স্বয়ম্—আপনা থেকেই; স্যাৎ—হয়।

অনুবাদ

স্বপ্নদৃষ্ট ভোগ্যবস্তুর মিথ্যাত্ব বা নিরর্থকতা যেমন আপনা থেকেই অনুভূত হয়, তেমনই এই পৃথিবীতে অথবা স্বর্গলোকে এই জীবনের বা পরবর্তী জীবনের যে, সুখ, তা অবশেষে তুচ্ছ বলে উপলব্ধি করা যায়। কেউ যখন তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তখন বেদ তত্ত্বজ্ঞানের এক অপূর্ব উৎস হওয়া সত্ত্বেও, যথেষ্ট নয় বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/৪৫) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, বেদে যে প্রকৃতির তিনগুণ বিষয়ক জড় কার্যকলাপের কথা বলা হয়েছে তা অতিক্রম করতে (ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিক্লেওণ্যো ভবাজুন)। বেদ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণাধিকার কার্যকলাপের অতীত হওয়া। জড় জগতে অবশ্য সত্ত্বগুণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়, এবং সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়া যায়। কিন্তু, সেটি পরম সিদ্ধি নয়। সত্ত্বগুণের স্তরও যে যথেষ্ট নয় তা বুঝতে হবে। কেউ স্বপ্ন দেখতে পারে যে, সে রাজা হয়েছে এবং সুন্দরী স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাসহ তার একটি অত্যন্ত সুখী পরিবার রয়েছে, কিন্তু যেই দুম ভেঙ্গে যায়, তখনই তা সব মিথ্যায় পর্ববসিত হয়। তেমনই, যিনি আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভের প্রয়াসী, তাঁর কাছে সমস্ত জড় সুখ অব্যাহিত। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, কোন প্রকার জড় সুখই তার কামা নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তত্ত্বজ্ঞান লাভের স্তরে উন্নীত হতে পারে না। কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগীরা কোন না কোন প্রকার জড় সুখের প্রয়াসী। কর্মীরা দেহসুখের জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, জ্ঞানীরা কর্মবিদ্যন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার জন্য জন্ম-মরণ করে, আর যোগীরা নানা প্রকার যোগসিদ্ধি বা ভেলকিবাজি দেখাবার ক্ষমতা লাভ করার প্রয়াসী। তারা সকলেই জড়-জাগতিক সাফল্য লাভের চেষ্টা করছে, কিন্তু ভক্ত অনার্যাসে ভগবদ্ভক্তির নির্গুণ স্তরে উন্নীত হন, এবং তার ফলে কর্ম, জ্ঞান এবং যোগের ফল ভক্তের কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই ভক্তই কেবল প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, অনার্য নয়। জ্ঞানীদের হিত অক্যা কর্মীদের থেকে ভাল, কিন্তু সেই হিতও অত্যন্ত তুচ্ছ। জ্ঞানীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্ত হওয়া, এবং মুক্তি লাভের পর তারা ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হতে পারে (মহাভক্তি লভতে পরম)।

শ্লোক ৪

যাবদ্যনো রজসা পুরুষস্য

সত্ত্বেন বা তমসা বানুরুদ্ধম্ ।

চেতোভিরাকৃতিভিরাতনোতি

নিরদ্ধুংশ কুশলং চেতরং বা ॥ ৪ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; মনঃ—মন; রজসা—রজোগুণের দ্বারা; পুরুষস্য—জীবের; সত্ত্বেন—সত্ত্বগুণের দ্বারা; বা—অথবা; তমসা—তমোগুণের দ্বারা; বা—অথবা; অনুরুদ্ধম্—নিয়ন্ত্রিত; চেতোভিঃ—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা; আকৃতিভিঃ—কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা; আতনোতি—বিস্তার করে; নিরদ্ধুশম্—অধুশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় যে মত্ত হস্তী তার মতো; কুশলম্—মঙ্গল; চ—ও; ইতরম্—যা মঙ্গলজনক নয় অর্থাৎ পাপকর্ম; বা—অথবা।

অনুবাদ

জীবের মন যতক্ষণ জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা (সত্ত্ব, রজ এবং তম) কলুষিত থাকে, ততক্ষণ তার মন ঠিক একটি মত্ত হস্তীর মতো স্বতন্ত্র হয়ে, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা পাপ এবং পুণ্যকর্মের ক্ষেত্র বিস্তার করে। তার ফলে জীব তার কর্মের ফলস্বরূপ সুখ এবং দুঃখ ভোগ করার জন্য জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে যে, পাপকর্ম এবং পুণ্যকর্ম উভয়ই ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক। ভক্তির অর্থ হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি, কিন্তু পাপ এবং পুণ্যকর্মের ফল হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন। মন যদি বেদোক্ত পুণ্যকর্মের দ্বারা মেহিত হয়, তাহলে চিরকাল অজ্ঞানের অন্ধকারেই আচ্ছন্ন থাকতে হয়, এবং তখন আর চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তমোগুণ থেকে রজোগুণে অথবা রজোগুণ থেকে সত্ত্বগুণে চেতনার পরিবর্তন সাধনের ফলে প্রকৃতপক্ষে সমস্যার সমাধান হয় না। ভগবদ্গীতায় (১৪/২৬) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, স ওণাম্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে । অবশ্যই চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে হবে, তা না হলে জীবনের উদ্দেশ্য কখনই সাফল্যমণ্ডিত হবে না।

শ্লোক ৫

স বাসনায়া বিষয়োপরন্তো

ওণপ্রবাহো বিকৃতঃ ষোড়শায়া ।

বিভ্রং পৃথঙ্নামভি রূপভেদ-

মন্তবহিষ্টং চ পুরৈত্তনোতি ॥ ৫ ॥

সঃ—তা; বাসনা—বহু কামনাপূর্ণ; আয়া—মন; বিষয়-উপরন্তঃ—জড় সৃষ্টভোগের প্রতি আসক্ত; ওণ-প্রবাহঃ—সদৃশ, রজ অথবা তমোগুণের দ্বারা চালিত; বিকৃতঃ—কাম আদির পরিণাম; ষোড়শ-আয়া—জড়া প্রকৃতির বোলটি মুখ্য উপাদান (পঞ্চ মহাভূত, দশ ইন্দ্রিয় এবং মন); বিভ্রং—ভ্রমণ করতে করতে; পৃথঙ্নামভিঃ—পৃথক নামের দ্বারা; রূপ-ভেদম্—বিভিন্ন রূপ ধারণ করে; অন্তঃ-বহিষ্টম্—সব চাইতে উৎকৃষ্ট বা সব চাইতে নিকৃষ্ট; চ—এবং; পুরৈঃ—বিভিন্ন প্রকার দৈহিক রূপের দ্বারা; তনোতি—প্রকাশ করে।

অনুবাদ

মন যতক্ষণ পাপ এবং পুণ্যকর্মের বাসনায় মগ্ন থাকে, ততক্ষণ তা স্বাভাবিকভাবেই কাম, ক্রোধ আদির দ্বারা বিকারগ্রস্ত হয়। এইভাবে, তা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ মন সদৃশ, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত—এই ষোড়শ উপাদানের মধ্যে মন হচ্ছে প্রধান। তাই মনেরই জন্য দেব, নর, পশু, তির্যক্ আদি বিভিন্ন প্রকার শরীর লাভ হয়। উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট স্তরের মনের স্থিতি অনুসারে জীবের জড় দেহ লাভ হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে মন কলুষিত হওয়ার ফলে, জীবকে চুয়াশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে দেহান্তরিত হতে হয়। মনের প্রভাবে আত্মা পুণ্য অথবা পাপকর্মের অধীন হয়। জড় অস্তিত্ব ভবসমুদ্রের তরঙ্গ হাবুড়বু হাওয়ার মতো। সেই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, মিছে মায়ার বশে যাচ্ছে ভেসে, যাচ্ছে হাবুড়বু ভাই। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবদ্গীতাতোও বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মসি সর্বশঃ ।

অহঙ্কারবিন্দ্যায়া কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

শ্লোক ৬]

মহারাজ রত্নাঙ্গের প্রতি জড় ভরতের উপদেশ

৩৩১

“জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে মোহিত হয়ে, বন্ধ জীব নিজেকে সমস্ত কার্যের কর্তা বলে মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত কার্য সাধিত হয় জড়া প্রকৃতির দ্বারা।”

(ভগবদ্গীতা ৩/২৭)

জড়-জাগতিক অস্তিত্বের অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। মন জড়া প্রকৃতির আদেশ অস্বীকার করার কেন্দ্র। এইভাবে জীব বিভিন্ন প্রকার শরীরে অনাদিকাল ধরে দেহান্তরিত হচ্ছে।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহিষ্টম্ ।

অন্তএব মায়্য তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

(চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যলীলা ২০/১১৭)

কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে, জীব জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অনাদিকাল ধরে সংসার-দুঃখে ভোগ করছে।

শ্লোক ৬

দুঃখং সুখং ব্যতিরিক্তং চ তীত্রং

কালোপপন্নং ফলমাব্যনস্তি ।

আলিস্য মায়ারচিতান্তরাষ্ট্রা

স্বদেহিং সংসৃতিচক্রকূটঃ ॥ ৬ ॥

দুঃখম্—পাপকর্মের ফলস্বরূপ দুঃখ; সুখম্—পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ সুখ; ব্যতিরিক্তম্—মোহ; চ—ও; তীত্রম্—অত্যন্ত কঠোর; কাল-উপপন্নম্—কালক্রমে প্রাপ্ত; ফলম্—কর্মের ফল; অব্যনস্তি—সৃষ্টি করে, আলিস্য—আলিঙ্গন করে; মায়ারচিত—জড়া প্রকৃতি কর্তৃক সৃষ্ট; অন্তঃ-আত্মা—মন; স্ব-দেহিং—জীব স্বয়ং; সংসৃতি—সংসারের; চক্র-কূটঃ—যা জীবকে চক্রে নিষ্কেপ করে ছলনা করে।

অনুবাদ

মায়ার রচিত মন জীবকে আচ্ছন্ন করে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করায়। তাকে বলা হয় সংসার-চক্র। এই মনের কারণে জীব জড় জগতের দুঃখ এবং সুখ ভোগ করে। জীবকে এইভাবে মোহাচ্ছন্ন করে মন পাপ এবং পুণ্যকর্মের ফলসমুহ সৃষ্টি করে এবং তার ফলে আত্মা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

এই সংসারে প্রকৃতির বশীভূত হয়ে মনের কার্যকলাপ স্থব এবং দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টি করে। মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে, জীব বিভিন্ন উপাধির অধীনে চিরকাল বদ্ধ জীবন যাপন করে। এই প্রকার জীবনের বন্ধ্যা হয় নিত্যবদ্ধ জীব। মূল কথা হচ্ছে, মন বদ্ধ জীবনের কারণ; তাই সমস্ত যৌগিক পন্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযম। মন যদি সংযত হয়, তাহলে ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই সংযত হয়ে যায়, এবং তার ফলে আত্মা পাপ এবং পুণ্যকর্মের ফল থেকে উদ্ধার পায়। মন যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপঙ্খের সেবায় যুক্ত হয় (স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ), তাহলে ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়, তখন জীব স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণভাবনাময় হয়। কেউ যখন সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তখন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগীতে পরিণত হন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—যোগিনামপি সর্বোৎকৃষ্টমদগতেনাভ্যাসত। এই অন্তর্যাসী মন জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত। সেই সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে, মায়ারচিত্তাভ্যাসা স্বদেশিং সংসৃতিচক্রকূটঃ—মন সব চাইতে শক্তিশালী হওয়ার ফলে, জীবকে আচ্ছাদিত করে সংসার সমুদ্রের তরঙ্গে নিক্ষেপ করে।

শ্লোক ৭

তাবানয়ং ব্যবহারঃ সদাবিঃ

ক্ষেত্রজস্যাক্ষো ভবতি স্থূলসূক্ষ্মঃ ।

তস্মান্মনো লিপ্সমদো বদন্তি

গুণাণ্ডগতস্য পরাবরস্য ॥ ৭ ॥

তাবান্—ততকণ পর্যন্ত; অয়ম্—এই; ব্যবহারঃ—কৃত্রিম উপাধি (স্থূল, কৃশ অথবা দেবতা বা মানুষ); সদা—সর্বদা; আবিঃ—প্রকাশ করে; ক্ষেত্রজঃ—জীবের; সাক্ষাঃ—সাক্ষাৎ; ভবতি—হয়; স্থূল-সূক্ষ্মঃ—স্থূল এবং সূক্ষ্ম; তস্মাৎ—অতএব; মনঃ—মন; লিপ্সম্—কারণ; অদঃ—এই; বদন্তি—ভাষা বলে; গুণ-অণ্ডগতস্য—জড়া প্রকৃতির গুণ যুক্ত হয়ে অথবা যুক্ত হয়ে; পর-অবরস্য—উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট জীবন।

অনুবাদ

মন জীবকে এই সংসারে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করায়, এবং তার ফলে জীব মানুষ, দেবতা, স্থূল, কৃশ ইত্যাদি অবস্থা অনুভব করে। পণ্ডিতেরা বলেন যে, দেহের আকৃতি, বন্ধন এবং মৃত্তির কারণ হচ্ছে মন।

তাৎপর্য

মন যেমন বন্ধনের কারণ, তেমনি তা মৃত্তির কারণ হতে পারে। এখানে মনকে পরাবর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পর মানে হচ্ছে লিপ্য এবং অবর মানে জড়। মন যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় (স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ), তখন তাকে বলা হয় পর। মন যখন জড় ইন্দ্রিয়সূখ ভোগে লিপ্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় অবর। বর্তমানে, আমাদের বদ্ধ অবস্থার, আমাদের মন সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়ভূক্তির চেষ্টায় মগ্ন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের দ্বারা তাকে পবিত্র করে, তার আদি কৃষ্ণভাবনাময় স্তরে তাকে নিয়ে আসা যায়। আমরা প্রায়ই বৈষ্ণব মহারাজের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি। স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োক্তোহসি বৈকুণ্ঠগণদুবর্ণনে। মনকে অবশ্যই কৃষ্ণভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কৃষ্ণের বাণী প্রচার করে, কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করে অথবা কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করে জিহ্বার সঞ্চাবহার করা যেতে পারে। সেবোদ্যুখে হি জিহ্বাদৌ—কেউ যখন ভগবানের সেবায় জিহ্বার উপযোগ করে, তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও পবিত্র হতে পারে। নারদ-পঞ্চরাত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, সর্বোপাধিনিবৃত্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্—মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি যখন পবিত্র হয়, তখন সমগ্র অস্তিত্বও পবিত্র হয়ে যায় এবং জীবের উপাধিও পবিত্র হয়। তখন আর সে নিজেকে মানুষ, দেবতা, বিভ্রাল, কুবুজ, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি বলে মনে করে না। ইন্দ্রিয় এবং মন যখন পবিত্র হয়, তখন জীব পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়ে, মৃত্তি লাভ করে ভগবদ্ভাক্তে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ৮

গুণানুরক্তং বাসনায় জাতোঃ

ক্ষেমায় নৈগুণ্যমথো মনঃ স্যাৎ ।

যথা প্রদীপো ঘৃতবর্তিমগ্নঃ

শিখাঃ সধূমা ভজতি হান্যদা স্বম্ ।

পদং তথা গুণকর্মানুবদ্ধং

বৃত্তীর্মনঃ শয়তেহন্যত্র তত্ত্বম্ ॥ ৮ ॥

গুণ-অনুরক্তম্—জড় প্রকৃতির গুণের প্রতি আসক্ত হয়ে; বাসনায়—সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য; জ্যোতঃ—জীবের; ক্ষেমায়—পরম মঙ্গলের জন্য; নৈর্ওণ্যম্—জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে; অথো—এইভাবে; মনঃ—মন; স্যাৎ—হয়; যথা—যেমন; প্রদীপঃ—প্রদীপ; যুত-বর্তিম্—যুতনিত পলিতা; অগ্নি—জ্বলন্ত; শিখাঃ—শিখা; সধুমাঃ—ধূস্রসহ; ভজতি—উপভোগ করে; হি—নিশ্চিতভাবে; অনাথা—অনাথা; স্বম্—স্বীয়; পদম্—পদ; তথা—তেমন; গুণ-কর্ম-অনুবদ্ধম্—জড় প্রকৃতির গুণ এবং কর্মের দ্বারা আবদ্ধ; বৃত্তিঃ—নানা প্রকার কার্য; মনঃ—মন; শ্রমতে—আশ্রয় গ্রহণ করে; অন্যত্র—অনাথা; তত্ত্বম্—তার প্রকৃত অবস্থা।

অনুবাদ

মন বিষয়-ভোগে আসক্ত হওয়ার ফলে, জীব সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। কিন্তু মন যখন জড় সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়, তখন তা তার মুক্তির কারণ হয়। দীপের পলতে যখন ঠিকমতো জ্বলে না তখন তা থেকে কালো ধোঁয়া বেরোয়, কিন্তু তা যখন যুতপূর্ণ হয়ে যথাযথভাবে জ্বলতে থাকে, তখন তা থেকে উজ্জ্বল ওষ্ম দীপ্তি প্রকাশিত হয়। তেমনি, মন যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, তখন তা দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়, এবং মন যখন বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হয়, তখন কৃষ্ণভাবনার দীপ্তি প্রকাশ পায়।

তাৎপর্য

তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, মনই হচ্ছে বন্ধনের কারণ আবার মুক্তির কারণ। এই জড় জগতে মনের জন্যই সকলে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে; তাই মনকে যথাযথভাবে শিখা দেওয়া বা জড় আসক্তি থেকে মুক্ত করে সর্বভোগে ভাগবানের সেবার যুক্ত করা উচিত। একে বলা হয় চিন্ময় বৃত্তি। সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—

মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তির্যোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীত্যোতান্ ব্রহ্মভূয় কল্পতে ॥

“বিনি পূর্ণরূপে আমার ভক্তি করেন এবং কোন পরিস্থিতিতেই অধঃপতিত হন না, তিনি তৎক্ষণাৎ জড় প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন।” (ভগবদ্গীতা ১৪/২৬)

আমাদের কর্তব্য মনকে সর্বভোগে কৃষ্ণভাবনার যুক্ত করা। তাহলে তাই আমাদের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার এবং মুক্তির কারণ হবে। কিন্তু, আমরা যদি

ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মনকে যুক্ত করি, তাহলে তাই আমাদের বন্ধনের কারণ হবে, এবং বিভিন্ন সেহে আমাদের কর্মের ফলস্বরূপ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার জন্য এই জড় জগতেই আবদ্ধ করে রাখবে।

শ্লোক ৯

একাদশাসম্মানসো হি বৃত্তয়ঃ

আকৃত্যঃ পঞ্চ ধিয়োহহিমানঃ ।

মাত্রাণি কর্মণি পূরং চ তাসাম্

বদন্তি হৈকাদশ বীর ভূমীঃ ॥ ৯ ॥

একাদশ—একাদশ; আসন্—রয়েছে; মনসঃ—মনের; হি—নিশ্চিতভাবে; বৃত্তয়ঃ—বৃত্তি; আকৃত্যঃ—কর্মেক্রিয়; পঞ্চ—পাঁচ; ধিয়ঃ—জ্ঞানেক্রিয়; অভিমানঃ—অহঙ্কার; মাত্রাণি—ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন বিষয়; কর্মণি—বিভিন্ন জড় কার্যকলাপ; পূরং চ—এবং দেহ, সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার অথবা জগদ্বৃত্তি; তাসাম্—এই সমস্ত কার্যের; বদন্তি—বলা হয়; হ—আহা; একাদশ—একাদশ; বীর—হে বীর; ভূমীঃ—নাম্যেকত্র।

অনুবাদ

পঞ্চ কর্মেক্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেক্রিয় এবং অহঙ্কার—এগুলি মনের একাদশ বৃত্তি। হে বীর। শব্দ, স্পর্শ আদি পঞ্চতন্ত্র জ্ঞানেক্রিয়ের বিষয়, মলভাগ আদি পঞ্চ ব্যাপার কর্মেক্রিয়ের বিষয়, এবং দেহ, গৃহ, সমাজ ইত্যাদিতে আত্মবৃত্তি অভিমানের বিষয়। পণ্ডিতেরা এগুলিকে মনের কর্মেকত্র বলে থাকেন।

তাৎপর্য

মন পঞ্চ কর্মেক্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেক্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের বিশেষ কর্মেকত্র রয়েছে। প্রতিটি কর্মেকত্রেই মন হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকারী বা মালিক। অহঙ্কারের ফলে জীব তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, “আমার দেহ, আমার গৃহ, আমার পরিবার, আমার সমাজ, আমার দেশ” ইত্যাদি মনে করে। অহঙ্কারের ফলেই এই সমস্ত মিথ্যা উপাধির উদয় হয়, এবং সেই উপাধিকে সে তার স্বরূপ বলে মনে করে। এইভাবে জীব জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ১০

গন্ধাকৃতিস্পর্শরসশ্রবাংসি

বিসর্গরত্যতভিজ্ঞশিল্পাঃ ।

একাদশং স্বীকরণং মমতি

শ্যামহং দ্বাদশমেক আহুঃ ॥ ১০ ॥

গন্ধ—গন্ধ; আকৃতি—রূপ; স্পর্শ—স্পর্শনির্মিত; রস—রস; শ্রবাংসি—এবং শব্দ; বিসর্গ—মলত্যাগ; রতি—স্বীকরণ; অর্তি—গতি; অভিজ্ঞ—ভাবণ; শিল্পাঃ—ধারা এবং ছাড়া—এই সমস্ত হাতের কার্য; একাদশম্—একাদশ; স্বীকরণম্—স্বীকার করে; মম—আমার; ইতি—এইভাবে; শ্যাম্যম্—এই শরীর; অহম্—আমি; দ্বাদশম্—দ্বাদশ; একে—কেউ কেউ; আহুঃ—বলেন।

অনুবাদ

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ—এগুলি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। প্রজ্ঞা, শিল্প, গতি, মলত্যাগ এবং স্বীকরণ—এগুলি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয়। এ ছাড়া, “এটি আমার দেহ, এটি আমার সমাজ, এটি আমার পরিবার, এটি আমার দেশ” ইত্যাদি যে ধারণা, মনের এই একাদশতম বৃত্তিকে বলা হয় অহঙ্কার। কোন কোন দার্শনিকের মতে এটি দ্বাদশতম বৃত্তি, এবং তার কার্যক্ষেত্র হচ্ছে এই শরীর।

তাৎপর্য

একাদশ ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় রয়েছে। নাকের দ্বারা আমরা ঘ্রাণ গ্রহণ করি, চোখের দ্বারা আমরা রূপ দর্শন করি, কণ্ঠের দ্বারা আমরা শ্রবণ করি, এবং এইভাবে আমরা জ্ঞান আহরণ করি। তেমনি, হাত, পা, উপস্থ, পান্থ আদি কর্মেন্দ্রিয় রয়েছে। যখন অহঙ্কারের বিস্তার হয়, তখন মানুষ মনে করে, “এটি আমার শরীর, পরিবার, সমাজ, দেশ” ইত্যাদি।

শ্লোক ১১

দ্রব্যস্বভাবাশয়কর্মকালৈ-

রেকাদশাশী মনসো বিকারাঃ ।

সহব্রশঃ শতশঃ কোটিশ্চ

ক্ষেত্রজাতো ন মিথো ন স্বতঃ সূত্রঃ ॥ ১১ ॥

দ্রব্য—বিষয়ের দ্বারা; স্বভাব—স্বভাবের দ্বারা; আশয়—সংস্কারের দ্বারা; কর্ম—পূর্ব নির্ধারিত কর্মফলের দ্বারা; কালৈঃ—কালের দ্বারা; একাদশ—একাদশ; অশী—এই দশক; মনসঃ—মনের; বিকারাঃ—রূপান্তর; সহব্রশঃ—সহস্র প্রকার; শতশঃ—শত; কোটিশ্চ—চ—এবং কোটি; ক্ষেত্র-জাতঃ—আদি পরমেশ্বর ভগবান থেকে; ন—না; মিথো—পরস্পর; ন—না; স্বতঃ—আপনা থেকে; সূত্রঃ—হয়।

অনুবাদ

দ্রব্য, স্বভাব, সংস্কার, অদৃষ্ট এবং কাল—এইগুলি নিমিত্ত কারণ। এই সমস্ত নিমিত্ত কারণের দ্বারা কোষিত হয়ে, এই একাদশ প্রকার চিত্ত বিকার প্রথমে শত প্রকার, তারপর সহস্র প্রকার এবং তারপর কোটি প্রকার হয়ে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত বিকার আপনা থেকেই পরস্পর সমন্বয়ের ফলে হয় না। পরস্পরের দ্বারা ভগবানের নির্দেশনায়।

তাৎপর্য

ককাদ মনে করা উচিত নয় যে, স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় উপাদানগুলির মিথস্ক্রিয়া, যা মন এবং চেতনার পরিবর্তন সাধন করে, তা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করছে। তা কিভাবে ভগবানের নির্দেশনায়। ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন (সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মন্তঃ সৃষ্টিজনিমপোহনং চ)। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমায়া (ক্ষেত্রজ) সবকিছু পরিচালনা করছেন। জীবও ক্ষেত্রজ, কিন্তু পরম ক্ষেত্রজ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি সাক্ষী এবং পরিচালক। তাঁর পরিচালনায় সবকিছু সংঘটিত হয়। তাঁদের বিভিন্ন প্রকাশগুলি তার স্বভাব অথবা তার বাসনা থেকে উৎপন্ন হয়, এবং সে ভগবানের প্রতিনিধি জড় প্রকৃতির দ্বারা শিক্ষিত হয়। শরীর, প্রকৃতি এবং জড় উপাদানগুলি ভগবানের পরিচালনার অধীন। সেগুলি আপনা থেকেই কার্য করে না। প্রকৃতি স্বতন্ত্র নয় অথবা স্বয়ংক্রিয় নয়। ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবান হচ্ছেন প্রকৃতির অধিকারী।

ময়াধক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূত্রে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌণ্ডে জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

“হে কৌণ্ডে, এই প্রকৃতি আমার নির্দেশনায় পরিচালিত হয়ে, সমস্ত স্থাবর এবং অস্থাবর প্রাণীদের উৎপন্ন করে। সেই নিয়মের দ্বারা এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।” (ভগবদ্গীতা ৯/১০)

শ্লোক ১২

ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতী-

জীবস্য মায়ারচিতস্য নিতাঃ।

আবিহিতাঃ ক্বাপি তিরোহিতাশ্চ

ওদ্ধো বিচষ্টে হাবিওদ্ধকর্তুঃ ॥ ১২ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞঃ—জীবাত্মা; এতাঃ—এই সমস্ত; মনসঃ—মনের; বিভূতীঃ—বিভিন্ন কার্যকলাপ; জীবস্য—জীবের; মায়ারচিতস্য—বহির্বিদ্যা মায়ার শক্তির দ্বারা সৃষ্টি; নিতাঃ—অনাদিকাল থেকে; আবিহিতাঃ—কখনও কখনও প্রকাশিত; ক্বাপি—কোথাও; তিরোহিতাঃ—চ—এবং অপ্রকাশিত; ওদ্ধঃ—বিওদ্ধ; বিচষ্টে—তা দেখে; হি—নিশ্চিতভাবে; অবিওদ্ধ—অওদ্ধ; কর্তুঃ—কর্তার।

অনুবাদ

কৃষ্ণভক্তি-রহিত জীবের মনে মায়ার দ্বারা রচিত বহু ধারণা এবং বৃত্তি রয়েছে। সেগুলি অনাদিকাল থেকে বর্তমান। কখনও কখনও সেগুলি জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশিত হয় এবং কখন স্বপ্নাবস্থায়, কিন্তু সুস্পৃহ ও সমাধি অবস্থায় সেগুলি তিরোহিত হয়। যে ব্যক্তি জীবমুক্ত তিনি এই সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৩/৩) বলা হয়েছে—ক্ষেত্রজ্ঞ চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেশু ভারত। দুই প্রকার ক্ষেত্র রয়েছে—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। সাধারণ জীবেরা তাদের শরীরের কিমদাংশে সন্দেহে অবগত, কিন্তু পরমাত্মা সমস্ত শরীরের সন্দেহে অবগত। জীবাত্মা সীমিত, কিন্তু পরমাত্মা সর্বব্যাপ্ত। এই শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দটি জীবাত্মাকে ইঙ্গিত করছে, পরমাত্মাকে নয়। জীবাত্মা দুই প্রকার—নিত্য বদ্ধ এবং নিত্য মুক্ত। নিত্য মুক্ত জীবাত্মারা চিৎ-ভগতে বা বৈকুণ্ঠ ভগতে অবস্থান করেন, এবং তাঁরা কখনও জড় ভগতে পতিত হন না। জড় ভগতের জীবেরা নিত্য বদ্ধ। নিত্য বদ্ধ জীবেরা মনকে সংযত করার মাধ্যমে মুক্ত হতে পারেন, কারণ মন হচ্ছে জীবের বন্ধনের কারণ। মনকে যখন যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং আত্মা যখন তার ফলে আর মনের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে না, তখন আত্মা এই জড় ভগতে অবস্থান করা সত্ত্বেও মুক্ত হতে পারে। আত্মা যখন মুক্ত হয়, তখন তাকে বলা হয়

জীবমুক্ত। জীবমুক্ত জ্ঞানে কিভাবে তিনি বদ্ধ হয়েছেন; তাহি তিনি নিজেকে পরিষ্কার করার চেষ্টার মাধ্যমে ভগবদ্ভ্যামে ফিরে যান। নিত্য বদ্ধ জীব নিত্যকাল বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে, কারণ সে তার মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নিদ্রিত অবস্থা এবং জাগ্রত অবস্থার সঙ্গে বদ্ধ এবং মুক্ত অবস্থার তুলনা করা যায়। বদ্ধ জীবের অবস্থা নিদ্রিত ব্যক্তির মতো, কিন্তু যারা জাগ্রত তাঁরা জ্ঞানেন যে, তাঁরা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত বিত্ত অংশ। তাই এই জড় ভগতেও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সেবার যুক্ত হন। শ্রীল রূপ গোক্ষ্মী তা প্রতিপন্ন করে বলেছেন—*ইহা যস্য হরেদাস্যো*। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবা গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি এই জড় ভগতে বদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন বলে মনে হলেও মুক্ত। জীবমুক্তঃ স উচ্যতে। কেউ যদি মনে করেন যে, তাঁর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা, তাহলে তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁকে মৃত বলে বিবেচনা করতে হবে।

শ্লোক ১৩-১৪

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ

সাক্ষাৎস্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশঃ।

নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ

স্বমায়য়াত্মনাবধীয়মানঃ ॥ ১৩ ॥

যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমান-

মাত্ত্বস্বরূপেণ নিবিস্তি ঈশেৎ।

এবং পরো ভগবান্ বাসুদেবঃ

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মদম্প্রবিস্তিঃ ॥ ১৪ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞঃ—পরমেশ্বর ভগবান; আত্মা—সর্বব্যাপ্ত; পুরুষঃ—অনন্ত শক্তিসমগ্নিত, সম্পূর্ণ স্বাধীন নিত্য; পুরাণঃ—আদি; সাক্ষাৎ—মহাজ্ঞানদের বাণী শ্রবণ করে এবং প্রত্যক্ষ দর্শন করে যাঁকে অনুভব করা যায়; স্বয়ং—স্বয়ং; জ্যোতিঃ—তার দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটা (ব্রহ্মজ্যোতি) প্রকাশ করে; অজঃ—যাঁর কখনও জন্ম হয় না; পরেশঃ—পরমেশ্বর ভগবান; নারায়ণঃ—সমস্ত জীবের আশ্রয়; ভগবান্—

* দ্ব্যপ শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে জীবাত্মাকে বোঝান হয়েছে, কিন্তু এই শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দটি পরমেশ্বর ভগবানকে ইঙ্গিত করছে।

যৈতৈশ্বৰ্যপূৰ্ণ পরমেশ্বর ভগবান; বাসুদেবঃ—বাক্য এবং অব্যক্ত সবিকিছুর যিনি আশ্রয়; স্বমায়য়া—তার স্বীয় শক্তির দ্বারা; আত্মনি—স্বয়ং, অথবা সাধারণ জীব; অবধীয়মানঃ—নিয়ন্তারূপে বিরাজ করে; যথা—যেমন; অনিলঃ—বায়ু; স্থাবর—অচর জীবদের; জঙ্গমানাম্—এবং গতিশীল জীবদের; আত্ম-স্বরূপেণ—তার পরমাত্মারূপে দ্বারা; নিবিস্তঃ—নিহিত; ঈশেৎ—নিয়ন্ত্রণ করেন; এবম্—এইভাবে; পরঃ—দেব; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; বাসুদেবঃ—সবকিছুর আশ্রয়; ক্ষেত্রজঃ—ক্ষেত্রজ নামক; আত্মা—প্রাণশক্তি; ইদম্—এই জড় জগৎ; অনু-প্রবিস্তঃ—ভিতরে প্রবেশ করেছেন।

অনুবাদ

দুই প্রকার ক্ষেত্রজ রয়েছে—জীবাত্মা, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং পরমেশ্বর ভগবান, যার কথা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। তিনি হচ্ছেন সৃষ্টির সর্বব্যাপক কারণ। তিনি পূর্ব এবং অন্য কারোর উপর নির্ভরশীল নন। তাঁকে শ্রবণের মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করা যায়। তিনি স্বতঃপ্রকাশ এবং তাঁর জন্ম, মৃত্যু, জন্ম অথবা ব্যাধি নেই। তিনি ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতাদের নিয়ন্তা। তিনি নারায়ণ, অর্থাৎ সমস্ত জীবের আশ্রয়। তিনি যৈতৈশ্বৰ্যপূর্ণ ভগবান, এবং তিনি সর্বভূতের আবাস বাসুদেব। তিনি তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা সমস্ত জীবের হৃদয়ে বর্তমান। বায়ু যেভাবে প্রাণরূপে স্থাবর-জঙ্গম আদি সর্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবিস্ত হয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রবিস্ত হয়ে তার উপর আধিপত্য করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) এই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—সর্বস্য চাহং হৃদি সমিবিষ্টো মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানিমাগোহনং চ। প্রতিটি জীবই তাঁর হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তিনিই হচ্ছেন পুরুষ বা পুরুষাবতার; প্রথম পুরুষাবতার হচ্ছেন মহাবিক্র, এবং মহাবিক্র হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশ। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ হচ্ছেন বলদেব, এবং তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশ হচ্ছেন বাসুদেব, সচর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। বাসুদেব হচ্ছেন ব্রহ্মজ্যোতির মূল কারণ, এবং ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে বাসুদেবের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটার বিস্তার।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদকোটি-

কোটিযুগেশবসুধাদিবিকৃতিভিন্নম্।

তদ্ব্রহ্ম নিহনমনস্তমশেবভূতং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

“আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজন্য করি, যিনি অসীম শক্তিসম্পন্ন। তাঁর চিন্ময় রূপের কিরণ হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি, যা পরম, পূর্ণ ও অনন্ত, এবং যার থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন ঐশ্বর্য সমন্বিত অসংখ্য গ্রহলোক প্রকাশিত হয়।” (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪০) ভগবদ্গীতায় ভগবানের বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যাক্তমূর্তিনা।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষুহিতঃ ॥

“আমার অব্যক্ত রূপের দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত। সমস্ত জীব আমার মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে নই।” (ভগবদ্গীতা ৯/৪)

এই হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ সর্বব্যাপ্ত বাসুদেব, সচর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধের হিতি।

শ্লোক ১৫

ন যাবদেতাং তনুভূমরেন্দ্র

বিধূয় মায়াং বয়ুনোদয়েন।

বিমুক্তসঙ্গো জিতযটসপত্ত্নো

বেদান্ততত্ত্বং ভ্রমতীহ তাবৎ ॥ ১৫ ॥

ন—না; যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; এতাম্—এই; তনু-ভূৎ—দেহধারী; নরেন্দ্র—হে রাজন; বিধূয় মায়াং—জড় কলুষ বিধোত করে; বয়ুনা উদয়েন—সং-সঙ্গ এবং বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রভাবে দিব্য জ্ঞান জাগরিত করে; বিমুক্ত-সঙ্গঃ—জড়-জাগতিক সমস্ত সঙ্গ থেকে মুক্ত; জিত-যট-সপত্ত্নঃ—ছয়টি শত্রু (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন) জয় করে; বেদ—জ্ঞানে; আত্ম-তত্ত্বম্—আত্মতত্ত্ব; ভ্রমতি—ভ্রমণ করে; ইহ—এই জড় জগতে; তাবৎ—ততক্ষণ পর্যন্ত।

অনুবাদ

হে রাজা রত্নগুণ, দেহধারী বদ্ধ জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জড় সুখভোগের কলুষ থেকে মুক্ত না হয়, এবং তার ছয়টি শত্রুকে জয় করে আত্মজ্ঞান জাগরিত করার মাধ্যমে

আত্মতত্ত্ব অবগত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে এই জড় জগতে বিভিন্ন খোঁজতে ভ্রমণ করতে হয়।

তাৎপর্য

মন বন্ধন দেহাঙ্ঘবুদ্ধিতে মগ্ন থাকে, তখন জীব মনে করে যে সে কোন রাষ্ট্রের, দেশের, পরিবারের অথবা জাতির অন্তর্ভুক্ত। এগুলিকে বলা হয় উপাধি, এবং এই উপাধিগুলি থেকে মুক্ত হওয়া জীবের কর্তব্য (সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তম্)। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে জড় জগতে বদ্ধ জীবনযাপন করতে হয়। মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সমস্ত আত্ম দূর করা। তা যদি না করা হয়, তাহলে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে নানা রকম জড়-জাগতিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১৬

ন যাবদেতন্মন আত্মলিসং

সংসারতাপাবপনং জনস্য ।

যচ্ছোকমোহাময়রাগলোভ-

বৈরানুবন্ধং মমতাং বিধত্তে ॥ ১৬ ॥

ন—না; যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; এতৎ—এই; মনঃ—মন; আত্ম-লিসং—আত্মার স্রাব উপাধি; সংসার-তাপ—জড় জগতের দুঃখ-কষ্ট, আবপনং—ক্ষেত্র; জনস্য—জীবের; যৎ—যা; শোক—শোকের; মোহ—মোহের; আময়—রোগের; রাগ—আসক্তির; লোভ—লোভের; বৈর—শত্রুতার; অনুবন্ধম্—পরিণাম; মমতাম্—মমতা; বিধত্তে—উৎপাদন করে।

অনুবাদ

আত্মার উপাধি মন হচ্ছে সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার কারণ। বদ্ধ জীব যতক্ষণ পর্যন্ত এই তথ্য না জানে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে জড় দেহজনিত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে করতে এই জগতে ভ্রমণ করতে হয়। মন থেকেই রোগ, শোক, মোহ, আসক্তি, লোভ, শত্রুতা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত, তাই সে এই জড় জগতের বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে মমতা উৎপাদন করে।

তাৎপর্য

মন বন্ধন এবং মুক্তি উভয়েরই কারণ। কল্পিত মন মনে করে, “আমি এই দেহ”। শুদ্ধ মন জানে যে সে তার জড় দেহ নয়; তাই মনকে সমস্ত জড় উপাধির মূল কারণ বলে মনে করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব জড় জগতের সম্পর্ক এবং কলুষ থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মন জন্ম, মৃত্যু, মোহ, আসক্তি, লোভ, শত্রুতা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত থাকবে। এইভাবে জীব জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জাগতিক ক্রেশ ভোগ করে।

শ্লোক ১৭

জাত্ব্যামেনং তদদ্রবীৰ্য-

মুপেক্ষ্যাদ্যোদিতমগ্রমন্তঃ ।

ওরোরৈশ্চরশরণোপাসনাত্তো

জহি বালীকং স্বয়মাত্মমোষম্ ॥ ১৭ ॥

জাত্ব্যাম্—ভয়ঙ্কর শত্রু; এনম্—এই মন; তৎ—তা; অদ্রবীৰ্যম্—অত্যন্ত বলবান; উপেক্ষ্য—উপেক্ষা করে; অ্যোদিতম্—বৃথা বর্ধিত হয়ে; অগ্রমন্তঃ—মোহমুক্ত; ওরোঃ—শ্রীগুরুদেবের; হরোঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; চরণ—শ্রীপাদপদের; উপাসনা—অন্তঃ—উপাসনারূপ অস্ত্রের দ্বারা; জহি—জয় করন; বালীকম্—মিথ্যা; স্বয়ম্—স্বয়ং; আত্ম-মোষম্—জীবের স্বরূপকে যে আচ্ছাদিত করে।

অনুবাদ

এই অসংযত মন জীবের পরম শত্রু। তাকে উপেক্ষা করলে অথবা সুযোগ দিলে তা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। যদিও তা বাস্তব নয়, তবুও তা অত্যন্ত বলবান। তা জীবের স্বরূপ আচ্ছাদিত করে রাখে। হে রাজন, দয়া করে শ্রীগুরুদেব এবং পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদের সেবারূপ অস্ত্রের দ্বারা এই মনকে জয় করার চেষ্টা করুন। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই কর্তব্য সম্পাদন করুন।

তাৎপর্য

মনকে জয় করার একটি সহজ অস্ত্র হচ্ছে—উপেক্ষা। মন আমাদের সর্বদা উপদেশ দিচ্ছে এটা কর ওটা কর; তাই মনের আদেশ অবজ্ঞা করতে আমাদের খুব দক্ষ

হতে হবে। ধীরে ধীরে মনকে আত্মার আদেশ পালন করার শিক্ষা দিতে হবে। এই নয় যে, মনের আদেশ মানতে হবে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলতেন যে, মনকে সংযত করার জন্য ঘুম থেকে উঠেই তাকে পাদুকার দ্বারা বহবার প্রহার করতে হবে এবং ঘুমাতে যাবার পূর্বে পুনরায় তাকে ঝাঁটা দিয়ে প্রহার করতে হবে। এইভাবে আমরা মনকে সংযত করতে পারব। এটিই সমস্ত শাস্ত্রের নির্দেশ। কেউ যদি তা না করে, তাহলে সে মনের আদেশ পালন করে অধঃপতিত হবে। মনকে দমন করার আর একটি সদুপায় হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে শ্রীওরুদেবের আদেশ পালন করা এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। তাহলে মন আপনা থেকেই সংযত হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে উপদেশ দিয়েছেন—

ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমিতে কেন ভাগ্যবান জীব।

ওরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম করতে করতে কেন ভাগ্যবান জীব যখন শ্রীওরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর প্রকৃত জীবন শুরু হয়। তিনি যদি শ্রীওরুদেবের আদেশ পালন করেন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি মনের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের মহারাজ রত্নগুণের প্রতি জড় ভরতের উপদেশ' নামক একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবাদোক্তাংগপর্ব।

দ্বাদশ অধ্যায়

মহারাজ রত্নগুণ এবং জড় ভরতের বার্তালাপ

যেহেতু নিব্যজ্ঞান সম্বন্ধে মহারাজ রত্নগুণের সন্দেহ তখনও সম্পূর্ণরূপে দূর হয়নি, তাই তিনি পুনরায় ব্রহ্মজ্ঞ জড় ভরতকে প্রশ্ন করেছিলেন। এই অধ্যায়ে মহারাজ রত্নগুণ জড় ভরতকে, যিনি তাঁর প্রকৃত পরিচয় গোপন করে রেখেছিলেন, তাঁর সম্রাজ প্রণতি নিবেদন করেছেন। তাঁর বাণী শ্রবণ করে রাজা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন নিব্য জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত এক মহাপুরুষ। তাঁর চরণে অপরাধ করার ফলে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ রত্নগুণ অজ্ঞানরূপে সর্ব কর্তৃক দংশিত হয়েছিলেন, কিন্তু জড় ভরতের বাক্যসমূহের দ্বারা তাঁর নিরাময় হয়েছিল। পরে, সেই বিষয়ে সন্দিহান হওয়ার ফলে, তিনি তাঁকে একে একে বহু প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথমে তিনি জড় ভরতের শ্রীপাদপদ্মে কৃত অপরাধ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন।

জড় ভরতের উপদেশ, যার মর্ম উদ্ধার করা বিষয়াসক্ত মানুষদের পক্ষে সম্ভব নয়, তা স্পষ্টরূপে বুঝতে না পারার ফলে মহারাজ রত্নগুণ অসুখী হয়েছিলেন। তাই জড় ভরত আরও স্পষ্টভাবে তাঁর উপদেশের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন তুপুষ্ঠে সমস্ত হৃৎকর এবং জন্ম জীবের ভিন্ন ভিন্ন রূপে মাটির বিকার। রাজা তাঁর রাজারূপে দেহের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত কিন্তু সেটিও কেবল একটি পার্থিব বিকার। অভিমানের ফলে রাজা শিবিকা বাহকের প্রতি প্রভু-ভূত্যের মতো দুর্বলহার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি অন্য জীবদের প্রতি অত্যন্ত নির্দয় ছিলেন। তার ফলে রাজা রত্নগুণ প্রজাদের রক্ষা করার যোগ্য ছিলেন না, এবং যেহেতু তিনি ছিলেন অজ্ঞানাজ্ঞ, তাই তিনি উন্নত স্তরের দার্শনিকদের মধ্যে গণ্য হওয়ার উপযুক্তও ছিলেন না। এই জড় জগতে সবকিছুই পার্থিব বিকারমাত্র, এবং বিকার অনুসারে তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বৈচিত্র্য এক এবং অভিন্ন, এবং চরমে সমস্ত বৈচিত্র্য সূক্ষ্ম পরমাণুতে লয় হয়। এই জড় জগতে কোনকিছুই নিত্য নয়। বিভিন্ন দ্রব্যের যে ভেদ তা কেবল মনের কল্পনা মাত্র। পরমতত্ত্ব মায়ায় অতীত এবং তা প্রকাশিত হয় তিন রূপে—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্ভাবী

পরমায়া এবং পরমেশ্বর ভগবান। পরমতত্ত্বের চরম উপলব্ধি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যাকে তাঁর ভক্তেরা বাসুদেব বলেন। শুদ্ধ ভক্তের পদরঞ্জের দ্বারা অভিষিক্ত না হলে, কখনও ভগবানের ভক্ত হওয়া যায় না।

জড় ভরত তাঁর পূর্বজন্মের কথা বর্ণনা করে রাজাকে বলেছিলেন যে, ভগবানের কৃপায় তিনি তাঁর পূর্বজন্মের সমস্ত ঘটনা স্মরণ করতে পারেন। তাঁর পূর্বজন্মের কর্মের ফলে জড় ভরত অত্যন্ত সাধনাত্মক অবলম্বন করেছিলেন, এবং অসংসদ থেকে দূরে থাকার জন্য মুক এবং বধিরের অভিনয় করছিলেন। জড়া প্রকৃতির সঙ্গের প্রভাব অত্যন্ত বলবান। বিষয়াসক্ত মানুষের অসৎ-সঙ্গের প্রভাব এড়ানো যায় কেবল ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনম্—এই নয় প্রকার ভক্তি সম্পাদন করার সুযোগ পাওয়া যায়। এইভাবে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে মায়ার সঙ্গ থেকে মুক্তি লাভ করে, সংসার-সমূহ উত্তীর্ণ হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্লোক ১

রত্নগণ উবাচ

নমো নমঃ কারণবিগ্রহায়

স্বরূপতুচ্ছীকৃতবিগ্রহায় ।

নমো বধূত্বদ্বিজবদ্ধলিঙ্গ-

নিগুঢ়নিত্যানুভবায় তুভ্যম্ ॥ ১ ॥

রত্নগণঃ উবাচ—মহারাজ রত্নগণ বললেন; নমঃ—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; নমঃ—প্রণতি; কারণ-বিগ্রহায়—সর্ব-কারণের পরম কারণ ভগবান থেকে যার শরীর প্রকাশিত হয়েছে; স্বরূপ-তুচ্ছীকৃত-বিগ্রহায়—যিনি তাঁর প্রকৃতরূপ প্রকাশ করে, শাস্ত্রের সমস্ত বিরোধ দূর করেছেন; নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণতি; অবধূত—হে যোগেশ্বর; দ্বিজ-বদ্ধলিঙ্গ—ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও, ব্রাহ্মণোচিত কর্তব্য যিনি সম্পাদন করেননি; নিগুঢ়—প্রচ্ছন্ন; নিত্য-অনুভবায়—নিত্য আয়তন উপলব্ধিকারী; তুভ্যম্—আপনাকে।

অনুবাদ

মহারাজ রত্নগণ বললেন—হে অবধূত, আপনি ভগবান থেকে অভিন্ন। আপনার স্বরূপের প্রভাবে সমস্ত শাস্ত্রবিরোধ দূর হয়েছে। আপনি ব্রহ্মবদ্ধর বেশে আপনার

দ্বিতীয় আনন্দময় স্বরূপ গোপন করে রেখেছেন। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্ব-কারণের পরম কারণ। কৃষ্ণভদেব ছিলেন সর্ব-কারণের পরম কারণ ভগবানের অবতার। তাঁর পুত্র ভরত মহারাজ, যিনি এখন ব্রাহ্মণ জড় ভরতের ভূমিকা অবলম্বন করেছেন, তিনি সর্ব-কারণের পরম কারণ থেকে তাঁর শরীর প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই এখানে তাঁকে কারণবিগ্রহায় বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

শ্লোক ২

জ্ঞানমার্তস্য যথাগদং সৎ

নিদাঘদক্ষ্যস্য যথা হিমান্তঃ ।

কুদেহমানাহিবিদ্যদৃষ্টেঃ

ব্রহ্মণ বচন্তেহমৃতমৌষধং মে ॥ ২ ॥

জ্ঞান—জ্ঞানের; আয়—রোগের দ্বারা; মার্তস্য—পীড়িত ব্যক্তির; যথা—যেমন; অগদম্—ঔষধ; সৎ—ঠিক; নিদাঘদক্ষ্যস্য—সূর্যের তাপে পীড়িত ব্যক্তির; যথা—যেমন; হিম-অস্ত্রঃ—অত্যন্ত ঠাণ্ডা জল; কুদেহ—জড় পার্থক্যাত এবং মল-মূত্র আদি কুৎসিত পদার্থে পূর্ণ এই দেহে; মান—অহকারের; অহি—সর্পের দ্বারা; বিদ্যদৃষ্টেঃ—দংশন করেছিল; দৃষ্টেঃ—দৃষ্টি সম্বন্ধিত; ব্রহ্মণ—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; বচঃ—বাণী; তে—আপনার; অমৃতম্—অমৃত; ঔষধম্—ঔষধ; মে—আমার জন্য।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, আমার দেহ কুৎসিত বস্তুতে পূর্ণ, এবং গব্বরূপ সর্প আমার বিবেককে দংশন করেছে। জড় ভাবনার প্রভাবে আমি রোগাক্রান্ত। আপনার অমৃতময় উপদেশ এই প্রকার ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ, এবং তা সূর্যের তাপে পীড়িত ব্যক্তির কাছে সুশীতল জলের মতো।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের শরীর অস্থি, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি নোংরা বস্তুতে পূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পৃথিবীর সব চাইতে বুদ্ধিমান মানুষেরাও মনে করে যে রক্ত, অস্থি,

মল, মূত্র ইত্যাদির দ্বারা তাদের সৃষ্টি হয়েছে। তা যদি হত, তাহলে অন্যায়সে লব্ধ এই সমস্ত বস্তুগুলি দিয়ে তারা অন্য বুদ্ধিমান মানুষ সৃষ্টি করতে পারছে না কেন? সারা পৃথিবী দেহাঙ্গবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং তা ভ্রম মানুষদের বসবাসের অযোগ্য এক নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। জড় ভরত মহারাজ রত্নগণকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা অত্যন্ত মূল্যবান। তা সর্প দংশন থেকে রক্ষাকারী ঔষধের মতো। বৈদিক উপদেশ তাৎক্ষণিক ব্যক্তিদের কাছে অমৃত ও শীতল জলের মতো।

শ্লোক ৩

তন্মাদ্ভবন্তু মম সংশয়ার্থং
প্রক্যামি পশ্চাদধুনা সুবোধম্ ।
অধ্যাত্মযোগপ্রথিতং তবোক্ত-
মাখ্যাহি কৌতূহলচেতসো মে ॥ ৩ ॥

তন্মাৎ—অতএব; ভবন্তু—আপনাকে; মম—আমার; সংশয়-অর্থম্—যে বিষয় সম্বন্ধে সংশয় রয়েছে; প্রক্যামি—আমি বলব; পশ্চাৎ—পরে; অধুনা—এখন; সুবোধম্—আমি যাতে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি; অধ্যাত্ম-যোগ—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের যোগ; প্রথিতম্—রচিত; তব—আপনার; উক্তম্—বাণী; মাখ্যাহি—দয়া করে পুনরায় বিশ্লেষণ করুন; কৌতূহল-চেতসঃ—এই প্রকার রহস্যপূর্ণ উক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে যিনি অত্যন্ত উৎসুক; মে—আমাকে।

অনুবাদ

যে বিষয়ে আমার সংশয় রয়েছে, সেই বিষয়ে আমি আপনাকে পরে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু এখন আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আপনি দিয়েছেন, তা আমার কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে। দয়া করে আপনি সরলভাবে তার পুনরাবৃত্তি করুন, যাতে আমি তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। আমার মন তা সরলভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়েছে।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—তন্মাৎ ওরূপ প্রপদ্যত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। দিব্য জ্ঞান লাভে অত্যন্ত উৎসুক যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তার কর্তব্য

শ্রীকৃষ্ণদেবের শরণাগত হওয়া। জড় ভরত যদিও মহারাজ রত্নগণের কাছে সবকিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তবুও মনে হচ্ছে যেন তা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করার মতো দৃষ্টান্ত পুষ্টি তাঁর ছিল না। তাই তিনি অনুরোধ করেছেন, জড় ভরত যেন আরও বিস্তারিতভাবে তা বিশ্লেষণ করেন। ভগবদ্গীতায় (৪/৩৪) উল্লেখ করা হয়েছে—
যদিহি প্রণিপাতেন পরিশ্রমেণ সেবয়া । শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণদেবের শরণাগত হয়ে (প্রণিপাতেন), তাঁর উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য নৈমিত্তিকভাবে প্রণাম করে (পরিশ্রমেণ) শ্রীকৃষ্ণদেবের সেবা করা (সেবয়া), যাতে তিনি তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তার কাছে দিব্য জ্ঞান আরও স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেন। আর যদি বৈদিক উপদেশ গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে চায়, তাহলে তার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণদেবের সম্মুখে স্পর্ধা প্রদর্শন করা কখনই উচিত নয়।

শ্লোক ৪

যদাহ যোগেশ্বর দৃশ্যমানং
ক্রিয়াকলং সদ্যবহারমূলম্ ।
ন হ্যজ্ঞাসা তত্ত্ববিমর্শনায়
ভবানমুখিনি ভ্রমতে মনো মে ॥ ৪ ॥

যৎ—যা; আহ—বলা হয়েছে; যোগেশ্বর—হে যোগেশ্বর; দৃশ্যমানম্—স্পষ্টভাবে দর্শন করে; ক্রিয়া-কলম্—গমন ইত্যাদি ক্রিয়ার শাস্তিরূপ ফল; সৎ—অস্তিত্ব; সদ্যবহার-মূলম্—যার মূল কারণ হচ্ছে কেবল আচার-ব্যবহার; ন—না; হি—মিশ্রিতভাবে; অজ্ঞাসা—প্রকৃতপক্ষে বা যথার্থরূপে; তত্ত্ব-বিমর্শনায়—আলোচনার দ্বারা সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য; ভবান্—আপনি; অমুখিনি—সেই বাণীতে; ভ্রমতে—মোহাচ্ছন্ন; মনঃ—মন; মে—আমার।

অনুবাদ

হে যোগেশ্বর, আপনি বলেছেন যে, দেহের গমনাদির ফলে যে শাস্তি হয় তা প্রত্যেক অনুভূতির দ্বারা অবগত হওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শাস্তি নেই। তার অস্তিত্ব কেবল ব্যবহারমূলক। এই প্রকার প্রশ্ন এবং উত্তরের দ্বারা পরম তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। আপনার এই বাক্যে আমার মন কিছুটা বিচলিত হয়েছে।

তাৎপর্য

দেহাঙ্গবুদ্ধির দ্বারা প্রমোদিত তত্ত্বজ্ঞান নয়। পরমতত্ত্ব সাক্ষী জ্ঞান দেহের সৃষ্টি-দুশ্চেষ্টার ব্যবহারিক জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে

বলেছেন যে, দেহ সম্বন্ধীয় সুখ এবং দুঃখের যে অনুভূতি তা অনিত্য; তারা আসে আবার চলে যায়। তাদের দ্বারা বিচলিত না হয়ে, সেগুলি সহ্য করে আয়তন উপলব্ধির প্রচেষ্টা করে যাওয়া উচিত।

শ্লোক ৫-৬

ব্রাহ্মণ উবাচ

অয়ং জনো নাম চলন্ পৃথিব্যাং

যঃ পার্থিবঃ পার্থিব কস্য হেতোঃ ।

তস্যাপি চাত্মোরপি গুল্ফজম্বা-

জানুকুমধ্যোরশিরোরোধরাংসাঃ ॥ ৫ ॥

অংসেহপি দার্বী শিবিকা চ যস্যাম্

সৌবীররাজেতাপদেশ আস্তে ।

যশ্মিন্ ভবান্ রূঢ়নিজাভিমানো

রাজাস্মি সিদ্ধুস্থিতি দুর্মদাঙ্কঃ ॥ ৬ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ—ব্রাহ্মণ বললেন; অয়ম্—এই; জনঃ—ব্যক্তি; নাম—নামক; চলন্—বিচরণ করে; পৃথিব্যাম্—ভূপৃষ্ঠে; যঃ—যা; পার্থিবঃ—মাটির বিকার; পার্থিব—হে রাজন, যিনি এমনই পার্থিব শরীর সমন্বিত; কস্য—কি জন্য; হেতোঃ—কারণে; তস্যাপি—তারও; চ—এবং; আত্মোঃ—চরণদ্বয়; অধি—উপরিভাগে; গুল্ফ—গুল্ফ; জম্বা—জম্বা; জানু—হাঁটু; উরু—উরু; মধ্যোর—কোমর; শিরঃ—শর—গলা; অংসাঃ—স্কন্ধ; অংসে—স্কন্ধ; অধি—উপরে; দার্বী—কাষ্ঠনির্মিত; শিবিকা—পালকি; চ—এবং; যস্যাম্—যাতে; সৌবীর-রাজা—সৌবীরের রাজা; ইতি—এইভাবে; অপদেশঃ—নামে প্রসিদ্ধ; আস্তে—রয়েছেন; যশ্মিন্—যাতে; ভবান্—আপনি; রূঢ়—আরোপিত; নিজ-অভিমানঃ—অহঙ্কার; রাজা অস্মি—আমি রাজা; সিদ্ধু—সিদ্ধ দেশে; ইতি—এইভাবে; দুর্মদ-অন্ধঃ—মিথ্যা অহঙ্কারের ফলে অন্ধ।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ জড় ভরত বললেন—জড় বস্তুর সময়ের ফলে নানা প্রকার পার্থিব বিকার সাধিত হয় এবং রূপের উদ্ভব হয়। কোন কারণে তারা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে এবং শিবিকাবাহক ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। আর যা চলাফেরা করে না,

তাই পায়ণ ইত্যাদি নামে খ্যাত হয়। সেই সমস্ত সচল পার্থিব বিকৃতির চরণদ্বয়ের উপরিভাগে ক্রমশ গুল্ফ, জম্বা, জানু, উরু, কোমর, বক্ষঃস্থল, গলদেশ ও স্কন্ধ—এই সমস্ত রয়েছে। আবার স্কন্ধের উপর দারুময়ী শিবিকা এবং শিবিকার মধ্যায়ে উৎকলিত সৌবীরের রাজা। সেই রাজার শরীরও আর এক প্রকার পার্থিব বিকার, সেই বিকারময় দেহেই আপনি অবস্থিত এবং ভ্রান্তভাবে নিজেকে সৌবীর দেশের রাজা বলে মনে করে মদাঙ্ক হয়েছেন।

তাৎপর্য

শিবিকা-বাহক এবং শিবিকারোহীর শরীরের বিশ্লেষণ করে জড় ভরত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রকৃত ব্যক্তি হচ্ছেন জীবাত্মা। জীবাত্মা ভগবান বিষ্ণুর অংশ বা সত্ত্বান। তাই জড় ভাগতে সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম বস্তুর মধ্যে মুখ্য ভূমিকা হচ্ছেন ভগবান বিষ্ণু। তাঁর উপস্থিতির ফলেই সবকিছু সক্রিয় হয়েছে, এবং ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। যিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সর্ব-কারণের পরম কারণরূপে জ্ঞানেন, তিনিই পূর্ণজ্ঞানী। রাজা হওয়ার ভ্রান্ত গর্বে গর্বিত মহারাজ রত্নগুণ প্রকৃত জ্ঞানবান ছিলেন না। তাই তিনি ব্রাহ্মণ জড় ভরত সহ শিবিকা-বাহকদের তিরস্কার করছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করতে দুঃসাহসকারী অজ্ঞানাত্ম, প্রত্যেক বস্তুকে জড়রূপে দর্শনকারী, রাজার বিরুদ্ধে এটিই ছিল জড় ভরতের প্রথম অভিযোগ। মহারাজ রত্নগুণের যুক্তি ছিল যে, জীবের দেহ যখন ক্রান্ত হয়, তখন দেহই জীবাত্মা ক্রান্তি অনুভব করে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, দেহের শ্রান্তি জীবাত্মা ভোগ করে না। এই সম্পর্কে শ্রীলক্ষ্মণ চক্রবর্তী ঠাকুর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—একটি শিশুর শরীর অত্যন্ত কোমল হলেও, তার দেহকে সাজানো হয়েছে যে সমস্ত অলঙ্কার দিয়ে, সেই অলঙ্কারের ভারে সে ক্লান্তিবোধ করে না, এবং তার পিতা-মাতাও সেই অলঙ্কার তার দেহ থেকে বুলে নেওয়ার কথা মনে করেন না। দেহের এই সুখ-দুঃখের সঙ্গে জীবের কোন সম্পর্ক নেই। সেগুলি কেবল মনের করুণা মাত্র। যে ব্যক্তি প্রকৃতই বুদ্ধিমান তিনি সবকিছুর মূল কারণের অন্বেষণ করবেন। জড়-জাগতিক ব্যাপারে জড় বস্তুর সময় হতে পারে এবং তার ফলে তার বিভিন্ন প্রকার বিকার হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। যারা জড় চেতনা সমন্বিত তারাই তাদের দেহটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং দরিদ্র-নারায়ণ সৃষ্টি করে। কিন্তু, দেহটি দরিদ্র হয়েছে বলে আত্মা বা পরমাত্মা কখনও দরিদ্র হয় না। এগুলি মূর্খ মানুষদের উক্তি। আত্মা এবং পরমাত্মা সর্বদাই দেহের সুখ-দুঃখ থেকে পৃথক।

শ্লোক ৭

শোচ্যানিমাংস্তমখিকষ্টদীনান্

বিষ্টা নিগৃহ্মিরনুগ্রহোহসি ।

জনস্য গোপ্তাস্মি বিকথমানো

ন শোভসে বৃদ্ধসভাসু ধৃষ্টঃ ॥ ৭ ॥

শোচ্যান্—শোচনীয়; ইমান্—এই সমস্ত; তম্—আপনি; অখিকষ্টদীনান্—তাদের দারিদ্র্যবশত দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি; বিষ্টা—বলপূর্বক; নিগৃহ্ম—অধিকার করে; নিরনুগ্রহঃ অসি—আপনি অত্যন্ত নির্দয়; জনস্য—জনসাধারণের; গোপ্তা অস্মি—আমি রক্ষক (রাজা); বিকথমানঃ—বড়াই করছেন; ন শোভসে—আপনার শোভা পায় না; বৃদ্ধসভাসু—বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমাজে; ধৃষ্টঃ—উদ্ধত।

অনুবাদ

কিন্তু, বিনা বেতনে এই সমস্ত নিরীহ ব্যক্তির যাে আপনার শিবিকা বহন করছে, আপনার অন্যান্য আচরণের ফলে তাদের নিশ্চর্যই কষ্ট হচ্ছে। তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কেননা আপনি তাদের বলপূর্বক আপনার শিবিকা বহনকার্যে নিযুক্ত করেছেন। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আপনি অত্যন্ত নির্দয় এবং নির্দয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি মনে করছেন যে, আপনি আপনার প্রজাদের রক্ষক। তা অত্যন্ত হাস্যকর। আপনি অত্যন্ত মূর্খ, এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সভায় শোভা পাওয়ার যোগ্য নন।

তাৎপর্য

মহারাজ রত্নগণ রাজা হওয়ার গর্বে গর্বিত ছিলেন, এবং তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার তাঁর রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি মানুষদের বিনা বেতনে শিবিকা বহনের কার্যে নিযুক্ত করে, অকারণে তাদের কষ্ট দিচ্ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজা মনে করছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রজাদের রক্ষক। প্রকৃতপক্ষে রাজার কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করা। তাই রাজাকে বলা হয় নরদেবতা। কিন্তু, রাজা যখন মনে করেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার ফলে তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সাধনের জন্য নাগরিকদের ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে সেটি তাঁর পক্ষে একটি মস্ত বড় ভুল। এই ধরনের মনোভাব পণ্ডিতেরা কখনও অনুমোদন করেননি। বৈদিক প্রথা অনুসারে রাজার

কর্তব্য হচ্ছে মুনি-ঋষি, ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিতদের উপদেশ গ্রহণ করা। তাঁরা ধর্ম শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তাঁকে উপদেশ দেন। রাজার কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত উপদেশগুলি পালন করা। নিজের সুবিধার জন্য রাজার প্রজাদের ব্যবহার করা বিধেঃসমাজ অনুমোদন করেন না। রাজার কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের রক্ষা করা। নিজের স্বার্থে প্রজাদের শোষণ করা রাজার পক্ষে অনুচিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কলিযুগে দস্যু-তরুরেরা রাজ্যের শাসক হবে। এই সমস্ত দস্যু-তরুরেরা বলপূর্বক অথবা ছলনাপূর্বক প্রজাদের ধন-সম্পদ এবং সম্পত্তি অপহরণ করবে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, রাজনৈর্দৈর্ঘ্যৈর্দৈর্ঘ্যধর্মভিঃ। যেভাবে কলিযুগের প্রগতি হচ্ছে, তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকট হচ্ছে। কলিযুগের শেষে যে মানব-সভ্যতার কতটা অক্ষতি হবে তা আমরা সহজে কল্পনা করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে তখন আর ভগবানকে জানার এবং ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা অবগত হবার মতো সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন কোন মানুষ আর থাকবে না। অর্থাৎ, তখন মানুষেরা ঠিক পশুর মতো হয়ে যাবে। তখন মানব-সমাজের সংশোধনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কড়ি অবতার রূপে আবির্ভূত হবেন। তিনি সমস্ত নাস্তিকদের সংহার করবেন, কারণ চরমে প্রকৃত রক্ষাকর্তা হচ্ছেন বিষ্ণু বা কৃষ্ণ।

যখন তৎকালকর্তা রাজা এবং রাজ্য-শাসকেরা তাদের কুব্যবস্থার দ্বারা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তখন শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য ভগবান অবতরণ করেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার বলেছেন, যদা যদা হি ধর্মস্য ধ্বাংস ইতি ভাব্যত। তাত্তে অবশ্য বহু বজ্র লাগে, কিন্তু এটিই নিয়ম। রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানেরা যখন ধর্মের অনুশাসন মানে না, তখন যুদ্ধ, মহামারী ইত্যাদি রূপে প্রকৃতি তাদের দণ্ডদান করেন। তাই রাষ্ট্রপ্রধান যদি জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন না হয়, তাহলে তার প্রজাশাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর পরম ঈশ্বর হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু। তিনি সকলের পালনকর্তা। রাজা, পিতা, অভিভাবক—এঁরা সকলেই বিষ্ণুর প্রতিনিধি। সবকিছু যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং পালন করার জন্য তাঁরা বিষ্ণুর শক্তিসমধিত। তাই রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে এমনভাবে প্রজা পালন করা যাতে সকলেই চরমে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পারে। ন তে বিদুঃ স্বার্থ গতিং হি বিষ্ণুং। দুর্ভাগ্যবশত মূর্খ রাষ্ট্রপ্রধান এবং জনসাধারণ জানে না যে, জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুকে জানা এবং তাঁর শরণাগত হওয়া। এই জ্ঞান না থাকার ফলে সকলেই অজ্ঞান, এবং প্রতারক ও প্রতারিতের দ্বারা সারা জগৎ ছেয়ে গেছে।

শ্লোক ৮

যদা কিতাবেব চরাচরস্য

বিদ্যাম নিষ্ঠাং প্রভবং চ নিত্যম্ ।

তন্মামতোহন্যদ ব্যবহারমূলং

নিরূপ্যতাং সৎক্রিয়য়ানুমেয়ম্ ॥ ৮ ॥

যদা—অতএব; কিতৌ—পৃথিবীতে; এব—নিশ্চিতভাবে; চরাচরস্য—স্থাবর এবং জঙ্গম বিভিন্ন দেহের; বিদ্যাম—আমরা জানি; নিষ্ঠাম—কিনাশ; প্রভবম্—আবির্ভাব; চ—এবং; নিত্যম্—প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়মিতভাবে; তৎ—তা; নামতঃ—কেবল নামের দ্বারা; অন্যৎ—অন্য; ব্যবহার-মূলম্—জড় কার্যকলাপের কারণ; নিরূপ্যতাম্—নিরূপিত হোক; সৎক্রিয়য়া—প্রকৃত কার্যের দ্বারা; অনুমেয়ম্—কিার্থ।

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে আমরা সকলে বিভিন্ন রূপসম্বিত জীব। আমাদের মধ্যে কেউ স্থাবর এবং কেউ জঙ্গম। আমাদের সকলেরই উৎপত্তি হয়, কিছুকালের জন্য স্থিতি হয় এবং তারপর বিনাশ হয়। তখন এই শরীর পুনরায় মাটিতে মিশে যায়। আমরা কেবল মাটির রূপান্তর। বিভিন্ন শরীর এবং কার্যকলাপের ক্ষমতা কেবল মাটিরই রূপান্তর এবং নামে মাত্র ভিন্ন, কারণ সবকিছুরই মাটি থেকে উৎপত্তি হয় এবং বিনাশের পর পুনরায় মাটিতেই মিশে যায়। পকান্তরে বলা যায় যে, আমরা কেবল ধূলি এবং পুনরায় ধূলিতেই মিশে যাব। এই কথা সকলেই বিচার করে দেখতে পারেন।

তাৎপর্য

একসূত্রে বলা হয়েছে—তদনন্যত্বম্ আরভত্তপশপাদিত্যঃ (২/১/১৪)। এই জড় জগৎ জড় এবং চেতনের মিশ্রণ, কিন্তু তার কারণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান। তাই শ্রীমদ্ভগবতে (১/৫/২০) বলা হয়েছে—ইদং হি বিশ্বং ভগবান্ ইবেতরঃ । সমগ্র জড় জগৎ ভগবানেরই শক্তির রূপান্তর, কিন্তু মোহবশত কেউই বুঝতে পারে না যে, ভগবান এই জড় জগৎ থেকে অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভিন্ন নন, কিন্তু এই জড় জগৎ তাঁর বিভিন্ন শক্তির রূপান্তর মাত্র—পরাস্য শক্তিবিবিধেব শ্রয়তে । বেদে আবার অন্য উক্তিও রয়েছে—সর্বং যদ্বিৎ ব্রহ্ম। জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মা সবই পরমব্রহ্ম ভগবান থেকে অভিন্ন। ভগবদ্গীতায়

(৭/৪) সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টথা । জড় প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, কিন্তু তা তাঁর থেকে পৃথক্। পরা প্রকৃতিও তাঁরই শক্তি, কিন্তু তা তাঁর থেকে পৃথক্ নয়। জড় শক্তি যখন ভগবানের সেবার যুক্ত হয়, তখন তথাকথিত জড়া প্রকৃতিও পরা প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, ঠিক যেমন আগুনের সংস্পর্শে লৌহশলাকা আগুনে রূপান্তরিত হয়। আমরা যখন বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বুঝতে পারি যে, ভগবান হচ্ছেন সর্ব-কারণের পরম কারণ, তখন আমাদের জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কেবল বিভিন্ন শক্তির রূপান্তর সম্বন্ধে অবগত হওয়া আংশিক জ্ঞান। আমাদের অবশ্যই চরম কারণকে জানতে হবে। ন তে বিদুঃ স্বার্থং গতিং হি বিদুম্ । যারা সমস্ত কারণের মূল কারণকে জানতে আগ্রহী নয়, তাদের জ্ঞান কখনই পূর্ণ নয়। এই দৃশ্য-জগতে এমন কোন বস্তু নেই, যা পরমেশ্বর ভগবানের পরম শক্তিজাত নয়। মাটির সুগন্ধ আহরণ করে সুগন্ধ দ্রব্য তৈরি করা হয় এবং তা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তার আদি কারণ হচ্ছে মাটি, অন্য কিছু নয়। মাটি থেকে তৈরি জলের কলসি কিছুকালের জন্য জল বহন করার কার্যে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু চরমে সেই জলের পাত্রটি মাটি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই মৃৎপাত্র এবং তার মূল উপাদান মাটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তা কেবল শক্তির রূপান্তর মাত্র। মূলত আদি উপাদানের কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাদের বৈচিত্র্য তার আনুবঙ্গিক ফল। ছন্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে—যথা সৌম্যেনে মৃৎপিণ্ডেন সর্বং সৃজ্যং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচ্যরক্তনাং বিকারো নামধোয়াং মৃত্তিকৈভোব এব সত্যম্ । কেউ যদি মাটির কথা বিচার করেন, তাহলে তিনি স্বভাবতই মৃত্তিকাজাত সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে অবগত হতে পারবেন। তাই বেদে বলা হয়েছে, যদ্বিৎ বিজ্ঞাতো সর্বম্ এবং বিজ্ঞাতং ভবতি—কেউ যদি সর্ব-কারণের পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সবকিছু জানা হয়ে যায়, যদিও সেগুলি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হতে পারে। আমরা যদি সবকিছুর আদি কারণ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারি, তাহলে আর আনুবঙ্গিক বস্তুগুলির সম্বন্ধে পৃথকভাবে অধ্যয়ন করতে হয় না। তাই প্রথমেই বলা হয়েছে সত্যং পরং ধীমহি। পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবে মনকে একাগ্র করতে হয়। বাসুদেব হচ্ছেন সর্ব-কারণের পরম কারণরূপী পরমেশ্বর ভগবান। যৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাংগং তেহুহিতঃ । এটিই ভেদাভেদ দর্শনের মূল কথা। দৃশ্য-জগৎ বাস্তব অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল, তেমনই ভগবানের শক্তির প্রভাবেই সবকিছুর অস্তিত্ব, যদিও আমাদের অজ্ঞানতাবশত সবকিছুতে আমাদের ভগবৎ-দর্শন হয় না।

শ্লোক ৯

এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্ত-

মসম্মিধানাৎ পরমাপবো যে ।

অবিদ্যয়া মনসা কল্পিতান্তে

যেযাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ ॥ ৯ ॥

একম্—এইভাবে; নিরুক্তম্—আত্মভাবে বর্ণিত হয়ে; ক্ষিতিশব্দ—‘ক্ষিতি’ শব্দটির; বৃত্তম্—অস্তিত্ব; অসৎ—মিথ্যা; নিধানাৎ—কিনাশের ফলে; পরমাপবঃ—পরমাপু; যে—যেই সমস্ত; অবিদ্যয়া—অজ্ঞানের ফলে; মনসা—মনে; কল্পিতাঃ—কল্পিত হয়েছে; তে—তারা; যেযাম্—যার; সমূহেন—সমষ্টির দ্বারা; কৃতঃ—করা হয়েছে; বিশেষঃ—বিশেষ।

অনুবাদ

কেউ বলতে পারে যে, এই ভুলোকেই কেবল বৈচিত্র্য রয়েছে। কিন্তু, ব্রহ্মাও সাময়িকভাবে সত্য বলে প্রতীত হলেও চরমে তার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে পরমাপু থেকে, কিন্তু সেই পরমাপুও অনিত্য। যদিও কোন কোন দার্শনিক এই ধারণা পোষণ করে, তবুও পরমাপু কখনই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ নয়। পরমাপুর সমন্বয়ের ফলে যে এই জড় জগতের বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে তা সত্য নয়।

তাৎপর্য

যারা পরমাপুবাণ্ডের সমর্থন করে তারা মনে করে যে, পরমাপুর সমন্বয়ের ফলে জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু, পরমাপুর সৃষ্টি যে কিভাবে হয়েছে তা বৈজ্ঞানিকভাবে বলতে পারে না। তাই, পরমাপু যে জগৎ সৃষ্টির কারণ তা স্বীকার করা যায় না। এই সমস্ত মতবাদ মূর্খদের মতবাদ। প্রকৃত বুদ্ধিমান মানুষদের মত অনুসারে জগৎ সৃষ্টির কারণ হচ্ছেন ভগবান। জ্ঞানাদ্যস্য যতঃ—তিনিই সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ। সেই সপক্ষে ভগবদ্গীতায় (১০/৮) বলা হয়েছে—অহং সর্বস্য প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে । শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি কারণ। সর্বকারণকারণম্। শ্রীকৃষ্ণ পরমাপু এবং জড়া প্রকৃতির কারণ।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং যে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টয়া ॥ (ভগবদ্গীতা ৭/৪)

পরম কারণ হচ্ছেন ভগবান, আর মূর্খেরাই কেবল বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করে অন্য কারণের অন্বেষণ করার চেষ্টা করে।

শ্লোক ১০

এবং কৃশং স্থূলমণ্বর্বহাদ্

অসক্ত সজ্জীবমজীবমন্যৎ ।

দ্রব্যস্বভাবাশয়কালকর্ম-

নান্নাজ্যাববেহি কৃতং দ্বিতীয়ম্ ॥ ১০ ॥

একম্—এইভাবে; কৃশম্—কৃশ; স্থূলম্—স্থূল; অণুঃ—ক্ষুদ্র; বৃহৎ—বৃহৎ; যৎ—যা; অসৎ—অনিত্য; চ—এরং; সৎ—সত্য; জীবম্—জীব; অজীবম্—জড়; অনাৎ—অন্যান্য কারণ; দ্রব্য—দ্রব্য; স্বভাব—প্রকৃতি; আশয়—আশয়; কাল—কাল; কর্ম—কর্ম; নান্না—কেবল নামের দ্বারা; অজ্য—জড়া প্রকৃতির দ্বারা; অববেহি—আপনার জানা উচিত; কৃতম্—কৃত; দ্বিতীয়ম্—দ্বিতীয় ভাবে।

অনুবাদ

যেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই, তাই কৃশ, স্থূল, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, কার্য, কারণ, চেতন, অচেতন যে সমস্ত বস্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে, সে সর্বই কাল্পনিক। সেগুলি একই মাটির দ্বারা রচিত বিভিন্ন রূপ, এবং নামে মাত্রই সেগুলি ভিন্ন। দ্রব্য, স্বভাব, আশয়, কাল এবং কর্মের দ্বারা বস্তুর পার্থক্য নিরূপিত হয়। আপনার জানা উচিত যে, সেগুলি কেবল জড়া প্রকৃতির দ্বারা রচিত যান্ত্রিক অভিব্যক্তি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই জড় জগতের অনিত্য প্রকাশ এবং বৈচিত্র্য জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি—প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি ওপৈঃ কর্মণি সর্বশঃ । কখনও কখনও প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়াকে আমরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বলে দাবি করে কৃতিত্ব অর্জন করার চেষ্টা করি এবং ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করি। তার বর্ণনা করে ভগবদ্গীতায় (৩/২৭) বলা হয়েছে, অহঙ্কারবিমুক্তায়া কর্তৃহেমিতি মনোতে—অহঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে জীব নিজেকে কর্তা বলে মনে করে জড় জগতের বিভিন্ন সৃষ্টির কৃতিত্ব অর্জন করার চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের প্রকৃতির

প্রভাবে আপনা থেকেই এই সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। তাই পরম পুরুষ ভগবানই হচ্ছেন পরম কারণ। সেই সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

তিনিই সর্ব কারণের পরম কারণ। এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—এবং সর্ব তথা প্রকৃত্যৈ কল্পিতং বিজ্ঞান্যৎ । এবং প্রকৃত্যাদারঃ স্বয়মন্যাধারোবিমুক্তয়েব । অতঃ সর্বশাস্ত্র উন্মিস্রেব । প্রকৃতপক্ষে পরম কারণ হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু, কিন্তু মূর্ত্যবশত মানুষেরা মনে করে যে, জড় পদার্থই হচ্ছে সবকিছুর কারণ।

রাজাগোপীনাথায়োভূমিঃ শরণং চেতি লৌকিকঃ ।

যাবহারো ন তৎ সত্যং তয়োঃপ্রকাশয়ো বিভূঃ ॥

কাল্পনিক অথবা বাহ্যিক স্তরে বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। সকলের প্রকৃত রক্ষক এবং আশ্রয় হচ্ছেন ব্রহ্ম বা পরম পুরুষ, রাজা নয়।

গোপ্তা চ তস্য প্রকৃতিস্তস্যা বিমুঃ স্বয়ং প্রভূঃ ।

তব গোপ্তা তু পৃথিবী নতং গোপ্তা ক্ষিতেঃ স্মৃতঃ ॥

অতঃ সর্বশরশ্চৈব গোপ্তা চ হরিরীশ্বরঃ ।

সর্বশব্দাভিধেয়শ্চ শব্দবৃত্তেহি কারণম্ ।

সর্বান্তঃ সর্ববিহরেক এব জনার্দনঃ ॥

প্রকৃত রক্ষয়িত্রী হচ্ছেন জড়া প্রকৃতি, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু তাঁর প্রভূ। তিনি সবকিছুর ঈশ্বর। ভগবান জনার্দন বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় রূপেই প্রভূ। তিনি বাণী এবং শব্দের দ্বারা ব্যক্ত সবকিছুর কারণ।

শিরসোধারণা যদ্বদ্রীয়ায়াস্তদ্বদেব তু ।

আশ্রয়ত্বং চ গোপ্তৃত্বমন্যেবামুপচারতঃ ॥

ভগবান শ্রীবিষ্ণু সমগ্র সৃষ্টির আশ্রয়—ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ (ভগবদ্গীতা ১৪/২৭)। সবকিছুই ব্রহ্মাকে আশ্রয় করে রয়েছে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মজ্যোতিতে আশ্রিত, এবং সমস্ত গ্রহলোক ব্রহ্মাণ্ডের আকাশে আশ্রিত। প্রতিটি গ্রহ সমুদ্র, পর্বত, ভূখণ্ড ও রাজ্য রয়েছে, এবং প্রতিটি গ্রহ কত জীবকে আশ্রয় দান করছে। তারা সকলেই তাদের পা, কীধ, বক্ষ আদির দ্বারা পৃথিবী-পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই চরমে ভগবানের শক্তিতে আশ্রিত। তাই চরমে তাঁকে বলা হয় সর্বকারণ-কারণম্ ।

শ্লোক ১১

জ্ঞানং বিতুঙ্কং পরমার্থমেক-

মনস্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্ ।

প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং

যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি ॥ ১১ ॥

জ্ঞানম্—পরম জ্ঞান; বিতুঙ্কম্—নিহলুপ; পরম-অর্থম্—জীবনের পরম উদ্দেশ্য প্রদানকারী; একম্—ঐক্যবক; অনন্তরম্—অভ্যন্তর রহিত; ত্ব—ও; অবহিঃ—বাহ্য রহিত; ব্রহ্ম—পরম; সত্যম্—পরম সত্য; প্রত্যক্—আভ্যন্তরীণ; প্রশান্তম্—যোগীদের দ্বারা আরামিত শান্ত এবং শিথিল পরমেশ্বর ভগবান; ভগবৎ-শব্দ-সংজ্ঞাম্—সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ ভগবান নামের দ্বারা পরিচিত; যৎ—যা; বাসুদেবম্—বসুদেব ডনয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; কবয়ঃ—বিদ্বান পণ্ডিত; বদন্তি—বলেন।

অনুবাদ

তাহলে পরম সত্য কি? তার উত্তর হচ্ছে যে, অদ্বয় জ্ঞানই হচ্ছে পরম সত্য। তা জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত। তা আমাদের মুক্তি প্রদান করে। তা অদ্বয়, সর্বব্যাপ্ত এবং কল্পনার অতীত। সেই জ্ঞানের প্রথম উপলব্ধি হচ্ছে ব্রহ্ম। তারপর দ্বিতীয় উপলব্ধি হচ্ছে পরমাছা, যাঁকে যোগীরা নির্মল অন্তঃকরণে দর্শন করার চেষ্টা করেন। চরমে, সেই পরম জ্ঞানের পূর্ণ উপলব্ধি হয় পরম পুরুষ ভগবানরূপে। সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষেরা সেই পরম পুরুষকে ব্রহ্ম, পরমাছা আদির পরম কারণ বাসুদেবরূপে বর্ণনা করেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে—যদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্যা তনুভা । পরমভবের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেহনিগত রমিচ্ছটা। য আত্মাত্ম্যমী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ । আত্মা এবং অত্ম্যমী পরমাছা হচ্ছে সেই পরমেশ্বর ভগবানের অংশ। যদৈশ্বর্যঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়মহং । যাঁকে যদৈশ্বর্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেব বলে বর্ণনা করা হয়, এই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর থেকে অভিন্ন। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর মহাজ্ঞানী

পণ্ডিত এবং দার্শনিকেরা তা কুহতে পারেন। বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদূর্লভা (ভগবদ্গীতা ৭/১৯)। প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, ব্রহ্ম এবং পরমাত্মার উৎস হচ্ছেন বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ। এই বাসুদেব হচ্ছেন সর্বকারণ-কারণমু, অর্থাৎ সর্ব-কারণের পরম কারণ। সেকথা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রকৃত তত্ত্ব বা পরমতত্ত্ব হচ্ছেন ভগবান, কিন্তু সেই পরমতত্ত্বের উপলব্ধি সম্পূর্ণ না হওয়ার ফলে, মানুষেরা কখনও কখনও সেই বিষয়কে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা অন্তর্য়ামী পরমাত্মা বলে বর্ণনা করে।

বদন্তি তত্ত্ববিন্দিত্ত্বং যজ্ঞজানমহমম্ ।

ব্রহ্মোতি পরমাত্মোতি ভগবানিতি শব্দোতি ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/২/১১)

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই বলা হয়েছে, সত্যং পরং ধীমহি—আমরা পরম সত্যের ধ্যান করি। সেই পরম সত্যকে এখানে জ্ঞানং বিত্ত্বং সত্যম্ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরম সত্য সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত এবং সমস্ত জড় গুণের অতীত। তা সর্বতোভাবে পারমার্থিক সিদ্ধি প্রদান করে এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। এই পরম সত্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরাত্মা এবং বাহ্য শরীরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ। আমাদের মতো তাঁর দেহ এবং আত্মার কোন পার্থক্য নেই। কখনও কখনও তথাকথিত পণ্ডিতেরা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অবগত না হয়ে, কৃষ্ণের অন্তর এবং কৃষ্ণের বাহির ভিন্ন বলে বর্ণনা করে মানুষকে বিপথগামী করে। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন, মদ্রনা ভব মন্ত্রো মদ্যাজী মাং নমস্তুক, তখন তথাকথিত পণ্ডিতেরা সেই কথাটির বিশ্লেষণ করে পাঠকদের উপদেশ দেয় যে, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে না, অন্তরে যে কৃষ্ণ রয়েছেন তাঁর শরণাগত হতে হবে। তথাকথিত পণ্ডিত বা মায়াদ্বীপীরা তাদের নগণ্য জ্ঞানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে হলে মহাজনের শরণাগত হতে হয়। শ্রীগুরুদেব প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছেন; তাই তিনি যথাযথভাবে তাঁর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারেন।

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিগ্রহেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তদ্বর্শিনঃ ॥

(ভগবদ্গীতা ৪/৩৪)

মহাজনের শরণাগত না হলে, কখনই শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না।

শ্লোক ১২

রত্নগুণৈতত্তপসা ন যতি

ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাঙ্ঘা ।

নচ্ছন্দসা নৈব জলাধিসূর্যৈ-

বিনা মহৎপাদরজোহভিষেকম্ ॥ ১২ ॥

রত্নগুণ—হে রাজা রত্নগুণ, এতৎ—এই জ্ঞান; তপসা—কঠোর তপস্যার দ্বারা; ন যতি—প্রকাশিত হয় না; ন—না; চ—ও; ইজ্যয়া—শ্রীবিগ্রহ আরাধনার মহৎ আয়োজনের দ্বারা; নির্বপণাৎ—অথবা সমস্ত জাগতিক কার্যের সমাপন করে সম্রাট গ্রহণ করার দ্বারা; গৃহাৎ—আদর্শ গৃহস্থ-জীবন থেকে; বা—অথবা; ন—না; ছন্দসা—ব্রহ্মচর্য পালন অথবা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা; নৈব—না; জলাধি-সূর্যৈঃ—জল, জলন্ত অগ্নি অথবা প্রচণ্ড সূর্যকিরণে অবস্থানরূপ কঠোর তপস্যার দ্বারা; বিনা—রহিত; মহৎ—মহান ভক্তের; পাদ-রজঃ—শ্রীপাদ-পদ্মের ধূলি; অভিষেকম্—অভিষেক।

অনুবাদ

হে মহারাজ রত্নগুণ, মহাভাগবতের চরণবরণের দ্বারা অভিষিক্ত না হলে, কখনই পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা, গার্হস্থ্য-জীবনের বিধিবিধান কঠোর নিষ্ঠা সহকারে পালন করার দ্বারা, বানপ্রস্থ-আশ্রমে গৃহ্যাগ করার দ্বারা, সম্রাট-আশ্রমে অবলম্বনের দ্বারা অথবা শীতের সময় জলমগ্ন হয়ে অথবা গ্রীষ্মে অগ্নি পরিবেষ্টিত হয়ে কিংবা প্রব্রূণ সূর্যকিরণে অবস্থান করে তপস্যা করার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার অন্য পন্থা থাকলেও, মহাভাগবতের কৃপার প্রভাবেই কেবল পরম সত্য প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

নিম্ন আনন্দের প্রকৃত জ্ঞান শুদ্ধ ভক্তই কেবল প্রদান করতে পারেন। বেদের দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ। কেবল বেদের নির্দেশ পালন করার ফলেই পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করা যায় না। শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হতে হয়—অন্যান্যভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্মদিন্যাবৃতম্। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া যায়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির কখনও কখনও মনে করে যে, গৃহ থেকে কেবল পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা

পরম সত্যকে বোঝা যায়। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে তা সম্ভব নয়। এমনকি কঠোর নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচর্য পালন করার দ্বারাও পরম সত্যকে জানা যায় না। তাঁকে জানার একমাত্র পথ হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের সেবা। তার ফলে অব্যর্থভাবে পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

শ্লোক ১৩

যথোত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ

প্রস্থয়তে গ্রাম্যকথাবিধাতঃ ।

নিষেব্যমাণোহনুদিনং মুমুক্শো-

মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥ ১৩ ॥

যত্র—যেই স্থানে (মহান ভক্তদের উপস্থিতিতে); উত্তম-শ্লোক-গুণ-অনুবাদঃ—পরমেশ্বর ভগবানের লীলা এবং মহিমা আলোচনা হয়; প্রস্থয়তে—প্রকৃষ্টরূপে কীর্তিত হয়; গ্রাম্যকথা-বিধাতঃ—যার ফলে বৈখরিক বিষয়ের আলোচনার কোনও সম্ভাবনা থাকে না; নিষেব্যমাণঃ—অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে শ্রবণ করার ফলে; অনুদিনম্—প্রতিদিন; মুমুক্শোঃ—জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে যারা অত্যন্ত আগ্রহী; মতিম্—ধান; সতীম্—শুদ্ধ এবং সরল; যচ্ছতি—উদয় হয়; বাসুদেবে—ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে।

অনুবাদ

যে শুদ্ধ ভক্তদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা কারা? শুদ্ধ ভক্তদের সভায় রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি জড় বিষয়ের আলোচনার কোন সম্ভাবনা থাকে না। শুদ্ধ ভক্তদের সভায় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, গুণ এবং লীলার বিষয়েই আলোচনা হয়। সর্বান্তঃকরণে তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন এবং তাঁর আরাধনা করেন। শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে শ্রদ্ধা সহকারে এই সমস্ত বিষয়ে নিরন্তর শ্রবণ করার ফলে, সাধুজ্ঞা মুক্তির প্রয়াসী মুমুকুরাও তাঁদের মোক্ষাসনা পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে বাসুদেবের সেবার প্রতি আসক্ত হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। শুদ্ধ ভক্ত কখনও সাংসারিক বিষয়ে আগ্রহী হন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের জড়-জাগতিক বিষয়ের

কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। গ্রাম্যবর্তী ন কহিবে—কখনও অনর্থক জড়-জাগতিক বিষয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। এইভাবে কখনও সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। ভক্তের জীবনে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়া ভক্তের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আদোদান গুরু করা হয়েছে যাতে মানুষ দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবানের সেবার এবং মহিমা কীর্তনে যুক্ত থাকতে পারে। এই সংস্কার শিষ্যেরা ভোর ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনে যুক্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের রাজনীতি, সমাজনীতি এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীর আলোচনার অনর্থক সময় নষ্ট করার কোন সুযোগ থাকে না। এই সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয়গুলি আপনা থেকেই চলতে থাকবে। ভক্তের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে তিনি কিভাবে ঐকান্তিকতা এবং নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করবেন।

শ্লোক ১৪

অহং পুরা ভরতো নাম রাজা

বিমুক্তদৃষ্টশ্রুতসমবদ্ধঃ ।

আরাধনং ভগবত দৈহমানো

মৃগোহিভবং মৃগসঙ্গাদ্বিতার্থঃ ॥ ১৪ ॥

অহম্—আমি; পুরা—পূর্বে (আমার পূর্বজন্মে); ভরতঃ নাম রাজা—ভরত নামক রাজা; বিমুক্ত—মুক্ত; দৃষ্ট-শ্রুত—প্রত্যক্ষ অনুভব অথবা বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে স্বয়ং উপলব্ধি করার দ্বারা; সঙ্গ-বদ্ধঃ—সঙ্গজনিত বন্ধন; আরাধনম্—পূজা; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবের; দৈহমানঃ—সর্বদা অনুষ্ঠান করে; মৃগঃ অভবম্—আমি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলাম; মৃগ-সঙ্গাৎ—হরিণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ করার ফলে; ইত-অর্থঃ—ভগবত্তত্ত্বের বিধি উপেক্ষা করার ফলে।

অনুবাদ

পূর্বে এক জন্মে আমি ছিলাম মহারাজ ভরত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং বৈদিক জ্ঞানের পরোক্ষ অনুভবের দ্বারা আমি সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ থেকে পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলাম। আমি পূর্ণরূপে ভগবানের সেবার যুক্ত ছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি একটি হরিণ শাবকের প্রতি এতই আসক্ত হয়ে

পড়েছিলাম যে, আমি আমার পারমার্থিক কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলা করেছিলাম। সেই হরিণ-শিশুটির প্রতি গভীর মেহের ফলে আমাকে পরবর্তী জীবনে একটি হরিণ-শরীর ধারণ করতে হয়।

তাৎপর্য

এখানে বর্ণিত ঘটনাটি অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, বিনা মহৎপাদরজোহভিষেকম্—মহাপুরুষের চরণ-ধূলিতে অভিষিক্ত না হলে কখনও সিদ্ধিলাভ করা যায় না। কেউ যদি সর্বদা শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করে, তাহলে তার অধঃপতনের কোনও প্রশংহী ওঠে না। মূৰ্খ শিষ্য যখনই গুরুদেবকে লঙ্ঘন করে তাঁর স্থান অধিকার করার আকাংক্ষা করে, তৎক্ষণাৎ তার অধঃপতন হয়। যস্যা প্রসাদাভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদাম গতিঃ কুতোহপি। শিষ্য যদি শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তাহলে অবশ্যই সেই শিষ্যের আর পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। গভীর নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা সত্ত্বেও, ভরত মহারাজ যখন হরিণ-শিশুটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন তিনি গুরুদেবের উপদেশ গ্রহণ করেননি অথবা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেননি। তার ফলে তিনি হরিণটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁর পারমার্থিক কার্যসূচি বিস্মৃত হয়ে তিনি অধঃপতিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

সা মাং স্মৃতির্মগদেহেহপি বীর
কৃষ্ণার্চনপ্রভবা নো জহাতি ।

অথো অহং জনসঙ্গদসঙ্গো

বিশঙ্কমানোহবিবৃৎশ্চরামি ॥ ১৫ ॥

সা—সেই; মাম্—আমাকে; স্মৃতিঃ—পূর্বজন্মের কার্যকলাপের স্মৃতি; মগদেহে—হরিণ-শরীরে; অপি—যদিও; বীর—হে বীর; কৃষ্ণার্চনপ্রভবা—শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ সেবার প্রভাবে উৎপন্ন; নো জহাতি—চলে যাবনি; অথো—তাই; অহম্—আমি; জনসঙ্গাৎ—সাধারণ মানুষের সঙ্গ থেকে; অসঙ্গঃ—সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত; বিশঙ্কমানঃ—ভীত হয়ে; অবিবৃৎঃ—অন্যের অগোচরে; চরামি—আমি বিচরণ করেছিলাম।

অনুবাদ

হে বীর রাজা, পূর্বে যে আমি ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সেবা করেছিলাম, তার ফলে হরিণ-শরীর পাওয়া সত্ত্বেও আমি আমার পূর্ব জীবনের সব কথা স্মরণ করতে পেরেছিলাম। যেহেতু আমার পূর্ব জীবনের অধঃপতনের কথা আমার মনে আছে, তাই আমি সাধারণ মানুষদের সঙ্গ থেকে সর্বদা দূরে থাকি। তাদের বিষয়াসক্ত অসৎ-সঙ্গের ভয়ে ভীত হয়ে, সকলের অগোচরে একাকী বিচরণ করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—স্বল্পমপাস্য ধর্মস্যা (ভগবদ্গীতা ২/৪০)। মনুষ্য-জীবন থেকে পণ্ড-জীবন প্রাপ্ত হওয়া অবশ্যই এক মহা অধঃপতন, কিন্তু ভরত মহারাজের ক্ষেত্রে অথবা অন্য কোন ভক্তের ক্ষেত্রে ভগবদ্ভক্তি কখনও ব্যর্থ হয় না। ভগবদ্গীতায় (৮/৬) উল্লেখ করা হয়েছে—যং যং বাপি অরন্ ভাবং তাক্ত্যতে কলেবরম্। মৃত্যুর সময় প্রকৃতির নিয়মে মন বিশেষ চিন্তায় মগ্ন হয়। তার ফলে পশুশরীর প্রাপ্ত হলেও ভক্তের ক্ষেত্রে তাতে কোন ক্ষতি হয় না। ভরত মহারাজ যদিও হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি তাঁর স্থিতি বিস্মৃত হননি। তার ফলে হরিণরূপেও তিনি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তাঁর অধঃপতনের কারণ স্মরণ করেছিলেন। তাই তিনি এক অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে তাঁর ভগবৎ সেবা ব্যর্থ হয়নি।

শ্লোক ১৬

তস্মান্নরোহসঙ্গসুসঙ্গজাত-

জানাসিনৌহৈব বিবৃকুমোহঃ ।

হরিং ভদীহাকথনশ্রুতাভ্যাং

লঙ্কাস্মৃতিযাত্যতিপারমধ্বনঃ ॥ ১৬ ॥

তস্মাৎ—তার ফলে; নরঃ—প্রত্যেক ব্যক্তি; অসঙ্গ—বিষয়াসক্ত মানুষদের সঙ্গ থেকে বিরক্ত হয়ে; সুসঙ্গ—ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের দ্বারা; জাত—উৎপন্ন; জানাসিনৌ—জ্ঞানরূপ তরবারির দ্বারা; ইহ—এই জড় জগতে; এব—এমনকি; বিবৃকু-মোহঃ—যাঁর মোহ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়েছে; হরিম্—পরমেশ্বর ভগবান; ভদীহা—তাঁর কার্যকলাপের; কথনশ্রুতভ্যাং—শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারা; লঙ্কা-স্মৃতিঃ—হারানো স্মৃতি ফিরে পায়; যাতি—প্রাপ্ত হয়; অতিপারম্—অন্তিম লক্ষ্য; অধ্বনঃ—ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার মার্গ।

অনুবাদ

উত্তম ভক্তের সদ্র প্রভাবের ফলে যে কোন ব্যক্তি পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারেন, এবং জ্ঞানরূপ তরবারির দ্বারা জড় জগতের মোহের বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তের সদ্র প্রভাবে শ্রবণ-বীর্জনের ফলে, ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। তার ফলে জীবের সুপ্ত কৃষ্ণভাবনামৃত জাগরিত হয়, এবং এই কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের ফলে, তিনি এই জীবনেই তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

তাৎপর্য

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, সর্বতোভাবে অসৎ-সদ্র পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তের সদ্র করতে হয়। এই সম্পর্কে কি করা কর্তব্য এবং কি করা কর্তব্য নয়, তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্তের সদ্র ফলে সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি পূর্ণজাগরিত হয়। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আদোলন সকলকেই সেই সুযোগ দিচ্ছে। কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধনে যারা ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, আমরা তাদের আশ্রয় দিচ্ছি। আমরা তাদের থাকা-খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করছি, যাতে তারা শান্তিপূর্ণভাবে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করে, এই জীবনেই তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'মহারাজ রত্নগুণ এবং জড় ভরতের বার্তালাপ' নামক পঞ্চম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজা রত্নগুণের প্রতি জড় ভরতের
অতিরিক্ত উপদেশ

ব্রাহ্মণ জড় ভরত রাজা রত্নগুণের প্রতি অত্যন্ত সদয় হয়ে, তাকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য আলঙ্কারিকভাবে ভবাচীর বর্ণনা করেছেন। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, এই জড় জগৎ একটি দূত্তর অরণ্যের মতো, যেখানে জীব মায়ার বশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই অরণ্যে ছটি দস্যু (ষেড়েজিয়) এবং শৃগাল, নেকড়ে, সিংহ আদি (স্ত্রী, পুর, আয়ীয়া-স্বজন) বহু মাংসাশী পশু রয়েছে, যারা সর্বদাই পরিবারের কর্তার রক্ত শোষণে উদ্গ্রীব। সেই অরণ্যের দস্যু এবং রক্ত-মাংস লোলুপ পশুরা একত্রে মিলিত হয়ে এই জড় জগতে মানুষের শক্তি শোষণ করে। এই অরণ্যে একটি ভূগাছাদিত গছের রয়েছে যাতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই অরণ্যে এসে নানা প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে জীব এই জড় জগতের সমাজ, মৈত্রী, প্রেম এবং পরিবারের পরিপ্রেক্ষিতে তার পরিচয় খোঁজে। সেই অরণ্যে পথ হারিয়ে সে হিংস্র পশু-পক্ষীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। বিবিধ আকাঙ্ক্ষার বশে ইতস্তত ধাবিত হয়ে, কঠোর পরিশ্রমে অরণ্যমধ্যে সে বৃথা ক্রেশ ভোগ করে। সে স্বপ্নস্থায়ী সুখে কখনও মোহিত হয় আবার কখনও তথাকথিত দুঃখে মগ্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে এই অরণ্যে তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের মাধ্যমে সে কেবল ক্রেশই ভোগ করে। কখন সে একটি সর্পের দ্বারা (গভীর নিদ্রা) আক্রান্ত হয় এবং সেই সর্পের দংশনে চেতনা হারিয়ে তার কর্তব্য বিস্মৃত হয়। কখনও সে পরস্পরীকপ মধুর লোভে আকৃষ্ট হয়ে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। সে রোগ, শোক এবং শীত ও গ্রীষ্ম আদির দ্বারা আক্রান্ত হয়। এইভাবে এই জড় জগৎরূপী অরণ্যে জীব সংসার-দুঃখ ভোগ করে। সুখভোগের আশায় জীব এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিচরণ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতে বিবরাসক্ত মানুষ কখনই সুখী হতে পারে না। জড় কার্যকলাপে নিরন্তর যুক্ত হয়ে সে সর্বদাই বিচলিত হয়। সে ভুলে যায় যে, একদিন তাকে মরতে হবে। যদিও সে মায়ামুগ্ধ হয়ে

কঠোর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে, তবু সে জড় সুখের জন্য লালায়িত হয়। এইভাবে সে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়।

জড় ভরতের কাছে এই উপদেশ শ্রবণ করে, মহারাজ রত্নগণের কৃষ্ণভক্তি জাগরিত হয়েছিল। এইভাবে জড় ভরতের সঙ্গ প্রভাবে তিনি লাভবান হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর মোহ ভঙ্গ হয়েছে, এবং তখন তিনি তাঁর অন্যায় আচরণের জন্য জড় ভরতের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। এই কৃতান্ত শুকদেব গোপাশ্রমী মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ১

ব্রাহ্মণ উবাচ

দুরত্যয়েহধ্বন্যজয়া নিবেশিতো

রজত্তমঃসত্ত্ববিভক্তকর্মদৃক্ ।

স এষ সার্থোহর্থপরঃ পরিভ্রমন্

ভবাতীর্থী যাতি ন শর্ম বিন্দতি ॥ ১ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ—ব্রাহ্মণ জড় ভরত বললেন; দুরত্যয়ে—দুরতিক্রম্য; অধ্বনি—সকাম কর্মের পথে (এই জীবনের কর্মফল অনুসারে পরবর্তী জীবনে শরীর ধারণ করা, এবং এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হওয়া); অজয়া—ভগবানের বহিঃস্বা শক্তি মায়ার দ্বারা; নিবেশিতঃ—প্রবিষ্ট হয়ে; রজঃ-তমঃ-সত্ত্ব-বিভক্ত-কর্মদৃক্—যে বদ্ধ জীব প্রেয় সকাম কর্মসমূহ এবং তাদের ফলই কেবল দর্শন করে, যা সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণের প্রভাব অনুসারে বিভক্ত; সঃ—তিনি; এষঃ—এই; স-অর্থঃ—ইন্দ্রিয় সুখপ্রদ কর্মের আকাঙ্ক্ষা; অর্থ-পরঃ—ধন-সম্পদ লাভে আত্মহীন; পরিভ্রমন্—সর্বত্র ভ্রমণ করে; ভব-অটীর্থী—ভব নামক অরণ্য অর্থার্থে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে; যাতি—প্রবেশ করে; ন—না; শর্ম—সুখ; বিন্দতি—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

ব্রাহ্মজ্ঞানী জড় ভরত বললেন—হে মহারাজ রত্নগণ, জীব এই দুস্তর সংসার মার্গে ভ্রমণ করে, এবং বার বার জন্ম ও মৃত্যু বরণ করে। জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয় এবং তিন প্রকার কর্মের ফলই কেবল দর্শন করে। সেই ফলগুলি হচ্ছে শুভ, অশুভ এবং

মিশ্র। এইভাবে সে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে একটি বণিকের মতো দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে এবং লাভের আশায় বস্তু সংগ্রহের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু এই জড় জগতে সে প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পথ যে কত কঠিন এবং দুরতিক্রম্য তা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সেই পথটি যে কি রকম তা না জেনে মানুষ বিভিন্ন দেহে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। তার ফলে সে এই জড় জগতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। কেউ মনে করতে পারে যে, একজন আমেরিকান, ভারতীয়, ইংরেজ অথবা জার্মান হওয়ার ফলে সে এই জন্মে খুব সুখী, কিন্তু পরবর্তী জন্মে তাকে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনির একটি যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। তাকে তার কর্ম অনুসারে পরবর্তী শরীর ধারণ করতে হবে। জীব কোন বিশেষ শরীর ধারণ করতে বাধ্য হয়, এবং প্রতিবাদ করলেও কোন লাভ হয় না। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির কঠোর নিয়ম। অবিন্যাসিত জীব তার নিত্য আনন্দময় জীবনের কথা ভুলে গিয়ে মায়ার প্রভাবে জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই জগতে সে কখনই সুখ অনুভব করতে পারে না, তবুও সুখভোগের আশায় সে কঠোর পরিশ্রম করে। তাকে বলা হয় মায়ী।

শ্লোক ২

যস্যামিমে যণনরদেব দস্যবঃ

সার্থং বিলুপ্তি কুনা্যকং বলাৎ ।

গোমায়বো যত্র হরন্তি সার্থিকং

প্রমত্তমাবিশ্য যথোরণং বৃকাঃ ॥ ২ ॥

যস্যাম্—যাতে (সংসার অরণ্যে); ইমে—এই সমস্ত; যট্—হয়; নরদেব—হে রাজন; দস্যবঃ—দস্যু; স-অর্থম্—বদ্ধ জীব; বিলুপ্তি—লুপ্তন করে, সর্বস্ব হরণ করে; কুনা্যকম্—যারা তথাকথিত গুরুদেব দ্বারা সর্বদা ভ্রান্তপথে পরিচালিত হয়; বলাৎ—বলপূর্বক; গোমায়বঃ—শৃগালের মতো; যত্র—যেই অরণ্যে; হরন্তি—হরণ করে নেয়; স-অর্থিকম্—যে বদ্ধ-জীব জীবন ধারণের জন্য লাভের অন্বেষণ করে; প্রমত্তম্—আত্মহীন সত্বকে অস্ত্র উদ্ভাদ বাক্তি; আবিশ্য—হৃদয়ে প্রবেশ করে; যথা—ঠিক যেমন; উরণম্—সুরক্ষিত ভেড়া; বৃকাঃ—বাঘ।

অনুবাদ

হে মহারাজ রত্নগণ, এই সংসার-অরণ্যে ছাটি অত্যন্ত প্রবল দস্যু রয়েছে। বদ্ধ জীব যখন জাগতিক লাভের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে, তখন এই ছাটি দস্যু তাকে বিপথে পরিচালিত করে। এইভাবে বনিকরূপী বদ্ধ জীবকে বিভ্রান্ত করে সেই দস্যুরা তার অর্থ অপহরণ করে। বাঘ, শূগল এবং অন্যান্য হিংস্র পশু যেমন রথকের আশ্রয় থেকে একটি মেথকে হরণ করে, ঠিক তেমনিই পত্নী এবং সন্তান সেই বনিকের হৃদয়ে প্রবেশ করে নানাভাবে তাকে লুণ্ঠন করে।

তাৎপর্য

অরণ্যে বধ দস্যু এবং ডাকাতি, বাঘ এবং শূগল রয়েছে। পত্নী এবং সন্তানদের শূগলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গভীর রাত্রে শূগলের উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে, ঠিক তেমনিই এই জড় জগতে পত্নী এবং সন্তানদেরাও শূগলের মতো ক্রন্দন করে। সন্তান বলে, “বাবা, আমি এটা চাই, আমাকে এটি দাও। আমি তোমার কত প্রিয় পুত্র।” অথবা পত্নী বলে, “আমি তোমার প্রিয় পত্নী। আমাকে এটি দাও। এখন এটির প্রয়োজন।” এইভাবে সংসারারণ্যে জীব দস্যু-তরুণদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনে, জীব বিপথে পরিচালিত হয়। জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে বিমুঃ (ন তে বিমুঃ স্বার্থগতিং হি বিমুঃ)। ধন-সম্পদ উপার্জনের জন্য সকলেই অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু কেউই জানে না যে, প্রকৃত স্বার্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধন করার জন্য অর্থ ব্যয় করার পরিবর্তে মানুষ ক্রায়ে, ক্রেতায়, পানশালায়, কসাইখানায় এবং এই ধরনের সমস্ত স্থানে তার কষ্টার্জিত ধন ব্যয় করে। পাপকর্মের ফলে সে সংসারমার্গে জড়িয়ে পড়ে এবং তাকে একের পর এক শরীর ধারণ করতে হয়। এইভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে সে কখনই সুখ পায় না।

শ্লোক ৩

প্রভূতবীরুৎপত্তংগহুরে

কঠোরদংশৈর্মশকৈরুপদ্রুতঃ ।

কচিৎ গন্ধর্বপুং প্রপশ্যতি

কচিৎ কচিচ্চাশুরয়োন্মুকগ্রহম্ ॥ ৩ ॥

প্রভূত—প্রচুর; বীরুৎ—লতার; তুণ—নানা প্রকার ঘাসের; গুন্ম—ঘন ঝোপ; গহুরে—গভীর স্থানে; কঠোর—নিষ্ঠুর; দংশৈঃ—দংশনের দ্বারা; মশকৈঃ—মশকের দ্বারা; উপদ্রুতঃ—উপদ্রুত; কচিৎ—কখনও কখনও; তু—কিন্তু; গন্ধর্বপুং—গন্ধর্বদের দ্বারা সৃষ্ট একটি অলীক প্রাসাদ; প্রপশ্যতি—দর্শন করে; কচিৎ—এবং কখনও কখনও; কচিৎ—কখনও কখনও; চ—এবং; আশুরয়—অতি দ্রুত; উন্মুক—উকার মতো; গ্রহম্—পিশাচ।

অনুবাদ

এই বনে অসংখ্য তুণ, গুন্ম ও লতার দ্বারা আচ্ছন্ন গহুরে রয়েছে। সেই সমস্ত গহুরে বদ্ধ জীব সর্বদা মশক সদৃশ দুর্জনদের উপদ্রবে পীড়িত হয়। কখনও কখনও সে সেই অরণ্যে এক অলীক প্রাসাদ দর্শন করে, এবং কখনও কখনও সে আকাশে উকার মতো পিশাচদের দর্শন করে বিভ্রান্ত হয়।

তাৎপর্য

গৃহস্থালি প্রকৃতপক্ষে সকাম কর্মের একটি গহুর। জীবিকা উপার্জন করার জন্য জীবকে বিভিন্ন কলকারখানায় এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হয়, এবং কখনও কখনও উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার জন্য মানুষ বড় বড় যজ্ঞ করে। আর তা ছাড়া সকলকেই অত্যন্ত জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন না কোন বৃত্তিতে কাজ করতে হয়। তখন তাদের বহু অবস্থিত ব্যক্তিদের সঙ্গে ফোলামোশা করতে হয়, যাদের আচরণ মশকের দংশনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তার ফলে অত্যন্ত অবস্থিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যেও মানুষ কল্পনা করে যে, সে একটি বিশাল গৃহ নির্মাণ করবে যেখানে সে চিরকাল সুখে বাস করবে, যদিও সে জানে যে তা কখনও সম্ভব নয়। স্বপ্নকে আকাশে উড়ার মতো দ্রুতগামী পিশাচীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তা স্বপ্নিকের জন্য দেখা দিয়ে চলে যায়। সাধারণত কর্মীরা স্বর্ণ বা অর্থের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, কিন্তু এখানে ভূত-প্রেতের সঙ্গে সেগুলির তুলনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪

নিবাসতোয়দ্রবিণান্ধবুদ্ধি-

স্ততস্ততো ধাবতি ভো অটব্যাম্ ।

কচিচ্চ বাতোখিতপাংসুধৃশ্বা

দিশো ন জানাতি রজশ্বলাশ্বঃ ॥ ৪ ॥

নিবাস—বাসস্থান; ভোগ—জল; দ্রবণ—ঐশ্বর্য; আত্মবুদ্ধি—যে জড় বস্তুকে আত্মা বা তার স্বরূপ বলে মনে করে; ততঃ—ততঃ—ইতস্ততঃ; ধাবতি—ধাবিত হয়; ভোগঃ—হে রাজন; অটব্যাম্—এই সংসাররূপ অরণ্যের পথে; কৃষ্টিৎ চ—এবং কখনও কখনও; বাত্যা—ঘূর্ণিবায়ুর দ্বারা; উষিত—উষিত; পাংসু—ধূলির দ্বারা; ধূষাঃ—ধূষ বর্ণ; দিশঃ—দিকসমূহ; ন—না; জানাতি—জানে; রজঃবল-অক্ষঃ—যার চক্ষু ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে অথবা যে রজঃবলা পত্নীর দ্বারা মোহিত হয়েছে।

অনুবাদ

হে রাজন, এই সংসার-অরণ্যের পথে গৃহ, ধন, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত সেই বণিক এই সংসার-অরণ্যে সাফল্য লাভের আশায় ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। কখনও তার চক্ষু ঘূর্ণিবায়ুর ধূলিতে আচ্ছাদিত হয়, অর্থাৎ তার পত্নীর রূপে মোহিত হয়ে, বিশেষ করে তার রজঃবলা অবস্থায়, সে কামাচ্ছ হয়। এইভাবে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, সে যে কোথায় যাচ্ছে এবং কি করছে তা সে দেখতে পায় না।

তাৎপর্য

বলা হয় যে গৃহস্থ-জীবনের মূল আকর্ষণ হচ্ছে স্ত্রী, কারণ মৈথুন-সুখই গৃহস্থ-জীবনের কেন্দ্র—যথৈগুনাং গৃহমৈথিন্যং হি ব্রূহম্। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রীকে কেন্দ্র করে দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে। জড়-জাগতিক জীবনে তার একমাত্র সুখ হচ্ছে মৈথুন। তাই কর্মীরা বাক্ষরী অথবা পত্নীরূপে স্ত্রীলোকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বস্তুতপক্ষে যৌন অনুপ্রেরণা ছাড়া তারা কোন কিছুই করতে পারে না। এই অবস্থায় পত্নীকে ঘূর্ণিবায়ুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, বিশেষ করে তার রজঃবলা অবস্থায়। যারা নিষ্ঠা সহকারে গৃহস্থ-জীবনের বিবিধধন পালন করে, তারা কেবল মাসে একবার, রজঃকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর পত্নীগমন করে। সে যখন সেই অবসরের প্রতীক্ষা করে, তখন তার পত্নীর সৌন্দর্যের দ্বারা তার চক্ষু মোহিত হয়। তাই বলা হয়েছে যে, ঘূর্ণিবায়ুর ধূলির দ্বারা তার চক্ষু আচ্ছাদিত হয়। এই প্রকার কামার্ত ব্যক্তি জানে না যে, তার সমস্ত কার্যকলাপ বিভিন্ন দেবতার দর্শন করছে, বিশেষ করে সূর্যদেব, এবং তার সমস্ত কর্ম লিপিবদ্ধ হয়ে থাকছে তার পরবর্তী দেহ প্রাপ্তির জন্য। যেহেতু জড় জগতে জ্যোতি আসে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র থেকে, তাই এই বিজ্ঞানটিকে বলা হয় জ্যোতি-শাস্ত্র। জ্যোতির গণনার দ্বারা ভবিষ্যৎ সংঘটন জানা যায়। অর্থাৎ, সূর্য, চন্দ্র, তারকা আদি সমস্ত

জ্যোতিষ বদ্ধ জীবের কার্যকলাপের সাক্ষী। তার ফলে সে বিশেষ ধরনের শরীর ভোগ হয়। যে কামার্ত ব্যক্তির চক্ষু সংসার-জীবনের ঘূর্ণিবায়ুর ধূলিকণার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে, সে মোটেই ভেবে দেখে না যে তার সমস্ত কার্যকলাপ বিভিন্ন দেবতার দর্শন করছে এবং সেগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে থাকছে। তা না জানার ফলে, বদ্ধ জীব তার কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য নানা প্রকার পাপকার্য করে।

শ্লোক ৫

অদৃশ্যক্স্মিতীশ্বনকর্ণশূল

উল্কবাগুণ্ডির্বাবিতান্তরায়া।

অপুণ্যবৃক্ষান্ শ্রয়তে ক্ষুধাদিতো

মরীচিতোয়ান্যভিধাবতি কৃষ্টিৎ ॥ ৫ ॥

অদৃশ্য—অদৃশ্য; ক্স্মিতী—কিষ্টি পোক; শ্বন—শব্দের দ্বারা; কর্ণশূল—কাণের ব্যথা; উল্কবা—পেঁচার; বাগুণ্ডি—কষ্টকর; আবিত—অত্যন্ত ক্লিষ্ট; অন্তরায়া—মন এবং হৃদয়; অপুণ্যবৃক্ষান্—পুণ্যহীন বৃক্ষসমূহ যাতে ফল অথবা ফল হয় না; শ্রয়তে—সে আশ্রয় গ্রহণ করে; ক্ষুধ—ক্ষুধার থেকে; অদিতঃ—কষ্ট; মরীচি-ডোয়ানি—মরীচিকা; অভিধাবতি—সে ধাবিত হয়; কৃষ্টিৎ—কখনও কখনও।

অনুবাদ

অদৃশ্যভাবে ভ্রমণ করতে করতে বদ্ধ জীব অদৃশ্য ক্স্মিতীর কঠোর শব্দ শুনে পায়, এবং তার ফলে তার কর্ণশূল উপস্থিত হয়। কখনও কখনও পেঁচার কর্ণ শব্দে তার হৃদয় ব্যথিত হয়, যা হচ্ছে তার শত্রুদের কঠোর দুরূহি। ক্ষুধার্ত হয়ে সে কখনও কখনও এমন বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে যাতে কোন ফল অথবা ফল হয় না, এবং তার ফলে সে কষ্টভোগ করে। ভ্রমার্ত হয়ে সে জালের আশায় মরীচিকার পিছনে ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, ভাগবত দর্শন তাদের জন্য যারা সম্পূর্ণরূপে মাৎসর্গ্যন্যা হতে পেরেছে (পরমো নির্ভৎসরাগম্)। জড় জগৎ স্বর্ষ্যপরাধ মানুষে পূর্ণ। এমনকি তার নিকট-আত্মীয়েরাও তার অসাক্ষাতে তার নিন্দা করে। অরণ্যে

খিদীরবের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। ঝি ঝি পোকাকে দেখা না গেলেও তার ডাক শোনা যায় এবং তার ফলে কর্ণশূল উপস্থিত হয়। কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে, তখন তাকে সর্বদা আত্মীয়-স্বজনদের অগ্নির কথা শুনেতে হয়। এটিই হচ্ছে এই জগতের ধর্ম। দ্বৈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের নিন্দাজনিত ক্রোধ এড়ানো যায় না। অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে মানুষ কখনও কখনও পাপী ব্যক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, কিন্তু সে তাকে সাহায্য করতে পারে না কারণ তার বুদ্ধি নেই। এইভাবে জীব সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়। তা ঠিক জলের অশেষণে মরুভূমিতে মরীচিকার পিছনে ধাবিত হওয়ার মতো, এই ধরনের কার্যকলাপের ফলে কোন লাভ হয় না। মারার দ্বারা পরিচালিত হয়ে বদ্ধ জীব নানাভাবে কষ্টভোগ করে।

শ্লোক ৬

কচিদ্ধিতোয়াঃ সরিতোহভিযাতি

পরস্পরং চালযতে নিরুদ্ধঃ ।

আসাদ্য দাবং স্বচিদ্দগিতপ্তো

নির্বিন্দ্যতে ক চ যৎকৈর্হতাসুঃ ॥ ৬ ॥

কচিৎ—কখনও কখনও; বিতোয়াঃ—অগভীর জলে; সরিতঃ—নদী; অভিযাতি—দ্রাবন করতে যায় অথবা ঝাঁপ দেয়; পরস্পরম্—পরস্পর; চ—এবং; আলযতে—বাসনা করে; নিরুদ্ধঃ—অন্নহীন হওয়ার ফলে; আসাদ্য—অনুভব করে; দাবম্—সংসাররূপী দাবানল; কচিৎ—কখনও কখনও; অগ্নি-তপ্তঃ—অগ্নিদগ্ধ; নির্বিন্দ্যতে—হতাশ হয়; ক—কখনও কখনও; চ—এবং; যৎকৈঃ—দস্যু-তন্ত্রর সদৃশ রাজাদের দ্বারা; হত—অপহৃত; অসুঃ—প্রাণত্যাগ ধন-সম্পদ।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব কখনও কখনও অগভীর নদীর জলে ঝাঁপ দেওয়ার ফলে দুঃখ পায়, অথবা অম্মাভাবে নির্দয় ব্যক্তিদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে অন্ন ভিক্ষা করে। কখনও কখনও সে সংসার-দাবানলে দগ্ধ হয়, এবং কখনও কখনও যক্ষসদৃশ রাজারা কর গ্রহণের নামে যখন তার প্রাণত্যাগ ধনসম্পদ অপহরণ করে, তখন সে দুঃখে প্রিয়মান হয়।

তাৎপর্য

প্রথম সুখিরণে তপ্ত হওয়া কখনও কখনও মানুষ তাপ উপশমের জন্য নদীর জলে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সেই নদীর জল শুকিয়ে যাওয়ার ফলে যদি অগভীর হয়, তাহলে তাতে ঝাঁপ দেওয়ার ফলে হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে। বদ্ধ জীব সর্বদাই নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করে। কখনও কখনও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে সাহায্য লাভের প্রচেষ্টা করা ঠিক শুদ্ধ নদীতে ঝাঁপ দেওয়ারই মতো হয়। সেই প্রচেষ্টার ফলে তার কোন লাভ হয় না, পক্ষান্তরে তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে যাওয়ার মতো তাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। কখনও কখনও অম্মাভাবে সে এমন মানুষের কাছে যায়, যাদের দান দেওয়ার ক্ষমতা নেই অথবা ইচ্ছা নেই। কখনও কখনও সে দাবানল সদৃশ গৃহস্থ-জীবনে প্রবেশ করে (সংসার-দাবানল-নীচলোক)। সরকার যখন কারের উপর প্রচুর কর ধার্য করে, তখন সে অত্যন্ত দুঃখিত হয়। প্রবল কর ধার্য হওয়ার ফলে সে তার আর লুকাতে বাধ্য হয়, কিন্তু তার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সরকারের প্রতিনিধিরা এতই সতর্ক এবং বলবান যে তারা তার সমস্ত ধন-সম্পদ জোর করে আয়সাং করে নেয়, এবং তার ফলে বদ্ধ জীব অত্যন্ত ব্যথিত হয়।

এইভাবে মানুষ জড় জগতে সুখী হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার এই প্রচেষ্টা দাবানলের মধ্যে সুখের অন্বেষণ করার মতো। কাউকেই বনে গিয়ে আগুন ছালাতে হয় না; দাবানল আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে। তেমনি, গৃহস্থ-জীবনে অথবা সংসার-জীবনে কেউই অসুখী হতে চায় না, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে সকলকেই দুঃখ-দুর্দশায় অজরিত হতে বাধ্য হতে হয়। নিজের ভরণ-পোষণের জন্য কারো উপর নির্ভরশীল হওয়া অত্যন্ত অপমানজনক; তাই, বৈদিক প্রথা অনুসারে, সকলকেই স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাপন করা উচিত। শূদ্রেরাই কেবল স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাপন করতে অক্ষম। তাই তাদের ভরণ-পোষণের জন্য কারো সেবা করতে হয়। শাস্ত্র বলা হয়েছে—কলৌ শূদ্র-সন্তপাঃ। কলিযুগে সকলকেই তাদের দেহের ভরণ-পোষণের জন্য অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। তাই সকলকেই শূদ্র বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কলিযুগের সরকার কর ধার্য করবে কিন্তু তার বিনিময়ে নাগরিকদের কোন কল্যাণ সাধন করবে না। অন্যত্বে কিন্তক্ষ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ। এই যুগে অনাবৃষ্টি হবে; তার ফলে অম্মাত্য দেখা দেবে, এবং প্রজারা সরকারের কর ভোগগত গিয়ে অত্যন্ত পীড়িত হবে। তার ফলে প্রজারা শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে না পেরে, তাদের বাড়িঘর ছেড়ে হতাশ হয়ে বনবাসী হবে।

শ্লোক ৭

শ্রীর্ত্ততঃ ক চ নির্বিঘ্নচেতাঃ

শোচন্ বিমূহানুপযাতি কশ্মলম্ ।

কচিৎ গন্ধর্বপুং প্রবিষ্টঃ

প্রমোদতে নির্ভবমুহূর্তম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীঃ—অত্যন্ত প্রবল শত্রুর দ্বারা; হৃতঃ—যার সমস্ত ধন-সম্পদ অপহৃত হয়েছে; ক চ—কখনও কখনও; নির্বিঘ্ন-চেতাঃ—অত্যন্ত ব্যথিত এবং বিষন্ন হৃদয়; শোচন্—গভীর শোক; বিমূহানু—বিমোহিত হয়ে; উপযাতি—প্রাপ্ত হয়; কশ্মলম্—অচেতন; কচিৎ—কখনও কখনও; চ—ও; গন্ধর্বপুং—অরণ্যে অলীক নগরী; প্রবিষ্টঃ—প্রবেশ করে; প্রমোদতে—আনন্দ উপভোগ করে; নির্ভব—সফল ব্যক্তির মতো; মুহূর্তম্—কেবল ক্ষণিকের জন্য।

অনুবাদ

কখনও কখনও উৎফর্জন বা অধিক বলবান ব্যক্তি জীবের সমস্ত ধন-সম্পদ হরণ করে নেয়। তখন সে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে তার সেই হারানো ধন-সম্পদের জন্য শোক করতে করতে মুহূর্ত হয়ে পড়ে। কখনও কখনও সে এক বিশাল প্রাসাদ-নগরীর কল্পনা করে এবং তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিয়ে সেখানে সুখে বাস করার বাসনা করে। তা যদি সম্ভব হয়, তাহলে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সুখী বলে মনে করে, কিন্তু সেই তপাকথিত সুখ কেবল ক্ষণিকের জন্যই।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে গন্ধর্বপুং শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কখনও কখনও অরণ্যে এক বিশাল প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই প্রাসাদের অস্তিত্ব কেবল কল্পিত। তাকে বলা হয় গন্ধর্বপুর। এই সংসাররূপ অরণ্যে বদ্ধ জীব কখনও কখনও বিশাল প্রাসাদ অথবা গগনচূষী অট্টালিকার কল্পনা করে। সেখানে চিরকাল তার পরিবার-পরিজন নিয়ে অত্যন্ত শান্তিতে বসবাস করার স্বপ্ন দেখে সে কেবল তার শক্তিরই অপচয় করে। প্রকৃতির নিয়মে তা কখনই বাস্তবে রূপায়িত হয় না। সে যখন এই প্রকার প্রাসাদে প্রবেশ করে, তখন সাময়িকভাবে সে নিজেকে অত্যন্ত সুখী বলে মনে করে, যদিও তার সেই সুখ ক্ষণস্থায়ী। তার সেই সুখ কয়েক বছরের জন্য স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু যেহেতু প্রাসাদের মালিককে মৃত্যুর সময় প্রাসাদটি ছেড়ে চলে যেতে হবে, তাই চরমে তাকে সবকিছুই হারাতে হবে। সংসার-জীবনের

এটিই রীতি। বিন্যাপতি এই প্রকার সুখের বর্ণনা করে বলেছেন, “তাতল সৈকতে, বারি-বিন্দুসমা।” প্রচণ্ড সুখকিরণে মরুভূমি উত্তপ্ত হয়, এবং সেই মরুভূমির তাপ শীতল করতে হলে প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়—কোটি কোটি গ্যালন। কিন্তু একবিন্দু জলে কি লাভ হবে? জলের অবশ্যই মূল্য আছে, কিন্তু একফোঁটা জল মরুভূমির তাপ কমাতে পারে না। এই জড় জগতে প্রত্যেকেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু উত্তাপ অতি প্রচণ্ড। আকাশকুসুম প্রাসাদের কল্পনা করে তাতে কি লাভ হবে? বিন্যাপতি তাই গোয়েছেন—তাতল সৈকতে, বারি-বিন্দুসমা, সূত-মিত-রমণী-সমাজে। পুত্র-কন্যা, বন্ধু-বান্ধব সমন্বিত সংসার-জীবনের সুখের তুলনা করা হয়েছে রবিতপ্ত মরুভূমিতে একবিন্দু জলের সঙ্গে। সমগ্র জড় জগৎ সুখভোগের চেষ্টায় ব্যস্ত, কারণ সুখ জীবের স্বাভাবিক অধিকার। দুর্ভাগ্যবশত, জড় জগতের সম্পর্কে আসার ফলে জীব জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়। যদি কেউ কিছুকালের জন্যও সুখী হয়, তাহলে তার প্রবল শত্রু তার সর্বস্ব অপহরণ করে নেয়। অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ীর হঠাৎ পথের ভিখারী হয়ে যাওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সংসারের এমনই রীতি যে, মুখ মানুষেরা এই জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের আত্ম-উপলব্ধির কর্তব্য বিস্মৃত হয়।

শ্লোক ৮

চলন্ কচিৎ কণ্টকশরকরাশ্চি-

নগারুগন্ধর্বমিনা ইবাস্তে ।

পদে পদেহভ্যন্তরবহিনাদিতঃ

কৌটম্বিকঃ ক্রোধতি বৈ জনায় ॥ ৮ ॥

চলন্—সমগ্র করতে করতে; কচিৎ—কখনও কখনও; কণ্টকশরকরাশ্চি—কণ্টক এবং ক্ষুর প্রভৃতি খণ্ডের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে; অশ্চিঃ—যার পা; নগ—পর্বত; আরুগন্ধঃ—আরোহণ করার বাসনায়; বিনাঃ—হতাশ হয়ে; ইব—সদৃশ; আস্তে—হয়; পদে পদে—প্রতি পদক্ষেপে; অভ্যন্তর—উদরে; বহিনা—জঠরাগ্নির দ্বারা; অদিতঃ—পরিশ্রান্ত এবং মর্মান্বিত হচ্ছে; কৌটম্বিকঃ—আর্যীয়-স্বজনের সঙ্গে বাস করে যে ব্যক্তি; ক্রোধতি—ক্রুদ্ধ হয়; বৈ—নিশ্চিতভাবে; জনায়—আর্যীয়-স্বজনদের প্রতি।

অনুবাদ

কখনও কখনও সেই বনিক পাহাড়-পর্বতে আরোহণ করতে চায়, কিন্তু উপযুক্ত পাদুকার অভাবে তার পা কাঁটা ও কাঁকরে বিদ্ধ হয়। তখন সে অত্যন্ত ব্যথিত

হয়। কুটুম্বাসক্ত ব্যক্তি কখনও কখনও ক্ষুধায় পীড়িত হয়, এবং তার সেই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার ফলে তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি সে ক্রুদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

উচ্চাভিলাষী বদ্ধ জীব তার পরিবার-সহ এই জড় জগতে অত্যন্ত সুখী হতে চায়, কিন্তু তার অবস্থা ঠিক কীটা এবং কীকর্যে পূর্ণ পাহাড়ের আরোহণ-অভিলাষী পথিকের মতো। পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে সুখ লাভের প্রত্যাশা হচ্ছে তপ্ত মরুভূমিতে এক বিন্দু জলের মতো। কেউ সমাজে অত্যন্ত মহান অথবা শক্তিশালী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতে পারে, কিন্তু তা ঠিক কষ্টকরকীর্তি পর্বতে আরোহণ করার প্রচেষ্টার মতো। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর পর্বতের সঙ্গে পরিবারের তুলনা করেছেন। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সুখী হওয়ার বাসনা ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কষ্টকরকীর্তি পর্বতে আরোহণ করার প্রচেষ্টারই মতো। পরিবারের সকলের সমৃদ্ধি বিধান করার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও, শতকরা ৯৯.৯ ভাগ মানুষই পারিবারিক জীবনে অসুখী। পাণ্ডবতোর দেশগুলিতে তো পরিবারের সদস্যদের অসন্তোষের ফলে, পারিবারিক জীবন প্রকৃতপক্ষে লুপ্ত হয়ে গেছে। বহু বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে, এবং অসন্তুষ্ট সন্তান-সন্ততিরা তাদের পিতা-মাতার আশ্রয় ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে এই কলিযুগে পারিবারিক জীবনে ক্রমশ অবক্ষয় হচ্ছে। সকলেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে কারণ সেটি স্বাভাবিক। পরিবারের ভরণ-পোষণ করার মতো যথেষ্ট অর্থ থাকলেও পারিবারিক জীবনে কেউই সুখী নয়। তাই বর্ণাশ্রম-ধর্মে পঙ্কশ বহুর বয়সে সমসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার বিধান দেওয়া হয়েছে—পঙ্কশোপধ্বং বনং ব্রজৎ। পঙ্কশ বহুর বয়স হলে, বেজায় গৃহভাগ্য করে বৃন্দাবনে অথবা বনে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজ সেই নির্দেশ দিয়েছেন (শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৫/৫)—

তৎসাপু মনোহসুরবর্য দেহিনাং

সদা সমুদ্বিগ্ধবিয়ামসদগ্রহাৎ ।

হিহাদ্বপাতং গৃহমন্ধকূপং

বনং গতো যক্ষরিমাশ্রয়েত ॥

বনে বনে ঘুরে বেড়ালেই কোন লাভ হয় না। বৃন্দাবনের বনে গিয়ে গোবিন্দের শরণ গ্রহণ করতে হয়। তার ফলেই সুখী হওয়া যায়। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে তাই কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির তৈরি করেছে, যাতে এই সংস্থার সদস্যরা এবং অন্যান্যও সেই আধ্যাত্মিক পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে পারে। তা

মানুষকে চিন্ময় জগতে উন্নীত হতে এবং ভগবদ্বাক্তে ফিরে যেতে সাহায্য করবে। এই শ্লোকে কৌটুম্বিকঃ ক্রোধাতি বৈ জনায় ব্যাকৃতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের মন যখন নানাভাবে বিচলিত হয়, তখন সে তার হতভাগ্য স্ত্রী-পুত্রের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে সমস্ত হয়। স্ত্রী-পুত্রেরা স্বভাবতই পিতার গুণের নির্ভরশীল, কিন্তু পিতা যথাযথভাবে তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে না পারার ফলে, মানসিক কষ্টে বিচলিত হয়ে অনর্থক পরিবারের সদস্যদের তিরস্কার করে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/২/৯) বর্ণনা করা হয়েছে—আচ্ছিন্নদারদ্রবিণা যাস্যস্তি গিরিকাননম্ । পারিবারিক জীবনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে, মানুষ বিবাহ-বিচ্ছেদের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক হ্রাস করে। বিচ্ছিন্নই যদি হতে হয়, তাহলে খেজায় কেন তা করা হবে না? সুসংবদ্ধভাবে বিচ্ছেদ বলপূর্বক বিচ্ছেদ থেকে শ্রেয়। বলপূর্বক বিচ্ছেদের ফলে কেউ সুখী হতে পারে না, কিন্তু পরস্পরের অনুমতিক্রমে অথবা বৈদিক প্রথা অনুসারে, কোন এক বিশেষ বয়সে পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলেই কেবল যথাযথভাবে সুখী হওয়া যায়। তার ফলে মানুষের জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ৯

কৃচিগ্নীর্ণেহজগরাহিনা জনো

নাবৈতি কিঞ্চিদ্বিপিনেহপবিদ্ধঃ ।

দষ্টঃ স্ম শেতে ক্ চ দন্দশুকৈ-

রন্ধোহন্ধকূপে পতিতস্তমিষে ॥ ৯ ॥

কৃচিৎ—কখনও কখনও; নিগ্নীর্ণঃ—গিলে ফেলে; অজগর-অহিনা—অজগর সর্পের দ্বারা; জনঃ—বদ্ধ জীব; ন—না; অবৈতি—বুঝতে পারে; কিঞ্চিৎ—কোন কিছু; বিপিনে—অরণ্যে; অপবিদ্ধঃ—দুঃখাপ বাগের দ্বারা বিদ্ধ; দষ্টঃ—দংশিত হয়ে; স্ম—বস্তুতপক্ষে; শেতে—শয়ন করে; ক্ চ—কখনও কখনও; দন্দ-শুকৈঃ—অন্য সর্পের দ্বারা; অন্ধঃ—অন্ধ; অন্ধকূপে—অন্ধকূপে; পতিতঃ—পতিত; তমিষে—নারকীয় জীবনে।

অনুবাদ

ভবটনীতে বদ্ধ জীবাত্মকে কখনও কখনও অজগর সর্প গিলে ফেলে। তখন সে মৃত ব্যক্তির মতো অচেতন এবং অজ্ঞান অবস্থায় বনের মধ্যে পড়ে থাকে।

কখনও অন্যান্য বিষয়র সর্পেরা তাকে দংশন করে। বিবেকরহিত হওয়ার ফলে সে নারকীয় জীবনের অন্ধরূপে পতিত হয়, যেখানে উদ্ধার পাওয়ার কোন আশা তার থাকে না।

তাৎপর্য

সর্প দংশনের ফলে মানুষ যখন অচেতন হয়, তখন দেহের বাইরে যে কি হচ্ছে, সেই সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান থাকে না। এই অচেতন অবস্থা হচ্ছে গভীর নিদ্রার অবস্থা। তেমনি, বদ্ধ জীব প্রকৃতপক্ষে মায়ার কোলে নিদ্রা যাচ্ছে। তত্ত্ববিদেদ ঠাকুর গেয়েছেন, কত নিদ্রা যাও মায়্যা-শিশাচীর কোলে? মানুষ বৃত্ততে পারে না যে, প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম জ্ঞানরহিত হয়ে তারা এই জড় জগতে ঘুমিয়ে রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—

এনেছি ঐষবি মায়্যা নানিবার লাগি ।

হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি ॥

কঠোপনিষদে (১/৩০/১৪) বলা হয়েছে, উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবেদিত—
“হে জীবায়া, তুমি এই জড় জগতে ঘুমিয়ে রয়েছে। এখন জেগে উঠে তোমার মনুষ্য-জীবনের সম্ভাবহার কর।” নিদ্রিত অবস্থার অর্থ হচ্ছে অজ্ঞান। ভগবদগীতায় (২/৬৯) বলা হয়েছে, যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী—“সমস্ত জীবের কাছে যা রাত্রি, সংযত ব্যক্তির পক্ষে তা জেগে ওঠার সময়।” উক্তর গ্রহণকেও সকলেই মায়ার বশীভূত। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেউই আগ্রহী নয়। কালসর্প নামক নিদ্রিত অবস্থা বদ্ধ জীবকে অজ্ঞানায়িত করে রাখে, এবং তাই সে তার শুদ্ধ চেতনা হারিয়ে ফেলে। অরণ্যে বহু অন্ধরূপ রয়েছে, এবং কেউ যদি তাতে পড়ে যায়, তাহলে সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। নিদ্রিত অবস্থায় বিভিন্ন পণ্ডরা, বিশেষ করে সর্প তাকে নিরন্তর দংশন করে।

শ্লোক ১০

কর্হি শ্ম চিৎ ক্ষুদ্রসান্ বিচিন্য়-

স্তম্ভাশ্চিকির্ভাবিতো বিমানঃ ।

তত্রাতিক্ষুদ্রাং প্রতিলক্কমানো

বলাদিল্পস্ত্যত্ব তং ততোহন্যো ॥ ১০ ॥

কর্হি শ্ম চিৎ—কখনও কখনও; ক্ষুদ্র—অতি নগণ্য; রসান্—মৈথুনসুখ; বিচিন্য়—অবেশণ করে; তৎ—সেই রমণীদের; মস্তিকির্ভাঃ—মৌমাছির দ্বারা অথবা পতি বা আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা; ব্যথিতঃ—যন্ত্রণাভোগ করে; বিমানঃ—অপমানিত হয়; তত্র—তাতে; অতি—অত্যন্ত; ক্লুদ্রাং—ধন ব্যয় করার ফলে বহু কষ্টে; প্রতিলক্কমানঃ—মৈথুনসুখ লাভ করে; বলাৎ—বলপূর্বক; বিলুপ্তি—অপহরণ করে; অথ—তারপর; তম্—ইন্দ্রিয়সুখের বস্তু (স্ত্রী); তত্র—তার থেকে; অন্যো—অন্য ব্যক্তির ব্যক্তি।

অনুবাদ

কখনও কখনও অতি নগণ্য রত্নসুখ উপভোগের জন্য সে অসতী রমণীর অবেশণ করে। তার সেই প্রচেষ্টায় সে সেই রমণীর আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা অপমানিত এবং নির্ধাত্ত হয়। তার সেই প্রচেষ্টা ঠিক মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌমাছির দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মতো। কখনও কখনও বহু অর্থ ব্যয় করে সে রত্নসুখের জন্য পরদার লাভ করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার ইন্দ্রিয়সুখের বস্তু সেই রমণীটিকে অন্য কোন লম্পট বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়।

তাৎপর্য

অরণ্যে মৌচাক পাওয়া যায়। কখনও কখনও মানুষ সেই মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌমাছির দ্বারা আক্রান্ত হয়। মানব-সমাজে যারা কৃষ্ণভক্ত নয়, তারা কেবল খ্রীস্টোপাগর মধু আশ্বাদনের জন্য সংসাররূপ অরণ্যে থাকে। এই প্রকার লম্পটেরা কখনও এক স্ত্রীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তারা বহু স্ত্রী সন্তোষ করতে চায়। তারা দিনের পর দিন বহু প্রচেষ্টার পর এই প্রকার রমণী লাভ করে, এবং কখনও কখনও এই প্রকার মধু আশ্বাদনের চেষ্টা করার সময় তারা সেই রমণীর আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং কঠোরভাবে নির্ধাত্ত হয়। বহু ধন ব্যয় করে কখনও তারা রত্নসুখের জন্য পরস্পর লাভ করে, কিন্তু অন্য কোন লম্পট এসে বলপূর্বক তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় অথবা শ্রেষ্ঠ বস্তুর প্রলোভন দেখিয়ে তার কাছ থেকে তাকে নিয়ে চলে যায়। এই সংসাররূপ অরণ্যে এই প্রকার রমণী-শিকার বৈধভাবে অথবা অবৈধভাবে চলছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আদোলনের ভক্তরা অবৈধ খ্রীসদ সেই জন্য বর্জন করেন, এবং তার ফলে তারা বহু দুঃখ-কষ্ট এড়িয়ে যান। মানুষের বিবাহিত এক পত্নীতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করে এবং সেই জন্য দণ্ডভোগ না করে, মানুষ তার পত্নীর মাধ্যমে তার কামবাসনা চরিতার্থ করতে পারে।

শ্লোক ১১

কচিচ্চ শীতাতপবাতবর্ব-

প্রতিক্রিয়াং কর্তৃমনীশ আস্তে ।

কচিমিথো বিপণন্ যচ্চ কিঞ্চিদ্

বিদেঘম্ছত্য়ত বিস্তাঠ্যাৎ ॥ ১১ ॥

কচিৎ—কখনও কখনও; চ—ও; শীত-আতপ-বাত-বর্ব—হাড়কাপানো শীত, কাঠফটা রোদ, প্রচণ্ড ঝড় এবং প্রবল বৃষ্টি; প্রতিক্রিয়াম্—প্রতিক্রিয়া; কর্তৃম্—করার জন্য; অনীশঃ—অক্ষম হয়ে; আস্তে—দুঃখ-দুর্দশায় থাকে; কচিৎ—কখনও কখনও; মিথঃ—পরস্পর; বিপণন্—বিক্রি করে; যৎ চ—যা কিছু; কিঞ্চিৎ—স্বল্প পরিমাণ; বিদেঘম্—শত্রুতা; স্বচ্ছতি—প্রাপ্ত হয়; উত—বলা হয়; বিস্তাঠ্যাৎ—কেবল ধনের জন্য পরস্পরকে বঞ্চনা।

অনুবাদ

কখনও কখনও জীব হাড়কাপানো শীত, প্রচণ্ড গরম, প্রবল ঝড়ঝপ্পা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক উৎপাতের প্রতিকার করার কার্যে ব্যস্ত থাকে। যখন সে তা করতে অক্ষম হয়, তখন সে প্রচণ্ড কষ্টভোগ করে। কখনও কখনও ব্যবসা বাণিজ্যে সে অন্যের দ্বারা বঞ্চিত হয়। এইভাবে পরস্পরকে বঞ্চনা করার চেষ্টার ফলে তাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জীবন-সংগ্রামের প্রচেষ্টার এটি একটি দৃষ্টান্ত। তার ফলে সমাজে শত্রুতার সৃষ্টি হয়, এবং এইভাবে সমাজ চর্যাপরায়ণ মানুষে পূর্ণ হয়ে ওঠে। একজন মানুষ অন্যের প্রতি চর্যাপরায়ণ, এবং এটিই হচ্ছে জড়-জাগতিক জীবনের পন্থা। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি নির্মমের পরিবেশ সৃষ্টি করা। সকলের পক্ষে অবশ্য কৃষ্ণভক্ত হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এক আদর্শ সমাজ সৃষ্টি করতে পারে যেখানে কোন রকম মাৎসর্য নেই।

শ্লোক ১২

কচিৎ কচিৎ ক্ষীণধনস্ত তস্মিন্

শয্যাসনস্থানবিহারহীনঃ ।

শ্লোক ১৩) রাজা রত্নগণের প্রতি জড় ভয়ভের অতিরিক্ত উপদেশ।

৩৮৩

যাচন্ পরাদপ্রতিলব্ধকামঃ

পারক্যদৃষ্টির্লভতেহবমানম্ ॥ ১২ ॥

কচিৎ কচিৎ—কখনও কখনও; ক্ষীণ-ধনঃ—সমস্ত ধন-সম্পদ হারিয়ে; তু—কিন্তু; তস্মিন্—সেই অরণ্যে; শয্যা—বিছনা; আসন—আসন; স্থান—বাসস্থান; বিহার—পরিবার-সহ উপভোগ করার; হীনঃ—রহিত হয়ে; যাচন্—ভিক্ষা করে; পরাৎ—অন্যের (আর্থীয়-স্বজন এবং বন্ধু-স্বজনদের) থেকে; অপ্ৰতিলব্ধকামঃ—বাসনা পূর্ণ না হওয়ায়; পারক্য-দৃষ্টিঃ—অন্যের ধন-সম্পদের জন্য লোলুপ হয়; লভতে—লাভ করে; অবমানম্—অপমান।

অনুবাদ

সংসার অরণ্যের পথে মানুষ কখনও ধনহীন হয়ে যায় এবং তার ফলে তার উপযুক্ত ঘর, বিছনা বা আসন থাকে না এবং সে যথাযথভাবে পারিবারিক সুখ উপভোগ করতে পারে না। তাই সে অন্যদের কাছ থেকে অর্থ ভিক্ষা করতে যায়, কিন্তু ভিক্ষার ফলে যখন তার বাসনা পূর্ণ হয় না, তখন সে ঋণ করতে চায় অথবা পরের সম্পদ অপহরণ করতে চায়। এইভাবে সে সমাজে অপমানিত হয়।

তাৎপর্য

ভিক্ষা, ঋণ অথবা অপহরণ—এই সংসারের স্বাভাবিক রীতি। মানুষ যখন অভাবগ্রস্ত হয়, তখন সে ভিক্ষা করে, ঋণ করে অথবা অপহরণ করে। ভিক্ষায় অকৃতকার্য হলে সে ঋণ করে। সে যখন ঋণ শোধ করতে না পারে, তখন সে চুরি করে, এবং যখন সে ধরা পড়ে, তখন সে অপমানিত হয়। এটিই হচ্ছে সংসার-জীবনের নিয়ম। এখানে কেউই খুব সং জীবন বাপন করতে পারে না; তাই ছলনা, প্রবঞ্চনা, ভিক্ষা, ঋণ অথবা অপহরণের দ্বারা মানুষ তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে। এইভাবে এই সংসারে কেউই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে না।

শ্লোক ১৩

অন্যান্যবিন্দব্যতিষঙ্গবৃদ্ধ-

বৈরানুবন্ধো বিবহস্মিথশ্চ ।

অধ্বন্যামুদ্রানুরূপকচ্ছবিত্ত-

বোধোপসংবিহরন্ বিপন্নঃ ॥ ১৩ ॥

অন্যান্য-পরস্পরের সঙ্গে; বিত্ত-বাতিস্ব-ধন বিনিময়ের দ্বারা; বুদ্ধ-বর্ধিত;
বৈর-অনুবদ্ধঃ-শত্রুতা; বিবহন্-বিবাহ করে; মিথঃ-পরস্পর; চ-এবং;
অধ্বনি-সংসার মার্গে; অমুখিন্-তা; উরু-কচ্ছ-বৎ কষ্টে; বিত্ত-বোধ-
অর্থাভাবের দ্বারা; উপসংগেঃ-রোগের দ্বারা; বিহরন্-ভ্রমণ করে; বিপন্নঃ-
সর্বোচ্চভাবে বিপন্ন হয়।

অনুবাদ

আর্থিক লেনদেনের ফলে সম্পর্ক তিক্ত হয় এবং চরমে শত্রুতায় পরিণত হয়।
কখনও কখনও পতি-পত্নী জাগতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং তাদের
সম্পর্ক অকুণ্ঠ রাখার জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কখনও কখনও
অর্থাভাবের ফলে অথবা রোগগ্রস্ত হওয়ার ফলে তারা অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে
মরণাপন্ন হয়।

তাৎপর্য

এই সংসারে মানুষের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, এমনকি রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক প্রকার
লেনদেন হয়। কিন্তু চরমে দুই পক্ষের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। তেমনি বিবাহের
সম্পর্কেও আর্থিক লেনদেনের ফলে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আর তা ছাড়া
মানুষ রোগ অথবা অর্থাভাবের ফলেও বিপন্ন হয়। আধুনিক যুগে প্রায় সব কয়টি
দেশই অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করেছে, কিন্তু ব্যবসায়িক লেনদেনের ফলে, মানুষের
সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে গেছে। চরমে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধের সৃষ্টি
হয়, তার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে ধ্বংসলীলা শুরু হয় এবং মানুষ প্রচণ্ড দুঃখ-
দুর্দশা ভোগ করে।

শ্লোক ১৪

তাংস্তান্ বিপন্নান্ স হি তত্র তত্র

বিহায় জাতং পরিগৃহ্য সার্থঃ ।

আবর্ততেহ্যদ্যপি ন কশিচ্চত্র

বীরাধ্বনঃ পারমুপৈতি যোগম্ ॥ ১৪ ॥

শ্লোক ১৫] রাজা রত্নগণের প্রতি জড় ভরতের অতিরিক্ত উপদেশ

৩৮৫

তান্ তান্-তারা সকলে; বিপন্নান্-বিভিন্নভাবে বিপন্ন হয়ে; সঃ-জীব; হি-
নিশ্চিতভাবে; তত্র তত্র-ইতস্ততঃ; বিহায়-পরিত্যাগ করে; জাতম্-নবজাত;
পরিগৃহ্য-গ্রহণ করে; স-সার্থঃ-সার্থায়েষী জীব; আবর্ততে-এই অরণ্যে বিচরণ
করে; অদ্য-অপি-এখন পর্যন্ত; ন-না; কশিচ্-তাদের কেউ; অত্র-এই অরণ্যে;
বীর-হে বীর; অধ্বনঃ-সংসার-জীবনের মার্গ; পারম্-চরম লক্ষ্য; উপৈতি-
প্রাপ্ত হয়; যোগম্-ভগবদ্ভক্তির পন্থা।

অনুবাদ

হে রাজন, সংসার-অরণ্যের মার্গে মানুষ প্রথমে তার পিতা-মাতাকে হারায়। তাদের
মৃত্যুর পর সে তার নবজাত সন্তান-সন্ততির প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে সে
জড়-জাগতিক উন্নতির পথে বিচরণ করে এবং কালক্রমে বিপন্ন হয়। কিন্তু তা
সত্ত্বেও, অন্তিম সময় পর্যন্ত সে বুঝতে পারে না কিভাবে এখান থেকে বেরিয়ে
যাওয়া যায়।

তাৎপর্য

এই জড় ভগতে পারিবারিক জীবন হচ্ছে যৌনসুখ ভোগের একটি সংস্থান।
যৌনসুখাদিগৃহমধিসুখম্ (শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৯/৪৫)। মৈথুনের মাধ্যমে পিতা-
মাতা সন্তান উৎপাদন করে এবং সন্তান-সন্ততিরও বিবাহ করে সেই মৈথুন মার্গেই
বিরণ করে। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর, সন্তানরা বিবাহ করে তাদের সন্তান-সন্ততি
উৎপাদন করে। এইভাবে বংশানুক্রমে জড়-জাগতিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশা থেকে
মুক্ত না হয়ে, একইভাবে তারা সংসার-মার্গে বিচরণ করতে থাকে। জ্ঞান এবং
বৈরাগ্যের আধ্যাত্মিক পন্থা, যা চরমে ভক্তিযোগে পর্যবসিত হয়, তা কেউই গ্রহণ
করতে চায় না। প্রকৃতপক্ষে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য।
তার দ্বারা ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত এই যুগে মানুষেরা
সাধুসঙ্গ না করে তাদের একত্রে পারিবারিক জীবনেই আসক্ত থাকতে চায়। তার
ফলে তারা কামিনী-কাঞ্চনের মায়ায় মোহিত হয়ে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে।

শ্লোক ১৫

মনসিনো নির্জিতদিগ্গজেদ্রা

মমেতি সর্বৈ ভুবি বদ্ধবৈরাঃ ।

মৃধে শরীরম্ তু তদ্বজতি

যদ্যন্তদগো গভবৈরোহিভ্যাতি ॥ ১৫ ॥

মনসিনঃ—মহা বলবান ব্যক্তি (মনোধর্মী ঈশাশীল ব্যক্তিগণ); নির্জিত-দিক্-
গজেন্দ্রাঃ—যারা নিজের মতো বলবান বীরদের পরাভূত করেছেন; মম—আমার
(আমার জমি, আমার দেশ, আমার পরিবার, আমার সমাজ, আমার ধর্ম); ইতি—
এইভাবে; সর্বে—সমস্ত (মহান রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় নেতা); ভূবি—
এই পৃথিবীতে; বন্ধ-বৈরাঃ—যারা পরস্পর ঐশীত্য সৃষ্টি করেছে; মুখে—মুখে;
শয়ীরন—মৃত্যুবরণ করে ধরাশায়ী হয়েছে; ন—না; তু—কিন্তু; তৎ—পরমেশ্বর
ভগবানের ধাম; ব্রজস্তি—প্রাপ্ত হয়; যৎ—যা; ন্যস্ত-দণ্ডঃ—সম্মান; গত-বৈরাঃ—
সমগ্র জগতে যার কোন শত্রু নেই; অভিযামি—সেই দিকি লাভ করেন।

অনুবাদ

এমন অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক বীর ছিল এবং রয়েছে যারা সমান
শক্তিশালী শত্রুদের পরাভূত করেছে, কিন্তু তুও অজ্ঞানভাবে কোন নির্দিষ্ট
ভূখণ্ডকে তাদের নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে, তার উপর অধিকার বিস্তার
করার জন্য তারা পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে মুখে প্রাণ হারিয়েছে।
মহাবীর অথবা বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা হওয়া সত্ত্বেও, সর্বভাগী সম্মানীরা যে
পরম পদ প্রাপ্ত হন, অধ্যাত্ম উপলব্ধির হেঁ পথ তারা অবলম্বন করতে
পারে না।

তাৎপর্য

বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা তাদের সমস্ত সম্পদ রাজনৈতিক শত্রুদের পরাভূত
করতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের সঙ্গে সর্বদা উপস্থিত থাকে যে প্রবল
ইন্দ্রিয়রূপী শত্রু, তাদের তারা পরাভূত করতে পারে না। এই নিকটস্থ শত্রুকে
পরাস্ত করতে অক্ষম হয়ে, তারা কেবল তাদের অন্যান্য শত্রুদের পরাস্ত করার
চেষ্টা করে, এবং অবশেষে জীকন-সংগ্রামে পরাস্ত হয়ে তারা মৃত্যুবরণ করে। তারা
অধ্যাত্ম উপলব্ধির পথ গ্রহণ করে না বা সম্মান হয় না। কখনও কখনও এই
সমস্ত বড় বড় নেতারা সম্মানীর বেশ ধারণ করে নিজেরদের মহাশক্তি বলে প্রচার
করে, কিন্তু তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক শত্রুদের পরাস্ত করা।
যেহেতু তারা “এটি আমার দেশ এবং এটি আমার পরিবার”, এই মোহে আচ্ছন্ন
হয়ে তাদের জীবনের অপচয় করে, তাই তারা অধ্যাত্মিক মার্গে উন্নতি সাধন করে
মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না।

শ্লোক ১৬

প্রসজ্জতি ক্রাপি লতাভ্রাশ্রয়-

স্তদাশ্রয়াবাস্তপদদ্বিজস্পৃহঃ ।

কচিৎ কদাচিদ্রিচক্রতস্ত্রসন

সখাং বিধত্তে বককঙ্কগৃধ্রৈঃ ॥ ১৬ ॥

প্রসজ্জতি—অত্যন্ত আসক্ত হয়; ক্রাপি—কখনও কখনও; লতা-ভ্রাশ্রয়ঃ—যারা
তাদের সুন্দরী পত্নীর লতাসদৃশ কোমল বাহুর আশ্রয় গ্রহণ করে; তৎ-আশ্রয়ঃ—
যারা এই প্রকার লতার আশ্রয়ে আশ্রিত; অবাস্ত-পদ—যে অস্পষ্ট স্বরে গান গায়;
দ্বিজ-স্পৃহঃ—পাখির গান শোনার অভিলাষ করে; কচিৎ—কখনও কখনও;
কদাচিৎ—কোন স্থানে; হরি-চক্রতঃ ত্রসন—সিংহের গর্জনে ভীত হয়ে; সখাম্—
সখা; বিধত্তে—করে; বক-কঙ্ক-গৃধ্রৈঃ—বক, সারস এবং শকুনির সঙ্গে।

অনুবাদ

কখনও কখনও জীব সংসাররূপী অরণ্যে লতার আশ্রয় অবলম্বন করে এবং সেই
লতাস্থিত বিহঙ্গমুলের কলধ্বনি শ্রবণ করার বাসনা করে। সেই অরণ্যে
সিংহের গর্জনে ভীত হয়ে, সে বক, সারস এবং শকুনির সঙ্গে সখা স্থাপন করে।

তাৎপর্য

সংসার-অরণ্যে বহু পশু-পক্ষী, বৃক্ষ এবং লতা রয়েছে। জীব কখনও কখনও লতার
আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়; অর্থাৎ, পত্নীর লতাসদৃশ বাহুর আলিঙ্গনে সুখী হতে চায়।
এই লতায় অনেক কুজনকারী পক্ষী থাকে; অর্থাৎ, সে তার পত্নীর মধুর কণ্ঠস্বর
গুনে আনন্দ অনুভব করতে চায়। কিন্তু, বার্ষিক সে যখন আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে
ভীত হয়, যার তুলনা করা হয়েছে সিংহের গর্জনের সঙ্গে, তখন সেই সিংহের
আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সে ভগ্ন স্বামী, যোগী, অবতার, প্রবন্ধক
এবং প্রতারণার শরণাগত হয়। এইভাবে মায়ার ঘরা মোহিত হয়ে সে তার
জীকন ব্যর্থ করে। বলা হয়, হরিং বিনা সৃষ্টি ন তরতি—পরমেশ্বর ভগবানের
আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া আসন্ন মৃত্যুর থেকে কখন রক্ষা পাওয়া যায় না। হরি
শব্দের অর্থ সিংহ এবং পরমেশ্বর ভগবান উভয়ই। হরির হাত থেকে রক্ষা পেতে
হলে অর্থাৎ মৃত্যুরূপী সিংহের কবল থেকে রক্ষা পেতে হলে, পরমেশ্বর ভগবান
শ্রীহরির আশ্রয় অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। অজ্ঞ মানুষেরা মৃত্যুর হাত থেকে

উদ্ধার পাওয়ার আশায় অভক্ত প্রবন্ধক এবং প্রভাকরদের আশ্রয় গ্রহণ করে। সং সারস্বতী অরণ্যে জীব প্রথমে পশ্চিম লতাশৃঙ্গ বাহুগুণদের আশ্রয়ে এবং তার মধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে সুখী হতে চায়। তারপর সে তথাকথিত গুরু এবং সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করে, যাদের তুলনা করা হয়েছে বক, সারস এবং শকুনির সাথে। এইভাবে, পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন না করার ফলে উভয় দিকেই সে বঞ্চিত হয়।

শ্লোক ১৭

তৈবন্ধিতো হসেনকুলং সমাবিশ-

মরোচয়ন শীলমুপৈতি বানরান্ ।

তজ্জাতিরাসেন সুনির্বৃত্তক্রিয়ঃ

পরম্পরৌদীক্ষণবিশ্বতাবধিঃ ॥ ১৭ ॥

তৈঃ—তাদের দ্বারা (তথাকথিত যোগী, স্বামী, অবতার, গুরুজনী প্রভাবক এবং প্রবন্ধকদের দ্বারা); বন্ধিতঃ—প্রভাবিত হয়ে; হসেনকুলম্—পরমহাস বা মহান ভক্তদের সঙ্গ; সমাবিশন—সম্পর্ক স্থাপন করে; অরোচয়ন—সন্তুষ্ট না হয়ে; শীলম্—তাদের আচরণ; উপৈতি—সমীপবর্তী হয়; বানরান্—বানরদের, যারা স্বভাবতই অসচ্চরিত্র লম্পট; তজ্জাতি-রাসেন—এই প্রকার লম্পটদের সঙ্গে ইঞ্জিয়সুখ ভোগের দ্বারা; সুনির্বৃত্ত-ইঞ্জিয়ঃ—ইঞ্জিয়সুখ ভোগের সুযোগের দ্বারা অভ্যস্ত তৃপ্ত হয়ে; পরম্পর—পরস্পরের; উদীক্ষণ—মুখ দর্শন করে; বিশ্বত—যে ভুলে গেছে, অবধিঃ—জীবনের অন্ত।

অনুবাদ

এই সংসার-অরণ্যে তথাকথিত যোগী, স্বামী এবং অবতারদের কাছে বঞ্চিত হয়ে, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে জীব প্রকৃত ভক্তের সান্নিধ্যে লাভ করতে চায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে তার গুরুদেব বা মহাভাগবতের নির্দেশ পালন করতে পারে না; এবং তাই সে তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে পুনরায় স্ত্রীসঙ্গে ইঞ্জিয়সুখ পরায়ণ বানরদের সান্নিধ্যে ফিরে যায়। ইঞ্জিয়সুখ পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে মদ এবং মৈথুনের আনন্দ উপভোগ করে সে সুখী হতে চায়। এইভাবে সে তার জীবনের অপচয় করে। অন্যায় ইঞ্জিয়সুখ পরায়ণ ব্যক্তিদের মুখ দর্শন করে, সে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও মূর্খ মানুষেরা অসং সঙ্গের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভগবন্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সান্নিধ্যে আসে এবং সদগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে। শ্রীগুরুদেবের উপদেশ অনুসারে সে বিধিনিষেধ পালন করার চেষ্টা করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে তার গুরুদেবের উপদেশ পালন করতে পারে না। তাই সে ভক্তসঙ্গ পরিত্যাগ করে নেশাসক্ত মৈথুন পরায়ণ লাসুলহীন বানরসদৃশ মানুষদের কাছে ফিরে যায়। তথাকথিত অধ্যাত্মবাসীদের বানরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বাহ্যদৃষ্টিতে বানরদের কখনও কখনও সাধুর মতো মনে হয়, কারণ তারা উলঙ্গ অবস্থায় বনের ফল-মূল খেয়ে থাকে, কিন্তু তাদের একমাত্র বাসনা হচ্ছে বহু স্ত্রীবানর রেখে তাদের সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করা। কখনও কখনও তথাকথিত অধ্যাত্ম-জীবনের অন্বেষণকারী ব্যক্তির প্যারামর্ষিক জীবনের অন্বেষণ করতে গিয়ে কৃষ্ণভক্তের সান্নিধ্যে আসে, কিন্তু তারা প্যারামর্ষিক জীবনের বিধি-নিষেধগুলি পালন করতে পারে না। তার ফলে তারা ভক্তসঙ্গ পরিত্যাগ করে পুনরায় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে ফিরে যায়, এবং তাদের তুলনা করা হয় বানরদের সঙ্গে। পুনরায় তারা মৈথুন এবং নেশার জীবনে ফিরে গিয়ে, পরস্পরের মুখ দর্শন করে তৃপ্তি অনুভব করে। এইভাবে তারা তাদের জীবন অতিবাহিত করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শ্লোক ১৮

দ্রুমেশু রসেন সূতদারবৎসলো

ব্যবায়দীনো বিবশঃ স্ববন্ধনে ।

কচিৎ প্রমাদাগিরিকন্দরে পতন

বল্লীং গৃহীত্বা গজভীত আস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥

দ্রুমেশু—বৃক্ষে (অথবা বৃক্ষসদৃশ গৃহে যাতে বানর এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফ দেয়); রসেন—উপভোগ করে; সূতদারবৎসলঃ—স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্ত হয়ে; ব্যবায়দীনঃ—মৈথুনাসক্ত হওয়ার ফলে দুর্বল হওয়া; বিবশঃ—পরিত্যাগ করতে অক্ষম; স্ববন্ধনে—কর্মফলের বন্ধনে; কচিৎ—কখনও কখনও; প্রমাদাৎ—আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে; গিরিকন্দরে—পর্বতের গহায়; পতন—পতিত হয়ে; বল্লীম্—লতার শাখা; গৃহীত্বা—অবলম্বন করে; গজভীতঃ—হস্তিসদৃশ মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে; আস্থিতঃ—সেই অবস্থায় থাকে।

অনুবাদ

জীব যখন একটি বানরের মতো এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফালাফি করে বৃক্ষসদৃশ গৃহে কেবল মৈথুন-সুখের জন্য জীবনযাপন করে, তখন সে একটি গর্দভের মতো তার জীব পদাঘাতে তাড়িত হয়। সেই বন্ধন থেকে মুক্তি লাভে অক্ষম হয়ে, সে অসহায়ের মতো পড়ে থাকে। কখনও কখনও সে দুরারোগ্য ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়, যার তুলনা করা হয়েছে পর্বত-কন্দরে পতিত হওয়ার সঙ্গে। সেই পর্বত-গহ্বরে অবস্থিত হস্তীসদৃশ মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে, সে লতাবল্লী অবলম্বন করে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

এখানে গৃহস্থ-জীবনের ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে। গৃহস্থ-জীবন দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ। সেই জীবনের একমাত্র আকর্ষণ হচ্ছে পত্নীর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করা। মৈথুনের সময় স্ত্রী-গর্ভভ বেতাবে পুরুষ-গর্ভভকে পদপহার করে, সেই ভাবে পত্নীও তাকে পদাঘাত করে। নিরন্তর মৈথুন পরায়ণ হওয়ার ফলে, সে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়। তখন সে হস্তীসদৃশ মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে, ঠিক একটি বানরের মতো সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা থেকে কুলতে থাকে।

শ্লোক ১৯

অতঃ কথঞ্চিৎ স বিমুক্ত আপদঃ

পুনশ্চ সার্থং প্রবিশত্যরিন্দম ।

অধ্বন্যমুদ্রিমজয়া নিবেশিতো

ভ্রমঞ্জুনোহন্যাপি ন বেদ কশ্চন ॥ ১৯ ॥

অতঃ—তা থেকে; কথঞ্চিৎ—কোন প্রকারে; সঃ—সে; বিমুক্তঃ—মুক্ত; আপদঃ—বিপদ থেকে; পুনঃ চ—পুনরায়; স-অর্থম্—সেই জীবনে আগ্রহশীল হয়ে; প্রবিশতি—ওরু করে; অরিম-মম্—হে শত্রু-হন্তা রাজন; অধ্বনি—সুখভোগের পথে; অমুদ্রিম্—সেই; অজয়া—মায়ার প্রভাবে; নিবেশিতঃ—মগ্ন হয়ে; বনম্—ভ্রমণ করে; জনঃ—বন্ধ জীব; অদ্য-অপি—মৃত্যু পর্যন্ত; ন বেদ—বুঝতে পারে না; কশ্চন—কোন কিছু।

অনুবাদ

হে শত্রু-হন্তা মহারাজ রত্নগণ, জীবাত্মা যদি কোনক্রমে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হয়, তবুও সে পুনরায় মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য তার গৃহে ফিরে যায়, কারণ সেটিই হচ্ছে আসক্তির রীতি। এইভাবে ভগবানের মায়ামগ্নতার দ্বারা মোহিত হয়ে, জীব সংসার-অরণ্যে বিচরণ করতে থাকে। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যে খুঁজে পায় না।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে সংসার-জীবনের রীতি। কেউ যখন মৈথুনাসক্ত হয়, তখন সে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে সে আর তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৫/৩১) বলা হয়েছে, ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিমুক্তম্—সাধারণত মানুষেরা তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। বেদে উল্লেখ করা হয়েছে, তং তদ্বিষ্যৎ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ—যাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন, তাঁরা কেবল শ্রীবিক্রুর শ্রীপাদপদ্মই দর্শন করেন। বহু জীবেরা কিন্তু ভগবান শ্রীবিক্রুর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য মোটেই আগ্রহী হয় না। তারা কেবল জড়-জাগতিক কার্যকলাপের মোহে মোহিত হয়ে, তথাকথিত নেতাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে, জড়-জগতের বন্ধনে চিরকাল আবদ্ধ থাকে।

শ্লোক ২০

রত্নগণ ভ্রমপি হ্যধ্বনোহস্য

সংনাস্তদগুঃ কৃতভূতমৈত্রঃ ।

অসম্ভিজাত্বা হরিসেবয়া শিতং

জ্ঞানাসিমায়া তরাতিপারম্ ॥ ২০ ॥

রত্নগণ—হে মহারাজ রত্নগণ; ভ্রম্—আপনি; অপি—ও; হি—নিশ্চিতভাবে; অধ্বনঃ—সংসার-মার্গে; অস্য—এই; সংনাস্তদগুঃ—অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার রাজদণ্ড পরিচালনা করে; কৃত-ভূত-মৈত্রঃ—সকলের প্রতি মৈত্রীপরিচয় করে; অসং-জিত-আত্মা—যার মন জড় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট নয়; হরিসেবয়া—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; শিতম্—ঐক্যধার; জ্ঞান-অসিম্—জ্ঞানরূপ তরবারি; আদায়—হাতে নিয়ে; তর—উত্তীর্ণ হেঁদ; অতি-পারম্—পারমার্থিক জীবনের চরম লক্ষ্য।

অনুবাদ

হে মহারাজ রত্নগণ, আপনিও জড় সৃষ্টভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মায়ার শিকার হয়েছেন। তাই আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, আপনি আপনার রাজপদ এবং রাজদণ্ড পরিত্যাগ করুন যাতে আপনি সমস্ত জীবের সুখ হতে পারেন। বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে আপনি ভগবত্তত্ত্বের দ্বারা শাবিত জ্ঞানরূপ তরবারি গ্রহণ করুন, এবং তার দ্বারা মায়াপাশ ছিন্ন করে ভবসাগরের পরপারে গমন করুন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জড় জগৎকে একটি মায়ার বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সকলেরই কর্তব্য—

ন রূপমসৌহ তথোপলভ্যতে
নাভ্যো ন চার্দিন চ সম্ভতিষ্ঠা ।
অশ্বখমেনং সুবিক্রান্তমূলম্
অসঙ্গশঙ্কশ দৃঢ়েন হিষ্টা ॥
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাণী ॥

“এই বৃক্ষের প্রকৃত রূপ এই ভগতে দর্শন করা যায় না। তার আদি, অন্ত অথবা মূল যে কোথায় তা কেউই বুঝতে পারে না। কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় সহকারে বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা এই বৃক্ষটিকে ছেদন করা। তারপর যেখানে ফিরে গেলে আর এখানে ফিরে আসতে হয় না সেই স্থানের অন্বেষণ করে, সেখানে সবকিছুর আদি এবং অনাদিকাল ধরে যিনি সবকিছুর আশ্রয়, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া উচিত।” (ভগবদ্গীতা ১৫/৩-৪)

শ্লোক ২১

রাজোবাচ

অহো নৃজন্মবিজ্ঞশোভনং

কিং জন্মভিস্তপেরপ্যমুখিন্ ।

ন যদ্বীকেশযশঃকৃতাস্থনাম্

মহাস্থনাম্ বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ ॥ ২১ ॥

শ্লোক ২১] রাজা রত্নগণের প্রতি জড় ভরতের অতিরিক্ত উপদেশ ৩৯৩

রাজা উবাচ—মহারাজ রত্নগণ বললেন; অহো—হায়; নৃ-জন্ম—মনুষ্যজন্ম; অখিল-জন্ম-শোভনম্—সমস্ত জন্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কিম্—কি প্রয়োজন; জন্মভিঃ—স্বর্গলোকে দেবতা আদি উচ্চতর যোনিতে জন্মগ্রহণ; তু—কিন্তু; অপরিঃ—নিকৃষ্ট; অপি—বস্তুতপক্ষে; অমুখিন্—পরবর্তী জন্মে; ন—না; যৎ—যা; হৃদীকেশ-যশঃ—পরমেশ্বর ভগবান হৃদীকেশের মহিমার দ্বারা; কৃত-আস্থনাম্—বীনের হৃদয় নির্মল; মহা-আস্থনাম্—প্রকৃত মহায়া; বঃ—আমাদের; প্রচুরঃ—পার্শ্ব; সমাগমঃ—সদ।

অনুবাদ

মহারাজ রত্নগণ বললেন—এই মনুষ্যজন্ম সমস্ত জন্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্বর্গলোকে দেবজন্মও এই পৃথিবীতে মনুষ্য-জন্মের মতো উৎকৃষ্ট নয়। অতএব দেবজন্ম লাভে কি প্রয়োজন? স্বর্গলোকে প্রচুর সৃষ্টভোগের সুযোগ থাকার ফলে ভগবত্তত্ত্বের সদলাভ সম্ভব হয় না।

তাৎপর্য

মনুষ্যজন্ম আত্ম-উপলব্ধির এক মহান সুযোগ। কেউ উচ্চতর লোকে দেবতাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু সেখানে অত্যধিক জড় সৃষ্টভোগের সুযোগ থাকার ফলে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। এমনকি এই পৃথিবীতেও যারা অভ্যন্ত ঐশ্বর্যশালী, তারা সাধারণত কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে চায় না। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে অভিলাষী যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের গুণ ভক্তের সদ করা। এই সদ প্রভাবে ধীরে ধীরে কামিনী-কাম্বিনের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কামিনী এবং কাম্বিন জড় আসক্তির প্রধান ভিত্তি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন, যারা প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে ইচ্ছাকৃতভাবে অভিলাষী, তাদের কর্তব্য হচ্ছে কামিনী-কাম্বিনের মোহ সর্বতোভাবে ত্যাগ করা। কামিনী এবং কাম্বিন পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং যিনি তা করেন তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। সত্য প্রসঙ্গ মম বীৰ্যসবিন্দো ভবন্তি শ্বংকরং রসায়ণাং কথ্যঃ (শ্রীমদ্ভগবত ৩/২৫/২৫)। ভগবত্তত্ত্বের সঙ্গেই কেবল ভগবানের মহিমা আবাদন করা যায়। গুণ ভক্তের স্বল্প সদ প্রভাবেই ভগবদ্ধামের উদ্দেশে যাত্রা সফল হতে পারে।

শ্লোক ২২

ন হ্যভুতং ভ্রষ্টরাজ্যরূপেণ

ইতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেহমলা ।

মৌহূর্তিকাদ্ যস্য সমাগমাচ্চ মে

দুস্তকমূলোহপহতোহবিবেকঃ ॥ ২২ ॥

ন—না; হি—নিশ্চিতভাবে; অস্তৃতম্—আশ্চর্যজনক; ভ্রষ্ট-চরণ-অস্ত-রূপেণ—
 আপনার চরণ-কমলের ধূলির দ্বারা; হত-অংশঃ—সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত আমি;
 ভক্তিঃ—ভগবৎ-প্রেম; অধোক্ষজে—ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত পরমেশ্বর ভগবানকে;
 অমলা—সমস্ত জড় কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত; মৌহূর্তিকা—ক্ষণিক; যস্য—
 যার; সমাগমাৎ—যার আগমন এবং সঙ্গের দ্বারা; চ—ও; মে—আমার; দুস্তক—
 মিথ্যা তর্কের; মূলঃ—মূল; অপহতঃ—সর্বতোভাবে বিনষ্ট; অবিবেকঃ—অজ্ঞান।

অনুবাদ

আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে জীব যে অধোক্ষজ
 ভগবানের প্রতি ব্রহ্মারও দুর্লভ ওদ্ধ ভক্তি লাভ করেন, তা মোটেই আশ্চর্যজনক
 নয়। মুহূর্ত মাত্র আপনার সঙ্গ করার ফলে, আমি এখন সমস্ত কৃতর্ক, অহঙ্কার
 এবং অবিবেক থেকে মুক্ত হয়েছি, যা জড় জগতের বন্ধনের মূল কারণ। আমি
 এখন এই সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত হয়েছি।

তাৎপর্য

ওদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে নিশ্চিতভাবে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।
 জড় ভরতের সঙ্গে মহারাজ রত্নগণের সাক্ষাতের ফলে সেই সত্য নিশ্চিতভাবে
 প্রতিপন্ন হয়েছে। মহারাজ রত্নগণ তৎক্ষণাৎ অসং সঙ্গের প্রভাব থেকে মুক্ত
 হয়েছিলেন। ওদ্ধ ভক্ত তাঁর শিষ্যদের যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করেন তা এমনই
 প্রত্যয় উৎপাদন করে যে, তার ফলে অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি শিষ্যও তৎক্ষণাৎ নিরা জ্ঞানের
 আলোক প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ২৩

নমো মহেন্দ্রোহস্ত নমঃ শিবভ্যো

নমো যুবভ্যো নম আবটুভ্যো ।

যে ব্রাহ্মণা গামবধূতলিঙ্গা-

শচরতি তেভ্যঃ শিবমস্ত রাজ্যম্ ॥ ২৩ ॥

নমঃ—নমস্কার; মহেন্দ্রঃ—মহাদ্বারের প্রতি; অস্তঃ—হোক; নমঃ—আমার নমস্কার;
 শিবভ্যো—শিবরূপী মহাদ্বারের; নমঃ—সম্রাজ প্রণতি; যুবভ্যো—যুবকদের;
 নমঃ—সম্রাজ প্রণতি; আবটুভ্যো—ব্রাহ্মণ বালকদের; যে—যারা; ব্রাহ্মণাঃ—
 ব্রাহ্মণদের; গাম্—পৃথিবী; অবধূত-লিঙ্গাঃ—বিভিন্ন বেশে যারা তাঁদের পরিচয়
 গোপন করে রাখেন; চরতি—বিচরণ করেন; তেভ্যঃ—তাঁদের থেকে; শিবম্ অস্তঃ—
 সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক; রাজ্যম্—(গর্বেকৃত) রাজাদের অথবা রাজবংশের।

অনুবাদ

আমি সেই মহাপুরুষদের সম্রাজ প্রণতি নিবেদন করি, যারা এই ধরাতলে শিব,
 বালক, অবধূত অথবা মহান ব্রাহ্মণরূপে বিচরণ করেন। যদিও তাঁরা বিভিন্ন
 বেশে তাঁদের পরিচয় গোপন রাখেন, তবুও আমি তাঁদের প্রতি আমার সম্রাজ
 প্রণতি নিবেদন করি। তাঁদের কৃপায়, অপরাধী রাজান্যবর্ণের মঙ্গল হোক।

তাৎপর্য

মহারাজ রত্নগণ অত্যন্ত অনুভূত হয়েছিলেন কারণ তিনি জড় ভরতকে দিয়ে তাঁর
 শিবিকা বহন করিয়েছিলেন। তাই তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং আত্ম-তত্ত্ববেত্তা
 মহাপুরুষদের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন, যদিও তাঁরা শিবরূপে
 ক্রীড়াত অথবা নিজেদের পরিচয় গোপন করে রেখেছিলেন। চতুঃসন পাঁচ বছর
 বয়স্ক বালকরূপে সর্বত্র বিচরণ করেন। তেমনই বয়স্ক ব্রাহ্মণ রয়োজেন, যারা
 যুবক রূপে, শিবরূপে অথবা অবধূতরূপে পৃথিবী পর্বটন করেন। সাধারণত
 রাজন্যবর্গ তাঁদের পদমর্যাদার গর্বে গর্বিত হয়ে, এই সমস্ত মহাপুরুষদের চরণে
 অপরায় করেন। তাই মহারাজ রত্নগণ তাঁদের উদ্দেশ্যে সম্রাজ প্রণতি নিবেদন
 করেছিলেন, যাতে অপরাধী রাজন্যবর্গ নরকে অধঃপতিত না হয়। কেউ যদি
 মহাপুরুষকে অপমান করে, তাহলে সেই মহাপুরুষ সেই অপরাধ গ্রহণ না করলেও,
 ভগবান তাকে ক্ষমা করেন না। মহারাজ অশ্বরীষের চরণে অপরাধ করার পর,
 দুর্বাসা মুনি নিজের লাভের জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান
 শ্রীবিষ্ণু তাঁকে ক্ষমা করেননি; তাই মহারাজ অশ্বরীষ একজন ক্ষত্রিয় গৃহস্থ হলেও,
 দুর্বাসা মুনিকে তাঁর চরণ-কমলে পতিত হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করতে হয়েছিল। বৈষ্ণব
 এবং ব্রাহ্মণদের চরণে যাতে অপরাধ না হয়, সেই জন্য সর্বদা অত্যন্ত সাবধান
 থাকা উচিত।

শ্লোক ২৪

শ্রীশুক উবাচ

ইতোবমুত্তরামাতঃ স বৈ ব্রহ্মবিসৃতঃ সিদ্ধপত্য আত্মসতত্বং বিগণয়তঃ
পরানুভাবঃ পরমকারুণিকতয়োপদিশ্য রহুগণেন স করুণমভিবদিতচরণ
আপূর্ণার্ণব ইব নিভৃতকরণোম্যশায়ো ধরণিমিমাং বিচচার ॥ ২৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি এবম্—এইভাবে; উত্তরা-
মাতঃ—হে উত্তরা-তনয় মহারাজ পরীক্ষিৎ; সঃ—সেই ব্রাহ্মণ; বৈ—বস্তুতপক্ষে;
ব্রহ্মবিসৃতঃ—মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণের পুত্র জড় ভরত; সিদ্ধপত্যে—সিদ্ধ প্রদেশের
রাজাকে; আত্মসতত্বম্—আত্মার প্রকৃত স্বরূপ; বিগণয়তঃ—জড় ভরতকে অপমান
করা সত্ত্বেও; পর-অনুভাবঃ—যাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অত্যন্ত উন্নত; পরম-
কারুণিকতয়া—অধ্যাপিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু হওয়ার ফলে; উপদিশ্য—
উপদেশ প্রদান করে; রহুগণেন—মহারাজ রহুগণের দ্বারা; স করুণম্—কৃপাপূর্বক;
অভিবদিতচরণঃ—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম পূজিত হয়েছিল; আপূর্ণ-অর্ণবঃ ইব—পরিপূর্ণ
সমুদ্রের মতো; নিভৃত—পূর্ণরূপে শান্ত; করণ—ইন্ড্রিয়ের; উর্মি—তরঙ্গ;
আশয়ঃ—অন্তঃকরণে; ধরণিম্—পৃথিবী; ইমাম্—এই; বিচচার—পর্যটন করতে
লাগলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে উত্তরা-তনয় মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহারাজ
রহুগণ জড় ভরতকে দিয়ে তাঁর শিবিকা বহন করিয়ে অপমান করেছিলেন বলে,
জড় ভরতের মনে কিঞ্চিৎ অসন্তোষের তরঙ্গ উথিত হয়েছিল, কিন্তু জড় ভরত
তা উপেক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর হৃদয় পুনরায় সমুদ্রের মতো প্রশান্ত হয়েছিল।
মহারাজ রহুগণ যদিও তাঁকে অপমান করেছিলেন, তবুও তিনি যেহেতু ছিলেন
একজন পরমহংস, তাই তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। বৈষ্ণব হওয়ার ফলে,
স্বভাবতই তিনি অত্যন্ত সদয় হৃদয় ছিলেন এবং তাই কৃপাপূর্বক তিনি তাঁকে আত্ম-
তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তারপর মহারাজ রহুগণ যখন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে
কাতরভাবে ক্ষমাভিক্ষা করেন, তখন তিনি সেই অপমানের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে
গিয়েছিলেন। তারপর তিনি পূর্বের মতো সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করতে শুরু
করেছিলেন।

শ্লোক ২৫] রাজা রহুগণের প্রতি জড় ভরতের অতিরিক্ত উপদেশ

৩৯৭

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৫/২১) ভগবান কপিলদেব মহাপুরুষের লক্ষণ বর্ণনা করে
বলেছেন—তিথিকব্যঃ কারুণিকঃ সুজনঃ সর্বদেহিনাম্। নির্মল হৃদয় ভগবন্ত
অবশ্যই অত্যন্ত সহিষ্ণু। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন, এবং তিনি
কখনও কারোর প্রতি বৈরীভাব পোষণ করেন না। সাধুর সমস্ত গুণ শুদ্ধ ভক্ত
রয়েছে। জড় ভরত তাঁর এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। জড় দেহের প্রভাবে মহারাজ রহুগণ
যখন তাঁকে অপমান করেছিলেন, তখন অবশ্যই তাঁর ইন্ড্রিয়গুলি ক্ষুব্ধ হয়েছিল,
কিন্তু পরে যখন রাজা বিনীতভাবে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন, তখন জড়
ভরত তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। যারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার অভিলাষী, তাদের
কর্তব্য যদি কোন বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়ে থাকে; তাহলে মহারাজ রহুগণের
মতো তাঁদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা। বৈষ্ণবেরা সাধারণত অত্যন্ত দয়ালু; তাই
কেউ যখন বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা করেন, সেই বৈষ্ণব তৎক্ষণাৎ তাঁকে
সেই অপরাধ থেকে মুক্ত করেন। যদি তা না করা হয়, তাহলে সেই অপরাধ
থেকে যাবে এবং তার ফল মোটেই শুভ হবে না।

শ্লোক ২৫

সৌবীরপতিরপি সূজনসমবগতপরমাত্মসতত্ব আত্মবিদ্যাধ্যারোপিতাং চ
দেহাত্মমতিং বিসর্জ। এবং হি নৃপ ভগবদাশ্রিতাশ্রিতানুভাবঃ ॥২৫॥

সৌবীর-পতিঃ—সৌবীর প্রদেশের রাজা; অপি—নিশ্চিতভাবে; সূজন—একজন
মহাপুরুষ থেকে; সমবগতঃ—সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়ে; পরমাত্ম-সতত্বঃ—পরমাত্মা
এবং জীবাত্মার তত্ত্ব; আত্মনি—স্বয়ং; অবিদ্যা—অজ্ঞানের দ্বারা; অধ্যারোপিতাম্—
প্রতিবিশত আরোপিত; চ—এবং; দেহ—দেহে; আত্ম-মতিঃ—আত্মবুদ্ধি; বিসর্জ—
সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে; এবম্—এইভাবে; হি—নিশ্চিতভাবে; নৃপ—হে রাজন;
ভগবৎ-আশ্রিত-আশ্রিত-অনুভাবঃ—পরম্পরার দ্বারায় সংস্করণ শরণাগত ভক্তের
শরণ গ্রহণ করার ফলে; (যিনি নিশ্চিতরূপে দেহাত্মবুদ্ধির অবিদ্যা থেকে মুক্ত হতে
সমর্থ)।

অনুবাদ

মহাভাগবত জড় ভরতের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর, সৌবীরপতি
মহারাজ রহুগণ সর্বভোভাবে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। তার ফলে

তিনি সম্পূর্ণরূপে দেহাঙ্ঘ্রবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। হে রাজন, যিনি ভগবানের দাসের অনুদাসের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি সত্যিই ধন্য কারণ তিনি অন্যায়সে দেহাঙ্ঘ্রবুদ্ধি ত্যাগ করতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (মধ্য ২২/৫৪) উল্লেখ করা হয়েছে—

‘সাদৃশ্য’, ‘সাদৃশ্য’—সর্বশাস্ত্রে নয়।

নবমাত্র সাদৃশ্যে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হয়ে অতি অক্ষক্ষণের জন্য তাঁর সঙ্গ করলেও সর্বতোভাবে সিদ্ধি লাভ করা যায়। সাধু হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আমরা দেখছি যে, আমাদের শ্রীগুরুদেবের প্রথম উপদেশ আমাদের কৃষ্ণভক্তিতে এমনভাবে উদ্ভুদ্ধ করেছিল যে, আমরা আজও কৃষ্ণভক্তির পথে অস্তত রয়েছি এবং সেই দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি। তার ফলে বহু ভক্ত এই কৃষ্ণভাবনামৃত আদোলনে যুক্ত রয়েছে। সারা পৃথিবী দেহাঙ্ঘ্রবুদ্ধির বশীভূত হয়ে পরিচালিত হচ্ছে, তাই এই ভাব দেহাঙ্ঘ্রবুদ্ধি থেকে মানুষদের উদ্ধার করে, সর্বতোভাবে তাদের কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত করার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে বহু ভক্তের প্রয়োজন।

শ্লোক ২৬

রাজোবাচ

যো হ বা ইহ বহুবিদা মহাভাগবত জ্ঞাতিভিতঃ পরোক্ষেন বচসা
জীবলোকভবান্ধা স হ্যার্যমনীষয়া কল্লিতবিষয়া নাজ্জসাব্যুৎপন্ন-
লোকসমধিগমঃ। অথ তদেবৈতদ্বুবগমং সমবেতানুকুলেন
নির্দিশ্যামিতি ॥ ২৬ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; যঃ—যা; হ—নিশ্চিতভাবে; বা—অথবা;
ইহ—এই বর্ণনায়; বহু-বিদা—যিনি দিব্য জ্ঞানের বহু ঘটনা স্মরণে অবগত;
মহাভাগবত—হে মহান ভগবন্ত; জ্ঞাতিভিতঃ—বর্ণিত;
পরোক্ষেন—রূপক; বচসা—বাক্যের দ্বারা; জীব-লোক-ভব-অন্ধা—বদ্ধ জীবের সং-
সার মার্গে; সঃ—তা; হি—প্রকৃতপক্ষে; আর্যমনীষয়া—উত্তম ভক্তের বুদ্ধির দ্বারা;
কল্লিত-বিষয়াঃ—যে বিষয় কল্পনা করা হয়েছে; ন—না; অজ্ঞসা—প্রত্যক্ষভাবে;

অব্যুৎপন্ন-লোক—অনভিজ্ঞ অথবা অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি; সমধিগমঃ—পূর্ণ জ্ঞান; অথ—
অতএব; তৎ-এব—সেই কারণে; এতৎ—এই বিষয়; দূরবগমম্—দূর্বোধ; সমবেত-
অনুকুলেন—এই ঘটনার প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করার দ্বারা; নির্দিশ্যামি—বর্ণনা করন;
ইতি—এইভাবে।

৬ অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন শুকদেব গোষ্ঠাস্থীকে বললেন—হে প্রভু, হে মহাভাগবত, আপনি সর্বজ্ঞ। আপনি অরণ্যে বণিকের সঙ্গে তুলনা করে বদ্ধ জীবের অবস্থা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এই উপদেশ থেকে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, দেহাঙ্ঘ্রবুদ্ধি সমন্বিত মানুষের ইঞ্জিয়গুলি সেই অরণ্যে দস্যু-তন্ত্রদের মতো, এবং তার পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিরা ঠিক শূগাল-কুকুরাদি হিমে পড়ার মতো। কিন্তু, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের পক্ষে এই কাহিনীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়, কারণ এই রূপকের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। আমি তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, দয়া করে তার প্রকৃত অর্থ আপনি আমাদের কাছে ব্যক্ত করুন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বহু কাহিনী এবং ঘটনা রয়েছে, যা রূপকের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার রূপক বর্ণনা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়; তাই শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে তার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হওয়া।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ‘রাজা রত্নগণের প্রতি জড় ভরতের অতিরিক্ত উপদেশ’ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবাদ্য তাৎপর্য।

চতুর্দশ অধ্যায়

সংসার সুখভোগের মহা অরণ্য

এই অধ্যায়ে সংসার-অরণ্যের প্রকৃত অর্থ বর্ণিত হয়েছে। বনিকেরা কখনও কখনও দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে এবং অধিক লাভে সেগুলি নগরে বিক্রি করে। কিন্তু অরণ্যের পথ সর্বদাই বিপদসঙ্কুল। শুদ্ধ জীবাত্মা যখন ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে সুখভোগ করতে চায়, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে এই জড় জগতে প্রবেশ করার সুযোগ প্রদান করেন। প্রেমবিন্যত গৃহে বলা হয়েছে—কৃষ্ণবাহিনী হওয়া ভোগব্যাপ্তা করে। এটিই শুদ্ধ জীবাত্মার জড় জগতে অধঃপতনের কারণ। জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করার ফলে জীব বিভিন্ন বেনীতে বিভিন্ন প্রকার স্থিতি প্রাপ্ত হয়। কখনও সে স্বর্গলোকে সেবদ্ধ লাভ করে, আবার কখনও নিম্নতর লোকে অতি নগণ্য স্থিতি লাভ করে। এই সম্পর্কে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, নানা যেনি সনা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়। পরম করুণাময় বৈষ্ণবের শরণ কিনা বন্ধ জীব কখনও মায়ার বন্দন থেকে মুক্ত হতে পারে না। ভগবৎস্বীয় সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, মনঃ যষ্টানীজিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কথতি—জীব তার মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়সহ তার জড়-জাগতিক জীবন শুরু করে এবং এই জড় জগতে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে সেই অরণ্যে দস্যু-তরুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেগুলি মানুষের জ্ঞান অপহরণ করে তাকে অবিদ্যার জালে ফেলে। এইভাবে ইন্দ্রিয়গুলি দস্যু-তরুরের মতো আধ্যাত্মিক জ্ঞান অপহরণ করে। তার উপর রয়েছে স্ত্রী-পুত্র আদি আত্মীয়-স্বজনদেরা, যারা হচ্ছে সেই অরণ্যে হিংস্র পশুর মতো। এই সমস্ত হিংস্র পশুর একমাত্র কাজ হচ্ছে মানুষের মাংস খাওয়া। জীব শৃগাল, কুকুর ইত্যাদি (স্ত্রী-পুত্র) পশুদের তার উপর আক্রমণ করার সুযোগ দেয়, এবং তার ফলে তার আধ্যাত্মিক জীবন বিনষ্ট হয়ে যায়। সংসার-অরণ্যে সকলেই মশার মতো মাংসস্বর্ষ পরায়ণ, এবং ইন্দুর, ছুঁচো ইত্যাদি প্রাণীরা সর্বদাই সেখানে উৎপাতের সৃষ্টি করে। এই জড় জগতে সকলেই এক অপ্রীতিকর পরিহিতিতে রয়েছে, এবং তাদের ঘিরে রয়েছে মাংসস্বর্ষ পরায়ণ মানুষেরা এবং উপদ্রবকারী পশুরা। তার ফলে এই জড় জগতে জীবেরা সর্বদাই লুপ্ত হচ্ছে এবং অন্তান্য

জীবদের দ্বারা দংশিত হচ্ছে। কিন্তু এই সমস্ত উৎপাত সত্ত্বেও সে তার সংসার-জীবন ত্যাগ করতে চায় না, এবং ভবিষ্যতে সুখী হওয়ার আশায় সকাম কর্ম করে চলে। এইভাবে সে কর্মফলনে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে, এবং তার ফলে সে পাপকর্ম করতে বাধ্য হয়। দিনের বেলা সূর্য এবং রায়ে চন্দ্র তার সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী থাকে। দেবতারাও তার কার্যকলাপের সাক্ষী, কিন্তু বদ্ধ জীব মনে করে যে ইন্দ্রিয়সূত্র ভোগের প্রচেষ্টায় তার যে কর্ম তা কেউ দেখছে না। কখনও কখনও সে যখন ধরা পড়ে, তখন সে সাময়িকভাবে সবকিছু পরিত্যাগ করে, কিন্তু দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকার ফলে, সিদ্ধি লাভের পূর্বেই সে তার ত্যাগের আদর্শ পরিত্যাগ করে।

এই জড় জগতে বহু স্বর্গপারায়ণ মানুষ রয়েছে। কর আদায়কারী সরকার রয়েছে, যার তুলনা করা হয়েছে পেঁচার সঙ্গে, এবং অসহ্য শব্দ সৃষ্টিকারী অদৃশ্য ঋষী রয়েছে। জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন উৎপাতের দ্বারা জীব ভীষণভাবে উপকৃত হয়। অসং-সঙ্গে জীবের বৃদ্ধি নষ্ট হয়। সংসার-জীবনের উৎপাত থেকে মুক্ত হওয়ার আশায়, জীব তথাকথিত যোগী, সাধু এবং অবতারদের শিকার হয়, যারা কিছু ভেলকিবাক্সি দেখাতে পারে কিন্তু ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। কখনও কখনও বদ্ধ জীব তার সমস্ত ধন-সম্পদ হারিয়ে ফেলে, এবং তার ফলে সে তার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি নির্ময় হয়। এই জড় জগতে প্রকৃতপক্ষে সুখের লেশমাত্রও নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বদ্ধ জীব জন্ম-জন্মান্তরে সুখভোগের চেষ্টা করে। সরকারী কর্মচারীরা ঠিক মাংসলোলুপ রাক্ষসদের মতো, যারা সরকারের হয়ে প্রচুর কর আদায় করে। এই করের ভাণ্ডে ভারাক্রান্ত হয়ে কঠোর পরিশ্রমকারী বদ্ধ জীব অত্যন্ত দুঃখ বোধ করে।

সকাম কর্মের পথ দুর্গম পর্বতের মতো, এবং কখনও কখনও বদ্ধ জীব সেই পর্বত অতিক্রম করতে চায়, কিন্তু তার সেই প্রচেষ্টায় সে কখনও সফল হতে পারে না। তার ফলে সে দুঃখ এবং কৈরশ্য ভোগ করে। অর্থাভাবে ক্রিষ্ট হওয়ার ফলে, বদ্ধ জীব অনর্থক তার পরিবারের সদস্যদের তিরস্কার করে। জড় জগতে জীবের চারটি প্রধান প্রয়োজন রয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে নিদ্রা, যার তুলনা করা হয়েছে একটি অজ্ঞানের সঙ্গে। বদ্ধ জীব যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সে তার প্রকৃত অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়, এবং নিদ্রিত অবস্থায় সে সংসার-জীবনের ক্রেশ অনুভব করতে পারে না। কখনও কখনও বদ্ধ জীব অভাবগ্রস্ত হয়ে চুরি করে। আপাতদৃষ্টিতে পারমাণবিক উন্নতি সাধনের জন্য ভক্তদের সঙ্গ করা সত্ত্বেও সে এই প্রকার অসৎ কর্মে লিপ্ত হয়। যদিও তার একমাত্র কর্তব্য

হচ্ছে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া, কিন্তু তা সত্ত্বেও উপকৃত পথ-প্রদর্শকের অভাবে সে জড় জগতের বন্ধনে আরও বেশি করে মজিয়ে পড়ে। এই জড় জগৎ বিভ্রান্তিজনক এবং তা সুখ, দুঃখ, আসক্তি, শত্ৰুতা এবং মাংসর্ব সমন্বিত দুঃখ-দুর্দশার পূর্ণ। জীবদের প্রতি আসক্ত হওয়ার ফল যখন জীবের বৃদ্ধি নষ্ট হয়, তখন তার চেতনা কলুষিত হয়। সে তখন সর্বদা জীবদের কথাই কেবল চিন্তা করে। কালরূপী সর্প ব্রহ্মা থেকে শুরু করে বৈষ্ণৱ নৃপাণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেরই প্রাণ হরণ করে। কখনও কখনও বদ্ধ জীব দ্রোণা কালের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভগ্নদের আশ্রয় গ্রহণ করে। দুর্য্যবশত এই সমস্ত ভোগের তাদের নিজেদের পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে না, অতএব তারা অন্যদের রক্ষা করবে কি করে? এই সমস্ত ভোগের যোগ্য রাক্ষস এবং বৈষ্ণৱ শাস্ত্র থেকে লঙ্ক জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে মৈথল্য চরিতার্থ করা এবং তাই তারা বিধবাদের পর্যন্ত যৌন জীবন যাপনের অধিকার দবার পক্ষপাতী। তাদের অবস্থা ঠিক অরণ্যের বাসরদের মতো। শ্রীল শুকদেব গাথম্বী এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে সংসার-অরণ্য এবং তার দুর্গম পথের বিষয় বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১

স হোবাচ

স এষ দেহান্ধমানিনাং সদ্ভাদিগণবিশেষবিকল্পিকুলশালসমবহার-
বিনির্মিতবিবিধদেহাবলিভির্বিয়োগসংযোগাদ্যানাসারানুভবম্য দ্বারভূতেন
যড়িন্দ্রিয়বর্গেণ তস্মিন্ দুর্গাধ্ববদনুগমেহধ্বন্যাপত্তিঃ দৈশ্বরস্য ভগবতো
বিষ্ণোর্বশবর্তিন্যা মায়ম্মা জীবলোকোহয়ং যৎ বণিকসার্থোহর্থপরঃ
স্বদেহনিষ্পাদিতকর্মানুভবঃ শ্রাশানবদশিবতমায়ং সংসারটব্যং গতো
নান্যাপি বিফলবহুপ্রতিযোগেহস্তভাপোপশমনীঃ হরিওরুচরণারবিন্দ-
মধুকরানুপদবীমবরুদ্ধে ॥ ১ ॥

সঃ—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ভক্ত (শ্রীচক্রেব গোথাম্বী); হ—কর্তৃপক্ষে; উবাচ—বললেন;
সঃ—সে (বদ্ধ জীব); এষঃ—এই; দেহ-আত্ম-অনির্মিত—যে মূর্ত্যবশত তার
দেহকে তার আত্মা বলে মনে করে; সদ্ভাদি—সৎ, রত্ন এবং তম; গুণ—গুণের
দ্বারা; বিশেষ—বিশেষ; বিকল্পিত—ভ্রান্ত ধারণা; কুল—কখনও কখনও অনুকূল
কর্মের দ্বারা; অকুল—কখনও কখনও প্রতিকূল কর্মের দ্বারা; সমবহার—উভয়ের
মিশ্রণের দ্বারা; বিনির্মিত—লঙ্ক; বিবিধ—নানা প্রকার; দেহ-আবলিভিঃ—বহুবিধ

দেহের দ্বারা; বিয়োগ-সংযোগ-আদি—এক প্রকার দেহত্যাগ (বিয়োগ) এবং অন্য প্রকার দেহ ধারণ (সংযোগ)—এই লক্ষণ সমন্বিত; অনাদি-সংসার-অনুভবস্যা—দেহান্তরের অনাদি প্রক্রিয়ার অনুভব; দ্বার-ভূতেন—দ্বাররূপে বিরাজমান; যৎ ইন্দ্রিয়-বর্ণণে—মন এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ার দ্বারা; তন্মিন—তাতে; দুর্গ-অধঃ-বৎ—দুর্গম পথের মতো; অসুগমে—যা অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন; অধ্বনি—অরণ্যের পথে; আপতিতঃ—ঘটে; ইন্দ্রস্যা—নিয়ন্তার; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবান; বিধোঃ—শ্রীবিষ্ণুর; বশ-বর্তিন্যা—বশবর্তী হয়ে কর্ম করে; মায়য়া—জড় প্রকৃতির দ্বারা; জীব-লোকঃ—বদ্ধ জীব; অয়ম্—এই; যথা—ঠিক যেমন; বশিক্—বশিক; সার্থঃ—উদ্দেশ্য সমন্বিত; অর্থ-পরঃ—ধনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; স-দেহ-নিষ্পাদিত—নিজের দেহের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম; কর্ম—সকাম কর্ম; অনুভবঃ—যে অনুভব করে; শশান-বৎ অনিবর্তমায়া—শশানের মতো অগুপ্ত; সংসার-অটব্যাম্—সংসাররূপ অরণ্যে; গন্তঃ—প্রবেশ করে; ন—না; অন্য-অপি—এখন পর্যন্ত; বিফল—অকৃতকার্য; বহু-প্রতিযোগ—বহু বিয় এবং দুঃখ-দুর্দশার পূর্ণ; ইহঃ—এই জড় জগতে যার কার্যকলাপ; তৎ-তাপ-উপশমনীম্—সংসাররূপ অরণ্যে বা দুঃখ-দুর্দশার উপশম করে; হরি-ওরু-চরণারবিন্দ—ভগবান এবং তাঁর ভক্তের শ্রীপাদপদ্মে; মধুকর-অনুপদবীম্—স্রমরসদৃশ ভক্তরা যে পথ অনুগমন করেন; অবরুদ্ধে—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন শুকদেব গোশাস্ত্রীকে সংসার-অরণ্যের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তার উত্তরে শুকদেব গোশাস্ত্রী বলেছিলেন—হে রাজন্, বশিক সর্বদা ধন উপার্জনে আগ্রহী। কখনও কখনও সে কাঠ, মাটি আদি স্বল্পমূল্য বস্তু সংগ্রহ করার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে, যাতে নগরে উচ্চ মূল্যে সেগুলি বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারে। তেমনিই, বদ্ধ জীব জড়-জাগতিক লাভের জন্য লোলুপ হয়ে এই জড় জগতে প্রবেশ করে। বেরোবার পথ না জেনে সে ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করে। জড় জগতে প্রবিস্ত হয়ে শুক জীব বিষ্ণু-মায়ায় মোহিত হয়ে বদ্ধ হয়ে পড়ে। এইভাবে জীব দৈবী মায়ার কবীভূত হয়। স্বতন্ত্র হয়ে এবং অরণ্যে বিভ্রান্ত হয়ে, সে ভগবানের সেবায় সর্বদা যুক্ত ভক্তের সঙ্গ লাভ করতে পারে না। দেহান্তর্যুক্তিতে আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, সে মায়ার কবীভূত হয়ে একের পর এক বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে এবং সব, রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব কখনও স্বর্গে, কখনও মর্তে এবং কখনও নরকে নিম্ন যোনিতে কিরণ করে।

এইভাবে সে বিভিন্ন শরীরে নিরন্তর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তার কর্ম কখনও শুভ, কখনও অশুভ এবং কখনও মিশ্র। বদ্ধ জীব তার মনোদ্বৈতের ফলে এই সমস্ত দৈহিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সে তার মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ার ব্যবহার করে এবং তার ফলে সে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। বহিরঙ্গা মায় শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে ইন্দ্রিয়গুলির ব্যবহার করার ফলে, জীব এই জড় জগতে বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে সে এই দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার পেতে চায়, কিন্তু কখনও কখনও বহু কষ্টে দুঃখ-দুর্দশার উপশম হলেও সে সাধারণত ব্যর্থ হয়। এইভাবে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে, সে ভ্রমের মতো ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্তের শরণ গ্রহণ করতে পারে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে হরি-ওরু-চরণারবিন্দ-মধুকর-অনুপদবীম্ । এই জড় জগতে বদ্ধ জীবেরা তাদের কার্যকলাপের ফলে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত, এবং কখনও কখনও তারা অতি কষ্টে সেই অবস্থা থেকে ত্যাগ লাভ করে। মূল কথা হচ্ছে যে বদ্ধ জীব কখনই সুখী নয়। সে সর্বদাই বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে। প্রকৃতপক্ষে তার একমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে সন্দুকের শরণাগত হওয়া এবং তার মাধ্যমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করা। সেই কথা বিশ্লেষণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—ওরু-কুম্ভ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ । এই সংসাররূপী অরণ্যে বা নগরে সর্বদা জীবন-সংগ্রামে রত জীব প্রকৃতপক্ষে সুখী নয়। তারা কেবল নানা রকম দুঃখ এবং সুখ ভোগ করছে। সাধারণত দুঃখ অশুভ। তারা সেই দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তিলাভ করার চেষ্টা করে, কিন্তু অজ্ঞানভাবে তারা তা করতে পারে না। বেদে তাই তাদের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—তত্ত্বিজ্ঞানার্থং স ওরুমেবাভিগচ্ছৎ । জীব যখন সংসার-অরণ্যে বা জীবন-সংগ্রামে হারিয়ে যায়, তখন তার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত সন্দুকে ঝুঁজে পাওয়া। সে যদি নিজাই জীবন-সংগ্রাম থেকে মুক্ত হতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই সন্দুকের আশ্রয়ণ করে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে সে এই সংগ্রাম থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবে।

যেহেতু এখানে জড় জগৎকে একটি অরণ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তাই তর্ক উঠতে পারে যে, কলিযুগের সভ্যতা তো সাধারণত শহরগুলিতে অবস্থিত। এই সমস্ত বড় বড় শহরগুলি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি অরণ্যের মতো। শহরের

জীবন প্রকৃতপক্ষে অরণ্যের জীবন থেকেও অধিক বিপজ্জনক। কেউ যদি কোম এক অপরিচিত শহরে প্রবেশ করে যেখানে তার কোন বন্ধু নেই বা আশ্রয় নেই; তাহলে সেখানে বাস করা বনে বাস করার থেকেও বেশি কঠিন হবে। এই পৃথিবীতে অনেক বড় বড় শহর রয়েছে, এবং যেখানেই দৃষ্টিপাত করা যায় সেখানেই দেখা যায় যে, দিনের মধ্যে চকিখ ঘণ্টা জীবন-সংগ্রাম চলছে। ঘণ্টার সত্তর-আশি মাইল বেগে গাড়িতে করে মানুষ ইতস্তত ছুটছে। তা জীবন-সংগ্রামের দৃশ্যটি আমাদের চোখের সামনে ভুলে ধরে। মানুষকে খুব ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চালিয়ে কাজে যেতে হয়। সব সময় দুর্ঘটনা ঘটান সন্তাননা থাকে এবং তাই খুব সাবধানতার সঙ্গে গাড়ি চালাতে হয়। গাড়ির মধ্যে জীব উৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকে, এবং তার এই সংগ্রাম মোটেই শুভ নয়। কুকুর-বিড়াল ইত্যাদি মনুষ্যের প্রাণীরাও দিবা-রাত্রি কঠোর জীবন-সংগ্রাম করছে। এইভাবে জীবন-সংগ্রাম চলতে থাকে এবং বদ্ধ জীব এক পরিস্থিতি থেকে আর এক পরিস্থিতিতে স্থানান্তরিত হয়। কিছুকালের জন্য সে শিশু থাকে, কিন্তু তারপর তাকে একটি বালকে পরিণত হতে হয়। বালক থেকে সে যুবকে রূপান্তরিত হয় এবং যুবক থেকে প্রবীণ এবং বৃদ্ধে পরিণত হয়। অবশেষে দেহটি ফলন অকেজো হয়ে যায়, তখন তাকে অন্য আর এক যোনিতে একটি নতুন দেহ ধারণ করতে হয়। দেহভাগকে বলা হয় মৃত্যু এবং অন্য আর একটি দেহ গ্রহণ করাকে বলা হয় জন্ম। মনুষ্য-জীবন হচ্ছে সদৃশুর শরণাগত হওয়ার, এবং তার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়ার একটি বিশেষ সুযোগ। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু হয়েছে মূর্খ নেতাদের দ্বারা বিপথে পরিচালিত মানব-সমাজের প্রতিটি সদস্যদের সেই সুযোগ প্রদান করার জন্য। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত না হলে, দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ এই জীবন-সংগ্রাম থেকে মুক্তি লাভের আর কোন উপায় নেই। জড়-জাগতিক প্রচেষ্টাগুলি কেবল পরিস্থিতির পরিবর্তন করে, তার দ্বারা কখনই জীবন-সংগ্রাম থেকে মুক্তিলাভ করা যায় না। একমাত্র উপায় হচ্ছে সদৃশুর শ্রীপাদপদের আশ্রয় অবলম্বন করে, তাঁর মাধ্যমে ভগবানের শ্রীপাদপদের শরণাগত হওয়া।

শ্লোক ২

যস্যামু হ বা এতে যড়িন্দ্রিয়নামানঃ কৰ্মণা দস্যাব এব তে। তদ্যথা পুরুষস্য ধনং যৎ কিঞ্চিদ্রমৌপয়িকং বহুকৃত্ত্বাধিগতং সাক্ষাৎপরম-পুরুষাধনলক্ষণো যোহসৌ ধর্মন্তু তু সাম্পরায় উদাহরন্তি। তচ্ছর্য্যং

ধনং দর্শনস্পর্শনশ্রবণাস্বাদনাব্ধাণসঙ্কল্পব্যবসায়গৃহগ্রামোপভোগেন কুনাথস্যাজিতান্বনো যথা সার্থস্য বিলুপ্তস্তি ॥ ২ ॥

যস্যামু—যাতে; উ হ—নিশ্চিতভাবে; বা—অথবা; এতে—এই সমস্ত; যড়ইন্দ্রিয়-নামানঃ—যড়িন্দ্রিয় নামক (মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়); কৰ্মণা—তাদের কার্যকলাপের দ্বারা; দস্যাবঃ—দস্য; এব—নিশ্চিতভাবে; তে—তার; তৎ—তা; যথা—যেমন; পুরুষস্য—ব্যক্তির; ধনম্—ধন; যৎ—যা কিছু; কিঞ্চিৎ—কিছু; ধর্ম-উপায়িকম্—ধর্ম অনুষ্ঠানের উপায়; বহু-কৃত্ত্বা-অধিগতম্—বহু কষ্টে উপার্জিত; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; পরম-পুরুষ-আরাধন-লক্ষণঃ—যার লক্ষণ হচ্ছে যজ্ঞ ইত্যাদির দ্বারা ভগবানের পূজা করা; যঃ—যা; অসৌ—তা; ধর্মঃ—ধর্ম; তম্—তা; তু—কিন্তু; সাম্পরায়—জীবের পারলৌকিক লাভের জন্য; উদাহরন্তি—জ্ঞানী ব্যক্তি যোষণা করেন; তৎ-ধর্মাম্—ধার্মিক(বর্ণাশ্রম ধর্ম-সম্পর্কিত); ধনম্—ধন; দর্শন—দর্শনের দ্বারা; স্পর্শন—স্পর্শের দ্বারা; শ্রবণ—শ্রবণের দ্বারা; আশ্বাদন—খাদ গ্রহণের দ্বারা; অব্ধাণ—গ্রাণের দ্বারা; সঙ্কল্প—সঙ্কল্পের দ্বারা; ব্যবসায়—সিদ্ধান্তের দ্বারা; গৃহ—জড়-জাগতিক গৃহে; গ্রাম-উপভোগেন—জড় ইন্দ্রিয়ভৃতি সাধনের দ্বারা; কুনাথস্য—বিত্রাস্ত বদ্ধ জীবের; অজিত-আন্বনঃ—যে নিজেকে সংযত করেনি; যথা—ঠিক যেমন; সার্থস্য—ইন্দ্রিয়ভৃতি সাধনে অগ্রহী জীবের; বিলুপ্তস্তি—অপহরণ করে।

অনুবাদ

সংসার-অরণ্যে অসংযত ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক দস্যুর মতো। বদ্ধ জীব কৃষ্ণভক্তির বিকাশের জন্য ধন উপার্জন করতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের মাধ্যমে তার অসংযত ইন্দ্রিয়গুলি তার সেই ধন অপহরণ করে নেয়। ইন্দ্রিয়গুলি দস্যুদশ, কারণ দর্শন, গ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ, শ্রবণ, বাসনা এবং সংকল্পের দ্বারা অনর্থক তাকে দিয়ে তার অর্থ ব্যয় করায়। এইভাবে বদ্ধ জীব তার ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে বাধ্য হয়, এবং তার ফলে তার সমস্ত ধন ব্যয় হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এই ধন ধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য উপার্জন করা হয়েছিল, কিন্তু দস্যুদশ ইন্দ্রিয়গুলি সেগুলি অপহরণ করে নিয়ে যায়।

তাত্পর্য

পূর্বজন্মার্জিতা বিদ্যা পূর্বজন্মার্জিতং ধনং অগ্রে ধাবতি ধাবতি। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলনের দ্বারা জড় জগতে উন্নত স্থিতি লাভ করা যায়। তার ফলে মানুষ ধনবান, বিদ্বান, রূপবান এবং সম্ভ্রান্ত বর্ণীয় হতে পারে। যার এই সম্পদগুলি

রয়েছে কৃষ্ণতে হবে যে, সেগুলি কৃষ্ণভক্তির উন্নতি সাধনের জন্য। দুর্ভাগ্যবশত মানুষ যখন বিপথে পরিচালিত হয়, তখন সে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য তার উচ্চ পদের অপব্যবহার করে। তাই অসংযত ইন্দ্রিয়গুলিকে দস্যুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ধর্ম অনুষ্ঠানের ফলে মানুষ যে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়, দস্যুসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলি তা অপহরণ করে নেয়। কণ্ঠশ্রম-ধর্মের ভিত্তিতে যে ধর্ম-অনুষ্ঠান হয়, তার ফলে মানুষ নানা রকম সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। এই সমস্ত সম্পদগুলি অনায়াসে কৃষ্ণভক্তির উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবহার করা যায়। মানুষের বোঝা উচিত যে, জড় জগতে ধন-সম্পদ এবং অন্যান্য যে সমস্ত সুযোগ পাওয়া যায়, সেগুলি ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য অপব্যবহার করা উচিত নয়। সেগুলির উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তির বিকাশ সাধন। তাই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আদোলন মানুষকে এক বিশেষ পন্থায় মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করার শিক্ষা দিচ্ছে। মানুষের কর্তব্য একটু কৃষ্ণসাধন করা এবং নিয়ন্ত্রিত ভগবদ্ভক্তির জীবন বাতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় না করা। ইন্দ্রিয়গুলি চায় সুন্দর বস্ত্র দর্শন করতে; তাই মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের শূদ্রারের জন্য অর্থ ব্যয় করা উচিত। তেমনই, জিহ্বা সুখানু খাদ্যদ্রব্য আবাদন করতে চায়। তাই উপাদেয় সমস্ত খাদ্যসামগ্রী কিনে এনে ভগবানকে ভোগ দেওয়া উচিত। নাক চায় সুগন্ধ উপভোগ করতে; তাই সুগন্ধি ফুল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করে তার সৌরভ ঘ্রাণ করা যেতে পারে। তেমনই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণের মাধ্যমে কর্ণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করা সম্ভব। এইভাবে ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করা যায় এবং কৃষ্ণভক্তির বিকাশ সাধনে তাদের সম্ভাবনার করা যায়। তার ফলে জৈবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মাংস আহার, আসবপান এবং দৃঢ়জীড়ার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের দ্বারা উচ্চ পদের অপব্যবহার হয় না। এই জড় জগতে মানুষ গাড়ি চালিয়ে, নাইট ক্লাবে সময় নষ্ট করে অথবা রেসকোর্সে অখান্দ-কুখান্দ আহার করে তার ঐশ্বর্যের অপচয় করে। এইভাবে, যৎ কষ্টে বদ্ধ জীব যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছিল, দস্যুসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলি তা অপহরণ করে নেয়।

শ্লোক ৩

অথ চ যত্র কৌটুহিকা দারাপত্যাদয়ো নান্না কর্মণা বৃকস্গালা
এবানিচ্ছতেহপি কদর্যস্য কুটুহিন উরগকবৎ সংরক্ষ্যমাণং মিষতোহপি
হরন্তি ॥ ৩ ॥

অর্থ—এইভাবে; চ—ও; যত্র—যাতে; কৌটুহিকাঃ—আখীয়-স্বজন; দার-অপত্য-
আদমঃ—স্ত্রী-পুত্র আদি; নান্না—কেবল নামে মাত্র; কর্মণা—তাদের আচরণের দ্বারা;

বৃকস্গালাঃ—নেকড়ে বাঘ এবং শিয়াল; এবং—নিশ্চিতভাবে; অনিচ্ছতাঃ—যে তার
কাজ দায় করতে চায় না; অপি—নিশ্চিতভাবে; কদর্যস্য—অত্যন্ত কৃপণ; কুটুহিনঃ
—আখীয়-স্বজন পরিবৃত; উরগক-বৎ—ভেড়ার মতো; সংরক্ষ্যমাণং—সুরক্ষিত
রক্ষা সত্ত্বেও; মিষতাঃ—দর্শকের; অপি—ও; হরন্তি—বলপূর্বক ছিনিয়ে নেয়।

অনুবাদ

যে রাজন, এই জড় জগতে স্ত্রী-পুত্র আদি কেবল নামে মাত্রই আখীয়, কিন্তু
কৃপণপক্ষে তারা ব্যায় এবং শৃগালের মতো আচরণ করে। মেঘপালক যথাসাধ্য
তার মেঘ সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যায় এবং শৃগালেরা বলপূর্বক তাদের
অপহরণ করে নেয়। তেমনই কৃপণ মানুষ যদিও অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তার
জ্ঞান আগলে রাখতে চায়, তবুও তার পরিবারের লোকজন তার সমস্ত ধন-সম্পদ
অপূর্বক অপহরণ করে নেয়।

তাৎপর্য

এক হিন্দি কবি গেয়েছেন—দিন কা ডাকিনী রাত কা বাঘিনী পলক পলক রহ
হয়। পত্নীকে দিনের বেলা ডাকিনীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং রাতে
ডাকিনীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তার একমাত্র কাজ হচ্ছে দিন-রাত তার পতির
বস্ত্র চোখা। পতিকে দিনের বেলা রক্ত জল করে গৃহস্থালীর জন্য অর্থ উপার্জন
করতে হয়, আর রাতে মৈথুনসুখের জন্য তাকে বীররূপে রক্ত ক্ষয় করতে হয়।
এইভাবে তার পতীর প্রভাবে দিন-রাত তার রক্ত ক্ষরণ হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে
কোনই উপাধি যে, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সে তার ভরণ-পোষণ করে। তেমনই
সংসার-সন্ততির হাছে বাঘ, শৃগাল এবং নেকড়ের মতো। বাঘ, শৃগাল এবং,
নেকড়েরা যেমন মেঘপালকের সতর্ক প্রতিরক্ষা সত্ত্বেও মেঘ অপহরণ করে নেয়,
তেমনই পিতা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তার টাকা-পয়সা আগলে রাখার চেষ্টা
করলেও, সন্তান-সন্ততির তা তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়। এইভাবে পরিবারের
সামগ্র্যদের স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি বলা হলেও, প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে হিংস্র পশু।

শ্লোক ৪

যথা হানুবৎসরং কৃষ্যমাণম্যদধ্বীজং ক্ষেত্রং পুনরৈবাবপনকালে
এনাত্তগবীরুত্তিগ্ধরমিব ভবতোবমেব গৃহাশ্রমঃ কর্মক্ষেত্রং যশ্মিন হি
কর্ণাণ্যুগৌদন্তি যদয়ং কামকরশ্চ এষ আবসথঃ ॥ ৪ ॥

যথা—ঠিক যেমন; হি—নিশ্চিতভাবে; অনুবৎসরম্—প্রতি বছর; কৃষামাশ্রম—কর্ষণ করা হয়; অপি—যদিও; অদঙ্ক-বীজম্—দঙ্ক হয়নি যে বীজ; ক্ষেত্রম্—ক্ষেত্র; পুনঃ—পুনরায়; এব—নিশ্চিতভাবে; আবপন-কালে—বীজ বপন করার সময়ে; ওশ্ব—ওশ্বের দ্বারা; তৃণ—ঘাসের দ্বারা; শীকুন্ডি—লাতের দ্বারা; গহ্বরম্ ইব—গহ্বর-সদৃশ; ভবতি—হয়; একম্—এইভাবে; এব—নিশ্চিতভাবে; গৃহ-আশ্রমঃ—পারিবারিক জীবন; কর্ম-ক্ষেত্রম্—কর্মভূমি; যশিন্—যাতে; ন—না; হি—নিশ্চিতভাবে; কর্ম্মাশ্রম উৎসাদন্তি—সকাম কর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়; যৎ—অতএব; অয়ুম্—এই; কাম-করণঃ—কর্ম বাসনার ভাণ্ড; এযঃ—এই; আবসঞ্চঃ—আবাস।

অনুবাদ

কৃষক প্রতি বছর তার ক্ষেত কর্ষণ করে, তৃণ-ওশ্ব উৎপাদনের দ্বারা ক্ষেত পরিষ্কার করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সমস্ত তৃণ-ওশ্বাদি বীজ দঙ্ক না হওয়ার ফলে, যখন শস্যের চারা বপন করা হয়, তখন তৃণ-ওশ্বাদি আবার গজিয়ে ওঠে। লাদল দিয়ে সেগুলি উপড়ে ফেললেও আবার সেগুলি ঘনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তেমনি গৃহ-আশ্রম সকাম কর্মের ক্ষেত্র। পারিবারিক জীবন ভোগ করার বাসনা সম্পূর্ণরূপে দঙ্ক না হওয়া পর্যন্ত বার বার তা উদয় হতে থাকে। পাত্র থেকে কর্পূর সরিয়ে নিলেও যেমন সেই পাত্রে কর্পূরের গন্ধ থেকে যায়, তেমনি যতক্ষণ পর্যন্ত বাসনার বীজ নষ্ট না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সকাম কর্মের নাশ হয় না।

তাৎপর্য

বাসনা যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সংসার-সুখের বাসনা থেকে যায়, এমনকি সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরেও। কখনও কখনও আমাদের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে ভাবাবেগের কণবতী হয়ে কেউ কেউ সন্ন্যাস গ্রহণ করে, কিন্তু যেহেতু জড় বাসনা পূর্ণরূপে দঙ্ক হয়নি, তাই তাদের খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা অলাভালি দিয়ে, তারা পুনরায় গৃহ-আশ্রম অবলম্বন করে। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়ার ফলে, এই সমস্ত প্রবল বাসনা সর্বতোভাবে দঙ্ক করা যায়।

শ্লোক ৫

তত্রগতো দংশমশকসমাপসদৈর্ঘ্যৈঃ শলভশকুন্তলক্করমুখকাদিভি-
রুপরুধ্যমানবহিঃপ্রাণঃ কুচিৎ পরিবর্তনানৈঃ শ্রিয়ক্ষনাবিদ্যাকামকর্ম-

ভিরুপরন্তমনসানুপপন্নার্থং নরলোকং গন্ধর্বনগরমুপপন্নমিতি মিথ্যা-
দৃষ্টিরনুপশ্যতি ॥ ৫ ॥

তত্র—সেই গৃহ-জীবনে; গত্যঃ—গিয়ে; দংশঃ—গোমুখি; মশক—মশা; সম—সদৃশ; অপসদৈঃ—নীচ; মনুজৈঃ—মানুষদের দ্বারা; শলভ—পতঙ্গ; শকুন্ত—শকুনি; তক্কর—চোর; মুখকাদিভিঃ—মুখিক ইত্যাদির দ্বারা; উপরুধ্যমান—পীড়িত হয়ে; বহিঃ—প্রাণঃ—ধন-সম্পদ আদি বাহ্য প্রাণবায়ু; কুচিৎ—কখনও কখনও; পরিবর্তনঃ—ভ্রমণ করে; অশিন্—এই; অক্ষনি—সংসার মার্গে; অবিদ্যা-কাম—অবিদ্যা এবং কামের দ্বারা; কর্মভিঃ—সকাম কর্মের দ্বারা; উপরন্ত-মনসা—মন প্রভাবিত হওয়ার ফলে; অনুপপন্ন-অর্থম্—যাতে ব্যক্তি ফল কখনও লাভ হয় না; নর-লোকম্—এই জড় জগৎ; গন্ধর্ব-নগরম্—গন্ধর্ব নগরী; উপপন্নম্—বিদ্যমান; ইতি—এইভাবে মনে করে; মিথ্যা-দৃষ্টিঃ—ভ্রান্ত দৃষ্টি যায়; অনুপশ্যতি—দর্শন করে।

অনুবাদ

কখনও কখনও বদ্ধ জীব গৃহ-আশ্রমে তার ধন-সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়ে দংশ, মশা, শকুনি, মুখিকসদৃশ মানুষদের দ্বারা পীড়িত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এই সংসার মার্গেই ভ্রমণ করতে থাকে। অজ্ঞানের ফলে সে কামার্ত হয়ে সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যেহেতু তার মন এই সমস্ত কার্যকলাপে মগ্ন থাকে, তাই এই জড় জগৎ আকাশ-কুসুমের মতো অলীক হলেও তার কাছে তা নিত্য বলে প্রতিভাত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গোয়েছেন—

অহঙ্কারে মত্ত হঞ,

নিতাই-পদ পাসরিয়া

অসত্যেরে সত্য করি' মানি।

শ্রীমরিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদের কথা ভুলে যাওয়ার ফলে এবং পার্থিব ধন-সম্পদের গর্বে গর্বিত হওয়ার ফলে, মানুষ এই ভ্রান্ত, অনিত্য জড় জগৎকে বাস্তব সত্য বলে মনে করে। সেটিই হচ্ছে ভবরণ। জীব নিত্য আনন্দময়, কিন্তু এই জড় জগৎ দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, অজ্ঞানের ফলে সে এই জড় জগৎকে বাস্তব বলে মনে করে।

শ্লোক ৬

তত্র চ কৃতিদাতপোদকনিভান্ বিষয়ানুপধাবতি পানভোজনব্যবায়াদি-
ব্যসনলোলুপঃ ॥ ৬ ॥

তত্র—সেখানে (সেই গর্ভবৃক্ষে); চ—ও; কৃতি—কখনও কখনও; আতপ-উদক-
নিভান্—মরুভূমিতে মরীচিকার মতো; বিষয়ান্—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বস্তুসমূহ;
উপধাবতি—ধাবিত হয়; পান—পান করার জন্য; ভোজন—আহার করার জন্য;
ব্যবায়—মৈথুন; আদি—ইত্যাদি; ব্যসন—আসক্তি; লোলুপঃ—লম্পট।

অনুবাদ

কখনও কখনও এই গর্ভবৃক্ষে বদ্ধ জীব পান, ভোজন ও স্ত্রীসঙ্গ করে। এই
সমস্ত বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে সে মরুভূমিতে যুগতৃষ্ণার মতো তাদের
পিছনে ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

দুটি জগৎ রয়েছে—চিৎ-জগৎ এবং জড় জগৎ। জড় জগৎ মরুভূমির মরীচিকার
মতো আবাত্তব। মরুভূমিতে পত্তরা ভ্রমার্থ হয়ে মরীচিকাকে জল বলে মনে করে,
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে জল নেই। তেমনি, যারা পশুসদৃশ তারা সংসার
মরুভূমিতে শক্তির অন্বেষণ করে। বিভিন্ন শাস্ত্রে বার বার বলা হয়েছে যে, এই
জড় জগতে কোন আনন্দ নেই। এমনকি আমরা যদি নিরানন্দ হয়েও এখানে
ধাকতে চাই, তবুও আমাদের তা করতে দেওয়া হয় না। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ
বলেছেন যে, এই জড় জগৎ দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ (দুঃখালয়ম্) এবং অনিত্য
(অশাশ্বতম্)। আমরা যদি দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও এখানে ধাকতে চাই, তবুও
আমাদের তা করতে দেওয়া হয় না। সেহাতিরিত হয়ে আমাদের অন্য আর একটি
দুঃখময় পরিস্থিতিতে প্রবেশ করতে বাধ্য করা হয়।

শ্লোক ৭

কচিচ্চাশেষদোষনিষদনং পুরীষবিশেষং তদ্বর্ণণংনির্মিতমতিঃ
সুবর্ণমুপাদিৎসত্যগ্নিকামকাতর ইবোল্লুকপিষাচম্ ॥ ৭ ॥

কচিৎ—কখনও কখনও; চ—ও; অশেষ—অন্তহীন; দোষ—দোষের; নিষদনম্—
উৎস; পুরীষ—মল; বিশেষম্—বিশেষ প্রকার; তৎ-বর্ণণ—যার রং রঞ্জোত্তমের

মতো (লাল); নির্মিত-মতিঃ—যার মন তাতে মগ্ন; সুবর্ণম্—সোনা; উপাদিৎসতি—
প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করে; অগ্নিকাম—আগুন লাভ করার বাসনায়; কাতরঃ—
আতঁ; ইব—সদৃশ; উল্লুক-পিষাচম্—আলোয়ার আলো, যাকে কখনও কখনও
জাজ্বল্যমান পিষাচ বলে মনে করা হয়।

অনুবাদ

জীব কখনও কখনও স্বর্ণ নামক পীত বর্ণের বিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার পিছনে
ধাবিত হয়। এই স্বর্ণ জড় ঐশ্বর্য ও হিংসার উৎস, এবং তার ফলে জীব অবৈধ
স্ত্রীসঙ্গ, দ্যুতক্রীড়া, মাংসাহার এবং আসব পানে সমর্থ হয়। যাদের মন রজোত্তমের
দ্বারা প্রভাবিত তারা স্বর্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ঠিক যেমন অরণ্যে শীতার্ভ ব্যক্তি
আলোয়ার আলোকে অগ্নি বলে মনে করে তার প্রতি ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে তাঁর রাজ্য থেকে নির্বাসিত করে চারটি স্থানে থাকার
অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই স্থানগুলি হচ্ছে—কেশ্যলয়, মদিরালয়, কসাইখানা এবং
দ্যুতক্রীড়ার স্থান। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কলি তাঁকে অনুরোধ করেছিল যাতে তিনি
তাকে এমন একটি স্থান দেন যেখানে এই চারটি স্থান অন্তর্ভুক্ত। তখন পরীক্ষিৎ
মহারাজ তাকে সেই স্থানটি দিয়েছিলেন যেখানে স্বর্ণ সঞ্চিত হয়। স্বর্ণ এই চারটি
পাপের আকর, তাই আধ্যাত্মিক জীবনে যতদূর সম্ভব স্বর্ণকে পরিভাগ করা উচিত।
স্বর্ণ থাকলেই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, দ্যুতক্রীড়া এবং আসবপান অবশ্যই
থাকবে। পাশ্চাত্য জগতের মানুষদের যেহেতু প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ রয়েছে, তাই
তারা এই চারটি পাপকর্মের শিকার হয়েছে। স্বর্ণের বর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল, এবং
বিষয়সক্ত মানুষেরা সেই পীত বর্ণের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়। কিন্তু স্বর্ণ হচ্ছে
এক প্রকারের বিষ্ঠা। মানুষের যখন যকুতের রোগ হয়, তখন তারা পীতবর্ণের
বিষ্ঠা ভাগ্য করে। সেই বিষ্ঠার রং বিষয়সক্ত মানুষদের আকর্ষণ করে, ঠিক যেমন
শীতার্ভ ব্যক্তি আলোয়ার আলোকে আগুন বলে মনে করে তার প্রতি ধাবিত হয়।

শ্লোক ৮

অথ কদাচিদিবাসপানীয়দ্রবিপাদ্যানেকাত্মোপজীবনভিনিবেশ এতস্যাং
সংসারটব্যামিতত্ততঃ পরিধাবতি ॥ ৮ ॥

অথ—এইভাবে; কদাচিৎ—কখনও কখনও; নিবাস—বাসস্থান; পানীয়—জল; দ্রবিশ—ধন; আদি—ইত্যাদি; অনেক—বিবিধ প্রকার; আশ্রয়-উপজীবন—যা দেহধারণের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করা হয়; অভিনিবেশঃ—সম্পূর্ণরূপে মগ্ন; এতদ্যাম্—এই; সংসার-অটবাম্—সংসার-অরণ্যে; ইত্যন্তঃ—এদিক সেন্দিক; পরিধাবতি—দৌড়িয়ে বেড়ায়।

অনুবাদ

কখনও কখনও বদ্ধ জীব বাসস্থান, জল, ধন প্রভৃতি জীবনধারণের বস্তুসমূহে অভিনিবেশিত হয়ে এই সংসার-অরণ্যে ইত্যন্ত দৌড়িয়ে বেড়ায়।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দরিদ্র বশিক বন থেকে অনায়াস-লজ্জ বস্তু সংগ্রহ করে শহরে সেগুলি বিক্রি করে ধন সংগ্রহ করতে চায়। জীবনধারণের চিন্তায় সে এতই মগ্ন থাকে যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার প্রকৃত সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে সে কেবল দেহসুখেরই অন্বেষণ করে। এই প্রকার জড়-জাগতিক কার্যকলাপই বদ্ধ জীবের একমাত্র লক্ষ্য। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জানে, বিষয়াসক্ত ব্যক্তি জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সংগ্রহ করার চেষ্টায় নিরন্তর এই জড় জগতে ভ্রমণ করে। আবশ্যক বস্তুগুলি যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জানার ফলে, সে কৃত্রিম আবশ্যকীয় বস্তু উৎপাদন করে সেগুলির বন্ধনে অধিক থেকে অধিকতরভাবে জড়িয়ে পড়ে। সে এমন এক মানসিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যাতে তার অধিক থেকে অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন হয়। বিষয়াসক্ত মানুষ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বাস করার রহস্য অবগত নয়। ভগবদ্গীতায় (৩/২৭) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

প্রকৃতঃ ক্রিয়মানি ওণৈঃ কর্মণি সর্বশঃ ।

অহঙ্কারবিমুক্তা কৰ্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

“জড় প্রকৃতির ওণের দ্বারা প্রভাবিত মোহাচ্ছন্ন আত্মা নিজেকে তার কর্মের কর্তা বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই কর্মগুলি সাধিত হয় প্রকৃতির দ্বারা।” কাম বাসনার ফলে জীব এক বিশেষ প্রকার মানসিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যার ফলে সে এই জড় জগতকে ভোগ করতে চায়। তার ফলে সে এই জড় জগতের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন দেহে প্রবেশ করে কষ্টভোগ করে।

শ্লোক ৯

কচিচ্চ বাতৌপম্যয়া প্রমদয়াহরোহমারোপিতত্ত্বকালরজসা রজনীভূত ইবাসাধুমর্যাদো রজয়লাক্ষেহপি দিগ্‌দেবতা অতিরজয়লমর্তিন বিজানাতি ॥ ৯ ॥

কচিৎ—কখনও কখনও; চ—ও; বাত্যা উপমায়—ঘূর্ণিঘায় সদৃশ; প্রমদয়া—সুন্দরী রমণীর দ্বারা; আরোহম্ আরোপিতঃ—মৈথুনসুখ ভোগের জন্য কোলে উঠিয়ে নিয়ে; তৎকাল-রজসা—সেই সময় কামবাসনার আবেগের দ্বারা; রজনী-ভূতঃ—রাত্রির অন্ধকার; ইব—সদৃশ; অসাধু-মর্যাদঃ—উচ্চতর সাক্ষীদের উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে; রজঃ-বল-অক্ষঃ—প্রবল কামবাসনার প্রভাবে অন্ধ হয়ে; অপি—নিশ্চিতভাবে; দিক্-দেবতাঃ—চন্দ্র, সূর্য আদি বিভিন্ন দিকের অধ্যক্ষ দেবতারা; অতিরজঃ-বল-মতিঃ—যার মন কামের দ্বারা অতিভূত হয়েছে; ন বিজানাতি—সে জানে না (তার অবৈধ যৌন আচরণের কার্যকলাপ যে সাক্ষীরা চতুর্দিকে দর্শন করছেন)।

অনুবাদ

কখনও কখনও বদ্ধ জীব যেন ঘূর্ণিঘায়ের দ্বারা প্রভাবে অন্ধ হয়ে প্রমদার সৌন্দর্য দর্শনে মোহিত হয় এবং এইভাবে রমণীর অঙ্গে আরোপিত হয়, তখন তার বিবেক রজোগুণের প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে। এইভাবে সে কামবাসনার দ্বারা অন্ধ হয়ে বিধিমাৰ্গের মর্যাদা লঙ্ঘন করে। সে জানে না যে তার এই অবৈধ আচরণ বিভিন্ন দেবতারা দর্শন করছেন, এবং রাতের অন্ধকারে অবৈধ ক্রীসঙ্গ করলেও ভবিষ্যতে সেই জন্য তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১১) বলা হয়েছে—ধর্মবিরুদ্ধতা ভূতেষু কামোহিহি ভরতর্ষভ। মৈথুন কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই অনুমোদন করা হয়, যৌনসুখ ভোগের জন্য নয়। পরিবার, সমাজ এবং পৃথিবীর মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সন্তান উৎপাদনের জন্য মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়া যায়। তা না হলে, মৈথুন ধর্মবিরুদ্ধ। বিষয়াসক্ত মানুষ বিশ্বাস করে না যে, প্রকৃতিতে সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এবং সে জানে না যে কেউ যদি কোন অন্যায় আচরণ করে, তাহলে বিভিন্ন দেবতারা তার সাক্ষী থাকেন। কোন ব্যক্তি যখন অবৈধ ক্রীসঙ্গ করে, তখন সে কামবাসনার দ্বারা অন্ধ হওয়ার ফলে মনে করে যে, কেউই তাকে দেখছে না, কিন্তু ভগবানের প্রতিনিধিরা

তার সেই অবৈধ খ্রীসদ খুব ভালভাবে দর্শন করেন। তাই তাকে নানাভাবে দণ্ডভোগ করতে হয়। বর্তমান কলিযুগে অবৈধ খ্রীসদের ফলে বহু স্ত্রী গর্ভবতী হচ্ছে এবং তারা প্রায়ই গর্ভপাত করছে। এই সমস্ত পাপকর্ম ভগবানের প্রতিনিধিরা দর্শন করছেন এবং জড় প্রকৃতির কঠোর নিয়মে ভবিষ্যতে সেই জন্য তাদের দণ্ডভোগ করতে হবে (সৈবী হোষা ওণময়ী মম মায়ী দূরতায়)। অবৈধ খ্রীসদের পাপ কখনও ক্ষমা করা হয় না, এবং যারা সেই কর্মে লিপ্ত হয়, তাদের জন্ম-জন্মান্তরে দণ্ডভোগ করতে হয়। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (১৬/২০) প্রতিপন্ন হয়েছে—

আসুরীং যোনিমাপন্ন্য মৃতা জন্মনি জন্মনি ।

মামশ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাত্ত্বধমাং গতিম্ ॥

“জন্মে জন্মে অসুর যোনি প্রাপ্ত হয়ে সেই সমস্ত মৃত ব্যক্তির কখনও আমাদের জনতে পারে না। তারা ক্রমশ অধঃপতিত হয়ে অত্যন্ত জঘন্য গতি প্রাপ্ত হয়।”

পরমেশ্বর ভগবান কখনও কাউকে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধ কর্ম করার অনুমতি দেন না; তাই অবৈধ খ্রীসদের ফলে জন্ম-জন্মান্তরে দণ্ডভোগ করতে হয়। অবৈধ খ্রীসদের ফলে স্ত্রীলোকেরা গর্ভবতী হয় এবং তারা তখন সেই অবাঞ্ছিত গর্ভের ক্লশ হত্যা করে। যারা এই পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তাদের পরবর্তী জন্মে সেইভাবে দণ্ডভোগ করতে হয়। পরবর্তী জন্মে তারা মাড়জঠরে প্রবেশ করে এবং সেইভাবে নিহত হয়। কৃষ্ণভক্তির নিবন্ধুরে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে, এই ধরনের পাপকর্ম এড়ান যায়। তার ফলে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয় না। কামনাবাসনা জনিত অবৈধ খ্রীসদ সব চাইতে গর্হিত পাপ। কেউ যখন রজোগুণের সদ্ব্যবহার করে, তখন তাকে জন্ম-জন্মান্তরে দণ্ডভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১০

কচিৎ স্কৃদবগতবিষয়বৈতথ্যঃ স্বয়ং পরাভিধ্যানেন বিবংশিতশ্রুতিস্ত্যৈব
মরীচিভ্যোপ্রায়ান্তানোবভিধাবতি ॥ ১০ ॥

কচিৎ—কখনও কখনও; স্কৃৎ—একবার; অবগত-বিষয়-বৈতথ্যঃ—ইন্দ্রিয়
সুখভোগের নিরর্থকতা অবগত হইবে; স্বয়ং—স্বয়ং; পরাভিধ্যানেন—দেহাশ্রয়বুদ্ধির
দ্বারা; বিবংশিত—বিনষ্ট; শ্রুতিঃ—যার শ্রুতি; তয়া—তার দ্বারা; এব—নিশ্চিতভাবে;
মরীচিভ্যো—মরীচিকার জল; প্রায়ান্—সদৃশ; তান্—সেই বিষয়সমূহ; এব—
নিশ্চিতভাবে; অভিধাবতি—ধাবমান হয়।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব কখনও কখনও বুঝতে পারে যে, জড় সুখভোগের প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং এই জড় জগৎ দুঃখময়। কিন্তু, প্রবল দেহাশ্রয়বুদ্ধির ফলে তার স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায় এবং সে পুনরায় ঠিক একটি পন্থার মতো সেই মরীচিকার প্রতি ধাবিত হয়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবনের প্রধান রোগ হচ্ছে দেহাশ্রয়বুদ্ধি। জড়-জাগতিক কার্যকলাপে বার বার ব্যর্থ হয়ে, বদ্ধ জীব সাময়িকভাবে জড় সুখভোগের নিরর্থকতা অনুভব করতে পারে, কিন্তু পুনরায় সে সেই সমস্ত বিষয় ভোগের চেষ্টা করতে শুরু করে। ভগবদ্ভক্তের সদ্ব্যবহারে মানুষ জড় জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু ভগবাক্সে ফিরে যেতে অত্যন্ত আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও, সে তার বিষয়াসক্তি ত্যাগ করতে পারে না। তখন অত্যাশ্রয়ীভাবে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান তার প্রতি অনুগ্রহ করে তার সমস্ত ধন-সম্পদ হরণ করে নেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৮/৮) বলা হয়েছে—যস্যাহম্নুগুহ্যমি হরিষো তদ্ব্যন শনৈঃ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, ভক্ত যখন জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকেন, তখন তিনি তাঁর প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে তাঁর সবকিছু হরণ করে নেন। সর্বদাস্ত হয়ে ভক্ত তখন অসহায় এবং নিরাশ বোধ করেন। তিনি অনুভব করেন যে, তাঁর আশ্রয়-স্বভবেরা উড়ে আর চায় না, এবং তাই তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন। প্রবল দেহাশ্রয়বুদ্ধির ফলে যে ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হতে পারেন না, এটি তাঁর প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে (মধ্য ২২/৩৯) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খ ‘বিষয়’ কেনে দিব। যে ভক্ত পুনরায় তাঁর সংসার-জীবন শুরু করেন কিনা ভেবে ভগবানের সেবার যুক্ত হতে ইতস্তত করেন, ভগবান তাঁর মনের কথা জানেন। তাই ভগবান তাঁকে বৈষয়িক জীবনে সফল হতে দেন না। বার বার নিরাশ হয়ে অবশেষে ভক্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণরূপে আশ্রয়মর্পণ করেন। ভগবান তখন তাঁকে পঞ্চদর্শন করেন। দিব্য সুখ প্রাপ্ত হয়ে ভক্ত তখন তাঁর সমস্ত বৈষয়িক কার্যকলাপের কথা ভুলে যান।

শ্লোক ১১

কচিদুলুক্কিল্লীশ্বনবদতিপরুশরভসাটোপং প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা
রিপুরাজকুলনির্ভরসিতেনাতিব্যথিতকর্ণমূলহৃদয়ঃ ॥ ১১ ॥

কৃটিং—কখনও কখনও; উল্লুং—পেঁচার; ঝিল্লী—এবং ঝিল্লি পোকার; স্বনবৎ—অসহ্য শব্দের মতো; অতি-পুরুষ—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; রভস—উৎসাহের দ্বারা; আটোপম্—বিক্ষোভ; প্রত্যক্ষম্—প্রত্যক্ষভাবে; পরোক্ষম্—পরোক্ষভাবে; বা—অথবা; রিপু—শত্রু; রাজ-কুল—রাজকর্মচারীদের; নির্ভৎসিতেন—ভরৎসনার দ্বারা; অতি-বাধিত—অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে; কর্ণমূল-হৃদয়ঃ—যার কান এবং হৃদয়।

অনুবাদ

শত্রু এবং রাজকর্মচারীরা যখন প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে কঠোর বাক্যের দ্বারা তাকে ভরৎসনা করে, তখন বদ্ধ জীব অত্যন্ত দুঃখিত হয়। তার কাছে তা কর্ণমূল এবং হৃদয়-বেদনা উৎপাদন করে। এই ভরৎসনা পেঁচা এবং ঝিল্লীর শব্দের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে বিভিন্ন প্রকার শত্রু রয়েছে। ধার্য কর না দেওয়ার ফলে সরকার নাগরিককে ভরৎসনা করে। এই প্রকার সমালোচনা, তার সাক্ষাতেই হোক অথবা অসাক্ষাতেই হোক তা মানুষকে দুঃখ দেয়, এবং কখনও কখনও বদ্ধ জীব সেই ভরৎসনার প্রতিকার করার চেষ্টা করে। দুর্ভাগ্যবশত সে কিছুই করতে পারে না।

শ্লোক ১২

স যদা দুষ্কপূর্বসুকৃততদা কারস্বরকাকতুণ্যাদ্যুপাশ্রমলতাবিষোদপান-
বদুভয়ার্থশূন্যদ্রবিগান্ জীবমৃতান্ স্বয়ং জীবনমিয়মাণ উপধাবতি ॥১২॥

সঃ—সেই বদ্ধ জীব; যদা—যখন; দুষ্ক—নিঃশেষিত; পূর্ব—পূর্ব; সুকৃতঃ—পুণ্যকর্ম; তদা—তখন; কারস্বরকাকতুণ্যাদি—কারস্বর, কাকতুণ্ড ইত্যাদি নামক; অপুণ্য-
ত্রম-লতা—অপবিত্র বৃক্ষ-লতা; বিষ-উদপান-বৎ—বিষাক্ত জলপূর্ণ কুপের মতো; উভয়-অর্থশূন্য—যা এই জন্মে এবং পরজন্মে সুখ দিতে পারে না; দ্রবিগান্—
ধনবান; জীবৎ-মৃতান্—জীবিত অবস্থাতেও যে মৃতবৎ; স্বয়ম্—স্বয়ং; জীবৎ—
জীবিত; মিয়মাণঃ—মৃত; উপধাবতি—জড় সম্পদ লাভের জন্য ধাবিত হয়।

অনুবাদ

জীব পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যকর্মের ফলে এই জীবনে জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, কিন্তু সেই পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে, সে জীবমৃত ধনী ব্যক্তিদের আশ্রয় গ্রহণ

করে, যারা তাকে এই জীবনে অথবা পরলোকে উভয় পরিস্থিতিতেই কোন রকম সাহায্য করতে পারে না। এই প্রকার ব্যক্তিদের তুলনা করা হয়েছে অপবিত্র বৃক্ষ-লতা এবং বিষাক্ত কুপের সঙ্গে।

তাৎপর্য

পূর্বসঞ্চিত পুণ্যের ফলে অর্জিত ধন-সম্পদ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অপচয় করা উচিত নয়। ইন্দ্রিয় সুখের জন্য তার উপযোগ বিষবৃক্ষের ফল আবাদন করার মতো। এই প্রকার কার্যকলাপ বদ্ধ জীবকে ইহলোকে অথবা পরলোকে কেনরকম সাহায্য করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি তার ধন-সম্পদ সদুত্তর পরিচালনায় ভগবানের সেবায় ব্যবহার করেন, তাহলে তিনি এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে সুখী হতে পারবেন। তা যদি তিনি না করেন, তাহলে তিনি নিবিদ্ধ ফল সেবন করার ফলে স্বপচ্যুত হবেন। শ্রীবৃক্ষ তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, সবকিছুই যেন তাঁকে উৎসর্গ করা হয়।

যৎকরোষি যদশাসি যজ্ঞহোষি দদাসি যৎ ।

যতপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষু মদপশম্ ॥

“হে কৌন্তেয়, তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যা কিছু নিবেদন কর এবং দান কর, এবং যে তপস্যা কর তা সবই আমাকে অর্পণ কর।” (ভগবদ্গীতা ৯/২৭) কেউ যদি কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হন, তাহলে তিনি পূর্বসঞ্চিত পুণ্যের ফলে অর্জিত ধন-সম্পদ তাঁর ঐহিক এবং পারত্রিক লাভের জন্য পূর্ণরূপে সদ্ব্যবহার করতে পারেন। নিজের আবশ্যকতার অধিক ধন রাখা উচিত নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন ভগবানের সেবায় অর্পণ করা উচিত। তা বদ্ধ জীব, এই জগৎ এবং শ্রীবৃক্ষকে প্রসন্ন করবে এবং সেটিই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য।

শ্লোক ১৩

একদাসংপ্রসঙ্গাদিকৃতমতির্ব্যদকশ্রোতঃ স্থলনবদুভয়তোহপি দুঃখদং
পাখণ্ডমভিযাতি ॥ ১৩ ॥

একদা—কখনও কখনও; অসং-প্রসঙ্গঃ—যে অভক্ত বৈদিক নীতির বিরুদ্ধ এবং অন্য ধর্মমত সৃষ্টি করে তার সদ প্রভাবে; নিকৃত-মতিঃ—যার বুদ্ধি ভগবানের বিরুদ্ধাচরণের জন্য জঘন্য স্তরে অধঃপতিত হয়েছে; ব্যাদক-শ্রোতঃ—অগভীর

নদীতে; স্থলন-বৎ—ঝীপ দেওয়ার মতো; উভয়তঃ—উভয় দিক থেকেই; অপি—যদিও; দুঃখদম্—দুঃখপ্রদ; পাখণ্ডম্—পাখণ্ডমত; অভিযাতি—অনুসরণ করে।

অনুবাদ

কখনও কখনও সংসার-অরণ্যে দুঃখ-কষ্ট নিবৃত্তি সাধনের জন্য বদ্ধ জীব নাস্তিকদের সত্তা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। তাদের সদ প্রভাবে তার বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়। তা ঠিক অগভীর নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার মতো। তার ফলে তার মাথা ফেটে যায়। তার তাপের উপশম হয় না, এবং এইভাবে উভয়দিক দিয়েই সে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। বিভ্রান্ত বদ্ধ জীব বেদবিরুদ্ধ বাণীর প্রচারকারী তথাকথিত সাধু-সম্মাসীদের শরণাগত হয়। তার ফলে তাদের কাছ থেকে বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে তার কোন লাভ হয় না।

তাৎপর্য

প্রত্যেকেরা তাদের নিজেদের মনগড়া ধর্মমত সৃষ্টি করে। কিছু জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে বদ্ধ জীব তথাকথিত ভণ্ড সম্মাসী এবং যোগীদের কাছে সত্তা আশীর্বাদ লাভের জন্য যায়, কিন্তু তাদের কাছ থেকে সে জড়-জাগতিক বা আধ্যাত্মিক কোন কিছুই লাভ করতে পারে না। এই যুগে, বৎ প্রভাবক রয়েছে যারা কিছু যাদু এবং ভেলকিবাজি দেখাতে পারে। এই যাদুকীরা এবং ভেলকিবাজির প্রভাবে তারা একটু সেনা তৈরি করে তাদের অনুগামীদের চমৎকৃত করে এবং তাদের অনুগামীরাও মনে করে যে তারা হচ্ছে ভগবান। এই কলিমুগে এই প্রকার প্রবঞ্চনা অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা যায়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সদগুরু বর্ণনা করে বলেছেন—

সংসার-দাশনল-ঈড় লোক-

প্রাণায় কারুণ্যদ্বন্দ্বনকম্ ।

প্রাপ্তসা কল্যাণ-গণপবিস্য

বন্দে ওরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

এমন গুরুর শরণাগত হতে হবে, যিনি সংসাররূপী দশায়া নির্ধারণ করতে পারেন—আমাদের জীবন-সংগ্রাম থেকে উদ্ধার করতে পারেন। মানুষ প্রভাবিত হতে চায় এবং তাই তারা তথাকথিত যোগী এবং স্বামীদের কাছে যায়, যারা ভেলকিবাজি দেখাতে পারে, কিন্তু ভেলকিবাজির দ্বারা জড়-জাগতিক জীবনের দুঃখ-দুশার নিবৃত্তি সাধন হয় না। যদি সেনা তৈরি করাই ভগবান হওয়ার যোগ্যতা হয়, তাহলে

অতঃপর স্বপ্নমতীত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি সৃষ্টিকর্তা, সেই কৃষ্ণকে কেন স্বীকার করা হয় না? পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বর্ণের রং আলোয় অথবা পীতবর্ণ বিষ্ঠার মতো; তাই ভেলকিবাজির দ্বারা সেনা তৈরি করা গুরুর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, ঐকান্তিকতা সহকারে জড় ভরতের মতো ভক্তের শরণাগত হওয়া উচিত। জড় ভরত মহারাজ রত্নগণকে এমনভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, রাজা তাঁর দেহাশ্রয়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ভণ্ড গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে কেউ কখনও সুখী হতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের (১১/৩/২১) উপদেশ অনুসারে গুরু গ্রহণ করা উচিত। তন্মাদ গুরু প্রপদ্যতে জিহ্বাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্—সদগুরুর শরণাগত হয়ে, জীবনের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁর কাছে প্রশ্ন করতে হয়। এই প্রকার গুরুর বর্ণনা করে বলা হয়েছে—শাঙ্ক্রে পরে চ নিষ্যতম্ । এই প্রকার গুরু সেনা তৈরি করেন না অথবা বাকচাতুরি করেন না। সদগুরু হচ্ছেন তিনি যিনি বৈদিক সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে অবগত (বেদৈশ্চ সর্বৈরহমব বৈদ্যঃ)। তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত এবং সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত। এই প্রকার সদগুরুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা যদি কেউ লাভ করতে পারে, তাহলে তার জীবন সার্থক হয়। তা না হলে সে ঐহিক এবং পারত্রিক উভয় জীবনেই ব্যর্থ হয়।

শ্লোক ১৪

যদা তু পরবোধদ্যাক্স আত্মনে নোপনমতি তদা হি পিতৃপুত্রবর্হিষ্মতঃ পিতৃপুত্রান্ বা স খলু ভক্ষয়তি ॥ ১৪ ॥

যদা—যখন; তু—কিন্তু (দুর্ভাগ্যবশত); পর-বোধা—অন্য সকলকে শোষণ করা সত্ত্বেও; অদ্য—দুষ্টিহীন; আত্মনে—নিজের জন্য; ন উপনমতি—তার অংশভাগ না পায়; তদা—তখন; হি—নিশ্চিতভাবে; পিতৃ-পুত্র—পিতা অথবা পুত্রের; বর্হিষ্মতঃ—তৃণতুলা নগণ্য; পিতৃ-পুত্রান্—পিতা অথবা পুত্রদের; বা—অথবা; সঃ—সে (বদ্ধ জীব); খলু—বস্তুতপক্ষে; ভক্ষয়তি—কষ্ট দেয়।

অনুবাদ

এই জড় জগতে বদ্ধ জীব যখন অন্যদের শোষণ করেও নিজের ভরণ-পোষণ করতে পারে না, তখন সে তার পিতা অথবা পুত্রকে শোষণ করার চেষ্টা করে, এবং তাদের অতি তুচ্ছ সম্পদও অপহরণ করে নেয়। সে যদি তার পিতা, পুত্র অথবা আত্মীয়-স্বজনদের সম্পদ আত্মসাৎ করতে না পারে, তাহলে সে তাদের নানাভাবে কষ্ট দেয়।

তাৎপর্য

এক সময় আমরা স্বচক্ষে এক দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে তার নিজের মেয়ের গয়না অপহরণ করতে দেখেছি। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, "Necessity knows no law." (আতুরে নিয়মো নাস্তি) বন্ধ জীবের যখন কোন বস্তুর আবশ্যকতা হয়, তখন সে তার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে পিতা অথবা পুত্রকে পর্যন্ত শোষণ করে। আমরা শ্রীমদ্ভগবত থেকে জানতে পারি যে, এই কলিযুগে মানুষ এক পরসার জন্য পর্যন্ত তার আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করবে। কৃষ্ণভক্তিবিশীন মানুষ ক্রমশ নারকীয় পরিস্থিতিতে অধঃপতিত হবে এবং নানা রকম জঘন্য কার্যকলাপে লিপ্ত হবে।

শ্লোক ১৫

কচিদাসাদ্য গৃহং দাববৎ প্রিয়ার্থবিধুরমসুখোদর্কং শোকাগ্নিনা দহমানো
ভৃশং নির্বেদমুপগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

কচিৎ—কখনও; আসাদ্য—অনুভব করে; গৃহম্—গৃহমেধীর জীবন; দাববৎ—ঠিক দাবানলের মতো; প্রিয়-অর্থবিধুরম্—কোন লাভজনক বস্তু ব্যতীত; অসুখ-উদর্কম্—কেবল অধিক থেকে অধিকতর দুঃখপ্রদ; শোক-অগ্নিনা—শোকরূপ অগ্নির দ্বারা; দহমানঃ—দগ্ধ হয়ে; ভৃশম্—অত্যন্ত; নির্বেদম্—হতাশা; উপগচ্ছতি—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

এই জগতে গৃহস্থ-জীবন ঠিক দাবানলের মতো। সেখানে সুখের লেশ মাত্র নেই, এবং ক্রমশ অধিক থেকে অধিকতর দুঃখই কেবল লাভ হয়। গৃহস্থ-জীবনে চিরন্তন সুখ লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। গৃহস্থ-আশ্রমে জড়িয়ে পড়ার ফলে, জীব শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়। কখনও কখনও সে "আমি অত্যন্ত দুর্ভাগ্য", "পূর্বজন্মে আমি কোন পুণ্যকর্ম করিনি" এই বলে নিজেকে ধিক্কার দেয়।

তাৎপর্য

ওর্বশ্তকে শ্রীল বিশ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গেয়েছেন—

সংসার-দাবানল-লীড় লোক-

প্রাণায় কারুণ্যঘনানন্দম্ ।

সংসার-জীবন ঠিক দাবানলের মতো। কেউই বনে গিয়ে আগুন ছালায় না, তবুও সেখানে আগুন জলে ওঠে। তেমনই, সকলেই এই জড় জগতে সুখী হতে চায়, কিন্তু তার দুঃখ-দুর্দশা ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকে। কখনও কখনও সংসাররূপী দাবানলে দগ্ধ ব্যক্তি নিজেকে ধিক্কার দেয়, কিন্তু তার দেহাত্মবুদ্ধির ফলে সে এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না, এবং তার ফলে সে অধিক থেকে অধিকতর দুঃখই কেবল ভোগ করতে থাকে।

শ্লোক ১৬

কচিৎ কালবিষমিতরাজকুলরক্ষসাপহৃতপ্রিয়তমধনাসুঃ প্রমৃতক ইব
বিগতজীবলক্ষণ আস্তে ॥ ১৬ ॥

কচিৎ—কখনও; কাল-বিষ-মিত—কালের প্রভাবে প্রতিকূল; রাজ-কুল—রাজকর্মচারী; রক্ষস—রাক্ষসদের দ্বারা; অপহৃত—অপহৃত হয়; প্রিয়তম—সর্বাপেক্ষা প্রিয়; ধন—ধন; অসুঃ—যার প্রাণবায়ু; প্রমৃতকঃ—মৃত; ইব—সদৃশ; বিগত-জীব-লক্ষণঃ—জীবনের সমস্ত লক্ষণ রহিত; আস্তে—থাকে।

অনুবাদ

রাজকর্মচারীরা ঠিক নরখাদক রাক্ষসদের মতো। কখনও কখনও এই সমস্ত রাজকর্মচারীরা প্রতিকূল হয়ে মানুষের সঞ্চিত ধন অপহরণ করে। তার প্রাণত্যাগ প্রিয়তম ধন হারিয়ে জীব সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। বস্তুত, মনে হয় যেন তার মৃত্যু হয়েছে।

তাৎপর্য

রাজ-কুল-রক্ষসা শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীমদ্ভগবত রচিত হয়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, তবুও রাজকর্মচারীদের নরখাদক রাক্ষস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজকর্মচারীরা যদি কোন ব্যক্তির প্রতিকূল হয়, তাহলে তার দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত ধন তারা অপহরণ করে নেয়। প্রকৃতপক্ষে কেউই আয়কর দিতে চায় না, এমনকি রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত তা এড়াবার চেষ্টা করে। তাই কখনও কখনও জোর করে কর আদায় করা হয়, এবং তার ফলে করদাতা অত্যন্ত বিষন্ন হয়।

শ্লোক ১৭

কদাচিন্মনোরথোপগতপিতৃপিতামহাদ্যসংসদিতি
লক্ষণমনুভবতি ॥ ১৭ ॥

স্বপ্ননিবৃত্তি

কদাচিৎ—কখনও; মনোরথ-উপগত—মনের কল্পনা দ্বারা লব্ধ; পিতৃ—পিতা; পিতামহ-আদি—পিতামহ এবং অন্যেরা; অসং—যদিও বধ পূর্বে মৃত (এবং যদিও কেউই জানে না যে, আত্মা চলে গেছে); সং—পিতা অথবা পিতামহ পুনরায় ফিরে এসেছেন; ইতি—এইভাবে মনে করে; স্বপ্ননিবৃত্তি-লক্ষণম্—স্বপ্নসূচ; অনুভবতি—বদ্ধ জীব অনুভব করে।

অনুবাদ

কখনও কখনও বদ্ধ জীব কল্পনা করে যে, তার পিতা এবং পিতামহ পুনরায় তার পুত্র বা পৌত্ররূপে ফিরে এসেছেন। এইভাবে সে স্বপ্নসূচকৃত্য মনকল্পিত সুব অনুভব করে।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রকৃত অস্তিত্ব সংস্কে অজ্ঞানের ফলে, বদ্ধ জীব অনেক কিছু কল্পনা করে। সাকাম কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে তার আত্মীয়-স্বজন, পিতা, পুত্র, পিতামহের সঙ্গে মিলিত হয়, ঠিক যেভাবে নদীর স্রোতে ভাসমান তৃণ ফণিকের জন্য একত্রিত হয়ে পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বদ্ধ জীবনে জীব ফণিকের জন্য অন্য অনেক বদ্ধ জীবের সান্নিধ্য আসে। আত্মীয়-স্বজনরূপে তারা একত্রিত হয়, এবং স্নেহের বন্ধন এতই দৃঢ় যে, পিতা অথবা পিতামহের মৃত্যুর পরেও তারা রূপ পরিবর্তন করে পরিবারে ফিরে এসেছে বলে মনে করে মনুষ্য সুখী হয়। কখনও কখনও তা হলেও হতে পারে, কিন্তু সে যাই হোক, বদ্ধ জীব এইভাবে কল্পনা করে আনন্দ অনুভব করতে চায়।

শ্লোক ১৮

কচিদ্ গৃহাশ্রমকর্মচোদনাভিভরগিরিমারুশ্ৰক্ষমাণো লোকব্যাসনকর্ষিতমনাঃ
কণ্টকশর্করাক্ষেত্রং প্রবিশমি ব সীদতি ॥ ১৮ ॥

কচিৎ—কখনও; গৃহ-আশ্রম—গৃহস্থ-জীবনে; কর্ম-চোদন—সাকাম কর্মের বিধি; অভি-ভর-গিরিম্—উচ্চ পাহাড়; আরুশ্ৰক্ষমাণাঃ—আরোহণ করার বাসনা; লোক—

লোকিক; ব্যাসন—প্রচেষ্টা; কর্ষিত-মনাঃ—যার চিন্তা আকৃষ্ট; কণ্টকশর্করা-শ্রেণী—কণ্টক এবং কাঁকরের আচ্ছাদিত ক্ষেত্র; প্রবিশন্—প্রবেশ করে; ইব—সদৃশ; সীদতি—শোক করে।

অনুবাদ

গৃহস্থ-আশ্রমে বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদি যজ্ঞ এবং সাকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার নির্দেশ রয়েছে। এগুলি গৃহস্থদের কর্তব্য। এই সমস্ত অনুষ্ঠান অত্যন্ত বিস্তৃত এবং ক্রেশদায়ক। সেগুলির তুলনা করা হয়েছে উচ্চ পাহাড়ের সঙ্গে, এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে আসক্ত ব্যক্তিদের তা অতিক্রম করতে হয়। যে ব্যক্তি এই সমস্ত অনুষ্ঠান করতে চায়, তাকে পাহাড়ে আরোহণ করার সময় কাঁটা এবং কাঁকরের বেদনা সহ্য করতে হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব অনন্ত যাতনা ভোগ করে।

তাৎপর্য

সমাজে নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য বধ সামাজিক অনুষ্ঠান রয়েছে। বিভিন্ন দেশে এবং সমাজে নানা প্রকারের উৎসব এবং রীতি রয়েছে। ভারতবর্ষে পিতাকে তার সন্তানদের বিবাহ দিতে হয়। তিনি যখন তা করেন, তখন তার সংসার-জীবনের দায়িত্ব পূর্ণ হয়। বিবাহের আয়োজন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, বিশেষ করে আজকালকার দিনে। বর্তমান সময়ে কেউই যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে না, এমনকি তাদের পুত্র এবং কন্যাদের বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যয়ও তারা বহন করতে পারে না। তাই গৃহস্থকে যখন এই সমস্ত সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, তখন তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়। তা যেন কাঁটা এবং তীক্ষ্ণ কাঁকরের দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার মতো। মানুষের বিষয়াসক্তি এতই প্রবল যে, এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও সে তা ত্যাগ করতে পারে না। গ্রন্থান মহারাজ তাই উপদেশ দিয়েছেন (শ্রীমদ্ভগবত ৭/৫/৫)—

হিত্বান্নপাতং গৃহমন্ধকূপং

কনং গতো যচ্ছরিমাশ্রয়েত ।

তথাকথিত সুখের সংসার-জীবন ঠিক মাঠের মধ্যে একটি অন্ধকূপের মতো। কেউ যদি ভূগাচ্ছাদিত সেই অন্ধকূপে পতিত হয়, তাহলে উদ্ধারের জন্য আর্তনাদ করলেও তার জীবন রক্ষা হয় না। তাই অতি উচ্চ স্তরের মহাত্মার গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ না করার উপদেশ দেন। ব্রহ্মচার্য আশ্রমের তপশ্চর্যা পালন করে, সারা জীবন শুদ্ধ ব্রহ্মচারী থেকে গৃহস্থ-আশ্রমের বেদনা অনুভব না করাই শ্রেয়। গৃহস্থ-

আশ্রমে বহুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করতে হয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। তার ফলে তার কাছে সেগুলি সম্পাদন করার যথেষ্ট অর্থ না থাকলেও, তাকে সেই কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। গৃহস্থ-আশ্রমের শৈলী বজায় রাখার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এইভাবে মানুষ সাংসারিক জীবনে জড়িয়ে পড়ে এবং কঠিন ও কষ্টকর বিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা অনুভব করে।

শ্লোক ১৯

কচিচ্চ দুঃসহেন কায়ান্তরবহিনা গৃহীতসারঃ স্কুটুয়াম ক্রুধ্যতি ॥১৯॥

কচিৎ চ—এবং কখনও; দুঃসহেন—অসহ্য; কায়-অন্তর-বহিনা—দেহের অভ্যন্তরস্থ অর্থাগ্নির ফলে; গৃহীত-সারঃ—যার ধৈর্য চ্যুত হয়েছে; স্কুটুয়াম—তার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি; ক্রুধ্যতি—ক্রুদ্ধ হয়।

অনুবাদ

কখনও সে দৈহিক ক্রুধ্য ও ক্রুদ্ধার দ্বারা পীড়িত হয়ে ধৈর্যচ্যুত হয় এবং তার প্রিয় স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। এইভাবে নির্দয় হওয়ার ফলে, সে আরও দুঃখকষ্ট ভোগ করে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিদ্যাপতি ঠাকুর গেয়েছেন—

তাতল সৈকতে,

বারিবিন্দু সম,

সুত-মিত-রমণী সমাজে ।

সংসার-জীবনের সুখ মগ্নভূমিতে একবিন্দু জলের মতো। সংসার-জীবনে কেউই সুখী হতে পারে না। বৈদিক সভ্যতায় দাম্পত্য-জীবনের দায়িত্ব ত্যাগ করা যায় না, কিন্তু আজকাল সকলেই বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমে সেই দায়িত্ব ত্যাগ করেছে। তার কারণ হচ্ছে পারিবারিক দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা। দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার ফলে, মানুষ তার স্নেহাস্পদ স্ত্রী, পুত্র, কন্যার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। এটি সংসার-দাবানলের একটি পরিণতি।

শ্লোক ২০

স এব পুনর্নিদ্রাজগরগৃহীতোহঙ্কে তমসি মগ্নঃ শূন্যারণ্য ইব শেতে নান্যৎ
কিন্বন বেদ শব ইবাপবিদ্ধঃ ॥ ২০ ॥

সঃ—সেই বদ্ধ জীব; এব—নিশ্চিতভাবে; পুনঃ—পুনরায়; নিদ্রা-অজগর—গভীর নিদ্রাক্রম অজগর সর্প; গৃহীতঃ—গিলে খায়; অঙ্কে—গভীর অন্ধকারে; তমসি—অজ্ঞানে; মগ্নঃ—নিমগ্ন হয়ে; শূন্য-অরণ্যে—বিজন বনে; ইব—সদৃশ; শেতে—সে শায়িত হয়; ন—না; অন্যৎ—অন্য; কিন্বন—কোন কিছু; বেদ—জ্ঞানে; শবঃ—মৃতদেহ; ইব—সদৃশ; অপবিদ্ধঃ—পরিত্যক্ত।

অনুবাদ

ওকদেব গোয়ামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বললেন—হে রাজন, নিদ্রা ঠিক একটি অজগর সাপের মতো। যারা সংসাররূপ অরণ্যে ভ্রমণ করে, নিদ্রাক্রম অজগর সর্প তাদের গিলে খায়। সেই অজগর সর্প দংশনে তারা সর্বদা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। তারা নির্জন অরণ্যে পরিত্যক্ত শবের মতো পড়ে থাকে। এইভাবে বদ্ধ জীব বুঝতে পারে না যে, তার জীবনে কি হচ্ছে।

তাৎপর্য

সংসার-জীবনের অর্থ হচ্ছে সর্বতোভাবে আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনে মগ্ন থাকা। তার মধ্যে নিদ্রা সব চাইতে ভয়ঙ্কর। মানুষ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন সে তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। আধ্যাত্মিক প্রগতি সাধনের জন্য যতদূর সম্ভব নিদ্রা ত্যাগ করা উচিত। কৃদাবনের গোয়ামীগণ প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন। অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য ঘুমানো প্রয়োজন, কারণ দেহ ধারণের জন্য নিদ্রার প্রয়োজন। তাই তারা কেবল দু-এক ঘণ্টার জন্য ঘুমাতেন, এবং কখনও কখনও একবারেই ঘুমাতেন না। তারা সর্বদাই চিন্ময় কার্যকলাপে মগ্ন থাকতেন। নিদ্রাহর-বিহীনকাদি-বিজিতো। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে গোয়ামীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিদ্রা, আহার আদির প্রবণতা যতদূর সম্ভব হ্রাস করার চেষ্টা করা।

শ্লোক ২১

কদাচিদ্ ভগ্নমানদংষ্ট্রো দুর্জনদন্দশৃকৈরলক্ণনিদ্রাক্ষণো ব্যথিতহৃদয়ে-
নানুকীয়মাণবিজ্ঞানোহন্ধকূপেহন্ধবৎ পততি ॥ ২১ ॥

কদাচিৎ—কখনও; ভগ্ন-মানদংষ্ট্রঃ—যার গর্ভরূপী দন্ত ভগ্ন হয়েছে; দুর্জনদন্দ-শৃকৈঃ—সর্পসদৃশ দুর্জনের স্বর্ণাপূর্ণ কার্যকলাপের দ্বারা; অলক্ণ-নিদ্রাক্ষণঃ—যে নিদ্রা বাওয়ার সুযোগ পায় না; ব্যথিত-হৃদয়েন—বিষকৃত চিন্তের দ্বারা; অনুকীয়মাণ—

অনুক্ষণ ক্ষীয়মাণ; বিজ্ঞানঃ—বিবেক; অন্ধ-কূপে—অন্ধকূপে; অন্ধ-বৎ—অন্ধের মতো; পততি—পতিত হয়।

অনুবাদ

সংসার-অরণ্যে বদ্ধ জীব কখনও কখনও সর্প এবং অন্যান্য প্রাণীসদৃশ স্বর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের দ্বারা দংশিত হয়। শত্রুদের ছলনার প্রভাবে বদ্ধ জীবের গর্বরূপ দন্ত ভগ্ন হয়। তখন সে অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হওয়ার ফলে, ঠিকমতো ঘুমাতো পারে না। তার ফলে সে আরও অসুস্থ হয়, এবং ধীরে ধীরে সে তার বুদ্ধি এবং বিবেক হারিয়ে ফেলে। তখন সে অন্ধের মতো অজ্ঞানের অন্ধকূপে পতিত হয়।

শ্লোক ২২

কর্হি শ্ম চিৎ কামমধুলবান্ বিচিন্ম যদা পরদারপরদ্রব্যাব্যবরুদ্ধানো
রাজা স্বামিভির্বা নিহতঃ পততাপারে নিরয়ে ॥ ২২ ॥

কর্হি শ্ম চিৎ—কখনও; কাম-মধুলবান্—ইন্দ্রিয় সুখভোগরূপী মধুর বিন্দু; বিচিন্ম—অন্বেষণ করে; যদা—যখন; পরদার—অন্যের পত্নী, অথবা বিবাহিত পত্নী ব্যতীত অন্য রমণী; পরদ্রব্যাবি—অন্যের ধন; অবরুদ্ধানঃ—নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে; রাজা—রাজার দ্বারা; স্বামিভিঃ বা—অথবা সেই রমণীর পতি বা আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা; নিহতঃ—প্রাণ প্রহার; পততি—পতিত হয়; অপারে—অন্তর্হীন; নিরয়ে—নরকে (কারাগারে)।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের অতি নগণ্য সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরস্পর-গমন করে অথবা অন্যের ধন অপহরণ করে। তার ফলে তাকে গ্রেফতার করা হয় অথবা সেই স্ত্রীর পতি অথবা আত্মীয়-স্বজনদের তাকে প্রাণভাবে প্রহার করে। এইভাবে অতি অল্প জড় সুখের জন্য ধ্বংস, পরস্পর হরণ, চুরি ইত্যাদি অপরাধের ফলে কারারুদ্ধ হয়ে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক জীবন এমনই যে, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্রুতক্রীড়া, আসবপান এবং আমিষ আহারের ফলে বদ্ধ জীব সর্বদা এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে থাকে। আমিষ আহার

এবং আসবপান ইন্দ্রিয়গুলিকে উত্তেজিত করে এবং তার ফলে বদ্ধ জীব স্ত্রীসন্তোষের শিকার হয়। স্ত্রীর ভোগ করতে হলে অর্থের প্রয়োজন হয়, এবং সেই অর্থ সংগ্রহ করার জন্য সে ভিক্ষা করে, ঋণ করে অথবা চুরি করে। প্রকৃতপক্ষে সে এমন সমস্ত জঘন্য কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, যার ফলে তাকে এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে দুঃখভোগ করতে হয়। তাই যারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে চান অথবা পরমার্থ সাধনের পথে অগ্রসর হতে চান, তাঁদের পক্ষে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের ফলে বহু ভক্তের অধঃপতন হয়। তারা তখন টাকা-পয়সা চুরি করতে পারে এবং অতি সম্মানিত সম্রাট আশ্রম থেকে অধঃপতিত হতে পারে। তখন তাদের জীবিকা উপার্জনের জন্য তুচ্ছ শ্রমিকের মতো কাজ করতে হয় অথবা ভিক্ষা করতে হয়। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যমৈখুনাঙ্গি-গৃহমধি-সুখং হি তুচ্ছম্—জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি হচ্ছে মৈখুন, তা সে বৈধ অথবা অবৈধ হোক। যারা গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্ত তাদের পক্ষেও যৌনসঙ্গম অত্যন্ত বিপজ্জনক। যৌনাচারের অনুমোদন-প্রদ থাকলেও তা অত্যন্ত কষ্টপ্রদ। বহু-দুঃখ-ভাঙ্ক—কেউ যখন যৌন আচরণে লিপ্ত হয়, তার পরেই প্রচুর দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি হয়। তখন সে তার সংসার-জীবনে অধিক থেকে অধিকতর দুঃখ ভোগ করতে থাকে। কূপণ তার সম্পদের সন্ধ্যাবহার করতে পারে না, তেমনই বিষয়াসক্ত মানুষেরা তাদের মনুষ্য-জীবনের অপব্যবহার করে। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য তার ব্যবহার না করে, তারা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য সেই শরীরের অপব্যবহার করে। তাই তাকে বলা হয় কূপণ।

শ্লোক ২৩

অথ চ তস্মাদুভয়থাপি হি কর্মশ্রিমদ্বাঙ্গনঃ সংসারাবপনমুদাহরন্তি ॥২৩॥

অথ—এখন; চ—এবং; তস্মাৎ—এই কারণে; উভয়থাপি—এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে; হি—নিম্নসন্দেহে; কর্ম—সকাম কর্ম; শ্রমি—এই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের পথে; বাঙ্গনঃ—জীবের; সংসার—জড়-জাগতিক জীবনের; আবপনম্—কর্ষণ ক্ষেত্র বা উৎস; উদাহরন্তি—বেদের বাণী।

অনুবাদ

পণ্ডিত এবং পরমার্থবাদীরা তাই সকাম কর্মের প্রবৃত্তি মার্গের নিন্দা করেছেন, কারণ তা ইহলোকে এবং পরলোকে দুঃখ-দুর্দশার আদি উৎস এবং জন্মভূমি।

তাৎপর্য

জীবনের মূল্য উপলব্ধি না করার ফলে, কর্মীরা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যার ফলে তারা ইহলোকে এবং পরলোকে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। দুর্ভাগ্যবশত, কর্মীরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আনন্দ, এবং তারা এই জীবনের ও পরবর্তী জীবনের দুঃখ-দুর্দশাময় পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে না। তাই বেদে অধ্যাত্ম-চেতনা জাগরিত করার এবং ভগবানের কৃপা লাভের জন্য সমস্ত কর্ম করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবদ্গীতায় (৯/২৭) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

যৎকরোষি যদঙ্গাসি যচ্ছুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষু মদর্পণম্ ॥

“হে কৌন্তেয়, তুমি যা কিছু কর, যা কিছু খাও, যজ্ঞে যা কিছু নিবেদন কর এবং দান কর, এবং যে তপস্যা কর, তা সবই আমারে অর্পণ কর।”

কর্মের ফল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ব্যবহার না করে, ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভগবান ভগবদ্গীতায় সমস্ত তথ্য প্রদান করেছেন এবং গীতার শেষে তিনি তাঁর শরণাগত হওয়ার দাবি করেছেন। মানুষ সাধারণত তাঁর এই দাবিটি পছন্দ করে না, কিন্তু যিনি জন্ম-জন্মান্তর ধরে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন করেছেন, তিনি অবশেষে ভগবানের শ্রীপাদপাশের শরণাগত হন (বহুনাং জন্মানামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে)।

শ্লোক ২৪

মুক্তস্ততো যদি বদ্ধাদেবদত্ত উপাচ্ছিন্তি তস্মাদপি বিষ্ণুমিত্র
ইতানবস্থিতিঃ ॥ ২৪ ॥

মুক্তঃ—মুক্ত; ততঃ—তা থেকে; যদি—যদি; বদ্ধাৎ—রাষ্ট্রের কারাগার থেকে অথবা পরাষ্ট্রীর স্বামী প্রহার থেকে; দেবদত্তঃ—দেবদত্ত নামক ব্যক্তি; উপাচ্ছিন্তি—তার দান ছিনিয়ে নেয়; তস্মাৎ—দেবদত্ত নামক সেই ব্যক্তি থেকে; অপি—পুনরায়; বিষ্ণু-মিত্রঃ—বিষ্ণুমিত্র নামক ব্যক্তি; ইতি—এইভাবে; অনবস্থিতিঃ—দান একস্থানে থাকে না, তা হস্ত থেকে হস্তান্তরিত হয়।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব যদি অপরের দ্বারা অপহরণ করে কোনও প্রকারে দত্তভোগ থেকে রেহাই পায়, তাহলেও দেবদত্ত নামক কোন ব্যক্তি তাকে প্রতারণা করে তার দান ছিনিয়ে

নেয়। তারপর দেবদত্ত থেকেও আবার সেই দান বিষ্ণুমিত্র নামক ব্যক্তি অপহরণ করে নেয়। এইভাবে দান কখনও একস্থানে থাকে না। তা হস্ত থেকে হস্তান্তরিত হয়। চরমে কেউই দান-সম্পদ ভোগ করতে পারে না, এবং তা সর্ব অবস্থাতে ভগবানেরই সম্পত্তি থাকে।

তাৎপর্য

দান-সম্পদ আসে লক্ষ্মীদেবীর থেকে, এবং লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন ভগবান নারায়ণের সম্পত্তি। নারায়ণের পাশে ছাড়া লক্ষ্মীদেবী অন্য কোন স্থানে থাকতে পারেন না; তাই লক্ষ্মীর আর এক নাম হচ্ছে চকলা। তাঁর পতি নারায়ণের সঙ্গ ব্যতীত অন্য সমস্ত অবস্থাতেই তিনি অশান্ত। যেমন, রাক্ষসরাজ রাবণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাদেবীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তার ফলে রাবণ সবংশে ঐশ্বর্য ও রাজত্ব সহ কিস্ট হয়েছিল, এবং সীতাদেবী পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এইভাবে সমস্ত দান-সম্পদ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) বলা হয়েছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।

“পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার প্রকৃত ভোক্তা, এবং তিনিই হচ্ছেন সর্বলোকের পরম ঈশ্বর।”

মুখ বিষয়াসক্ত ব্যক্তির অন্য চোরদের কাছ থেকে চুরি করে অর্থ সংগ্রহ করে, কিন্তু তারা তা রাখতে পারে না। যেভাবেই হোক না কেন, তা ব্যয় হতে বাধ্য। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রতারণা করে, এবং সেই ব্যক্তি আবার অন্যের দ্বারা প্রতারণিত হয়; তাই লক্ষ্মী লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সর্ব অবস্থাতে তাকে তাঁর পতি নারায়ণের পাশে রাখা। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আদোলনের উদ্দেশ্য। আমরা নারায়ণ (শ্রীকৃষ্ণ) সহ লক্ষ্মীদেবীর (রাধারায়ণীর) আরাধনা করি। বিভিন্ন উৎস থেকে আমরা দান সংগ্রহ করি, কিন্তু সেই দান-সম্পদ রাধা-কৃষ্ণ (লক্ষ্মী-নারায়ণ) ছাড়া আর কারোর সম্পত্তি নয়। যদি লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবায় ধনের সদ্যবহার করা হয়, তাহলে ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই এক ঐশ্বর্যপূর্ণ পরিবেশে বাস করেন। কিন্তু, কেউ যদি রাবণের মতো লক্ষ্মীদেবীকে ভোগ করতে চায়, তাহলে প্রকৃতির নিয়মে তাকে কিস্ট হতে হবে, এবং তার সঞ্চিত যে স্বল্প দান-সম্পদ তা তার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। অবশেষে মৃত্যু তার সর্বস্ব অপহরণ করে নেবে। এই মৃত্যু হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।

শ্লোক ২৫

কচিচ্চ শীতবাতাদ্যনেকাধিদৈবিকভৌতিকাস্বীয়ানাং দশানাং
প্রতিনিবারণেকক্লো দুরন্তচিন্তয়া বিষয় আস্তে ॥ ২৫ ॥

কচিৎ—কখনও; চ—ও; শীত-বাত-আদি—প্রচণ্ড শীত, প্রবল বায়ু ইত্যাদি; অনেক—বিবিধ; আধিদৈবিক—দেবতাদের দ্বারা উৎপন্ন; ভৌতিক—আধিভৌতিক; অন্য জীবদের দ্বারা উৎপন্ন; আস্থীয়ানাং—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ দেহ এবং মন দ্বারা উৎপন্ন; দশানাম্—দশদিকের অর্থ; প্রতিনিবারণে—প্রতিকার করতে; অক্লম্—অসমর্থ; দুরন্ত—অত্যন্ত কঠোর; চিন্তয়া—দুশ্চিন্তার দ্বারা; বিষয়ঃ—বিষয়গ্রস্ত; আস্তে—হয়।

অনুবাদ

জড় প্রকৃতির ত্রিতাপ দুঃখের প্রতিকার না করতে পেরে, জীব দুরন্ত চিন্তায় বিষয় হয়। এই ত্রিতাপ দুঃখ হচ্ছে আধিদৈবিক (যেমন প্রচণ্ড শীত, প্রবল বায়ু ইত্যাদি), অন্য জীবদের দ্বারা প্রদত্ত আধিভৌতিক ক্লেশ এবং দেহ ও মনজাত আধিআত্মিক ক্লেশ।

তাৎপর্য

তথাকথিত সুখী বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে নিরন্তর আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক ক্লেশ সন্তাপ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে কেউই এই ত্রিতাপ দুঃখের প্রতিকার করতে পারে না। এই তিন প্রকার ক্লেশ কখনও একসঙ্গে আক্রমণ করতে পারে, আবার কখনও আলাদা আলাদাভাবে আক্রমণ করতে পারে। কখন যে কোন দিক থেকে এই দুঃখ আসবে, তার ভয়ে জীব সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। বদ্ধ জীবকে এই ত্রিতাপ দুঃখের অন্তত একটি দুঃখের দ্বারা বিচলিত থাকতে হয়। তার থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই।

শ্লোক ২৬

কচিম্মিথো ব্যবহরন্ যৎ কিঞ্চিদনন্যোভ্যো বা কাকিকিকামাত্মমপ্যবহরন্
যৎ কিঞ্চিদ্বা বিদ্বেষমেতি বিস্তশাঠ্যাৎ ॥ ২৬ ॥

কচিৎ—কখনও; মিথঃ—পরস্পর; ব্যবহরন্—বিনিময় করে; যৎ কিঞ্চিৎ—অতি অল্প; ধনম্—ধন; অন্যোভ্যঃ—অন্যদের থেকে; বা—অথবা; কাকিকিকা-মাত্রম্—অতি অল্প (বিশ কড়ি); অপি—নিশ্চিতভাবে; অপহরন্—প্রত্যহর করে চুরি করে

নেয়; যৎ কিঞ্চিৎ—অতি অল্প মাত্রায়; বা—অথবা; বিদ্বেষমেতি—শত্রুতা সৃষ্টি করে; বিস্তশাঠ্যাৎ—ধন বঞ্চনার ফলে।

অনুবাদ

ধন বিনিময়ের ব্যাপারে যদি কেউ এক কড়ি অথবা তার থেকেও কম বঞ্চনা করে, তাহলে শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

একেই বলা হয় সংসার-দাবানল। মানুষের মধ্যে সাধারণ লেনদেনের ব্যাপারেও প্রতারণা অবশ্যম্ভাবী, কারণ বদ্ধ জীব ভ্রম, প্রমাদ, করণাপটব এবং বিপ্রলিলা—এই চারটি দোষে দুষ্ট। জড় জগতের প্রভাব থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই চারটি ত্রুটি থাকবেই। তাই প্রতিটি মানুষেরই প্রবঞ্চনা করার প্রবণতা রয়েছে, যার প্রয়োগ হয় ব্যবসায় অথবা অর্থ বিনিময়ে। এই প্রতারণা করার প্রবণতার ফলে, টাকা-পয়সার লেনদেনের সময় বন্ধুরা পর্যন্ত শত্রুতে পরিণত হয়। দার্শনিকেরা অর্থনীতিবিদদের প্রতারক বলে অভিযুক্ত করে, আর দার্শনিক যখন টাকা-পয়সার সম্পর্কে আসে, অর্থনীতিবিদেরা তখন তাকে প্রতারক বলে অভিযুক্ত করে। এটিই হচ্ছে সংসার-জীবনের প্রকৃত রূপ। কেউ অতি উচ্চ স্তরের দর্শন প্রচার করতে পারে, কিন্তু যখন টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয় তখন সে প্রতারকে পরিণত হয়। এই জড় জগতে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং অর্থনীতিবিদেরা কোন না কোনরূপে এক-একজন প্রতারক ছাড়া আর কিছু নয়। বৈজ্ঞানিকেরা প্রতারক কারণ তারা বিজ্ঞানের নামে অনেক মিথ্যা কথা প্রচার করছে। তারা বলছে যে তারা চাঁদে গিয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা গবেষণার নামে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ধনরাশি ঠিকিয়েছে। তারা কার্যকর এবং প্রয়োজনীয় কোন কিছুই করতে পারে না। যতদূর পর্যন্ত এই চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত কোন ব্যক্তিকে না পাওয়া যায়, ততদূর পর্যন্ত কারো উপদেশ গ্রহণ করা উচিত নয়। তাহলে জড়-জাগতিক ক্লেশের শিকার হতে হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর সং প্রতিনিধির উপদেশ গ্রহণ করা। তাহলে ইহলোকে এবং পরলোকে সুখী হওয়া যায়।

শ্লোক ২৭

অধ্বন্যমুন্নিম উপসর্গাস্তথা সুখদুঃখরাগদ্বেষভয়াভিমানপ্রমাদোন্মাদশৌক-
মোহলোভমাৎসর্যেধ্যাবমানক্ষুৎপিপাসাধিব্যাধিজন্মজরামরণাদয়ঃ ॥ ২৭ ॥

অধ্বনি—সংসার মার্গে; অমুখ্য—তাতে; ইমে—এই সমস্ত; উপসর্গাঃ—শাখত
দুঃখ-দুর্দশা; তথা—তাও; সুখ—তথাকথিত সুখ; দুঃখ—দুঃখ; রাগ—আসক্তি;
দেব—ঋণ; ভয়—ভয়; অভিমান—অভিমান; প্রমাদ—ভ্রম; উন্মাদ—উন্মত্ততা;
শোক—শোক; মোহ—মোহ; লোভ—লোভ; মাৎসর্য—মাৎসর্য; ঈর্ষা—শত্রুতা;
অবমান—অপমান; ক্ষুৎ—ক্ষুধা; পিপাসা—পিপাসা; আধি—কঠোর দুঃখ-দুর্দশা;
ব্যাধি—রোগ; জন্ম—জন্ম; জরা—বার্ধক্য; মরণ—মৃত্যু; আদরঃ—ইত্যাদি।

অনুবাদ

এই সংসারে পূর্বোক্ত কষ্টগুলি তো আছেই, আর তা ছাড়া সুখ, দুঃখ, রাগ, দেব, ভয়, অভিমান, প্রমাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য, ঈর্ষা, অপমান, ক্ষুধা, পিপাসা, আধি, ব্যাধি, জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রকৃতি বহু কষ্টও রয়েছে। এগুলি একত্রে বহু জীবকে দুঃখ-দুর্দশা ছাড়া আর কিছুই প্রদান করে না।

তাৎপর্য

এই সংসারে ইঞ্জিয়সুখ ভোগের জন্য বহু জীবকে এই সমস্ত পরিস্থিতি স্বীকার করতে হয়। মানুষ যদিও নিজেকে এক মহা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ইত্যাদি বলে প্রচার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা এক-একজন শঠ ছাড়া আর কিছু নয়। তাই ভগবদ্গীতায় (৭/১৫) তাদের মুঢ় এবং নরাধম বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

ন মাং দুহৃত্বিনো মুঢ়াঃ প্রদাদন্তে নরাধমাঃ ।
মায়্যাপহৃতজ্ঞানো আসুং ভাবমশ্রিতাঃ ॥

“যে সমস্ত দুহৃতকারী মুঢ়, নরাধম, মায়া যাদের জ্ঞান অপহরণ করে নিয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবাপন্ন নাস্তিক, তারা কখনও আমার শরণাগত হয় না।”

এই সমস্ত জড়বাদীদের, তাদের মূর্খতার জন্য ভগবদ্গীতায় নরাধম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা মনুষ্যজন্ম লাভ করেছিল জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, কিন্তু সেই অপরূপ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, তারা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থায় আরো বেশি করে জড়িয়ে পড়ে। তাই তাদের বলা হয় নরাধম। কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, গণিতজ্ঞ—এরাও নরাধম কিনা; তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে, হ্যাঁ, তারাও নরাধম কারণ তাদের প্রকৃত জ্ঞান নেই। তারা কেবল তাদের প্রতিষ্ঠা এবং উপাধির গর্বে গর্বিত। প্রকৃতপক্ষে তারা জানে না কিভাবে এই জড় জগতের পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে

হয় এবং নিব্য জ্ঞান ও আনন্দময় পারমার্থিক জীবনের বিকাশ সাধন করতে হয়। তাই তারা কেবল তথাকথিত সুখের অন্বেষণে তাদের সময় এবং শক্তির অপচয় করে। এগুলি হচ্ছে আসুরিক বৃত্তি। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, কেউ যখন এই সমস্ত আসুরিক বৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন সে একটি মুঢ়তে পরিণত হয়। তার ফলে সে ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়, এবং তাই সে জন্ম-জন্মান্তরে আসুরিক যোনিতে অসুর শরীর প্রাপ্ত হয়। এইভাবে সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে জন্ম-জন্মান্তরে নরাধম হয়ে থাকে।

শ্লোক ২৮

ক্বাপি দেবমায়য়া স্নিগ্ধা ভুজলতোপগুঢ় প্রস্রমবিবেকবিজ্ঞানো যদ্বিহারগৃহা-
রস্তাকুলহৃদয়স্তদাশ্রয়াবসন্তসুতদুহিতকুলভাবিতাবলোকবিচেষ্টিতাপহৃতহৃদয়
আত্মানমজিতাত্মাপারহন্ধে তমসি প্রহিণোতি ॥ ২৮ ॥

ক্বাপি—কোথাও; দেবমায়য়া—দৈবী মায়ার দ্বারা; স্নিগ্ধা—পত্নী বা বান্ধবীরূপী; ভুজ-
লতা—লতাসদৃশ সুন্দর বাহুগুলের দ্বারা; উপগুঢ়ঃ—গভীরভাবে আলিঙ্গিত হয়ে;
প্রস্রম—হারিয়ে; বিবেক—বিবেক; বিজ্ঞানঃ—বিশেষ জ্ঞান; যৎ-বিহারঃ—স্বীকৃত
সুখের জন্য; গৃহ-আরস্ত—গৃহের অন্বেষণে; আকুল-হৃদয়ঃ—ব্যাকুল হয়ে; তৎ—
সেই গৃহে; আশ্রয়-অবসন্ত—আশ্রয়াবসন্ত; সুত—পুত্রের; দুহিত—কন্যার; কলত্র—
পত্নীর; ভাবিত-অবলোক—তাদের সম্ভাষণ এবং সুন্দর চাহনি; বিচেষ্টিত—
কার্যবলাপের দ্বারা; অপহৃত-হৃদয়ঃ—যাদের চেতনা অপহৃত হয়েছে; আত্মানম্—
স্বয়ং; অজিত—অসংযত; আত্মা—যার আত্মা; অপারে—অন্তহীন; অন্ধে—যন
অন্ধকারে; তমসি—নারকীয় জীবনে; প্রহিণোতি—নিষ্ক্ষেপ করে।

অনুবাদ

কখনও বদ্ধ জীব মূর্তিমতী মায়ারূপিনী পত্নী অথবা বান্ধবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, তাদের আলিঙ্গন লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তার ফলে তার বিবেক এবং জীবনের চরম লক্ষ্যরূপ বিজ্ঞান ভিরোহিত হয়। তখন পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা পরিত্যাগ করে, সেই স্ত্রীর বিলাস-ভবন নির্মাণ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। সেই বিলাস-ভবনে আসক্ত হয়ে তার স্ত্রী-পুত্রের সম্ভাষণ, অবলোকন এবং কার্যবলাপের দ্বারা মোহিত হয়। এইভাবে সে কৃষ্ণভক্তি রহিত হয়ে অপর অন্ধকার নরকে পতিত হয়।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব যখন তার প্রিয়তমা পত্নীর আলিঙ্গন প্রাপ্ত হয়, তখন সে কৃষ্ণভক্তির কথা সর্বতোভাবে ভুলে যায়। সে যতই তার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়, ততই সে সংসার-জীবনে জড়িয়ে পড়ে। বহুমিচল বলেছেন যে, প্রেমিকা যতই কুৎসিত হোক না কেন, প্রেমিকের দৃষ্টিতে সে অতি সুন্দর। এই আকর্ষণকে বলা হয় দেবমায়া। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ উভয়েই বন্ধনের কারণ। প্রকৃতপক্ষে উভয়েই ভগবানের পরা প্রকৃতি সম্বৃত, কিন্তু উভয়েই প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি (স্ত্রী)। কিন্তু, যেহেতু উভয়েই পরস্পরকে উপভোগ করতে চায়, তাই কখনও কখনও তাদের পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে কেউই পুরুষ নয়, কিন্তু উভয়েই তথাকথিতভাবে পুরুষ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। স্ত্রী এবং পুরুষের মিলন হওয়া মাত্রই তারা গৃহ-ক্ষেত্র, ধন-সম্পদ, আত্মীয়-বন্ধনের প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে তারা উভয়েই সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভুলজলা-উপগুঢ় বাক্যাংশটির অর্থ হচ্ছে 'স্ত্রীর ভুলজলতার দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে'। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, বদ্ধ জীব কিভাবে এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যৌন-জীবনের পরিণতিরূপ পূত্র-কন্যা উৎপন্ন হয়—এটিই হচ্ছে তার পরিণাম। এটিই হচ্ছে সংসারমার্গ।

শ্লোক ২৯

কদাচিদীশ্বরস্য ভগবতো বিষ্ণোশ্চক্রাৎ পরমাখাদিধিপারার্থাপবর্গ-
কালোপলক্ষণাৎ পরিবর্তিতেন বয়সা রংহসা হরত আত্মকৃত্ত্বপদ্যাদীনাং
ভূতানামনিমিষতো মিমতাং বিব্রতহৃদয়ন্তমেবেশ্বরং কালচক্রনিজামুখং
সাক্ষাৎভগবন্তং যজ্ঞপুরুষমনাদৃতা পাশণ্ডদেবতাঃ কঙ্কগৃধবকবটপ্রায়া
আর্যসময়পরিহতাঃ সাক্ষেত্যোনাভিধন্তে ॥ ২৯ ॥

কদাচিৎ—কখনও; ঈশ্বরস্য—পরমেশ্বরের; ভগবতঃ—ভগবানের; বিষ্ণোঃ—
শ্রীবিষ্ণুর; চক্রাৎ—চক্র থেকে; পরমাণু-আদি—পরমাণুর কাল থেকে শুরু করে;
ধি-পারার্থ—ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল; অপবর্গ—সমাপ্তি; কাল—কালের; উপলক্ষণাৎ—
লক্ষণযুক্ত; পরিবর্তিতেন—চক্রাকারে আবর্তনশীল; বয়সা—বয়সের ক্রম; রংহসা—
ম্রত গতিতে; হরতঃ—হরণ করে; আত্মকৃত্ত্ব—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে; তৃণ-স্তম্ভ-
আদীনাং—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত; ভূতানাম্—সমস্ত জীবদের; অনিমিষতঃ—

অপলক; মিমতাং—জীবের চোখের সামনে (তার প্রতিকার করতে অক্ষম);
বিব্রত-হৃদয়ঃ—ভীত চিত্তে; তম্—তাকে; এব—নিশ্চিতভাবে; ঈশ্বরম্—পরমেশ্বর;
কাল-চক্র-নিজ-আমুখম্—যাঁর অন্তর হচ্ছে কালরূপ চক্র; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে;
ভগবন্তম্—পরমেশ্বর ভগবান; যজ্ঞ-পুরুষম্—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; অনাদৃতা—
অনাদর করে; পাশণ্ড-দেবতাঃ—মনগড়া অবতার (মনুষ্যসৃষ্ট ভগবান বা দেবতা);
কঙ্ক—বাজপাখী; গৃধ—শকুনি; বক—বক; অট-প্রায়াঃ—কাকের মতো; আর্য-সময়-
পরিহতাঃ—আর্যদের দ্বারা স্বীকৃত প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে;
সাক্ষেত্যোন—শাস্ত্র প্রমাণের ভিত্তিতে যা প্রতিষ্ঠিত নয়, সেই প্রকার স্বকপোলকল্পিত
মতবাদ; অভিধন্তে—সে পূজার্ত বলে গ্রহণ করে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চক্রের নাম হরিচক্র। সেই চক্র হচ্ছে কালচক্র।
তা পরমাণু থেকে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তা সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ
করে। এই কাল নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে এবং ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র
তৃণ পর্যন্ত জীবের আয়ু হরণ করছে। তার ফলে শৈশব, বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য
ইত্যাদি পরিবর্তনের মাধ্যমে জীব মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই কালচক্রকে
প্রতিহত করা অসম্ভব। পরমেশ্বর ভগবানের অস্ত্র হওয়ার ফলে এই কাল অত্যন্ত
কঠোর। কখনও কখনও বদ্ধ জীব মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে, তার আসন্ন বিপদ থেকে
উদ্ধার লাভের আশায় কারোর পূজা করতে চায়। তবুও সে অপ্রতিহত কাল
যার আয়ুধ, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয় না। বদ্ধ জীব তার পরিবর্তে
অপ্রামাণিক শাস্ত্রবর্ণিত মনুষ্যসৃষ্ট দেবতা বা ভগবানের শরণ গ্রহণ করে। মনুষ্যসৃষ্ট
এই সমস্ত অবতারেরা বাজ, শকুনি, বক এবং কাকের মতো। বৈদিক শাস্ত্রে
এদের কোন উল্লেখ নেই। এই সমস্ত শকুনি, বাজ, কাক এবং বকেরা সিয়েহের
আক্রমণ-সদৃশ আসন্ন মৃত্যু থেকে কড়িকে রক্ষা করতে পারে না। যারা এই
সমস্ত অপ্রামাণিক মনুষ্যসৃষ্ট দেবতাদের শরণ গ্রহণ করে, তারা মৃত্যুর কবল থেকে
রক্ষা পায় না।

তাৎপর্য

বলা হয়—হরিং বিনা সৃষ্টিং ন তরতি । ভগবান শ্রীহরির কৃপা ব্যতীত কেউই
মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পায় না। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে, মামেব
যে প্রপদান্তে মায়ামেত্যাং তরতি তে—যাঁরা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত

হয়েছেন, তাঁরা জড় প্রকৃতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে পারেন। বদ্ধ জীবেরা কিন্তু কখনও কখনও বিভিন্ন দেব-দেবী, মনুষ্যসৃষ্ট দেবতা, তথাকথিত অবতার বা ভগু স্বামী বা যোগীর শরণ গ্রহণ করতে চায়। এই সমস্ত প্রভাবের দাবি করে যে, তারা ধর্মের পথ অনুসরণ করছে, এবং এই কলিযুগে এই প্রকার প্রভাবের ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। বহু পাষাণী শাস্ত্রপ্রমাণ ছাড়াই নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করে এবং মূর্খ মানুষেরা তাদের অনুগমন করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতম্ এবং ভগবদ্গীতা রেখে গেছেন। এই সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ না করে, সেই সমস্ত প্রবন্ধকেরা মানুষের স্বকপোলকল্পিত অসং শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চেষ্টা করে। মানব-সমাজে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ সাধন করার চেষ্টায় সেটিই হচ্ছে বড় প্রতিবন্ধক। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির স্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু পাষাণীরা এবং নাস্তিকেরা যারা হচ্ছে ভগু এবং প্রবন্ধক, তাদের সংখ্যা এতই অধিক যে, কখনও কখনও আমরা এই আন্দোলনকে কিভাবে যে এগিয়ে নিয়ে যাব, সেই কথা ভেবে কিলচিৎ হই। সে যাই হোক, এখানে যাদের কাক, শবুন, বাজ এবং বক বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সমস্ত তথাকথিত অবতার, ভগবান, প্রবন্ধক এবং ধালাবাজদের পাণ্ড-মত আমরা কখনই গ্রহণ করতে পারি না।

শ্লোক ৩০

যদা পাণ্ডিভিরাঙ্গবধিতৈস্তৈরুৎকৃষ্টং বধিতো ব্রহ্মকুলং সমাবসংস্তেযাং
শীলমুপনয়নাদিশ্রীতশ্চার্কর্মানুষ্ঠানেন ভগবতো যজ্ঞপুরুষস্যাধানমেব
তদরোচয়ন শূদ্রকুলং ভজতে নিগমাচারেহুৎকৃষ্টতো যস্য মিথুনীভাবঃ
কুটুম্বভরণং যথা বানরজাতোঃ ॥ ৩০ ॥

যদা—যখন; পাণ্ডিভিঃ—পাণ্ডীদের (নাস্তিকদের) দ্বারা; আঙ্গ-বধিতোঃ—যারা স্বয়ং বধিত হয়েছেন; তৈঃ—তাদের দ্বারা; উৎকৃষ্টং—অধিক; বধিতোঃ—প্রভাবিত হয়ে; ব্রহ্ম-কুলম্—নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক সংস্কৃতি অনুসরণকারী প্রকৃত ব্রাহ্মণগণ; সমাবসন—আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য তাঁদের সঙ্গে বাস করে; ভেদ্যাম্—তাঁদের (নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক নিয়ম অনুসরণকারী ব্রাহ্মণদের); শীলম্—সচ্চরিত্র; উপনয়ন-আদি—উপনয়ন সংস্কার আদির মাধ্যমে বদ্ধ জীবের আদর্শ ব্রাহ্মণে পরিণত হওয়ার শিক্ষা; শ্রীত—বৈদিক বিধি অনুসারে; আর্ক—বেদোক্ত প্রামাণিক

উপদেশ অনুসারে; কর্ম-অনুষ্ঠানেন—কার্যকলাপের অনুষ্ঠান; ভগবন্তঃ—ভগবানের; যজ্ঞ-পুরুষস্য—বৈদিক যজ্ঞের দ্বারা বিনি পুজিত হন; আরাধনম্—তাঁর আরাধনার পন্থা; এব—নিশ্চিতভাবে; তৎ অরোচয়ন—অসং ব্যক্তির পক্ষে তাঁর অনুষ্ঠান কঠিন হওয়ার জন্য অরুচির বলে; শূদ্র-কুলম্—শূদ্রদের সমাজ; ভজতে—উগ্ৰত্ব হয়; নিগম-আচারে—বৈদিক নিয়ম অনুসারে আচরণ করায়; অওদ্ধিতঃ—অপবিত্র; যস্য—যার; মিথুনী-ভাবঃ—মৈথুন সুখ অথবা বিষয়াসক্ত জীবন; কুটুম্ব-ভরণম্—পরিবার প্রতিপালন; যথা—যেমন; বানর-জাতোঃ—বানর-কুলের অথবা বানরদের বংশধর।

অনুবাদ

ভগু স্বামী, যোগী এবং অবতারেরা, যারা ভগবানে বিশ্বাস করে না তাদের বলা হয় পাষাণী। তারা স্বয়ং অধঃপতিত এবং প্রভাবিত, কারণ তারা পারমাণ্বিক উন্নতি সাধনের প্রকৃত পন্থা সর্দ্বন্ধে অবগত নয়, এবং যারা তাদের কাছে যায়, তারাও নিঃসন্দেহে প্রভাবিত হয়। এইভাবে প্রভাবিত হয়ে কেউ যখন বৈদিক বিধির প্রকৃত অনুগামীর (ব্রাহ্মণ অথবা কৃষ্ণভক্তদের) শরণ গ্রহণ করে, তখন তাঁরা তাদের শিক্ষা দেন কিভাবে শ্রুতি এবং স্মৃতির নির্দেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে হয়। কিন্তু সেই পন্থা অনুসরণ করতে অক্ষম হয়ে সেই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তিরা পুনরায় অধঃপতিত হয় এবং মৈথুন পরায়ণ শূদ্রদের শরণ গ্রহণ করে। বানর ইত্যাদি পশুদের মধ্যে মৈথুনের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল; তাই যে সমস্ত মানুষ মৈথুনপরায়ণ, তাদের বানরের বংশধর বলা যেতে পারে।

তাৎপর্য

জলচর প্রাণী থেকে শুষ্ক করে পশুর স্তর পর্যন্ত ক্রমশ বিকর্তনের পর জীব অবশেষে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়। বিকর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির তিনটি গুণ সর্বদা কার্যশীল। যারা সবুজের মাধ্যমে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তারা তাদের পূর্ববর্তী পশুজীবনে গাভী ছিল। যারা রক্তোক্তের মাধ্যমে মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তারা তাদের পূর্ববর্তী পশুজীবনে সিংহ ছিল, আর যারা তমোক্তের মাধ্যমে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তারা তাদের পূর্ববর্তী পশুজীবনে বানর ছিল। এই যুগে যারা বানরের মাধ্যমে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তাঁরাই বানরের মতো নৃত্যবিদের মতো, তারা বানরের বংশধর। এখানে আমরা জানতে পারি যে, যারা কেবল যৌন-জীবনের প্রতি আসক্ত, তাদের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে বানরদের থেকে কোন মতেই উন্নত নয়। বানরেরা মৈথুনসুখ উপভোগে অত্যন্ত পায়দরশী, এবং কখনও কখনও বানরদের

যৌনগ্রন্থি মানুষের শরীরে স্থাপন করা হয়, যাতে বৃদ্ধ বয়সেও তারা যৌনসুখ উপভোগ করতে পারে। এইভাবে আধুনিক সভ্যতার প্রগতি হচ্ছে। ভারতবর্ষ থেকে বহু বানর ইউরোপে রপ্তানি করা হয়েছে, যাতে তাদের যৌনগ্রন্থিগুলি বৃদ্ধদের শরীরে লাগানো যায়। যারা প্রকৃতপক্ষে বানরের বংশধর, তারা যৌন আচরণের মাধ্যমে তাদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিস্তার সাধনের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী। বেদেও এমন কিছু সংস্কার রয়েছে, যার দ্বারা যৌন-জীবনের উন্নতি সাধন করা যায় এবং উচ্চতর গ্রন্থলোকে যাওয়া যায়, যেখানে দেবতারা যৌনসুখ উপভোগ করেন। দেবতারাও অত্যন্ত যৌনসুখ পরায়ণ, কারণ সেটিই হচ্ছে জড় সুখভোগের ভিত্তি।

সর্বপ্রথমে বদ্ধ জীব যখন জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের জন্য তথাকথিত স্বামী, যোগী এবং অবতারদের শরণ গ্রহণ করে, তখন সে প্রভাবিত হয়। কিন্তু যখন তাদের মাধ্যমে তার দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন হয় না, তখন সে ভগবন্তত্ত্ব এবং শুদ্ধ ব্রাহ্মণদের শরণাগত হয়, যারা তাকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চরম স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করে। কিন্তু অসং বদ্ধ জীব অবৈধ ব্রীহস্পতি, আসবপান, দ্যুতব্রীড়া এবং আমিষ আহারের বিধি-নিষেধগুলি পালন করতে পারে না। তার ফলে সে অধঃপতিত হয়ে বানরসদৃশ মানুষদের শরণ গ্রহণ করে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে এই সমস্ত বানরসদৃশ মানুষেরা, যারা শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল, তারা বিধি-নিষেধগুলি নিষ্ঠা সহকারে পালন করতে না পারার ফলে অধঃপতিত হয়ে মৈথুন-ভিত্তিক সংস্থা তৈরি করার চেষ্টা করে। তার থেকে প্রমাণিত হয় যে এরা হচ্ছে বানরের বংশধর, যে-কথা ভারউইন প্রতিপন্ন করেছে। এই স্লোকে তাই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—যথা বানরজাতোঃ।

স্লোক ৩১

তত্রাপি নিরবরোধঃ স্বৈরেন বিহরন্নতিকৃপণবুদ্ধিরন্যোন্যমুখনিরীক্ষণাদিনা
গ্রাম্যকর্মণৈব বিম্বতকালাবধিঃ ॥ ৩১ ॥

তত্র-অপি—সেই অবস্থায় (বানরদের বংশধর মানব-সমাজে); নিরবরোধঃ—অবধে; স্বৈরেন—স্বাধীনভাবে, জীবনের উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হয়ে; বিহরন্—বানরের মতো উপভোগ করে; অতিকৃপণ-বুদ্ধিঃ—যথার্থভাবে তার সম্পদের সদ্যবহার না করার ফলে, যার বুদ্ধি অত্যন্ত মন্দ; অন্যান্য—পরস্পরের; মুখ-নিরীক্ষণ-আদিনা—মুখ দর্শন করে (কোন পুরুষ যখন কোন রমণীর সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করে, এবং কোন স্ত্রী যখন কোন পুরুষের সুগঠিত দেহ দর্শন করে, তখন তারা পরস্পরকে

কামনা করে); গ্রাম্য-কর্মণা—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য জড় কার্যকলাপের দ্বারা; এব—কেবল; বিম্বত—বিম্বত; কাল-অবধিঃ—সীমিত আয়ুধান (যার পর অবনতি অথবা উন্নতির মাধ্যমে বিবর্তন হয়)।

অনুবাদ

এইভাবে বানরের বংশধরেরা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করে। তারা সাধারণত শূদ্র বলে পরিচিত। জীবনের উদ্দেশ্য না জেনে তারা অবাধে বিচরণ করে। তারা কেবল পরস্পরের মুখদর্শন করে মুগ্ধ হয়, কারণ তার ফলে তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে। তারা সর্বদা গ্রাম্যকর্ম বা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, এবং জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে তারা কঠোর পরিশ্রম করে। এইভাবে তারা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় যে, একদিন তাদের আয়ু শেষ হয়ে যাবে এবং বিবর্তনের চক্রে তারা অধঃপতিত হবে।

তাৎপর্য

বিব্রাস্ত মানুষদের কখনও কখনও শূদ্র বা বানরের বংশধর বলা হয়, কারণ তাদের বুদ্ধি বানরের মতো। বিবর্তনের পন্থা যে কিভাবে সম্পাদিত হচ্ছে, তা জানার কোন রকম আগ্রহ তাদের নেই, এবং মনুষ্য-জীবনের স্বল্প আয়ু শেষ হয়ে গেলে যে তাদের কি হবে, সেই সম্বন্ধে জানার কোন আগ্রহও তাদের নেই। এটিই হচ্ছে শূদ্রের মনোভাব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শূদ্রদের ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করছে, যাতে তারা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, জড়বাদী মানুষেরা এই আন্দোলনকে সাহায্য করতে চায় না। পঞ্চাস্তরে, তাদের কেউ কেউ বাধা দেবার চেষ্টা করে। বানরের কাজই হচ্ছে ব্রাহ্মণদের কার্যকলাপে উৎপাত সৃষ্টি করা। বানরের বংশধরেরা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় যে, একদিন তাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে, এবং যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও জাগতিক উন্নতির গর্বে তারা এত গর্বিত, তা তাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। গ্রাম্য-কর্মণা শব্দটির অর্থ হচ্ছে কেবল দেহসুখের উন্নতি সাধন করার কার্যকলাপ। বর্তমানে সমস্ত মানব-সমাজ দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনেই ব্যস্ত। মৃত্যুর পর যে তাদের কি হবে, সে সম্বন্ধে জানতে তারা মোটেই আগ্রহী নয়। এমনকি আশ্বাস যে জন্মাস্তর হয়, সেই কথা পর্যন্ত তারা বিশ্বাস করতে চায় না। কেউ যখন বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বিবর্তনের

তথা অধ্যয়ন করে, তখন সে বুঝতে পারে যে, মনুষ্য-জীবন হচ্ছে উন্নতির পথ অথবা অবনতির পথ গ্রহণ করার সন্ধিক্ষণ। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৯/২৫) বলা হয়েছে—

যাতি দেবভ্যো দেবান্ পিতৃন যাতি পিতৃভ্যঃ ।

ভূতানি যাতি ভূতভ্যো যাতি মনুষ্যজিনোহপি মাম্ ॥

“যারা দেবতাদের পূজা করে তারা দেবলোক প্রাপ্ত হবে; যারা ভূত-প্রেতের পূজা করে তারা তাদের গতি প্রাপ্ত হবে; যারা পিতৃদেবের পূজা করে তারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হবে; আর যারা আমার পূজা করে তারা আমাকে প্রাপ্ত হবে।”

পরবর্তী জীবনে উন্নতি সাধন করার জন্য এই জীবনেই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। যারা রাজ্যশূন্য রয়েছে, তারা সাধারণত স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়। কেউ কেউ অজ্ঞাতসারে পশুস্তরে অধঃপতিত হয়। যারা সত্ত্বগুণে, রয়েছে, তারা ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হয়, এবং তারপর তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যায় (যাতি মনুষ্যজিনোহপি মাম্)। সেটিই হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বুদ্ধিমান মানুষদের ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করছে। জাগতিক জীবনে উন্নতি লাভের চেষ্টায় সময়ের অপচয় না করে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। তখন সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১৭) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

শুধতাং স্বকথাং কৃষ্ণাং পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।

হৃদযন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুকৃৎসনাম্ ॥

“পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাধ্যা রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং তাঁর অনন্য ভক্তদের সুস্থ, তিনি ভক্ত হৃদয়ের প্রাকৃত সুখভোগের সমস্ত বাসনা বিধৌত করেন। যখন তাঁর নাম এবং বাণী শ্রবণ ও কীর্তন করা হয়, তখন জীবন পবিত্র হয়ে ওঠে।”

সেই জন্য কেবল বিধি-নিষেধগুলি পালন করতে হয়, ব্রাহ্মণোচিত আচরণ করতে হয়, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হয় এবং ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে হয়। এইভাবে তম এবং রাজ্যশূন্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়, এবং সেই সমস্ত গুণের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ শান্তি লাভ করা যায়। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা যায় (সিদ্ধিং পরমাং গতঃ)।

শ্লোক ৩২

কচিদ্ ভ্রমবদৈহিকার্থেষু গৃহেষু রংস্যান্ যথা বানরঃ সূতদারবৎসলো
ব্যবায়ক্ষণঃ ॥ ৩২ ॥

কচিৎ—কখনও; ভ্রম-বৎ—বুকের মতো (বানর যেমন এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফালাফি করে, বন্ধ জীবও তেমন এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়); ঐহিক-অর্থেষু—জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য; গৃহেষু—গৃহে (অথবা শরীরে); রংস্যান্—সুখ অনুভব করে (পশু, মানব অথবা দেবতারূপে এক দেহ থেকে আর এক দেহে); যথা—ঠিক যেমন; বানরঃ—বানর; সূতদারবৎসলঃ—পত্নী এবং সন্তানদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; ব্যবায়ক্ষণঃ—মৈথুন উৎসবে বার অবসর সময় অতিবাহিত হয়।

অনুবাদ

বানর যেমন এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফালাফি করে, ঠিক তেমনই বন্ধ জীব এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। বানর যেমন অবশেষে শিকারীর জালে বন্দী হয় এবং তখন আর তার বন্ধন মুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না, ঠিক তেমনই বন্ধ জীব ক্ষণস্থায়ী মৈথুন-সুখের প্রতি আসক্ত হয়ে সঙ্গের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সংসার-জীবন বন্ধ জীবকে ক্ষণস্থায়ী মৈথুন উৎসবে মগ্ন হওয়ার অবসর প্রদান করে, এবং তার ফলে সে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হয়ে পড়ে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৯/২৯) বলা হয়েছে—বিষয়ঃ বস্তু সর্বতঃ সাং । আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন—এই সমস্ত দৈহিক প্রয়োজনগুলি যেকোন জীবনেই অনায়াসে লাভ করা যায়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বানরেরা মৈথুনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এক-একটি বানরের কম করে কুড়ি-পঁচিশটি পত্নী থাকে, এবং বানরীকে ধরার জন্য সে এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফালাফি করে। এইভাবে সে মৈথুন পরায়ণ হয়। বানরের কাজই হচ্ছে এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফালাফি করে তার পত্নীদের সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করা। বন্ধ জীবও তাই করছে—এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়ে মৈথুনকার্যে লিপ্ত হচ্ছে। তার ফলে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে যে কিভাবে মুক্ত হওয়া

যায়, সেই কথা সে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। কখনও কখনও ব্যাধ বানরদের ধরে বাজারে নিয়ে গিয়ে তাদের বিক্রি করে, যাতে ভাতারেরা তাদের গ্রহণিওলি অন্য আর এক বানরের সুবিধার্থে ব্যবহার করতে পারে। অর্থনৈতিক প্রগতি এবং যৌন-জীবনের উন্নতি সাধনের নামে এই সব হচ্ছে।

শ্লোক ৩৩

এবমধ্বন্যবরুন্ধানো মৃত্যুগজভয়াত্তমসি গিরিকন্দরপ্রায়ে ॥ ৩৩ ॥

এবম্—এইভাবে; অধ্বনি—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পথে; অবরুন্ধানাঃ—অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে, সে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বিন্যস্ত হয়; মৃত্যুগজ—ভয়াৎ—মৃত্যুরূপ হস্তীর ভয়ে; তমসি—অন্ধকারে; গিরিকন্দরপ্রায়ে—পর্বতের অন্ধকার গুহার মতো।

অনুবাদ

এই জড় জগতে বদ্ধ জীব যখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায় এবং কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করে না, তখন সে নানা রকম দুর্ভিক্ষ এবং পাপে প্রবৃত্ত হয়। তখন তাকে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করতে হয়, এবং মৃত্যুরূপ হস্তীর ভয়ে ভীত হয়ে সে অন্ধকার গিরিকন্দরে পতিত হয়।

তাৎপর্য

সকলেই মৃত্যুভয়ে ভীত, এবং বিব্রাৎমান মানুষ যতই বলবান হোক না কেন, যখন রোগ হয় এবং বার্ধক্য আসে, তখন তাকে অবশ্যই মৃত্যুর পরোয়ানা গ্রহণ করতে হয়। মৃত্যুর এই পরোয়ানা গ্রহণে সে তখন অত্যন্ত বিষম হয়। তার ভয়কে হাতির ভয়ে ভীত হয়ে অন্ধকার গিরিকন্দরে প্রবেশ করার মতো বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

কুচিচ্ছীতবাতাদ্যনেকদৈবিকভৌতিকাষ্টীয়ানাং দুঃখানাং প্রতি-
নিবারণেহকল্পো দুরন্তবিষয়বিষয় আস্তে ॥ ৩৪ ॥

কচিৎ—কখনও; শীত-বাত-আদি—প্রচণ্ড শীত অথবা প্রবল বায়ু ইত্যাদির মতো; অনেক—বহু; দৈবিক—সেবতা অথবা আমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত ক্ষমতার দ্বারা;

ভৌতিক—অন্যান্য জীবদের দ্বারা প্রদত্ত; আষ্টীয়ানাং—বদ্ধ জড় দেহ এবং মন দ্বারা প্রদত্ত; দুঃখানাং—বহু প্রকার দুঃখকষ্ট; প্রতিনিবারণে—প্রতিকার করতে; অকল্পঃ—অক্ষম হয়ে; দুরন্ত—দুরতিক্রম্য; বিষয়—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয় থেকে; বিষয়ঃ—বিষাদগ্রস্ত; আস্তে—থাকে।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব প্রবল শীত, প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝা ইত্যাদি বহু প্রকার দৈহিক দুঃখকষ্ট ভোগ করে। তাকে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখও ভোগ করতে হয়। যখন সে সেগুলির প্রতিকার করতে অক্ষম হয়, তখন তাকে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। তার জড় সুখভোগের বাসনা চরিতার্থ না হওয়ার ফলে, সে স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত বিষম হয়।

শ্লোক ৩৫

কুচিমিথো ব্যবহরন্ যৎ কিঞ্চিদ্ধনমুপযাতি বিত্তশাঠ্যেন ॥ ৩৫ ॥

কচিৎ—কখনও বা কোথাও; মিথঃ ব্যবহরন্—বিনিময়; যৎ—যা কিছু; কিঞ্চিৎ—অল্প মাত্রায়; ধনম্—জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা বা সম্পদ; উপযাতি—সে প্রাপ্ত হয়; বিত্ত-শাঠ্যেন—অন্যের ধন-সম্পদ ঠিকিয়ে নেওয়া।

অনুবাদ

বদ্ধ জীবদের মধ্যে যখন অর্থের বিনিময় হয়, তখন প্রতারণার ফলে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। অতি অল্প লাভের জন্য বদ্ধ জীবদের বন্ধুত্ব শত্রুতায় পূর্ণবিস্তৃত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/৮) বলা হয়েছে—

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং

ভয়েমিথো হৃদয়গ্রহিমায়াঃ ।

অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তে-

র্জনসা মোহোহয়মহং মমেতি ॥

বানরসদৃশ বদ্ধ জীব প্রথমে মৈথুনের প্রতি আসক্ত হয়, এবং বাস্তবিক সম্ভোগের পর সে আরও বেশি আসক্ত হয়ে পড়ে। তখন তার গৃহ, খাদ্য, বন্ধু-বান্ধব, ধন-

সম্পদ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। সেগুলি সংগ্রহ করার জন্য তাকে অন্যদের প্রতারণা করতে হয় এবং তার ফলে তার সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গেও তার শত্রুতা গড়ে ওঠে। কখনও কখনও পিতা অথবা গুরুর সঙ্গেও বন্ধ জীবের এই প্রকার শত্রুতার সৃষ্টি হয়। বিধি-নিষেধগুলি নিষ্ঠা সহকারে পালন না করা হলে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও অসং কর্মে লিপ্ত হওয়া সম্ভব। তাহি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করার জন্য আমরা আমাদের শিষ্যদের উপদেশ দিই; তা না হলে সদস্যদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার ফলে, মানব-সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনটি ভেঙ্গে পড়তে পারে। যারা এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে একান্ত্রিকভাবে আগ্রহী, তাদের সব সময় সেই কথা মনে রাখা উচিত এবং নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি পালন করা উচিত যাতে তাদের মন বিচলিত না হয়।

শ্লোক ৩৬

কৃচিৎ ক্ষীণধনঃ শয্যাসনানাদ্যুপভোগবিহীনো যাবদপ্রতিলঙ্ঘনোরথো-
পগতাদানেহবসিতমতিস্তত্ততোহবমানাদীনি জনাদভিলভতে ॥ ৩৬ ॥

কৃচিৎ—কখনও; ক্ষীণধনঃ—যথেষ্ট ধন না থাকায়; শয্যা-আসন-অশন-আদি—শয্যা, আসন অথবা আহারের স্থান; উপভোগ—ভুজ্য সুখভোগের; বিহীনঃ—বঞ্চিত হয়ে; যাবৎ—যতক্ষণ; অপ্রতিলঙ্ঘ—না পেরে; মনোরথ—বাসনার দ্বারা; উপগত—প্রাপ্ত হয়ে; আদানে—অন্যায়ভাবে হরণ করে; অবসিত-অতিঃ—মনের সঙ্কল্প; ততঃ—সেই কারণে; ততঃ—তা থেকে; অবমান-আদীনি—অপমান এবং দণ্ড; জনাঃ—জনসাধারণের কাছে থেকে; অভিলভতে—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

কখনও কখনও অর্থাভাবের ফলে বদ্ধ জীবের বাসস্থান থাকে না। কখনও কখনও তার বসার মতো স্থানও থাকে না এবং সে আহারাদি একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি থেকেও বঞ্চিত হয়। এইভাবে সে যখন অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হয়, তখন সং উপায়ে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সংগ্রহ করতে অকম হয়ে, সে অসং উপায়ে অন্যের ধন অপহরণ করতে চায়। সে তার আকর্ষিত বস্তু পায় না, উপরন্তু সে কেবল অন্যের কাছে অপমানিত হয় এবং তার ফলে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়।

তাৎপর্য

প্রবাস রয়েছে, অভাবের নিয়ম নেই। বদ্ধ জীবের যখন জীবনের নিত্যান্ত আবশ্যকীয় বস্তুগুলি সংগ্রহের জন্য অর্ধের প্রয়োজন হয়, তখন সে যে কোন উপায় অবলম্বন করে। সে তখন ভিক্ষা করে, ধার করে অথবা চুরি করে। তা সত্ত্বেও সে এই সমস্ত বস্তুগুলি প্রাপ্ত হওয়ার পরিবর্তে অপমানিত হয় এবং দণ্ডিত হয়। খুব ভালভাবে সংগঠিত না হলে অসং উপায়েও ধন সংগ্রহ করা যায় না। কেউ যদি অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ সংগ্রহ করেও, তাহলেও সরকার অথবা জনসাধারণের দণ্ড এবং অপমান এড়ানো যায় না। ধন অপহরণের দায়ে বিখ্যাত ব্যক্তির গ্রেফতার এবং কারারুদ্ধ হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কেউ কারাগারের দণ্ড এড়াতে পারে, কিন্তু যিনি জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে কর্ম করেন, সেই ভগবানের দণ্ড এড়াবার ক্ষমতা কারও নেই। সেই কথা ভগবদ্গীতার (৭/১৪) বর্ণনা করা হয়েছে—দৈবী হোতা কারোই মম মায়্যা দূরতয়া। প্রকৃতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তিনি কাউকে ক্ষমা করেন না। কেউ যখন প্রকৃতিকে অবহেলা করে, তখন সে সব রকম পাপকর্মে লিপ্ত হয় এবং সেই জন্য তাকে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ৩৭

এবং বিভব্যতিষঙ্গবিবুদ্ধবৈরাণুবদ্ধোহপি পূর্ববাসনয়া মিথ
উদ্বহত্যাথাপবহতি ॥ ৩৭ ॥

এবম্—এইভাবে; বিভব্যতিষঙ্গ—আর্থিক লেনদেনের ফলে; বিবুদ্ধ—বর্ধিত; বৈর-অনুবদ্ধঃ—শত্রুতা; অপি—যদিও; পূর্ব-বাসনয়া—পূর্বকৃত পাপকর্মের পরিণাম-স্বরূপ; মিথঃ—পরস্পর; উদ্বহতি—পূর এবং কন্যার বিবাহসূত্রে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার দ্বারা; অথ—ভারপর; অপবহতি—বৈবাহিক সম্পর্ক ত্যাগ করে বা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

অনুবাদ

পরস্পরের প্রতি শত্রুতাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বার বার তাদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তারা বিবাহ করে। দুর্ভাগ্যবশত তাদের বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদির দ্বারা তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিটি বদ্ধ জীবের প্রতারণা করার প্রবণতা রয়েছে, এমনকি বিবাহতেও। জড় জগতের সর্বত্রই বদ্ধ জীবেরা পরস্পরের প্রতি

স্বর্গপারায়ণ। কিছুকালের জন্য মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়, কিন্তু অবশেষে তারা শত্রু হয়ে যায় এবং ধন-সম্পদ নিয়ে ঝগড়া করে। কখনও কখনও তারা বিবাহ করে এবং তারপর বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ, তাদের মিলন কখনও চিরস্থায়ী হয় না। প্রতারণা করার প্রবণতার ফলে, উভয় পক্ষই সর্বদা পরস্পরের প্রতি স্বর্গপারায়ণ থাকে। এমনকি কৃষ্ণভক্তির পথেও জড়-জাগতিক প্রবৃত্তির প্রাধান্যের ফলে শত্রুতার সৃষ্টি হয় এবং বিচ্ছেদ হয়।

শ্লোক ৩৮

এতস্মিন্ সংসারাক্ষনি নানাক্রেশোপসর্গবান্ধিত আপন্নবিপন্নো যত্রযন্তম্
হ বাবেতরন্তত্র বিসৃজ্য জাতং জাতমুপাদায় শোচন্ মুহান্ বিভাষিবদন্-
ক্রন্দন্ সংহ্রয়ান্ গায়ন্নহমানঃ সাধুবর্জিতো নৈবাবর্ত্তেদ্যাপি যত আরদ্ধ
এম নরলোকসার্থো যমক্ষনঃ পারমুপদিশন্তি ॥ ৩৮ ॥

এতস্মিন্—এই; সংসার—দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার; অক্ষনি—পক্ষে; নানা—বিবিধ; ক্রেশ—কষ্ট; উপসর্গ—সংসার-ক্রেশের দ্বারা; বাধিতঃ—পীড়িত; আপন্ন—কখনও কখনও লাভ হওয়ার ফলে; বিপন্নঃ—কখনও কখনও ক্ষতি হওয়ার ফলে; যত্র—যাতে; যঃ—যে; তম্—তাকে; উ হ বাব—অথবা; ইতরঃ—অন্য কেউ; তত্র—সেখানে; বিসৃজ্য—পরিত্যাগ করে; জাতম্ জাতম্—নবজাত; উপাদায়—গ্রহণ করে; শোচন্—শোক করে; মুহান্—মোহাচ্ছন্ন হয়ে; বিভাৎ—ভীত হয়ে; বিবদন্—কখনও চিৎকার করে; ক্রন্দন্—কখনও ক্রন্দন করে; সংহ্রয়ান্—কখনও কখনও প্রসন্ন হয়ে; গায়ন্—গান করে; নহমানঃ—আবদ্ধ হয়ে; সাধু-বর্জিতঃ—সাধু মহাশ্বাসের সঙ্গরহিত; ন—না; এব—নিশ্চিতভাবে; আবর্ত্তে—প্রাপ্ত হয়; অন্য-অপি—এখন পর্যন্ত; যতঃ—যার থেকে; আরদ্ধঃ—গুরু হয়েছে; এমঃ—এই; নরলোক—জড় জগতের; স-অর্থঃ—স্বার্থপর জীব; যম্—যাকে (পরমেশ্বর ভগবান); অক্ষনঃ—সংসার মাগের; পারম্—পরপারে; উপদিশন্তি—মহাশ্বাস ইঙ্গিত করেন।

অনুবাদ

এই সংসার-মার্গ বহুবিশিষ্ট ক্রেশে পূর্ণ, এবং বিবিধ দুঃখ-দুর্দশা বদ্ধ জীবকে সর্বদা পীড়া দেয়। কখনও কখনও তার ক্ষতি হয়, আবার কখনও তার লাভ হয়। উভয় অবস্থাতেই এই মার্গ বিপদে পূর্ণ। কখনও কখনও বদ্ধ জীব মৃত্যু অথবা অন্য পরিস্থিতির দ্বারা তার পিতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। পিতাকে পরিত্যাগ করে

সে তার সন্তান-সন্ততির প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব মোহাচ্ছন্ন হয় এবং ভীত হয়। কখনও সে ভয়ে আত্মদান করে। কখনও সে তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করে সুখী হয়, এবং কখনও সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে দান করে। এইভাবে সে এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং অনাদিকাল ধরে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে থাকে। এইভাবে সে বিপদসমূহ সংসার-মার্গে বিচরণ করে, এবং কখনই সে সুখী হতে পারে না। যারা আত্ম-তত্ত্ববিৎ তাঁরা এই ভ্রমঙ্কর সংসার-সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন। ভগবন্তক্তির পন্থা অবলম্বন না করে কখনও সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। অর্থাৎ এই জড় জগতে কেউই সুখী হতে পারে না। তাই কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য।

তাৎপর্য

সংসার-জীবনের সম্যক বিশ্লেষণ করলে যে কোন সুখ মস্তিষ্ক-সম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারে যে, এই জগতে সুখের লেশমাত্রও নেই। কিন্তু অনাদিকাল ধরে বিপদের পথে চলতে থাকার ফলে এবং সাধুসঙ্গ না করার ফলে, বদ্ধ জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে এই জড় জগতে আনন্দ উপভোগ করতে চায়। মায়া কখনও কখনও তাকে তথাকথিত সুখ উপভোগ করার সুযোগ দেয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মায়ার প্রভাবে বদ্ধ জীব নিরন্তর দুঃখ ভোগ করে। তাই বলা হয়েছে—*দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুপায় (চৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ২০/১১৮)*। সংসার-জীবন মানে হচ্ছে নিরন্তর দুঃখ ভোগ করা, কিন্তু কখনও কখনও দুঃখের উপশম হওয়ার ফলে আমাদের সুখের অনুভূতি হয়। কখনও কখনও অপরাধীকে দণ্ডদান করার জন্য নদীর জলে চোবান হয় এবং তারপর ক্ষণিকের জন্য তাকে জল থেকে তুলে আবার তাকে জলে চোবান হয়। বাস্তবিকপক্ষে, এই সমস্ত করা হয়, দণ্ডদানের উদ্দেশ্যে, কিন্তু তাকে যখন জল থেকে তোলা হয়, তখন সে সামান্য সন্তোষ লাভ করে। এই জড় জগতে বদ্ধ জীবের অবস্থা ঠিক সেই রকম। সমস্ত শাস্ত্রে তাই ভগবন্তত্ব এবং সাধু মহাশ্বাসের সঙ্গ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

‘সাধুসঙ্গ’, ‘সাধুসঙ্গ’—সর্বশাস্ত্রে কয়।

নবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

(চৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ২২/৫৪)

অতি অল্পক্ষণের জন্যও সাধুসঙ্গ করার ফলে বদ্ধ জীব এই দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ সংসার থেকে মুক্ত হতে পারে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই সকলকে সাধুসঙ্গ

করার সুযোগ দিচ্ছে। তাই কৃষ্ণভাকানামৃত সংঘের সমস্ত সদস্যদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে অধঃপতিত বন্ধু জীবদের এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেবার জন্য নিজেদের আদর্শ সাধুতে পরিণত করা। সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ লোকহিতকর কার্য।

শ্লোক ৩৯

যদিদং যোগানুশাসনং ন বা এতদবরুদ্ধতে যস্যাস্তদগ্ধা মুনয় উপশমশীলা
উপরতাত্মানঃ সমবগচ্ছন্তি ॥ ৩৯ ॥

যৎ—যা; ইদম্—পরমেশ্বর ভগবানের এই পরম ধাম; যোগ-অনুশাসনম্—কেবল ভগবন্ততির অনুশীলনের ফলেই যা লাভ করা যায়; ন—না; বা—অথবা; এতৎ—মুক্তির এই পথ; অবরুদ্ধতে—লাভ করে; যৎ—অতএব; নাস্তদগ্ধাঃ—যাঁরা অপরের প্রতি ঈর্ষা ত্যাগ করেছেন; মুনয়ঃ—মহাত্মা; উপশমশীলাঃ—যাঁরা এখন পরম শান্তি লাভ করেছেন; উপরত-আত্মানঃ—যাঁরা তাঁদের মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করেছেন; সমবগচ্ছন্তি—অন্যাসে প্রাপ্ত হন।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের সুখং মহাত্মারা শান্ত চিত্ত। তাঁরা তাঁদের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেছেন, এবং তাঁরা অন্যাসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার মুক্তির পথ প্রাপ্ত হন। দূর্ভাগ্যবশত সসারাসক্ত মানুষেরা তাঁদের সঙ্গ করতে পারে না।

তাৎপর্য

মহাত্মা জড় ভরত দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ সংসারের অবস্থা এবং তা থেকে মুক্তি লাভের উপায়—এই দুই বিষয়েই এখানে কান্না করেছেন। ভব-বন্ধন মোচনের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবন্তের সঙ্গ, এবং এই সঙ্গ লাভ করা অতি সহজ। যদিও দূর্ভাগ্য মানুষেরাও এই সুযোগ পায়, কিন্তু তাদের দূর্ভাগ্যবশত তারা গুরু ভক্তের শরণাগত হতে পারে না, এবং তার ফলে তারা নিরন্তর দুঃখকষ্ট ভোগ করে। তা সত্ত্বেও এই কৃষ্ণভাকানামৃত আন্দোলন সকলকে অনুরোধ করে যাতে তারা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার পন্থা গ্রহণ করে। কৃষ্ণভক্তির প্রচারকেরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে মানুষকে জানিয়ে দেন, কিভাবে দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জড়-জাগতিক জীবন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ। কারোর যদি

একটুও বুদ্ধি থাকে, তাহলে তিনি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অনুশীলন করে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারেন।

শ্লোক ৪০

যদপি দিগিজজয়িনো যজিনো যে বৈ রাজর্ষয়ঃ কিং তু পরং মুখে
শরীরমস্যামেব মমেষমিতি কৃতবৈরানুবন্ধায়াং বিসৃজ্য
স্বয়মুপসংহতাঃ ॥ ৪০ ॥

যৎ-অপি—যদিও; দিক্-ইভ-জয়িনঃ—দিগিজয়ী; যজিনঃ—মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারদর্শী; যে—যারা সকলে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; রাজ-ঋষয়ঃ—রাজর্ষি; কিম্ তু—কিন্তু; পরম্—কেবল এই পৃথিবী; মুখং—মুখে; শরীরম্—শরীর করে; অস্যাম্—এই পৃথিবীর উপর; এব—বস্তুতপক্ষে; মম—আমার; ইয়ম্—এই; ইতি—এইভাবে বিবেচনা করে; কৃত—সৃষ্ট; বৈর-অনুবন্ধায়াম্—অন্যের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন; বিসৃজ্য—পরিত্যাগ করে; স্বয়ম্—তার নিজের জীবন; উপসংহতাঃ—মৃত।

অনুবাদ

বহু রাজর্ষি ছিলেন যারা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত পারদর্শী এবং দিগিজয়ী বীর ছিলেন। কিন্তু এত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ভগবন্তের লাভ করতে পারেননি। তার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত মহান রাজারা দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা ধারণা জন্ম করতে পারেননি। তার ফলে তাঁরা অন্য রাজাদের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন না করেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

তাৎপর্য

জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ভগবানের সেবার যুক্ত হওয়া, যাতে দেহভোগের পর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কৃষ্ণলোকে ফিরে যাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্সত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা যে বৃত্তিতেই মানুষ যুক্ত থাকুন না কেন, তা পরিত্যাগ করার কোন প্রয়োজন হয় না। যে কোন অবস্থাতেই, স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে, কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি এবং কৃষ্ণ-ভক্তবিজ্ঞান শিক্ষাদানে সমর্থ ভগবন্তদের সঙ্গ করার ফলে, কৃষ্ণভাকানামৃতের বিকাশ সাধন করা যায়। দূর্ভাগ্যবশত, এই জড় জগতের বড় বড় রাজনীতিবিদ এবং নেতারা কেবল শত্রুতারই সৃষ্টি করে। তারা মানুষের পারমাধিক উন্নতি সম্বন্ধে আগ্রহী নয়। জড়-

জাগতিক প্রগতি সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত সুখদায়ক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু চরমে তাকে পরাস্ত হতে হয়, কারণ সে তার জড় শরীরটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং তার শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তুকে তার নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে। এটিই হচ্ছে অবিত্য। প্রকৃতপক্ষে কিছুই তার নয়। এমনকি তার দেহটিও তার নয়। মানুষ তার কর্মের ফলে একটি বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং সে যদি ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য ভোগ সেই শরীরটির সম্ভাবহার না করে, তাহলে তার সমস্ত কার্যকলাপ ব্যর্থ হয়। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১০) বর্ণিত হয়েছে—

অতঃ পুণ্ড্রবিজ্ঞেষ্ঠা বর্ণপ্রমথবিভাগশঃ ।
স্নুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধিহরিভোষণম্ ॥

মানুষ কেন কার্যকলাপে মুক্ত তাতে কিছু যায় আসে না। সে যদি কেবল ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করে, তাহলেই তার জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ৪১

কর্মবল্লীমবলম্ব্য তত আপদঃ কথঞ্চিন্নরকাদবিমুক্তঃ পুনরপ্যেবং সংসার-
ধ্বনি বর্তমানো নরলোকসার্বভূমুপযাতি এবমুপরি গতোহপি ॥ ৪১ ॥

কর্মবল্লীম্—সকাম কর্মরূপ লতাক; অবলম্ব্য—আশ্রয় করে; ততঃ—তা থেকে; আপদঃ—ভয়ঙ্কর অথবা ক্রেশজনক পরিস্থিতি; কথঞ্চিৎ—কেন না কেন ভাবে; নরকঃ—নারকীয় পরিস্থিতি থেকে; বিমুক্তঃ—মুক্ত হয়ে; পুনরপি—পুনরায়; এবম্—এইভাবে; সংসার-অধ্বনি—সংসার মার্গে; বর্তমানঃ—বর্তমান; নর-লোক-সার্বম্—সার্বভৌম জড় কার্যকলাপের ক্ষেত্র; উপযাতি—সে প্রবেশ করে; এবম্—এইভাবে; উপরি—উপরে (উচ্চতর লোকে); গতঃ—অপি—উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

বদ্ধ জীব যখন সকাম কর্মরূপ লতাকে আশ্রয় করে, তখন সে তার পুণ্যকর্মের প্রভাবে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়ে নারকীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে চিরকাল সেখানে থাকতে পারে না। তার সকাম কর্মের ফল ভোগ করার পর, তাকে পুনরায় মর্ত্যালোকে ফিরে আসতে হয়। এইভাবে সে নিরন্তর উদ্ধারগামী ও নিম্নগামী হচ্ছে।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কেন ভাগ্যবান্ জীব ।

ওর-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ১৯/১৫১)

সৃষ্টি থেকে শুরু করে প্রলয় পর্যন্ত কোটি কোটি বছর ধরে ভ্রমণ করলেও, শুদ্ধ ভক্তের শ্রীপাদপঙ্খের শরণ গ্রহণ না করা পর্যন্ত, সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। বানর যেমন একটি বটবৃক্ষের শাখা আশ্রয় করে আনন্দ উপভোগ করছে বলে মনে করে, তেমনিই বদ্ধ জীব তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনে, কর্মকাণ্ডের মার্গ অবলম্বন করে। কখনও কখনও সে তার কর্মের প্রভাবে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, এবং কখনও তাকে এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কেউ যখন শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তখন তিনি কিভাবে ভগবানের সেবা করতে হয় সেই শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এইভাবে তিনি জানতে পারেন কিভাবে এই জড় জগতের উদ্দেশ্য এবং নিম্নে পরিভ্রমণ করার ক্রেশ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। তাই বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হওয়ার। বেদের ঘোষণা হচ্ছে—তত্ত্বজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ (মুণ্ডক উপনিষদ ১/২/১২)। তেমনিই ভগবদ্গীতার (৪/৩৪) ভগবান উপদেশ দিয়েছেন—

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেব্যম্ ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

“শ্রীগুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনয়ভাবে তাঁর কাছে প্রশ্ন কর এবং তাঁর সেবা কর। তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা তোমাকে সেই জ্ঞান প্রদান করতে পারেন কারণ তিনি তত্ত্ব দর্শন করেছেন।” শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১/৩/২১) এই ধরনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

তস্মাদ্ ওরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।

শাৰ্বে পরে চ নিয়ন্তঃ ব্রহ্মগুণশমাশ্রয়ম্ ॥

“যে ব্যক্তি ঐকান্তিকভাবে প্রকৃত সুখ লাভের বাসনা করে, তার অবশ্য কর্তব্য সদ্গুরুর অধেষণ করে দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর শরণ গ্রহণ করা। সদ্গুরুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তিনি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করেছেন এবং অন্যদেরও তিনি সেই

সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রতীতি উৎপাদনে সক্ষম। এই প্রকার মহাত্মা, যিনি ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, সমস্ত জড়-জাগতিক বিচার উপেক্ষা করে তাঁকে সন্দেহ বলে মনে করা উচিত।” তেমনই, মহান বৈষ্ণব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও উপদেশ দিয়েছেন, যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ-প্রসাদঃ—“শ্রীওরুদেবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায়।” এই একই উপদেশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিয়েছেন—ওরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ। এটিই পরম আবশ্যক। মনুষ্যের কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির পথ অবলম্বন করা, এবং সেই জন্য শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৪২

তস্যৈদমুপগায়ন্তি—

আর্যভস্যোহ রাজর্ষের্মনসাপি মহাত্মনঃ ।

নানুবজ্জাহতি নৃপো মক্ষিকৈব গরুড়াতঃ ॥ ৪২ ॥

তস্য—জড় ভরতের; ইদম্—এই মহিমা; উপগায়ন্তি—কীর্তন করেন; আর্যভস্য—অর্যভদেবের পুত্রের; ইহ—এখানে; রাজ-ঋষেঃ—মহান অবিসদৃশ রাজার; মনসাপি—মনের দ্বারাও; মহা-আত্মনঃ—মহাত্মা জড় ভরতের; ন—না; অনুবজ্জাহতি—পথ অনুসরণে সমর্থ; নৃপঃ—রাজা; মক্ষিকা—মাছি; ইব—সদৃশ; গরুড়াতঃ—ভগবানের বাহন গরুড়ের।

অনুবাদ

জড় ভরতের উপদেশ সংক্ষেপে বর্ণনা করে, শুকদেব গোশ্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ভগবানের বাহন গরুড় যে পথ অবলম্বন করেন, জড় ভরত প্রদর্শিত পথ তারই মতো, আর সাধারণ রাজারা ঠিক মাছির মতো। মাছি গরুড়ের মার্গ অনুসরণ করতে পারে না, তেমনই আজ পর্যন্ত কোনও রাজা এবং দিগ্বিজয়ী নেতা মনের দ্বারাও রাজর্ষি ভরতের এই ভক্তিমার্গ অনুসরণে সমর্থ হয়নি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধিমাং কশ্চিমাং বেত্তি তত্ততঃ ॥

“হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোন একজন সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করেন, এবং যারা সিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন আমাকে তত্ত্ব জ্ঞাতে পানেন।” ভগবদ্ভক্তির মার্গ বৎ শত্রু-বিজয়ী রাজাদের পক্ষেও অত্যন্ত কঠিন। যদিও এই সমস্ত রাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় প্রাপ্ত হয়েছেন, তবুও তাঁরা দেহাত্মবুদ্ধি জয় করতে পারেননি। বৎ বড় বড় নেতা, যোগী, স্বামী এবং তথাকথিত অবতার রয়েছে, যারা মানসিক জন্মনা-কল্পনার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং তারা নিজেদের সিদ্ধপুরুষ বলে প্রচার করে, কিন্তু চরমে তারা সফল হয় না। ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করা অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যিনি প্রকৃতপক্ষে মহাজনের মার্গ অনুসরণ করতে চান, তাঁর পক্ষে তা অত্যন্ত সরল। এই যুগে অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাঁর প্রদর্শিত পন্থাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা। এই পথ এতই সহজ ও সরল যে, সকলেই ভগবানের নাম কীর্তনরূপ এই পন্থাটি অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে।

হরেন্মা হরেন্মা হরেন্মাইব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা এই পথ যে পৃথিবীর সর্বত্র প্রশস্ত হচ্ছে এবং বৎ ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান ছেলে-মেয়েরা যে নিষ্ঠা সহকারে এই দর্শনটি অবলম্বন করে ক্রমশ সিদ্ধি লাভের পথে অগ্রসর হচ্ছে, তা দেখে আমরা গভীর তৃপ্তি অনুভব করি।

শ্লোক ৪৩

যো দুষ্টজান্ দারসূতান্ সুক্ৰদ্রাজ্যাং হৃদিস্পৃশঃ ।

জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ ॥ ৪৩ ॥

যঃ—সেই জড় ভরত যিনি পূর্বে মহারাজ ঋষভদেবের পুত্র মহারাজ ভরত ছিলেন; দুষ্টজান্—যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; দার-সূতান্—পত্নী এবং সন্তান অথবা অত্যন্ত ঐশ্বর্যপূর্ণ গৃহস্থ-জীবন; সুক্ৰৎ—সুদৃ এবং শুভাবশ্যকীণ; রাজ্যম্—বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য; হৃদি-স্পৃশঃ—হৃদয়ের অভ্যন্তরে যা অবস্থিত; জহৌ—তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন; যুবো—যৌবনেই; মলবৎ—বিষ্ঠার মতো; উত্তম-শ্লোক-লালসঃ—উত্তমশ্লোক ভগবানের সেবার জন্য লালায়িত হয়ে।

অনুবাদ

মহারাজ ভরত তাঁর যৌবনেই উত্তমশ্রোত ভগবানের সেবার লালসায় সবকিছু পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর সুন্দরী স্ত্রী, আদরের সন্তান, সুহৃৎ এবং বিশাল সাম্রাজ্য, সবই ত্যাগ করেছিলেন। যদিও এগুলি ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও মহারাজ ভরত এমনই একজন মহাপুরুষ ছিলেন যে, তিনি মলবৎ সেগুলি পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের নাম কৃষ্ণ কারণ তিনি এতই আকর্ষণীয় যে, তাঁর জন্য শুদ্ধ ভক্ত এই জড় জগতের সবকিছু পরিত্যাগ করতে পারেন। মহারাজ ভরত ছিলেন একজন রাজা, শিক্ক এবং সমাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। এই জড় জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁর কাছে ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এতই আকর্ষণীয় যে, মহারাজ ভরত তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সমস্ত জড় সম্পদ ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহারাজ ভরত একটি হরিণ-শিশুর প্রতি স্নেহাসক্ত হওয়ার ফলে, পরবর্তী জীবনে হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অসীম কৃপার ফলে তিনি তাঁর ভগবদ্ভক্তি নিম্নত হননি, এবং কিভাবে যে তাঁর অধঃপতন হয়েছিল তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই পরবর্তী জীবনে জড় ভরত রূপে তিনি সতর্ক ছিলেন যাতে তাঁর শক্তির অপচয় না হয়, এবং সেই জন্য তিনি মৃক ও বধিররূপে আচরণ করেছিলেন। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে যে কি প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তা মহারাজ ভরতের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি। একটু অসাবধানতার ফলে আমাদের ভগবদ্ভক্তি সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে। যদিও ভগবানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত সেবা কখনও ব্যর্থ হয় না—স্বল্পমপাস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ (ভগবদ্গীতা ২/৪০)। নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের জন্য সম্পাদিত স্বল্প সেবাও শাশ্বত সম্পদ হয়ে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৫/১৭) বলা হয়েছে—

তাক্ষা স্বধর্ম চরণাভূজং হরে-

ভজমপকোহথ পতেন্ততো যদি।

যত্র ক বাভ্রমত্বদমুখ্য কিং

কো বার্থ আপ্তোহভজতাং স্বধর্মতঃ ॥

কেউ যদি কোন না কোন মতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহলে যে ভক্তি তিনি সম্পাদন করেন তা চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকে। অপরিপক্বতা অথবা অসৎ-সঙ্গের প্রভাবে কারোর যদি অধঃপতন হয়, তবুও তার ভক্তিরূপ সম্পদ

কখনও হারিয়ে যায় না। তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন—অজামিল, মহারাজ ভরত এবং অন্য অনেকে। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকলকেই অন্তত কিছুকালের জন্য ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। স্বল্প সেবাও পারমাণবিক পথে অগ্রসর হওয়ার অনুপ্রেরণা প্রদান করে এবং তার ফলে জীবন সার্থক হয়।

এই শ্লোকে ভগবানকে উত্তমশ্রোত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐশ্বর্যপূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি ঐশ্বর্য হচ্ছে যশ। ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ধীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণের যশ এখনও বর্ধিত হচ্ছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের মাধ্যমে আমরা শ্রীকৃষ্ণের যশ বিস্তার করছি। কৃষ্ণকক্ষের যুদ্ধের পাঁচ হাজার বছর পরেও শ্রীকৃষ্ণের যশ সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে। এই পৃথিবীর প্রতিটি বিশিষ্ট ব্যক্তি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শুনেছেন, বিশেষ করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ফলে, বর্তমান সময়ে, এমনকি যারা আমাদের পছন্দ করে না এবং আমাদের এই আন্দোলনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে, তারাও কোন না কোন ভাবে হরেকৃষ্ণ কীর্তন করছে। তারা বলে, “এই হরেকৃষ্ণদের দণ্ড দিতে হবে।” এই সমস্ত মূর্খ মানুষেরা এই আন্দোলনের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করতে পারে না, কিন্তু তারা যে এই আন্দোলনের সমালোচনা করছে, তার ফলেও তারা হরেকৃষ্ণ কীর্তন করার সুযোগ পাচ্ছে, এবং সেটিই এই আন্দোলনের সাফল্য।

শ্লোক ৪৪

যো দুষ্ট্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থাদারান্

প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।

নৈচ্ছন্তুপদ্তুচিৎ মহতাং মধুধিট্-

সেবানুরক্তমনসামভবোহপি ফল্লঃ ॥ ৪৪ ॥

যঃ—যিনি; দুষ্ট্যজান্—যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; ক্ষিতি—পৃথিবী; সুত—সন্তান; স্বজন-অর্থদারান্—আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ এবং সুন্দরী পত্নী; প্রার্থ্যাম্—প্রার্থনীয়; শ্রিয়ম্—লক্ষ্মীদেবী; সুরবরৈঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতাদের দ্বারা; সদয়-অবলোকাম্—কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত; ন—না; ঐচ্ছৎ—আকাঙ্ক্ষা করেন; নৃপঃ—রাজা; তৎ-উচিতম্—তাঁর উপযুক্ত; মহতাম্—মহাত্মাদের; মধুধিট্—মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ; সেবা-অনুরক্ত—প্রেমময়ী সেবার দ্বারা আকৃষ্ট; মনসাম্—খাঁদের মন; অভবঃ অপি—এমনকি মোক্ষপদও; ফল্লঃ—তুচ্ছ।

অনুবাদ

গুণদেব গোস্থামী বললেন—হে রাজন, ভরত মহারাজের কার্যকলাপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। অন্যের পক্ষে যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন তা তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্য, সুন্দরী পত্নী এবং পরিবার পরিত্যাগ করেছিলেন। দেবতাদেরও প্রার্থনীয় তাঁর অতুল ঐশ্বর্য তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মতো মহাপুরুষই মহান ভক্ত হওয়ার যোগ্য। তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, যশ, জ্ঞান, বল এবং বৈরাগ্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এতই আকর্ষণীয় যে, তাঁর জন্য সমস্ত বাঞ্ছনীয় বস্তু ত্যাগ করা যায়। যাদের মন ভগবানের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে, তাঁদের কাছে মুক্তিও তুচ্ছ বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বাকর্ষক তা এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে। মহারাজ ভরত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর সমস্ত জড়-জগতিক সম্পদ পরিত্যাগ করেছিলেন। বিষয়াসক্ত মানুষেরা সাধারণত এই বৈভবের দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্রবৃত্তে-

জর্নন্য মোহোহমহং মমতি ।

(শ্রীমদ্ভগবত ৫/৫/৮)

“মানুষ তার দেহ, গৃহ, সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এইভাবে তার মোহ বর্ধিত হয় এবং সে ‘আমি ও আমার’ এই ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়।” মায়ার প্রভাবেই জীব জড় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। জড় বিষয়ের প্রতি আকর্ষণের কোন মূল্য নেই, কারণ বন্ধ জীব সেগুলির দ্বারা বিমোহিত হয়। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের বল, সৌন্দর্য, শ্রীমদ্ভগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত তাঁর লীলা ইত্যাদির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ভাবনায় মগ্ন হয়, তখন তার জীবন সার্থক হয়। মায়াবাদীরা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মসামুদ্রের থেকে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। অভব্য শব্দটির অর্থ হচ্ছে “এই জড় জগতে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না।” তাঁকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে কি না তা নিয়ে ভক্ত কখনও মাথা ঘামান না। তিনি কেবল সর্ব অবস্থাতেই ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে সন্তুষ্ট হন। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি—

ইহা যস্য হরেদাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।

নিখিলান্ধবাবহাসু জীবনুতঃ স উচ্যতে ॥

“যিনি তাঁর দেহ, মন, বুদ্ধি এবং বাণীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি এই জড় জগতে থাকলেও মুক্ত।” (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১/২/১৮৭) যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে চান, তিনি অন্যদেরও এই বিশ্বাস প্রদান করার চেষ্টা করেন যে, ভগবান রয়েছেন এবং তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। সেটিই তাঁর অভিলাষ। তিনি স্বর্গে থাকেন কিংবা নরকে থাকেন তা দিয়ে তাঁর কিছু যায় আসে না। এটিকে বলা হয় উত্তমশ্লোক-লালস।

শ্লোক ৪৫

যজ্ঞায় ধর্মপত্যয়ে বিধিনৈপুণায়

যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতিশ্রমায় ।

নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যাদারং

হাস্যান্ মুগ্ধমপি যঃ সমুদাজহার ॥ ৪৫ ॥

যজ্ঞায়—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবানকে; ধর্ম-পত্যয়ে—ধর্মের পতি বা প্রবর্তককে; বিধিনৈপুণায়—যিনি ভক্তকে দক্ষতা সহকারে বিধি-বিধান পালন করার বুদ্ধি প্রদান করেন; যোগায়—মূর্তমান যোগকে; সাংখ্য-শিরসে—যিনি সাংখ্য দর্শন শিক্ষা দান করেছিলেন অথবা যিনি পৃথিবীর মানুষকে সাংখ্য জ্ঞান প্রদান করেন; প্রকৃতি-শ্রমায়—সারা জগতের পরম নিরস্ত; নারায়ণায়—অসংখ্য জীবের যিনি আশ্রয় (নর শব্দটির অর্থ হচ্ছে জীব এবং অয়ন শব্দটির অর্থ হচ্ছে আশ্রয়); হরয়ে—ভগবান শ্রীহরিকে; নমঃ—সম্বন্ধ প্রণতি; ইতি—এইভাবে; উদারম্—উদাত্তভাবে; হাস্যান্—হেসে; মুগ্ধম্ অপি—মৃগশরীর ধারণ করা সত্ত্বও; যঃ—যিনি; সমুদাজহার—কীর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

মৃগশরীর প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মহারাজ ভরত পরমেশ্বর ভগবানকে বিশ্মিত হননি; তাই মৃগশরীর ত্যাগ করার সময় তিনি উচ্চস্বরে এই প্রার্থনাটি করেছিলেন—“ভগবান সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ। তিনি কর্মসমূহের ফলদাতা। তিনি ধর্মের রক্ষক, সাক্ষাৎ অষ্টাঙ্গ-যোগমূর্তি, সমস্ত জ্ঞানের উৎস, সমগ্র সৃষ্টির নিরস্তা এবং সমস্ত

জীবের অন্তর্যামী। তিনি পরম সুন্দর। তাঁর দিব্য প্রেমময়ী সেবায় আমি যেন নিরন্তর যুক্ত থাকতে পারি। এই আশা নিয়ে তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে, আমি এই দেহ ত্যাগ করছি।" এই প্রার্থনা উচ্চারণ করে মহারাজ ভরত দেহত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করা। আধ্যাত্মিক উপলক্ষের যে পথই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ। ভক্তির মাধ্যমে জীব চিরকাল তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, অন্তে নারায়ণ-স্মৃতিঃ—জীবনের চরম সিদ্ধি হচ্ছে মৃত্যুর সময়ে নারায়ণকে স্মরণ করা। ভরত মহারাজ যদিও মুগ্ধশরীর ধারণ করেছিলেন, তবুও তিনি মৃত্যুর সময় নারায়ণকে স্মরণ করতে পেরেছিলেন। তার ফলে তিনি এক ব্রাহ্মণ পরিবারে গুহ্য ভরতরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভগবদ্গীতার (৬/৪১) বাণী তা প্রতিপন্ন করে, শুচীনাম শ্রীমতাং গেহে যোগব্রহ্মোহভিজায়তে—“বিনি আত্ম-উপলক্ষের পথ থেকে স্থলিত হন, তিনি ব্রাহ্মণ অথবা সম্রাট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।” মহারাজ ভরত যদিও রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও অসাবধানতার ফলে তাঁকে মুগ্ধশরীরে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। সেই মুগ্ধশরীরে যেহেতু তিনি অত্যন্ত সাবধান ছিলেন, তাই তিনি জড় ভরতরূপে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই জীবনে তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় ছিলেন, এবং মহারাজ রত্নগুণকে প্রথম উপদেশ দেওয়ার পর থেকে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের বাণী প্রচার করেছিলেন। এই সূত্রে যোগায় শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অষ্টাদশ-যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। ত্রীপাদ মধ্বাচার্য সেই কথা বলেছেন। কতকগুলি যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করা যোগের উদ্দেশ্য নয়।

শ্লোক ৪৬

য ইদং ভাগবতসভাজিতাবদাতগুণকর্মণো রাজর্ষেভঁরতস্যানুচরিতং
স্বস্ত্যনয়নামাযুধ্যং ধন্যং যশস্যং স্বর্গ্যাপবর্গ্যং বানুশৃণোত্যাখ্যাস্যাতভিনন্দতি
চ সর্বা এবাশিশ আত্মন আশান্তে ন কাঞ্চন পরত ইতি ॥ ৪৬ ॥

যঃ—যে; ইদম্—এই; ভাগবত—মহাভাগবতদের দ্বারা; সভাজিত—সংস্কৃত;
অবদাত—বিশুদ্ধ; গুণ—যাঁর গুণাবলী; কর্মণঃ—এবং কার্যকলাপ; রাজ-ঋষেঃ—

রাজর্ষি; ভরতস্য—ভরত মহারাজের; অনুচরিতম্—চরিত্র; শস্তি-অনয়ন—মদলজনক; আযুধ্যম্—আয়ু বৃদ্ধিকারী; ধন্যম্—ধন বৃদ্ধিকারী; যশস্যম্—যশপ্রদ; স্বর্গ্য—স্বর্গলোকে উন্নতি প্রদানকারী (যা কর্মীদের লক্ষ্য); অপবর্গ্যম্—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মসামুদ্র রূপ মুক্তি প্রদানকারী (যা জ্ঞানীদের লক্ষ্য); বা—অথবা; অনুশবোতি—ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে সর্বদা শ্রবণ করে; আখ্যাস্যতি—অন্যের উপকারের জন্য বর্ণনা করেন, অভিনন্দতি—ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের গুণগান করেন; চ—এবং; সর্বাঃ—সমস্ত; এব—নিশ্চিতভাবে; আশিশঃ—আশীর্বাদ; আত্মনঃ—নিজের জন্য; আশান্তে—প্রাপ্ত হন; ন—না; কাঞ্চন—কোন কিছু; পরতঃ—অন্য কারও কাছ থেকে; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

শ্রবণ ও কীর্তনে আগ্রহী ভক্তেরা নিম্নমিভাবে ভরত মহারাজের বিশুদ্ধ চরিত্র আলোচনা করেন এবং তাঁর কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেন। কেউ যদি বিনীতভাবে মঙ্গলময় মহারাজ ভরতের কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, তাহলে তাঁর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, ধন বৃদ্ধি হয়, যশ লাভ হয়, অন্যায়সে স্বর্গলোকে প্রাপ্তি হয় অথবা মোক্ষ লাভ হয়। মহারাজ ভরতের চরিত্র কেবল শ্রবণ এবং কীর্তন করার ফলে সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়। এইভাবে সমস্ত ঐহিক এবং পারমার্থিক বাসনা চরিতার্থ করা যায়। অন্যের কাছে সেগুলি প্রার্থনা করার আর কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ মহারাজ ভরতের জীবনচরিত্র কেবল অধ্যয়ন করার ফলে সমস্ত ইচ্ছিত বস্তু লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

এই চতুর্দশ অধ্যায়ে ভবটবীর সর্ঘস্কপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ভবটবী শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রবৃত্তি মার্গ। বশিক হচ্ছে জীবাত্মা, যে সংসাররূপ এই অরণ্যে এসে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। ছয় জন দস্যু হচ্ছে চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন। অসং নেতা হচ্ছে জড় বুদ্ধি। বুদ্ধির উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি, কিন্তু সংসার-বন্ধনের ফলে বুদ্ধি বিকৃত হয়ে জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অন্বেষণে যুক্ত হয়। সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, কিন্তু আমাদের বিকৃত মন এবং ইন্দ্রিয়ার প্রভাবে, আমরা ভগবানের সম্পত্তি অপহরণ করে আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য তার ব্যবহার করি। অরণ্যের বৃক এবং ব্যাঘ্র হচ্ছে আমাদের আত্মীয়-স্বজন, এবং লতা-গুল্ম হচ্ছে আমাদের জড় বাসনা।

পর্বতকন্দের আমাদের সুখময় বাসগৃহ, এবং মশক ও সর্প হচ্ছে আমাদের শত্রু। ইন্দুর, ক্যাপণ্ড এবং শকুনিরা হচ্ছে আমাদের সম্পদ অপহরণকারী বিভিন্ন প্রকার চোর, এবং গন্ধর্বপূর হচ্ছে আমাদের অলীক দেহ ও গৃহ। আলোয়া হচ্ছে স্বর্গের প্রতি আসক্তি, এবং আমাদের জড় বাসস্থান ও ধন-সম্পদ হচ্ছে আমাদের জড় সুখভোগের বিষয়সমূহ। ঘৃণিবিষ্মু হচ্ছে আমাদের স্বীয় প্রতি আকর্ষণ, এবং ধূলির ঝড় হচ্ছে মৈথুনের সময় অন্ধ কামনার অনুভূতি। দেবতার বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং ফিল্লি হচ্ছে আমাদের অনুপস্থিতিতে শত্রুদের দুর্বলতা। পেঁচা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের অপমান করে, এবং পুণ্যহীন বৃক্ষগুলি হচ্ছে পুণ্যহীন মানুষেরা। জলহীন নদী নাস্তিকদের প্রতীক, যারা ইহলোকে এবং পরলোকে কষ্ট পেরে। রাজকর্মচারীরা হচ্ছে মাংসাশী রাক্ষস, এবং জীবনের বাধা-বিপত্তিগুলি হচ্ছে কষ্টক। মৈথুনের ক্ষণস্থায়ী আনন্দ হচ্ছে পরস্পরী উপভোগের বাসনা, আর মাছগুলি হচ্ছে পতি, শওর, শাওড়ি আদি পরস্পরী অভিভাবকেরা। লতা হচ্ছে স্বীজাতি। সিংহ হচ্ছে কালচক্র, এবং বক, কাক শকুনি ইত্যাদি হচ্ছে ভণ্ড দেকতা, স্বামী, যোগী ও অবতার। এদের ক্রেশ নিবারণ করার কোন ক্ষমতা নেই। হংস হচ্ছে আদর্শ ব্রাহ্মণ, এবং বানর হচ্ছে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন পরায়ণ অসংযত শূদ্রেরা। সেই বানরদের বিচরণক্ষেত্র বৃক্ষগুলি হচ্ছে আমাদের গৃহ, এবং হস্তী হচ্ছে মৃত্যু। এইভাবে এই অধ্যায়ে জড় অস্তিত্বের সমস্ত উপাদানগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'সংসার সুখভোগের মহা অরণ্য' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের ভক্তিরেণু তাৎপর্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশধরদের মহিমা

এই অধ্যায়ে ভরত মহারাজের বংশধরদের এবং অন্যান্য রাজাদের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ ভরতের পুত্রের নাম সুমতি। তিনি স্বয়ংভদেব প্রদত্ত জীবদ্ভুতির মার্গ অনুসরণ করেছিলেন। কিছু মানুষ শান্তিব্রত সুমতিকে বৃদ্ধদেবের অবতার বলে মনে করেছিলেন। সুমতির পুত্র দেবভাজিৎ এবং তাঁর পুত্র দেবদ্যাম। দেবদ্যামের পুত্র পরমেষ্ঠী এবং তাঁর পুত্র প্রতীহ। প্রতীহ ছিলেন মহান বিষ্ণুভক্ত, এবং তাঁর তিন পুত্রের নাম যথাক্রমে প্রতিহর্তা, প্রত্যোতা এবং উদগাতা। প্রতিহর্তার দুই পুত্র অজ এবং ভূমা। ভূমার পুত্র উদগীথ এবং উদগীথের পুত্র প্রস্তাব। প্রস্তাবের পুত্র বিহু, বিহুর পুত্র পৃথুবেণ এবং পৃথুবেণের পুত্র নক্ত। নক্তের পত্নী ক্রুতির গর্ভে বিখ্যাত রাজর্ষি গয়ের জন্ম হয়। মহারাজ গয় ছিলেন বিষ্ণুর অংশ এবং বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির ফলে তিনি মহাপুরুষ উপাধি প্রাপ্ত হন। মহারাজ গয়ের পুত্রদের নাম ছিল চিত্রব্রত, সুমতি এবং অবরোধন। চিত্রব্রতের পুত্র মহারাজ সম্রাট, তাঁর পুত্র মরীচি এবং মরীচির পুত্র বিদু। বিদুর পুত্র মধু এবং মধুর পুত্র বীরব্রত। বীরব্রতের দুই পুত্র মধু ও প্রমথু, এবং মধুর পুত্র ভোবন। ভোবনের পুত্র দ্বষ্টা এবং দ্বষ্টার পুত্র বিরজ, যিনি তাঁর বংশকে উজ্জ্বল করেছিলেন। বিরজের একশত পুত্র এবং একটি কন্যা ছিল। তাদের মধ্যে শতজিৎ নামক পুত্রটি অত্যন্ত বিখ্যাত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ভরতস্যাম্বজঃ সুমতির্নামাভিহিতো যমু হ বাব কেচিং পাথণ্ডিন
ঋষভপদবীমনুবর্তমানং চানার্য্য অবদেসমান্নাতাং দেবতাং স্বমনীষ্যা
পাপীয়াস্যা কলৌ কল্পয়িষ্যতি ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোপামী বলতে লাগলেন; ভরতস্য—ভরত মহারাজের; আয়ুজঃ—পূত্র; সুমতিঃ নাম-অভিহিতঃ—সুমতি নামক; যমু—যাকৈ; উ হ বাব—বাস্তবিকপক্ষে; কেচিৎ—কোন; পাশ্বতিনঃ—বৈদিক জ্ঞানবিহীন নাস্তিক; স্বমভ-পদবীমু—মহারাজ স্বমভদেবের মার্গ; অনুবর্তমানমু—অনুসরণ করে; চ—এবং; অনার্থাঃ—অনার্থ (যারা নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক নির্দেশ পালন করে না); অবৈদ-সমাম্যাতামু—বেদে যার উল্লেখ নেই; দেবতামু—ভগবান বুদ্ধদেব অথবা বৌদ্ধ বিগ্রহের সমান; স্বমনীষয়া—তাদের স্বকপোলকল্পিত; পাপীয়স্যা—অত্যন্ত পাপী; কলৌ—কলিযুগে; কল্পয়িষ্যন্তি—কল্পনা করবে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোপামী বললেন—মহারাজ ভরতের পুত্র সুমতি স্বমভদেবের মার্গ অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু কতকগুলি পাশ্বতী তাঁকে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধদেব বলে কল্পনা করেছিল। এই সমস্ত দুর্জন যারা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক, তারা বৈদিক নির্দেশকে কল্পিত বলে মনে করে, এবং তাদের স্বকপোলকল্পিত মতবাদের দ্বারা তাদের কার্যকলাপের সমর্থন করে। এই সমস্ত পাপাচারী ব্যক্তির সুমতিকে বুদ্ধদেব বলে স্বীকার করে প্রচার করেছিল যে, সকলেরই কর্তব্য সুমতির পন্থা অনুসরণ করা। এইভাবে তারা মনোদ্বন্দ্বের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

যাঁরা আর্থ তাঁরা নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক নির্দেশ পালন করেন, কিন্তু এই কলিযুগে আর্থ-সমাজ নামক একটি সংস্থা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যারা পরম্পরার ধারায় বৈদিক জ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। এই সংস্থার নেতারা সমস্ত প্রামাণিক আচার্যদের নিন্দা করে এবং নিজেদের বৈদিক নিয়মের প্রকৃত অনুগামী বলে প্রচার করে। এই সমস্ত তথাকথিত আচার্যরা যারা বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করে না, তারা বর্তমানে আর্থ-সমাজ বা জৈন নামে পরিচিত। তারা কেবল বৈদিক নির্দেশই অস্বীকার করে না, অধিকন্তু ভগবান বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। সুমতির আচরণ অনুকরণ করে তারা নিজেদের স্বমভদেবের অনুগামী বলে দাবি করে। বৈষ্ণবেরা সাবধানতার সঙ্গে তাদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকেন, কারণ তারা বৈদিক মার্গ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, বেদৈশ সর্বৈরহমেব বেদাঃ—“বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে জানা।” সেটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ। যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সম্বন্ধে অবগত নয়, তাঁদের আর্থ বলে স্বীকার করা যায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার

ভগবান বুদ্ধদেব ভাগবত-ধর্ম প্রচার করার জন্য এক বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। যারা ছিল সম্পূর্ণরূপে নাস্তিক, তাদের কাছে তিনি প্রচার করেছিলেন। নাস্তিকেরা ভগবানকে চায় না, তাই বুদ্ধদেব প্রচার করেছিলেন যে ভগবান নেই, কিন্তু তাঁর অনুগামীদের মঙ্গলের জন্য তিনি এই বিশেষ উপায়টি অবলম্বন করেছিলেন। তাই, ভগবান সম্বন্ধে নীরব থেকে তিনি ছলনাপূর্বক নাস্তিকদের কাছে প্রচার করেছিলেন, যদিও তিনি ছিলেন স্বয়ং ভগবানের অবতার।

শ্লোক ২

তস্মাদ্ বুদ্ধসেনায়াং দেবতাজিহ্মাম পুত্রোহভবৎ ॥ ২ ॥

তস্মাদ্—সুমতি থেকে; বুদ্ধসেনায়াং—বুদ্ধসেনা নামক তাঁর পত্নীর গর্ভে; দেবতাজিহ্ম-নাম—দেবতাজিহ্ম নামক; পুত্রাঃ—একটি পুত্র; অভবৎ—জন্মগ্রহণ করেছিল।

অনুবাদ

বুদ্ধসেনা নামক পত্নীর গর্ভে সুমতির দেবতাজিহ্ম নামক একটি পুত্র উৎপন্ন হয়।

শ্লোক ৩

অথাসুর্য্যং তন্তনয়ো দেবদ্যুমন্ততো ধেনুমতাং সূতঃ পরমেষ্ঠী তস্য সুবর্চলায়াং প্রতীহ উপজাতঃ ॥ ৩ ॥

অথ—তারপর; আসুর্য্যম্—আসুরী নামক পত্নীর গর্ভে; তৎ-তনয়ঃ—দেবতাজিহ্ম-এর এক পুত্র; দেবদ্যুমন্—দেবদ্যুম্ন নামক; ততঃ—দেবদ্যুম্ন থেকে; ধেনুমতাম্—ধেনুমতী নামক দেবদ্যুম্নের পত্নীর গর্ভে; সূতঃ—একটি পুত্র; পরমেষ্ঠী—পরমেষ্ঠী নামক; তস্য—পরমেষ্ঠীর; সুবর্চলায়াং—সুবর্চলা নামক তাঁর পত্নীর গর্ভে; প্রতীহঃ—প্রতীহ নামক পুত্র; উপজাতঃ—উৎপন্ন হয়েছিল।

অনুবাদ

তারপর, দেবতাজিহ্মের পত্নী আসুরীর গর্ভে দেবদ্যুম্ন নামক এক পুত্র হয়। দেবদ্যুম্নের পত্নী ধেনুমতীর গর্ভে পরমেষ্ঠী নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পরমেষ্ঠীর সুবর্চলা নামী পত্নীর গর্ভে প্রতীহ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

শ্লোক ৪

য আত্মবিদ্যামাখ্যায় স্বয়ং সংশুদ্ধো মহাপুরুষমনুসম্মার ॥ ৪ ॥

যঃ—যিনি (মহারাজ প্রতীহ); আত্মবিদ্যাম্—আখ্যায়—বহু মানুষকে অধ্যাত্মবিদ্যা উপদেশ দেওয়ার পর; স্বয়ম্—স্বয়ং; সংশুদ্ধঃ—আত্মজ্ঞান লাভের প্রভাবে পবিত্র হয়ে এবং অত্যন্ত উন্নতি সাধন করে; মহাপুরুষম্—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; অনুসম্মার—যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সর্বদা স্মরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ প্রতীহ স্বয়ং আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রচার করেছিলেন। তার ফলে তিনি স্বয়ং বিশুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এক মহান ভক্তে পরিণত হয়ে সাক্ষাৎভাবে তাঁকে উপলব্ধি করেছিলেন।

তাৎপর্য

অনুসম্মার শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষ্ণভাবনা কোন কাল্পনিক বা মনোহর্ম-প্রসূত পন্থা নয়। শুদ্ধ এবং উন্নত ভক্ত ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। মহারাজ প্রতীহ তা করেছিলেন, এবং সাক্ষাৎভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে উপলব্ধি করার ফলে, তিনি আত্ম-উপলব্ধির জ্ঞান ব্যাখ্যা করে ভগবানের বাণীর প্রচারক হয়েছিলেন। ভগবান কখনও প্রকৃত প্রচারক হতে পারেন না। প্রচারকের সর্বপ্রথমে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হয়। ভগবদ্গীতার (৪/৩৪) প্রতিপন্ন হয়েছে, উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ—“যিনি তত্ত্বদর্শন করেছেন, তিনিই কেবল তত্ত্বজ্ঞান দান করতে পারেন।” তত্ত্বদর্শী শব্দটির অর্থ হচ্ছে যিনি পূর্ণরূপে ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন। এই প্রকার বাস্তি গুরু হতে পারেন এবং সারা পৃথিবী জুড়ে বৈষ্ণব দর্শন প্রচার করতে পারেন। প্রকৃত প্রচারক এবং গুরুর আদর্শ প্রতীক হচ্ছেন মহারাজ প্রতীহ।

শ্লোক ৫

প্রতীহাসুবর্তলায়াং প্রতিহর্ত্রাদয়স্ত্রয় আসন্নিক্যাকোবিদাঃ সুনবঃ প্রতিহর্তুঃ স্তত্যামজভূমানবজনিষাতাম্ ॥ ৫ ॥

প্রতীহাৎ—মহারাজ প্রতীহ থেকে; সুবর্তলায়াং—তার পত্নী সুবর্তলার গর্ভে; প্রতিহর্ত্র-আদয়ঃ ত্রয়ঃ—প্রতিহর্তা, প্রস্তোতা এবং উদ্গাতা নামক তিন পুত্র; আসন্—উৎপন্ন

হয়েছিল; ইজা-কোবিদাঃ—যাঁরা বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন; সুনবঃ—পুত্র; প্রতিহর্ত্রঃ—প্রতিহর্তা থেকে; স্তত্যাম্—স্ততী নামক পত্নীর গর্ভে; অজ-ভূমানৌ—অজ এবং ভূমা নামক দুই পুত্র; অজনিষাতাম্—জন্মগ্রহণ করেছিল।

অনুবাদ

সুবর্তলা নামী পত্নীর গর্ভে প্রতীহের প্রতিহর্তা, প্রস্তোতা এবং উদ্গাতা নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর এই তিন পুত্র বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। স্ততী নামক পত্নীর গর্ভে প্রতিহর্তার অজ এবং ভূমা নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ৬

ভূম্ন ঋষিকুল্যামুদগীথস্ততঃ প্রস্তাবো দেবকুল্যায়াম্ প্রস্তাবামিযুৎসায়াম্ হৃদয়জ আসীদ্বিভূবিভো রত্যাং চ পৃথুশেপস্তশ্মামস্ত আকৃতাং জাজ্ঞে নস্তাদ্ধ্রুতিপুত্রো গয়ো রাজর্ষিপ্রবর উদারশবা অজায়ত সাক্ষাৎগবতো বিষ্ণোর্জগন্ রিরক্ষিময়া গৃহীতসত্ত্বস্য কলাস্ববদ্বাদিলক্ষণেন মহাপুরুষতাং প্রাপ্তঃ ॥ ৬ ॥

ভূম্নঃ—মহারাজ ভূমা থেকে; ঋষিকুল্যায়াম্—ঋষিকুল্যা নামক পত্নীর গর্ভে; উদগীথঃ—উদগীথ নামক পুত্র; ততঃ—মহারাজ উদগীথ থেকে; প্রস্তাবঃ—প্রস্তাব নামক পুত্র; দেবকুল্যায়াম্—দেবকুল্যা নামক পত্নীর গর্ভে; প্রস্তাবাৎ—মহারাজ প্রস্তাব থেকে; নিযুৎসায়াম্—নিযুৎসা নামক পত্নীর গর্ভে; হৃদয়-জঃ—পুত্র; আসীৎ—উৎপন্ন হয়েছিল; বিভুঃ—বিভু নামক; বিভোঃ—রাজা বিভু থেকে; রত্যাং—রতী নামক তার পত্নীর গর্ভে; চ—ও; পৃথুশেপঃ—পৃথুশেপ নামক; তশ্মাৎ—রাজা পৃথুশেপ থেকে; নস্তাৎ—নস্ত নামক পুত্র; আকৃতাং—আকৃতা নামক পত্নীর গর্ভে; জাজ্ঞে—জন্মগ্রহণ করেছিল; নস্তাৎ—মহারাজ নস্ত থেকে; ধ্রুতি-পুত্রঃ—ধ্রুতির গর্ভে একটি পুত্র; গয়ঃ—মহারাজ গয় নামক; রাজর্ষি-প্রবরঃ—রাজর্ষিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; উদারশবাঃ—অত্যন্ত পুণ্যবান রাজারূপে বিখ্যাত; অজায়ত—জন্মগ্রহণ করেছিল; সাক্ষাৎ গবতঃ—স্বয়ং ভগবান; বিষ্ণোঃ—শ্রীবিষ্ণুর; জগৎ-রিরক্ষিময়া—সারা জগৎকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে; গৃহীত—গর্ভসংস্কার হয়েছিল; সত্ত্বস্য—শুদ্ধ সত্ত্বগুণে; কলা-স্ববদ্বাদি—সাক্ষাৎ ভগবানের অবতাররূপে; লক্ষণেন—লক্ষণের দ্বারা; মহাপুরুষতাম্—মানব-সমাজের নেতারূপ প্রধান (সমস্ত জীবের মহান নামক ঠিক শ্রীবিষ্ণুর মতো); প্রাপ্তঃ—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

ঋষিকুল্যা নামক পত্নীর গর্ভে মহারাজ ভূমার উদ্‌গীথ নামক পুত্রের জন্ম হয়। দেবকুল্যা নামক পত্নীর গর্ভে উদ্‌গীথের প্রভাব নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে, এবং নিম্বুসা নামক পত্নীর গর্ভে প্রভাবের বিভূ নামক একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রতী নামক পত্নীর গর্ভে বিভূর পৃথুষণ নামক পুত্রের জন্ম হয়। আকৃতী নামক পত্নীর গর্ভে পৃথুষণের নক্ত নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। নক্তের পত্নী ছিলেন ঋতি, এবং তাঁর গর্ভে মহারাজ গয় জন্মগ্রহণ করেন। গয় ছিলেন অত্যন্ত বিখ্যাত ও পুণ্যবান রাজা এবং তাই তিনি রাজর্ষিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বিষ্ণু এবং তাঁর অংশ-প্রকাশেরা যীরা ব্রহ্মাণ্ডের পালনকার্য করেন, তাঁরা সর্বদাই বিতুঙ্গ সত্ত্বে অবস্থিত। ভগবান বিষ্ণুর অবতার হওয়ার ফলে, মহারাজ গয়ও বিতুঙ্গ সত্ত্বে অবস্থিত ছিলেন। সেই জন্য মহারাজ গয় পূর্ণরূপে দিবা জ্ঞান সমন্বিত ছিলেন। তাই তাঁকে মহাপুরুষ বলা হত।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয় যে, ভগবানের অনেক অবতার রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ, এবং কেউ অংশের বিভিন্ন অংশ। ভগবানের সাক্ষাৎ অবতারকে বলা হয় অংশ বা স্বাংশ, এবং অংশের অংশকে বলা হয় কলা। কলার মধ্যে রয়েছে বিভিন্নাংশ জীব। তাদের জীবতন্ত্রের মধ্যে গণনা করা হয়। যীরা সাক্ষাৎ বিষ্ণু থেকে আসেন তাঁদের বলা হয় বিষ্ণুতত্ত্ব এবং তাঁদের কখনও মহাপুরুষ বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম মহাপুরুষ, এবং কখনও কখনও ভক্তদেরও মহাপুরুষ বলা হয়।

শ্লোক ৭

স বৈ স্বধর্মেন প্রজাপালন পোষণপ্রীণনোপলালনানুশাসনলক্ষণেন-
জ্যাদিনা চ ভগবতি মহাপুরুষে পরাবরে ব্রহ্মণি সর্বাঙ্গানাপিত্তপূরমার্ঘ-
লক্ষণেন ব্রহ্মবিচ্চরণানুসেবয়াপাদিতভগবন্ত্তিযোগেন চাতীক্লশঃ
পরিভাবিতাবিশুদ্ধমতিরূপরতানাঙ্ঘ্র্য আত্মনি স্বয়মুপলভ্যমান-
ব্রহ্মাঙ্গানুভবোহপি নিরতিমান এবাবনিমজ্জুপং ॥ ৭ ॥

সঃ—সেই মহারাজ গয়; বৈ—প্রকৃতপক্ষে; স্বধর্মেন—তাঁর কর্তব্য অনুসারে; প্রজা-
পালন—প্রজাপালন; পোষণ—পোষণ; প্রীণন—সর্বতোভাবে তাদের সুখী করা;

উপলালন—পূজবৎ লালন করা; অনুশাসন—তাদের ভুলের জন্য কখনও কখনও শাসন করা; লক্ষণেন—রাজার লক্ষণের দ্বারা; ইজ্যাদিনা—বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; চ—ও; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; মহাপুরুষে—পরম পুরুষ; পর-অবরে—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবের উৎস; ব্রহ্মণি—পরব্রহ্ম ভগবান বাসুদেবকে; সর্ব-আত্মনা—সর্বতোভাবে; অপিত্ত—শরণাগত; পরম-অর্থ-লক্ষণেন—পারমার্থিক লক্ষণের দ্বারা; ব্রহ্মবিৎ—আত্ম-তত্ত্ববোদ্ধা ভগবন্ত্তদের; চরণ-অনুসেবয়া—শ্রীপাদপদের সেবার দ্বারা; আপাদিত—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; ভগবৎ-ভক্তি-যোগেন—ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের দ্বারা; চ—ও; অতীক্লশঃ—নিরন্তর; পরিভাবিত—পরিমুত; অতি-শুদ্ধ-মতিঃ—যীর চেতনা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ (যিনি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন যে, দেহ এবং মন আত্মা থেকে ভিন্ন); উপরত-অনাঙ্ঘ্র্যো—যার দেহাঘ্রবুদ্ধি নিরন্তর হয়েছে; আত্মনি—আত্মায়; স্বয়ম্—স্বয়ং; উপলভ্যমান—উপলব্ধি লাভ করে; ব্রহ্ম-আত্ম-অনুভবঃ—ব্রহ্মরূপে যিনি নিজেকে উপলব্ধি করেন; অপি—যদিও; নিরতিমানঃ—অতিমানশূন্য; এব—এইভাবে; অবনিম্—সারা পৃথিবী; অজ্জুপং—বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কঠোরতা সহকারে শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ গয় তাঁর প্রজাদের পূর্ণরূপে সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন, যাতে সমাজের অবস্থিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পত্তি অপহরণ করতে না পারে। সমস্ত প্রজাদের যাতে কোন রকম খাদ্যাভাব না হয়, সেই জন্য তিনি সচেতন ছিলেন (তাকে বলা হয় পোষণ)। প্রজাদের আনন্দ বিধানের জন্য তিনি কখনও কখনও তাদের উপহার বিতরণ করতেন (একে বলা হয় প্রীণন)। তিনি কখনও কখনও প্রজাদের সভায় আহ্বান করে মধুর বাক্যের দ্বারা তাদের উৎসাহিত করতেন (একে বলা হয় উপলালন)। কিভাবে সর্বোচ্চ স্তরের নাগরিক হওয়া যায়, সেই স্বপক্ষে তিনি তাদের সদ্ব্যবহার দিতেন (তাকে বলা হয় অনুশাসন)। এই রকমই ছিল মহারাজ গয়ের রাজাচিহ্ন চরিত্র। আর তা ছাড়া রাজা গয় গৃহস্থরূপে গার্হস্থ্য জীবনের সমস্ত নিয়ম কঠোরতা সহকারে পালন করতেন। তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন এবং তিনি ছিলেন ভগবানের একনিষ্ঠ শুদ্ধ ভক্ত। তাঁকে মহাপুরুষ বলা হত, কারণ তিনি রাজারূপে তাঁর প্রজাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেন, এবং একজন গৃহস্থরূপে তিনি তাঁর সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করতেন যাতে চরমে তিনি ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত হতে পারেন। ভগবন্ত্তরূপে তিনি সর্বদা অন্য ভক্তদের

সম্মান প্রদর্শনে প্রস্তুত থাকতেন এবং ভক্তদের ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতেন। একে বলা হয় ভক্তিয়োগের পন্থা। তাঁর এই সমস্ত দিব্য কার্যাবলীর প্রভাবে মহারাজ পৃথু সর্বদা দেহান্ধবুদ্ধি থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ এবং তাই সর্বদা তিনি আনন্দময় ছিলেন। তিনি কখনও জড়-জাগতিক শোক অনুভব করেননি। যদিও তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ ছিলেন, তবুও তাঁর মধ্যে কোন রকম গর্ব ছিল না এবং তিনি রাজ্য শাসনের প্রতি আসক্ত ছিলেন না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনি সাধুদের পরিত্রাণ এবং অসুরদের বিনাশের জন্য (পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুহৃত্যাম্) এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। রাজা যেহেতু ভগবানের প্রতিনিধি, তাই কখনও কখনও তাঁকে নরদেব বলা হয়, অর্থাৎ মানুষদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন দেবতা। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, তাঁকে এই পার্বিব স্তরে ভগবানের মতো পূজা করা হয়। ভগবানের প্রতিনিধি রূপে রাজার কর্তব্য নাগরিকদের এমনভাবে পালন-পোষণ করা যাতে তাদের খাদ্য এবং সুরক্ষার জন্য কোন রকম ব্যয় না হয়, এবং তারা যাতে সব সময় অনন্দিত থাকে। রাজা তাদের কল্যাণের জন্য সবকিছু সরবরাহ করেন, এবং সেই জন্য রাজা কর ধার্য করেন। রাজা অথবা সরকার যদি নাগরিকদের উপর কর ধার্য করে অথচ তাদের প্রতিপালন না করে, তাহলে তারা প্রজাদের পাপের ভাগী হয়। কলিযুগে রাজতন্ত্র লুপ্ত হয়ে গেছে কারণ রাজারা কলিযুগের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। রামায়ণ থেকে জানা যায়, বিতীৰ্ণ যখন রামচন্দ্রের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছিলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, কোন কারণে যদি তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের শর্ত ভঙ্গ করেন, তাহলে তিনি কলিযুগে ব্রাহ্মণ অথবা রাজা হবেন। এইভাবে বিতীৰ্ণ ইঙ্গিত করেছিলেন যে, এই কলিযুগে ব্রাহ্মণ এবং রাজারা অত্যন্ত জঘন্য অবস্থায় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই যুগে কোন রাজা বা ব্রাহ্মণ নেই, এবং তাদের অভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে এবং সারা পৃথিবীর মানুষ নিয়ত দুর্ভাগ্যপ্রসূত হয়ে আছে। মহারাজ গয় ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন আদর্শ প্রতিনিধি, তাই তিনি মহাপুরুষ নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

তস্যেমাং গাথাং পাণ্ডবেয় পুরাবিদ উপগায়ন্তি ॥ ৮ ॥

তস্য—মহারাজ গয়ের; ইমাম্—এই সমস্ত; গাথাম্—মহিমা কীর্তনপত্রিকা কাব্য; পাণ্ডবেয়—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; পুরাবিদঃ—পুরাণের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে যারা অবগত; উপগায়ন্তি—গান করেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, পুরাণবদ্ পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দ্বারা মহারাজ গয়ের মহিমা কীর্তন করেন।

তাৎপর্য

মহান রাজাদের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বর্তমান শাসকদের কাছে আদর্শ দৃষ্টান্ত হতে পারে। বর্তমানে যারা পৃথিবী শাসন করছে, সেই সমস্ত শাসকদের মহারাজ গয়, মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহারাজ পৃথু প্রমুখ রাজাদের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা লাভ করা উচিত, যাতে তারা এমনভাবে প্রজাশাসন করতে পারে যার ফলে তাদের সমস্ত প্রজারা সুখী হতে পারে। বর্তমানে রাষ্ট্র-সরকার প্রজাদের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক উন্নতি সাধন না করে তাদের থেকে ক্রয় আদায় করছে। বেদে এই প্রকার আচরণ অনুমোদন করা হয়নি।

শ্লোক ৯

গয়ং নৃপঃ কঃ প্রতিযাতি কমভি-

যজ্ঞাভিমানী বহুবিক্রমগোপ্তা ।

সমাগতশ্চীঃ সদসম্পত্তিঃ সত্যং

সৎসেবকোহন্যো ভগবৎকলামুতে ॥ ৯ ॥

গয়ম্—মহারাজ গয়; নৃপঃ—রাজা; কঃ—কে; প্রতিযাতি—তুল্য; কমভিঃ—শাস্ত্রবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা; যজ্ঞা—সর্বপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা; অভিমানী—সারা বিশ্বে অত্যন্ত সম্মানিত; বহুবিক্রমঃ—বৈদিক শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত; ধর্ম-গোপ্তা—সকলের ধর্মরক্ষক; সমাগত-শ্চীঃ—সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য সম্বিষ্ট; সদস-পত্তিঃ—সত্যম্—মহান ব্যক্তিদের সভায় যিনি সভাপতি; সৎসেবকঃ—ভক্তদের সেবক; অন্যঃ—অন্য কেউ; ভগবৎকলাম্—ভগবানের কলা অবতার; ঋতে—বিনা।

অনুবাদ

মহারাজ গয় সর্বপ্রকার বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠান করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নে পারদর্শী। তিনি ধর্মরক্ষক এবং

সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য সমন্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সজ্জনদের নায়ক এবং ভক্তদের সেবক, এবং তিনি সর্বগুণে ওপাখিত ভগবানের কলা অবতার ছিলেন। তাই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে কে তাঁর সমকক্ষ হতে পারে?

শ্লোক ১০

যমভাষিঞ্চন পরমা মুদা সতীঃ

সত্যাশিষো দক্ষকন্যাঃ সরিষ্ঠিঃ ।

যস্য প্রজানাং দুদুহে ধরাশিষো

নিরাশিষো গুণবৎসনুতোধাঃ ॥ ১০ ॥

যম্—যাঁকে; অভাষিঞ্চন—অভিষেক করেছিলেন; পরমা—পরম; মুদা—হর্ষ সহকারে; সতীঃ—পতিব্রতা নারী; সত্য—সত্য; আশিষাঃ—যাঁদের আশীর্বাদ; দক্ষকন্যাঃ—মহারাজ দক্ষের কন্যা; সরিষ্ঠিঃ—পবিত্র জলের দ্বারা; যস্য—যাঁর; প্রজানাং—প্রজাদের; দুদুহে—পূর্ণ করেছিলেন; ধরা—পৃথিবী; আশিষাঃ—সমস্ত বাসনার; নিরাশিষাঃ—যদিও তাঁর নিজের কোন বাসনা ছিল না; গুণবৎসনুত—উধাঃ—মহারাজ গয়ের প্রজা পালনাদি গুণাবলী দর্শন করে, গাভীসদৃশ পৃথিবীর স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হত।

অনুবাদ

মহারাজ দক্ষের শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি সাধকী কন্যারা, যাঁদের আশীর্বাদ অস্বার্থ, তাঁরা পবিত্র জল দিয়ে মহারাজ গয়ের অভিষেক করেছিলেন। পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ করে সেখানে এসেছিলেন এবং মহারাজ গয়ের সমস্ত সদ্গুণ দর্শন করে যেন তিনি তাঁর বৎসকে দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর স্তন থেকে তখন দুগ্ধ ক্ষরিত হয়েছিল। অর্থাৎ, মহারাজ গয় পৃথিবী থেকে সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ করে তাঁর প্রজাদের বাসনা চরিতার্থ করতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের কোন বাসনা ছিল না।

তাৎপর্য

মহারাজ গয়ের দ্বারা শাসিত পৃথিবীকে একটি গাভীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং যে সমস্ত সদ্গুণের দ্বারা তিনি প্রজাপালন করেছিলেন, সেগুলিকে বৎসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বৎসের উপস্থিতিতে গাভী দুগ্ধ দান করে; তেমনিই গোকর্ণী পৃথিবী মহারাজ গয়ের সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করেছিলেন, যিনি তাঁর

প্রজাদের কল্যাণ সাধনের জন্য সমস্ত সম্পদের সম্ভাবহার করতে পারতেন। তা সম্ভব হয়েছিল কারণ দক্ষের সাধকী কন্যারা পবিত্র জলের দ্বারা তাঁর অভিষেক করেছিলেন। রাজা অথবা শাসক যিনি উচ্চতর অধিকারীদের দ্বারা আশীর্বাদ পুষ্ট না হন, তাহলে তিনি সন্তোষজনকভাবে প্রজাপালন করতে পারেন না। শাসকদের সদ্গুণের মাধ্যমেই প্রজারা সুখী হয় এবং সুযোগ্য হয়।

শ্লোক ১১

ছন্দাস্যাকামস্য চ যস্য কামান্

দুদুহরাজহুরথো বলিং নৃপাঃ ।

প্রত্যক্ষিতা যুধি ধর্মণে বিপ্রা

যদাশিষাং যষ্ঠমশেং পরেতা ॥ ১১ ॥

ছন্দাসি—বেদের সমস্ত অঙ্গ; অকামস্য—যাঁর নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কোন বাসনা নেই; চ—ও; যস্য—যাঁর; কামান্—সমস্ত কাম্য বস্তুর; দুদুহ—দোহন করেছিলেন; আজহুঃ—প্রদান করেছিলেন; অথো—এইভাবে; বলিম্—উপহার; নৃপাঃ—সমস্ত রাজারা; প্রত্যক্ষিতাঃ—তাঁর বিপক্ষে যুদ্ধ করে সন্তুষ্ট হয়ে; যুধি—যুদ্ধে; ধর্মণে—ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা; বিপ্রাঃ—সমস্ত ব্রাহ্মণেরা; যদা—যখন; আশিষাম্—আশীর্বাদে; যষ্ঠম্—এক-ষষ্ঠাংশে; পরেতা—পরবর্তী জীবনে।

অনুবাদ

যদিও মহারাজ গয়ের নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কোন বাসনা ছিল না, তবুও বৈদিক শাস্ত্রবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের ফলে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হত। অন্য যে সমস্ত রাজারা মহারাজ গয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা সকলে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই ধর্মযুদ্ধে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা তাঁকে বহুবিধ উপহার প্রদান করতেন। তেমনি, তাঁর রাজ্যের সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁর উদার দানের ফলে পরম সন্তুষ্ট ছিলেন। তার ফলে ব্রাহ্মণেরা তাঁদের পুণ্যকর্মের এক-ষষ্ঠাংশে পরলোকে উপভোগের জন্য মহারাজ গয়কে দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

একজন ক্ষত্রিয় রাজ্যরূপে মহারাজ গয়কে কখনও কখনও তাঁর সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য তাঁর অধীনস্থ রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হত, কিন্তু সেই সমস্ত অধীনস্থ রাজারা কখনও তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হননি, কারণ তাঁরা জানতেন যে, মহারাজ গয়

ধর্মের নিয়ম বজায় রাখার জন্য যুদ্ধ করতেন। তার ফলে তাঁরা তাঁর অধীনতা স্বীকার করে তাঁকে নানা প্রকার উপহার প্রদান করেছিলেন। তেমনই, বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণেরা তাঁর প্রতি এতই প্রসন্ন ছিলেন যে, তাঁরা তাঁর পরলোকের মঙ্গলের জন্য তাঁকে তাঁদের পুণ্যকর্মের এক-ষষ্ঠাংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করেছিলেন। এইভাবে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা সকলেই মহারাজ গয়ের প্রতি তাঁর উপযুক্ত শাসন ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, মহারাজ গয় যুদ্ধ করে ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন এবং দানের দ্বারা ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করেছিলেন। বৈশ্যদেরও সদয় বাচন এবং স্নেহপূর্ণ আচরণের দ্বারা প্রসন্নতা বিধান করা হয়েছিল, এবং নিরন্তর যজ্ঞ করার ফলে প্রচুর উপাদেয় আহার ও দানের দ্বারা শূদ্রদের প্রসন্নতা বিধান করা হয়েছিল। এইভাবে মহারাজ গয় তাঁর সমস্ত প্রজাদের অত্যন্ত সন্তুষ্ট রেখেছিলেন। যখন ব্রাহ্মণ এবং সাধু মহাদেবদের সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তখন সম্মান প্রদর্শনকারী এবং সেবাকারী ব্যক্তিরাও তাঁদের পুণ্যকর্মের অংশীদার হন। তাই ভগবদ্গীতায় (৪/৩৪) বলা হয়েছে, তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিগ্রহেন সেবয়া—বিনীতভাবে সৎওক্তর শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করতে হয়।

শ্লোক ১২

যস্যাদ্বধরে ভগবানধ্বরাষ্ট্রা

মধোনি মাদ্যত্বুরুসোমপীথে ।

শ্রদ্ধাবিশুদ্ধাচলভক্তিয়োগ-

সমর্পিতেজ্যাক্ষলমাজহার ॥ ১২ ॥

যস্য—যাঁর (মহারাজ গয়ের); অধ্বরে—তাঁর বিভিন্ন যজ্ঞে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অধ্বর-আত্মা—সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোতা যজ্ঞপুরুষ; মধোনি—দেবরাজ ইন্দ্র যখন; মাদ্যতি—মদ্যক্ত হন; উরু—অত্যন্ত; সোম-পীথে—সোমরস পান করে; শ্রদ্ধা—ভক্তির দ্বারা; বিশুদ্ধা—শুদ্ধ; অচল—এবং অবিচলিত; ভক্তি-যোগ—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; সমর্পিত—নিবেদিত; ইজ্য—পূজার; ফলম্—ফল; মাজহার—স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ গয়ের যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণে সোমরস পান হত এবং ইন্দ্র সেই যজ্ঞে এসে প্রচুর পরিমাণে সোমপান করে মত্ত হতেন। যজ্ঞপুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুও

সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হয়ে বিতুচ্ছ ভক্তিব্যোগ সহকারে সমর্পিত যজ্ঞের ফল গ্রহণ করতেন।

তাৎপর্য

মহারাজ গয় এতই পুণ্যবান ছিলেন যে, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র প্রমুখ সমস্ত দেবতাদের সন্তুষ্ট করেছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং যজ্ঞের নৈবেদ্য গ্রহণ করার জন্য সেই যজ্ঞস্থলে আসতেন। মহারাজ গয় না চাইলেও সমস্ত দেবতা এবং স্বয়ং ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

যৎপ্রীণনাবহিষি দেবতীর্থঙ্-

মনুষ্যবীরুত্বমাবিরিধ্যাৎ ।

প্রীয়েত সদাঃ স হ বিশ্বজীবঃ

প্রীতঃ স্বয়ং প্রীতিমগাদ্গয়স্য ॥ ১৩ ॥

যৎপ্রীণন—ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করার ফলে; বহিষি—যজ্ঞস্থলে; দেব-তীর্থঙ্—দেবতা এবং পণ্ড; মনুষ্য—মানব-সমাজ; বীরুত্ব—গাছপালা; তৃণম্—তৃণ; আবিরিধ্যাৎ—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে; প্রীয়েত—প্রসন্ন হয়েছিলেন; সদাঃ—তৎক্ষণাৎ; সঃ—সেই পরমেশ্বর ভগবান; হ—প্রকৃতপক্ষে; বিশ্ব-জীবঃ—যিনি সমগ্র জগতের সমস্ত জীবদের পালন করেন; প্রীতঃ—যদিও তিনি স্বাভাবিকভাবেই সন্তুষ্ট; স্বয়ম্—স্বয়ং; প্রীতিম্—সংযোগ; অগাৎ—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; গয়স্য—মহারাজ গয়ের।

অনুবাদ

ভগবান যখন কারও কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হন, তখন আপনি থেকেই সমস্ত দেবতা, মানুষ, পণ্ড, পক্ষী, লতা, গুল্ম, তৃণ আদি এবং ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সমগ্র জগতের জীবদের সন্তোষ উপার্জনিত হয়। সকলের অন্তর্গামী পরমেশ্বর ভগবান স্বাভাবিকভাবেই পরম সন্তুষ্ট। কিন্তু তিনিও মহারাজ গয়ের যজ্ঞক্ষেত্রে এসে বলেছিলেন, “আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।”

তাৎপর্য

এখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে মানুষ দেবতা এবং জীব নির্বিশেষে সকলকেই সন্তুষ্ট করতে পারে। কেউ

যদি গাছের পোড়ার জল ঢালে, তবে সমস্ত শাখা-প্রশাখা, পুষ্প-পত্রব পুষ্টি লাভ করে। যদিও ভগবান আশ্রয়াম, তবুও মহারাজ গয়ের ব্যবহারে তিনি এমনই সমস্ত হয়েছিলেন যে, তিনি স্বয়ং যজ্ঞক্ষেত্রে আবির্ভূত হন এবং বলেন, “আমি সম্পূর্ণ সমস্ত।” মহারাজ গয়ের সমতুল্য কে হতে পারে?

শ্লোক ১৪-১৫

গয়াদ্গয়ন্ত্যাং চিত্ররথঃ সুগতিরবরোধন ইতি ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুশ্চিত্ররথা-
দুর্গায়াং সশাভজনিষ্ট ॥ ১৪ ॥ তত উৎকলায়াং মরীচিমরীচে বিন্দুমত্যাং
বিন্দুমানুদপদ্যত তস্মাৎ সরঘায়াং মধুর্নামাভবগাধোঃ সুমনসি বীরব্রতন্ততো
ভোজায়াং মধুপ্রমদু জজ্ঞাতে মদ্যোঃ সত্যায়াম্ ভৌবনন্ততো দুষণায়াম্
দ্বষ্টাজনিষ্ট দ্বষ্টবিরোচনায়াম্ বিরজো বিরজস্য শতজিৎপ্রবরং পুত্রশতং
কন্যা চ বিষ্ণ্যাং কিল জাতম্ ॥ ১৫ ॥

গয়াং—মহারাজ গয় থেকে; গয়ন্ত্যাম্—গয়ন্তী নামক তাঁর পত্নীর গর্ভে; চিত্র-
রথঃ—চিত্ররথ নামক; সুগতিঃ—সুগতি নামক; অবরোধনঃ—অবরোধন নামক;
ইতি—এই প্রকার; ত্রয়ঃ—তিন; পুত্রাঃ—পুত্র; বভূবুঃ—জন্মগ্রহণ করেছিল;
চিত্ররথাং—চিত্ররথ থেকে; উর্গায়াং—উর্গা নামক পত্নীর গর্ভে; সশাভি—সশাভি
নামক; অজনিষ্ট—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; ততঃ—তাঁর থেকে; উৎকলায়াং—উৎকলা
নামক পত্নীর গর্ভে; মরীচিঃ—মরীচি নামক; মরীচেঃ—মরীচি থেকে; বিন্দুমত্যাং—
তাঁর পত্নী বিন্দুমতীর গর্ভে; বিন্দুঃ—বিন্দু নামক পুত্র; আনুদপদ্যত—জন্মগ্রহণ
করেছিল; তস্মাৎ—তাঁর থেকে; সরঘায়াং—তাঁর পত্নী সরঘার গর্ভে; মধুঃ—মধু;
নাম—নামক; অভবৎ—জন্মগ্রহণ করেছিল; মদ্যোঃ—মধু থেকে; সুমনসি—তাঁর
পত্নী সুমনার গর্ভে; বীরব্রতঃ—বীরব্রত নামক এক পুত্র; ততঃ—বীরব্রত থেকে;
ভোজায়াং—ভোজা নামক তাঁর পত্নীর গর্ভে; মধুপ্রমদুঃ—মধু এবং প্রমদু নামক
দুই পুত্র; জজ্ঞাতে—জন্মগ্রহণ করেছিল; মদ্যোঃ—মধু থেকে; সত্যায়াম্—তাঁর পত্নী
সত্যার গর্ভে; ভৌবনঃ—ভৌবন নামক এক পুত্র; ততঃ—তাঁর থেকে; দুষণায়াম্—
তাঁর পত্নী দুষণার গর্ভে; দ্বষ্টাঃ—দ্বষ্টা নামক এক পুত্র; অজনিষ্ট—জন্মগ্রহণ করেছিল;
দ্বষ্টাঃ—দ্বষ্টা থেকে; বিরোচনায়াম্—বিরোচনা নামক পত্নীর গর্ভে; বিরজঃ—বিরজ
নামক পুত্র; বিরজস্য—মহারাজ বিরজের; শতজিৎপ্রবরং—শতজিৎ প্রমুখ; পুত্র-
শতম্—একশত পুত্র; কন্যা—এক কন্যা; চ—ও; বিষ্ণ্যাং—তাঁর পত্নী বিষ্ণীর
গর্ভে; কিল—বাস্তবিকপক্ষে; জাতম্—জন্মগ্রহণ করেছিল।

অনুবাদ

গয়ন্তীর গর্ভে মহারাজ গয়ের তিন পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল, যাদের নাম ছিল—
চিত্ররথ, সুগতি এবং অবরোধন। চিত্ররথ তাঁর পত্নী উর্গার গর্ভে সশাভি নামক
এক পুত্র প্রাপ্ত হন। তাঁর পত্নী উৎকলার গর্ভে সশাভির মরীচি নামক এক পুত্র
উৎপন্ন হয়। মরীচি তাঁর পত্নী বিন্দুমতীর গর্ভে বিন্দু নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন।
বিন্দুর পত্নী সরঘার গর্ভে মধু নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মধু তাঁর পত্নী
সুমনার গর্ভে বীরব্রত নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। বীরব্রতের পত্নী ভোজার গর্ভে
মধু এবং প্রমদু নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মধুর পত্নী সত্যার গর্ভে ভৌবন
নামক এক পুত্র হয় এবং ভৌবন তাঁর পত্নী দুষণার গর্ভে দ্বষ্টা নামক এক পুত্র
সন্তান লাভ করেন। দ্বষ্টা তাঁর পত্নী বিরোচনার গর্ভে বিরজ নামক এক পুত্র
সন্তান প্রাপ্ত হন। বিরজের পত্নী ছিলেন বিষ্ণী, এবং তাঁর গর্ভে বিরজের শতজিৎ
প্রমুখ এক শত পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

শ্লোক ১৬

তত্রায় শ্লোকঃ—

প্রৈয়ব্রতং বংশমিমং বিরজশ্চরমোদ্ভবঃ ।

অকরোদভ্যলং কীর্ত্যা বিষ্ণুঃ সুরগণং যথা ॥ ১৬ ॥

তত্র—সেই সূত্রে; অয়ম্ শ্লোকঃ—একটি বিখ্যাত শ্লোক রয়েছে; প্রৈয়ব্রতম্—
মহারাজ প্রিয়ব্রত থেকে আসছে; বংশম্—বংশ; ইমম্—এই; বিরজঃ—মহারাজ
বিরজ; চরম-উদ্ভবঃ—এক শত পুত্র (যাদের মধ্যে শতজিৎ ছিলেন প্রধান);
অকরোৎ—অলঙ্ঘ্য করেছিলেন; অতি-অলম্—অত্যন্ত; কীর্ত্যা—তাঁর কীর্তির
প্রভাবে; বিষ্ণুঃ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; সুরগণম্—দেবতারা; যথা—যেমন।

অনুবাদ

মহারাজ বিরজ সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত শ্লোক রয়েছে—“ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেমন
তাঁর দিব্য প্রভাবের দ্বারা দেবতাদের অলঙ্ঘ্য করেন, ঠিক তেমনই মহারাজ বিরজ
তাঁর মহৎ গুণাবলী এবং বিপুল যশোরশির দ্বারা প্রিয়ব্রতের বংশকে ভূষিত
করেছিলেন।”

তাৎপর্য

বাগানে ফুলের গাছ তার সুগন্ধি ফুলের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করে। তেমনই কোন বংশে কেউ যদি প্রসিদ্ধ হয়, তাহলে সুগন্ধি পুষ্পের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়। তার জন্য সমগ্র বংশ বিখ্যাত হয়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই যদুবংশ এবং যাদবেরা চিরকালের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন। মহারাজ বিরজের আবির্ভাবের ফলে, মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশও চিরকালের জন্য প্রসিদ্ধ হয়েছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশধরদের বর্ণনা' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।

ষোড়শ অধ্যায়

জম্বুদ্বীপের বর্ণনা

মহারাজ প্রিয়ব্রত এবং তাঁর বংশধরদের চরিত্র বর্ণনা করার সময়, শুকদেব গোমামী মেরু পর্বত এবং ভূমণ্ডলের বর্ণনাও করেছেন। ভূমণ্ডল একটি পদ্মের মতো এবং তার সাতটি দ্বীপ যেন সেই পদ্মের কোষ। জম্বুদ্বীপ সেই কোষের মধ্যভাগে অবস্থিত। জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থলে রয়েছে সুমেরু সুমেরু পর্বত। তার উচ্চতা ৮৪,০০০ যোজন, তার মধ্যে ১৬,০০০ যোজন মাটির নিচে রয়েছে। তার বিস্তার উপরিভাগে ৩২,০০০ যোজন এবং পাদদেশে ১৬,০০০ যোজন। এক যোজন প্রায় আট মাইল। শৈলরাজ সুমেরু পৃথিবীর অবলম্বন।

ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণে রয়েছে হিমবান, হেমকূট এবং নিষধ নামক পর্বত, এবং উত্তর দিকে রয়েছে নীল, শ্বেত এবং শৃঙ্গ নামক পর্বত। তেমনই, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে রয়েছে যথাক্রমে মাল্যবান এবং গন্ধমাদান নামক দুটি বিশাল পর্বত। সুমেরু পর্বতের চতুর্দিকে রয়েছে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্ব ও কুমুদ নামক চারটি পর্বত। তাদের প্রত্যেকের বিস্তার ১০,০০০ যোজন এবং উচ্চতা ১০,০০০ যোজন। এই চারটি পর্বতে ১,১০০ যোজন উঁচু একটি আম গাছ, একটি জাম গাছ, একটি কদম্ব গাছ এবং একটি ঝট গাছ রয়েছে। সেখানে দুধ, মধু, ইক্ষুরস এবং শুদ্ধ জলপূর্ণ চারটি হ্রদ রয়েছে। এই হ্রদগুলি সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারে। সেখানে নন্দন, চিত্ররথ, বৈভাজক এবং সর্বতোভদ্র নামক চারটি উদ্যান রয়েছে। সুপার্ব পর্বতের পাশে যে কদম্ব বৃক্ষটি রয়েছে, তার কেটির থেকে মধুধারা নিঃসৃত হচ্ছে, এবং কুমুদ পর্বতে শতবল্লী নামে যে বটবৃক্ষটি রয়েছে, তার মূল থেকে দধি, দুগ্ধ আদি অভিলষিত দ্রব্য উৎপাদনকারী কতকগুলি নদী প্রবাহিত হয়েছে। সুমেরু পর্বতের চতুর্দিকে পদ্মের কেশরের মতো কুরঙ্গ, কুরর, কুমুদ, বৈকুণ্ঠ, ত্রিকূট প্রভৃতি কুড়িটি পর্বত রয়েছে। সুমেরুর পূর্বদিকে রয়েছে জঠর ও দেবকূট নামক দুটি পর্বত, পশ্চিম দিকে রয়েছে পবন ও পারিষাত্য নামক পর্বত, দক্ষিণ দিকে কৈলাস ও করবীর নামক পর্বত, এবং উত্তর দিকে ত্রিশূঙ্গ ও মকর নামক পর্বত। এই আটটি পর্বত ১৮,০০০ যোজন দীর্ঘ, ২,০০০ যোজন বিস্তৃত এবং ২,০০০ যোজন উন্নত। এই সুমেরু পর্বতের উপরিভাগে রয়েছে ব্রহ্মার আবাসস্থল ব্রহ্মপুত্রী।

তার চারদিক ১০,০০০ যোজন দীর্ঘ। ব্রহ্মপুরীর চারদিকে রয়েছে দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্য সাতজন দেবতাদের নগরী। তাদের পরিমাণ ব্রহ্মপুরীর পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ।

শ্লোক ১

রাজোবাচ

উক্তস্ত্বয়া ভূমণ্ডলায়ামবিশেষো যাবদাদিত্যন্তপতি যত্র চাসৌ জ্যোতিষাং
গণৈশ্চন্দ্রমা বা সহ দৃশ্যতে ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; উক্তঃ—পূর্বেই বলা হয়েছে, ভূয়া—
আপনার দ্বারা; ভূমণ্ডল—ভূমণ্ডল; আয়াম-বিশেষঃ—বিশেষ দৈর্ঘ্য এবং পরিধি;
যাবৎ—যতদূর পর্যন্ত; আদিত্যঃ—সূর্য; তপতি—তাপ প্রদান করে; যত্র—যেখানে;
চ—ও; অসৌ—তা; জ্যোতিষাম্—জ্যোতিষ; গণৈঃ—মণ্ডলীর; চন্দ্রমা—চন্দ্র; বা—
অথবা; সহ—সঙ্গে; দৃশ্যতে—দেখা যায়।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোশ্বামীকে বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আপনি পূর্বেই বলেছেন যে যতদূর পর্যন্ত সূর্যদেব তাপ ও আলোক প্রদান করে এবং চন্দ্র ও অন্যান্য জ্যোতিষদের দেখা যায়, ততদূর পর্যন্ত ভূমণ্ডলের বিস্তার।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্যের কিরণ যতদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়, ততদূর পর্যন্ত ভূমণ্ডলের বিস্তার। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে সূর্যের কিরণ ৯,৩০,০০,০০০ মাইল দূর থেকে পৃথিবীতে আসছে। আমরা যদি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের তথ্য অনুসারে গণনা করি, তাহলে ভূমণ্ডলের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ৯,৩০,০০,০০০ মাইল। গায়ত্রী মন্ত্রে আমরা জপ করি ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ । ভূঃ শব্দটি ভূমণ্ডলকে ইঙ্গিত করে। তৎ সবিভূবরৈণ্যম্—সূর্যকিরণ সমগ্র ভূমণ্ডল জুড়ে বিস্তৃত। তাই সূর্য বরণ্য বা পূজনীয়। আধুনিক জ্যোতির্বিদদের মতে নক্ষত্রগুলি হচ্ছে এক-একটি সূর্য, কিন্তু তাদের এই ধারণাটি ভুল। ভগবদ্গীতা (১০/২১) থেকে আমরা জানতে পারি যে, নক্ষত্রগুলি হচ্ছে চন্দ্রের মতো (নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী)। নক্ষত্রগুলি চন্দ্রের মতো সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করে। গ্রহসমূহের হিতি সম্বন্ধে আধুনিক মানুষ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, শ্রীমদ্ভাগবত রচনার বহু পূর্বে আকাশ এবং বিভিন্ন গ্রহ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেক বেশি ছিল।

শুকদেব গোশ্বামী বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করেছেন তা ইঙ্গিত করে যে, শুকদেব গোশ্বামী যখন পরীক্ষিৎ মহারাজকে সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করছিলেন, তার বহু পূর্বে সেই সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ছিল। বৈদিক যুগের স্বমিদের কাছে বিভিন্ন গ্রহের হিতি অজ্ঞাত ছিল না।

শ্লোক ২

তত্রাপি প্রিয়ব্রতরথচরণপরিখাতিঃ সপ্তভিঃ সপ্ত সিদ্ধব উপকুপ্তা যত
এতস্যাঃ সপ্তদ্বীপবিশেষবিকল্পস্ত্বয়া ভগবন্ খলু সূচিত এতদেবাবিলমহং
মানতো লক্ষণতশ্চ সর্বং বিজিজ্ঞাসামি ॥ ২ ॥

তত্র অপি—সেই ভূমণ্ডলে; প্রিয়ব্রত-রথচরণ-পরিখাতিঃ—সূর্যের পিছনে সুমেরু পর্বত পরিক্রমা করার সময়, মহারাজ প্রিয়ব্রতের রথের চাকার দ্বারা যে পরিখার সৃষ্টি হয়েছিল তার দ্বারা; সপ্তভিঃ—সাতটি; সপ্ত—সাত; সিদ্ধবঃ—সমুদ্র; উপকুপ্তাঃ—সৃষ্টি হয়েছিল; যতঃ—যার ফলে; এতস্যাঃ—এই ভূমণ্ডলে; সপ্তদ্বীপ—সপ্ত দ্বীপের; বিশেষ-বিকল্পঃ—বিশেষ রচনা; ভূয়া—আপনার দ্বারা; ভগবন্—হে মহাশয়; খলু—বাস্তবিকপক্ষে; সূচিতঃ—বর্ণিত হয়েছে; এতৎ—এই; এব—নিশ্চিতভাবে; অবিলম্—সমস্ত বিষয়ে; অহম্—আমি; মানতঃ—পরিমাপের পরিপ্রেক্ষিতে; লক্ষণতঃ—এবং লক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে; চ—ও; সর্বম্—সবকিছু; বিজিজ্ঞাসামি—জানতে ইচ্ছা করি।

অনুবাদ

হে ভগবান, মহারাজ প্রিয়ব্রতের রথচক্রে যে সাতটি পরিখার সৃষ্টি হয়েছিল, তার দ্বারা সপ্ত সমুদ্র রচিত হয়েছে। এই সাতটি সমুদ্রের ফলে ভূমণ্ডল সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত হয়েছে। আপনি সাধারণভাবে সেগুলির মাপ, নাম এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এখন আমি বিস্তারিতভাবে সেই সম্বন্ধে জানতে চাই। দয়া করে আপনি আমার সেই বাসনা পূর্ণ করুন।

শ্লোক ৩

ভগবতো গুণময়ে স্থূলরূপ আবেশিতং মনো হ্যগুণেহপি সূক্ষ্মতম
আত্মজ্যোতিষি পরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসদেবাখ্যে ক্ষমমাবেশিতুং তদু
হৈতদ্ গুরোহর্হস্যানুবর্ণয়িতুমিতি ॥ ৩ ॥

ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; গুণ-ময়ে—ত্রিগুণময়ী বাহ্যরূপে; স্থূল-রূপে—স্থূল
রূপ; আবেশিতম্—প্রবিশ্ত; মনঃ—মন; হি—বাস্তবিকপক্ষে; অগুণে—চিয়য়; অপি—
যদিও; সূক্ষ্মতমে—অণুতমী পরমায়া রূপে; আনু-জ্যোতিষি—যিনি ব্রহ্মজ্যোতির
দ্বারা জ্যোতির্ময়; পরে—পরম; ব্রহ্মসি—চিয়য় সত্তা; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবান;
বাসুদেব-আখ্যে—বাসুদেব নামক; ক্ষমম্—উপযুক্ত; আবেশিতম্—নিবিশ্ত হতে;
তৎ—তা; উ হ—প্রকৃতপক্ষে; এতৎ—এই; গুরো—হে গুরুদেব; অর্হসি
অনুবর্ণয়িতুম্—দয়া করে বর্ণনা করুন; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

মন যখন ভগবানের গুণময় স্থূল স্বরূপে, অর্থাৎ বিরাট রূপে নিবিশ্ত হয়, তখন
তা বিতুচ্ছ সত্ত্বের স্থিতি প্রাপ্ত হয়। সেই চিন্ময় স্থিতিতে ভগবান বাসুদেবকে
হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যিনি তাঁর সূক্ষ্ম স্বরূপে স্বয়ং প্রকাশ এবং গুণাভীত। হে
গুরুদেব, দয়া করে আপনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন কিভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড
ব্যাপ্ত সেই রূপ দর্শন করা যায়।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজকে তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোপাশ্রমী পূর্বই উপদেশ দিয়েছেন
ভগবানের বিরাট রূপের ধ্যান করার, এবং তাই তাঁর গুরুদেবের উপদেশ অনুসারে
তিনি নিরন্তর সেই রূপের কথাই মনন করেছিলেন। ভগবানের বিরাট রূপ অবশ্যই
জড়, কিন্তু যেহেতু সবকিছুই ভগবানের শক্তির বিস্তার, তাই চরমে কোন কিছুই
জড় নয়। তাই পরীক্ষিৎ মহারাজের মন চিন্ময় চেতনায় আশ্রিত ছিল। শ্রীল
রূপ গোপাশ্রমী বলেছেন—

প্রাণাঙ্কিতয়া বুদ্ধা হরিসম্বন্ধিবক্তনঃ ।

মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং যদু কথ্যতে ॥

সবকিছুই এমনকি জড় বস্তুও ভগবানের সঙ্গে যুক্ত। অতএব সবকিছু ভগবানের
সেবার নিযুক্ত করা উচিত। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটির অনুবাদ
করে বলেছেন—

হরিসেবার যাঁহা হয় অনুকূল ।

বিষয় বলিয়া তাহার ত্যাগে হয় চুল ॥

এমনকি ইন্দ্রিয়গুলিও পবিত্র হলে চিন্ময় হয়ে ওঠে। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন
ভগবানের বিরাট রূপের কথা চিন্তা করছিলেন, তখন তাঁর মন অবশ্যই চিন্ময় সত্ত্বের

অবস্থিত ছিল। তাই ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানার ইচ্ছা না থাকলেও
তিনি ভগবানের সম্পর্কে সেই বিষয়ে চিন্তা করছিলেন, এবং তাই এই প্রকার
ভৌগোলিক জ্ঞান জড়-জগতিক ছিল না, তা ছিল চিন্ময়। শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র
(১/৫/২০) নারদ মুনি বলেছেন, ইদং হি বিশ্বং ভগবান্ ইবেতরঃ—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড
আপাতদৃষ্টিতে ভগবান থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা ভগবানেরই। তাই যদিও
পরীক্ষিৎ মহারাজের এই ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কল্পীয় ভৌগোলিক জ্ঞানের কোন প্রয়োজন ছিল
না, তবুও সেই জ্ঞান ছিল চিন্ময় এবং দিব্য, কারণ তিনি সমগ্র বিশ্বকে ভগবানেরই
শক্তির প্রকাশ বলে চিন্তা করছিলেন।

আমাদের প্রচারকার্বেও আমাদের কত বিষয়-সম্পত্তি ও টাকা-পয়সা, কত বই
আনা হল ও কত বই বিক্রি হল, ইত্যাদি সংক্ষেপে চিন্তা করতে হয়, কিন্তু যেহেতু
এই সমস্ত বিষয় কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই তা কখনও
জড়-জগতিক বলে মনে করা উচিত নয়। এই প্রকার ব্যবস্থাপনায় মগ্ন হওয়া
কৃষ্ণভাবনা থেকে ভিন্ন নয়। কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি পালন
করে এবং প্রতিদিন বোল মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে, তাহলে কৃষ্ণভাবনামৃত
আন্দোলনের প্রচারের জন্য জড় জগতের সঙ্গে তার যে লেনদেন, তা
কৃষ্ণভাবনামৃতের আধ্যাত্মিক অনুশীলন থেকে কোন মতেই ভিন্ন নয়।

শ্লোক ৪

ঋষিরূপাচ

ন বৈ মহারাজ ভগবতো মায়াগুণবিভূতেঃ কাষ্ঠাং মনসা বচসা
বাধিগন্তুমং বিবুধ্যাম্যপি পুরুষস্তস্মাৎ প্রাধান্যেনৈব ভূগোলকবিশেষং
নামরূপমানলক্ষণতো ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৪ ॥

ঋষিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোপাশ্রমী বললেন; ন—না; বৈ—বস্তুতপক্ষে; মহারাজ—
হে মহা রাজন; ভগবতঃ—ভগবানের; মায়া-গুণবিভূতেঃ—জড়া প্রকৃতির গুণের
রূপান্তর; কাষ্ঠাং—অস্ত; মনসা—মনের দ্বারা; বচসা—বাণীর দ্বারা; বা—অথবা;
অধিগন্তুম্—পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য; অলম্—সক্ষম; বিবুধ্য-আমুখা—ব্রহ্মার
মতো আয় সমন্বিত; অপি—ও; পুরুষঃ—ব্যক্তি; তস্মাৎ—অতএব; প্রাধান্যেন—
প্রধান স্থানগুলির সাধারণ বর্ণনার দ্বারা; এব—নিশ্চিতভাবে; ভূগোলক-বিশেষম্—
ভূলোকের বিশেষ বর্ণনা; নাম-রূপ—নাম এবং রূপ; মান—মাপ; লক্ষণতঃ—লক্ষণ
অনুসারে; ব্যাখ্যাস্যামঃ—আমি বিশ্লেষণ করব।

অনুবাদ

মহর্ষি শুকদেব গোশ্বামী বললেন—হে রাজন, ভগবানের মায়ামাত্রের বিস্তারের অন্ত নাই। এই জড় জগৎ প্রকৃতির গুণের (সবুগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ) রূপান্তর, তবু ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হলেও তা পূর্ণরূপে বিপ্লবের মতো সম্ভব নয়। এই জড় জগতে কেউই পূর্ণ নয়, এবং অপূর্ণ ব্যক্তি সতত চিন্তা করার পরেও এই ব্রহ্মাণ্ডের যথাযথ বর্ণনা করতে পারে না। হে রাজন, তা সত্ত্বেও আমি কেবল ভুলোক আদি প্রধান প্রধান স্থানগুলির নাম, রূপ, পরিমাপ এবং লক্ষণ-সমূহের উল্লেখ করে সেগুলির বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

তাৎপর্য

জড় জগৎ ভগবানের সৃষ্টির এক-চতুর্থাংশ মাত্র, কিন্তু তা অসীম এবং ব্রহ্মার মতো কোটি কোটি বর্ষের দীর্ঘ আয়ুসম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষেই তা জানা অথবা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক এবং জ্যোতির্বিদরা ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি এবং অন্তরীক্ষের বিশালতার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে, এবং তাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, জ্যোতির্ময় নক্ষত্রগুলি হচ্ছে এক-একটি সূর্য। ভগবদ্গীতা থেকে কিন্তু আমরা জানতে পারি যে, এই সমস্ত নক্ষত্রগুলি চন্দ্রের মতো সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত করে। তাদের নিজেদের আলো নাই। অন্তরীক্ষে যতদূর পর্যন্ত সূর্যের তাপ এবং আলোক বিস্তৃত হয়, ততদূর পর্যন্ত ভূলোকের বিস্তৃতি। তাই স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, যতদূর পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই এবং যতদূর পর্যন্ত উজ্জ্বল তারকারা দৃশ্যে পরিবৃত, ততদূর পর্যন্ত এই ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি। শ্রীল শুকদেব গোশ্বামী স্বীকার করেছেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ বিকরণ প্রদান করা অসম্ভব, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পরম্পরা সূত্রে যতখানি জ্ঞান অর্জন করেছেন, তা তিনি রাজাকে প্রদান করতে চেয়েছেন। অতএব তা থেকে আমরা স্থির করতে পারি যে, ভগবানের জড় সৃষ্টির বিস্তার যদি আমরা বুঝতে না পারি, তাহলে চন্দ্র জগতের বিশালতা নির্ণয় করা অবশ্যই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

অষ্টৈতম্ভূতমাদ্যাদিনন্দরূপম্ ।

আদ্যং পুরাণপুঙ্খং নবযৌবনকম্ ॥

পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের বিস্তারের সীমা অনুমান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি তিনি যদি ব্রহ্মার মতো অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন হন, তাহলেও তাঁর পক্ষে

তা সম্ভব নয়। সূত্রায় তুচ্ছ বৈজ্ঞানিকদের কি কথা, যাদের ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রগুলি সবই অপূর্ণ, এবং যারা এই একটি ব্রহ্মাণ্ডেরও তথ্য প্রদান করতে পারে না। তাই শুকদেব গোশ্বামীর মতো মহাজনের শ্রীমুখ থেকে যে বৈদিক তথ্য আমরা লাভ করেছি, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

শ্লোক ৫

যো বায়ং দ্বীপঃ কুবলয়কমলকোশাভ্যন্তরকোশো নিযুতযোজনবিশালঃ সমবর্তুলো যথা পৃথ্বরপত্রম্ ॥ ৫ ॥

যঃ—যা; বা—অথবা; অয়ম্—এই; দ্বীপঃ—দ্বীপ; কুবলয়—ভুলোক; কমলকোশ—পদ্ম ফুলের কোষের; অভ্যন্তর—ভিতরে; কোশঃ—কোষ; নিযুত—যোজন-বিশালঃ—দশ লক্ষ যোজন (আশি লক্ষ মাইল) বিস্তৃত; সমবর্তুলঃ—সমানরূপে গোলাকার; অথবা সমান দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সমবর্তিত; যথা—সদৃশ; পৃথ্বরপত্রম্—পদ্মপাতা।

অনুবাদ

ভূমণ্ডল একটি পদ্ম ফুলের মতো, এবং সপ্ত দ্বীপ সেই ফুলের কোষ। সেই কোষের মধ্যবর্তী জম্বুদ্বীপের বিস্তার দশ লক্ষ যোজন (আশি লক্ষ মাইল)। জম্বুদ্বীপ পদ্মপাতার মতো গোলাকার।

শ্লোক ৬

যশ্মিন্ নব বর্ষাণি নবযোজনসহস্রায়ামান্যষ্টভির্মর্যাদাগিরিভিঃ সুবিভক্তানি ভবন্তি ॥ ৬ ॥

যশ্মিন্—সেই জম্বুদ্বীপে; নব—নয়; বর্ষাণি—ভূখণ্ড বা বর্ষ; নব-যোজন-সহস্র—৯,০০০ যোজন বা ৭২,০০০ মাইল দীর্ঘ; আয়ামানি—পরিমিত; অষ্টভিঃ—আটটি; মর্যাদা—সীমানা নির্দেশক; গিরিভিঃ—পর্বতের দ্বারা; সুবিভক্তানি—সুন্দরভাবে বিভক্ত; ভবন্তি—হয়েছে।

অনুবাদ

এই জম্বুদ্বীপে নয়টি বর্ষ রয়েছে। এক-একটি বর্ষের দৈর্ঘ্য ৯,০০০ যোজন (৭২,০০০ মাইল)। আটটি সীমানা নির্দেশক পর্বত দ্বারা ঐ নয়টি বর্ষ সুন্দরভাবে বিভক্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিষ্ণুনাথ চন্দ্রবতী ঠাকুর বাহু পুরাণের যেখানে হিমালয় আদি বিভিন্ন পর্বতের বর্ণনা করা হয়েছে, সেইখান থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন।

ধনুর্বৎ সংস্থিতে জ্যেয়ে ঘে বর্ষে দক্ষিণোত্তরে। দীর্ঘানি তত্র চত্বারি
চতুরশ্রমিলাবৃতম্ ইতি দক্ষিণোত্তরে ভারতোত্তরকুরুবর্ষে চত্বারি কিংপুরুষ-হিরবর্ষ-
রম্যক-হিরণ্ময়ানি বর্ষাণি নীলনিবন্যোক্তিরশ্চিনীভূয় সমুদ্রপ্রবিষ্টয়োঃ সংলগ্নমঙ্গীকৃত্য
ভদ্রাশ্বকেতুমালয়োরপি ধনুরাকৃতিতম্। অতন্তয়োর্দৈর্ঘ্যত এব মধ্যো সঙ্কুচিতভ্বেন
নবসহস্রায়ামতম্। ইলাবৃতস্য তু মেরোঃ সকাশাৎ চতুর্দিশ্চ নবসহস্রায়ামতম্
সংভ্রমে বস্ততঙ্কিলাবৃতভদ্রাশ্বকেতুমালানাং চতুর্দিশেঃসহস্রায়ামতম্ জ্যেয়ম্।

শ্লোক ৭

এথাং মধ্যো ইলাবৃতং নামাভ্যন্তরবর্ষং যস্য ন্যভ্যামবস্থিতঃ সর্বতঃ
সৌবর্ণঃ কুলগিরিরাজো মেরুদ্বীপায়ামসমুদ্রাহঃ কর্ণিকাভূতঃ
কুবলয়কমলস্য মুধনি দ্বাত্রিংশৎ সহস্রযোজনবিততো মূলে ষোড়শসহস্রং
তাবতান্তর্ভূম্যাং প্রবিষ্টঃ ॥ ৭ ॥

এথাম্—জম্বুদ্বীপের এই সমস্ত বিভাগ; মধ্যো—মধ্যে; ইলাবৃতম্ নাম—ইলাবৃত নামক বর্ষ; অভ্যন্তর-বর্ষম্—আভ্যন্তরীণ খণ্ড; যস্য—যার; ন্যভ্যাম্—নাভিতে; অবস্থিতঃ—অবস্থিত; সর্বতঃ—সম্পূর্ণরূপে; সৌবর্ণঃ—বর্ণ নির্মিত; কুলগিরি-রাজঃ—সমস্ত প্রসিদ্ধ পর্বতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; মেরুঃ—মেরু পর্বত; দ্বীপ-আয়াম-সমুদ্রাহঃ—যার উচ্চতা জম্বুদ্বীপের বিস্তারের সমান; কর্ণিকাভূতঃ—আবরণরূপে বিরাজমান; কুবলয়—এই গ্রহলোকের; কমলস্য—পদ্ম ফুলের মতো; মুধনি—দীর্ঘ; দ্বাত্রিংশৎ—বত্রিশ; সহস্র—হাজার; যোজন—যোজন (আট মাইল); বিততঃ—বিস্তৃত; মূলে—মূলভাগে; ষোড়শ-সহস্রম্—ষোল হাজার যোজন; তাবৎ—ততখানি; আন্তঃ-ভূম্যাম্—পৃথিবীর অভ্যন্তরে; প্রবিষ্টঃ—প্রবেশ করেছে।

অনুবাদ

এই বর্ষগুলির মধ্যে ইলাবৃত নামক বর্ষটি সেই পদ্মকোষের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে রয়েছে সূর্যবয়স্বে সূর্যের পর্বত। এই সূর্যের পর্বত ভূমণ্ডলরূপ পদ্মের কর্ণিকার মতো অবস্থিত। এই পর্বতের উচ্চতা জম্বুদ্বীপের বিস্তারের সমান,

অর্থাৎ ১,০০,০০০ যোজন (৮,০০,০০০ মাইল)। তার ১৬,০০০ যোজন (১,২৮,০০০ মাইল) পৃথিবীর অভ্যন্তরে রয়েছে, এবং তাই পৃথিবীর উপরে এই পর্বতের উচ্চতা ৮৪,০০০ যোজন (৬,৭২,০০০ মাইল)। সেই পর্বতের শিখরের বিস্তার ৩২,০০০ যোজন এবং পাদদেশ ১৬,০০০ যোজন।

শ্লোক ৮

উত্তরোত্তরেণেলাবৃতং নীলঃ শ্বেতঃ শৃঙ্গবানিতি ত্রয়ো রম্যকহিরণ্ময়কুরুণাং
বর্ষাণাং মর্যাদাগিরয়ঃ প্রাগায়তা উভয়তঃ ক্ষারোদাবধয়ো দ্বিসহস্রপৃথব
একৈকশঃ পূর্বস্মাৎ পূর্বস্মাদুত্তর উত্তরো দশাংশাধিকাংশেন দৈর্ঘ্য এব
হ্রসত্তি ॥ ৮ ॥

উত্তর-উত্তরেণ ইলাবৃতম্—ইলাবৃতবর্ষের ক্রমশ উত্তরে; নীলঃ—নীল; শ্বেতঃ—শ্বেত; শৃঙ্গবান্—শৃঙ্গবান্; ইতি—এই প্রকার; ত্রয়ঃ—তিনটি পর্বত; রম্যক—রম্যক; হিরণ্ময়—হিরণ্ময়; কুরুণাম্—কুরু, বর্ষাণাম্—বর্ষের; মর্যাদা-গিরয়ঃ—সীমানা নির্ধারণক পর্বত; প্রাক্-আয়তাঃ—পূর্ব দিকে বিস্তৃত; উভয়তঃ—পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় দিকে; ক্ষারোদ—লবণ সমুদ্র; অবধয়ঃ—অবধি বিস্তৃত; দ্বিসহস্র-পৃথবঃ—বা দুই সহস্র যোজন ব্যাপী বিস্তৃত; এক-একশঃ—একের পর এক; পূর্বস্মাৎ—আগেরটি থেকে; পূর্বস্মাৎ—আগেরটি থেকে; উত্তরঃ—আরও উত্তরে; উত্তরঃ—আরও উত্তরে; দশ-অংশ-অধিক-অংশেন—এক-দশাংশ অধিক; দৈর্ঘ্যঃ—দীর্ঘ; এব—প্রকৃতপক্ষে; হ্রসত্তি—ন্যূন হয়।

অনুবাদ

ইলাবৃতবর্ষের ক্রমশ উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান—এই তিনটি পর্বত ক্রমান্বয়ে রম্যক, হিরণ্ময় ও কুরুবর্ষকে বিভক্ত করেছে। এই পর্বতগুলি ২,০০০ যোজন (১৬,০০০ মাইল) প্রস্থ। পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় দিকেই তারা লবণ সমুদ্রের তট পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব পূর্ব পর্বতগুলি থেকে পর পর পর্বতগুলির দৈর্ঘ্য এক-দশাংশ কম, কিন্তু উচ্চতায় তারা সকলেই সমান।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

যথা ভাগবতে তুভ্যং ভোক্তাং কৌশলক্ষণম্ ।

তস্যাবিরোধতো যোজ্যামন্যগ্রন্থান্তরে হিতম্ ॥

মণ্ডোদে পূরণং চৈব ব্যতাসং স্বীরসাগরে ।

রাহ্মনমরবীণাং চ মণ্ডলাদ্ বিওগোক্তিতাম্ ।

বিনৈব সর্বমুদয়েং যোজনাভেদতোহহ তু ॥

এই শ্লোকগুলি থেকে মনে হয় যে, চন্দ্র এবং সূর্য ছাড়া অন্য একটি অদৃশ্য গ্রহও রয়েছে, যাকে বলা হয় রাহু। রাহুর প্রভাবে চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণ হয়। আমরা মনে করি যে, আধুনিক অন্তরীক্ষ অভিযানে যে চাঁদে যাওয়ার প্রয়াস হচ্ছে, তারা চাঁদে না গিয়ে ভুল করে রাখতে যাচ্ছে।

শ্লোক ৯

এবং দক্ষিণেনেলাবৃতং নিষাধো হেমকূটো হিমালয় ইতি প্রাগায়তা
যথা নীলাদয়োহযুতযোজনোৎসেধা হরিবর্ষকিম্পুরুষভারতানাং
যথাসংখ্যাম্ ॥ ৯ ॥

এবম্—এইভাবে; দক্ষিণেন—দক্ষিণ দিকে; ইলাবৃতম্—ইলাবৃতবর্ষ; নিষাধঃ—হেম-
কূটঃ হিমালয়ঃ—নিষাধ, হেমকূট এবং হিমালয় নামক তিনটি পর্বত; ইতি—এইভাবে;
প্রাগায়তাঃ—পূর্বদিকে বিস্তৃত; যথা—ঠিক যেমন; নীল-আদয়ঃ—নীল আদি পর্বত;
অযুত-যোজন-উৎসেধাঃ—দশ হাজার যোজন উচ্চ; হরিবর্ষ—হরিবর্ষ; কিম্পুরুষ—
কিম্পুরুষবর্ষ; ভারতানাম্—ভারতবর্ষ; যথাসংখ্যাম্—সংখ্যা অনুসারে।

অনুবাদ

তেনই, ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত নিষাধ, হেমকূট এবং
হিমালয় নামক তিনটি পর্বত রয়েছে। তাদের প্রতিটি ১০,০০০ যোজন (৮০,০০০
মাইল) উন্নত। সেই পর্বত তিনটি যথাক্রমে হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ এবং ভারতবর্ষের
সীমা নিরূপণ করছে।

শ্লোক ১০

তথৈবেলাবৃতমপরেণ পূর্বেণ চ মাল্যবদগন্ধমাদনানীলনিষাধায়তো
দ্বিসহস্রং প্রপথভুঃ কেতুমালভদ্রাশ্বয়োঃ সীমানং বিদধাতে ॥ ১০ ॥

তথা এব—ঠিক সেই রকম; ইলাবৃতম্ অপরেণ—ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিম দিকে; পূর্বেণ
চ—এবং পূর্ব দিকে; মাল্যবদ-গন্ধ-মাদনৌ—মাল্যাবান পশ্চিম দিকে এবং গন্ধমাদন
পর্বত পূর্বদিকে সীমা নির্ধারণ করছে; আ-নীল-নিষাধ-আয়তো—উত্তর দিকে নীল
নামক পর্বত পর্যন্ত এবং দক্ষিণ দিকে নিষাধ নামক পর্বত পর্যন্ত; দ্বি-সহস্রম্—দুই
হাজার যোজন; প্রপথভুঃ—তাদের বিস্তার; কেতুমাল-ভদ্রাশ্বয়োঃ—কেতুমাল এবং
ভদ্রাশ্ববর্ষের; সীমানম্—সীমা; বিদধাতে—স্থাপন করে।

অনুবাদ

ঠিক সেইভাবে ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিমে এবং পূর্বে মাল্যাবান ও গন্ধমাদন নামক
যথাক্রমে দুটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বত দুটি ২,০০০ যোজন (১৬,০০০ মাইল)
উঁচু এবং তা উত্তরে নীল পর্বত এবং দক্ষিণে নিষাধ পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা কেতুমাল
এবং ভদ্রাশ্ববর্ষের সীমা নির্দেশ করে।

তাৎপর্য

এই পৃথিবীতেও কত পর্বত রয়েছে যাদের ঠিক ঠিক ভাবে মাপা হয়নি। কিমানে
মেক্সিকো থেকে কারাকাস্ যাওয়ার সময় তার মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে আমরা
বহু পর্বত দেখেছি যাদের উচ্চতা, দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ যথাযথভাবে মাপা হয়েছে বলে
আমাদের সন্দেহ আছে। তাই শ্রীল শুকদেব গোপালী সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে
ইঙ্গিত করেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল পার্বত্য অঞ্চলের পরিমাপ আমাদের হিসাবের
দ্বারা নির্ধারণের চেষ্টা করা উচিত নয়। শ্রীল শুকদেব গোপালী ইতিপূর্বেই উল্লেখ
করেছেন যে, ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হলেও তা গণনা করা অসম্ভব।
আমাদের কর্তব্য কেবল শুকদেব গোপালী প্রমুখ মহাজ্ঞানদের কথাতোই সম্ভ্রষ্ট থাকা
এবং ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সমগ্র জগৎ যে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তা
অনুধাবন করা। এখানে যে মাপ দেওয়া হয়েছে, যথা ১০,০০০ যোজন অথবা
১,০০,০০০ যোজন, তা সঠিক বলে বিবেচনা করা উচিত কারণ শুকদেব গোপালী
সেই তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। আমাদের পরীক্ষামূলক জ্ঞান শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণীর
সত্যতা প্রমাণ করতে পারে না, আবার মিথ্যা বলেও তা প্রমাণ করতে পারে না।
আমাদের কর্তব্য কেবল বিশ্বাস সহকারে মহাজ্ঞানদের উক্তি শ্রবণ করা। আমরা
যদি উপলব্ধি করতে পারি যে, ভগবানের শক্তি অসীম, তাহলেই আমাদের
মঙ্গল হবে।

শ্লোক ১১

মন্দরো মেরুমন্দরঃ সুপার্শ্বঃ কুমুদ ইত্যযুতযোজনবিস্তারোদ্রাহা
মেরোশ্চতুর্দিশমবষ্টস্তগিরয় উপকুপ্তাঃ ॥ ১১ ॥

মন্দরঃ—মন্দর পর্বত; মেরু-মন্দরঃ—মেরুমন্দর নামক পর্বত; সুপার্শ্বঃ—সুপার্শ্ব
নামক পর্বত; কুমুদঃ—কুমুদ নামক পর্বত; ইতি—এই প্রকার; অযুত-যোজন-বিস্তার-
উদ্রাহাঃ—যার উচ্চতা এবং বিস্তার ১০,০০০ যোজন; মেরোঃ—সুমেরু;
চতুর্দিশম্—চারদিকে; অবষ্টস্ত-গিরয়ঃ—মেখলার মতো সুমেরু পর্বতকে ঘিরে
রয়েছে; উপকুপ্তাঃ—অবস্থিত।

অনুবাদ

সুমেরু পর্বতের চারদিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব এবং কুমুদ এই চারটি পর্বত
মেখলার মতো বিন্যস্ত রয়েছে। এই পর্বতগুলির উচ্চতা এবং বিস্তার ১০,০০০
যোজন (৮০,০০০ মাইল)।

শ্লোক ১২

চতুর্ধেষু চূতজম্বুকদম্বন্যাগোশাশ্চ চত্বারঃ পাদপপ্রবরাঃ পর্বতকেতব
ইবাধিসহস্রযোজনোদ্রাহান্তাবদ্বিটপবিততয়ঃ শতযোজনপরিণাহাঃ ॥ ১২ ॥

চতুর্ধে—চারটি; এতেষু—মন্দর আদি এই পর্বতগুলির উপরে; চূত-জম্বুকদম্ব—আম,
জাম, এবং কদম্ব; ন্যাগোশাঃ—এবং বটবৃক্ষ; চত্বারঃ—চার প্রকার; পাদপ-
প্রবরাঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ বৃক্ষ; পর্বত-কেতবঃ—পর্বতের উপরস্থ ধ্বজার; ইব—মতো;
অধি—উপরে; সহস্র-যোজন-উদ্রাহাঃ—এক হাজার যোজন উঁচু; তাবৎ—ততখানি;
বিটপ-বিততয়ঃ—শাখার দৈর্ঘ্য; শত-যোজন—এক শত যোজন; পরিণাহাঃ—গ্রহ।

অনুবাদ

সেই চারটি পর্বতের শিখরে ধ্বজার মতো একটি আম গাছ, একটি জাম গাছ,
একটি কদম্ব গাছ এবং একটি বটবৃক্ষ রয়েছে। এই বৃক্ষগুলির বিস্তার ১০০
যোজন (৮০০ মাইল) এবং উচ্চতা ১,১০০ যোজন (৮,৮০০ মাইল)। তাদের
শাখাগুলিও ১,১০০ যোজন বিস্তৃত।

শ্লোক ১৩-১৪

হ্রদাশ্চত্বারঃ পয়োমধ্বিকুরসমৃষ্টজলা যদুপস্পর্শিনি উপদেবগণা
যোগৈশ্বর্য্যানি স্বাভাবিকানি ভরতর্ষভ ধারয়ন্তি ॥ ১৩ ॥ দেবোদ্যানানি
চ ভবন্তি চত্বারি নন্দনং চৈত্ররথং বৈভাজকং সর্বতোভদ্রমিতি ॥ ১৪ ॥

হ্রদাঃ—হ্রদ; চত্বারঃ—চারটি; পয়ঃ—দুগ্ধ; মধু—মধু; ইকুরস—ইকুরস; সৃষ্ট-
জলাঃ—বিশুদ্ধ জলপূর্ণ; যৎ—যার; উপস্পর্শিনিঃ—যাঁরা পানীয় সেবন করেন;
উপদেবগণাঃ—সেবতাপণ; যোগ-ঐশ্বর্য্যানি—সর্বপ্রকার যোগসিদ্ধি; স্বাভাবিকানি—
অন্যায়সে; ভরত-স্বর্ষভ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ; ধারয়ন্তি—ধারণ করেন; দেব-উদ্যানানি—
দিব্য উদ্যান; চ—ও; ভবন্তি—রয়েছে; চত্বারি—চার; নন্দনম্—নন্দন নামক উদ্যানে;
চৈত্র-রথম্—চৈত্ররথ উদ্যান; বৈভাজকম্—বৈভাজক উদ্যান; সর্বতঃ—ভদ্রম্—
সর্বতোভদ্র নামক উদ্যান; ইতি—এই প্রকার।

অনুবাদ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই চারটি পর্বতের মধ্যে চারটি বিশাল হ্রদ
রয়েছে। প্রথমটির জলের স্বাদ ঠিক দুধের মতো; দ্বিতীয়টির স্বাদ ঠিক মধুর
মতো, এবং তৃতীয়টির স্বাদ ঠিক ইকুরসের মতো। চতুর্থ হ্রদটি বিশুদ্ধ জলে
পূর্ণ। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব আদি উপদেবতারা এই চারটি হ্রদের সুবিধা উপভোগ
করেন। তার ফলে তাঁরা অগ্নিমা, মহিমা আদি যোগসিদ্ধি অন্যায়সে লাভ
করেছেন। সেখানে নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভাজক এবং সর্বতোভদ্র নামক চারটি দিব্য
উদ্যানও রয়েছে।

শ্লোক ১৫

যেযুমরপরিবৃঢ়াঃ সহ সুরললনাললামযুথপতয় উপদেবগণৈরুপগীয়মান-
মহিমানঃ কিল বিহরন্তি ॥ ১৫ ॥

যেযু—যাতে; অমর-পরিবৃঢ়াঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারা; সহ—সঙ্গে; সুর-ললনা—
দেবতাদের এবং উপদেবতাপণের পত্নীসহ; ললাম—স্ত্রীরত্নগণ; যুথ-পতয়ঃ—
পতিগণ; উপদেব-গণৈঃ—উপদেবতাদের (গন্ধর্বদের) দ্বারা; উপগীয়মান—গান
করেন; মহিমানঃ—যাঁদের মহিমা; কিল—প্রকৃতপক্ষে; বিহরন্তি—বিহার করেন।

অনুবাদ

সেই উদ্যানে শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ স্বীরঙ্গসদৃশ তাঁদের সুন্দরী পত্নীদের নিয়ে আনন্দে বিহার করেন। তখন গন্ধর্ব নামক উপদেবতারা তাঁদের মহিমা কীর্তন করেন।

শ্লোক ১৬

মন্দরোৎসঙ্গ একাদশশতযোজনোত্ত্বঙ্গদেবচূতশিরসো গিরিশিখরস্থলানি
ফলান্যমৃতকল্পানি পতন্তি ॥ ১৬ ॥

মন্দর-উৎসঙ্গে—মন্দর পর্বতের পাদদেশে; একাদশ-শত-যোজন-উত্ত্বঙ্গ—একাদশ শত যোজন উচ্চ; দেবচূত-শিরসঃ—দেবচূত নামক আশ্ববৃক্ষের অগ্রভাগ থেকে; গিরি-শিখর-স্থলানি—পর্বতশৃঙ্গের মতো স্থল; ফলানি—ফল; অমৃত-কল্পানি—অমৃতের মতো মধুর; পতন্তি—পতিত হয়।

অনুবাদ

মন্দর পর্বতের পাদদেশে দেবচূত নামক একটি আশ্ববৃক্ষ রয়েছে। তার উচ্চতা একাদশ শত যোজন। পর্বতের শৃঙ্গের মতো স্থল এবং অমৃতের মতো মধুর ফলগুলি সেই বৃক্ষের অগ্রভাগ থেকে দেবতাদের উপভোগের জন্য পতিত হয়।

তাৎপর্য

বায়ু পুরাণেও মহান ঋষিগণ এই বৃক্ষের উল্লেখ করেছেন—

অরুণীনাং শতান্যষ্টায়েকষষ্ট্যধিকানি চ ।

ফলপ্রমাণমাখ্যাতম্ ঋষিভিত্ত্বদশিভিঃ ॥

শ্লোক ১৭

তেষাং বিশীর্ষমাণানামতিমধুরসুরভিসুগন্ধি বহুলারুণরসোদেনারুণোদা নাম
নদী মন্দরগিরিশিখরান্নিপতন্তী পূর্বেণেলাবৃতমুপপ্লাবয়তি ॥ ১৭ ॥

তেষাম্—সেই সমস্ত আশ্বফলের; বিশীর্ষমাণানাম্—উচ্চস্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে ফেটে যায়; অতি-মধুর—অত্যন্ত মধুর; সুগন্ধি—সুগন্ধিত; সুগন্ধি—সুগন্ধযুক্ত; বহুল—প্রচুর পরিমাণে; অরুণরস-উদেন—অরুণবর্ণ রসের দ্বারা; অরুণোদা—অরুণোদা; নাম—নামক; নদী—নদী; মন্দর-গিরি-শিখর—মন্দর পর্বতের শিখর

থেকে; নিপতন্তী—পতিত হয়ে; পূর্বেণ—পূর্ব দিকে; ইলাবৃতম্—ইলাবৃতবর্ষ পর্যন্ত; উপপ্লাবয়তি—প্রবাহিত হচ্ছে।

অনুবাদ

অতি উচ্চ স্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে, সেই সমস্ত ফলগুলি ফেটে যায়। তখন তাদের ভিতর থেকে অতি মধুর সৌরভযুক্ত অরুণবর্ণ রস প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয় এবং অন্য বস্তুর সুগন্ধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অধিকতর সুগন্ধিত হয়ে ওঠে। সেই রস জলের মতো প্রবাহিত হয়ে অরুণোদা নামে এক নদী হয়েছে। সেই নদী পূর্বদিকে ইলাবৃতবর্ষ পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

শ্লোক ১৮

যদুপজোষণাস্ত্রবান্যা অনুচরীণাং পুণ্যজনবধুনামবয়স্পর্শসুগন্ধবাতো
দশযোজনং সমস্তাদনুবাসয়তি ॥ ১৮ ॥

যৎ—যার; উপজোষণাৎ—সুগন্ধিত জল ব্যবহার করার ফলে; ভবান্যাঃ—শিবের পত্নী ভবানীর; অনুচরীণাম্—অনুচরীদের; পুণ্য-জন-বধুনাম্—যাঁরা অত্যন্ত পুণ্যবান যক্ষদের পত্নী; অবয়ব—শরীরের অঙ্গের; স্পর্শ—স্পর্শের ফলে; সুগন্ধ-বাতঃ—সুগন্ধিত বায়ু; দশ-যোজনম্—দশ যোজন পর্যন্ত (প্রায় আশি মাইল); সমস্তাৎ—চতুর্দিকে; অনুবাসয়তি—সুবাসিত করে।

অনুবাদ

শিবপত্নী ভবানীর অনুচরী যক্ষদের পুণ্যবতী পত্নীদের দেহ সেই অরুণোদা নদীর জল পান করার ফলে সুগন্ধিত হয়ে ওঠে, এবং বায়ু সেই সৌরভ বহন করার ফলে, দশ যোজন পর্যন্ত চতুর্দিক সুগন্ধিত হয়ে ওঠে।

শ্লোক ১৯

এবং জম্বুফলানামভ্যুচ্চনিপাতবিশীর্ণানামনস্থিপ্রায়াণমিভকায়নিভানাং
রসেন জম্বু নাম নদী মেরুমন্দরশিখরাদযুতযোজনাদবনিতলে নিপতন্তী
দক্ষিণেনাঙ্কানং যাবদিলাবৃতমুপসাম্যদয়তি ॥ ১৯ ॥

একম্—এইভাবে; জম্বু-ফলানাম্—জম্বু ফলের; অতি-উচ্চ-নিপাত—অতি উচ্চ স্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে; বিশীর্ণানাম্—বিশীর্ণ হয়; অনস্থি-প্রায়াণাম্—অতি ক্ষুদ্র

বীজ সমন্বিত; ইভ-কায়-নিভানাম্—হস্তী শরীরের মতো বিশাল; রসেন—রসের দ্বারা; জম্বু নাম নদী—জম্বু নামক নদী; মেরু-মন্দর-শিখরাৎ—মেরুমন্দের শিখর থেকে; অমৃত-যোজনান্—দশ হাজার যোজন উচ্চ; অবনিতলে—ডুতলে; নিপতন্তী—পতিত হয়; দক্ষিণেন—দক্ষিণ দিকে; আন্ধানম্—নিজের; যাবৎ—পূর্ণ; ইলাবৃতম্—ইলাবৃতবর্ষ; উপস্যন্ময়তি—প্রবাহিত হয়।

অনুবাদ

ভেমনই, জম্বু বৃক্ষের হস্তী-শরীরের মতো বিশাল রসপূর্ণ এবং অতি ক্ষুদ্র বীজ সমন্বিত ফলগুলি অতি উচ্চ স্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে বিদীর্ণ হয়। তাদের রসে জম্বু নদী নামক একটি নদী উৎপন্ন হয়েছে। জম্বু নদী মেরু পর্বতের দশ যোজন উচ্চ শিখরদেশ থেকে অবনীতলে পতিত হয়ে, তার উৎপত্তি স্থান ইলাবৃতের দক্ষিণাংশ থেকে আরম্ভ করে সমগ্র ইলাবৃতবর্ষব্যাপী প্রবাহিত হয়েছে।

তাৎপর্য

হাতির শরীরের মতো বিশাল এবং অতি ক্ষুদ্র বীজ সমন্বিত ফলে যে কি পরিমাণ রস থাকতে পারে, তা আমরা কেবল কল্পনা করতেই পারি। জম্বু ফলের এই রস স্বাভাবিকভাবেই নদীরূপে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র ইলাবৃতবর্ষকে প্রাবিত করে। সেই রস থেকে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, এবং সেই কথা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২০-২১

তাবদুভয়োৱপি রোধসোৱা মৃত্তিকা তদ্রসেনানুবিধ্যমানা বায়ুর্কসংযোগ-
বিপাকেন সদামরলোকাভরণং জাম্বুনদং নাম সুবর্ণং ভবতি ॥ ২০ ॥
যদু হ বাব বিবুধাদয়ঃ সহ যুবতিভিমুকটকটকটিসুভ্রাদ্যাভরণরূপেণ খলু
ধারয়ন্তি ॥ ২১ ॥

তাবৎ—সম্পূর্ণরূপে; উভয়োঃ অপি—উভয়ের; রোধসোঃ—তটের; যা—যা; মৃত্তিকা—মাটি; তৎ-রসেন—নদীরূপে প্রবাহিতা জম্বু ফলের রস থেকে; অনুবিধ্যমানা—সম্পৃক্ত হয়ে; বায়ু-অর্ক-সংযোগ-বিপাকেন—বায়ু এবং সূর্যকিরণের সংযোগে রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে; সদা—সর্বদা; অমর-লোক-আভরণম্—স্বর্গের দেবতাদের অলঙ্কারের জন্য যার ব্যবহার হয়; জাম্বু-নদম্ নাম—জাম্বু-নদ নামক;

সুবর্ণম্—স্বর্ণ; ভবতি—হয়; যৎ—যা; উ হ বাব—প্রকৃতপক্ষে; বিবুধ-আদয়ঃ—মহান দেবতাগণ; সহ—সঙ্গে; যুবতিভিঃ—তাদের চির যৌবনসম্পন্ন পত্নীদের সঙ্গে; মুকুট—মুকুট; কটক—বালা; কটিমূত্র—মেখলা; আদি—ইত্যাদি; আভরণ—সর্বপ্রকার অলঙ্কারের; রূপেণ—রূপে; খলু—নিশ্চিতভাবে; ধারয়ন্তি—ধারণ করেন।

অনুবাদ

জম্বু নদীর উভয় তীরবর্তী মৃত্তিকা সেই রসের দ্বারা আর্দ্র হয়ে, এবং বায়ু ও সূর্যকিরণের দ্বারা পরিপক হয়ে জাম্বুনদ নামক স্বর্ণে পরিণত হয়। স্বর্গের দেবতারা সেই স্বর্ণের দ্বারা বিবিধ প্রকার অলঙ্কার নির্মাণ করেন। তাই স্বর্গের দেবতারা এবং তাদের চির যৌবনসম্পন্ন পত্নীরা স্বর্ণমুকুট, বলয়, মেখলা, আদি অলঙ্কারের দ্বারা পূর্ণরূপে সজ্জিত থাকেন। এইভাবে তারা তাদের জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের ব্যবস্থাপনায় কোন কোন গ্রহের নদীর তীরে স্বর্ণ উৎপাদন হয়। এই পৃথিবীর দরিদ্র অধিবাসীরা তাদের জ্ঞানের অভাবে, যারা একটুখানি সোনা বানাতে পারে তাদের ভগবান বলে মনে করে তাদের বশীভূত হয়। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই জড় ভগবতের উচ্চতর লোকে জম্বুনদীর তটের মৃত্তিকা জম্বু ফলের রসে মিশ্রিত হয়ে সূর্যকিরণ এবং বায়ুর প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে স্বর্ণে পরিণত হয়। সেবানকার স্ত্রী এবং পুরুষেরা বিভিন্ন স্বর্ণ-অলঙ্কারে ভূষিত হওয়ার ফলে, তাঁদের অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। দুর্ভাগ্যবশত, পৃথিবীতে স্বর্গের এতই অভাব যে, এখানকার রাষ্ট্র-সরকারগুলি রাজকোষে স্বর্ণ সঞ্চিত রেখে কাগজের টাকা ছপায়। যেহেতু এই মুদ্রা স্বর্ণভিত্তিক নয়, তাই সেই কাগজের কোন মূল্য নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর মানুষেরা তাদের প্রগতির গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। বর্তমান সময়ে মেয়েরা স্বর্গের পরিবর্তে প্রাস্টিকের তৈরি গহনা পরছে এবং প্রাস্টিকের বানানপত্র ব্যবহার করছে, তবুও মানুষ তাদের ভাগ্যভিক্ষা সম্পদের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। তাই এই যুগের মানুষদের মন্দাঃ সুমন্দমভয়ো মন্দভাগ্যা হ্যপদ্রুতাঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ১/১/১০) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা অত্যন্ত অসৎ এবং ভগবানের ঐশ্বর্য তারা সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের সুমন্দমভয়ঃ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তাদের বুদ্ধি এমনই বিকৃত যে, অল্প একটু সোনা তৈরি করতে পারে যে প্রবঞ্চক তাকে তারা ভগবান বলে মনে করে। যেহেতু তাদের কাছে একটুও সোনা নেই, তাই তারা অত্যন্ত দারিদ্রাগ্রস্ত, এবং সেই জন্য তারা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।

কখনও কখনও এই সমস্ত হতভাগ্য মানুষেরা সৌভাগ্য অর্জনের জন্য উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে চায়, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের এই প্রকার ঐশ্বর্য লাভে কোন রকম আগ্রহ থাকে না। প্রকৃতপক্ষে ভক্তেরা কখনও কখনও স্বর্গের রক্তকে বিষ্ঠার রক্তের সঙ্গে তুলনা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন স্বর্ণ অলঙ্কার এবং সুন্দরী রমণীদের প্রতি আকৃষ্ট না হতে। ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীম্—স্বর্ণ, সুন্দরী রমণী অথবা বহু অনুগামী লাভের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ভক্তের উচিত নয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করেছেন, মম জন্মানি জন্মনীশ্বরে ভবতান্ত্রিকিরহৈতুকী ত্বয়ি—“হে ভগবান, দয়া করে আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন আমি জন্ম-জন্মান্তরে ধরে আপনার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি। এছাড়া আমি আর কিছু চাই না।” ভক্ত এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করতে পারেন। সেটিই তাঁর একমাত্র কামনা।

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিবশে ভবাবুধৌ ।

কৃপয়া তব পাদপঙ্কজহিত ধূলীসদৃশং দিতিতয় ॥

ভগবানের দ্বিতীয় ভক্ত কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, “দয়া করে আপনি আমাকে বিবিধ জড় ঐশ্বর্যপূর্ণ এই ভবসাগর থেকে উদ্ধার করে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রদান করুন।”

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রার্থনা করেছেন—

হা হা প্রভু নন্দসূত, বৃষভানুসূতাবৃত্ত,

করুণা করহ এইবার ।

নরোত্তমদাস কয়, না চৈলিহ রাঙ্গা পায়,

তোমা কিনা কে আছে আমার ॥

তেমনাই, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, স্বর্ণমুকুট এবং অন্যান্য অলঙ্কারে ভূষিত দেবতাদের স্থিতি আকাশ-কুসুমের মতো অলীক (বিদ্যাপুরাকাক্ষ-পুষ্পায়ত্নে)। ভগবদ্ভক্ত কখনও এই প্রকার ঐশ্বর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন না। তিনি কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন।

শ্লোক ২২

যন্তু মহাকদম্বঃ সুপার্শ্বনিরাটো যান্তস্য কোটিরেভ্যো বিনিঃসূতাঃ
পঞ্চায়ামপরিণাহাঃ পঞ্চ মধুধারাঃ সুপার্শ্বশিবরাৎ পতন্ত্যোহপরেণাঙ্গান-
মিলাবৃত্তমনুমোদয়ন্তি ॥ ২২ ॥

যঃ—যা; তু—কিন্তু; মহা-কদম্বঃ—মহাকদম্ব নামক বৃক্ষ; সুপার্শ্বনিরাটঃ—যা সুপার্শ্ব পর্বতের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান; যাঃ—যা; তস্য—তার; কোটিরেভ্যঃ—কোটর থেকে; বিনিঃসূতাঃ—প্রবাহিত; পঞ্চ—পাঁচটি; আয়াম—বাম, প্রায় আট ফুট পরিমাণ; পরিণাহাঃ—যার মাপ; পঞ্চ—পাঁচ; মধু-ধারাঃ—মধুর ধারা; সুপার্শ্বশিবরাৎ—সুপার্শ্ব পর্বতের শিবর থেকে; পতন্ত্যঃ—পতিত হয়ে; অপরেণ—সুমেরু পর্বতের পশ্চিম দিকে; আঙ্গানম্—সমগ্র; ইলাবৃত্তম্—ইলাবৃত্তবর্ষ; অনুমোদয়ন্তি—সুরভিত করে।

অনুবাদ

সুপার্শ্ব পর্বতের পার্শ্বদেশে মহাকদম্ব নামে একটি প্রসিদ্ধ বৃক্ষ রয়েছে। সেই বৃক্ষের কোটর থেকে পাঁচটি মধুর ধারা নির্গত হয়েছে। সেগুলির প্রতিটির পরিমাণ পাঁচ বাম। এই মধুর ধারা সুপার্শ্ব পর্বতের শিবর থেকে পতিত হয়ে, ইলাবৃত্তবর্ষের পশ্চিম দিক থেকে আরম্ভ করে ইলাবৃত্তবর্ষের সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে। তার ফলে সমগ্র ইলাবৃত্তবর্ষ মনোরম সৌরভে পূর্ণ হয়েছে।

তাৎপর্য

দুই হাত বিস্তার করলে তার মধ্যের পরিমাণকে বলা হয় বাম। বৈদিক মানুষের আয়তন অনুসারে তার পরিমাণ প্রায় আট ফুট। এইভাবে উৎসমুখে প্রতিটি ধারার ব্যাস প্রায় চল্লিশ ফুট, অতএব মোট পাঁচটি ধারার আয়তন দুশো ফুট।

শ্লোক ২৩

যা হ্যপযুঞ্জানানাং মুখনির্বাসিতো বায়ুঃ সমস্তাচ্ছতযোজন-
মনুবাসয়তি ॥ ২৩ ॥

যাঃ—যা (সেই মধুর ধারাগুলি); হি—বাত্তবিকপক্ষে; উপযুঞ্জানানাম্—যারা পান করে; মুখনির্বাসিতঃ বায়ুঃ—তাদের মুখনিঃসৃত বায়ুর; সমস্তাৎ—চতুর্দিক; শত-যোজনম্—এক শত যোজন পর্যন্ত (অটপশত মাইল); অনুবাসয়তি—সুরভিত করে।

অনুবাদ

যাঁরা সেই মধু পান করেন, বায়ু তাঁদের মুখনিঃসৃত সৌরভ বহন করে শত যোজন পর্যন্ত স্থানকে সুবাসিত করে।

শ্লোক ২৪

এবং কুমুদনিরাক্ষো যঃ শতবলশো নাম বটন্তস্য স্কন্ধভ্যো নীচীনাঃ
পন্নোদধিমধুঘৃতগুড়ান্নাদ্যন্নরশয্যাসনাভরণাদয়ঃ সর্ব এব কামদুখা নদাঃ
কুমুদাগ্রাৎ পতন্তস্তমুত্তরেণলাবৃতমুপযোজয়ন্তি ॥ ২৪ ॥

এবম্—এই প্রকার; কুমুদ-নিরাক্ষঃ—কুমুদ পর্বতে; যঃ—যা; শত-বলশঃ নাম—
শতবলশ নামক (শত শত স্কন্ধ থাকার ফলে এই নাম হয়েছে); বটঃ—বটবৃক্ষ;
তস্য—তার; স্কন্ধভ্যঃ—স্কন্ধ থেকে; নীচীনাঃ—নিম্নমুখে প্রবাহিত; পয়ঃ—দুধ;
দধি—দই; মধু—মধু; ঘৃত—ঘি; গুড়—গুড়; অন্ন—অন্ন; আদি—ইত্যাদি; অন্নর—
বসন; শয্যা—শয্যা; আসন—আসন; আভরণ—আভরণ; অলঙ্কার—আলঙ্কার; সর্ব—
সবকিছু; এব—নিশ্চিতভাবে; কামদুখাঃ—সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী; নদাঃ—বড় নদী;
কুমুদ-আগ্রাৎ—কুমুদ পর্বতের শীর্ষ থেকে; পতন্তঃ—প্রবাহিত হয়ে; তম্—তা;
উত্তরেণ—উত্তর দিকে; ইলাবৃতম্—ইলাবৃতবর্ষের; উপযোজয়ন্তি—সুখ প্রদান করে।

অনুবাদ

তেনই, কুমুদ পর্বতে শতবলশ নামক একটি বিশাল বটবৃক্ষ রয়েছে। তার এক
শত স্কন্ধ রয়েছে বলে তার এই নাম। সেই সমস্ত স্কন্ধ থেকে কতকগুলি নদ
প্রবাহিত হয়েছে। এই সমস্ত নদগুলি কুমুদ পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে পতিত হয়ে
ইলাবৃতবর্ষের অধিবাসীদের উপকারের জন্য ইলাবৃতবর্ষের উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত
হচ্ছে। এই নদগুলি থেকে সেখানকার অধিবাসীরা তাঁদের ইচ্ছামতো দুধ, দই,
মধু, ঘি, গুড়, অন্ন, বস্ত্র, শয্যা, আসন, আভরণ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হয়।
তাঁদের অভিলষিত সমস্ত দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করার ফলে তারা সেখানে
অত্যন্ত সুখী।

তাৎপর্য

মানব-সমাজের উন্নতি আনুগত্য সভ্যতার উপর নির্ভর করে না, যে সভ্যতা কেবল
গণপন্থী অট্টালিকা আর রাজপথে ছোটোছুট করার জন্য বড় বড় গাড়িই বানাতে
পারে অথচ যার কোন সংস্কৃতি নেই এবং জ্ঞান নেই। প্রকৃতিজাত দ্রব্যগুলি
পর্যাপ্ত পরিমাণে। যখন দুধ, দই, মধু, অন্ন, ঘি, গুড়, দুটি, শাড়ি, শয্যা, আসন
এবং অলঙ্কারের প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ হয়, তখন সেই স্থানের অধিবাসীরা
বাস্তবিকপক্ষে ঐশ্বর্যবান হন। যখন প্রচুর নদীর জল ভূমিকে প্রাণিত করে, তখন

এই সমস্ত বস্তুর উৎপাদন হয় এবং তখন আর কোন অভাব থাকে না। কিন্তু
তা নির্ভর করে বেদান্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপর।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্ণন্যাদন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাদ্ ভবন্তি পর্ণন্যো যজ্ঞঃ কর্মসম্ভবঃ ॥

“সমস্ত প্রাণী অন্নের উপর নির্ভর করে, অন্ন উৎপাদন হয় বৃষ্টি হওয়ার ফলে।
বৃষ্টি হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে, এবং যজ্ঞ হচ্ছে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান।”
এই নির্দেশ ভগবদ্গীতার (৩/১৪) দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায়
এই নির্দেশের অনুসরণ করে, তাহলে মানব-সমাজ সমৃদ্ধশালী হবে এবং মানুষ
ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হবে।

শ্লোক ২৫

যানুপজ্জাণানাম্ ন কদাচিদপি প্রজানাং বলীপলিতক্রমশ্বেদদৌর্গন্ধা-
জরাময়মৃত্যুশীতোষ্ণবৈবৰ্য্যোপসর্গাদয়স্তাপবিশেষা ভবন্তি যাবজ্জীবং সুখং
নিরতিশয়মেব ॥ ২৫ ॥

যান্—যা (উপরোক্ত নদী থেকে উৎপন্ন সমস্ত বস্তু); উপজ্জাণানাম্—যারা পূর্ণরূপে
উপভোগ করে; ন—না; কদাচিৎ—কখনও; অপি—নিশ্চিতভাবে; প্রজানাম্—
প্রজাদের; বলী—বলীরেখা; পলিত—পাকা চুল; ক্রম—ক্রান্তি; শ্বেদ—ঘাম;
দৌর্গন্ধা—ঘর্ষজনিত দুর্গন্ধ; জরা—বার্ধক্য; আময়—রোগ; মৃত্যু—অকাল মৃত্যু;
শীত—প্রচণ্ড ঠাণ্ডা; উষ্ণ—প্রখর তাপ; বৈবৰ্য্য—বিবর্ণতা; উপসর্গ—ক্লেশ;
আদয়ঃ—ইত্যাদি; তাপ—দুঃখের; বিশেষাঃ—বিবিধ প্রকার; ভবন্তি—হয়; যাবৎ—
যতদূর পর্যন্ত; জীবম্—জীবন; সুখম্—সুখ; নিরতিশয়ম্—অসীম; এব—কেবল।

অনুবাদ

এই জড় জগতের যে সমস্ত অধিবাসী সেই নদী থেকে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ উপভোগ
করেন, তাঁদের দেহে কখনও বলীরেখা দেখা যায় না এবং তাঁদের চুল পাকে
না। তাঁরা কখনও ক্রান্তি অনুভব করেন না এবং পাত্রে ঘর্ষজনিত দুর্গন্ধ হয় না।
তাঁদের কখনও জরা, ব্যাধি অথবা অপমৃত্যু হয় না। তাঁরা কখনও শীত ও গ্রীষ্মের
ক্লেশ অনুভব করেন না এবং তাঁদের গায়ের ছোঁচি কখনও নিশ্চল হয় না।
তাঁরা মৃত্যু পর্যন্ত অত্যন্ত সুখে জীবনযাপন করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে জড় জগতেও মানব-সমাজের পূর্ণতার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যথেষ্ট পরিমাণে দুধ, দই, মধু, ঘি, গুড়, অন্ন, অলঙ্কার, শয্যা, আসন ইত্যাদি সরবরাহ করার মাধ্যমে এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার নিবৃত্তি সাধন সম্ভব। কৃষি উদ্যোগের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব, এবং দুধ, দই এবং ঘি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব গোরক্ষার মাধ্যমে। বন রক্ষা করার ফলে প্রচুর পরিমাণে মধু পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক সভ্যতায় মানুষের দুধ, দই, ঘি উৎপাদনকারী গাভীসের হত্যা করতে বাধ্য। মধু সরবরাহকারী বৃক্ষগুলিকে তারা কেটে ফেলছে, এবং তারা কৃষিকার্যে যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে নাট, বন্ট, গাড়ি, মল ইত্যাদি তৈরি করার জন্য কারখানায় কাজ করছে। তাহলে মানুষ সুখী হবে কি করে? তাদের এই সমস্ত কার্যকলাপের জন্য তারা দুঃখকষ্ট ভোগ করতে বাধ্য। তাদের গায়ের চামড়া কুঁচকে গিয়ে কলী পড়ে এবং তারা ক্রমশ খর্ব হতে হতে বামনে পরিণত হবে। আর সব রকম নোংরা জিনিস খাওয়ার ফলে, তাদের দেহ থেকে ঘর্মজনিত দুর্গন্ধ বেরোয়। এইটিই হচ্ছে বর্তমান মানব-সভ্যতা। মানুষ যদি প্রকৃতপক্ষে এই জীবনে সুখী হতে চায় এবং পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই বৈদিক সভ্যতা অবলম্বন করতে হবে। বৈদিক সভ্যতায় উপরোক্ত সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ হয়।

শ্লোক ২৬

কুরঙ্গকুরঙ্গকুসুম্ভবৈকক্কত্রিকৃটশিশিরপতঙ্গরুচকনিম্বধনীবােসকপিলশঙ্খ-
বৈদ্যজারুধিহংসর্ষভনাগকালঞ্জরনারদাদায়ো বিংশতিগিরয়ো মেরোঃ
কর্ণিকায়ো ইব কেসরভূতা মূলদেশে পরিত উপকুণ্ডাঃ ॥ ২৬ ॥

কুরঙ্গ—কুরঙ্গ; কুরর—কুরর; কুসুম্ভ—বৈকক্কত্রিকৃটশিশিরপতঙ্গরুচকনিম্বধনীবােস-
কপিলশঙ্খ-বৈদ্যজারুধিহংস-ঋষভনাগকালঞ্জরনারদ—এই সমস্ত পর্বতের নাম;
আদয়ঃ—ইত্যাদি; বিংশতি-গিরয়ো—কুড়িটি পর্বত; মেরোঃ—সূমের পর্বতের;
কর্ণিকায়ো—পদ্মকোষের; ইব—সদৃশ; কেসরভূতাঃ—কেশরের মতো; মূলদেশে—
পাদদেশে; পরিতঃ—চতুর্দিকে; উপকুণ্ডাঃ—ভগবানের দ্বারা রচিত।

অনুবাদ

সূমের পর্বতের পাদদেশে, পদ্মকোষের চারপাশে কেশরের মতো আরও কুড়িটি
পর্বত রয়েছে। সেগুলির নাম কুরঙ্গ, কুরর, কুসুম্ভ, বৈকক্ক, ত্রিকৃট, শিশির,

পতঙ্গ, রুচক, নিম্ব, শিনীবােস, কপিল, শঙ্খ, বৈদ্য, জারুধি, হংস, ঋষভ, নাগ,
কালঞ্জর এবং নারদ ইত্যাদি।

শ্লোক ২৭

জঠরদেবকূটৌ মেরুং পূর্বোপাদ্যোজনসহস্রমুদগায়তো দ্বিসহস্রং
পৃথুভূঙ্গৌ ভবতঃ। এবমপরেণ পবনপারিষাতৌ দক্ষিণেন কৈলাস-
করবীরৌ প্রাগায়তাবেবমুত্তরতঃ ত্রিশৃঙ্গমকরাবষ্টভিরেতৈঃ পরিত্ততোহগ্নিরিব
পরিত্তশ্চকান্তিকান্ধনগিরিঃ ॥ ২৭ ॥

জঠর-দেবকূটৌ—জঠর এবং দেবকূট নামক দুটি পর্বত; মেরুং—সূমের পর্বত;
পূর্বো—পূর্বদিকে; অ্যোজনসহস্রম্—আঠার হাজার যোজন; উদগায়তো—
উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত; দ্বিসহস্রম্—দুই হাজার যোজন; পৃথু-ভূঙ্গৌ—বিস্তার
এবং উচ্চতা; ভবতঃ—রয়েছে; এবম্—তেমনই; অপরেণ—পশ্চিম দিকে; পবন-
পারিষাতৌ—পবন এবং পারিষাত নামক দুটি পর্বত; দক্ষিণেন—দক্ষিণ দিকে; পবন-
কৈলাস-করবীরৌ—কৈলাস এবং করবীর নামক দুটি পর্বত; প্রাক-আয়তো—পূর্ব
দিক থেকে পশ্চিম দিকে; এবম্—তেমনই; উত্তরতঃ—উত্তর দিকে; ত্রিশৃঙ্গ-
মকরৌ—ত্রিশৃঙ্গ এবং মকর নামক দুটি পর্বত; অষ্টভিঃ—এটো—এই আটটি পর্বতের
দ্বারা; পরিত্ততঃ—পরিবেষ্টিত; অগ্নিঃ ইব—অগ্নির মতো; পরিত্তঃ—সর্বত্র; চকান্তি-
দেদীপ্যমান; কান্ধন-গিরিঃ—সূমের বা মেরু নামক স্বর্ণপর্বত।

অনুবাদ

সূমের পর্বতের পূর্বদিকে জঠর এবং দেবকূট নামক দুটি পর্বত রয়েছে। এই
পর্বত দুটি উত্তর থেকে দক্ষিণে ১৮,০০০ যোজন (১,৪৪,০০০ মাইল) বিস্তৃত।
তেমনই, সূমের পর্বতের পশ্চিম দিকে পবন এবং পারিষাত নামক দুটি পর্বত
রয়েছে। সেগুলিও উত্তর এবং দক্ষিণে ১৮,০০০ যোজন বিস্তৃত। সূমের
পর্বতের দক্ষিণ দিকে কৈলাস এবং করবীর নামক দুটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বত
দুটি পূর্ব-পশ্চিমে ১৮,০০০ যোজন বিস্তৃত এবং সূমের পর্বতের উত্তর দিকে ত্রিশৃঙ্গ
এবং মকর নামক দুটি পর্বত রয়েছে, এবং সেই দুটি পর্বতও পূর্ব-পশ্চিমে ১৮,০০০
যোজন বিস্তৃত। এই সব কয়টি পর্বতেরই বিস্তার এবং উচ্চতা ২,০০০ যোজন
যোজন (১৬,০০০ মাইল)। অগ্নির মতো উজ্জ্বল স্বর্ণময় সূমের পর্বত এই আটটি
পর্বতের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

শ্লোক ২৮

মেরোরুর্ধ্বনি ভগবত আত্মযোনের্মধ্যত উপকুপ্তাং পুরীমযুতযোজনসাহসীং
সমচতুরথাং শাতকৌন্তীং বদন্তি ॥ ২৮ ॥

মেরোঃ—সূমেরু পর্বতের; মূর্ধনি—শিখরে; ভগবতঃ—অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তির;
আত্ম-যোনেঃ—ব্রহ্মার; মধ্যতঃ—মধ্যে; উপকুপ্তাম্—অবহিত; পুরীম্—বিশাল
নগরী; অযুত-যোজন—দশ হাজার যোজন; সাহসীম্—এক হাজার; সম-চতুরথাম্—
চতুর্দিকে সমান দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট; শাতকৌন্তীম্—স্বর্ণনির্মিত; বদন্তি—মহাজ্ঞানী ঋষিরা
বলেন।

অনুবাদ

মেরু পর্বতের শিখরে মধ্যস্থলে ভগবান ব্রহ্মার পুরী বিরাজমান। তার চতুর্দিক
এক হাজার অযুত যোজন (আট কোটি মাইল) বিস্তৃত। সেই পুরী স্বর্ণনির্মিত,
এবং তাই পণ্ডিত ও ঋষিরা সেই পুরীটিকে শাতকৌন্তী পুরী বলেন।

শ্লোক ২৯

তামনুপরিতো লোকপালানামষ্টানং যথাদিশং যথারূপং তুরীয়মানেন
পুরোহিত্য বুপকুপ্তাঃ ॥ ২৯ ॥

তাম্—ব্রহ্মপুরী নামক সেই মহানগরী; অনুপরিতঃ—বেষ্টিত; লোক-পালানাম্—
লোকপালদের; অষ্টানাম্—আট; যথাদিশম্—দিক অনুসারে; যথারূপম্—ব্রহ্মপুরীর
অনুরূপ; তুরীয়-মানেন—আয়তনে এক-চতুর্থাংশ; পুরঃ—পুরী; অষ্টৌ—আট;
উপকুপ্তাঃ—অবহিত।

অনুবাদ

সেই ব্রহ্মপুরীর চতুর্দিকে ইন্দ্র আদি অষ্ট লোকপালদের আটটি পুরী রয়েছে।
সেই সমস্ত পুরী ঠিক ব্রহ্মপুরীর মতো কিন্তু তাদের আয়তন ব্রহ্মপুরীর এক-
চতুর্থাংশ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, অন্যান্য পুরাণেও ব্রহ্মার পুরী
এবং ইন্দ্রাদি অষ্ট লোকপালের পুরীর বর্ণনা রয়েছে—

মেরৌ নবপুরাণি স্যামনোবতামরাবতী ।

তেজোবতী সংযমনী তথা কৃষ্ণাঙ্গনা পরা ॥

শ্রদ্ধাবতী গন্ধবতী তথা চান্যা মহোদয়া ।

যশোবতী চ ব্রহ্মোজ্জ বহাদীন্যাং যথাক্রমম্ ॥

ব্রহ্মার পুরীর নাম মনোবতী, এবং ইন্দ্র আদি তাঁর সহকারীদের পুরীগুলির
নাম হচ্ছে যথাক্রমে অমরাবতী, তেজোবতী, সংযমনী, কৃষ্ণাঙ্গনা, শ্রদ্ধাবতী, গন্ধবতী,
মহোদয়া এবং যশোবতী। ব্রহ্মপুরী মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং চতুর্দিকে তাকে ঘিরে
রয়েছে অন্য আটটি পুরী।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'জম্বুদ্বীপের বর্ণনা' নামক ষোড়শ অধ্যায়ের
ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।

সপ্তদশ অধ্যায়

গঙ্গার অবতরণ

এই সপ্তদশ অধ্যায়ে গঙ্গার উৎস এবং কিভাবে তা ইলাবৃতবর্ষের চতুর্দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে পরমেশ্বর ভগবানের চতুর্ভুহের অন্তর্গত সম্ভবর্ণের উদ্দেশ্যে দেবাদিদেব মহাদেব কর্তৃক স্তবও বর্ণিত হয়েছে। ভগবান শ্রীবিষ্ণু এক সময় বলি মহারাজের যজ্ঞে ত্রিবিক্রম বা বামনরূপে আবির্ভূত হয়ে বলিরাজের কাছে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেন। তিনি তাঁর দুই পদ বিচ্ছেদের দ্বারা সমগ্র ত্রিভূকন আবৃত করেন। তখন তাঁর বাম পদাসূষ্ঠের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ হয়ে একটি ছিদ্র হয়। সেই ছিদ্রপথে কারণ-সমুদ্রের জলধারা মহাদেবের মস্তকে পতিত হয় এবং সহস্র যুগ ধরে সেখানে অবস্থান করে। সেই জলধারাই হচ্ছে পবিত্র গঙ্গানদী। প্রথমে তা স্বর্গলোকে প্রবাহিত হয়, এই স্বর্গলোকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পদতলে অবস্থিত। ভাগীরথী, জাহ্নবী প্রভৃতি গঙ্গার বহু নাম রয়েছে। গঙ্গা ধুবলোক এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলকে পবিত্র করে, কারণ ধ্রুব এবং ঋষিপের ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা ছাড়া আর কোন বাসনা নেই।

ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভূত হয়ে, গঙ্গা আকাশপথে চন্দ্রমণ্ডল প্রাবিত করে প্রথমে সুমেরু শিখরে ব্রহ্মপুত্রীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। গঙ্গা এখানে সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা—এই চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে লবণ সমুদ্রে পতিত হয়। সীতা নামক শাখাটি শেখর পর্বত এবং গন্ধমাদন পর্বত হয়ে, ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্যে দিয়ে পূর্বদিকে লবণ সমুদ্রে মিলিত হয়। চক্ষু শাখা নদীটি মাল্যবান গিরির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, কেতুমালবর্ষ দিয়ে পশ্চিমে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। ভদ্রা শাখা নদীটি সুমেরু, কুম্ভ, ভারপর নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান পর্বতমালা হয়ে, উত্তরে কুরুদেশ দিয়ে উত্তর লবণ সাগরে পতিত হয়েছে, এবং অলকনন্দা শাখা নদীটি ব্রহ্মালয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং হেমকূট, হিমকূট আদি বহু পর্বত অতিক্রম করে, ভারতবর্ষের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। অন্য বহু নদী এবং তাদের শাখা নদীগুলির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

ভারতবর্ষ কর্মের ক্ষেত্র এবং অন্য আটটি বর্ষ স্বর্গসুখ ভোগীদের ভোগের স্থান। এই আটটি বর্ষের প্রতিটি অত্যন্ত সুন্দর স্থান এবং স্বর্গবাসীরা সেইখানে বিবিধ

আনন্দে বিহার করেন। জম্বুদ্বীপের এই নয়টি ববেই ভগবান নানা রূপে প্রকট হয়ে তাঁর কৃপা বিতরণ করেন।

ইলাবৃত্তবর্ষে দেবাদিদেব মহাদেবই কেবল একমাত্র পুরুষ। তিনি সেখানে বহু পরিচারিকার দ্বারা সেবিতা তাঁর পত্নী ভবানীর সঙ্গে বিরাজ করেন। যদি অন্য কোন পুরুষ সেখানে প্রবেশ করে, তাহলে ভবানীর শাপে সেই ব্যক্তি স্বীতে পরিণত হয়। দেবাদিদেব মহাদেব বিবিধ ভুবন্তির দ্বারা ভগবান সর্ববর্ণের ভজনা করেন। তাঁর মধ্যে একটি হচ্ছে—“হে ভগবান, দয়া করে আপনি আপনার সমস্ত ভক্তদের জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করুন এবং সমস্ত অভক্তদের সংসার বন্ধনে বেঁধে রাখুন। আপনার কৃপা ব্যতীত কেউই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না।”

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তত্র ভগবতঃ সাক্ষাদ্ যজ্ঞলিঙ্গস্য বিষ্ণোর্বিক্রমতো বামপাদাস্থ-
নখনির্ভিমোক্ষাণ্ডকটাহবিবরেণান্তঃপ্রবিষ্টা যা বাহ্যজলধারা তচরণ-
পঙ্কজাবনেজনারণকিঞ্জরকোপরঞ্জিতাবিলজগদঘমলাপহোপস্পর্শনামলা
সাক্ষাভগবৎপদীতানুপলক্ষিতবচোহভিধীয়মানাতিমহতা কালেন যুগ-
সহস্রোপলক্ষণেন দিবো মূর্খন্যবততার যৎ তদ্বিক্রুপদমাছঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোখামী বললেন, তত্র—তখন; ভগবতঃ—ভগবানের অবতারের; সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ; যজ্ঞ-লিঙ্গস্য—সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা; বিষ্ণোঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; বিক্রমতঃ—বিভীষণ পদ বিক্ষেপের সময়; বাম-পাদ—তাঁর বাঁ পায়ের; অদৃষ্ট—অদুল্লিখিত; নখ—নখের দ্বারা; নির্ভিন্ন—বিদীর্ণ; উর্ধ্ব—উপরে; অণু-কটাহ—ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ (মাটি, জল, আগুন ইত্যাদির সপ্ত আবরণ); বিবরেণ—ছিদ্র দিয়ে; অন্তঃপ্রবিষ্টা—ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে; যা—যা; বাহ্য-রূপ-ধারা—ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কারণ-সমুদ্রের জলের ধারা; তৎ—তাঁর; চরণ-পঙ্কজ—শ্রীপাদপদ্মের; অবনেজন—ধৌত করে; অরুণ-কিঞ্জর—অরুণবর্ণ কুমকুমের দ্বারা; উপরঞ্জিতা—রঞ্জিত হয়ে; অবিল-জগৎ—সারা জগতের; অঘমল—পাপকর্ম; অপহা—কিনট করে; উপস্পর্শন—যার স্পর্শে; অমলা—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; ভগবৎপদী—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভূত; ইতি—এইভাবে; অনুপলক্ষিত—বর্ণিত; বচঃ—নামের দ্বারা; অভিধীয়মানা—অভিহিত হয়ে; অতি-মহতা কালেন—

দীর্ঘকাল পর; যুগ-সহস্র-উপলক্ষণেন—এক হাজার যুগ পরিমিত; দিবঃ—আকাশের; মূর্ধনি—মস্তকে (ঋণলোক); অবততার—অবতরণ করেছিলেন; যৎ—যা; তৎ—তা; বিষ্ণু-পদম্—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম; আছঃ—বলা হয়।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোখামী বললেন—হে রাজন, সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ভগবান শ্রীবিষ্ণু বামনদেব রূপে বলি মহারাজের যজ্ঞে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর বামপদ বিস্তার করে পদাস্থতের নখের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ করেছিলেন। সেই ছিদ্র দিয়ে কারণ-সমুদ্রের বিদগ্ধ জল গঙ্গানদীরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করে তাঁর পায়ের কুমকুমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে, গঙ্গার জল এক অতি সুন্দর অরুণ আভা প্রাপ্ত হয়েছে। গঙ্গার নিম্ন জলের স্পর্শে জীব তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও গঙ্গার জল চিরপবিত্র থাকে। গঙ্গা যেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করার পূর্বে সাক্ষাৎভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছেন, তাই তিনি বিষ্ণুপদী নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে তিনি জাহ্নবী, ভাগীরথী ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হয়েছেন। এক সহস্র যুগ পরিমিত সুদীর্ঘ কালের পর, গঙ্গা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক ঋণলোকে অবতীর্ণ হন। তাই পণ্ডিতেরা সেই ঋণলোককে বিষ্ণুপদ বলেন (‘ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে অবস্থিত’)

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শুকদেব গোখামী গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করেছেন। গঙ্গাজলকে পতিতপাক্ষী বলা হয়, কারণ তা সমস্ত পাপীদের উদ্ধার করে। নিয়মিতভাবে গঙ্গাস্নান করলে যে অন্তরে এবং বাইরে পবিত্র হওয়া যায়, তা সর্বজনবিদিত। বাহ্যিকভাবে তার শরীর তখন সব রকম রোগ প্রতিরোধ করতে পারে এবং অন্তরে তিনি ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন। ভারতবর্ষে হাজার হাজার মানুষ, গঙ্গার তীরে বাস করেন, এবং নিয়মিতভাবে গঙ্গাস্নান করার ফলে, নিঃসন্দেহে তাঁরা আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক উভয় দিক দিয়েই পবিত্র হচ্ছেন। শঙ্করাচার্য প্রমুখ বহু ঋষি গঙ্গার মহিমা কীর্তন করে স্তোত্র রচনা করেছেন, এবং গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, কাবেরী, কৃষ্ণা, নর্মদা ইত্যাদি নদীর প্রভাবে ভারতভূমি ধনা হয়েছে। বীরা এই সমস্ত নদীর তটে বাস করেন, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই উন্নত আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন। শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

বারাহে বামপাদং তু তদন্যোহু তু দক্ষিণম্ ।

পাদং কল্পেযু ভগবান্জহার ত্রিবিক্রমঃ ॥

ওঁর দক্ষিণ পদে দাঁড়িয়ে বাম পদ ব্রাহ্মাণ্ডের প্রাপ্ত পর্যন্ত বিস্তার করার ফলে, ভগবান বামনদেব তিনটি বিক্রমপূর্ণ কার্য অনুষ্ঠানকারী ত্রিবিক্রম নামে পরিচিত হয়েছেন।

শ্লোক ২

যত্র হ বাব বীরব্রত উত্তানপাদিঃ পরমভাগবতোহম্বেকুলদেবতা-
চরণারবিদোদকমিতি যামনুসবনমুৎকৃষ্যমাণভগবভক্তিয়োগেন দৃঢ়ং
ক্রিয়মানাস্তহৃদয় উৎকৃষ্ট্যবিশামীলিতলোচনযুগলকুঙ্কুমলবিগলিতা-
মলবাস্পকলয়াভিবিজ্যমানরোমপুলককুলকোহধুনাপি পরমাদরেণ শিরসা
বিভর্তি ॥ ২ ॥

যত্র হ বাব—একলোকে; বীরব্রতঃ—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; উত্তানপাদিঃ—মহারাজ উত্তানপাদের
বিখ্যাত পুত্র; পরম-ভাগবতঃ—পরম ভক্ত; অম্বেক—আমাদের; কুল-দেবতা—
কুলদেবতা; চরণারবিদোদকমিতি—শ্রীপাদপঙ্খের; উদকম্—জলে; ইতি—এইভাবে; যাম্—
যা; অনুসবনম্—নিরন্তর; উৎকৃষ্যমাণ—বর্ধিত হয়ে; ভগবভক্তি-যোগেন—ভগবানের
প্রেমময়ী সেবার দ্বারা; দৃঢ়ম্—অত্যন্ত; ক্রিয়মান-অন্তঃ-হৃদয়ঃ—হৃদয়ভাঙের কোষ
হয়ে; উৎকৃষ্ট্য—গভীর উৎকৃষ্টা সহকারে; বিবল—স্বতঃস্ফূর্তভাবে; অমীলিত—ঈষৎ
উন্মীলিত; লোচন—নয়ন; যুগল—যুগল; কুঙ্কম—মুকুল; বিগলিত—নিঃসৃত হয়ে;
অমল—নির্মল; বাস্প-কলয়া—অশ্রুপূর্ণ; অভিবিজ্যমান—প্রকাশিত হয়ে; রোম-
পুলক—কুলকঃ—রোমাঞ্চিত এবং পুলকিত কলেবর; অধুনা অপি—এখনও পর্যন্ত;
পরম-আদরেণ—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; শিরসা—মস্তকে; বিভর্তি—ধারণ করেন।

অনুবাদ

মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ঈশ্বর ভগবানের সেবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার ফলে,
ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। পবিত্র গঙ্গার জল ভগবান
শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপঙ্খ বিধৌত করেন জেমে, আজও তিনি পরম ভক্তি সহকারে
সেই জল তাঁর মস্তকে ধারণ করেন। অন্তরের অন্তঃস্থলে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের
ধ্যান করার ফলে, গভীর উৎকৃষ্ট্য তাঁর ঈষৎ উন্মীলিত নয়ন থেকে অশ্রুধারা
স্বরে পড়ে এবং তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ ও পুলক প্রকাশ পায়।

তাৎপর্য

কেউ যখন ভগবভক্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণ হন, তখন তাঁকে বীরব্রত বলা হয়। এই
প্রকার ভক্তের ভক্তিজনিত আনন্দ ক্রমশ বর্ধিত হয়। তার ফলে ভগবানের কথা
শ্রবণ হওয়া মাত্রই তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটিই মহাভাগবতের লক্ষণ।
ঈশ্বর মহারাজ এই প্রকার ভগবভক্তির আনন্দে মগ্ন ছিলেন। জগদ্বাপ্তপূরীতে
অবস্থানকালে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সিব্য প্রেমোদ্যাননার আদর্শ প্রদর্শন করে গেছেন।
তাঁর সেই সমস্ত লীলা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩

ততঃ সপ্তর্ষয়স্তৎপ্রভাবাভিজ্ঞা যাং ননু তপস আতান্তিকী সিদ্ধিরেভাবতী
ভগবতি সর্বাঙ্গনি বাসুদেবেহনুপরতভক্তিয়োগলাভেনবোপেক্ষিতা-
ন্যার্থাঙ্গগতয়ো মুক্তিমিবাগতাং মুমুক্ষব ইব সবহমানমদ্যাপি
জটাজুটৈরুদ্বহন্তি ॥ ৩ ॥

ততঃ—তারপর; সপ্ত ঋষয়ঃ—মরীচি প্রমুখ সপ্ত ঋষি; তৎপ্রভাব-অভিজ্ঞাঃ—বারা
গঙ্গার প্রভাব খুব ভালভাবে জানেন; যাম্—এই গঙ্গার জল; ননু—নিশ্চিতভাবে;
তপসঃ—আমাদের তপস্যার; আতান্তিকী—পরম; সিদ্ধিঃ—সিদ্ধি; এভাবতী—
এতখানি; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবান; সর্ব-আঙ্গনি—সর্বব্যাপ্তি; বাসুদেবে—শ্রীকৃষ্ণ;
অনুপরত—অবিরত; ভক্তি-যোগ—ভক্তিযোগের; লাভেন—এই ভর প্রাপ্ত হয়ে;
এব—নিশ্চিতভাবে; উপেক্ষিতা—উপেক্ষা করেছেন; অন্য—অন্য; অর্থ-আঙ্গ-
গতয়ো—সিদ্ধির অন্য সমস্ত উপায় (যথা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ); মুক্তিম্—
জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি; ইব—সদৃশ; আগতাম্—প্রাপ্ত হয়েছিলেন;
মুমুক্ষবঃ—মুক্তিকামী; ইব—সদৃশ; সবহমানম্—অত্যন্ত সন্ধানপূর্বক; অন্য-অপি—
এখন পর্যন্ত; জটাজুটৈঃ—জটামূল; উদ্বহন্তি—ধারণ করেন।

অনুবাদ

মরীচি, বসিষ্ঠ, অত্রি আদি সপ্তর্ষি ঋষলোকের নিচে বাস করেন। গঙ্গার মহিমা
উত্তমরূপে অবগত হয়ে, তাঁরা আজও গঙ্গার জল তাঁদের জটাজুটে ধারণ করেন।
তাঁরা হির করেছেন যে, এই গঙ্গার জলই হচ্ছে পরম সম্পদ, সমস্ত তপস্যার
সিদ্ধি এবং চিন্ময় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ভগবানে অপ্ৰতিহতা ভক্তি লাভ
করে তাঁরা ধর্ম, অর্থ, কাম, এমনকি মোক্ষকে পর্যন্ত উপেক্ষা করেন। জ্ঞানীরা

যেমন ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়াকেই পরম প্রাপ্তি বলে মনে করেন, এই সপ্তর্ষিরা তেমন ভগবদ্ভক্তিকেই জীবনের পরম সিদ্ধি বলে মনে করেন।

তাৎপর্য

অধ্যাত্মবাদীরা দুই শ্রেণীর—নির্বিশেষবাদী এবং ভগবদ্ভক্ত। নির্বিশেষবাদীরা চিন্ময় বৈচিত্র্য স্বীকার করে না। তারা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটার ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চায়। কিন্তু ভক্তেরা ভগবানের চিন্ময় লীলায় অংশগ্রহণ করতে চান। ঊর্ধ্বলোকের শীর্ষে রয়েছে ঋনলোক, এবং ঋনলোকের নিম্নে সপ্তর্ষিমণ্ডল, যেখানে মরীচি, বসিষ্ঠ, অত্রি আদি মহর্ষিরা বিরাজ করছেন। এই সমস্ত মহর্ষিরা ভগবদ্ভক্তিকে সর্বোচ্চ সিদ্ধি বলে মনে করেন। তাই তাঁরা গঙ্গার জল তাঁদের মন্তকে বহন করেন। এই শ্লোকে প্রমাণিত হয় যে, যারা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করেছেন তাঁদের কাছে অন্য আর কোন কিছুই কোন গুরুত্ব থাকে না, এমনকি তপাধিকৃত মুক্তি বা কৈবল্যও তাঁদের কাছে হয়ে হয়ে যায়। শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, কৈবল্যমাত্র শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করার ফলেই অন্যান্য সমস্ত কার্যকলাপ নিতান্তই নগণ্য বলে পরিত্যাগ করা যায়। প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলেছেন—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিশপূরাকশপূস্পায়তে
দুর্দান্তৈজিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে ।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তৎ গৌরমৈব স্তমঃ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিযোগের পন্থা স্পষ্টভাবে নির্ণয় করে প্রচার করে গেছেন। তার ফলে যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে মারাবাদীদের পরম সিদ্ধি কৈবল্য অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের সাথে লীন হয়ে যাওয়া নরকতুলা বলে মনে হয়, অতএব কর্মীদের স্ফীত স্বর্গোন্নতির আর কি কথা। ভগবদ্ভক্তেরা এই ধরনের লক্ষ্যকে আকাশ-কুসুম বলে মনে করেন। যোগীরাও তাদের ইন্দ্রিয় সংযম করার চেষ্টা করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত তাদের সেই প্রচেষ্টায় তারা কখনও সাফল্য লাভ করতে পারে না। বিষধর সর্পের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলির তুলনা করা হয়, কিন্তু ভগবানের সেবায় যুক্ত ভক্তের ইন্দ্রিয়গুলি বিষদন্তহীন সর্পের মতো। যোগীরা তাদের ইন্দ্রিয় দমন করার চেষ্টা করে, কিন্তু বিশ্বামিত্রের মতো মহাযোগীও তাঁর সেই প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন। তাঁর ধ্যানের সময়ে মেনকার রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের কাছে পরাজিত

হয়েছিলেন। তাঁদের মিলনের ফলে শকুন্তলার জন্ম হয়েছিল। তাই এই ভগবত ভক্তিযোগীরাই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৬/৪৭) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেন্তজ্ঞায়না ।

ব্রহ্মবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

“সমস্ত যোগীদের মধ্যে, যিনি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ভক্তিযোগের দ্বারা আমার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেন, তিনিই আমার সঙ্গে সব চাইতে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত, এবং তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ যোগী।”

শ্লোক ৪

ততোহৈনেকসহস্রকোটবিমানানীকসঙ্খলদেবযানেনাবতরন্তীন্দুমণ্ডলমাব্যধ
ব্রহ্মসদনে নিপততি ॥ ৪ ॥

ততঃ—সপ্তর্ষিমণ্ডল পবিত্র করার পর; অনেক—বহু; সহস্র—হাজার হাজার; কোটি—কোটি কোটি; বিমান—অনীক—বিমানসমূহ; সঙ্খল—পূর্ণ; দেব-যানেন—দেবতাদের মার্গে; অবতরন্তী—অবতরণ করে; ইন্দু-মণ্ডলম্—চন্দ্রলোক; আব্যধ—প্রাপ্তি করে; ব্রহ্ম-সদনে—সূর্যের পর্বতের শিখরে ব্রহ্মার আলয়ে; নিপততি—পতিত হয়।

অনুবাদ

ঋনলোকের সন্নিকটে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে পবিত্র করে গঙ্গাজল কোটি কোটি দিব্য বিমানে আকাশ মার্গ দিয়ে নিম্নে অবতরণ করে। তারপর তা চন্দ্রলোক প্রাপ্তি করে সূর্যের পর্বতের শিখরে অবস্থিত ব্রহ্মসদনে পতিত হয়।

তাৎপর্য

আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, গঙ্গা নদী ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের উর্ধ্ব কারণ-সমুদ্র থেকে আসছে। ভগবান বামনদেবের পদনখের দ্বারা সৃষ্ট ছিদ্র দিয়ে কারণ-সমুদ্রের জলের দ্বারা ঋনলোক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে প্রাপ্তি করেছে। তারপর তা অসংখ্য দিব্য বিমানে চন্দ্রলোকে নীত হয়েছে। তারপর তা সূর্য পর্বতের শিখরে পতিত হয়েছে। এইভাবে গঙ্গার জল অবশেষে নিম্নতরলোকে প্রবাহিত হয়েছে এবং ক্রমশ হিমালয়ের শিখরে পৌঁচেছে এবং

ভারপর হরিদ্বার ও ভারতবর্ষের ভূভাগ পবিত্র করে প্রবাহিত হয়েছে। গঙ্গার জল কিভাবে ব্রহ্মাণ্ডের শীর্ষ থেকে বিভিন্ন লোকে পৌঁছেছে, তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দিব্য বিমানসমূহ গঙ্গার জল সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে অন্যান্য লোকে বহন করে নিয়ে যায়। আধুনিক যুগের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা উচ্চতর লোকে যাওয়ার চেষ্টা করছে, অথচ সেই সময়ে তারা এই পৃথিবীতে বিদ্যুৎ আদি শক্তির অভাব বোধ করছে। তারা যদি প্রকৃতই সঙ্কম বৈজ্ঞানিক হত, তাহলে তারা নিজেরাই বিমানে করে অন্যান্য লোকে যেতে পারত, কিন্তু তারা তা করতে সমর্থ নয়। এখন তারা তাদের চন্দ্রলোকের অভিযান পরিত্যাগ করে অন্যান্য লোকে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

শ্লোক ৫

তত্র চতুর্ধা ভিদ্যামানা চতুর্ভিনামভিশ্চতুর্দিশমভিস্পন্দন্তী নদনদী-
পতিমেবাভিনিবিশতি সীতালকনন্দা চক্ষুর্ভদ্রেতি ॥ ৫ ॥

তত্র—সেখানে (সূমেরু পর্বতের শিখরে); চতুর্ধা—চারটি ধারায়; ভিদ্যামানা—বিভক্ত হয়ে; চতুর্ভিঃ—চারটি; নামভিঃ—নামে; চতুর্দিশম্—চতুর্দিকে (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ); অভিশ্পন্দন্তী—প্রবাহিত হয়ে; নদনদী-পতিম্—সমস্ত নদ-নদীর উৎস (সমুদ্র); এব—নিশ্চিতভাবে; অভিনিবিশতি—প্রবেশ করে; সীতা-অলকনন্দা—সীতা এবং অলকনন্দা; চক্ষুঃ—চক্ষু; ভদ্রা—ভদ্রা; ইতি—এই নামগুলির দ্বারা পরিচিত।

অনুবাদ

সূমেরু পর্বতের শিখরে গঙ্গা চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এই ধারাগুলির নাম—সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু এবং ভদ্রা। অবশেষে এই ধারাগুলি সমুদ্রে পতিত হয়েছে।

শ্লোক ৬

সীতা তু ব্রহ্মসদনাৎ কেসরাচলাদিগিরিশিখরেভ্যোহধোঃঃ প্রসবন্তী
গঙ্গমাদনমূর্ধসু পতিতান্তরেণ ভদ্রাশ্ববর্ষং প্রাচ্যাম্ দিশি ক্ষারসমুদ্রমভি-
প্রবিশতি ॥ ৬ ॥

সীতা—সীতা নামক ধারা; তু—নিশ্চিতভাবে; ব্রহ্মসদনাৎ—ব্রহ্মপুত্রী থেকে; কেসরাচল-আদি—কেশরাচল এবং অন্যান্য পর্বতের; গিরি—পর্বত; শিখরেভ্যঃ—

শিখর থেকে; অধঃ অধঃ—নীচের দিকে; প্রসবন্তী—প্রবাহিত হয়ে; গঙ্গমাদন—গঙ্গমাদন পর্বতে; মূর্ধসু—শিখরে; পতিত্যা—পতিত হয়ে; অন্তরেণ—অভ্যন্তরে; ভদ্রাশ্ববর্ষম্—ভদ্রাশ্ববর্ষ; প্রাচ্যাম্—পূর্বদিকে; দিশি—দিক; ক্ষার-সমুদ্রম্—লবণ সমুদ্র; অভিপ্রবিশতি—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

সীতা নামক গঙ্গার ধারা সূমেরু শিখরের ব্রহ্মপুত্রী থেকে বহির্গত হয়ে নিকটস্থ কেশরাচল পর্বতগুলির শিখরে পতিত হয়। সেই পর্বতগুলি সূমেরু পর্বতের চারপাশে কেশরের মতো। কেশরাচল পর্বত থেকে গঙ্গা গঙ্গমাদন পর্বত শিখরে পতিত হয় এবং তারপর ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, পূর্বদিকে লবণ সমুদ্রে পতিত হয়।

শ্লোক ৭

এবং মাল্যবচ্ছিন্নামিষ্পতন্তী ততোহনুপরতবেগা কেতুমালমভি চক্ষুঃ
প্রতীচ্যাম্ দিশি সরিৎপতিং প্রবিশতি ॥ ৭ ॥

এবম্—এইভাবে; মাল্যবচ্ছিন্নাম্—মাল্যবান পর্বতের শিখর থেকে; নিষ্পতন্তী—পতিত হয়; ততো—তারপর; অনুপরতবেগা—অপ্রতিহত বেগে; কেতুমালম্ অভি—কেতুমালবর্ষে; চক্ষুঃ—চক্ষু নামক ধারা; প্রতীচ্যাম্—পশ্চিম দিকে; দিশি—দিক; সরিৎপতিম্—সমুদ্র; প্রবিশতি—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

চক্ষু নামক গঙ্গার ধারা মাল্যবান পর্বতের শিখর থেকে জলপ্রপাত রূপে পতিত হয়ে, অপ্রতিহত বেগে কেতুমালবর্ষকে প্রাবিত করে পশ্চিমদিকে সমুদ্রে প্রবেশ করে।

শ্লোক ৮

ভদ্রা চোত্তরতো মেরুশিরসো নিপতিতা গিরিশিখরাদ্ গিরিশিখরমতিহায়
শৃঙ্গবতঃ শৃঙ্গাদবসন্দ্যমানা উত্তরাংশস্ত কুরুনভিত উদীচ্যাম্ দিশি
জলধিমভিপ্রবিশতি ॥ ৮ ॥

ভদ্রা—ভদ্রা নামক ধারা; চ—ও; উত্তরতঃ—উত্তর দিকে; মেরু-শিরসঃ—সুমেরু পর্বতের শিখর থেকে; নিপতিতা—পতিত হয়ে; গিরি-শিখরাং—কুমুদ পর্বতের শিখর থেকে; গিরি-শিখরম্—নীল পর্বতের শিখরে; অভিহায়—স্পর্শ না করে অতিক্রম করে; শৃঙ্গবতঃ—শৃঙ্গবান্ নামক পর্বতের; শৃঙ্গাং—শৃঙ্গ থেকে; অবসান্দমানা—প্রবাহিত হয়ে; উত্তরান্—উত্তর দিকে; ভূ—কিঙ্ক; কুরান্—কুরু নামক প্রদেশ; অভিভঃ—চতুর্দিকে; উদীচ্যাম্—উত্তর দিকে; দিশি—দিক; জলধিম্—লবণ-সমুদ্র; অভিপ্রবিশতি—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

ভদ্রা নামক গঙ্গার ধারা সুমেরু পর্বতের শিখর থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় এবং সেই ধারা কুমুদ পর্বতের শিখর থেকে উচ্ছলিত হয়ে নীল পর্বতের শিখরে, সেখান থেকে খেত পর্বতের শিখরে এবং তারপর শৃঙ্গবান্ পর্বতের শিখরে পতিত হয়। তারপর কুরুপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিতা হয়ে, উত্তর দিকে লবণ-সমুদ্রে প্রবেশ করে।

শ্লোক ৯

তথৈবালকনন্দা দক্ষিণেন ব্রহ্মসদনাদ্বহুনি গিরিকূটান্যতিক্রম্য
হেমকূটাদ্ধৈমকূটান্ভিরভসতরংহসা লুঠয়ন্তী ভারতমভিবর্ষং দক্ষিণস্য্যাং
দিশি জলধিমভিপ্রবিশতি যস্য্যাং স্নানার্থং চাগচ্ছতঃ পুংসে পদে
পদেহশ্বমেধরাজসূয়াদিনীনাং ফলং ন দূর্লভমিতি ॥ ৯ ॥

তথা এব—তেমনই; অলকনন্দা—অলকানন্দা নামক ধারা; দক্ষিণেন—দক্ষিণ দিকে; ব্রহ্ম-সদনাং—ব্রহ্মপুত্রী থেকে; বহুনি—বহু; গিরি-কূটানি—গিরিশৃঙ্গ; অতিক্রম্য—অতিক্রম করে; হেমকূটাং—হেমকূট পর্বত থেকে; হৈমকূটানি—এবং হিমকূট পর্বত থেকে; অতি-রভসতর—আরও প্রচণ্ড; রংহসা—তীর বেগে; লুঠয়ন্তী—লুণ্ঠন করে; ভারতম্—অভিবর্ষম্—ভারতবর্ষের চতুর্দিকে; দক্ষিণস্য্যাম্—দক্ষিণ; দিশি—দিকে; জলধিম্—লবণ-সমুদ্র; অভিপ্রবিশতি—প্রবেশ করে; যস্য্যাম্—যাতে; স্নান-অর্থম্—স্নান করার জন্য; চ—এবং; আগচ্ছতঃ—এসে; পুংসে—মানুষ; পদে পদে—প্রতি পদে; অশ্বমেধ-রাজসূয়-অাদিনাম্—অশ্বমেধ এবং রাজসূয় আদি মহা যজ্ঞের মতো; ফলম্—ফল; ন—না; দূর্লভম্—লাভ করা অত্যন্ত কঠিন; ইতি—এভাবে।

অনুবাদ

তেমনই, অলকনন্দা নামক গঙ্গার ধারা ব্রহ্মপুত্রীর দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে, বিভিন্ন প্রদেশের পর্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করে প্রচণ্ড বেগে হেমকূট এবং হিমকূট পর্বত-শিখরে পতিত হয়। এই পর্বত শিখরগুলি প্লাবিত করে গঙ্গা ভারতবর্ষে পতিত হয়ে সেই স্থানকে প্লাবিত করে। তারপর গঙ্গা দক্ষিণে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করে। যারা এই নদীতে স্নান করতে আসে, তারা ভাগ্যবান। তাদের পক্ষে প্রতি পদক্ষেপে অশ্বমেধ এবং রাজসূয় আদি মহাযজ্ঞের ফল লাভ করা দূর্লভ হয় না।

তাৎপর্য

যে স্থানে গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেই স্থান এখনও গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত। মকর সংক্রান্তির দিন লক্ষ লক্ষ মানুষ মুক্তি লাভের আশায় সেখানে স্নান করতে যান। তাঁরা যে প্রকৃতিই মুক্তি লাভ করতে পারেন, তা এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। যারা গঙ্গায় স্নান করেন, তাঁরা অনায়াসে অশ্বমেধ এবং রাজসূয় আদি মহাযজ্ঞের ফল লাভ করেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষই এখনও গঙ্গাস্নানের অভিলাষী এবং বহু স্নানঘাট রয়েছে যেখানে তাঁরা গঙ্গায় স্নান করতে পারেন। প্রয়াগে পৌষ-মাঘ মাসে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে হাজার হাজার মানুষ স্নান করতে আসে। তারপর তাঁদের অনেকে গঙ্গা এবং সাগরের সঙ্গমস্থল গঙ্গাসাগরে স্নান করতে যান। এইভাবে সমস্ত ভারতবাসীদের বহু জীর্নস্থানে গঙ্গায় স্নান করার এক বিশেষ সুযোগ রয়েছে।

শ্লোক ১০

অন্যে চ নদা নদ্যাশ্চ বর্ষে বর্ষে সন্তি বহুশো মের্বাদিগিরিদুহিতরঃ
শতশঃ ॥ ১০ ॥

অন্যে—অন্য অনেক; চ—ও; নদাঃ—নদীসমূহ; নদ্যাঃ—ছেট নদী; চ—এবং; বর্ষে বর্ষে—প্রতি ভূখণ্ডে; সন্তি—রয়েছে; বহুশঃ—বিভিন্ন প্রকার; মেরু-আদি-গিরি-দুহিতরঃ—মেরু আদি গিরিকন্যা; শতশঃ—শত শত।

অনুবাদ

অন্য বহু বড় এবং ছোট নদ-নদী সুমেরু পর্বতের শিখর থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই নদীগুলি ঠিক পর্বতের কন্য়ার মতো এবং শত শত ধারায় তারা বিভিন্ন বর্ষে প্রবাহিত হচ্ছে।

শ্লোক ১১

তত্রাপি ভারতমেব বর্ষং কর্মক্ষেত্রমন্যান্যাস্ট বর্ষাণি স্বর্গিণাং
পুণ্যশেষোপভোগস্থানানি ভৌমানি স্বর্গপদানি ব্যপদিশন্তি ॥ ১১ ॥

তত্র-অপি—তাদের মধ্যে; ভারতম্—ভারতবর্ষ; এব—নিশ্চিতভাবে; বর্ষম্—ভূখণ্ড;
কর্ম-ক্ষেত্রম্—কর্মের ক্ষেত্র; অন্যানি—অন্য সমস্ত; অষ্ট বর্ষাণি—আটটি বর্ষ;
স্বর্গিণাম্—অসাধারণ পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত জীবসমূহের; পুণ্য—পবিত্র
কর্মের ফল; শেষ—অবশেষ; উপভোগ-স্থানানি—জড় সুখভোগের স্থান; ভৌমানি
স্বর্গপদানি—পৃথিবীতে স্বর্গের মতো; ব্যপদিশন্তি—বলা হয়।

অনুবাদ

নয়াট বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষকেই কর্মক্ষেত্র বলা হয়। পণ্ডিত এবং মহাত্মাগণ
বলেন যে, অন্য আটটি বর্ষ অতি পুণ্যবান ব্যক্তিদের পুণ্যশেষ উপভোগের স্থান।
স্বর্গলোক থেকে ফিরে আসার পর, তাঁরা তাঁদের পুণ্যকর্মের অবশিষ্ট অংশ এই
আটটি বর্ষে ভোগ করেন।

তাৎপর্য

স্বর্গ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—দিব্য স্বর্গ, ভৌম স্বর্গ এবং পাতাল লোকস্থ বিল
স্বর্গ। এই তিনটি স্বর্গের মধ্যে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য আটটি বর্ষ হচ্ছে ভৌম স্বর্গ।
ভগবদ্গীতা (৯/২১) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি—জীবের
পুণ্য যখন ক্ষয় হয়ে যায়, তখন তারা এই পৃথিবীতে ফিরে আসে। এইভাবে
তারা স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, এবং তারপর আবার এই পৃথিবীতে অধঃপতিত হয়।
এই পদ্ধটিকে বলা হয় ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ। যারা বুদ্ধিমান অর্থাৎ যাদের মতিষ্কর
হয়নি, তারা এই ব্রহ্মাণ্ডে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করার পন্থায় লিপ্ত হতে চান না। তাঁরা
ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন যাতে তাঁরা চরমে ব্রহ্মাণ্ডের আধরণ ভেদ করে
ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে পারেন। তখন তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকের কোন একটি লোকে
অবস্থিত হন, অথবা আরও উর্ধ্ব কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হন।
ভক্ত কখনও স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া এবং তারপর আবার এখানে ফিরে আসার
এই ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণে লিপ্ত হতে চান না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
ওরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

ব্রহ্মাণ্ডে জুড়ে যে সমস্ত জীব ভ্রমণ করছে, তাদের মধ্যে কোন ভাগ্যবান জীব
ভগবানের প্রতিনিধির সান্নিধ্যে আসে এবং তার ফলে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার
সুযোগ পায়। যারা ঐকান্তিকভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে চায়, তারা
শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সনৎকুর সান্নিধ্যে আসে। মনোমুখী মায়ামারী এবং কর্মফল
ভোগের অভিলাষী কর্মীরা কখনও ওরু হতে পারেন না। শ্রীওরুদেব হচ্ছেন
শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি যিনি যথার্থভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বিতরণ করেন। এইভাবে
কেবল অত্যন্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই সনৎকুর সংস্পর্শে আসে। বৈদিক শাস্ত্রে সেই
সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে, তহি জানার্থং স ওরুদেবোতিগচ্ছৎ—চিৎ-জগতের কার্যকলাপ
হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সনৎকুর অন্বেষণ করতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও সেই কথা
প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তস্মাদ ওরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্—চিৎ-
জগতের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে যিনি অত্যন্ত আগ্রহী, তাঁকে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের
প্রতিনিধি সনৎকুর অন্বেষণ করতে হবে। সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে তাই বোঝা যায়
যে, ওরু শব্দটির বিশেষ অর্থ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ প্রতিনিধি, অন্য কেউ নয়।
পদ্ম পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে—অবৈষ্ণবো ওরুর্নন্যৎ—যিনি বৈষ্ণব নন অথবা
যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি নন, তিনি কখনও ওরু হতে পারেন না। এমনকি সব
চাইতে সুযোগ্য ব্রাহ্মণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি না হলে ওরু হতে পারেন না।
ব্রাহ্মণদের ছাড়া গুণসমন্বিত হওয়া উচিত। সেওলি হচ্ছে পঠন—অত্যন্ত বিদ্বান
হওয়া, পাঠন—অত্যন্ত যোগ্য শিক্ষক হওয়া, যজ্ঞন—দেবতাদের পূজায় অত্যন্ত
দক্ষ হওয়া, যাগ্নন—অন্যদের এইভাবে পূজা করতে শিক্ষা দেওয়া, প্রতিগ্রহ—
অন্যদের কাছ থেকে দান গ্রহণের যোগ্য হওয়া, এবং দান—দান-সম্পদ দান করে
বিতরণ করা। এই সমস্ত গুণে গুণাবৃত হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের
প্রতিনিধি না হন, তাহলে তিনি ওরু হতে পারেন না (ওরুর্নন্যৎ)। বৈষ্ণবঃ
স্বপত্যো ওরুঃ—কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ প্রতিনিধি বৈষ্ণব যদি স্বপত্য বা চণ্ডাল-
কুলোদ্ভূতও হন, তাহলে তিনি ওরু হতে পারেন। তিন শ্রেণীর স্বর্গের মধ্যে কখনও
কখনও ভারতবর্ষের কাশীর অঞ্চলকেও ভৌম স্বর্গ বলে গণনা করা হয়। এই
স্থানে জড় সুখ উপভোগের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই রয়েছে, তবে শুদ্ধ
অধ্যাত্মবাসীদের পক্ষে তার কোন ওরুত্ব নেই। শ্রীল রূপ গোস্বামী গুহ্য ভক্তের
কার্যকলাপের বর্ণনা করে বলেছেন—

অন্যাত্মবিভাশূন্যং জানকর্মদান্যবৃত্তম্।
আনুকুলেন কৃষ্ণদুর্গালনং ভক্তিরুত্তমম্ ॥

“সকাম কর্ম অথবা মনোর্থনী জ্ঞানের মাধ্যমে কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের আশা না করে, কেবল অনুকূলভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা উচিত। তাকেই বলা হয় শুদ্ধ ভক্তি।” যারা কেবল শ্রীকৃষ্ণের সজ্জিৎ বিধানের জন্য তাঁর প্রেমময়ী সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত, তাঁরা দিব্য স্বর্গ, ভৌম স্বর্গ এবং বিল স্বর্গের প্রতি কোন রকম আসক্তি পোষণ করেন না।

শ্লোক ১২

এষ পুরুষাণামযুতপুরুষায়ুর্বর্ধাণাং দেবকল্পানাং নাগায়ুতপ্রাণানাং বজ্রসং
হননবলবয়োমোদপ্রমুদিতমহাসৌরভমৈথুনব্যবায়াপবর্গবর্ষধৃতৈকগর্ভ
কলত্রাণাং তত্র তু ত্রৈতায়ুগসমঃ কালো বর্ততে ॥ ১২ ॥

এষ—এই আটটি বর্ষে; পুরুষাণাম্—মানুষদের; অযুত—দশ হাজার; পুরুষ—মানুষের গণনা অনুসারে; আয়ুঃ-বর্ধাণাম্—তত বছর আয়ু; দেব-কল্পানাম্—দেবতাদের মতো; নাগ-অযুত-প্রাণানাম্—দশ সহস্র হস্তীর মতো বল সম্বিত; বজ্র-সংহনন—বজ্রের মতো সুদৃঢ় শরীর; বল—দৈহিক শক্তি; বয়ঃ—যৌবন; মোদ—পর্যাপ্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; প্রমুদিত—উত্তেজিত; মহা-সৌরভ—প্রচুর মৈথুনসুখ; মৈথুন—স্ত্রী-পুরুষের মিলন; ব্যবায়-অপবর্গ—মৈথুনসুখ উপভোগের পর; বর্ষ—শেষ এক বছরে; ধৃত-এক-গর্ভ—একটি সন্তান ধারণ করে; কলত্রাণাম্—পত্নীদের; তত্র—সেখানে; তু—কিন্তু; ত্রৈতায়ুগ-সমঃ—ঠিক ত্রৈতায়ুগের মতো (যখন কোন দুঃখকষ্ট থাকে না); কালঃ—সময়; বর্ততে—বিরাজ করে।

অনুবাদ

এই আটটি বর্ষে যারা বাস করেন, তাঁদের আয়ু মানুষের গণনায় দশ হাজার বছর। তাঁরা দেবতুল্য। তাঁরা দশ হাজার হস্তির বল ধারণ করেন। তাঁদের শরীর বজ্রের মতো সুদৃঢ়। তাঁদের যৌবন সম্বিত জীবন অত্যন্ত সুখদায়ক, এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পরম আনন্দে দীর্ঘস্থায়ী মৈথুনসুখ উপভোগ করেন। দীর্ঘকাল ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের পর, যখন তাঁদের জীবনের মাত্র এক বৎসর কাল অবশিষ্ট থাকে, তখন তাঁদের স্ত্রীরা একবার মাত্র গর্ভধারণ করে। এইভাবে এই সমস্ত স্বর্গের অধিবাসীদের সুখের মান যেন ত্রৈতায়ুগের মানুষদের মতো।

তাৎপর্য

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চারটি যুগ রয়েছে। সত্যযুগে মানুষরা ছিল অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ। সকলেই তপন আয়ত-তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য এবং ভগবৎ উপলব্ধির

জন্য অষ্টাদশোপ অনুশীলন করতেন। যেহেতু সকলেই সর্বদা সমাধি মগ্ন থাকতেন, তাই কেউই জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে আগ্রহী ছিল না। ত্রেতায়ুগে মানুষ নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করত। জড়-জাগতিক ক্রেশের শুরু হয় দ্বাপর যুগে, কিন্তু তা খুব একটা কষ্টগ্রন্থ ছিল না। প্রকৃত দুঃখ-দুর্দশা শুরু হয়েছে কলিযুগ থেকে।

এই শ্লোকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, স্বর্গসদৃশ এই আটটি বর্ষে স্ত্রী এবং পুরুষেরা যদিও মৈথুনসুখ উপভোগ করেন কিন্তু তাঁদের গর্ভ হয় না। নিম্নস্তরের প্রাণীদেরই গর্ভ হয়। যেমন কুকুর, শূকর ইত্যাদি পশুর বছরে দুবার গর্ভ হয়, এবং প্রতিবারে অন্ততপক্ষে ছাটি শাবকের জন্ম হয়। আরও নিম্নস্তরের যোনিতে, যেমন সর্পেরা একবারে শত শত শাবক উৎপন্ন করে। এই শ্লোক থেকে আমাদের জানতে পারি যে, উচ্চতর লোকে সারা জীবনে কেবল একবার গর্ভ হয়। স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গ হয়, কিন্তু গর্ভ হয় না। চিৎ-জগতে ঐকান্তিক ভক্তির ফলে যৌন জীবনের প্রতি কোন রকম আবর্ষণ থাকে না। প্রকৃতপক্ষে চিৎ-জগতে যৌন জীবন নেই। কিন্তু কখনও যদি তা হয়েও থাকে, তাহলে তার ফলে গর্ভ হয় না। পৃথিবীতে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলে যদিও গর্ভ হয়, তবুও মানুষ সাধারণত গর্ভধারণ এড়ানোরই চেষ্টা করে। এই পাপ-পঙ্কিল কলিযুগে মানুষ ভ্রূণহত্যা পর্যন্ত করতে শুরু করেছে। এটি সব চাহিতে অঘন্য কর্ম। যারা এই কর্ম করে, তাদের এই কর্মের পরিণাম-স্বরূপ অন্তহীন যন্ত্রণাভোগ করতে হবে।

শ্লোক ১৩

যত্র হ দেবপত্যঃ ঈশৈঃ সৈবগনায়কৈবিহিতমহার্গাঃ সর্বভুকুসুমস্তবক-
ফলকিসলয়শ্রিয়ানম্যমানবিটপলতা বিটপিভিরূপপশুস্তমানরুচির
কাননাশ্রমায়তনবর্ষগিরিঙ্গ্রোণীষু তথা চামলজলাশয়েষু বিকচবিবিধ-
ববনবনরূহামোদমুদিতরাজহংসজলকুটুকারগুবসারসচক্রবাকাদি-
ভিমধুকরনিকরাকৃতিভিরূপকৃজিতেষু জলক্লীড়াভিবিচিত্রবিনোদৈঃ
সুললিতসুরসুন্দরীণাং কামকলিলবিলাসহাসলীলাবলোকাকৃষ্টমনোদৃষ্টয়ঃ
স্বৈরং বিহরন্তি ॥ ১৩ ॥

যত্র হ—সেই আটটি বর্ষে; দেব-পত্যঃ—ইন্দ্রসদৃশ দেবপত্নীরা; ঈশৈঃ ঈশৈঃ—তাঁদের নিজেদের; গনায়কৈঃ—ভূতাদের প্রভুগণ; বিহিত—অলঙ্কৃত; মহা-অর্ঘাঃ—চন্দন, পুষ্পমালা আদি মূল্যবান উপহার; সর্ব-ভুকু—সমস্ত স্বত্বভুক্ত; কুসুম-স্তবক—পুষ্পগুচ্ছ;

ফল—ফলের; কিসলয়-শ্রিয়া—নবীন পল্লবের সৌন্দর্যের দ্বারা; আনন্ডমান—অনন্ত হয়ে; বিটপ—বার শাখা; লতা—এবং লতাসমূহ; বিটিপিভিঃ—বহু বৃক্ষের দ্বারা; উপগুপ্তমান—পূর্ণরূপে সুশোভিত হয়ে; রুচির—সুন্দর; কানন—উদ্যান; আশ্রম-আয়তন—এবং বহু আশ্রম; বর্ষ-গিরি-স্রোতীষু—ভূখণ্ডের সীমা নির্ধারণকারী পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকা; তথা—এবং; চ—ও; অমল-জল-আশ্রয়েষু—নির্মল সরোবর; বিকচ—সদা বিকশিত; বিবিধ—অনেক প্রকার; নব-বনরূহ-আমোদ—পদ্মফুলের সৌরভের দ্বারা; মুদিত—আমোদিত; রাজ-হংস—রাজহংস; জল-কুটুট—জলকুটুট; কারণব—কারণব নামক জলচর পক্ষী; সারস—সারস; চক্রবাক-আদিভিঃ—চক্রবাক আদি পক্ষী; মধুকর-নিকর-আকৃতিভিঃ—মধুকরের দ্বারা; উপকৃজিতেষু—প্রতিধ্বনিত; জলক্লীড়াভিঃ—জলক্লীড়া আদি; বিচিত্র—বিবিধ; বিনোদৈঃ—আমোদ-প্রমোদের দ্বারা; সু-সলিল—আকর্ষণীয়; সুর-সুন্দরীণাম্—সুন্দরী দেবকন্যাদের; কাম—কাম; কলিল—জনিত; বিলাস—আমোদ-প্রমোদ; হাস—হাসি; লীলা-অবলোক—চপল চাহনির দ্বারা; আকৃষ্ট-মনঃ—যাদের মন আকৃষ্ট হয়েছে; দৃষ্টমঃ—যাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে; স্বৈরম্—স্বত্বদে; বিহরন্তি—বিহার করেন।

অনুবাদ

সেই সমস্ত বর্ষে, সর্ব ক্ষতর ফল, ফল এবং কিশলয় শোভিত বহু উদ্যান রয়েছে, এবং সেখানে বহু সুন্দর আশ্রমও রয়েছে। সেখানে বর্ষের সীমা নির্দেশক পর্বতগুলির মধ্যদেশে যে বিশাল সরোবরগুলি রয়েছে সেগুলি নববিকশিত পদ্মে পূর্ণ। সেই পদ্মের সৌরভে রাজহংস, কারণব, জলকুটুট, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি পাখিরা আমোদিত হয়ে কলরব করতে থাকে এবং তাঁর সঙ্গে বনরের গুঞ্জন মিশ্রিত হয়ে চতুর্দিক মুবরিত করে তোলে। সেই সমস্ত বর্ষের অধিবাসীরা হচ্ছে দেবতাদের মধ্যে বিশিষ্ট নায়ক। ভূতাদের দ্বারা সর্বদা সেবিত হয়ে, তাঁরা সেই সরোবর সমীপস্থ উদ্যানে জীবন উপভোগ করেন। এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে দেবপতিদের পত্নীরা মধুর হাসি এবং কামকুজ নয়নে তাঁদের পতিদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এই সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের পত্নীদের জন্য তাঁদের ভূত্যরা সব সময় চন্দন এবং ফুলমালা প্রদান করে। এইভাবে সেই আটটি স্বর্গসদৃশ বর্ষের অধিবাসীরা তাদের রমণীদের আচরণে আকৃষ্ট হয়ে আনন্দ উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

এখানে নিমন্তন্ত্রের স্বর্গলোকের বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সমস্ত বর্ষের অধিবাসীরা নববিকশিত পদ্মপূর্ণ নির্মল সরোবর এবং ফল, ফুল, নানা প্রকার পক্ষী ও গুঞ্জরনত

শ্রমের পূর্ণ মনোরম পরিবেশে মহা আনন্দে জীবন উপভোগ করেন। সেই সুন্দর পরিবেশে তাঁরা অতি সুন্দরী এবং কামাসক্তা পত্নীদের সঙ্গে আনন্দে মগ্ন থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই ভগবানের ভক্ত, যে কথা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হবে। এই পৃথিবীর অধিবাসীরাও সেইরূপ স্বগসুখ উপভোগ করার বাসনা করে, কিন্তু যখন তারা কোন না কোন মতে মৈথুন আর আসবপানের কৃত্রিম আনন্দ প্রাপ্ত হয়, তখন তারা ভগবানের সেবা করার কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। স্বর্গলোকের অধিবাসীরা যদিও উন্নততর ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেন, তবুও তাঁরা কখনও ভুলে যান না যে, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের নিত্য দাস।

শ্লোক ১৪

নবস্থপি বর্ষেষু ভগবান্নারায়ণো মহাপুরুষঃ পুরুষাণাং তদনুগ্রহায়াম্ব-
তদ্ব্যাহেনাত্মনাদ্যপি সমিধীয়তে ॥ ১৪ ॥

নবসু—নয়টি; অপি—নিশ্চিতভাবে; বর্ষেষু—বর্ষ নামক ভূখণ্ডে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; নারায়ণঃ—শ্রীবিষ্ণু; মহা-পুরুষঃ—পরম পুরুষ; পুরুষাণাম্—তাঁর বিভিন্ন ভক্তদের; তৎ-অনুগ্রহায়—তাঁর কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; আম্ব-তদ্ব্যাহেন—নিজেকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ভূত্রে বিস্তার করার দ্বারা; আত্মনা—স্বয়ং; অদ্য-অপি—এখন পর্যন্ত; সমিধীয়তে—তাঁর ভক্তদের সেবা গ্রহণ করার জন্য তাঁদের নিকটে থাকেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁর ভক্তদের কৃপা করার জন্য বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ভূত্বরূপে নয়টি বর্ষের প্রতিটি বর্ষেই বিরাজমান। এইভাবে তিনি তাঁর ভক্তদের সেবা গ্রহণ করার জন্য তাঁদের নিকটে থাকেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেছেন যে, দেবতার বিভিন্ন অর্চা-বিগ্রহরূপে ভগবানের পূজা করেন, কারণ চিৎ-জগৎ ব্যতীত অন্য কোথাও সাক্ষাৎভাবে ভগবানের পূজা করা সম্ভব নয়। জড় জগতে ভগবান সর্বদাই মন্দিরে অর্চা-বিগ্রহরূপে পূজিত হন। অর্চাবিগ্রহ এবং স্বয়ং ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই যারা পূর্ণ ঈশ্বর সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত, এমনকি এই পৃথিবীতেও,

নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে যে, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অর্চে বিষ্ণো নীলাধিরম্ নরমতিঃ—“মন্দিরে অর্চা-বিগ্রহকে কখনও কাঠ, পাথর বা ধাতু বলে মনে করা উচিত নয়, এবং কখনও শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়।” নিষ্ঠা সহকারে এই শাস্ত্রনির্দেশ পালন করে, অপরাধশূন্য হয়ে অর্চা-বিগ্রহরূপে ভগবানের সেবা করা উচিত। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, এবং তাঁকে কখনও একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। অর্চা-বিগ্রহ এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি অপরাধশূন্য হলে, আধ্যাত্মিক জীবনে বা কৃষ্ণভাক্যায় উন্নতি সাধন করা যায়।

এই সম্পর্কে লঘুভাগবতযুগে গ্রন্থে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে—

পাদে তু পরমব্যোমঃ পূর্বদ্যো দিক্চতুষ্টয়ে ।

বাসুদেবাদয়ো বাহুশক্তায়ঃ কথিতাঃ ক্রমাৎ ॥

তথা পাদবিভূতৌ চ নিবসন্তি ক্রমাদিমে ।

জলবৃত্তিহু-বৈকুণ্ঠস্থিত বৈদবতীপূরে ॥

সত্যোর্ধ্বে বৈষ্ণবে লোকে নিত্যথো ঘরকাপূরে ।

ওঙ্কোদাদুস্তরে শ্বেতদ্বীপে চৈরাবতীপূরে ।

ক্ষীরাসুধিহিতাস্তে ক্রোড়পর্যঙ্কধামনি ॥

সাত্ত্বীয়ে কচিং তস্ত্রে নব যুগ্মঃ প্রকীর্তিতাঃ ।

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণ-নৃসিংহকৌ ॥

হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ।

তত্র ব্রহ্মা তু বিজ্ঞেয়ঃ পূর্বোক্তবিধয়া হরিঃ ॥

“পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে, ভগবান পরব্যোমে চতুর্দিকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ রূপে নিজেকে বিস্তার করে পূজা গ্রহণ করছেন। এক পাদ বিভূতি রূপ এই জড় জগতেও বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ রূপে ভগবান বিরাজমান। এই জড় জগতে জলের দ্বারা আচ্ছাদিত একটি বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে এবং সেখানে বৈদবতী বলে একটি স্থান রয়েছে, যেখানে বাসুদেব বিরাজ করেন। সত্যলোকের উর্ধ্বে বিষ্ণুলোক নামক একটি লোক রয়েছে, যেখানে সঙ্কর্ষণ বিরাজমান। তেমনই, ঘরকাপূরীতে প্রদ্যুম্ন তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করে বিরাজ করছেন। শ্বেতদ্বীপে ক্ষীর সমুদ্রের মাঝখানে ঐরাবতীপূর নামক একটি স্থান রয়েছে, এবং সেখানে অনিরুদ্ধ অনন্ত-শয্যা শয়ন করে রয়েছেন। কোন কোন সাত্ত্ব-তস্ত্রে নটি বর্ষের আরাধ্য বিগ্রহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—(১) বাসুদেব, (২) সঙ্কর্ষণ,

(৩) প্রদ্যুম্ন, (৪) অনিরুদ্ধ, (৫) নারায়ণ, (৬) নৃসিংহ, (৭) হয়গ্রীব, (৮) মহাবরাহ, এবং (৯) ব্রহ্মা।” এই প্রসঙ্গে যে ব্রহ্মার উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। যখন ব্রহ্মা হওয়ার উপযুক্ত কোনও ব্যক্তি থাকে না, তখন ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মার পদ গ্রহণ করেন। তত্র ব্রহ্মা তু বিজ্ঞেয়ঃ পূর্বোক্তবিধয়া হরি। এখানে যে ব্রহ্মার উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি স্বয়ং শ্রীহরি।

শ্লোক ১৫

ইলাবৃতে তু ভগবান্ ভব এক এব পুম্য হন্যস্তত্রাপরো নির্বিশতি
ভবান্যাঃ শাপনিমিত্তজ্ঞা যৎপ্রবেক্ষ্যতঃ স্ত্রীভাবস্তৎপশ্চাদ্বেক্ষ্যামি ॥১৫॥

ইলাবৃতে—ইলাবৃত্তবর্ষে, তু—কিন্তু, ভগবান্—পরম শক্তিমান; ভবঃ—শিব, এক—কেবল; এব—নিশ্চিতভাবে; পুম্য—পুরুষ; ন—না; হি—নিশ্চিতভাবে; অন্যাঃ—অন্য কেউ; তত্র—সেখানে; অপরাঃ—ব্যতীত; নির্বিশতি—প্রবেশ করে; ভবান্যা-শাপ-নিমিত্ত-জ্ঞা—শিবের পত্নী ভবানীর শাপের কারণ যিনি জানেন; যৎ—প্রবেক্ষ্যতঃ—বলপূর্বক যে সেই স্থানে প্রবেশ করে; স্ত্রী-ভাবঃ—নারীতে পরিণত হয়; তৎ—তা; পশ্চাৎ—পরে; বক্ষ্যামি—আমি বিশ্লেষণ করব।

অনুবাদ

ওকদেব গোয়ামী বললেন—ইলাবৃত্তবর্ষে পরম শক্তিমান দেবাদিদেব মহাদেবই কেবল একমাত্র পুরুষ। তাঁর পত্নী দুর্গাদেবী চান না যে, কোন পুরুষ সেই স্থানে প্রবেশ করুক। অজ্ঞাতবশত কেউ যদি সেখানে প্রবেশ করে, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে নারীতে পরিণত করেন। সেই কথা আমি পরে (শ্রীমদ্ভগবতের নবম স্কন্ধে) বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৬

ভবানীনাইঃ স্ত্রীগণার্বদসহৈবৈবরুধ্যমানো ভগবতশ্চতুর্মূর্তেমহাপুরুষস্য
তুরীয়াং তামসীং মূর্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞামাত্মসমধিকারপেণ
সন্নিধািপ্যতদভিগণন্ ভব উপধাবতি ॥ ১৬ ॥

ভবানী-নাইঃ—ভবানীনাইঃ; স্ত্রী-গণ—রমণীদের; অর্বদ-সহৈঃ—সহব অর্বদ; অবরুধ্যমানঃ—সর্বদা সেবিত হয়ে; ভগবতঃ চতুঃমূর্তেঃ—চতুর্ভূতরূপে প্রকাশিত

ভগবান; মহা-পুরুষস্য—পরম পুরুষের; তুরীয়া—চতুর্থ বিস্তার; তামসীম্—
তমোগুণের সঙ্গে সম্পর্কিত; মূর্তিম্—রূপ; প্রকৃতিম্—উৎসরূপে; আত্মনাঃ—স্বয়ং
(শ্রীশিব); সদ্ধর্ষণ-সংজ্ঞাম্—সদ্ধর্ষণ নামক; আত্ম-সমাধি-রূপেণ—সমাধি যোগে তাঁর
ধ্যান করে; সমিধাণ্য—সমিধানে আনয়ন করে; এতৎ—এই; অভিপূর্ণম্—স্পষ্টভাবে
কীর্তন করে; ভবঃ—শ্রীশিব; উপধাবতি—পূজা করেন।

অনুবাদ

ইলাবৃত্তবর্ষে শ্রীশিব সর্বদা কোটি কোটি সেবিকার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সেবিত
হন। বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সদ্ধর্ষণ—ভগবানের এই চতুর্বাহুর চতুর্থ
মূর্তি সদ্ধর্ষণ নিঃসন্দেহে শুদ্ধ চিত্ত। কিন্তু এই জড় জগতে তাঁর ধ্বংসাত্মক
কার্য তামসিক বলে তিনি তামসী নামে অভিহিত হন। ভগবান শিব জানেন যে,
সদ্ধর্ষণ হচ্ছেন তাঁর অংশী বা মূল কারণ, এবং তাই তিনি সর্বদা সমাধি যোগে
নিঃলিখিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করে তাঁর ধ্যান করেন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও আমরা ধ্যানমগ্ন শিবের ছবি দেখি। এই শ্লোক থেকে জানা যায়
যে, শিব সর্বদা ভগবান সদ্ধর্ষণের ধ্যানে মগ্ন। শিব এই জড় জগতের সংহার
কার্যের অধ্যক্ষ। ব্রহ্মা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং শিব
ধ্বংস করেন। যেহেতু ধ্বংসকার্য তমোগুণে সাধিত হয়, তাই শিব এবং তাঁর
আরাধ্যদেব সদ্ধর্ষণকে বাবহারিকভাবে তামসী বলা হয়। শ্রীশিব হচ্ছেন তমোগুণের
অবতারণ। যেহেতু শিব ও সদ্ধর্ষণ উভয়েই পূর্ণ জানময় এবং শুদ্ধ চিত্তীয় তত্ত্বের
অধিষ্ঠিত, তাই জড় প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণের সঙ্গে তাঁদের
কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যেহেতু তাঁদের কার্যকলাপ তমোগুণের সঙ্গে তাঁদের
সংশ্লিষ্ট করে, তাই তাঁদের কখনও কখনও তামসী বলা হয়।

শ্লোক ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্বগুণসম্পন্নায়ানন্তার্যাব্যক্তায়
নম ইতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরম শক্তিমান শ্রীশিব বললেন; ওঁ নমো ভগবতে—হে
পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; মহা-

পুরুষায়—পরম পুরুষকে; সর্ব-গুণ-সম্পন্নায়ান—সমস্ত দিব্য গুণের আধার;
অনন্তায়—অনন্তকে; অব্যক্তায়—যিনি জড় জগতে প্রকাশিত নন; নমঃ—আমার
সশ্রদ্ধ প্রণাম; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

পরম ঐশ্বর্যশালী শ্রীশিব বললেন—হে পরমেশ্বর ভগবান সদ্ধর্ষণ, আমি আপনাকে
আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি সমস্ত নিত্য গুণের আধার। যদিও
আপনি অনন্ত, তবুও অভক্তদের কাছে আপনি অব্যক্ত থাকেন।

শ্লোক ১৮

ভজে ভজন্যারণপাদপঙ্কজং

ভগস্য কৃৎস্নস্য পরং পরায়ণম্ ।

ভক্তেষু লং ভাবিতভূতভাবনং

ভবাপহং দ্বা ভবভাবমীশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥

ভজে—আমি ভজনা করি; ভজন্য—হে পরম আরাধ্য প্রভু; অরণ-পাদ-পঙ্কজম্—
যাঁর শ্রীপাদপরা তাঁর ভক্তদের সমস্ত ভয় থেকে রক্ষা করেন; ভগস্য—ঐশ্বরের;
কৃৎস্নস্য—বিভিন্ন প্রকারের (ঐশ্বর্য, যশ, বীর্য, জ্ঞান, শ্রী এবং বৈরাগ্য); পরম্—
সর্বশ্রেষ্ঠ; পরায়ণম্—পরম আশ্রয়; ভক্তেষু—ভক্তদের জন্য; অলম্—অনুমানের
অতীত; ভাবিত-ভূত-ভাবনম্—যিনি তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর বিভিন্ন
রূপ প্রকাশ করেন; ভব-অপহম্—যিনি তাঁর ভক্তদের সংসার মোচন করেন; দ্বা—
আপনাকে; ভব-ভাবম্—যিনি সমস্ত জড় সৃষ্টির উৎস; ঐশ্বরম্—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি একমাত্র আরাধ্য, কারণ আপনি পরমেশ্বর এবং সমস্ত ঐশ্বরের
আধার। আপনার অভয়চরণাবলি আপনার ভক্তদের সর্বতোভাবে রক্ষা করে,
এবং তাঁদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আপনি বিভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন।
হে প্রভু, আপনি আপনার ভক্তদের সংসার মোচন করেন। কিন্তু অভক্তেরা
চিরকাল আপনারই ইচ্ছায় এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আপনি
কৃপা করে আমাকে আপনার নিত্য দাসত্ব প্রদান করুন।

শ্লোক ১৯

ন যস্য মায়াগুণচিহ্নবৃত্তি-

নিরীকতো হ্যধপি দৃষ্টিরজ্যতে ।

ঈশে যথা নোহজিতমন্যুরহসাং

কন্তুং ন মন্যেত জিগীষুরাশ্বনঃ ॥ ১৯ ॥

ন—কখনই না; যস্য—যাঁর; মায়া—মোহিনী শক্তির; গুণ—গুণে; চিত্ত—হৃদয়ের; বৃত্তিঃ—কার্যকলাপের দ্বারা (চিত্রা, অনুভব এবং ইচ্ছা); নিরীকতো—দর্শনকারীর; হি—নিশ্চিতভাবে; অণু—স্বল্প মাত্রার; অপি—ও; দৃষ্টিঃ—দৃষ্টি; অজ্যতে—প্রভাবিত হয়; ঈশে—নিয়ন্ত্রণ করার জন্য; যথা—যেমন; নঃ—আমাদের; অজিত—যিনি জয় করেননি; মনু—ক্রোধের; রংহসাম্—বেগ; কঃ—কে; তম্—তাকে (সেই পরমেশ্বরকে); ন—না; মন্যেত—পূজা করবে; জিগীষুঃ—জয় করার বাসনায়; আশ্বনঃ—ইন্দ্রিয়গুলি।

অনুবাদ

আমরা আমাদের ক্রোধের বেগ জয় করতে পারিনি। তাই যখন আমরা জড় বস্তু দর্শন করি, তখন অনুরাগ অথবা বিদ্বেষের ভাব এড়ানো যায় না। কিন্তু ভগবান কখনও এইভাবে প্রভাবিত হন না। যদিও সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের জন্য তিনি এই জড় জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবুও তিনি অণুমাত্রও তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই যিনি ইন্দ্রিয়ের বেগ জয় করার অভিলাষী, তাঁর অবশ্য কর্তব্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা। তাহলে তিনি বিজয়ী হবেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাঁর অচিন্ত্য শক্তি সমন্বিত। যদিও প্রকৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে জড় জগতের সৃষ্টি হয়, তবুও তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাঁর শাপ্ত চিন্ময় হিতের ফলে ভগবান যখন এই জড় জগতে আবিস্কৃত হন, তখন জড়া প্রকৃতির গুণ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। তাই ভগবানকে বলা হয় গুণাতীত, এবং যারা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে চায়, তাদের অবশ্য কর্তব্য তাঁর শরণাগত হওয়া।

শ্লোক ২০

অসদৃশো যঃ প্রতিভাতি মায়ায়া

ক্ষীবেব মধ্বাসবতালোচনঃ ।

ন নাগবধ্বোহর্ষণ ঈশিরে হ্রিয়া

যৎপাদয়োঃ স্পর্শনধর্মিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

অসদৃশঃ—যাঁর দৃষ্টি কলুষিত; যঃ—যিনি; প্রতিভাতি—প্রতীত হন; মায়ায়া—মায়ায় প্রভাবে; ক্ষীবেঃ—কৃষ্ণ; ইব—সদৃশ; মধু—মধু; আসব—এবং সুরার দ্বারা; তালোচনঃ—তালসদৃশ রক্তনৈত্র-বিশিষ্ট; ন—না; নাগবধ্বঃ—নাগপত্নীগণ; অর্হণে—পূজায়; ঈশিরে—অসমর্থ হয়েছিল; হ্রিয়া—লজ্জাবশত; যৎপাদয়োঃ—যাঁর চরণকমল; স্পর্শন—স্পর্শের দ্বারা; ধর্মিত—উত্তেজিত; ইন্দ্রিয়াঃ—যাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ।

অনুবাদ

যাদের দৃষ্টি কলুষিত, তাদের কাছে ভগবানের চকু মধু এবং সুরা পানের ফলে আরম্ভ বল মনে হয়। এইভাবে যারা বিমোহিত হয়েছে, সেই বিবেকহীন ব্যক্তিরা ভগবানের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, এবং তাদের ক্রোধের ফলে, তাদের কাছে ভগবানও ক্রুদ্ধ এবং অভ্যস্ত ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়। কিন্তু এটি তাদের ভ্রান্তি। যখন নাগবধুরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে মুগ্ধ হয়েছিলেন, লজ্জাবশত তাঁরা আর তাঁর অন্যান্য অঙ্গের অর্চনা করতে সমর্থ হননি। তবুও ভগবান তাঁদের স্পর্শে কিলবিত হননি, কারণ তিনি সর্ব অবস্থাতেই ধীর। তাই এমন কে আছে, যে ভগবানের আরাধনা করবে না?

তাৎপর্য

উত্তেজনার কারণ থাকলেও যিনি উত্তেজিত হন না, তাঁকে বলা হয় ধীর। ভগবান সর্বদা হ্রিগুণাতীত গুণের থাকার ফলে, তিনি কখনও কোন কিছু দ্বারা উত্তেজিত হন না। তাই কেউ যদি ধীর হতে চান, তাহলে তাঁকে অবশ্যই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। ভগবদ্গীতার (২/১০) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি—যিনি সর্ব অবস্থায় ধীর, তিনি কখনও মোহিত হন না। প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন ধীর ব্যক্তির এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। নৃসিংহদেব যখন হিরণ্যকশিপুকে সংহার করার জন্য ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আবিস্কৃত হয়েছিলেন, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ কিলবিত হননি। তিনি শান্ত এবং অবিচলিত ছিলেন, কিন্তু অন্যেরা, এমনকি ব্রহ্মা পর্যন্ত ভগবানের সেই রূপ দর্শন করে ভীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

যমাহরস্য স্থিতিজ্ঞানসংযমঃ

ত্রিভিবিহীনং যমনন্তমুখরঃ ।

ন বেদ সিদ্ধার্থমিব কচিৎ স্থিতং

ভূমণ্ডলং মূর্ধসহস্রধামসু ॥ ২১ ॥

যম্—যীকে; আহঃ—তারা বলেছিলেন; অস্য—এই জড় ভগবতের; স্থিতি—পালন; জন্ম—সৃষ্টি; সংযমম্—সংহার; ত্রিভিঃ—এই তিন; বিহীনম্—রহিত; যম্—যা; অনন্তম্—অনন্ত; স্বয়রঃ—সমস্ত মহাবিগ্ণ; ন—না; বেদ—অনুভব করেন; সিদ্ধ—অর্থম্—সরিবার বীজ; ইব—সদৃশ; কচিৎ—কোথায়; স্থিতম্—অবস্থিত; ভূমণ্ডলম্—ব্রহ্মাণ্ড; মূর্ধসহস্রধামসু—ভগবানের হাজার হাজার ফণার উপর।

অনুবাদ

দেবাদিদেব মহাদেব বললেন—সমস্ত মহাবীরা ভগবানকে সমগ্র সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কারণ বলে স্বীকার করেন, যদিও এই সমস্ত কার্যকলাপে তাঁর করণীয় কিছু নেই। তাই ভগবানকে বলা হয় অনন্ত। ভগবান যদিও তাঁর শেষ অবতারে তাঁর সহস্র ফণায় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে ধারণ করে রয়েছেন, তবুও প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁর কাছে এক-একটি সরিষার মতো মনে হয়। তাই সিদ্ধি লাভের অভিলাষী কোন ব্যক্তি তাঁর আরাধনা করবেন না?

তাৎপর্য

শেষ বা অনন্ত নামক ভগবানের অবতার অনন্ত শক্তি, যশ, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, সৌন্দর্য এবং বৈরাগ্য সমন্বিত। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, অনন্তের শক্তি এমনই অসীম যে, তাঁর ফণায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করছে। তাঁর রূপ সহস্র সহস্র ফণা সমন্বিত একটি সর্পের মতো, এবং যেহেতু তাঁর শক্তি অনন্ত, তাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে তাঁর কাছে নগণ্য সরষের দানার মতো হালকা বলে মনে হয়। একটি সাপের মাথার উপর একটি সরষের দানা যে কত নগণ্য, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। এই প্রসঙ্গে ঐতিহ্য-চরিতামৃতের আদি লীলার পঞ্চম অধ্যায়ের ১১৭-১২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অনন্তশেষ নাগরূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে তাঁর ফণার উপর ধারণ করে রয়েছেন। আমাদের গণনা অনুসারে, এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড অত্যন্ত ভারী হতে

পারে, কিন্তু ভগবান অনন্ত হওয়ার ফলে, তাঁর কাছে এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড সরষের দানা থেকে ভারী নয়।

শ্লোক ২২-২৩

যস্যাদ্য আসীদ গুণবিগ্রহো মহান্

বিজ্ঞানধিক্ষ্যা ভগবানজঃ কিল ।

যৎসম্ভবোহহং ত্রিবৃতা স্বতেজসা

বৈকারিকং তামসমৈক্রিয়ং সৃজে ॥ ২২ ॥

এতে বয়ং যস্য বশে মহাজনঃ

স্থিতাঃ শকুন্তা ইব সূত্রযন্ত্রিতাঃ ।

মহানহং বৈকৃততামসেক্রিয়াঃ

সৃজাম সর্বে যদনুগ্রহাদিদম্ ॥ ২৩ ॥

যস্য—যাঁর থেকে; আদ্যঃ—ওজ; আসীৎ—ছিল; গুণ-বিগ্রহঃ—গুণাবতার; মহান্—মহত্ত্ব; বিজ্ঞান—পূর্ণ জ্ঞানের; ধিক্ষ্যাঃ—উৎস; ভগবান্—পরম শক্তিমান; অজঃ—ব্রহ্মা; কিল—নিশ্চিতভাবে; যৎ—যাঁর থেকে; সম্ভবঃ—জন্ম; অহম্—আমি; ত্রিবৃতা—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে তিন প্রকার; স্ব-তেজসা—আমার জড় শক্তির দ্বারা; বৈকারিকম্—সমস্ত দেবতা; তামসম্—জড় উপাদানসমূহ; ঐক্রিয়ম্—ইক্রিয়সমূহ; সৃজে—আমি সৃষ্টি করি; এতে—এই সমস্ত; বয়ম্—আমরা; যস্য—যাঁর; বশে—বশীভূত; মহা-আম্বনঃ—মহাভাগণ; স্থিতাঃ—অবস্থিত; শকুন্তাঃ—পক্ষিগণ; ইব—সদৃশ; সূত্র-যন্ত্রিতাঃ—সূত্রবদ্ধ; মহান্—মহত্ত্ব; অহম্—আমি; বৈকৃত—দেবভাগণ; তামস—পঞ্চমহাভূত; ইক্রিয়াঃ—ইক্রিয়সমূহ; সৃজামঃ—আমরা সৃষ্টি করি; সর্বে—আমরা সকলে; যৎ—যাঁর; অনুগ্রহাৎ—কৃপার দ্বারা; ইদম্—এই জড় ভগবৎ।

অনুবাদ

ভগবান থেকেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, যাঁর শরীর মহত্ত্বের দ্বারা নির্মিত, এবং যিনি রজোগুণপ্রধান বুদ্ধির আশ্রয়। সেই ব্রহ্মা থেকে অহঙ্কার তত্ত্ব আমি রূপে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার শক্তির দ্বারা আমি অন্য সমস্ত দেবতাদের, পঞ্চমহাভূত এবং ইক্রিয়বর্ণের সৃষ্টি করি। তাই আমি সেই ভগবানের আরাধনা করি, যিনি

আমাদের সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং যার নিয়ন্ত্রণে সমস্ত দেবতারা, মহাত্মা এবং ইন্দ্রিয়বর্গ, এমনকি ব্রহ্মা ও আমি স্বয়ং—আমরা সকলেই সূত্রবদ্ধ পাবিদের মতো নিয়ন্ত্রিত হই। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল আমরা এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশকার্য সাধনে সক্ষম হই। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সপ্রভু প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সৃষ্টিতত্ত্বের সারাংশে প্রদান করা হয়েছে। সর্বার্থ থেকে মহাবিশ্বের বিস্তার হয়, এবং মহাবিশ্ব থেকে গর্তোদকশায়ী বিশ্বের বিস্তার হয়। গর্তোদকশায়ী বিশ্ব থেকে জাত ব্রহ্মা থেকে শিবের জন্ম হয়, এবং তাঁর থেকে সমস্ত দেবতারা ক্রমশ উদ্ভূত হন। ব্রহ্মা, শিব এবং বিশ্ব বিভিন্ন গুণের অবতারণা। বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জড় গুণের অতীত, কিন্তু তিনি ব্রহ্মাণ্ডের পালনের জন্য সবগুণ নিয়ন্ত্রণ করেন। ব্রহ্মার জন্ম হয় মহত্তত্ত্ব থেকে। ব্রহ্মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, ভগবান শ্রীবিষ্ণু তা পালন করেন এবং শিব তা ধ্বংস করেন। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত প্রধান দেবতাদের নিয়ন্ত্রণ করেন বিশেষ করে ব্রহ্মা এবং শিবকে—ঠিক যেভাবে পাবির মালিক সুতো দিয়ে বেঁধে পাবিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এইভাবে কখনও কখনও বাজ পাবিকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

শ্লোক ২৪

যমির্মিতাং কহপি কর্মপর্বণীং

মায়াং জনোহয়ং গুণসর্গমোহিতঃ ।

ন বেদ নিস্তারণযোগমঞ্জসা

তস্মৈ নমস্তে বিলয়োদয়াস্থানে ॥ ২৪ ॥

যৎ—যাঁর দ্বারা; নির্মিতাম্—নির্মিত; কহিঁ অপি—কোন সময়; কর্মপর্বণীম্—সকাম কর্মের গ্রন্থি; মায়াম্—মায়া; জনঃ—ব্যক্তি; অয়ম্—এই; গুণসর্গ—মোহিতঃ—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা বিমোহিত; ন—না; বেদ—জ্ঞানে; নিস্তারণ-যোগম্—জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা; অঞ্জসা—শীঘ্র; তস্মৈ—তাকে; নমঃ—সপ্রভু প্রণাম; তে—আপনাকে; বিলয়-উদয়-আস্থানে—যাঁর মধ্যে সবকিছু লীন হয়ে পুনরায় সৃষ্টি হয়।

অনুবাদ

ভগবানের মায়া সমস্ত বদ্ধ জীবদের এই জড় জগতে বেঁধে রাখে। তাই তাঁর কৃপা ব্যতীত আমাদের মতো ব্যক্তি বুঝতে পারে না কিভাবে সেই মায়ায় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সমস্ত সৃষ্টি এবং বিনাশের কারণ সেই ভগবানকে আমি আমার সপ্রভু প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১৪) শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন—

দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দূরতয়া ।

মামেব যে প্রপদ্যতে মায়ামেতাং তরতি তে ॥

“আমার এই ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যারা আমার শরণাগত হয়, তারা অন্যায়সে এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।” ভগবানের মায়ায় বশীভূত হয়ে কার্য করছে যে সমস্ত বদ্ধ জীবেরা, তারা তাদের দেহটিকেই তাদের প্রকৃত স্বরূপ বলে মনে করে, এবং তার ফলে তারা বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং অধিক থেকে অধিকতর সমস্যার সৃষ্টি করে এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করছে। কখনও তারা এই সমস্ত সমস্যার ফলে অত্যন্ত বিরত হয়ে, এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থার অন্বেষণ করে। দুর্ভাগ্যবশত সেই সমস্ত তথাকথিত গবেষণাকারীরা ভগবান এবং তাঁর মায়াশক্তি সহজে অজ, এবং তার ফলে তারা কেবল অন্ধকারেই থাকে, বাইরে আসার পথ খুঁজে পায় না। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এবং অগ্রণী গবেষণাকারীরা এক হাস্যকর উপায়ে জীবনের কারণ বোঝার চেষ্টা করছে। জীবনের উদ্ভব যে পূর্ব থেকেই হচ্ছে, সেই কথা তারা ভেবে দেখে না। জীবনের রাসায়নিক সংগঠন যে কি তা যদি তারা জানতেও পারে, তার ফলে তারা কি কুতিত্ব লাভ করবে? তাদের রাসায়নিক উপাদানগুলি মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চ-মহাভূতের বিকার মাত্র। ভগবদ্গীতায় (২/২০) উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবের কখনও সৃষ্টি হয় না (ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ)। পাঁচটি স্থূল উপাদান এবং তিনটি সূক্ষ্ম উপাদান (মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার) রয়েছে, আর রয়েছে শাপ্যত জীব। জীব কোন এক বিশেষ প্রকার শরীরের বাসনা করে, এবং ভগবানের নির্দেশে জড়া প্রকৃতি থেকে সেই দেহ সৃষ্টি হয়, যা ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি যন্ত্র জড়া আর কিছু নয়। ভগবান জীবকে এক বিশেষ প্রকার যান্ত্রিক শরীর প্রদান করেন, এবং জীব সকাম

কর্মের নিয়ম অনুসারে তা নিয়ে কর্ম করে। এই শ্লোকে সকাম কর্মের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—কর্মপর্যন্তীং মায়াম্। জীব দেহরূপ বস্ত্রে বসে রয়েছে এবং ভগবানের নির্দেশ অনুসারে সেই যন্ত্রটি সে চালায়। এটিই হচ্ছে আত্মার দেহান্তরের রহস্য। এইভাবে জীব এই জড় জগতে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভগবদগীতায় (১৫/৭) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, মনঃবর্জ্যনীগ্রিয়াণি প্রকৃতিহানি কথতি—মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয় নিয়ে জীব প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।

সৃষ্টি এবং লয়ের সমস্ত কার্যকলাপে জীব সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই সকাম কর্ম সম্পাদিত হয় মায়ার দ্বারা। জীবের অবস্থা ভগবানের দ্বারা চালিত ঠিক একটি কম্পিউটারের মতো। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করে, কিন্তু প্রকৃতি যে কি তা তারা বিশ্লেষণ করতে পারে না। প্রকৃতি ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। যখন সেই চালককে জানা যায়, তখন জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সেই সম্বন্ধে ভগবদগীতায় (৭/১৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সূদর্শনঃ ॥

“কং জন্ম-জন্মান্তরের পর, প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তি আমাকে সর্বকারণের পরম কারণরূপে জেনে, আমার শরণাগত হন। এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।” তাই সূক্ষ্মজ্ঞ-সম্পন্ন মানব ভগবানের শরণাগত হন এবং তর ফলে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ‘গদ্যার অবতরণ’ নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবাদোক্ত তাৎপর্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভগবানের প্রতি জম্বুদ্বীপবাসীদের প্রার্থনা

এই অধ্যায়ে শ্রীল শুকদেব গোদাম্বী জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন বর্ষ এবং প্রত্যেক বর্ষে উপাসিত ভগবানের অবতারের বর্ণনা করেছেন। ভদ্রাশ্ববর্ষের অধিপতি হচ্ছেন ভদ্রশ্রবা। তিনি এবং তাঁর সেবকেরা সর্বদা ভগবানের হয়েদ্বীপ মূর্তির উপাসনা করেন। প্রত্যেক কল্পান্তে যখন অজ্ঞান নামক অসুর বৈদিক জ্ঞান চুরি করে, তখন ভগবান হয়েদ্বীপ আবির্ভূত হয়ে তা রক্ষা করেন। তারপর তিনি তা ব্রহ্মাকে দান করেন। হরিবর্ষে মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবান নৃসিংহদেবের আরাধনা করেন। (শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে ভগবান নৃসিংহদেবের আবির্ভাবের বর্ণনা করা হয়েছে।) প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হরিবর্ষবাসীরা সর্বদা নৃসিংহদেবের আরাধনা করেন তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার আশীর্বাদ লাভের জন্য। কেতুমালবর্ষে ভগবান হৃষীকেশ কামদেব রূপে প্রকাশিত হন। লক্ষ্মীদেবী এবং সেখানকার দেবতার দিব্যরাত্ৰ তাঁর সেবায় যুক্ত থাকেন। যোলকলায় নিজেকে প্রকাশিত করে ভগবান হৃষীকেশই হচ্ছেন সাহস, তেজ এবং বলের একমাত্র কারণ। বদ্ধ জীবদের একটি ত্রুটি হচ্ছে যে তারা সর্বদা ভ্রান্ত, কিন্তু ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল সে তার এই জড় জীবনের ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারে। তাই ভগবানকেই কেবল প্রভু বলে স্বাধোদন করা যায়। রম্যবর্ষে মনু এবং সেখানকার অধিবাসীরা আজও মৎস্যদেবের উপাসনা করেন। মৎস্যদেব, যার রূপ শুদ্ধস্বরূপ, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, এবং সেই হেতু তিনি ইন্দ্রাদি দেবতাদের পরিচালক। হিরণ্যাবর্ষে ভগবান কুম্ভমূর্তি ধারণ করে বিরাজমান। অর্ঘ্য এই বর্ষবাসীদের সঙ্গে এই মূর্তির উপাসনা করেন। তেমনই উত্তর কুরুবর্ষে ভগবান শ্রীহরি বরাহমূর্তি ধারণ করে এই বর্ষবাসীদের পূজা গ্রহণ করেন।

— এই অধ্যায়ের সমস্ত তথ্য ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবেই কেবল পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায়। তাই শাস্ত্রে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ গদ্যার তটে বাস করার থেকেও শ্রেয়। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে সমস্ত চিন্ময় ভাব এবং দেবতাদের গুণ বিরাজ করে। অভক্তদের হৃদয়ে কিন্তু

কেন সং ওপ থাকতে পারে না, কারণ তারা কেবল ভগবানের বহিরাঙ্গ মায়ার দ্বারা বিমোহিত। ভগবদ্ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জানা যায় যে ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র আরাধ্য। সেই কথা স্বীকার করে সকলেরই ভগবানের আরাধনা করা কর্তব্য। ভগবদ্গীতার (১৫/১৫) উল্লেখ করা হয়েছে, বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদাঃ—সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা। বৈদিক শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করার পর যদি হৃদয়ের সুপ্ত ভগবৎ প্রেম জাগরিত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার ফলে কেবল অনর্থক পরিশ্রমই হয়েছে। সে কেবল তার সময়ের অপচয় করেছে। ভগবানের প্রতি আসক্তির অভাবে সে এই জড় জগতে তার পরিবার পরিজনদের প্রতি আসক্ত থাকে। অতএব এই অধ্যায়ের শিক্ষা হচ্ছে—সংসার-জীবন থেকে মুক্ত হয়ে সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তথা চ ভদ্রশ্রবা নাম ধর্মসুতন্তুলপতয়ঃ পুরুষা ভদ্রাশ্ববর্ষে
সাক্ষাৎভগবতো বাসুদেবস্য প্রিয়াং তনুং ধর্মময়ীং হয়শীর্ষাভিধানাং পরমেণ
সমাধিনা সমিধাপ্যোদমভিগুণন্ত উপধাবন্তি ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; তথা চ—তেনমই (যেভাবে শিব ইলাবৃত্তবর্ষে সর্দর্ষণের উপাসনা করেন); ভদ্রশ্রবা—ভদ্রশ্রবা; নাম—নামক; ধর্ম-সুতঃ—ধর্মরাজের পুত্র; তনুং—তীর; কুল-পতয়ঃ—কুলপতিদের; পুরুষাঃ—অধিবাসীগণ; ভদ্রাশ্ববর্ষে—ভদ্রাশ্ববর্ষে; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; বাসুদেবস্য—শ্রীবাসুদেবের; প্রিয়াং তনুং—অত্যন্ত প্রিয় রূপ; ধর্ম-ময়ীং—সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসনের নির্দেশী; হয়শীর্ষাভিধানাং—হয়শীর্ষ নামক ভগবানের অবতার (হয়গ্রীব নামেও পরিচিত); পরমেণ সমাধিনা—পরম সমাধি-যোগে; সমিধাপ্য—নিকটে এসে; ইদম্—এই; অভিগুণন্তঃ—কীর্তন করে; উপধাবন্তি—তারা আরাধনা করেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ধর্মরাজের পুত্র ভদ্রশ্রবা ভদ্রাশ্ববর্ষের অধিপতি। ঠিক যেভাবে শিব ইলাবৃত্তবর্ষে সর্দর্ষণের আরাধনা করেন, ভদ্রশ্রবাও তেনমই

তার অন্তরঙ্গ সেবক এবং ভদ্রাশ্ববর্ষের অধিবাসীগণ সহ হয়শীর্ষ নামক বাসুদেবের অবতারের আরাধনা করেন। ভগবান হয়শীর্ষ ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনি সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসনের নির্দেশী। ভদ্রশ্রবা এবং তাঁর পার্শ্বদেৱা পরম সমাধিযোগে ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁদের সজ্জ প্রণতি নিবেদন করেন এবং সমস্ত উচ্চারণের মাধ্যমে নিম্নরূপ প্রার্থনা কীর্তন করেন।

শ্লোক ২

ভদ্রশ্রবস উচুঃ

ওঁ নমো ভগবতে ধর্মায়াজ্জবিশোধনায় নম ইতি ॥ ২ ॥

ভদ্রশ্রবসঃ উচুঃ—অধিপতি শ্রীভদ্রশ্রবা ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদেৱা বললেন; ওঁ—হে ভগবান; নমঃ—সমস্ত প্রণতি; ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবানকে; ধর্মায়—সমস্ত ধর্মের উৎস; আজ্জ-বিশোধনায়—যিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে আমাদের পবিত্র করেন; নমঃ—আমাদের প্রণতি; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

শ্রীভদ্রশ্রবা এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদেৱা এইভাবে ভগবানের শ্রব করেন—আমরা সমস্ত ধর্মের উৎস ভগবানকে আমাদের সজ্জ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি এই জড় জগতে জীবের মলিনতা দূরীভূত করে তাদের হৃদয় নির্মল করেন। আমরা বারবার তাঁকে আমাদের সজ্জ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

দুর্খ বিষয়াসক্ত মানুষেরা জানে না যে, কিভাবে তারা প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা প্রতি পদে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং দণ্ডিত হচ্ছে। জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত না হয়ে তারা মনে করে যে, জড় জগতের বন্ধ অবস্থায় তারা অত্যন্ত সুখে রয়েছে। তাই ভগবদ্গীতার (৭/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন যে, এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা হচ্ছে মুঢ়—ন মাং দুহুতিনো মুঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ এই সমস্ত মুঢ়েরা জানে না যে, তারা যদি পবিত্র হতে চায়, তাহলে ভগবানের দ্বারা তাদের ভগবান বাসুদেব কৃষ্ণের আরাধনা করতে হবে। এই আরাধনাই হচ্ছে মানব-জীবনের লক্ষ্য। অচ্ছের মতো ইন্দ্রিয়সূত্র ভোগে লিপ্ত হওয়া এই জীবনের উদ্দেশ্য নয়। মনুষ্য-জীবন লাভ করার পর, জীবনের কর্তব্য হচ্ছে আত্মপোষনের জন্য কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হওয়া—তপো দিব্য পুত্রকা যেন সত্যং

ওচ্ছেষ্যং । মহারাজ কথ্যভদ্রের তাঁর পুত্রদের এই উপদেশ দিয়েছিলেন । মনুষ্য-
জীবনে আত্ম-শোধনের জন্য সব রকম তপস্যা করা অবশ্য কর্তব্য । যস্যাদ্
ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্ । আমরা সকলেই সুখের আদেষণ করছি, কিন্তু আমাদের
অবিদ্যা এবং মৃত্যুর বশে আমরা জানি না আতাত্তিক সুখ কি । আতাত্তিক সুখকে
বলা হয় ব্রহ্মসৌখ্য বা ব্রহ্মানন্দ । এই জড় জগতে যদিও আমরা কিছু তথাকথিত
সুখভোগ করতে পারি, কিন্তু সেই সুখ ক্ষণস্থায়ী । মূর্খ বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সে
কথা বুঝতে পারে না । তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, মায়াসুখায় ভরম উষহতো
বিমূঢ়ান্—ক্ষণস্থায়ী জড়সুখ ভোগের জন্য এই সমস্ত মুখেরা কি বিশাল সমস্ত
আয়োজন করেছে, এবং তার ফলে তারা জন্ম-জন্মান্তরে বিভ্রান্ত হচ্ছে ।

শ্লোক ৩

অহো বিচিত্রং ভগবন্তিচ্ছিত্তং

য়ন্তং জনোহয়ং হি মিশ্রম্ পশ্যতি ।

ধ্যায়নসদ্যর্হি বিকর্ম সেবিতুং

নির্হতা পুত্রং পিতরং জিজীবিষতি ॥ ৩ ॥

অহো—আহা; বিচিত্রম্—আশ্চর্যজনক; ভগবৎ-বিচেষ্টিতম্—ভগবানের লীলা;
য়ন্তম্—মৃত্যু; জনঃ—ব্যক্তি; অয়ম্—এই; হি—নিশ্চিতভাবে; মিশ্রম্—দেখা সত্ত্বেও;
ন পশ্যতি—দেখে না; ধ্যানম্—চিন্তা করে; অসৎ—জড় সুখ; যর্হি—যেহেতু;
বিকর্ম—নিষিদ্ধ কর্ম; সেবিতুম্—উপভোগ করার জন্য; নির্হতা—দগ্ধ করে;
পুত্রম্—পুত্রকে; পিতরম্—পিতা; জিজীবিষতি—দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে চায় ।

অনুবাদ

আহা, কি আশ্চর্য! মূর্খ বিষয়াসক্ত মানুষেরা উভয় মৃত্যুকে দেখেও দেখে না ।
তারা জানে যে মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী, তবুও তারা তার প্রতি উদাসীন হয়ে তাকে
উপেক্ষা করতে চায় । পিতার মৃত্যু হলে পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদ উপভোগ
করতে চায়, এবং পুত্রের মৃত্যু হলে পিতা সেই পুত্রের ধন-সম্পদ উপভোগ করতে
চায় । উভয় ক্ষেত্রেই লব্ধ ধন দ্বারা জড় সুখ ভোগ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয় ।

তাত্পর্য

জড় সুখ মানে হচ্ছে আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের সুন্দর ব্যবস্থা । এই জড়
জগতে বিষয়াসক্ত ব্যক্তির আসন্ন মৃত্যুর প্রতি উদাসীন থেকে, এই চারটি উপায়ে

ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্যই কেবল জীবন ধারণ করে । পিতার মৃত্যুর পর, মৃত
পিতাকে দাহ করে এসে পুত্র তার ধন-সম্পত্তি নিয়ে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টা
করে । তেমনই পুত্রের মৃত্যুর পর, মৃত পুত্রকে দাহ করে এসে পিতা তার ধন-
সম্পদ উপভোগ করার চেষ্টা করে । কখনও মৃত পুত্রের পিতা বিধবা পুত্রবধূকে
পর্বত উপভোগ করে । বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের আচরণ এমনিই জঘন্য । তাই ওকসেব
গোস্বামী বলেছেন, “ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে সংঘটিত এই বিষয় সুখের লীলা
কি আশ্চর্যজনক!” অর্থাৎ, বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সব ইচ্ছা মায়ার পাপকর্ম করতে চায়,
কিন্তু ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কেউ কোন কিছু করতে পারে না । ভগবান
কোন পাপকর্ম করার অনুমতি দেন? ভগবান চান না যে কোন জীব পাপাচরণ
করুক, এবং তিনি তাদের বিবেকের মাধ্যমে তাদের পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে
অনুরোধ করেন । কিন্তু কেউ যখন পাপকর্ম করতে বদ্ধ থাকে, তখন ভগবান
তাকে তার নিজের দায়িত্বে সেই কর্ম করতে অনুমতি দেন (মন্তঃ স্মৃতিজনিমপোহনং
চ) । ভগবানের অনুমতি ব্যতীত কেউ কিছু করতে পারে না, কিন্তু তিনি এতই
কৃপালু যে, বদ্ধ জীব যখন কোন কিছু করতে বদ্ধ থাকে, তখন তার নিজের
দায়িত্বে সেই কর্ম করতে ভগবান অনুমতি দেন ।

শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য লোকে, বিশেষ
করে ভৌম স্বর্গে, পিতা জীবিত থাকতে পুত্রের মৃত্যু হয় না । কিন্তু এই পৃথিবীতে
প্রায়ই পিতার পূর্বে পুত্রের মৃত্যু হয় । বিষয়াসক্ত পিতা তার পুত্রের সম্পত্তি মহা
আনন্দে উপভোগ করে । পিতা এবং পুত্র কেউই বাস্তব সত্যকে দর্শন করতে
পারে না । তাই তারা উভয়েই আসন্ন মৃত্যুকে দেখতে পায় না । কিন্তু মৃত্যু
যখন আসে, তখন তাদের জড় সুখভোগের সমস্ত পুণিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যায় ।

শ্লোক ৪

বদন্তি বিশ্বং কবয়ঃ স্ম নশ্বরং

পশ্যন্তি চাধ্যাত্তবিদো বিপশ্চিতঃ ।

তথাপি মুহান্তি তবাজ মায়ায়া

সুবিম্বিতং কৃতমজং নতোহস্মি তম্ ॥ ৪ ॥

বদন্তি—গ্রামাণিক সূত্র থেকে তাঁরা বলেন; বিশ্বম্—সমগ্র জড় জগৎ; কবয়ঃ—
মহাজ্ঞানী কবিরা; স্ম—নিশ্চিতভাবে; নশ্বরম্—নশ্বর; পশ্যন্তি—সমাধি মগ্ন হয়ে
তাঁরা দর্শন করেন; চ—ও; অধ্যাত্তবিদঃ—বারা অধ্যাত্ম জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন;

বিপশ্চিত্য—অত্যন্ত জ্ঞানী পণ্ডিত; তথা অপি—তা সত্ত্বেও; মুহাতি—মোহিত হন; তব—আপনার; অজ্ঞ—হে অজ্ঞ; মায়য়া—মায়ার দ্বারা; সু-বিশ্বিতম্—অত্যন্ত আশ্চর্যজনক; কৃত্যম্—কার্যকলাপ; অজ্ঞম্—পরম অজ্ঞকে; নতঃ অশ্মি—আমি প্রণতি নিবেদন করি; তম্—আপনাকে।

অনুবাদ

হে অজ্ঞ, আত্ম-তত্ত্ববিৎ বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা, বিবেকীরা এবং দার্শনিকেরা নিশ্চিতভাবে জানেন যে, এই জড় জগৎ নশ্বর। সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁরা এই জগতের প্রকৃত স্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন, এবং সেই তত্ত্ব তাঁরা প্রচারও করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কখনও কখনও আপনার মায়ার দ্বারা মোহিত হন। এটিই আপনার অতি অদ্ভুত লীলা। তাই আমি বৃদ্ধিতে পারি যে, আপনার মায়ার অতি অদ্ভুত। আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

তাৎপর্য

ভগবানের মায়ার কেবল এই জড় জগতে বদ্ধ জীবদের উপরই প্রভাব বিস্তার করে না, যীর্ষা সমাধির মাধ্যমে এই জড় জগতের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, কখনও কখনও তা তাঁদেরও বিমোহিত করে। যখনই কেউ মনে করে, “আমার স্বরূপ হচ্ছে আমার এই জড় দেহটি (অহং মমেতি) এবং এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুই আমার,” তখনই সে মোহাচ্ছন্ন হয়। মায়াজনিত এই মোহ বিশেষ করে বদ্ধ জীবদের প্রভাবিত করে, কিন্তু কখনও কখনও তা মুক্ত জীবদেরও প্রভাবিত করে। মুক্ত আত্মা হচ্ছেন তিনি, যিনি জড় জগৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করার ফলে দেহাশ্রয়িত্ব থেকে নিরন্তর হয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে জড়া-প্রকৃতির গুণের সঙ্গে প্রভাবে মুক্ত পুরুষেরাও কখনও কখনও তাঁদের চিন্ময় স্থিতিতে অসাবধানতাবশত মায়ার দ্বারা মোহিত হন। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (৭/১৪) বলেছেন, মামেব য়ে প্রপদ্যন্তে মায়ামেভাং তরন্তি তে—“যারা আমার শরণাগত হয়েছে, তারাও কেবল মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে।” তাই কখনও নিজেকে মায়ার প্রভাবের অতীত মুক্ত পুরুষ বলে মনে করা উচিত নয়। সকলেরই কর্তব্য নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। তাহলে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থির থাকা যাবে। তা না হলে, একই অসাবধানতার ফলে সর্বনাশ হতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে মহারাজ ভরতের দৃষ্টান্তটি দর্শন করেছি। নিঃসন্দেহে মহারাজ ভরত ছিলেন একজন মহান ভক্ত, কিন্তু একটি হরিণ-শিশুর প্রতি অল্প আসক্তির ফলে, তাঁকে আরও দুটি জন্ম

দুঃখভোগ করতে হয়েছিল—প্রথমে একটি হরিণরূপে এবং তারপর ব্রাহ্মণ জড় ভরত রূপে। তারপর তিনি মুক্ত হয়ে ভগবদ্বাক্যে ফিরে গিয়েছিলেন।

ভগবান সর্বদাই তাঁর ভক্তকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত, কিন্তু ভক্ত যদি ভগবানের উদারতার সুযোগ নিয়ে জ্ঞাতসারে বার বার ভুল করতে থাকে, তা হলে অবশ্যই ভগবান তাকে মায়ার জালে পতিত হওয়ার সুযোগ দিয়ে তাকে দণ্ডদান করবেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বেদ অধ্যয়ন করে পুণিগত জ্ঞান লাভ করা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রেমময়ী সেবা নিবেদন করা অবশ্য কর্তব্য। তা হলেই মানুষের স্থিতি সুরক্ষিত হয়।

শ্লোক ৫

বিশ্বোক্তবস্থাননিরোধকর্ম তে

হ্যকর্তৃরসীকৃতমপ্যাবৃতঃ ।

যুক্তং ন চিত্রং দ্বয়ি কার্যকারণে

সর্বান্ননি ব্যতিরিক্তে চ বস্ত্তঃ ॥ ৫ ॥

বিশ্ব—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; উক্তব—সৃষ্টির; স্থান—স্থিতির; নিরোধ—প্রলয়ের; কর্ম—এই সমস্ত কার্যকলাপ; তে—আপনার (হে ভগবান); হি—প্রকৃতপক্ষে; অকর্তৃঃ—পৃথক; অসীকৃতম্—বেদিক শাস্ত্রের দ্বারা স্বীকৃত; অপি—যদিও; অপাবৃতঃ—এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত নন; যুক্তম্—উপযুক্ত; ন—না; চিত্রম্—আশ্চর্যজনক; দ্বয়ি—আপনাকে; কার্য-কারণে—সমস্ত কার্যের মূল কারণ; সর্ব-আত্মনি—সর্বতোভাবে; ব্যতিরিক্তে—পৃথক; চ—ও; বস্ত্তঃ—মূল বস্ত্ত।

অনুবাদ

হে ভগবান, যদিও আপনি এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক এবং এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা আপনি কখনও প্রভাবিত হন না, তবুও তা আপনার দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছে বলে স্বীকৃত হয়। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ আপনার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে আপনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। আপনি সমস্ত কার্যের কারণ, যদিও আপনি সবকিছু থেকেই স্বতন্ত্র। এইভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, আপনার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই সবকিছু সংঘটিত হচ্ছে।

শ্লোক ৬

যাঁরা

বেদান্ যুগান্তে তমসা তিরস্কৃতান্

রসাতলাদ্যো নৃতুরঙ্গবিগ্রহঃ ।

প্রত্যাাদদে বৈ কবয়েহিভিষাচতে

তস্মৈ নমস্তেহিবিতথেষিতায় ইতি ॥ ৬ ॥

বেদান্—চতুর্বেদ; যুগ-অন্তে—কল্যাণে; তমসা—মূর্তিমান অজ্ঞানরূপী দৈত্যের দ্বারা; তিরস্কৃতান্—অপহরণ করে; রসাতলাৎ—রসাতলে থেকে; যঃ—যিনি (পরমেশ্বর ভগবান); নৃতুরঙ্গ-বিগ্রহঃ—অর্থ নর এবং অর্থ অশ্ব রূপ ধারণ করে; প্রত্যাাদদে—পুনরায় প্রদান করেছিলেন; বৈ—বস্তুত পক্ষে; কবয়ে—পরম কবি ব্রহ্মাকে; হিভিষাচতে—তিনি যখন সেগুলি প্রার্থনা করেছিলেন; তস্মৈ—তাকে (হয়গ্রীবকে); নমঃ—আমার সমস্ত প্রণতি; তে—আপনাকে; অবিতথ-ইহিতায়—যাঁর সমস্ত কখনও বিফল হয় না; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

কল্যাণে মূর্তিমান অজ্ঞানরূপী দৈত্য যখন সমস্ত বেদ অপহরণ করে রসাতলে নিয়ে গিয়েছিল, তখন ভগবান হয়গ্রীব-মূর্তি প্রকট করে বেদ উদ্ধার করেছিলেন, এবং ব্রহ্মা প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে তা প্রদান করেছিলেন। সেই সত্যসংকল্প পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্ঞান যদিও অবিনশ্বর, তবুও এই জড় জগতে কখনও তা প্রকাশিত হয় এবং কখনও তা অপ্রকট হয়। এই জগতের মানুষ যখন অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে, তখন বৈদিক জ্ঞান অপ্রকট হয়ে যায়। ভগবান হয়গ্রীব বা ভগবান মৎস্য কিন্তু সর্বদাই বৈদিক জ্ঞান রক্ষা করেন, এবং যথা সময়ে পুনরায় তা ব্রহ্মার মাধ্যমে নিরতর হয়। ব্রহ্মা ভগবানের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। তাই তিনি যখন বৈদিক জ্ঞানরূপী সম্পদ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তখন ভগবান তাঁকে তা প্রদান করে তাঁর বাসনা পূর্ণ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

হরিবর্ষে চাপি ভগবান্নরহরিরূপেণাপ্তে । তদ্বপগ্রহণনিমিত্তমুত্তর-
ত্রাভিধায়ে । তদ্যতিতং রূপং মহাপুরুষগুণভাজনো মহাভাগবতো

দৈত্যদানবকুলতীর্থীকরণশীলাচরিতঃ প্রহ্লাদোহব্যবধানান্যভক্তিয়োগেন
সহ তদ্বর্ষপুরুষরূপান্তে ইদং চোদাহরতি ॥ ৭ ॥

হরি-বর্ষে—হরিবর্ষ নামক স্থানে; চ—ও; অপি—প্রকৃত পক্ষে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; নর-হরি-রূপেণ—নৃসিংহদেব রূপে; আন্তে—অবস্থিত; তৎ-রূপ-গ্রহণ-নিমিত্তম্—যে কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (কেশব) নৃসিংহ রূপ ধারণ করেছিলেন; উত্তরত্র—পরবর্তী অধ্যায়ে; অভিধায়ে—আমি বর্ণনা করব; তৎ—তা; দয়িতম্—অত্যন্ত প্রিয়; রূপম্—ভগবানের রূপ; মহা-পুরুষ-গুণ-ভাজনঃ—মহাপুরুষদের সমস্ত সংগুণের আধার প্রহ্লাদ মহারাজ; মহা-ভাগবতঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত; দৈত্য-দানব-কুল-তীর্থী-করণ-শীলা-চরিতঃ—যাঁর কার্যকলাপ এবং চরিত্র এতই পবিত্র ছিল যে, তিনি তাঁর বংশের সমস্ত দৈত্যদের উদ্ধার করেছিলেন; প্রহ্লাদঃ—প্রহ্লাদ মহারাজ; অব্যবধান-অন্য-ভক্তি-যোগেন—অপ্রতিহতা এবং অকিঞ্চিত ভক্তির দ্বারা; সহ—সঙ্গে; তৎ-বর্ষ-পুরুষঃ—হরিবর্ষবাসীদের; উপান্তে—প্রণতি নিবেদন এবং আরাধনা করনে; ইদম্—এই; চ—এবং; উদাহরতি—জপ করেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোখামী বললেন—হে রাজন, ভগবান নৃসিংহদেব হরিবর্ষে অবস্থান করেন। আমি পরে (শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে) বর্ণনা করব কিভাবে প্রহ্লাদ মহারাজের জন্য নৃসিংহ মূর্তিতে ভগবান আবিস্কৃত হয়েছিলেন। মহাপুরুষদের সমস্ত সংগুণের আধার প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাঁর চরিত্র এবং কার্যকলাপ তাঁর বংশের সমস্ত দৈত্যদের উদ্ধার করেছিল। ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর সমস্ত পার্শ্ব এবং হরিবর্ষবাসীদের নিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র জপের দ্বারা ভগবান নৃসিংহদেবের আরাধনা করছেন।

তাৎপর্য

জয়দেব গোখামী তাঁর দশাবতার স্তোত্রের প্রতিটি স্তবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের (কেশবের) নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন, কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে, কেশব ধৃত-মীনশরীর জয় জগদীশ হরে, এবং কেশব ধৃত-বাসনরূপ জয় জগদীশ হরে। জগদীশ শব্দটির অর্থ হচ্ছে সারা জগতের ঈশ্বর। তাঁর অদি রূপ হচ্ছে বিভূজ, মুরলীধর এবং গোপাল কৃষ্ণ। ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে—

চিন্তামণিপ্রকরসম্বন্ধ কল্পবৃক্ষ-

লক্ষ্যবৃত্তেস্থ সুরভীরতিপালয়ন্তম্ ।

লক্ষ্মীসিংহশ্রুতসম্ভবসেবামানং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

“যিনি লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে আবৃত, চিন্তামণি দ্বারা নির্মিত গৃহসমূহে সুরভি গাভীদের পালন করেন এবং যিনি শত-সহস্র লক্ষ্মীর দ্বারা সর্বদা গভীর সপ্তম সহস্রারে সেবিত হন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।” এই শ্লোকটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, গোবিন্দ কৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ। ভগবানের অসংখ্য অবতার রয়েছে, ঠিক যেমন নদীতে অসংখ্য তরঙ্গ রয়েছে, কিন্তু তাঁর আদি রূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণ বা কেশব।

শ্রীল ওকদেব গোস্থামী প্রহ্লাদ মহারাজের সম্বন্ধে নৃসিংহদেবের উল্লেখ করেছেন। প্রহ্লাদ মহারাজের মহাপরাক্রমশালী পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাঁকে গভীরভাবে নির্ধাতিন করেছিল। অসহায় প্রহ্লাদ মহারাজ তখন ভগবানকে ভেবেছিলেন, এবং ভগবান তৎক্ষণাৎ সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যকে সহ্যের করার জন্য ভয়ঙ্কর নরসিংহ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও আদি পুরুষ, এক এবং অদ্বিতীয়, তবুও তাঁর ভক্তদের আনন্দ বিধানের জন্য অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। তাই জয়দেব গোস্থামী বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবানের বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা করে, তাঁর দশাবতার গৌত্রে আদি পুরুষ কেশবের নামের বারবার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

শ্লোক ৮

ওঁ নমো ভগবতে নরসিংহায় নমস্তেজোজ্ঞেসে আবিরাবির্ভব বজ্রনখ
বজ্রদংষ্ট্র কর্মশয়ান্ রক্ষয় রক্ষয় তমো ঐস ঐস ওঁ স্বাহা ।
অভয়মভয়মাশ্রয়ি ভূয়িষ্ঠা ওঁ ক্লৌম ॥ ৮ ॥

ওঁ—হে ভগবান; নমঃ—সম্রদ্ধ প্রণতি; ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবানকে;
নরসিংহায়—নৃসিংহ নামক; নমঃ—প্রণতি; তেজঃ-তেজসে—সমস্ত শক্তির শক্তি;
আবিঃ-আবির্ভব—কৃপাপূর্বক পূর্ণরূপে প্রকাশিত হন; বজ্রনখ—বজ্রের মতো খাঁর
নখ; বজ্রদংষ্ট্র—বজ্রের মতো খাঁর দাঁত; কর্ম-আশয়ান্—কর্মের দ্বারা সুখী হওয়ার
আসুরিক বাসনা; রক্ষয় রক্ষয়—দয়া করে পরিত্রা করন; তমঃ—অজ্ঞান; ঐস—
কৃপাপূর্বক দূর করন; ঐস—কৃপাপূর্বক দূর করন; ওঁ—হে ভগবান; স্বাহা—সম্রদ্ধ

শ্লোক ৮]

ভগবানের প্রতি জম্বুদ্বীপবাসীদের প্রার্থনা

৫৪৩

আহুতি; অভয়ম্—অভয়; অভয়ম্—অভয়; আশ্রয়ি—আমার মনে; ভূয়িষ্ঠাঃ—
আপনি আবির্ভূত হন; ওঁ—হে ভগবান; ক্লৌম—নৃসিংহ মন্ত্রের ধীজ।

অনুবাদ

সমস্ত তেজের উৎস ভগবান নৃসিংহদেবকে আমি আমার সম্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন
করি। হে ভগবান আপনার নখ এবং আপনার দন্ত বজ্রের মতো, দয়া করে
আপনি আমাদের সমস্ত আসুরিক কর্মবাসনার বিনাশ করুন। দয়া করে আপনি
আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে, আমাদের সমস্ত অজ্ঞান দূর করুন যাতে আপনার
কৃপায় আমরা জীবন-সংগ্রামে নিতীক হতে পারি।

তাত্পর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/২২/৩৯) সনৎকুমার পুণ্ড্র মহারাজকে বলেছেন—

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিনাসভক্তা

কর্মশয়ান্ গ্রথিতমুদগ্রথায়ন্তি সন্ত ।

তদ্বদ রিক্তমতরো যতয়োহপি রুদ্ধ-

ত্রোতোগপাত্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥

“সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের নখাঙ্গের সেবায় যুক্ত ভক্ত অন্যায়সে কর্ম-বাসনার
গ্রথি থেকে মুক্ত হতে পারেন। যেহেতু তা অত্যন্ত কঠিন, তাই অভক্তেরা—
জানী এবং যোগীরা—বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়সূখ ভোগ বাসনার তরঙ্গ রোধ
করতে পারে না। তাই তাদের উপদেশ দেওয়া হয় বাসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণের
প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে।”

এই জড় জগতের প্রতিটি জীবকেই প্রাণভরে জড় সুখ ভোগ করার তীব্র বাসনা
রয়েছে। সেই জন্যই বহু জীবকে একের পর এক দেহ ধারণ করতে হয়, এবং
তার ফলে সে দৃঢ়ভাবে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণরূপে বাসনা
থেকে মুক্ত না হলে কেউই জন্ম-মৃত্যুর চক্র রোধ করতে পারে না। তাই শ্রীল
রূপ গোস্থামী শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা করে বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্মদিনাবৃত্তম্ ।

আনকুলান কৃষ্ণদুশীলনম্ ভক্তিরূপম্ ॥

“সকাম কর্ম এবং মনোমার্মী জ্ঞানের জড়-জাগতিক লাভের বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে,
অনুকূলভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবার নাম শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি।” অজ্ঞানের

পতীর অন্ধকার থেকে উৎপন্ন জড়-জাগতিক বাসনা থেকে জীব যতক্ষণ পর্যন্ত না মুক্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারে না। তাই জড় বাসনার মূর্ত প্রতীক হিরণ্যকশিপু সংহারকারী ভগবান নৃসিংহদেবের প্রার্থনা আমাদের সর্বদা করা উচিত। হিরণ্য মানে হচ্ছে সোনা, এবং কশিপু মানে কোমল আসন বা শয্যা। বিষয়াসক্ত মানুষেরা সর্বদা তাদের দেহের সুখ-খাচ্ছন্দ্য কামনা করে, এবং তাই তাদের প্রচুর পরিমাণে স্বর্গের প্রয়োজন হয়। সেই নৃত্রে হিরণ্যকশিপু জড়-জাগতিক জীবনের আদর্শ প্রতীক। তাই সে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের প্রচুর বিজ্ঞানার কারণ হয়েছিল, এবং অবশেষে ভগবান নৃসিংহদেব এসে তাঁকে সংহার করেন। যে ভক্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হতে চান, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে এই শ্লোকে প্রহ্লাদ মহারাজ যেভাবে নৃসিংহদেবের প্রার্থনা করেছেন, সেইভাবে প্রার্থনা করা।

শ্লোক ৯

সত্যস্ত বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং

ধ্যায়স্ত ভূতানি শিবং মিথো দিয়া।

মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে

আবেশ্যতাং নো মতিরপাইহতুকী ॥ ৯ ॥

স্বস্তি—কল্যাণ; অন্ত—হোক; বিশ্বস্য—সমগ্র জগতের; খলঃ—ঈর্ষাপরায়ণ (প্রায় প্রত্যেকে); প্রসীদতাম্—প্রসন্ন হোক; ধ্যায়স্ত—তারা বিচার করুক; ভূতানি—সমস্ত জীব; শিবম্—মঙ্গল; মিথঃ—পরস্পর; দিয়া—তাদের বুদ্ধির দ্বারা; মনঃ—মন; চ—এবং; ভদ্রম্—শান্তি; ভজতাং—অনুভব হোক; অধোক্ষজে—মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানে; আবেশ্যতাম্—মগ্ন হোক; নঃ—আমাদের; মতিঃ—বুদ্ধি; অপি—প্রকৃতপক্ষে; অহৈতুকী—নিঃস্বার্থ।

অনুবাদ

সারা জগতের মঙ্গল হোক; খল ব্যক্তিরা অনুকূল হোক। সমস্ত জীবেরা ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে, পরস্পরের মঙ্গল চিন্তা করে শান্ত হোক। তাই আমরা যেন অধোক্ষজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে সর্বদা তাঁর সেবায় যুক্ত থাকতে পারি।

তাৎপর্য

নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে বৈষ্ণবের বর্ণনা করা হয়েছে—

বাঙ্গাকল্পতরুভাশ্চ কৃপাসিকুভা এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

কল্পতরুর মতো বৈষ্ণব তাঁর চরণে শরণাগত ব্যক্তির সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারেন। প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন একজন আদর্শ বৈষ্ণব। তিনি তাঁর নিজের জন্য প্রার্থনা করছেন না, তিনি শিষ্ট, ঈর্ষাপরায়ণ এবং দুর্মতি—সমস্ত প্রকার জীবদের জন্য প্রার্থনা করছেন। তিনি সর্বদাই তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর মতো দুষ্টকারীদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর নিজের জন্য কিছু চাননি, পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি যেন তাঁর আসুরিক পিতাকে ক্ষমা করেন। এটিই বৈষ্ণবের স্বভাব, যিনি সর্বদা সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল কামনা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভাগবত-ধর্ম তাঁদের জন্য বারী সম্পূর্ণরূপে ঈর্ষা থেকে মুক্ত হয়েছেন (পরম-নির্মৎসরাগাম্)। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ এই শ্লোকে প্রার্থনা করেছেন, খলঃ প্রসীদতাম্—“খল ব্যক্তিরা অনুকূল হোক।” জড় জগৎ মাৎসর্য পরায়ণ ব্যক্তিতে পূর্ণ। কিন্তু কেউ যখন নির্মৎসর হন, তখন তাঁর সামাজিক আচরণ উদার হয় এবং তিনি অন্যদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেন। কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তাঁর মন সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল হয় (মনশ্চ ভদ্রং ভজতাং অধোক্ষজে)। তাই আমাদের কর্তব্য ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে প্রার্থনা করা যাতে তিনি আমাদের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন। আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, বহিনৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহঃ—“নৃসিংহদেব আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অবস্থান করে, আমার হৃদয়ের সমস্ত অসৎ প্রবৃত্তি সংহার করুন। আমার মন সর্বতোভাবে নির্মল হোক যাতে আমি প্রশান্ত চিত্তে ভগবানের আরাধনা করতে পারি এবং সারা জগতে শান্তি অনিয়ন করতে পারি।”

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে একটি অতি সুন্দর ভাষ্য প্রদান করেছেন। কেউ যখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, তখন তিনি সর্বদাই ভগবানের কাছে কোন বরের জন্য অনুরোধ করেন। এমনকি নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্তরাও কোন বরের জন্য প্রার্থনা করেন, যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাটিকে নির্দেশ দিয়েছেন—

অগ্নি নন্দনমুজ কিক্করং

পতিভং মাং বিষমে ভবানুধৌ ।

কৃপয়া ভব পাদপঙ্কজ-

হিতধূলীসদৃশং বিচিত্রয় ॥

“হে নন্দের নন্দন কৃষ্ণ, আমি তোমার নিত্য দাস, তবুও কোন না কোন কারণে আমি এই ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্রে পতিত হয়েছি। দয়া করে তুমি আমাকে এই মৃত্যুর সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে তোমার শ্রীপাদপঙ্কে ধূলিকণাক্রমে স্থান দাও।” অন্য আর একটি প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্য বলেছেন, মম জন্মনি জন্মদীপ্তিরে ভবতান্ত্রিকিরেইতুকী তুমি—“জন্ম-জন্মান্তরে তুমি আমাকে তোমার শ্রীপাদপঙ্কে অইতুকী ভক্তি প্রদান কর।” প্রহ্লাদ মহারাজ যখন ঐ নমো ভগবতে নরসিংহায় মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন, তখন তিনি ভগবানের কাছে বর প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু একজন মহান বৈষ্ণব হওয়ার ফলে তিনি তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কোন কিছু চাননি। তাঁর প্রার্থনায় তিনি প্রথমে কামনা করেছেন, স্বভাস্ত্র বিশ্বাস—“সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল হোক।” এইভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি যেন সকলের প্রতি কৃপাপরায়ণ হন, এমনকি সব চাইতে মাৎসর্য পরায়ণ তাঁর পিতার প্রতিও। চাপকা পণ্ডিতের মতে দুই প্রকার ঈর্ষা পরায়ণ জীব রয়েছে—একটি হচ্ছে সর্প এবং অন্যটি হচ্ছে হিরণ্যকশিপুর মতো ব্যক্তি, যে স্বভাবতই সকলের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, এমনকি তাঁর পিতা অথবা পুত্রের প্রতিও। হিরণ্যকশিপু তার শিশুপুত্রের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতার মঙ্গল কামনা করে বর প্রার্থনা করেছিলেন। হিরণ্যকশিপু ভগবদ্ভক্তদের প্রতি অভ্যন্তর ঈর্ষাপরায়ণ ছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ কামনা করেছিলেন তাঁর পিতা এবং অন্যান্য নৈত্যরা যেন ভগবানের কৃপায় তাদের মৎসরতা পরিত্যাগ করে ভক্তদের উপর তাদের অত্যাচার বন্ধ করে (খলঃ প্রসীদতাম্)। অসুবিধাটি হচ্ছে এই যে, খল সহজে অনুকূল হয় না। এক প্রকার খল হচ্ছে সর্প, তাকে কেবল ময়ূর দ্বারা অথবা বিশেষ ওষধির দ্বারা শান্ত করা যায় (মস্তৌষধি-বশঃ সর্পঃ খলকেন নিবারণতে), কিন্তু খল ব্যক্তিকে কেন প্রকারেই শান্ত করা যায় না। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন যে, সমস্ত খল ব্যক্তিদের হৃদয়ের পরিবর্তন হোক এবং তারা সকলে অন্যের মঙ্গল চিন্তা করুক।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন যদি সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সকলেই যদি তা গ্রহণ করে, তাহলে ঈর্ষাপরায়ণ খল ব্যক্তিদের মনোভাবের পরিবর্তন হবে। সকলেই তখন অন্যের মঙ্গল চিন্তা করবে। তাই

প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন, শিবং মিথো দিয়া। জড় জগতে সকলেই অন্যের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, কিন্তু কৃষ্ণভক্তিতে কেউই অপরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন। সকলেই অন্যের মঙ্গল চিন্তা করেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন যে, সকলেরই মন যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপঙ্কে স্থির হওয়ার ফলে বিন্দু হয় (ভজতাদ্ অধোক্ষজে)। শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যর উল্লেখ করা হয়েছে, স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ এবং ভগবদ্গীতা (১৮/৬৫) শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন, মম্বনা ভব মন্তস্তঃ—মানুষের কর্তব্য নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপঙ্কের কথা চিন্তা করা। তখন মানুষের মন অবশ্যই নির্মল হবে (চেতোদর্পণমার্জনম্)। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সর্বদা তাদের ইন্দ্রিয়ভূক্তি সাধনের কথা চিন্তা করে, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন যে, ভগবানের কৃপায় তাদের মনোভাবের পরিবর্তন হবে এবং তারা তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চিন্তা ত্যাগ করবে। তারা যদি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করে, তাহলে সবকিছুই স্বর্ষাসুন্দর হয়ে উঠবে। কেউ কেউ ভুলে গেলে, সকলেই যদি কৃষ্ণের কথা চিন্তা করে, তাহলে এই ব্রহ্মাণ্ড শূন্য হয়ে যাবে, কারণ সকলেই ভগবন্ধামে ফিরে যাবে। কিন্তু শ্রীল বিদ্যনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, তা সম্ভব নয় কারণ জীব অসংখ্য। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ফলে যদি এক প্রহ্লাদ জীব সত্যি সত্যিই ভগবন্ধামে ফিরে যায়, তাহলে আরও এক প্রহ্লাদ জীব এসে এই ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করবে।

শ্লোক ১০.

মাগারদারাত্মজবিন্দুযু

সঙ্গো যদি স্যাদ্ভগবৎপ্রিয়েষু নঃ ।

যঃ প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্টঃ আশ্রবান্

সিদ্ধাত্যদূরান তথেক্সিয়প্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

মা—না; অগার—গৃহ; দার—পত্নী; আশ্রজ—সন্তান; বিন্দু—দন; বন্ধু—বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি; সঙ্গঃ—আসক্তি; যদি—যদি; স্যাৎ—হয়ে থাকে; ভগবৎপ্রিয়েষু—যীদের কাছে ভগবান অত্যন্ত প্রিয়; নঃ—আমাদের; যঃ—যে কেউ; প্রাণবৃত্ত্যা—কেবল প্রাণ ধারণের উপযোগী; পরিতুষ্টঃ—সন্তুষ্ট; আশ্রবান্—যিনি তাঁর মনকে সংযত করেছেন এবং আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন; সিদ্ধান্তি—সফল হয়; অদূরঃ—অচিরেই; ন—না; তথা—ততখানি; ইক্ষিয়-প্রিয়ঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমরা প্রার্থনা করি যেন গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব সমন্বিত সংসাররূপ কারাগারের প্রতি যেন কখনও আসক্তি অনুভব না করি। যদি আসক্তি থাকে, তাহলে তা যেন ভগবৎ-প্রিয় ভক্তদের প্রতিই উদ্ভিত হয়। প্রকৃতপক্ষে যিনি আত্ম-তত্ত্ববিৎ এবং যিনি তাঁর মনকে সংযত করেছেন, তিনি কেবলমাত্র প্রাণ ধারণের উপযোগী বস্তু নিরৈই সন্তুষ্ট থাকেন। এই প্রকার ব্যক্তি অচিরেই কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করেন, কিন্তু অন্যেরা, যারা জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের পক্ষে তা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে যখন বৈষ্ণবের কর্তব্য সম্বন্ধে বলতে অনুরোধ করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার। বৈষ্ণবের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে যারা কৃষ্ণভক্ত নয় এবং যারা স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ইত্যাদি জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা। প্রহ্লাদ মহারাজও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন বিষয়াসক্ত অভক্তদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারেন। তাঁকে যদি কারোর প্রতি আসক্ত হতে হয়, তা হলে তিনি প্রার্থনা করেছেন সেই আসক্তি যেন কেবল ভক্তদের প্রতিই হয়।

ভক্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আবশ্যকতাগুলি অনর্থক বাড়িতে চান না। অবশ্য জীব যতক্ষণ এই জড় জগতে রয়েছে ততক্ষণ তার জড় সেহ থাকে, এবং ভগবৎভক্তি সম্পাদনের জন্য তার প্রতিপালন করতেই হয়। কৃষ্ণসঙ্গ সেবন করার দ্বারা অন্যায়সে দেহের ভরণ-পোষণ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (৯/২৬) বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং ভোজ্যং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপকৃতমশ্বামি প্রযতাম্যহং ॥

“কেউ যদি প্রেম এবং ভক্তি সহকারে আমাকে একটি পাতা, একটি ফুল, একটি ফল অথবা একটু জল নিবেদন করে, তাহলে আমি তা গ্রহণ করি।” রসনার তৃপ্তি সাধনের জন্য কেন অনর্থক আহারের পদ বৃদ্ধি করা হবে? ভক্তের কর্তব্য যত সাদাসিধে সম্ভব আহার করা। তা না হলে ক্রমশ জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পাবে, এবং দুর্বীর ইন্দ্রিয়গুলি অচিরেই অধিক থেকে অধিকতর জড় সুখ দাবি করবে। তখন জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য—কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধন—ভ্রষ্ট হবে।

শ্লোক ১১

যৎসঙ্গলব্ধং নিজবীৰ্যবৈভবং

তীর্থং মুহুঃ সম্পূষণতাং হি মানসম্ ।

হরত্যাগোহন্তঃ শ্রুতিভির্গতোহসজং

কো বৈ ন সেবেত মুকুন্দবিক্রমম্ ॥ ১১ ॥

যৎ—যাঁর (ভগবন্তক্তের), সঙ্গ-লব্ধম্—সঙ্গ প্রভাবে প্রাপ্ত; নিজ-বীৰ্য-বৈভবম্—যাঁর প্রভাব অসামান্য; তীর্থম্—গঙ্গা আদি পবিত্র তীর্থস্থান; মুহুঃ—বারংবার; সম্পূষণতাং—স্পর্শকারী ব্যক্তির; হি—নিশ্চিতভাবে; মানসম্—মনের কলুষ; হরতি—বিনাশ করেন; অজঃ—অজ; অন্তঃ—হৃদয়ের অন্তঃস্থলে; শ্রুতিভিঃ—কর্ণের দ্বারা; গতঃ—প্রবিষ্ট; অসজম্—দেহের মল বা রোগ; কঃ—কে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; ন—না; সেবেত—সেবা করবে; মুকুন্দ-বিক্রমম্—ভগবান মুকুন্দের মহিমাযিত কার্যকলাপ।

অনুবাদ

যাঁদের কাছে ভগবান মুকুন্দই হচ্ছেন সব, তাঁদের সঙ্গ প্রভাবে ভগবানের বীৰ্যবতী বার্ষিকলাপের কথা শোনা যায় এবং বোঝা যায়। মুকুন্দের কার্যকলাপ এমনই বীৰ্যবতী যে, তা কেবল শ্রবণ করার ফলেই তৎক্ষণাৎ ভগবানের সঙ্গ করা যায়। যে ব্যক্তি নিরন্তর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ভগবানের বীৰ্যবতী কার্যকলাপের বর্ণনা শ্রবণ করেন, শব্দরূপে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে অন্তরের সমস্ত মল দূর করেন। গঙ্গার স্নানের ফলে যদিও দেহের মল এবং রোগ দূর হয়, কিন্তু সেটি সন্তব হয় দীর্ঘকাল ধরে বারংবার তা সেবন করার ফলে। তাই জীবনকে সার্থক করার জন্য কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবন্তক্তের সঙ্গ করবেন না?

তাৎপর্য

গঙ্গায় স্নান করলে অবশ্যই বহু দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় হয়, কিন্তু তা ভব-রোগের কলুষ সৃষ্টিকারী বিষয়াসক্ত মনকে নির্মল করতে পারে না। কিন্তু যিনি ভগবানের কার্যকলাপ শ্রবণ করার মাধ্যমে সাক্ষাৎ ভগবানের সঙ্গ করেন, তাঁর হৃদয়ের কলুষ দূর হয়ে যায় এবং অচিরেই তিনি কৃষ্ণভক্তির স্তর প্রাপ্ত হন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীল শুকদেব গোষাামী শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১৭) বলেছেন—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পূণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।

হৃদ্যন্তস্মৈ হৃদম্মাপি বিধুনোতি সুহৃৎসত্যম্ ॥

কেউ যখন ভগবানের কার্যকলাপের বর্ণনা শ্রবণ করেন, তখন অন্তর্যামী রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন, এবং তিনি তখন সেই শ্রোতার হৃদয়ের সমস্ত কলুষ দূর করে দেন। হৃদাণ্ডস্থো হৃদদ্রাণি বিধুনোতি—তিনি চিত্তের সমস্ত ময়লা বিধৌত করেন। চিত্তের মলের ফলেই জীবের সংসার বন্ধন। কেউ যখন তাঁর চিত্তকে নির্মল করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণভক্তির স্বাভাবিক স্তরে উন্নীত হন এবং তার ফলে তাঁর জীবন সার্থক হয়। তাই ভক্তিপথের সমস্ত মহাদ্বারা দূততার সঙ্গে শ্রবণের পথ অনুমোদন করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ মন্ত্র সমবেতভাবে কীর্তন করার পথ প্রবর্তন করে গেছেন, কারণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—কেবল এই মহামন্ত্র শ্রবণ করার ফলে পবিত্র হওয়া যায় (চৈতন্যচরিতামৃত মার্জনম্)। তাই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে মুখ্যত এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছে।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে চিত্ত যখন নির্মল হয়, তখন ধীরে ধীরে কৃষ্ণভক্তির স্তরে আসা যায় এবং তারপর ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, ভক্তিরসামুদ্রসিন্ধু ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করা যায়। এইভাবে জড় কলুষ থেকে ক্রমশ মুক্ত হওয়া যায়। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১৮) বলা হয়েছে—

নষ্টপ্রায়ৈকভদ্রেবু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।

ভগবত্ব্যন্তমোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্টিকী ॥

“নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ এবং শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার ফলে হৃদয়ের সমস্ত অভ্রম প্রায় বিনষ্ট হয়ে যায়, এবং তখন উত্তম-মোকের দ্বারা যার মহিমা কীর্তিত হয়, সেই ভগবানের প্রতি নিষ্ঠিতা ভক্তির উদয় হয়।” এইভাবে, কেবল ভগবানের বীৰ্যবতী কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করার ফলেই, ভক্তের হৃদয় প্রায় সম্পূর্ণরূপে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল হয়, এবং তখন ভগবানের নিত্যদাস রূপে তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত হয়। ভক্ত যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন রজ এবং তমোগুণের প্রভাব ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে যায়, এবং তখন তিনি কেবল সত্ত্বগুণেই কর্ম করেন। তখন তিনি প্রসন্ন হন এবং ক্রমশ কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হন।

সমস্ত মহান আচার্যেরা নির্দেশ দিয়েছেন যে, মানুষকে যেন ভগবানের কথা শ্রবণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। তাহলে সাফল্য নিশ্চিত। জড় আসক্তিরূপ হৃদয়ের কলুষ যতই দূরীভূত হয়, ততই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং লীলার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সারমর্ম।

শ্লোক ১২

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবতাক্ষিণা

সর্বৈগুণৈস্তত্ত্ব সমাসতে সুরাঃ।

হরাবভক্তস্য কুতো মহদগুণা

মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ১২ ॥

যস্য—যাঁর; অস্তি—রয়েছে; ভক্তিঃ—ভক্তি; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; অক্ষিণা—নিষ্কাম; সর্বৈঃ—সমস্ত; গুণৈঃ—সদৃশের দ্বারা; তত্ত্ব—সেখানে (সেই ব্যক্তিতে); সমাসতে—সম্যাক্রূপে বিরাজ করে; সুরাঃ—সমস্ত দেবতারা; হরৌ—ভগবানের; অভক্তস্য—যে ভক্ত নয়; কুতঃ—কোথায়; মহৎ-গুণাঃ—সদৃশাবলী; মনোরথেন—মনোধর্মের দ্বারা; অসতি—অনিত্য জড় জগতে; ধাবত্যঃ—ধাবমান; বহিঃ—বাহ্য বিষয়ে।

অনুবাদ

যিনি ভগবান বাসুদেবের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁর শরীরে সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত সদৃশ বিরাজ করে। পঞ্চান্তরে, যারা ভক্তিবিশীন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত, তাদের মধ্যে কোন সদৃশ নেই। তারা যোগ অভ্যাসে পারদর্শী হতে পারে অথবা সদৃশতবে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণ করতে পারে, কিন্তু তারা অবশ্যই মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অসং বহির্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং মায়ার দাসত্ব করে। তাদের মধ্যে মহৎ গুণের সম্ভাবনা কোথায়?

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত জীবের আদি উৎস। সেই কথা ভগবদ্গীতাতেও (১৫/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

মনঃষষ্ঠাদীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কথ্যত ॥

“এই জড় জগতে যে সমস্ত জীব রয়েছে, তারা সকলেই আমার শাখত বিভিন্ন অংশ। বহু হওয়ার ফলে, তারা মন সহ ছটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।” সমস্ত জীবই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ, এবং তাই তারা যখন তাদের মূল কৃষ্ণভাবনা পুনর্জাগরিত করে, তখন শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সদৃশগুণ

তাদের মধ্যে স্বল্প মাত্রায় বিকশিত হয়। কেউ যখন নবধা ভক্তিতে যুক্ত হন (স্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ / অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্), তখন তাঁর হৃদয় নির্মল হয়, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারেন। তখন তাঁর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গুণগুলি জাগরিত হয়।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদি লীলার অষ্টম অধ্যায়ে ভক্তের গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, শ্রীপণ্ডিত হরিনাসের গুণাবলীর বর্ণনা করে বলা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন—সুশীল, সহিবু, শান্ত, বদন্য, গভীর, মধুর বক্তা, মধুর চেষ্টাশীল, মহাধীর, সকলের সম্মানদাতা, সকলের হিতকারী, কৌটিল্যরহিত এবং মাৎসর্যশূন্য। এগুলি শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ গুণ, এবং কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন আপনা থেকেই এই গুণগুলি তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে, বৈষ্ণবের শরীরে সমস্ত সদ্গুণের প্রকাশ হয়, এবং এই সমস্ত গুণগুলির মাধ্যমেই চেনা যায় কে বৈষ্ণব এবং কে বৈষ্ণব নয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বৈষ্ণবের ছাব্বিশটি গুণের উল্লেখ করেছেন, যথা—(১) তিনি সকলের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। (২) তিনি কারো প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন নন। (৩) তিনি সত্যবাদী। (৪) তিনি সকলের প্রতি সমলশীল। (৫) তাঁর মধ্যে কেউ কোন দোষ খুঁজে পায় না। (৬) তিনি উদার। (৭) তিনি কোমল। (৮) তিনি সর্বদা পবিত্র। (৯) তিনি অকিঞ্চন। (১০) তিনি অন্য সকলের মঙ্গলের জন্য কার্য করেন। (১১) তিনি শান্ত। (১২) তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত। (১৩) তাঁর কোন জড় বাসনা নেই। (১৪) তিনি অত্যন্ত নম্র। (১৫) তিনি স্থির। (১৬) তিনি জিতেন্দ্রিয়। (১৭) তিনি মিতাহারী। (১৮) তিনি মায়ার দ্বারা মোহিত নন। (১৯) তিনি সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। (২০) তিনি নিজের জন্য কোন সম্মান আকাঙ্ক্ষা করেন না। (২১) তিনি গভীর। (২২) তিনি ক্ষমাশীল। (২৩) তিনি মৈত্রীভাবাপন্ন। (২৪) তিনি কবি। (২৫) তিনি দক্ষ। (২৬) তিনি যৌন।

শ্লোক ১৩

হরিরিঃ সাক্ষাৎভগবান্ শরীরিণা-

মহাত্মা ঋষাণামিব ভোয়মীজিতম্ ।

হিহা মহান্তঃ যদি সজ্জতে গৃহে

তদা মহত্ত্বং বয়সা দম্পতীনাং ॥ ১৩ ॥

হরিঃ—ভগবান্, হি—নিশ্চিতভাবে; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান্; শরীরিণাম্—জড় দেহ ধারণ করেছে যে সমস্ত জীব তাদের; আত্মা—আত্মা; ঋষাণাম্—জলচরদের; ইব—সদৃশ; ভোয়ম্—জল; ইজিতম্—অভীষ্ট; হিহা—ত্যাগ করে; মহান্—মহাত্মা; তম্—তাকে; যদি—যদি; সজ্জতে—আসক্ত হয়; গৃহে—গৃহস্থ-জীবনে; তদা—তখন; মহত্ত্বং—মহত্ত্ব; বয়সা—বয়সের দ্বারা; দম্পতীনাং—পতি-পত্নীর।

অনুবাদ

জলচর প্রাণী যেমন বিশাল জলাশয়ে থাকতে চায়, তেমনি জীব স্বাভাবিকভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের মহান অস্তিত্বে থাকার বাসনা করে। তাই জড়-জাগতিক বিচারে অত্যন্ত মহৎ ব্যক্তিও যদি পরমাত্মা ভগবানকে পরিত্যাগ করে গৃহের প্রতি আসক্ত হয়, তাহলে তার মহত্ত্ব শূন্যদীন নীচ জাতিতেও স্থী-পুরুষের মধ্যে কেবলমাত্র বয়স দ্বারা যে মহত্ত্ব নিকৃষিত হয়, ঠিক সেই রকম। যারা বিষয়ী জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা সমস্ত আধ্যাত্মিক গুণ হারিয়ে ফেলে।

তাৎপর্য

কুমির যদিও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি পশু, কিন্তু যখন তারা জল থেকে ভাঙ্গার উঠে আসে, তখন তারা শক্তিশীন হয়ে পড়ে। জলের বাহিরে তারা তাদের স্বাভাবিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারে না। তেমনি সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা সমস্ত জীবের উৎস, এবং সমস্ত জীব তাঁর বিভিন্ন অংশ। জীব যখন সর্বব্যাপ্ত ভগবান বাসুদেবের সম্পর্কে থাকে, তখন সে তার চিন্ময় শক্তি প্রকাশ করে, ঠিক যেভাবে কুমির জলে তার শক্তি প্রদর্শন করে। অর্থাৎ, জীব যখন চিত্ত-জগতে চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত থাকে, তখনই তার মহত্ত্ব দর্শন করা যায়। বহু গৃহস্থ বৈদিক জ্ঞানে পারঙ্গ ত হওয়া সত্ত্বেও, গৃহের প্রতি আসক্ত। এখানে তাদের জলের বাহিরে কুমিরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ তারা সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তাদের মহত্ত্ব ঠিক তরুণ দম্পতির মতো, যারা অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, তাদের স্নানস্থায়ী সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরস্পরের প্রশংসা করে। এই প্রকার মহত্ত্বের বহমানন কেবল নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকেরাই করে থাকে।

তাই সকলেরই কর্তব্য সমস্ত জীবের উৎস পরমাত্মার আশ্রয়ের অন্বেষণ করা। গার্হস্থ্য জীবনের তথাকথিত সুখের আশায় সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। বৈদিক সভ্যতায় কেবল পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত এই প্রকার পদু জীবন অনুমোদন করা

হয়েছে। তারপর গৃহস্থ জীবন পরিত্যাগ করে, পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলনের জন্য বানপ্রস্থ আশ্রম অথবা সর্বভোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়ার জন্য সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৪

তস্মাদুরজোরাগবিষাদমন্যু-

মানস্পৃহাভয়দৈন্যাধিমূলম্ ।

হিত্বা গৃহং সংসৃতিচক্রবালং

নৃসিংহপাদং ভজতাকুতোভয়মিতি ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ—অতএব; রজঃ—রজাওণের অথবা জড় বাসনার; রাগ—বিষয়াসক্তি; বিষাদ—তারপর নৈরাশ্য; মনু—ক্লেশ; মানস্পৃহা—সমাজে সম্মানিত হওয়ার বাসনা; ভয়—ভয়; দৈন্য—দারিদ্র্যের; অধিমূলম্—মূল কারণ; হিত্বা—পরিত্যাগ করে; গৃহম্—গৃহস্থ জীবন; সংসৃতিচক্রবালং—জন্ম-মৃত্যুর সংসার চক্র; নৃসিংহপাদম্—ভগবান নৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্ম; ভজত—আরাধনা; অকুতোভয়ম্—নির্ভীকতার আশ্রয়; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

অতএব হে অসুরগণ, গৃহস্থ জীবনের তথাকথিত সুখ পরিত্যাগ করে নির্ভীকতার প্রকৃত আশ্রয় শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ কর। গৃহস্থ জীবনের প্রতি আসক্তিই রাগ, বিষয়ভ্রম, বিষাদ, ক্লেশ, স্পৃহা, ভয়, মান, প্রভৃতির মূল কারণ, যার ফল হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর সংসার চক্র।

শ্লোক ১৫

কেতুমালেহপি ভগবান্ কামদেবস্বরূপেণ লক্ষ্ম্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া
প্রজাপতেদুহিতৃণাং পুত্রাণাং তদ্বর্ষপতীনাং পুরুষাঘ্রুযাহোরাত্রপরি-সং
খ্যানানাং যাসাং গর্ভা মহাপুরুষমহাত্মতেজসোদেজিতমনসাং বিশ্বস্তা
বাসবঃ সংবৎসরান্তে বিনিপতন্তি ॥ ১৫ ॥

কেতুমালে—কেতুমালবর্ষ নামক ভূখণ্ডে; অপি—ও; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; কামদেব-স্বরূপেণ—কামদেব বা প্রদ্যুম্ন রূপে; লক্ষ্ম্যাঃ—লক্ষ্মীদেবীর;

প্রিয়-চিকীর্ষয়া—সন্তুষ্ট করার বাসনায়; প্রজাপতেঃ—প্রজাপতির; দুহিতৃণাম্—কন্যাদের; পুত্রাণাম্—পুত্রদের; তৎ-বর্ষ-পতীনাম্—সেই বর্ষের অধিপতির; পুরুষ-ঘ্রা—মানুষের আয়ুষ্কালে (প্রায় একশত বৎসর); অহঃ-রাত্রি—দিন এবং রাত্রি; পরিসংখ্যানানাম্—সমসংখ্যক; যাসাম্—যাদের (কন্যাদের); গর্ভাঃ—গর্ভ; মহা-পুরুষ—পরমেশ্বর ভগবানের; মহা-অত্ম—মহান অত্ম (চক্র); তেজসা—জ্যোতির ঘারা; উদেজিত-মনসাম্—যাদের মন উদ্বিগ্ন হয়েছে; বিশ্বস্তাঃ—বিশ্বস্ত; বাসবঃ—মৃত; সংবৎসর-অন্তে—বৎসরান্তে; বিনিপতন্তি—পতিত হয়।

অনুবাদ

শ্রীল কুরুদেব গোয়ামী বললেন—কেতুমালবর্ষে ভগবান শ্রীবিষ্ণু কেবল তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কামদেব রূপে বিরাজমান। তাঁর সেই ভক্তদের মধ্যে রয়েছেন লক্ষ্মীদেবী, প্রজাপতি সংবৎসর এবং সংবৎসরের পুত্র ও কন্যাগণ। প্রজাপতির কন্যারা হচ্ছেন রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী, এবং তাঁর পুত্রেরা দিনের অধিষ্ঠাতা। প্রজাপতির সন্তানদের সংখ্যা ছত্রিশ হাজার। তারা মানুষের আয়ুষ্কালের (একশত বছরের) প্রতিটি দিন এবং রাত্রির নিয়ন্তা। বৎসরান্তে প্রজাপতির কন্যারা ভগবানের অত্যন্ত জ্যোতির্ময় চক্র দর্শন করে উদ্বিগ্ন হওয়ার ফলে তাদের সকলের গর্ভপাত হয়।

তাৎপর্য

এই কামদেব, যিনি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে আবর্তিত হন, তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব। তার বিশ্লেষণ করে মধ্যার্চ্য ব্রহ্মাও পূরণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—কামদেবহিতং বিষ্ণুয় উপগতে। যদিও এই কামদেব বিষ্ণুতত্ত্ব, তাঁর দেহ চিন্ময় নয়, তা জড়। প্রদ্যুম্ন বা কামদেবরূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণু একটি জড় শরীর ধারণ করেন, কিন্তু তবুও তাঁর আচরণ চিন্ময়। তিনি জড় শরীর অথবা চিন্ময় শরীর ধারণ করন, তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ সর্ব অবস্থাতেই তাঁর আচরণ চিন্ময়। মায়াবাদীরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহও জড়, কিন্তু তাদের মতামতের ফলে ভগবানের চিন্ময় আচরণ বাহ্যত হয় না।

শ্লোক ১৬

অতীত সুললিতগতি বিলাসবিলসিতরুচিরহাসলেশাবলোকলীলয়া
কিঞ্চিদন্তুভিত্তিসুন্দরভূমণ্ডলসুভগবদনারবিন্দশ্রিয়া রম্যং রময়দ্বিস্রিয়াণি
রময়তে ॥ ১৬ ॥

অতীত—অতীত, মূললিত—সুন্দর; গতি—গমনভঙ্গি; বিলাস—লীলা-বিলাসের
 দ্বারা; বিলসিত—প্রকাশিত; রুটির—মনোহর; হাস-লেশ—স্মিত হাস; অবলোক-
 নীলয়া—অবলোকন নীলার দ্বারা; কিঞ্চিৎ-উত্তমিত—ঐষৎ উন্নত; সুন্দর—সুন্দর;
 জামণ্ডল—জর দ্বারা; সুভগ—শুভ; বদন-অরবিদ-প্রিয়া—কমলসদৃশ সুন্দর
 সুমণ্ডল; রম্য—লক্ষ্মীদেবীকে; রময়—আনন্দিত করে; ইন্দিয়ানি—সমস্ত ইন্দিয়;
 রময়তে—আনন্দ দান করেন।

অনুবাদ

কেতুমালবর্ষে ভগবান কামদেব (প্রদূম) অত্যন্ত সুললিত গতিবিলাস এবং সুন্দর মুদুমধুর হাস্যসহ অবলোকন লীলা প্রকাশপূর্বক জামুগল দ্বয়ং উন্নত করে তাঁর বদন-কমলের শোভার দ্বারা লক্ষ্মীদেবীর আনন্দ বিধান করেন। এইভাবে তিনি তাঁর নিজের মিথ্য ইন্দ্রিয়ের আনন্দ উপভোগ করেন।

শ্লোক ১৭

তত্ত্বগবতো মায়াময়ং রূপং পরমসমাধিযোগেন রমা দেবী সংবৎসরস্য
 রাত্রিষু প্রজাপতেদুহিত্ভিরূপেতাঃসু চ তত্ত্বভির্ভিরূপান্তে ইদং
 চোদাহরতি ॥ ১৭ ॥

তৎ-তা; ভগবতঃ-ভগবানের; মায়া-ময়ম্-ভক্তের প্রতি কৃপাময়; রূপম্-রূপ; পরম-সর্বোচ্চ; সমাধি-যোগে-ভগবানের সেবায় মগ্নচিত্ত; রমা-লক্ষ্মীদেবী; দেবী-দ্বিবা রমণী; সংবৎসরসয়া-সংবৎসর নামক; রাত্রিষু-রাত্রিতে; প্রজাপতেঃ-প্রজাপতির; দুহিতুভিঃ-কন্যাগণ সহ; উপেত-মিলিত; অহসু-দিবাভাগে; চ-ও; তৎ-ভুক্তিঃ-পতিগণ সহ; উপাস্তে-আরাধনা করেন; ইদম্-এই; চ-ও; উদাহরতি-জপ করেন।

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবী সবেতসরী কালের নিবাভাগে দিনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রজাপতির পূজার সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং রাতে রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রজাপতি-কন্যাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভগবানের পরম কৃপায় রূপ কামদেবের আরাধনা করেন। ভগবদ্ভক্তিতে পূর্বরূপে মগ্ন হয়ে লক্ষ্মীদেবী নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করেন।

ভাৎপর্য

এই স্লোকে যে *মায়াময়ম্* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, তার অর্থ মায়াবাদীদের বিচার অনুসারে গ্রহণ করা উচিত নয়। *মায়্যা* শব্দের অর্থ স্নেহ এবং ভ্রম। মাতা যখন স্নেহ সহকারে তার সন্তানের লালন পালন করেন, তখন তাঁকে *মায়াময়ী* বলা হয়। যে রূপেই ভগবান শ্রীবিষ্ণু আবির্ভূত হন না কেন, তিনি সর্বদাই তাঁর ভক্তদের প্রতি স্নেহপরায়াণ। তাই এখানে ব্যবহৃত *মায়াময়ম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়।' এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী লিখেছেন যে, *মায়াময়ম্* শব্দের অর্থ কৃপাশূন্য^১ অর্থাৎ অত্যন্ত কৃপাময় হতে পারে। তেমনই শ্রীল বীররাঘব বলেছেন, *মায়াত্ৰুসমাজীয়াসঙ্কল্পেন পরিগৃহীতমিত্যর্থঃ জ্ঞানপর্যায়োহত্র মায়্যশব্দঃ*—ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে কেউ যখন অত্যন্ত স্নেহপরায়াণ হয়, তখন তাঁকে *মায়াময়* বলে বর্ণনা করা হয়। শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *মায়াময়ম্* শব্দটি *মায়্যা* এবং *আময়ম্* এই দুটি শব্দের সন্ধি। তিনি সেই শব্দ দুটি বিশ্লেষণ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, 'জীব যেহেতু মায়্যারূপ রোগের দ্বারা আচ্ছন্ন, ভগবান তাই সর্বদা মায়ার বন্ধন থেকে তাঁর ভক্তদের উদ্ধার করতে অত্যন্ত উৎসুক, এবং তিনি মায়াজনিত রোগের নিরাময় করেন।

শ্লোক ১৮

ও হ্রাং হ্রীং হ্রুং ও নমো ভগবতে হরীকেশায় সর্বগুণবিশেষৈ-
বিলকিতাঙ্গনে আকৃতীনাং চিত্তীনাং চেতসাং বিশেষাণাং চাম্বিপত্যে
ষোড়শকলায়চ্ছন্দোময়ায়ানময়ায়ানুতময়ায় সর্বময়ায় সহস্রে ওজসে
বলায় কান্তায় কামায় নমস্তে উভয়ত্র হ্রাং ॥ ১৮ ॥

ও—হে ভগবান; হ্রুম্ হ্রীম্ হ্রুম্—মস্তকের বাঁধ, সিদ্ধি লাভের জন্য যা জপ করা হয়; ওঁ—হে ভগবান; নমঃ—সম্রাট প্রণতি; ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; হৃদীকেশ্যাম্—হৃদয়ের অধীশ্বর ভগবান হৃদীকেশকে; সর্ব-ওণ—সমস্ত দিবা গুণ সমন্বিত; বিশেষৈঃ—সমস্ত বৈচিত্র্যসহ; বিনাক্ত—বিশেষভাবে দৃষ্ট; আত্মনে—সমস্ত জীবের আত্মাকে; আকুতীনাং—সমস্ত কার্যকলাপের; চিত্তীনাং—সমগ্রকার জ্ঞানের; চেতসাম্—সংকল্প, ইচ্ছা আদি মনের ক্রিয়াকে; বিশেষাণাম্—তারের বিষয়ের; চ—এবং; অধিপত্যয়ে—অধিপতিত্বে; ষোড়শকলায়—সৃষ্টির ষোলটি মূল উপাদান (যথা পঞ্চতন্ত্রাঃ এবং মনসহ একাদশ ইন্দ্রিয়) বীর অংশ; চন্দঃ-মরায়—সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানের যিনি ভোক্তা; অন্ন-মরায়—যিনি সমস্ত

জীবনের জীবন ধারণের সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সরবরাহ করার মাধ্যমে পালন করেন; অমৃত-ময়—যিনি অমৃতত্ব দান করেন; সর্ব-ময়—যিনি সর্বব্যাপ্ত; সহস্র—শক্তিমান; ওজসে—যিনি ইন্দ্রিয়ের তেজ প্রদান করেন; বলায়—যিনি দেহের শক্তি প্রদান করেন; কান্তায়—সমস্ত জীবের যিনি পরম পতি বা প্রভু; কামায়—যিনি তাঁর ভক্তের সমস্ত আবশ্যকতা পূর্ণ করেন; নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণাম; তে—আপনাকে; উভয়—সর্বদা (দিন এবং রাত্রে অথবা এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে); ভূয়াং—সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক।

অনুবাদ

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রা এবং সবকিছুর উৎস ভগবান হৃদীকেশকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। দেহ, মন এবং বুদ্ধির সমস্ত কার্যকলাপের তিনিই হচ্ছেন পরম অধিপতি। তাদের সমস্ত কার্যকলাপের তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ভোক্তা। পক্ষতমাত্র এবং মনসহ একাদশ ইন্দ্রিয় তাঁরই আংশিক প্রকাশ। তিনি জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন, যা তাঁর শক্তি হওয়ার ফলে তাঁর থেকে অভিন্ন। তিনি সকলের দৈহিক এবং মানসিক শক্তির কারণ, যা তাঁর থেকে অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম পতি এবং তিনিই তাদের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন। সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর আরাধনা করা। তাই আমরা তাঁর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে সর্বদা আমাদের প্রতি অনুকূল হোন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে মায়াময় শব্দটির অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করে বোঝান হয়েছে, কিভাবে ভগবান বিভিন্নরূপে তাঁর কৃপা বিস্তার করেন। পরায় শক্তিবিশিষ্টে শ্রয়তে—ভগবানের শক্তি বিভিন্নভাবে বোঝা যায়। এই শ্লোকে তাঁকে সবকিছুর মূল উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, কার্যকলাপ, তেজ, দেহের বল, মানসিক শক্তি এবং জীবনের আবশ্যকতাগুলি সংগ্রহ করার সংকল্প—সবকিছুরই উৎস হচ্ছেন ভগবান। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শক্তি সবকিছুতেই উপলব্ধি করা যায়। যেমন ভগবদ্গীতায় (৭/৮) বর্ণনা করা হয়েছে, রসেহিম্ অঙ্ক কৌন্তেয়—জলের স্বাদও হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। আমাদের জীবন ধারণের জন্য যে সমস্ত বস্তুর আবশ্যকতা হয়, সেই সবেরই মূল কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।

ভগবানের বন্দনাকারী এই শ্লোকটি রচনা করেছেন সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী রমাদেবী এবং তা চিন্ময় শক্তি সমন্বিত। শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে সকলের

এই মন্ত্র জপ করা উচিত; তাহলে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যাবে। জড় জগতের বদন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার জন্য এই মন্ত্র জপ করা যেতে পারে, এবং মুক্তির পর বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের আরাধনা করার সময়ও এই মন্ত্র জপ করা যেতে পারে। সমস্ত মন্ত্রই অবশ্য এই জীবন এবং পরবর্তী জীবনের জন্য, এবং সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৯/১৪) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—

সত্যং কীর্তয়ন্তো মাং যতশ্চ দূতব্রতাঃ ।

নমন্যশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

“সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে, গভীর আস্থায় সহকারে আমার সেবা করার চেষ্টা করে, আমার সম্মুখে প্রণত হয়ে, মহামন্ত্রে নিরন্তর ভক্তি সহকারে আমার আরাধনা করেন।” যে ভক্ত এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে মহামন্ত্র বা অন্য মন্ত্র কীর্তন করেন, তাঁকে বলা হয় নিত্যযুক্ত উপাসক।

শ্লোক ১৯

দ্বিত্বো ব্রতেন্দ্রা হৃদীকেশ্বরং স্বতো

হ্যারাদ্যা লোকে পতিমাশাসতেহন্যম্ ।

তাসাং ন তে বৈ পরিপাত্যপত্যং

প্রিয়ং ধনায়ুধি যতোহস্বতস্ত্রাঃ ॥ ১৯ ॥

দ্বিত্বঃ—সমস্ত রমণীরা; ব্রতৈঃ—উপবাস আদি ব্রত পালন করে; দ্বা—আপনি; হৃদীকেশ্বরম্—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর; স্বতঃ—স্বয়ং; হি—নিশ্চিতভাবে; আরাদ্যা—আরাধনা করে; লোকে—এই জগতে; পতিম্—পতি; আশাসতে—প্রার্থনা করে; অন্যম্—অন্য; তাসাম্—সেই সমস্ত রমণীদের; ন—না; তে—পতিগণ; বৈ—বস্ত্রতপক্ষে, পরিপাতি—রক্ষা করতে সক্ষম; অপত্যম্—সন্তান; প্রিয়ম্—অত্যন্ত প্রিয়; ধন—ধন; আয়ুধি—আয়ু; যতঃ—যেহেতু; অস্বতস্ত্রাঃ—অশ্বীন।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। তাই যে সমস্ত রমণীরা তাদের ইন্দ্রিয়তৃষ্ণার জন্য পতি কামনা করে নিষ্ঠা সহকারে ব্রত পালন করে, তারা অবশ্যই মোহাচ্ছন্ন। তারা জানে না যে, সেই প্রকার পতি তাদের অথবা তাদের সন্তান-সন্ততিদের প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করতে পারে না। এমনকি তারা তাদের

নিজেদের ধন অথবা আয়ু ও রক্ষা করতে পারে না, কারণ তারা নিজেরাই কাল, কর্ম এবং গুণের অধীন। কিন্তু এই কাল, কর্ম এবং গুণ আপনার অধীন।

তাৎপর্য

যোগ্য পতি লাভের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত রমণীরা ভগবানের পূজা করে, এই শ্লোকে লক্ষ্মীদেবী তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন। যদিও এই সমস্ত রমণীরা সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ, দীর্ঘ আয়ু ইত্যাদি কাম্য বস্তু লাভ করার মাধ্যমে সুখী হতে চায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সুখী হতে পারে না। এই জড় জগতে তথাকথিত সমস্ত পতিরা ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই রকম অনেক স্ত্রীর উদাহরণ রয়েছে; যাদের পতিরা তাদের কর্মফলের উপর নির্ভর করে তাদের পত্নী, সন্তান, ধন-সম্পদ, এমনকি তাদের নিজেদের জীবন পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে না। তাই বস্তুতপক্ষে সমস্ত রমণীর একমাত্র পতি হচ্ছেন পরম পতি শ্রীকৃষ্ণ। গোপীরা যেহেতু ছিলেন নিত্য মুক্ত, তাই তারা সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। তাই তারা তাঁদের পতিদের পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের প্রকৃত পতিরূপে বরণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেবল গোপীদেরই পতি নন, তিনি সমস্ত জীবের পতি। সকলেরই পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের প্রকৃত পতি। ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীবেরা পুরুষ নয়, তারা হচ্ছে প্রকৃতি (স্ত্রী)। ভগবদ্গীতায় (১০/১২) শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥

“তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, পরম পুরুষ, নিত্য আদি দেব, অজ এবং বিভূ।”

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ এবং জীবেরা হচ্ছে প্রকৃতি। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভোক্তা এবং সমস্ত জীবেরা তাঁর ভোগ্য। তাই যে স্ত্রী তার রক্ষার জন্য জড় দেহধারী পতির অশ্বেষণ করে অথবা যে পুরুষ কোন রমণীর পতি হওয়ার বাসনা করে, তারা উভয়েই মায়ার প্রভাবেই আচ্ছন্ন। পতি হওয়ার অর্থ হচ্ছে পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিদের ধন-সম্পদ এবং সুরক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে ভরণ-পোষণ করা। কিন্তু, জড় জগতের কোন পতি তা করতে পারে না, কারণ সে তার কর্মের উপর নির্ভরশীল। কর্মণা দেবনেত্রেণ—তার পরিস্থিতি নির্ধারিত হয় তার পূর্বকৃত কর্মের ফলে। তাই কেউ যখন গর্বভরে মনে করে যে, সে তার পত্নীকে রক্ষা করতে

পারে, সে অবশ্যই মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র পতি এবং তাই এই জড় জগতে পতি-পত্নীর যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক চরম সম্পর্ক হতে পারে না। জীবের যেহেতু বিবাহ করার বাসনা রয়েছে, তাই শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্বক তথাকথিত পতিকে একটি পত্নী লাভের সুযোগ দেন, এবং পত্নীকে তথাকথিত পতি বরণের সুযোগ দেন, যাতে তারা পরস্পরের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে। দ্বৈশোপনিষদে বলা হয়েছে, তেনে ভাস্তেনে ভূষ্ণিথা—ভগবান সকলের জন্যই তার বরাদ্দ নির্ধারণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি জীবই প্রকৃতি বা স্ত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র পতি।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভূতা ।

যারে বৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥

(চেতন্য-চরিতামৃত আদি ৫/১৪২)

শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সকলের ঈশ্বর বা পতি, এবং যে সমস্ত জীবেরা তথাকথিত পতি অথবা পত্নীর রূপ ধারণ করেছে, তারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে নাচছে। তথাকথিত পতি তার ইন্দ্রিয়কৃষ্টি সাধনের জন্য তার পত্নীর সাথে মিলিত হতে পারে, কিন্তু তার ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃদীকেশের দ্বারা, তাই তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত পতি।

শ্লোক ২০

স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং

সমন্ততঃ পাতি ভয়াভূতং জনম্ ।

স এক এবৈতরথা মিথো ভয়ং

নৈবাঙ্কলাভাদধি মন্যতে পরম্ ॥ ২০ ॥

সঃ—তিনি; বৈ—বস্তুতপক্ষে; পতিঃ—পতি; স্যঃ—হতে পারে; অকুতঃ—ভয়ঃ—
যিনি কারো ভয়ে ভীত নন; স্বয়ম্—স্বয়ংসম্পূর্ণ; সমন্ততঃ—সম্পূর্ণরূপে; পাতি—
পালন করেন; ভয়-অভূতম্—অভ্যুত ভয়; জনম্—বাস্তি; সঃ—অতএব তিনি;
একঃ—এক; এব—কেবল; ইতরথা—অন্যথা; মিথঃ—পরস্পর; ভয়ম্—ভয়; ন—
না; এব—বস্তুতপক্ষে; আঙ্কলাভাৎ—আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার থেকে; অধি—অধিক;
মন্যতে—মনে করে; পরম্—অন্য বস্তু।

অনুবাদ

যিনি কখনও ভীত হন না, পক্ষান্তরে যিনি সমস্ত ভয়ানক ব্যক্তিদের পূর্ণরূপে আশ্রয় প্রদান করতে পারেন, তিনিই কেবল পতি অথবা রক্ষক হতে পারেন। তাই, হে ভগবান, আপনিই হচ্ছেন একমাত্র পতি, এবং অন্য কেউ সেই পদ দাবি করতে পারে না। আপনি যদি একমাত্র পতি না হন, তা হলে আপনি অন্যদের ভয়ে ভীত হতেন। তাই যারা বৈদিক ভক্তজ্ঞান সমন্বিত, তারা কেবল আপনাকেই সকলের পতি বলে স্বীকার করেন, এবং তারা মনে করেন যে, আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ পতি বা রক্ষক আর কেউ হতে পারে না।

তাৎপর্য

এখানে পতি বা অভিভাবকের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মানুষ পতি হতে চায়, অভিভাবক হতে চায়, রাজ্যপাল হতে চায় অথবা রাজনৈতিক নেতা হতে চায়, কিন্তু তারা এই সমস্ত উচ্চ পদের প্রকৃত অর্থ না জেনেই সেই পদগুলির অভিলাষ করে। সারা পৃথিবী জুড়ে, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বহু ব্যক্তি রয়েছে, যারা কিছুকালের জন্য পতি হওয়ার, রাজনৈতিক নেতা হওয়ার বা অভিভাবক হওয়ার দাবি করে, কিন্তু যথা সময়ে ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তারা তাদের সেই পদ থেকে বিচ্যুত হয় এবং তাদের কর্ম-জীবনের সমাপ্তি হয়। তাই যারা প্রকৃত জ্ঞানী এবং আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত, তারা পরমেশ্বর ভগবানকে ছাড়া অন্য কাউকে নেতারূপে, পতিরূপে বা পালকরূপে বরণ করেন না।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬) বলেছেন, অহং হ্ভাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি—“আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত করব।” কৃষ্ণ কারোর ভয়ে ভীত নন। পক্ষান্তরে, সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ভীত। তাই তিনিই প্রকৃতপক্ষে তাঁর অধীনস্থ জীবদের রক্ষা করতে পারেন। যেহেতু তথাকথিত নেতার অথবা পরিচালকেরা সর্বতোভাবে জড় প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন, তারা কখনও কাউকে পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করতে পারে না, যদিও তারা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সেই ক্ষমতা রয়েছে বলে দাবি করে। ন তে বিদুঃ স্বার্থগাং হি বিকৃমুঃ—মানুষেরা জানে না যে, জীবনের প্রকৃত উন্নতি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে পতি বলে বরণ করা। সমস্ত রাজনৈতিক নেতা, পতি অথবা অভিভাবকদের সর্বশক্তিমান হওয়ার অভিনয় করে নিজেদের এবং অন্যদের প্রভাষণ করার পরিবর্তে কৃষ্ণভাবনামৃত আদোলনের প্রচার করা উচিত, যাতে সকলেই তাদের পরম পতি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার শিক্ষা লাভ করতে পারে।

শ্লোক ২১

যা তস্য তে পাদসরোরুহার্হণং

নিকাময়েৎ সাখিলকামলম্পটা ।

তদেব রাসীলিতমীলিতোহর্চিতে

যন্তুগ্নাচ্ছা ভগবন্ প্রতপ্যতে ॥ ২১ ॥

যা—যে রমণী; তস্য—তাঁর; তে—আপনার; পাদ-সরোরুহ—শ্রীপাদপদ্মের; অর্হণম্—আরাধনা; নিকাময়েৎ—সর্বতোভাবে কামনা করে; সা—সেই রমণী; সাখিল-কামলম্পটা—সর্বপ্রকার জড় কামনা-বাসনা পোষণ করা সত্ত্বেও; তৎ—তা; এব—কেবল; রাসি—আপনি পূরিত্ব করেন; দ্বিজিতম্—অন্য কোন আকর্ষিত বস্তু; দ্বিজিতঃ—আকর্ষক করে; অর্চিতঃ—উপাসনা করে; যৎ—যা থেকে; ভগ্ন-শাস্ত্রা—যে আপনার শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু কামনা করার ফলে ভগ্নচিত্ত হয়েছে; ভগবন্—হে ভগবান; প্রতপ্যতে—দুঃখ ভোগ করে।

অনুবাদ

হে ভগবান, যে রমণী বিতুষ্ট প্রেমে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করেন, আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। তবে যে রমণী অন্য কোন অভিলাষ নিয়ে আপনার আরাধনা করেন, আপনি অচিরেই তাঁর বাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু চরমে তিনি ভগ্নহৃদয় হয়ে অনুশোচনা করেন। তাই কোন জড় উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা করে বলেছেন অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্মদানবৃত্তম্ । কোন জড় বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে, সাকাম কর্ম বা মনোদর্মী জ্ঞানের সাফল্য অর্জনের জন্য ভগবানের আরাধনা করা উচিত নয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঠিক যেভাবে তিনি যা চান সেইভাবে তাঁর সেবা করা। তাই নবীন ভক্তদের শ্রীগুরুদেব এবং শাস্ত্রপ্রদত্ত বিধিবিধান অনুযায়ী নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের আরাধনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এইভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে, তিনি ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হন, এবং যখন তাঁর সূপ্ত ভগবৎ-প্রেম জাগরিত হয়, তখন তিনি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে, অন্যাভিলাষিতাশূন্য হয়ে ভগবানের সেবা করেন। সেই অবস্থায়ই হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের আদর্শ স্তর। ভগবান তখন অযাচিতভাবে সেই ভক্তের

সমস্ত সুখ-স্বাস্থ্য বিধান করেন এবং তাঁকে রক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (৯/২২) প্রতিজ্ঞা করেছেন—

অন্যান্যশ্চিহ্নস্তো মাং যে জনাঃ পূৰ্ণাসতে ।

তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমাং বহুমাহম্ ॥

সর্বতোভাবে যিনি ভগবানের সেবার যুক্ত হয়েছেন, ভগবান স্বয়ং তাঁর রক্ষাব্যবস্থা করেন। তাঁর যা আছে তা তিনি রক্ষা করেন, এবং তাঁর যা প্রয়োজন তা তিনি সরবরাহ করেন। তাই জড়-জাগতিক অভিলାষ চরিতার্থ করার জন্য ভগবানের কাছে কোন কিছু চাওয়ার কি প্রয়োজন? এই প্রকার প্রার্থনা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভক্ত যদি চায় ভগবান তার কোন বিশেষ বাসনা চরিতার্থ করবেন, তা হলেও সেই ভক্তকে সকাম ভক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। ভগবদ্গীতায় (৭/১৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

চতুर्वিधा ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহৰ্জুন ।

আৰ্তো জিহাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

“হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), চার প্রকার সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন। তাঁরা হচ্ছেন আর্ত, ধন-সম্পদ লাভের অভিলাষী, জিহাসু এবং পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের অভিলাষী।” আর্ত এবং অর্থার্থী হয়ে যারা ভগবানের শরণাগত হয়, তাদের আপাতদৃষ্টিতে সকাম ভক্ত বলে মনে হলেও তারা সকাম ভক্ত নয়। নবীন ভক্ত হওয়ার ফলে তারা অজ্ঞ। ভগবদ্গীতায় পরে ভগবান বলেছেন, উদারঃ সর্ব এবোক্তে—তারা সকলেই উদার। প্রথমে ভক্তের কোন বাসনা থাকলেও যথা সময়ে তা দূর হয়ে যাবে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৩/১০) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।

তীরেণ ভক্তির্যোগেন যজ্ঞেত পুরুষঃ পরম্ ॥

“যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনামুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।”

কেউ যদি কোন জড় বিষয় চায়ও, তা হলে তার সেই বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ভগবানের কাছেই প্রার্থনা করা উচিত। কেউ যদি তার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য দেবতাদের শরণাগত হয়, তা হলে তাকে নষ্টবুদ্ধি বলে বিবেচনা করা হবে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (৭/২০) বলেছেন—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ ।

তং তং নিয়মাহ্বায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

“যাদের মন জড় বাসনার দ্বারা বিকৃত, তারা অন্য দেবদেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপাসনা করে।”

যারা জড় বাসনা নিয়ে ভগবানের শরণাগত হয়, লক্ষ্মীদেবী তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই সমস্ত ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন যে, ভগবান হচ্ছেন কামদেব, এবং তাই তাঁর কাছে কোন জড়-জাগতিক বস্তু প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বলছেন যে, সকলেরই কর্তব্য অন্যান্যভিলাষিতাশূন্য হয়ে কেবল তাঁর সেবা করা। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তাই তিনি সকলের মনের সমস্ত কথা জানেন, এবং যথা সময়ে তিনি সমস্ত বাসনা পূর্ণ করবেন। তাই কোন রকম জড়-জাগতিক প্রার্থনা নিয়ে তাঁকে বিরক্ত না করে সর্বতোভাবে তাঁর সেবার যুক্ত হওয়াই আমাদের কর্তব্য।

শ্লোক ২২

মৎপ্রাপ্তয়েহজ্ঞেশসূরাসুদায়-

স্তপ্যস্ত উগ্রং তপ ঐন্দ্রিয়েশ্বিরঃ ।

ঋতে ভবৎপাদপরায়ণাম মাং

বিন্দন্ত্যাহং হৃদয়য়া যতোহজিত ॥ ২২ ॥

মৎপ্রাপ্তয়ে—আমার কৃপা লাভ করার জন্য; অজ্ঞ—ব্রহ্মা; ঈশ—শিব; সূর—ইন্দ্র, চন্দ্র এবং বক্রণ আদি দেবতারা; অসুর-আদর্যঃ—এবং অসুরেরা; তপ্যন্তে—অনুষ্ঠান করে; উগ্রম্—কঠোর; তপঃ—তপস্যা; ঐন্দ্রিয়েশ্বিরঃ—যাদের মন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চিন্তায় মগ্ন; ঋতে—যতক্ষণ পর্যন্ত না; ভবৎ-পদ-পরায়ণাং—যাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবার যুক্ত; ন—না; মাম্—আমাকে; বিন্দন্তি—প্রাপ্ত হয়; অহম্—আমি; ত্বৎ—আপনাতে; হৃদয়াঃ—যাঁর হৃদয়; যতঃ—অতএব; অজিত—হে অজিত।

অনুবাদ

হে পরম অজিত ভগবান! ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য সূর ও অসুরেরা যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চিন্তায় মগ্ন হন, তখন তাঁরা আমার বর লাভ করার জন্য

কঠোর তপস্যা করেন। কিন্তু আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত না হলে, আমি কাউকেই কৃপা করি না, তা তিনি যত মহৎই হোন না কেন। যেহেতু আমি আপনাকে সর্বদা আমার হৃদয়ে ধারণ করি, তাই ভক্ত ব্যতীত অন্য কাউকে আমি কৃপা করতে পারি না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে লক্ষ্মীদেবী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কোন বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে কৃপা করেন না। যদিও কখনও কখনও কোন বিষয়াসক্ত ব্যক্তির অন্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী বলে প্রতিভাত হন, কিন্তু সেই ঐশ্বর্য লক্ষ্মীদেবী দান করেন না, তা দান করেন লক্ষ্মীদেবীর অংশরূপা দুর্গাদেবী। যারা জড় ঐশ্বর্য কামনা করে, তারা ধনং দেহি রূপং দেহি ভার্থ্যং মনোরমা দেহি অর্থাৎ “হে দুর্গাদেবী, দয়া করে আপনি আমাকে ধন দিন, বল দিন, যশ দিন, সুন্দরী পত্নী দিন” ইত্যাদি—এই মন্ত্রের দ্বারা দুর্গাদেবীর পূজা করে। দুর্গাদেবীর প্রসন্নতা বিধান করার মাধ্যমে এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি লাভ করা যায়, কিন্তু যেহেতু সেগুলি অনিত্য, তার ফলে কেবল মায়াসুখই লাভ হয়। সেই সম্বন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, মায়াসুখায় ভরম্ উষহতো বিমুঢ়ান্—যারা জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে তারা বিমুঢ়, কারণ এই সুখ স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ প্রমুখ ভক্তেরা অতুলনীয় ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন, কিন্তু সেই ঐশ্বর্য মায়াসুখ ছিল না। ভক্ত যখন অতুলনীয় ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন, সেই ঐশ্বর্য লক্ষ্মীদেবীর দান, যিনি সর্বদা নারায়ণের হৃদয়ে বিরাজ করেন। দুর্গাদেবীর বন্দনা করে মানুষ যে জড় ঐশ্বর্য লাভ করে, তা অনিত্য। ভগবদ্গীতায় (৭/২৩) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, অববৃত্ত ফলং তেযাং তদ্ ভবতাত্মমধেসাম্—যাদের বুদ্ধি অত্যন্ত কম, তারাই অনিত্য সুখের বাসনা করে। আমরা দেখছি যে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের এক শিষ্য যখন তাঁর গুরু সম্পত্তি ভোগ করতে চেয়েছিলেন, তখন শ্রীগুরুদেব তাঁর প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তাঁকে সেই সমস্ত অনিত্য সম্পত্তি দান করেছিলেন, কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার শক্তি দান করেননি। যে শিষ্য কেবল শ্রীগুরুদেবের সেবাই করতে চান অথচ তাঁর কাছ থেকে কোন জড়-জাগতিক কিছু চান না, সেই শিষ্যকেই শ্রীগুরুদেব ভগবানের বাণী প্রচার করার শক্তিরূপী বিশেষ কৃপা প্রদান করেন। রাবণের কাহিনী তার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। রাবণ যদিও শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে তা করতে

পারেনি। যে সীতাদেবীকে সে বলপূর্বক হরণ করেছিল, তিনি প্রকৃত সীতাদেবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন মায়্যা বা দুর্গাদেবীর প্রকাশ। তার ফলে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করার পরিবর্তে রাবণ দুর্গাদেবীর প্রভাবে সবংশে নিহত হয়েছিল (সৃষ্টিহিতপ্রলয়সাধন-শক্তিরেকা)।

শ্লোক ২৩

স ত্বং মমাপ্যচ্যুত শীর্ণি বন্দিতং

করাশুজং যদুদধায়ী সাত্বতাম্ ।

বিভর্ষি মাং লক্ষ্ম বরেণ্য মায়য়া

ক ঈশ্বরসোহিতমুহিতুং বিভূরিতি ॥ ২৩ ॥

সঃ—তা; ত্বং—আপনি; মম—আমার; অপি—ও; অচ্যুত—হে অচ্যুত; শীর্ণি—মস্তকে; বন্দিতম্—উপাসিত; কর-অশুভ্রম্—আপনার করকমল; যৎ—যা; ত্বৎ—আপনার দ্বারা; অধায়ি—স্থাপন করেন; সাত্বতাম্—ভক্তদের মস্তকে; বিভর্ষি—আপনি পালন করেন; মাম্—আমাকে; লক্ষ্ম—আপনার বক্ষে চিহ্নরূপে; বরেণ্য—হে পূজনীয়; মায়য়া—ছলনার দ্বারা; কঃ—কে; ঈশ্বরস্য—পরম ঈশ্বরের; ঈহিতম্—বাসনা; উহিতম্—যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝতে; বিভূঃ—সমর্থ; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

হে অচ্যুত, আপনার করকমল সমস্ত আশীর্বাদের উৎস। তাই আপনার শুদ্ধ ভক্তেরা সেই করকমলের বন্দনা করেন এবং আপনি কৃপাপূর্বক তা তাদের মস্তকে স্থাপন করেন। কৃপাপূর্বক আপনি আমার মস্তকেও সেই করকমল স্থাপন করুন। যদিও আপনি স্বর্ঘ্যেরা চিহ্নরূপে আমাকে আপনার বক্ষস্থলে ধারণ করেন তবু আমার মনে হয় আপনি কেবল আমাকে বাহ্যে আদর প্রদর্শন করেন। আপনার প্রকৃত কৃপা আপনি আপনার অন্তরঙ্গ ভক্তদের দান করেন, আমাকে নয়। আপনি পরমেশ্বর, আপনার উদ্দেশ্য কেউই বুঝতে পারে না।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বহু স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান তাঁর বক্ষস্থলে সতত বিরাজমান পত্নীর থেকে তাঁর ভক্তদের প্রতি অধিক অনুরক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১৪/১৫) বলা হয়েছে—

ন তথা মে প্রিয়তম আয়যোনির্ন শঙ্করঃ ।

ন চ সঙ্করণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥

এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ব্রহ্মা, শিব, সঙ্করণ (সৃষ্টির মূলীভূত কারণ), লক্ষ্মীদেবী, এমনকি তাঁর নিজের থেকেও তাঁর ভক্তেরা তাঁর কাছে অধিক প্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র (১০/৯/২০) শ্রীল শুকদেব গোখামী বলেছেন—

নমাং বিরিক্ষো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ।

প্রসাদং ভেত্তিরে গোপী যন্তঃ প্রাপ বিমুক্তিদাং ॥

পরমেশ্বর ভগবান, যিনি যে কোন ব্যক্তিকে মুক্তি দান করতে পারেন, তিনি ব্রহ্মা, শিব, এমনকি তাঁর অঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবীর থেকেও গোপিকাদের প্রতি অধিক কৃপা প্রদর্শন করেছেন। তেমনই শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৪৭/৬০) আরও বলা হয়েছে—

নাম্যং প্রিয়োহিঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ

ব্যর্থোযিতাং নলিনগন্ধকচাং কুতোহন্যাসঃ ।

রাসোৎসবেহস্য ভুজদগুণহীতকর্ষ-

লক্ষাশিবাং য উদগাদব্রজসুন্দরীগাম্ ॥

“গোপিকারা ভগবানের কাছ থেকে বর লাভ করেছিলেন, যা লক্ষ্মীদেবী অথবা স্বর্গের পরমা সুন্দরী অলরারাও লাভ করতে পারেননি। রাসনৃত্যের সময় ভগবান পরম সৌভাগ্যবতী গোপিকাদের তাঁর ভুজদণ্ডের দ্বারা কণ্ঠ আলিঙ্গন করে নৃত্য করেছিলেন। ভগবানের এই প্রকার অহেতুকী অনুগ্রহ লাভ করেছেন যে গোপিকারা, তাঁদের সঙ্গে আর কারণও তুলনা হতে পারে না।”

চৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে যে, গোপিকাদের পলায়ন অনুসরণ না করে, কেউই ভগবানের প্রকৃত কৃপা লাভ করতে পারে না। এমনকি লক্ষ্মীদেবীও বহু বছর ধরে কঠোর তপস্যা করা সত্ত্বেও, এই প্রকার অনুগ্রহ লাভ করতে পারেননি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সম্পর্কে যেহেতু ভট্টের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, যা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে (মধ্য লীলা ৯/১১১-১০১) বর্ণিত হয়েছে—

“প্রভু কহে—ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী ।

কান্ত-বক্ষ্যমহিতা, পতিব্রতা-শিরোমণি ॥

আমার ঠাকুর কৃষ্ণ—গোপ, গো-চারক ।

সাম্বী হওয়া কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম ॥

এই লামি' সুখভোগ ছাড়ি' চিরকাল ।

ব্রত-নিয়ম করি' তপ করিল অপার ॥

ভট্ট কহে, কৃষ্ণ-নারায়ণ—একই স্বরূপ ।

কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বেদন্যাদিরূপ ॥

তার স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম ।

কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম নহে নাশ ।

অধিক লাভ পাইয়ে, আর রাসবিলাস ॥

বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ ।

ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস ॥

প্রভু কহে—দোষ নাহি, ইহা আমি জানি ।

রাস না পাইল লক্ষ্মী, শায়ে ইহা তনি ॥

লক্ষ্মী কেনে না পাইল, ইহার কি কারণ ।

তপ করি' কৈছে কৃষ্ণ পাইল ক্রতিগণ ॥

কৃতি পায়, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ ।

ভট্ট কহে—ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥

আমি জীব—হৃদবুদ্ধি, সহজে অস্থির ।

ঈশ্বরের লীলা—কোটিসমুদ্র-গভীর ॥

প্রভু কহে—কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলম্বন ।

স্বমামুর্থে সর্ব চিন্ত করে আকর্ষণ ॥

ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ ।

তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন ॥

কেহ তাঁরে পূত্র-জ্ঞানে উদুখলে বাড়ে ।

কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন ।

ঐশ্বর্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মনন ॥

ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন ।

সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥”

অর্থাৎ, “শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু ভট্টকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার আরাধ্যা লক্ষ্মীদেবী সর্বদা নারায়ণের বক্ষে বিলাস করেন, এবং নিঃসন্দেহে তিনি পতিব্রতা রমণীদের শিরোমণি। আর আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন গোপবালক তাঁর কাজই

হচ্ছে গাভী চরানো। তা হলে এত সাধ্বী হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্মীদেবী কেন তাঁর সদ্রুপে চান? শ্রীকৃষ্ণের সদ্রুপে লাভের জন্য লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠের সমস্ত দিব্য সুখ পরিত্যাগ করে, দীর্ঘকাল ধরে ব্রতসহ অন্তহীন তপস্যা করেছিলেন।

“বোকাট ভট্ট তখন উত্তর দিয়েছিলেন, ‘শ্রীকৃষ্ণ আর নারায়ণ একই স্বরূপ, কিন্তু বৈদম্ব্য ইত্যাদি গুণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের লীলা অধিক আবাদনীয়। তা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি সমূহের কাছে অভ্যন্ত প্রিয়। যেহেতু কৃষ্ণ এবং নারায়ণ একই ব্যক্তি, তাই শ্রীকৃষ্ণের সদ্রুপে ফলে লক্ষ্মীদেবীর পতিব্রতা ধর্ম নষ্ট হয় না। পদ্মান্তরে লক্ষ্মীদেবী যে শ্রীকৃষ্ণের সদ্রুপে লাভ করতে চেয়েছিলেন, তাতে অধিক কৌতুক হয়। লক্ষ্মীদেবী বিবেচনা করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সদ্রুপে লাভের ফলে তাঁর পতিব্রতা-ধর্ম নাশ হবে না। পদ্মান্তরে শ্রীকৃষ্ণের সদ্রুপে লাভে তিনি রাসনৃত্যের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। তাই তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণের সদ্রুপে লাভ করতে চান, তাতে দোষ কোথায়? তুমি কেন তা নিয়ে পরিহাস করছ?’

“শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিয়েছিলেন, ‘আমি জানি, তাতে লক্ষ্মীদেবীর কোন দোষ হয়নি ঠিকই, কিন্তু তিনি তো রাসলীলায় প্রবেশ করতে পারলেন না। সেই কথা আমরা শাস্ত্র থেকে শুনেছি। কিন্তু বৈদিক জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক ঋষিরা দণ্ডকারণ্যে শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন, এবং তপস্যার প্রভাবে তাঁরা রাসলীলায় প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তুমি কি বলতে পার লক্ষ্মীদেবী সেই সুযোগ পেলেন না কেন?’

“তার উত্তরে বোকাট ভট্ট বললেন, ‘আমি সাধারণ জীব, আমার বুদ্ধি সীমিত, আর তার উপর আমি সর্বদা অস্থির। তাই আমার পক্ষে এই ঘটনার রহস্য ভেদ করা সম্ভব নয়। ভগবানের লীলা-বিলাস আমি বুঝি কি করে? তা তো কোটি সমুদ্র থেকেও গভীর।’

“শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তরে বলেছিলেন, ‘শ্রীকৃষ্ণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তিনি তাঁর মাধুর্যের দ্বারা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। ব্রজলোক বা গোলাক বৃন্দাবনের অধিবাসীদের পক্ষ অনুসরণ করলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় পাওয়া যায়। কিন্তু, সেই ব্রজবাসীরা জানেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা না জেনে নন্দ মহারাজ, মা যশোদা, গোপিকা আদি ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পুত্র অথবা প্রেমিক বলে মনে করেন। মা যশোদা তাঁকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে কখনও উদ্বেগে বঁধেন। শ্রীকৃষ্ণের সখারা তাঁকে একজন সাধারণ বালক বলে মনে করে তাঁর কীধে চড়েন। ব্রজবাসীদের শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা ছাড়া আর অন্য কোন বাসনা নেই।”

অতএব তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ব্রজবাসীদের পূর্ণ কৃপা লাভ না করলে শ্রীকৃষ্ণের সদ্রুপে লাভ করা যায় না। তাই কেউ যদি এই বিতৃষ্ণ প্রেমের কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে চান, তা হলে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের অনন্য ভক্ত ব্রজবাসীদের দেবা করতে হবে।

শ্লোক ২৪

রম্যকে চ ভগবতঃ প্রিয়তমং মাৎস্যমবতাররূপং তদ্বর্ষপুরুষস্য
মনোঃ প্রাক্ প্রদর্শিতম্ স ইদানীমপি মহতা ভক্তিযোগেনোরাধয়তীদং
চোদাহরতি ॥ ২৪ ॥

রম্যকে চ—রম্যকবর্ষেও; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; প্রিয়-তমম্—সর্বাপেক্ষা প্রিয়; মাৎস্যম্—মৎস্য; অবতাররূপম্—অবতার রূপ; তৎ-বর্ষ-পুরুষস্য—সেই বর্ষের অধিপতি; মনোঃ—মনুর; প্রাক্—পূর্বে (চাক্ষুষ মনস্তরের অন্তে); প্রদর্শিতম্—প্রদর্শন করেছিলেন; সঃ—সেই মনু; ইদানীম্ অপি—এখনও পর্যন্ত; মহতা-ভক্তি-যোগেন—ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে; আরাধয়তি—ভগবানের আরাধনা করেন; ইদম্—এই; চ—এবং; উদাহরতি—জপ করেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোয়াম্বী বললেন—রম্যকবর্ষে, যেখানকার অধিপতি হচ্ছেন বৈবস্বত মনু, সেখানে ভগবান পূর্বে (চাক্ষুষ মনস্তরের অন্তে) মৎস্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৈবস্বত মনু এখনও ওক্ত ভক্তি সহকারে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি জপ করে মৎস্য অবতারের আরাধনা করেন।

শ্লোক ২৫

ওঁ নমো ভগবতে মুখ্যতমায় নমঃ সত্ত্বায় প্রাণায়ৌজসে সহসে বলায়
মহামৎস্যায় নম ইতি ॥ ২৫ ॥

ওঁ—হে ভগবান; নমঃ—সম্রাট প্রণতি; ভগবতে—ভগবানকে; মুখ্যতমায়—প্রথম অবতারকে; নমঃ—আমার সম্রাট প্রণতি; সত্ত্বায়—শুদ্ধ সত্ত্বকে; প্রাণায়—জীবনের উৎস; ওজসে—ইন্দ্রিয়ের শক্তির উৎস; সহসে—সমস্ত মানসিক শক্তির উৎস; বলায়—দৈহিক শক্তির উৎস; মহা-মৎস্যায়—মহামৎস্য অবতারকে; নমঃ—সম্রাট প্রণতি; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

আমি শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি প্রাণ, বল, ওজস এবং ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্যের উৎস। সমস্ত অবতারদের মধ্যে তিনিই প্রথম মহামৎস্য অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আমি পুনরায় তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী গেয়েছেন—

প্রলয়পর্যোধিজলে ধৃতবানসি বেদং

বিহিতবহিঃচরিত্রমবেদম্ ।

কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

সৃষ্টির অল্পকাল পরেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জলমগ্ন হয়েছিল। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (কেশব) বেদ রক্ষা করার জন্য মহামৎস্য রূপে অবতরণ করেছিলেন। তাই মনু তাঁকে মুখ্যতম অর্থাৎ প্রথম আবির্ভূত অবতার বলে সোধোন করেছেন। সাধারণত মৎস্যকে তম এবং রজোগুণযুক্ত বলে মনে করা হয়, কিন্তু আমাদের মনে রাখা আবশ্যিক যে, ভগবানের প্রতিটি অবতার পূর্ণরূপে শুদ্ধ-সাত্বিক। ভগবানের মূল শুদ্ধ সত্ত্বগুণের কোন পরিবর্তন হয় না। তাই এখানে সত্যায় শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। ভগবানের বরাহ, কূর্ম, হর্যগ্রীব আদি বহু অবতার রয়েছে। তাঁদের কখনও জড়-ভাগতিক বলে মনে করা উচিত নয়। তাঁরা সর্বদাই শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত।

শ্লোক ২৬

অন্তবহিঃশাখিললোকপালকৈ-

রদৃষ্টরূপা বিচরস্যুরন্বনঃ ।

স ঈশ্বরস্ত্বং য ইদং বশেহনয়-

দ্রান্না যথা দারুময়ীং নরঃ স্রিয়ম্ ॥ ২৬ ॥

অন্তঃ—অন্তরে; বহিঃ—বাহিরে; চ—ও; অখিল-লোক-পালকৈঃ—বিভিন্ন গ্রহলোক, সমাজ, রাজ্য ইত্যাদির নেতাদের দ্বারা; অদৃষ্ট-রূপঃ—অদৃশ্য; বিচরসি—আপনি বিচরণ করেন; উরু—অত্যন্ত মহান; স্বনঃ—যাঁর ধ্বনি (বৈদিক মন্ত্র); সঃ—তিনি;

ঈশ্বরঃ—পরম নিয়ন্তা; তম্—আপনি; যঃ—যিনি; ইদম্—এই; বশে—নিয়ন্ত্রণে; অনন্যঃ—অনয়ন করেছেন; দ্রান্না—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আদি বিভিন্ন নামের দ্বারা; যথা—ঠিক যেমন; দারু-ময়ীম্—কাঠনির্মিত; নরঃ—মানুষ; স্রিয়ম্—পুতুল।

অনুবাদ

হে ভগবান, বাজীকর যেভাবে তার পুতুলদের নাচায় এবং পতি যেভাবে তার পত্নীকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই আপনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য, আদি নাম সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবদের নিয়ন্ত্রণ করছেন। যদিও আপনি পরম সাক্ষী এবং নির্দোষ্টরূপে সকলের হৃদয়ে রয়েছেন, সেই সঙ্গে আপনি তাদের বাইরেও রয়েছেন, তবুও সমাজ, জাতি, দেশ ইত্যাদির তথাকথিত সমস্ত নেতারা আপনাকে বুঝতে পারে না। কেবল যারা বৈদিক মন্ত্রের শব্দতরঙ্গ শ্রবণ করেন, তাঁরাই আপনাকে জানতে পারেন।

তাৎপর্য

ভগবান অন্তবহিঃ, অর্থাৎ তিনি সবকিছুর ভিতরে এবং বাইরে বিরাজমান। সকলেরই কর্তব্য ভগবানের মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, অন্তরে এবং বাইরে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করা। শ্রীমদ্ভগবতে (১/৮/১৯) শ্রীমতী কুন্তিদেবী বিশ্লেষণ করেছেন যে, এই জগতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, নটো নাট্যধরো যথা—“ঠিক নাটকে অভিনয়কারী অভিনেতার মতো”। ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েহর্জুন তিষ্ঠতি—“হে অর্জুন, ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন।” ভগবান সকলের হৃদয়ে রয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে বাইরেও রয়েছেন। অন্তরে তিনি পরমায়া, উপদেষ্টা এবং সাক্ষীরূপে ভগবানের অবতার। ভগবান যদিও তাদের হৃদয়ে রয়েছেন, তবুও মূর্খ মানুষেরা বলে, “আমি ভগবানকে দেখতে পাই না। আপনি কি ভগবানকে দেখাতে পারেন?”

সকলেই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, ঠিক যেমন পুতুল নাচানোয়লা তার পুতুলদের নিয়ন্ত্রণ করে অথবা পতি তার পত্নীকে নিয়ন্ত্রণ করে। স্ত্রীকে একটি পুতুলের সঙ্গে তুলনা করা হয় (দারুময়ী) কারণ তার কোন স্বাধীনতা নেই। স্ত্রীর কর্তব্য সব সময় পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা। কিন্তু অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে এক শ্রেণীর স্ত্রী স্বাধীন হতে চায়। স্ত্রীদের কি কথা, সমস্ত জীবই হচ্ছে প্রকৃতি (স্ত্রী) এবং তাই তারা ভগবানের অধীন। সেই কথা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদ্গীতায় বিশ্লেষণ করেছেন (অপরেয়মিতত্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্)। জীব কখনই স্বাধীন নয়। সর্ব অবস্থাতেই সে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল। ভগবান মানব-সমাজের

চারটি বর্ষ সৃষ্টি করেছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন তাদের স্বধর্ম পালন করে। এইভাবে, সমাজের সমস্ত মানুষেরাই সর্বদা ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু মানুষ মূর্ত্যাবশত ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

আত্ম-উপলব্ধির অর্থ হচ্ছে ভগবানের নিত্যদাস রূপে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করা। কেউ যখন এই দিব্য জ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি ভগবানের শরণাগত হন এবং মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত না হলে বিভিন্নরূপে মায়াকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই জড় জগতে কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে সে কারও না কারোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অধোক্ষজ ভগবান নারায়ণ সকলকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। বৈদিক মন্ত্র অনুসারে প্রতিপন্ন হয়—একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ। মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, নারায়ণ একজন সাধারণ জড়-অস্তিত্বসম্পন্ন জীব। যেহেতু তারা জীবের প্রকৃত স্থিতি সম্বন্ধে অবগত নর, তাই তারা দরিত্র-নারায়ণ, স্বামী-নারায়ণ, মিথ্যা-নারায়ণ, ইত্যাদি মনগড়া নাম তৈরি করে। কিন্তু, নারায়ণ হচ্ছেন সকলের পরম নিয়ন্তা। এই উপলব্ধিই হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি।

শ্লোক ২৭

যং লোকপালাঃ কিল মৎসরজ্জ্বরা

হিহা যতস্তোহপি পৃথক্ সমেতা চ।

পাতুং ন শকুর্দ্বিপদশচতুষ্পদঃ

সরীসৃপং স্থাপু যদত্র দৃশ্যতে ॥ ২৭ ॥

যম্—যাঁকে (আপনাকে); লোক-পালাঃ—ব্রহ্মা আদি মহান লোকপালগণ; কিল—অন্যদের কি কথা; মৎসরজ্জ্বরাঃ—যারা মাৎসর্যরূপ ব্যাধিতে ভুগছে; হিহা—পরিতাগ করে; যতস্তঃ—গ্রাস করে; অপি—যদিও; পৃথক্—ভিন্ন; সমেতা—মিলিত; চ—ও; পাতুং—রক্ষা করার জন্য; ন—না; শকুঃ—সক্ষম; দ্বিপদঃ—দুই পদবিশিষ্ট; চতুষ্পদঃ—চতুষ্পদ; সরীসৃপম্—সরীসৃপ; স্থাপু—স্থাবর; যৎ—যা কিছু; অত্র—এই জড় জগতে; দৃশ্যতে—দেখা যায়।

অনুবাদ

হে ভগবান, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের থেকে শুরু করে এই পৃথিবীর রাজনৈতিক নেতারা পর্যন্ত সমস্ত লোকপালেরা আপনার আধিপত্যের প্রতি মাৎসর্য পরায়ণ।

আপনার সাহায্য ব্যতীত তারা স্বতন্ত্রভাবে অথবা মিলিতভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য জীবদের পালন করতে পারে না। সমস্ত মানুষদের, পতদের, বৃক্ষ, সরীসৃপ, পক্ষী, পাহাড়-পর্বত—এই জড় জগতে যা কিছু দেখতে পাওয়া যায়, তার সবেরই একমাত্র পালক হচ্ছেন আপনি।

তাত্পর্য

ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা যখন তাদের গবেষণাগারে জীবন সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, তখন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের ক্ষমতাকে অস্বীকার করা। একেই বলা হয় মায়াক। এই প্রবণতা উচ্চতর লোকেও রয়েছে, যেখানে ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতার বাস করেন। এই জড় জগতে সকলেই, তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও অহঙ্কারে মগ্ন। তথাকথিত লোকহিতৈষী ব্যক্তিদের কাছে যখন কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যেরা যায়, তখন তারা বলে, “আপনারা কেবল অনর্থক আপনারদের সময় নষ্ট করছেন। দেখুন, আমি কত অসাহসী ব্যক্তিকে খাওয়াচ্ছি।” দূর্ভাগ্যবশত তাদের নগণ্য প্রচেষ্টা, তা একক হোক অথবা বৌদ্ধ হোক, কারও কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না।

কখনও কখনও তথাকথিত স্বামীরা দরিত্র মানুষদের দরিত্র-নারায়ণ বলে মনে করে তাদের ভোজন করতে তৎপর হয়। তাদের মতে ভগবান ভিক্ষুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তারা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের সেবা না করে, তাদের মনগড়া দরিত্র-নারায়ণের সেবা করাই প্রেম বলে মনে করে। তারা বলে, “ভগবান নারায়ণের সেবায় মানুষকে অনুপ্রাণিত করে কাজ নেই। তার থেকে বরং পৃথিবীর সমস্ত দরিত্র মানুষদের খাওয়ানই ভাল।” দূর্ভাগ্যবশত এই সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তির এককভাবে অথবা রাষ্ট্রসংঘ রূপে মিলিতভাবে তাদের পরিকল্পনা সফল করতে পারে না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে যে, কোটি কোটি মানুষ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ইত্যাদি সমস্ত জীবদের সম্পূর্ণরূপে পালন করছেন ভগবান। একো বহুনাং যো বিদ্যাতি কামান্—একজন পুরুষ অর্থাৎ ভগবানই সমস্ত জীবদের সমস্ত আবশ্যকতাও পূরি সরবরাহ করছেন। পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের আধিপত্য অস্বীকার করা অসুরদের কাজ। তবুও কখনও কখনও সূর বা ভগবদ্ভক্তেরাও মায়ার দ্বারা বিমোহিত হয়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা হওয়ার দ্রাবু দাবি করে। সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে, শ্রীল শুকদেব গোখরী বর্ণনা করেছেন কিভাবে ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র তাঁদের পদমর্যাদার গর্বে গর্বিত হয়েছিলেন, এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সেই দর্প চূর্ণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

ভবান্ যুগান্তার্ব উর্মিমালিনি

ক্ষৌণীমামোষধিবীরুধাং নিধিম্ ।

ময়া সহোহু ক্রমতেহজ ওজসা

তস্মৈ জগৎপ্রাণগাঙ্গানে নম ইতি ॥ ২৮ ॥

ভবান্—আপনি; যুগ-অন্ত-অর্ববে—কল্যাণে প্রলয়ের জলে; উর্মি-মালিনি—উত্তাল তরঙ্গ সমন্বিত; ক্ষৌণীম্—পৃথিবী; ইমাম্—এই; ওষধি-বীরুধাম্—সর্বপ্রকার লতা এবং ওষধি; নিধিম্—আগার; ময়া—আমার; সহ—সঙ্গে; উরু—মহান; ক্রমতে—আপনি ভ্রমণ করেন; অজ—হে অজ; ওজসা—তীর বেগে; তস্মৈ—তাকে; জগৎ—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; প্রাণ-গণ-আঙ্গানে—জীবনের পরম উৎস; নমঃ—আমার সম্রাট প্রণতি; ইতি—এই প্রকার।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান। সমস্ত লতা, ওষধি এবং বৃক্ষের আশ্রয়-স্বরূপ এই বসুন্ধরা যখন কল্যাণে উত্তাল তরঙ্গসমূহ প্রলয়-বারিতে নিমগ্ন হয়েছিল, তখন আমাকে সহ এই পৃথিবীকে ধারণ করে, আপনি প্রবল বেগে সমুদ্রে বিচরণ করেছিলেন। হে অজ, আপনি সমগ্র জগতের প্রকৃত নিয়ন্তা, তাই আপনি সমস্ত জীবের আশ্রয়। আমি আপনাকে আমার সম্রাট প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ঈর্ষ্যপরায়ণ ব্যক্তির বুঝতে পারে না, কি আশ্চর্যজনকভাবে ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করেন। কিন্তু ভগবন্তেরা তা খুব ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ভক্তেরা দেখতে পান কিভাবে এই জড়া প্রকৃতির সমস্ত আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের পিছনে রয়েছে ভগবান। ভগবদ্গীতায় (৯/১০) ভগবান বলেছেন—

ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

“হে কৌন্তেয়, এই জড়া প্রকৃতি আমার নির্দেশনায় পরিচালিত হয়ে সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণীদের সৃষ্টি করছে। সেই নিয়মে এই জগতের বারবার সৃষ্টি এবং

বিনাশ হয়।” প্রকৃতির সমস্ত আশ্চর্যজনক পরিবর্তন সম্পাদিত হচ্ছে ভগবানের তত্ত্বাবধানে। ঈর্ষ্য পরায়ণ মানুষেরা তা দেখতে পায় না, কিন্তু ভক্ত, এমনকি অত্যন্ত বিমূর্ত এবং অশিক্ষিত হলেও জানেন যে, প্রকৃতির সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে পরম ঈশ্বরের হাত রয়েছে।

শ্লোক ২৯

হিরণ্যয়েহপি ভগবান্নিবসতি কুমতনুং বিভ্রাণন্তস্য তৎপ্রিয়তমাং তনুমর্যমা
সহ বর্ষপুরুষৈঃ পিতৃগণাধিপতিরূপধাবতি মন্ত্রমিমং চানুজপতি ॥ ২৯ ॥

হিরণ্যয়ে—হিরণ্যবর্ষে; অপি—ও; ভগবান্—ভগবান; নিবসতি—বাস করেন; কুম্—তনু—কুম্‌দেহ; বিভ্রাণঃ—ধারণ করে; তস্য—ভগবানের; তৎ—তা; প্রিয়-তমাম্—প্রিয়তম; তনু—দেহ; অর্যমা—হিরণ্যবর্ষের অধিপতি অর্যমা; সহ—সঙ্গে; বর্ষ-পুরুষৈঃ—সেই বর্ষবাসীগণ; পিতৃ-গণ-অধিপতিঃ—পিতৃদের অধিপতি; উপধাবতি—ভক্তি সহকারে আরাধনা করেন; মন্ত্রম্—মন্ত্র; ইমম্—এই; চ—ও; অনুজপতি—জপ করেন।

অনুবাদ

ঈল ওকদেব গোয়ামী বললেন—হিরণ্যবর্ষে ভগবান শ্রীবিষ্ণু কুম্‌শরীর ধারণ করে বিরাজ করেন। হিরণ্যবর্ষের অধিপতি অর্যমা সেই বর্ষবাসী পুরুষদের সঙ্গে ভগবানের সেই প্রিয়তম শ্রীমূর্তির উপাসনা করেন। তাঁরা নিরন্তর এই মন্ত্রটি জপ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে প্রিয়তম শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রত্যেক ভক্ত ভগবানের কোন বিশেষ রূপকে তাঁর প্রিয়তম বলে মনে করেন। নাস্তিক মনোভাবের ফলে কিছু মানুষ মনে করে যে, ভগবানের কুম্‌, বরাহ বা মীনরূপ খুব সুন্দর নয়। তারা জানে না যে, ভগবানের যে কোন রূপই ঐশ্বর্যপূর্ণ। যেহেতু তাঁর একটি ঐশ্বর্য হচ্ছে অন্তর্হীন সৌন্দর্য, তাই ভগবানের সব রূপটি অবতারই পরম সুন্দর এবং ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়। অন্ততরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের অবতারেরা এই জগতের সাধারণ প্রাণী এবং তাই তারা সুন্দর ও অসুন্দরের পার্থক্য দর্শন করে। ভক্তরা ভগবানের বিশেষ এক রূপের আরাধনা করেন, কারণ তাঁরা সেই রূপে তাঁকে দর্শন

করতে চান। সে সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) বলা হয়েছে—অষ্টৈতম্ভ্যতম-
নাদিনন্তরূপমাদ্যং পূরণপূরুষং নবযৌবনম্। ভগবানের পরম সুন্দর রূপ সর্বদা
নবযৌবন-সম্পন্ন। ভগবানের বিশেষ রূপের ঐকান্তিক ভক্তেরা তাঁর সেই রূপকে
পরম সুন্দর বলে দর্শন করেন, এবং তাই তাঁরা নিরন্তর তাঁর সেবায় ব্যস্ত থাকেন।

শ্লোক ৩০

ওঁ নমো ভগবতে অকুপারায় সর্বসত্ত্বগুণবিশেষণায়ানুপলক্ষিতস্থনায় নমো
বর্ষণে নমো ভূমে নমো নমোহবস্থনায় নমস্তে ॥ ৩০ ॥

ওঁ—হে ভগবান; নমঃ—সম্রদ্ধ প্রণতি; ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবান আপনাকে;
অকুপারায়—কর্মরূপে; সর্ব-সত্ত্ব-গুণ-বিশেষণায়—যাঁর রূপ শুদ্ধ সত্ত্বময়;
অনুপলক্ষিত-স্থনায়—যাঁর স্থিতি অলক্ষ্য, সেই আপনাকে; নমঃ—সম্রদ্ধ প্রণতি;
বর্ষণে—সব চাইতে প্রবীণ হওয়া সত্ত্বেও যিনি কালের দ্বারা প্রভাবিত নন, সেই
আপনাকে; নমঃ—সম্রদ্ধ প্রণতি; ভূমে—যিনি সর্বগ, সেই মহান পুরুষকে; নমঃ
নমঃ—বারবার প্রণাম; অবস্থনায়—সকলের আশ্রয়; নমঃ—সম্রদ্ধ প্রণতি; তে—
আপনাকে।

অনুবাদ

হে প্রভু, কর্মরূপ ধারণকারী আপনাকে আমার সম্রদ্ধ প্রণাম। আপনি সমস্ত
দিব্য গুণের উৎস, এবং সমস্ত জড় প্রভাব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত আপনি শুদ্ধ
সত্ত্বময়। আপনি জলে বিচরণ করেন, কিন্তু আপনার স্থিতি কেউই লক্ষ্য করতে
পারে না। তাই আপনাকে আমার সম্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনার চিন্ময়
স্থিতির জন্য আপনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দ্বারা সীমিত নন। আপনি
সবকিছুর আশ্রয়রূপে সর্বত্র বিরাজমান এবং তাই আপনাকে বারবার আমার সম্রদ্ধ
প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে, গোলোক এবং নিবসত্যবিলাসভূতঃ—ভগবান সর্বদা
চিৎ-জগতের সর্বোচ্চ স্থান গোলোকে কিংজ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সর্বব্যাপ্ত।
ভগবানের ক্ষেত্রেই এই বিরুদ্ধ ভাব সম্ভব, যিনি সর্ব ঐশ্বর্য সম্বিষ্ট। ভগবানের
সর্বব্যাপকতা ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েইর্জুন তিস্তিতি—“হে অর্জুন, পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে
অবস্থান করেন।” ভগবদ্গীতায় অন্যত্র (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন, সর্বস্য চাহং
হৃদি সমিবিষ্টো মন্তঃ স্মৃতির্জানমাপোহনং চ—“আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান
এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।” তাই ভগবান সর্বত্র বিরাজ
করলেও সাধারণ চক্ষুর দ্বারা তাঁকে দর্শন করা যায় না। সেই কথা অর্থমা বলেছেন,
পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন অনুপলক্ষিতস্থান—তাঁর অবস্থান কেউ লক্ষ্য করতে পারে
না। সেটিই হচ্ছে ভগবানের মহিমা।

শ্লোক ৩১

যদ্রূপমেতন্নিজমায়ার্পিতম্—

মর্ধস্বরূপং বহুরূপরূপিতম্।

সংখ্যা ন যস্যাত্যাত্যোপলভনাৎ—

তস্মৈ নমস্তেহব্যাপদেশরূপিণে ॥ ৩১ ॥

যৎ—যাঁর; রূপম্—রূপ; এতৎ—এই; নিজ-মায়ার অর্পিতম্—আপনার নিজের
মায়ার-শক্তির দ্বারা প্রকাশিত; মর্ধ-স্বরূপম্—এই সমগ্র দৃশ্য জগৎ; বহু-রূপ-
রূপিতম্—বহু রূপে প্রকাশিত; সংখ্যা—পরিমাপ; ন—না; যস্য—যাঁর; অস্তি—
রয়েছে; অযথা—মিথ্যা; উপলভনাৎ—উপলব্ধি থেকে; তস্মৈ—তাঁকে (ভগবানকে);
নমঃ—আমার সম্রদ্ধ প্রণতি; তে—আপনাকে; অব্যাপদেশ—মানসিক জল্পনা-কল্পনার
দ্বারা যাকে নির্ণয় করা যায় না; রূপিণে—যাঁর প্রকৃত রূপ।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই দৃশ্য জগৎ আপনার সৃজনী শক্তির অভিব্যক্তি। এই জগতে
যে অন্তর্হীন রূপ রয়েছে তা কেবল আপনার বহিরঙ্গা শক্তিরই প্রদর্শন মাত্র। এই
বিরটরূপ আপনার প্রকৃত স্বরূপ নয়। চিন্ময় চেতনাসম্পন্ন আপনার ভক্তেরা
ছাড়া অন্য কেউই আপনার প্রকৃত রূপ দর্শন করতে পারে না। তাই আমি
আপনাকে আমার সম্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা মনে করে যে, ভগবানের বিরটরূপই হচ্ছে তাঁর প্রকৃত রূপ এবং
তাঁর ভগবৎ-স্বরূপ হচ্ছে মারিক। একটি সরল উদাহরণের দ্বারা তাদের এই ভুলটি

এবং নক্ষত্র—এই সবই আপনারই বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ, কিন্তু আপনি এক এবং অদ্বিতীয়। তাই আপনার অতীত আর কিছু নেই। এই সমগ্র জগৎ তাই মিথ্যা নয়, তা আপনার অচিন্ত্য শক্তির সাময়িক প্রকাশ।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম সত্যং জগদ্বিখ্যা মতবাদটি প্রচার করে যে, কেবল ব্রহ্মই সত্য এবং বৈচিত্র্যময় এই জগৎ মিথ্যা, সেই মতবাদ এখানে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয়েছে। কিছুই মিথ্যা নয়। কোন কিছু নিত্য হতে পারে এবং অন্য কোন কিছু ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু উভয়ই সত্য। যেমন, কেউ কিছুকণের জন্য বুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু তা বলে কেউ বলতে পারে না যে, তার জ্ঞান মিথ্যা। তা কেবলমাত্র ক্ষণস্থায়ী। আমাদের সৈনন্দিন জীবনে আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতাই এই রকম; তা অনিত্য কিন্তু সত্য।

বিভিন্ন উৎস থেকে আগত নানা প্রকার জীবাত্মার বর্ণনা এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে করা হয়েছে। কারণ জন্ম হয় জরায়ু থেকে এবং অন্য কারণে জন্ম হয় (যেমন কিছু পোকা-মাকড়) মানুষের দেহ থেকে। কারণ জন্ম হয় ভিন্ন থেকে এবং অন্য কেউ আবার মাটি থেকে অধ্ব্রিত হয়। জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করে। জীবের দেহ যদিও জড়, কিন্তু তা কখনই মিথ্যা নয়। কেউই স্বীকার করবে না যে, মানুষের শরীর যেহেতু মিথ্যা, তাই তাকে হত্যা করলে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। আমাদের অনিত্য শরীর আমাদের কর্ম অনুসারে প্রদান করা হয়েছে, এবং সুখ-দুঃখ ভোগ করার জন্য আমাদের সেই শরীরে থাকতে হবে। আমরা বলতে পারি না যে, আমাদের দেহ মিথ্যা, তা কেবল অনিত্য। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবানের শক্তি ভগবানেরই মতো চিরস্থায়ী, যদিও কখনও তা প্রকাশিত হয় এবং কখনও অপ্রকাশিত থাকে। তাই বেদে বলা হয়েছে, সর্বং যদ্বিৎ ব্রহ্ম—“সবকিছুই ব্রহ্ম।”

শ্লোক ৩৩

যশ্মিনঃ সংখ্যায় বিশেষ্যনাম-

রূপাকৃতৌ কবিভিঃ কল্পিতেষ্ম ।

সংখ্যা যম্মা তদ্বদৃশাপনীয়তে

তস্মৈ নমঃ সাংখ্যনিদর্শনায় তে ইতি ॥ ৩৩ ॥

বোঝা যায়। অগ্নিতে তিনটি উপাদান রয়েছে—তাপ ও আলোক, যা হচ্ছে অগ্নির শক্তি এবং অগ্নি। যে কেউই সূর্যতে পারে যে, প্রকৃত অগ্নি হচ্ছে বাস্তব আর তাপ এবং আলোক অগ্নির শক্তি মাত্র। তাপ ও আলোক অগ্নির নিরাকার শক্তি, এবং সেই সূত্রে সেগুলি অবাস্তব। কেবল আগুনেরই রূপ রয়েছে, তাই তাপ এবং আলোকের প্রকৃত রূপ হচ্ছে সেই অগ্নি। শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা ভগবদ্গীতায় (৯/৪) বলেছেন—যম্মা ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা—“আমার অব্যক্ত রূপের দ্বারা আমি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত।” তেমনই ভগবানের নির্বিশেষ রূপ আগুনের তাপ এবং আলোকের ব্যাপ্তির মতো। ভগবদ্গীতায় ভগবান আরও বলেছেন, মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেহুবহ্নিতঃ—সমগ্র জগৎ শ্রীকৃষ্ণের জড়, পরা অথবা তটস্থা শক্তিতে অবস্থিত, কিন্তু যেহেতু তার শক্তিতে তার রূপ অনুপস্থিত, তাই তিনি স্বয়ং উপস্থিত নন। ভগবানের শক্তির এই অচিন্ত্য বিস্তারের জন্য ভগবানের শক্তিকে বলা হয় অচিন্ত্য শক্তি। তাই ভগবানের তত্ত্ব না হলে কেউই ভগবানের প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

শ্লোক ৩২

জরায়ুজং শ্বেদজমগুজোজ্জিনং

চরাচরং দেবর্ষিপিতৃভূতমৈন্দ্রিয়ম্ ।

দ্যৌঃ খং ক্ষিতিঃ শৈলসরিৎসমুদ্র-

দ্বীপগ্রহকর্কটভিধেয় একঃ ॥ ৩২ ॥

জরায়ুজম্—গর্ভ থেকে যার জন্ম হয়; শ্বেদজম্—শ্বেদ থেকে যার জন্ম হয়; অগুজ—ডিম থেকে যার জন্ম হয়; উজ্জিনম্—মাটি থেকে যার জন্ম হয়; চর-অচরম্—জঙ্গম এবং স্থাবর; দেব—সেবতা; ঋষি—ঋষি; পিতৃ—পিতৃগণ; ভূতম্—মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চভূত; এন্দ্রিয়ম্—ইন্দ্রিয়সমূহ; দ্যৌঃ—স্বর্গ; খম্—অন্তরীক্ষ; ক্ষিতিঃ—পৃথিবী; শৈল—গিরি এবং পর্বত; সরিৎ—নদী; সমুদ্র—সমুদ্র; দ্বীপ—দ্বীপ; গ্রহ—ক্ষত্র—গ্রহ এবং নক্ষত্র; ইতি—এইভাবে; অভিধেয়ঃ—বিভিন্ন নামে অভিহিত; একঃ—এক।

অনুবাদ

হে ভগবান! জরায়ুজ, অগুজ, শ্বেদজ এবং উজ্জিন প্রভৃতি চরাচর জীব, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত ও ইন্দ্রিয়, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, পৃথিবী, পর্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, গ্রহ

যমিন্—আপনাত (ভগবানে); অসংখ্য—অসংখ্য; বিশেষ—বিশেষ; নাম—নাম; রূপ—রূপ; আকৃতি—দৈহিক আকৃতি সমন্বিত; কবিত্তিঃ—পণ্ডিতদের দ্বারা; কল্পিতা—কল্পিত হয়েছে; ইয়ম্—এই; সংখ্যা—সংখ্যা; যয়া—যার দ্বারা; তত্ত্ব—তত্ত্বের; দৃশা—জ্ঞানের দ্বারা; অপনীয়েত—বার করা হয়েছে; তস্মৈ—তাকে; নমঃ—সম্রদ্ধ প্রণতি; সাংখ্য-নিদর্শনায়—যিনি সাংখ্য জ্ঞান প্রকাশ করেছেন; তে—আপনাকে; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনার নাম, রূপ এবং আকৃতি অসংখ্য রূপে প্রকাশিত হয়। আপনি যে কত রূপে বিরাজ করেন তা কেউই সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে না, তবুও আপনি কপিলদেব রূপে এই জগৎকে চক্রবর্তী তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। তাই কেউ যদি সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহী হন, যার দ্বারা বিভিন্ন তত্ত্ব নিরূপণ করা যায়, তা হলে তাঁর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে আপনার কাছ থেকে তা শ্রবণ করা। দুর্ভাগ্যবশত অভক্তেরা আপনার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে কেবল বিভিন্ন উপাদানেরই গণনা করে। আপনাকে আমার সম্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা কোটি কোটি বছর ধরে সমগ্র জগতের স্থিতি সম্বন্ধে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করেছে, এবং বিভিন্নভাবে গণনা করেছে এবং মতবাদ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের মনগড়া গবেষণা তাদের মৃত্যুর সময় সমাপ্ত হয়ে যাবে, এবং প্রকৃতির নিয়ম তাদের কার্যকলাপের অপেক্ষা না করেই চলতে থাকবে।

কোটি কোটি বছর ধরে পরিবর্তন হওয়ার পর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হয়ে অব্যক্ত অবস্থায় থাকবে। প্রকৃতিতে নিরন্তর পরিবর্তন এবং বিনাশ হচ্ছে (ভূতা ভূত্বা প্রলীয়েত), তবুও জড় বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির মূল আধার ভগবানকে না জেনে, প্রকৃতির নিয়ম অধ্যয়ন করার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (৯/১০) বলেছেন—

যয়াধ্যাক্ষেপ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

“হে কৌন্তেয়, এই জড়া প্রকৃতি আমার নির্দেশনায় পরিচালিত হয়ে সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণীদের সৃষ্টি করেছে। সেই জন্য এই জগতের বারবার সৃষ্টি এবং বিনাশ হয়।”

এখন জড় জগৎ ব্যক্ত, অবশেষে তার বিনাশ হবে এবং তারপর কোটি কোটি বছর ধরে তা অব্যক্ত অবস্থায় থাকবে, তারপর আবার সৃষ্টি হবে। এটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

শ্লোক ৩৪

উত্তরেণু চ কুরুষু ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ কৃতবরাহরূপ আস্তে তং তু দেবী
হৈষা ভূঃ সহ কুরুভিরশ্বলিতভক্তিযোগেনোপধাবতি ইমাং চ
পরমামুপনিষদমাবর্তয়তি ॥ ৩৪ ॥

উত্তরেণু—উত্তর দিকে; চ—ও; কুরুষু—কুরুবর্ষে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; যজ্ঞ-পুরুষঃ—যিনি সমস্ত যজ্ঞের ফল গ্রহণ করেন; কৃত-বরাহ-রূপঃ—বরাহরূপ ধারণ করে; আস্তে—নিত্যকাল বিরাজ করেন; তম্—তাকে; তু—নিশ্চিতভাবে; দেবী—দেবী; হ—নিশ্চিতভাবে; এষা—এই; ভূঃ—পৃথিবী; সহ—সঙ্গে; কুরুভিঃ—কুরুবর্ষ-বাসীদের; অশ্বলিত—অবিচলিত; ভক্তি-যোগেন—ভক্তির দ্বারা; উপধাবতি—আরাধনা করে; ইমাম্—এই; চ—ও; পরমাম্ উপনিষদম্—পরম উপনিষদ (যে পদ্ধতির দ্বারা ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায়); আবর্তয়তি—অভ্যাসের জন্য বারবার জপ করেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, জম্বুদ্বীপের উত্তরভাগে কুরুবর্ষে ভগবান যজ্ঞপুরুষ বরাহরূপ প্রকট করে বিরাজ করছেন। সেখানে কুরুবর্ষবাসীদের সঙ্গে ধরদীপে অবিচলিত ভক্তিযোগে নিম্নলিখিত উপনিষদ মন্ত্র বারংবার জপ করে তাঁর আরাধনা করেন।

শ্লোক ৩৫

ওঁ নমো ভগবতে মজ্জতত্ত্বলিস্যায় যজ্ঞকৃতবে মহাধ্বরাবয়বায় মহাপুরুষায়
নমঃ কর্মশুক্লায় ত্রিযুগায় নমস্তে ॥ ৩৫ ॥

ঐ—হে ভগবান; নমঃ—সম্রাট প্রণাম; ভগবতে—ভগবানকে; মন্ত্র-তত্ত্ব-লিঙ্গায়—যাঁকে বিভিন্ন মন্ত্রের দ্বারা তত্ত্ব জানা যায়; যজ্ঞ—যজ্ঞ; ক্রতবে—ক্রতু; মহা-ধর—মহাধর; অবয়বায়—অবয়ব; মহা-পুরুষায়—পরম পুরুষকে; নমঃ—সম্রাট প্রণাম; কর্ম-গুণায়—যিনি জীবের কর্ম পবিত্র করেন; ত্রি-যুগায়—যিনি তিন যুগে আবর্তিত হন, সেই ঐশ্বর্যপূর্ণ ভগবানকে (চতুর্থ যুগে তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন); নমঃ—আমার সম্রাট প্রণতি; তে—আপনাকে।

অনুবাদ

হে ভগবান, বিরাটপুরুষ রূপে আমরা আপনাকে আমাদের সম্রাট প্রণতি নিবেদন করি। কেবল মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা আমরা আপনাকে পূর্ণরূপে জানতে পারব। আপনি যজ্ঞ এবং আপনি ক্রতু। তাই সমস্ত যজ্ঞ অন্তর্গত আপনারই চিন্ময় দেহের অঙ্গ, এবং আপনিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। আপনার রূপ শুদ্ধ সত্ত্বময়। আপনি ত্রিযুগ নামে পরিচিত কারণ কলিযুগে আপনি আপনার রূপ প্রচ্ছন্ন রেখে অবতরণ করেন। এই নামের আর একটি কারণ হচ্ছে আপনি ত্রিযুগল ঐশ্বর্যবিশিষ্ট অর্থাৎ আপনি যৈষ্ণবপূর্ণ।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগের অবতার, যে কথা পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং উপনিষদের বহু স্থানে প্রতিপন্ন হয়েছে। তাঁর আবির্ভাবের বর্ণনা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে (মধ্য লীলা ৬/৯৯) নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছে—

কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান ।

অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি তার নাম ॥

এই কলিযুগে ভগবান লীলাবতার রূপে আবর্তিত হন না। তাই তিনি ত্রিযুগ নামে পরিচিত। এই কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তরূপে আবর্তিত হয়েছেন, যা তিনি অন্য কোন অবতारे করেন না। তাই তাঁকে বলা হয় ছন্দাবতার।

শ্লোক ৩৬

যস্য স্বরূপং কবয়ো বিপশ্চিতো

ওণেশু দারুণিভ জাতবেদসম্ ।

মথুস্তি মথ্য মনসা দিদ্দুবো

গুঢ়ং ক্রিয়ার্থৈর্নম ঈরিতাঙ্গনে ॥ ৩৬ ॥

যস্য—যাঁর; স্বরূপম্—রূপ; কবয়ঃ—মহাজ্ঞানী কথিগণ; বিপশ্চিতঃ—পরমতত্ত্ব নিরাপণে অত্যন্ত দক্ষ; ওণেশু—ত্রিগুণাধিকা জড় জগতে; দারুণম্—কাঠে; ইব—সদৃশ; জাত—প্রকাশিত; বেদসম্—অগ্নি; মথুস্তি—মহন করে; মথ্য—অরণি কাঠ; মনসা—মনের দ্বারা; দিদ্দুবঃ—জিজ্ঞাসু; গুঢ়ম্—গোপনীয়; ক্রিয়া-অর্থঃ—সকাল কর্ম এবং তাদের ফলের দ্বারা; নমঃ—সম্রাট প্রণাম; ঈরিত-আঙ্গনে—প্রকট হয়েছেন যিনি সেই ভগবানকে।

অনুবাদ

মুনি-ঋষিরা অরণি কাঠ মহনের দ্বারা কাঠাভ্যন্তরস্থিত অগ্নিকে প্রকাশিত করতে পারেন। তেমনিই, হে ভগবান, যাঁরা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত, তাঁরা সবকিছুতে আপনাকে দর্শন করার চেষ্টা করেন, এমনকি তাঁদের নিজেদের শরীরেও। তবুও আপনি প্রচ্ছন্ন থাকেন। মানসিক অথবা দৈহিক পরোক কার্যকলাপের দ্বারা আপনাকে জানা যায় না। কারণ আপনি স্বয়ংপ্রকাশ। যখন আপনি দেখেন যে, কেউ সর্বান্তঃকরণে আপনার অন্বেষণ করছে, তখন আপনি তার কাছে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তাই আমি আপনাকে আমার সম্রাট প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ক্রিয়ার্থঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, 'দেবতাদের প্রসন্নতা বিধানের অনুষ্ঠানের দ্বারা।' বিপশ্চিতঃ শব্দটির বিশ্লেষণ করে তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—সত্যং জ্ঞানমনস্তত্ত্বং যো বেদ নিহিতং ওহায়াং পরমে যোমন্। সোহমুতে সর্বান কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতোতি। শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা ভগবদ্গীতায় (৭/১৯) বলেছেন—বহুনাং জ্ঞানামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদতে—“বহু জ্ঞান-অন্যাত্মের পর প্রকৃত জ্ঞানী আমার শরণাগত হয়।” কেউ যখন বাস্তবিকই ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করেন এবং বুঝতে পারেন যে, ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তা হলে তিনি পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন। জাতবেদঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে “কাঠ ঘর্ষণের ফলে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়।” বৈদিক যুগে ঋষিরা কাঠ থেকে আগুন উৎপন্ন করতে পারতেন। জাতবেদঃ শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে জঠরাগ্নি, যা আমাদের আহার জীর্ণ করায় এবং ক্ষুধার উদ্রেক করায়। ক্ষেতাস্থতঃ উপনিষদে গুঢ় শব্দটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ—বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা ভগবানকে জানা যায়। সর্বব্যাপী সর্বভূতাজ্ঞা—তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং তিনি প্রতিটি

জীবের হৃদয়ে রয়েছেন। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাবিধাসঃ—তিনি জীবের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। সাক্ষী চেতা কেবলো নিঃশব্দ—ভগবান হচ্ছেন সাক্ষী এবং জীবনীশক্তি, তবু তিনি সমস্ত জড় গুণের অতীত।

শ্লোক ৩৭

দ্রব্যক্রিয়াহেত্বয়নেশকর্তৃভি-

মায়্যাণ্ডৈবর্ন্তনিরীকিতাঅনে ।

অবীক্ষ্যাপ্রাতিশয়াবুচ্ছিত্তি-

নিরন্তমায়াকৃতয়ে নমো নমঃ ॥ ৩৭ ॥

দ্রব্য—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয়ের দ্বারা; ক্রিয়া—ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ; হেতু—ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাপন; অনে—দেহ; ঈশ—কাল; কর্তৃভিঃ—অহংকারের দ্বারা; মায়্যাণ্ডৈবঃ—জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা; বন্তু—বাস্তব সত্যরূপে; নিরীকিত—লুক্কিত হয়; আবুচ্ছনে—পরমাত্মাকে; অবীক্ষ্যা—তত্ত্ব বিচারের দ্বারা; অঙ্গ—যোগের অঙ্গের দ্বারা; অতিশয়া-আবুচ্ছিত্তিঃ—যাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি স্থির হয়েছে তাঁদের দ্বারা; নিরন্তু—সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; মায়্যা—মায়্যা; আকৃতয়ে—যাঁর রূপ; নমঃ—সম্রদ্ধ প্রণাম; নমঃ—সম্রদ্ধ প্রণাম।

অনুবাদ

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখের বিষয়, ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, শরীর, কাল এবং অহংকার—এই সবই আপনার মায়্যা-শক্তি দ্বারা সৃষ্ট। অষ্টাঙ্গ-যোগের অনুশীলনের দ্বারা যাদের বুদ্ধিবৃত্তি স্থির হয়েছে, তাঁরা দেখতে পান যে, এই সমস্ত তত্ত্ব আপনার মায়্যা-শক্তির পরিণাম। তাঁরা সবকিছুর পটভূমিতে আপনার চিত্তের পরমাত্মা রূপে দর্শন করেন। তাই আপনাকে বারবার সম্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

জড় সুখভোগের বিষয়, ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্তি, দেহ, অহংকার ইত্যাদি সবই ভগবানের মায়্যা কর্তৃক সৃষ্ট। এই সমস্ত কার্যকলাপের আধার হচ্ছে জীব এবং জীবের নিয়ন্তা হচ্ছেন পরমাত্মা। জীব সর্বস্ব নয়।

শ্লোক ৩৮]

ভগবানের প্রতি জম্বুদ্বীপবাসীদের প্রার্থনা

৫৮৭

সে পরমাত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়। ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলেছেন—

সর্বস্যা চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনং চ ।

“আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান ও বিশ্বাসিত আসে।” জীব নির্দেশের জন্য পরমাত্মার উপর নির্ভর করে। তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তি, অথবা যোগ সাধনায় (যম, নিরম, আসন ইত্যাদি) সিদ্ধ ব্যক্তি ভগবান অথবা পরমাত্মা রূপে পরমতত্ত্বকে জানতে পারেন। ভগবান সকল প্রাকৃতিক ঘটনার মূল কারণ। তাই তাঁকে সর্বকারণকারণম্ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের জড় চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট বা কিছু তা সবারই কোন কারণ রয়েছে, এবং যিনি সর্বকারণের পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেন, তিনিই বাস্তব দর্শন করেন। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সবকিছুর পটভূমি, যে সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং ভগবদ্গীতায় (৯/১০) প্রতিপন্ন করেছেন—

ময়াদাধেধ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌণ্ডেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

“হে কৌণ্ডেয়, এই জড় প্রকৃতি আমার পরিচালনায় কার্য করে স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছে। সেই কারণে বারবার এই জগতের সৃষ্টি এবং ধ্বংস হয়।”

শ্লোক ৩৮

করোতি বিশ্বস্থিতিসংযমোদয়ং

যস্যোন্মিতং নেল্লিতমীক্ষিতুণ্ডৈঃ ।

মায়্যা যথায়ো ভ্রমতে তদাশ্রয়ং

প্রাবণো নমস্তে গুণকর্মসাক্ষিণে ॥ ৩৮ ॥

করোতি—অনুষ্ঠান করে; বিশ্ব—ব্রহ্মাণ্ডের; স্থিতি—পালন; সংযম—বিনাশ; উদয়ম্—সৃষ্টি; যস্য—যাঁর; ঈল্লিতম্—বাহিত; ন—না; ঈল্লিতম্—বাহিত; ঈক্ষিতুঃ—ঈক্ষণকারী; গুণৈঃ—জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা; মায়্যা—মায়্যা; যথা—যতখানি; অয়ঃ—লৌহ; ভ্রমতে—ভ্রমণ করে; তৎ-আশ্রয়ম্—তাঁর নিকটে স্থিত;

গ্রীষ্মঃ—চুষক; নমঃ—সম্রাট প্রণতি; তে—আপনাকে; ওৎ-কর্ম-সাক্ষিণে—জড়া
প্রকৃতির ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার সাক্ষী।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার আপনার বাঞ্ছিত নয়; কিন্তু আপনার সৃজনী শক্তির দ্বারা বদ্ধ জীবদের জন্য আপনি সেই কার্য করেন। চুষকের প্রভাবে লৌহখণ্ড যেভাবে গতিশীল হয়, ঠিক সেইভাবে প্রকৃতির প্রতি আপনার দৃষ্টিপাতের ফলে জড় জগৎ সক্রিয় হয়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও প্রশ্ন ওঠে দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ এই জড় জগতের সৃষ্টি ভগবান কেন করলেন। এখানে তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, ভগবান জীবদের দুঃখকষ্ট দূর করার জন্য এই জড় জগৎ সৃষ্টি করতে চান না। এই জগৎ তিনি সৃষ্টি করেন কারণ বদ্ধ জীবেরা তা উপভোগ করতে চায়।

প্রকৃতির কার্যকলাপ আপনা থেকেই সংঘটিত হচ্ছে না। প্রকৃতির প্রতি ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে, প্রকৃতি এমন আশ্চর্যজনকভাবে ক্রিয়া করছে, ঠিক যেমন একটি লৌহখণ্ড চুষকের প্রভাবে ইতস্তত গতিশীল হয়। জড় বৈজ্ঞানিকেরা এবং তথাকথিত সাংখ্য দার্শনিকেরা ভগবানকে বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে যে, কারণও তত্ত্বাবধান ছাড়াই জড়া প্রকৃতি কার্য করে চলেছে। কিন্তু তাদের এই ধারণা সত্য নয়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে (আদি লীলা ৬/১৮-১৯) জড় জগতের সৃষ্টির বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

যদ্যপি সাংখ্য মানে, 'প্রধান'—কারণ।

জড় হইতে কতৃ নহে জগৎ-সৃজন ॥

নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঙ্ঘারে প্রধান।

ঈশ্বরের শব্দে তবে হয়ে ত' নির্মাণে ॥

“যদিও সাংখ্য দার্শনিকেরা মনে করে যে, প্রধান হচ্ছে জগৎ সৃষ্টির কারণ, কিন্তু তাদের সেই ধারণা ভ্রান্ত। জড় পদার্থের সক্রিয় হওয়ার কোন শক্তি নেই, এবং তাই তা নিজে নিজে সৃষ্টি করতে পারে না। ভগবান তাঁর সৃষ্টিশক্তি প্রধানের মধ্যে সঞ্চার করেন। তখন ভগবানের শক্তির দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি হয়।” বায়ুর দ্বারা সমুদ্রের তরঙ্গ গতিশীল হয়, বায়ুর সৃষ্টি হয় আকাশ থেকে, আকাশের উৎপত্তি হয় প্রকৃতির ত্রিগুণের বিক্ষোভ থেকে, এবং জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ সক্রিয়

হয় প্রকৃতির প্রতি ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে। অতএব সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার পিছনে রয়েছে ভগবান। সেই কথা ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে (মহাধ্যাক্ষেপ প্রকৃতিঃ সূত্রে সচরাচরম)। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতও (আদি ৫/৫৯-৬১) সেই কথা বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।

শক্তি সঙ্ঘারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥

কৃষ্ণশব্দে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।

অগ্নিশব্দে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥

অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ।

প্রকৃতি—কারণ যৈছে অজগৎগণ্ডন ॥

“যেহেতু প্রকৃতি জড়, তাই তা জড় জগতের কারণ হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ জড়া প্রকৃতিতে তাঁর শক্তি সঞ্চার করে তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে আবিষ্টি হয়ে প্রকৃতি জড় জগতের গৌণ কারণ হয়, ঠিক যেমন আগুনের শক্তিতে উত্তপ্ত হয়ে লোহা দাহিকা শক্তি প্রদর্শন করে। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন জগতের মূল কারণ। প্রকৃতিকে কারণ বলা হলে, সেই মুক্তি ছাঙ্গলের গলার স্তনের মতো, আপাতদৃষ্টিতে তা স্তনের মতো বলে মনে হলেও, তা থেকে কখনও দুধ পাওয়া যায় না।” এইভাবে দেখা যায় যে, জড় বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা যে মনে করে জড় পদার্থ নিজে থেকেই সক্রিয় হতে পারে, তা একটি মস্ত বড় ভুল।

শ্লোক ৩৯

প্রমথ্য দৈত্যং প্রতিবারণং মুধে

যো মাং রসায় জগদাদিসূকরঃ।

কৃত্বাগ্রদংষ্ট্রে নিরগাদদুদঘতঃ

ক্রীড়িম্বেভঃ প্রণতাশ্মি তং বিভুমিতি ॥ ৩৯ ॥

প্রমথ্য—সংহার করার পর; দৈত্যম্—দৈত্যকে; প্রতিবারণম্—অত্যন্ত দুর্ধর্য প্রতিদ্বন্দ্বী; মুধে—যুদ্ধে; যঃ—যিনি; মাম্—আমাকে (পৃথিবীকে); রসায়—রাসতলে পতিত হয়েছিল; জগৎ—এই জড় জগৎ; আদিসূকরঃ—আদি বরাহ রূপে; কৃত্বা—ধারণ করে; অগ্রদংষ্ট্রে—দস্তের অগ্রভাগে; নিরগাৎ—জল থেকে নির্গত হয়েছিলেন;

উদয়তঃ—গর্ভোদক সমুদ্র থেকে; ত্রিভূ—খেলা; ইব—সদৃশ; ইভা—হস্তী; প্রজ্ঞা
অগ্নি—প্রণাম করি; ভম্—ভাঁকে; বিভূম্—ভগবানকে; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই ব্রহ্মাণ্ডে আদি বরাহরূপে আপনি মহা দৈত্য হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাকে সংহার করেছিলেন। তারপর, হস্তী যেভাবে জল থেকে পদ্ম তুলে খেলা করে, ঠিক সেইভাবে আপনি আমাকে আপনার দশনাগ্রে ধারণ করে গর্ভোদক সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'ভগবানের প্রতি জম্বুদ্বীপবাসীদের প্রার্থনা'
নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবাদোক্ত তৎপর্য।

উনবিংশতি অধ্যায়

জম্বুদ্বীপের অতিরিক্ত বর্ণনা

এই অধ্যায়ে ভারতবর্ষের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। এখানে কিস্পুরুষবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র যে কিভাবে পুজিত হন, সেই কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। কিস্পুরুষবর্ষ-বাসীরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ তাঁরা শ্রীরামচন্দ্রের বিধিত সেবক হনুমান সহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনা করেন। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দৃষ্টতাম্ অর্থাৎ ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং দুষ্টদের সংহার করার জন্য ভগবান যে অবতরণ করেন, তার আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রদর্শন করেন, এবং ভক্তেরা দিবা প্রেমে তাঁকে সেবা করার সুযোগ গ্রহণ করেন। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, তথাকথিত জড় সুখ, ঐশ্বর্য এবং বিদ্যা, যার দ্বারা কখনই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না, সেগুলি তুলে গিয়ে সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া। ভগবান কেবল শরণাগতির দ্বারাই প্রসন্ন হন।

দেবর্ষি নারদ যখন সাবর্ণি মনুকে উপদেশ দেওয়ার জন্য অবতরণ করেন, তখন তিনি ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য বর্ণনা করেছেন। সাবর্ণি মনু এবং ভারতবর্ষ-বাসীরা, সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের মূল এবং আত্মারামের উপাস্য ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মুক্ত। ভারতবর্ষে অন্যান্য বর্ষের মতো বহু নদী ও পর্বত রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে কারণ এই ভূখণ্ডে বৈদিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রচলিত রয়েছে, যা সমাজকে চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমে বিভক্ত করে। অধিকন্তু নারদ মুনির মতে যদি বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালনে সাময়িক বিঘ্নের সৃষ্টি হয়, তা সত্ত্বেও যে কোন সময়ে তার পুনঃপ্রবর্তন সম্ভব। বর্ণশ্রম প্রথা অনুশীলনের ফলে ক্রমশ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলনের ফলে সাধুসদ লাভের সুযোগ পাওয়া যায়। এই সাধুসদের ফলে ক্রমশ ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয় এবং পাপপঙ্খিল জীবন থেকে মুক্তি লাভ হয়। তখন ভগবান বাসুদেবে অহৈতুকী ভক্তি লাভ হয়। এই সুযোগের জন্য ভারতবাসীদের মহিমা স্বর্গলোকেও কীর্তিত হয়। এমনকি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও ভারতবর্ষের মহিমা অনুভবগত্রে আলোচনা করা হয়।

এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন যোনিতে বহু জীবদের ক্রমবিকাশ হচ্ছে। এইভাবে কেউ ব্রহ্মালোকে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু আবার তাকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়, যে কথা ভগবদ্গীতার প্রতিপন্ন হয়েছে (আত্মকৃত্ত্বনামোকাঃ পুনরাবর্তিনোহুর্জুন)। যদি ভারতবর্ষবাসীরা নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে এবং তাদের সুপুত্র কৃষ্ণভক্তি বিকশিত করে, তা হলে মৃত্যুর পর আর তাদের এই জড় ভাগতে ফিরে আসতে হয় না। যে স্থানে ভগবদ্ভক্তের মুখনিসৃত ভগবানের কথা শোনা যায় না, সেই স্থান ব্রহ্মলোক হলেও তা জীবের পক্ষে অনুকূল নয়। কেউ যদি ভারতবর্ষে মনুষ্য-শরীর পাওয়া সম্ভবও পরমার্থিক উন্নতি সাধনের সুযোগ গ্রহণ না করে, তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ভারতবর্ষে কেউ যদি জড় কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যও ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে, তা হলে ভক্ত-সঙ্গের প্রভাবে সে সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ ভক্ত পরিণত হবে এবং অন্যায়সে ভগবৎকামে ফিরে যাবে।

এই অধ্যায়ের শেষে শ্রীল শুকদেব গোষ্ঠামী জম্বুদ্বীপের আটটি উপদ্বীপের বিষয় বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

কিম্পুরুষে বর্ষে ভগবন্তমাদিপুরুষং লক্ষ্মণাগ্রজং সীতাভিরামং রামং
তচ্চরণসমিকর্ষাভিরতঃ পরমভাগবতো হনুমান্ সহ কিম্পুরুষৈরবিরত-
ভক্তিরূপান্তে ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোষ্ঠামী বললেন; কিম্পুরুষে বর্ষে—কিম্পুরুষ নামক বর্ষে; ভগবন্তম্—ভগবান; আদি-পুরুষম্—সর্বকারণের আদি কারণ; লক্ষ্মণ-
গ্রজম্—লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; সীতা-অভিরামম্—যিনি সীতাদেবীর অত্যন্ত প্রিয়
অথবা সীতাদেবীর পতি; রামম্—শ্রীরামচন্দ্র; তৎ-চরণ-সমিকর্ষ-অভিরতঃ—যিনি
সর্বদা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় রত; পরম-ভাগবতঃ—সমগ্র
ব্রহ্মাণ্ডে বিখ্যাত মহান ভক্ত; হনুমান্—শ্রীহনুমানজী; সহ—সঙ্গে; কিম্পুরুষৈঃ—
কিম্পুরুষবর্ষবাসীগণ; অবিরত—নিরন্তর; ভক্তিঃ—ভক্তিমান; উপান্তে—উপাসনা
করেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোষ্ঠামী বললেন—হে রাজন, কিম্পুরুষবর্ষে হনুমান সর্বদা সেই
বর্ষবাসীগণ সহ, লক্ষ্মণাগ্রজ এবং সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত।

শ্লোক ২

আস্তিষেণেন সহ গন্ধর্বৈরনুগীয়ানাং পরমকল্যাণীং ভর্তৃভগবৎকথাং
সমুপশৃণোতি স্বয়ং চৈদং গায়তি ॥ ২ ॥

আস্তি-ষেণেন—কিম্পুরুষবর্ষের অধিপতি আস্তিষেণ; সহ—সঙ্গে; গন্ধর্বৈঃ—
গন্ধর্বদের দ্বারা; অনুগীয়মানাম্—গীত; পরম-কল্যাণীম্—পরম কল্যাণময়ী; ভর্তৃ-
ভগবৎ-কথাম্—তার প্রভু ভগবানের মহিমা; সমুপশৃণোতি—গভীর মনোযোগ
সহকারে তিনি শ্রবণ করেন; স্বয়ম্ চ—এবং তিনি নিজেও; ইদম্—এই; গায়তি—
কীর্তন করেন।

অনুবাদ

গন্ধর্বগণ সর্বদা শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তনে রত। সেই কীর্তন পরম কল্যাণময়ী।
কিম্পুরুষবর্ষপতি আস্তিষেণ সহ হনুমান নিরন্তর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সেই
মহিমা শ্রবণ করেন। হনুমান নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি গান করেন।

তাৎপর্য

পুরাণে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সখ্যে দুটি মত রয়েছে। লম্বুভাগবতায়ম্ গ্রন্থে
(৫/৩৪-৩৬) মন্বন্তর অবতারের বর্ণনায় সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে।

বাসুদেবাদিরূপাণামবতারঃ প্রকীর্তিতাঃ ।

বিযুধ্যর্মোত্তরে রামলক্ষ্মণায়াঃ ক্রমাদমী ॥

পাদে তু রামো ভগবান্ নারায়ণ ইতীরিতঃ ।

শেষশ্চক্রঃ শঙ্খচ ক্রমাৎ সূর্যলক্ষ্যাদয়ঃ ॥

মহাদেশহিতাযোধ্যাপুরেহস্য বসতিঃ স্মৃতা ।

মহাবৈকুণ্ঠলোকে চ রাঘবেন্দ্রস্য কীর্তিতা ॥

বিযুধ্যর্মোত্তরে বর্ণিত হয়েছে যে, শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ, ভরত এবং
শত্রুঘ্ন যথাক্রমে বাসুদেব, সন্ধর্ষণ, প্রস্থান এবং অনিরুদ্ধের অবতার। কিন্তু
পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে, শ্রীরামচন্দ্র নারায়ণের অবতার এবং তাঁর অন্য তিন
ভাই শেষ, চক্র, এবং শঙ্খের অবতার। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ এই সম্পর্কে
তাঁর টীকায় লিখেছেন, তদ্বদম্ কল্পভেদেনৈব সমভাব্যম্ । অর্থাৎ এই মত দুটি
পরস্পর-বিরোধী নয়। কোন করে শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর ভ্রাতারা বাসুদেব, সন্ধর্ষণ,

প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতার রূপে আবির্ভূত হন, এবং অন্য কোন কল্পে তাঁরা নারায়ণ, শেব, চক্র ও শঙ্খের অবতার রূপে আবির্ভূত হন। এই গ্রন্থলোকে শ্রীরামচন্দ্রের ধাম হচ্ছে অযোধ্যা। অযোধ্যা নগরী আজও উত্তর প্রদেশের উত্তর ভাগে অবস্থিত ফৈজাবাদ জেলায় বিরাজমান।

শ্লোক ৩

ওঁ নমো ভগবতে উত্তমশ্লোকায় নম আৰ্যলক্ষণশীলব্রতায় নম
উপশিক্ষিতাত্মন উপাসিতলোকায় নমঃ সাধুবাদনিকষণায় নমো
ব্রহ্মণ্যদেবায় মহাপুরুষায় মহারাজায় নম ইতি ॥ ৩ ॥

ওঁ—হে ভগবান; নমঃ—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; ভগবতে—ভগবানকে; উত্তম-
শ্লোকায়—যিনি উত্তম শ্লোকের দ্বারা সর্বদা উপাসিত হন; নমঃ—আমার সশ্রদ্ধ
প্রণতি; আৰ্যলক্ষণশীলব্রতায়—যাঁর মধ্যে উত্তম পুরুষের সমস্ত গুণ বিরাজমান;
নমঃ—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; উপশিক্ষিত-আত্মনে—বিভ্রিতেছিয় আপনাকে;
উপাসিত-লোকায়—সর্বশ্রেণীর লোকেরা যাকে স্মরণ করে এবং পূজা করে;
নমঃ—আমার প্রণাম; সাধু-বাদনিকষণায়—যিনি সাধুদের সন্তোষাবলী পরীক্ষা করার
কষ্টপাথর স্বরূপ; নমঃ—আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম; ব্রহ্মণ্য-দেবায়—সুযোগ্য ব্রাহ্মণদের
দ্বারা যিনি পূজিত; মহা-পুরুষায়—এই সৃষ্টির কারণ হওয়ার ফলে, যিনি পুরুষ-
সূক্তের দ্বারা পূজিত হন, সেই ভগবানকে; মহা-রাজায়—রাজাধিরাজকে;
নমঃ—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

আমি আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য প্রণব জপ করি। সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষদের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি আর্ঘ্যদের
সমস্ত সদ্গুণের উৎস। আপনার চরিত্র ও আচরণ সর্বদা অবিচল, এবং আপনার
ইচ্ছায় ও চিত্ত সর্বদা সংযত। একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করে,
আপনি আপনার আদর্শ চরিত্র প্রদর্শন করে সকলকে শিক্ষা দেন কিভাবে আচরণ
করা কর্তব্য। নিকষ পাথরে কেবল স্বর্ণের গুণের পরীক্ষা হয়, কিন্তু আপনি
এমনই স্পর্শমণি যাতে সমস্ত উত্তম গুণের পরীক্ষা হয়। আপনি ভক্তাগ্রণ্য
ব্রাহ্মণদের দ্বারা উপাসিত। হে পরম পুরুষ, হে রাজাধিরাজ, আমি আপনাকে
আমার প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৪

যত্তদ্বিশুদ্ধানুভবমাত্রমেকং

স্বতেজসা ধ্বস্তগুণব্যবহুম্ ।

প্রত্যক্ প্রশান্তং সুধিয়োপলব্ধনং

হানামরূপং নিরহং প্রপদ্যে ॥ ৪ ॥

যৎ—যা; তৎ—সেই পরম সত্যকে; বিশুদ্ধ—জড়া প্রকৃতির কলুষমুক্ত বিশুদ্ধ;
অনুভব—অনুভব; মাত্রম্—সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; একম্—এক; স্বতেজসা—তাঁর
চিন্ময় শক্তির দ্বারা; ধ্বস্ত—নিরন্ত; গুণ-ব্যবহুম্—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব;
প্রত্যক্—জড় চক্ষুর দ্বারা দৃশ্য নয়, চিন্ময়; প্রশান্তম্—জড়া প্রকৃতির কোভের
অতীত; সুধিয়া—কৃষ্ণভক্তির দ্বারা অথবা শুদ্ধ চেতনার দ্বারা, যা জড় বাসনা, সকাম
কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা কলুষিত নয়; উপলব্ধনম্—যাঁকে লাভ করা যায়;
হি—বাস্তবিক পক্ষে; অনাম-রূপম্—জড় নাম এবং রূপ রহিত; নিরহম্—অহংকার
শূন্য; প্রপদ্যে—আমি তাঁর শরণাগত হই।

অনুবাদ

যাঁর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জড় গুণের দ্বারা কলুষিত নয়, সেই ভগবানকে শুদ্ধ
চেতনার দ্বারাই দর্শন করা যায়। বেদান্তে তাঁকে এক এবং অদ্বিতীয় বলে বর্ণনা
করা হয়েছে। তাঁর চিন্ময় শক্তির প্রভাবে তিনি জড় কলুষের অতীত, এবং যেহেতু
তিনি জড় দৃষ্টির বিষয় নয়, তাই তিনি 'প্রত্যক্' স্বরূপ। তিনি মায়িক চেত্না
শূন্য, এবং তিনি প্রাকৃত নাম ও রূপ বিবর্জিত। কেবল শুদ্ধ চেতনায় বা
কৃষ্ণচেতনায় ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করা যায়। সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের
শ্রীপাদপদ্মে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে, আমরা তাঁর চরণ-কমলে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি
নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপে আবির্ভূত হন। সে সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৯) বর্ণনা
করা হয়েছে—

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্

নানাবতারমকরোদ্ভবনৈশ্চ কিস্ত ।

কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পূমান্ যো

গোবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥

“আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি রাম, নৃসিংহ আদি বহু অবতাররূপে সর্বদা বিরাজমান, কিন্তু তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি নিজেও অবতরণ করেন।” শ্রীকৃষ্ণ যিনি হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব, তিনি বিভিন্ন বিষ্ণুরূপে নিজেকে বিস্তার করেন এবং যাঁর মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন একটি রূপ। আমরা জানি যে, বিষ্ণুতত্ত্ব চিন্ময় পক্ষীরাজ গরুড় কর্তৃক বাহিত হন এবং তাঁর চার হাতে তিনি বিবিধ অস্ত্র ধারণ করেন। তাই আমাদের মনে সন্দেহ হতে পারে যে, শ্রীরামচন্দ্র সেই পর্যায়ভূক্ত কিনা, কারণ গরুড় তাঁকে বহন করছে না, তাঁকে বহন করছে হনুমান, এবং তিনি চতুর্ভুজ নন এবং তাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম নেই। তাই এই শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হয়েছে যে, শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণেরই মতো (রামাদিমূর্তিবৃ কলা)। যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তবুও রামচন্দ্র তাঁর থেকে ভিন্ন নন। রামচন্দ্র জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত এবং তাই তিনি প্রশান্ত—তিনি কখনও গুণের দ্বারা বিকলিত হন না।

ভগবৎ-প্রেমে আগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের চিন্ময়ত্বের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায় না। জড় চক্ষু দিয়ে তাঁকে দর্শন করা যায় না। রাবণের মতো রাক্ষসের যেহেতু চিন্ময় দৃষ্টি নেই, তাই তারা শ্রীরামচন্দ্রকে একজন সাধারণ ক্ষত্রিয় রাজা বলে মনে করে। রাবণ তাই শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য সহচরী সীতাদেবীকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে রাবণ কিন্তু সীতাদেবীকে হরণ করতে পারেনি। রাবণ যাকে স্পর্শ করেছিল, তিনি ছিলেন সীতাদেবীর মায়িক মূর্তি। সীতাদেবীর প্রকৃত রূপ ছিল তার দৃষ্টির অগোচর। তাই এই শ্লোকে প্রত্যক প্রশান্তম্ শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর শক্তি সীতাদেবী জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে স্বতন্ত্র থাকেন।

উপনিষদে বলা হয়েছে—যমেবৈষ বৃণতে তেন লভ্যঃ। পরমেশ্বর বা পরমাখ্যা কিংবা ভগবানকে কেবল তাঁরাই দর্শন করতে পারেন, যারা ভগবদ্বক্তিতে আগ্রহ। সেই সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঙ্গনজ্বরিতভক্তিবিলোচনেন

সন্তঃ সর্বৈব হৃদয়েষু বিলোকয়তি।

যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

“প্রেমাঙ্গন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তচক্ষু-বিশিষ্ট ভক্তগণ যে অচিন্ত্য গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে সর্বদা অবলোকন করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা

করি।” তেমনই, ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে, এতান্ত্রিণো দেবতা অনেন জীবেন। উপনিষদের এই শ্লোকটিতে অনেন শব্দটি আত্মা এবং পরমাখ্যার পার্থক্য নিরূপণ করেছে। ত্রিণো দেবতা শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, জীবের দেহ অগ্নি, মাটি এবং জল এই তিনটি জড় উপাদান দিয়ে তৈরি। যদিও পরমাখ্যা জড় দেহের উপাধি যুক্ত এবং জড় দেহের দ্বারা প্রভাবিত জীবাখ্যার হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তবুও জীবাখ্যার দেহের সঙ্গে পরমাখ্যার কোন সম্পর্ক নেই। যেহেতু পরমাখ্যার কোন জড় সম্পর্ক নেই, তাই এখানে তাকে অনামরূপং নিরহম্ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমাখ্যার কোন জড় উপাধি নেই, যদিও জীবাখ্যার রয়েছে। জীবাখ্যা নিজেকে ভারতীয়, আমেরিকান, জার্মান ইত্যাদি বলে পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু পরমাখ্যার এই ধরনের কোন জড় উপাধি নেই এবং তাই তাঁর কোন জড় নাম নেই। জীবাখ্যা তার নাম থেকে ভিন্ন, কিন্তু পরমাখ্যা তা নন; তাঁর নাম এবং তিনি স্বয়ং এক এবং অভিন্ন। এটিই নিরহম্ শব্দের অর্থ, অর্থাৎ ‘জড় উপাধিবিহীন’। এই শব্দটির অর্থ বিকৃত করে বলা যায় না যে, পরমাখ্যার কোন অহঙ্কার নেই, সত্তা নেই বা পরিচয় নেই। তাঁর চিন্ময় পরিচয় হচ্ছে যে তিনি পরম। শ্রীল জীব গোষ্ঠ্যামী এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, নিরহম্ শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে নির্নিশ্চয়েন অহম্। নিরহম্ শব্দটির অর্থ এই নয় যে, ভগবানের কোন সত্তা নেই। পক্ষান্তরে, অহম্ শব্দটি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রমাণ করেছে যে, তাঁর স্বরূপ রয়েছে, কারণ নিঃ শব্দটির অর্থ কেবল ‘ন-কার আখ্যক’-ই নয়, তার আর একটি অর্থ হচ্ছে ‘নিশ্চয়দ্ব্যক’।

শ্লোক ৫

মর্ত্যাবতারস্ত্বিহ মর্ত্যশিক্ষণং

রক্ষাবধায়ৈব ন কেবলং বিভোঃ।

কুতোহন্যথা স্যাদ্রমতঃ স্ব আদ্বানঃ

সীতাকৃতানি বাসনানীধ্বরস্য ॥ ৫ ॥

মর্ত্য—মনুষ্যরূপে; অবতারঃ—যাঁর অবতার; ত্ব—কিন্তু; ইহ—এই জড় জগতে; মর্ত্য-শিক্ষণম্—সমস্ত জীবদের, বিশেষ করে মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য; রক্ষা-বধায়—রাক্ষসরাজ রাবণকে সংহার করার জন্য; এব—নিশ্চিতভাবে; ন—না; কেবলম্—কেবল; বিভোঃ—ভগবানের; কৃতঃ—কোথা থেকে;

অন্যথা—অন্যথা; স্যাৎ—হবে; রমতঃ—আনন্দ উপভোগকারী; স্বৈ—স্ব-স্বরূপে; আত্মনঃ—ব্রহ্মাণ্ডের আত্মাধরূপ; সীতা—শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবী; কৃতানি—বিরহজনিত; ব্যসনানি—সমস্ত দুঃখ; ঈশ্বরস্য—ভগবানের।

অনুবাদ

রাক্ষসরাজ রাবণ মানুষ ব্যতীত অন্য কারোর বধ ছিল না, এবং সেই জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্য কেবল রাবণকে বধ করাই ছিল না, ক্রীসঙ্গ যে বহু দুঃখের কারণ তা মর্ত্য জীবদের শিক্ষা দেওয়াও তাঁর অবতরণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিশ্বাত্মা, পরমেশ্বর এবং তিনি স্ব-স্বরূপে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর শোচনীয় কিছু নেই। অতএব তাঁর সীতাদেবীর বিরহজনিত দুঃখ কি করে হতে পারে?

তাৎপর্য

এই জগতে মনুষ্যরূপে ভগবানের আবির্ভাবের দুটি উদ্দেশ্য থাকে, যে কথা ভগবদ্গীতায় (৪/৯) উল্লেখ করা হয়েছে—পরিব্রাজ্য সাধনায় ক্রিয়াময় চ দৃষ্টতাম্—ভক্তদের রক্ষা করা এবং অসুরদের সংহার করা। ভক্তদের রক্ষা করার জন্য ভগবান কেবল তাঁর সঙ্গ দানের মাধ্যমেই তাঁদের সন্তুষ্টি বিধান করেন না, তিনি তাঁদের শিক্ষাও দান করেন যাতে তারা ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে বিচ্যুত না হন। তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র ভক্তদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, বিবাহিত জীবনে প্রবেশ না করাই শ্রেয়, কারণ তা দুঃখ-দুর্দশার পূর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতেও (৭/৯/৪৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যস্মৈতুনাং গৃহমবিসৃজ্যং হি তুচ্ছং

কণ্ঠসেনে করয়োরিব দুঃখদুঃখম্ ।

তৃপ্যন্তি নেহ কুপগা বহুঃস্বভাভঃ

কণ্ঠবিন্দনসিঙ্গং বিবহেত ধীরঃ ॥

কুপগা অর্থাৎ যারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত নয় এবং তার ফলে যারা ব্রাহ্মণের ঠিক বিপরীত, তারা সাধারণত কৈনুনসুখ উপভোগ করার জন্য গৃহস্থ-জীবনে প্রবেশ করে। এইভাবে তারা বারবার কৈনুনসুখ উপভোগ করে, যদিও তার ফলে তাদের বহু দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। এটি ভক্তদের প্রতি একটি সাবধান বাণী। ভক্তদের এবং মানব-সমাজকে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র

সীতাদেবীকে পত্নীরূপে বরণ করে বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করার লীলা প্রদর্শন করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র অবশ্য আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই কেবল এই সমস্ত দুঃখকষ্ট স্বীকার করেছেন; প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই তাঁর শোক করার কোন কারণ নেই।

শ্রীরামচন্দ্রের শিক্ষার আর একটি দিক হচ্ছে যে, কেউ যখন পত্নীকে স্বীকার করেন, তখন তাঁর কর্তব্য সত্যনিষ্ঠ পতিরূপে তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা। মানব-সমাজে দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—যারা নিষ্ঠা সহকারে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করেন আর ভগবদ্ভক্ত। তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের উভয়কেই শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে ধর্মের নীতি পালন করে প্রেমপরায়েণ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ পতি হতে হয়। তা না হলে এই সমস্ত আপাত দুঃখকষ্ট ভোগ করার কোন কারণ তাঁর ছিল না। যিনি নিষ্ঠা সহকারে ধর্মের নিয়ম পালন করেন, তাঁর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁর পত্নীকে সর্বতোভাবে সুখদার জন্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানে কোন রকম অবহেলা না করা। সেই জন্য অবশ্য কিছু দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হতে পারে, কিন্তু সেগুলি সহ্য করতে হবে। সেটিই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ পতির কর্তব্য। তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র সেই কর্তব্যের আদর্শ প্রদর্শন করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর হৃদয়ী শক্তি থেকে শত সহস্র সীতা উৎপন্ন করতে পারতেন, কিন্তু সত্যনিষ্ঠ পতির কর্তব্য প্রদর্শন করার জন্য তিনি কেবল রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধারই করেননি, তিনি সবংশে রাবণকে সংহার করেছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের শিক্ষার আরও একটি দিক হচ্ছে যে, যদিও তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং আপাতদৃষ্টিতে তাঁর ভক্তেরা জড় দুঃখকষ্ট ভোগ করতে পারেন, তবুও সেই সমস্ত দুঃখকষ্টের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা সর্ব অবস্থাতেই মুক্ত পুরুষ। তাই ঐচ্ছিত্যা-ভাগবতে বলা হয়েছে—

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখং ।

নিশচয় জানিহ সেই পরানন্দসুখং ॥

বৈষ্ণব ভগবানের সেবার যুক্ত হওয়ার ফলে সর্বদা চিন্ময় আনন্দে অবস্থিত। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তিনি দুঃখকষ্ট ভোগ করছেন, কিন্তু তাঁর স্থিতিতে বলা হয় বিরহজনিত চিন্ময় আনন্দ। প্রেমিক এবং প্রেমিকার বিরহ আপাতদৃষ্টিতে বেদনাদায়ক বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অত্যন্ত আনন্দময়। তাই সীতাদেবী থেকে শ্রীরামচন্দ্রের বিচ্ছেদ এবং ভক্তজনিত যে দুঃখ, তা চিন্ময় আনন্দের আর এক প্রকাশ। সেটিই হচ্ছে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত।

শ্লোক ৬

ন বৈ স আত্মাত্মবতাং সুহৃদমঃ

সন্তত্ৰিলোক্যাং ভগবান্ বাসুদেবঃ ।

ন স্ত্রীকৃতং কণ্ঠলমমুখীত

ন লক্ষ্মণং চাপি বিহাতুমর্হতি ॥ ৬ ॥

ন—না; বৈ—প্রকৃতপক্ষে; সঃ—তিনি; আত্মা—পরমাত্মা; আত্মবতাম্—আত্ম-
তত্ত্ববিদের; সুহৃদমঃ—প্রিয়তম বন্ধু; সন্তঃ—আসক্ত; ত্রিলোক্যাম্—ত্রিলোকের
মধ্যে কোন কিছু; ভগবান্—ভগবান; বাসুদেবঃ—সর্বব্যাপ্ত ভগবান; ন—না; স্ত্রী-
কৃতম্—স্ত্রীর জন্য; কণ্ঠলম্—বিরহজনিত দুঃখ; অমুখীত—প্রাপ্ত হবেন; ন—না;
লক্ষ্মণম্—তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ; চ—ও; অপি—নিশ্চিতভাবে; বিহাতুম্—
পরিতাগ করার জন্য; অর্হতি—সমর্থ হন।

অনুবাদ

যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন ভগবান বাসুদেব, তাই তিনি এই ত্রিভুবনের কোন কিছু
প্রতি আসক্ত নন। সমস্ত আত্ম-তত্ত্ববিৎ মহাত্মাদের তিনি প্রিয়তম পরমাত্মা এবং
অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। তিনি সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ। তাই তাঁর পক্ষে পত্নীর বিরহে দুঃখিত
হওয়া এবং তাঁর পত্নী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে ত্যাগ করাও সম্ভব নয়। এই
দূরের কোন একটিও ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

তাৎপর্য

ভগবানের কর্ণা করে আমরা বলি যে, তিনি ঐশ্বর্য, যশ, বীর্য, শ্রী, জ্ঞান এবং
বৈরাগ্যে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। বৈরাগ্য তাঁর একটি গুণ, কারণ তিনি এই জড় জগতের
কোন কিছুর প্রতি আসক্ত নন; তিনি বিশেষ করে চিৎ-জগৎ এবং সেখানকার
জীবদের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত। জড় জগতের সমস্ত কার্যকলাপ দুর্গাদেবীর
অধীক্ষতার সংঘটিত হয় (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিবিকা ছায়েব যস্য ভূকানি বিভর্তি
দুর্গা)। দুর্গার প্রতীক জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মে সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে।
তাই ভগবান সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত। সীতাদেবী চিৎ-জগতের তত্ত্ব। তেমনই,
শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণও হচ্ছেন সর্ববর্ণের অবতার, এবং শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন
ভগবান বাসুদেব।

ভগবান যেহেতু সমস্ত চিন্ময় গুণে গুণাবিত, তাই তিনি সর্বদা তাঁর প্রেমময়ী
সেবায় রত ভক্তদের প্রতি আসক্ত। তিনি জীবনের সত্যের প্রতি আসক্ত;

ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর প্রতি নন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন প্রকার জড় গুণের প্রতি
আসক্ত নন। যদিও তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা, তবুও তিনি বিশেষ
করে তাঁদের কাছে প্রকাশিত হন যাঁরা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন, এবং তিনি তাঁর
ভক্তদের পরম প্রিয়। যেহেতু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মানব-সমাজকে রাজার কর্তব্য
সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবতরণ করেছিলেন, তাই তিনি আপাতদৃষ্টিতে
সীতাদেবী এবং লক্ষ্মণকে ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাঁদের ত্যাগ
করতে পারেন না। তাই মানুষের কর্তব্য তত্ত্ববেত্তা ভগবদ্ভক্তের কাছে শ্রীরামচন্দ্রের
কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানা। তা হলেই ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা
যাবে।

শ্লোক ৭

ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং

ন বাঙ্ ন বুদ্ধিনাকৃতিস্তোষহেতুঃ ।

তৈর্বিন্দিষ্টানপি নো বনৌকম-

শচকার সম্বো বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥ ৭ ॥

ন—না; জন্ম—উচ্চকূলে জন্ম; নূনম্—প্রকৃতপক্ষে; মহতঃ—ভগবানের; ন—না;
সৌভগম্—সৌভাগ্য; ন—না; বাঙ্—মধুর ভাষা; ন—না; বুদ্ধিঃ—তীক্ষ্ণ বুদ্ধি;
ন—না; আকৃতিঃ—দেহের সৌন্দর্য, তোষ-হেতুঃ—ভগবানের প্রীতির কারণ;
তৈঃ—এই সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা; যৎ—যেহেতু; বিন্দিষ্টান্—পরিতাগ করে;
অপি—যদিও; নঃ—আমরা; বন-ওকমঃ—কনবাসী; চকার—অঙ্গীকার করেছেন;
সম্বো—বন্ধুত্বে; বত—আহা; লক্ষ্মণ-অগ্রজঃ—লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান
শ্রীরামচন্দ্র।

অনুবাদ

উচ্চকূলে জন্ম, সৌন্দর্য, বাক্‌চাতুরি, বুদ্ধি বা জাতি, ইত্যাদির দ্বারা ভগবান
শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সম্বা স্থাপন করা যায় না। তাঁর সঙ্গে সম্বা স্থাপন করার জন্য
এই সমস্ত গুণগুলির আবশ্যকতা হয় না। আমরা অসভ্য বচন, আমরা উচ্চকূলে
জন্মগ্রহণ করিনি, আমাদের দৈহিক সৌন্দর্য নেই এবং আমরা সভ্য মানুষের মতো
কথা বলতে পারি না, তবুও ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমাদের তাঁর সম্বারূপে
অঙ্গীকার করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীমতী কুণ্ডীদেবী একটি প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন অকিঞ্চনগোচর। অ-উপসংগতির অর্থ 'না' এবং কিঞ্চন শব্দটির অর্থ 'এই জড় জগতের কোন কিছু'। কেউ তাঁর উচ্চপদ, ধনসম্পদ, সৌন্দর্য, শিল্প ইত্যাদির গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হতে পারে, কিন্তু জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি সন্‌গুণ হলেও, ভগবানের সখ্য লাভের জন্য সেগুলির প্রয়োজন হয় না। যাঁর এই সমস্ত গুণ রয়েছে, আশা করা যায় যে, তিনি ভগবদ্ভক্ত হবেন এবং ভগবদ্ভক্ত হলে এই সমস্ত গুণের যথাযথ সম্ভাবহার হয়। যারা উচ্চকুলে জন্ম, ধনসম্পদ, বিদ্যা এবং সৌন্দর্যের গর্বে গর্বিত (জন্মৈশ্বর্যক্রতরী), তারা দুর্ভাগ্যবশত কৃষ্ণভক্তির অনুকূল হয় না, ভগবানও এই সমস্ত জড় গুণের পরোয়া করেন না। ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে পাওয়া যায় (ভক্ত্যা মমভিজানাতি)। ভক্তি এবং ভগবানের সেবা করার ঐকান্তিক বাসনাই প্রধান যোগ্যতা। শ্রীল রূপ গোস্বামীও বলেছেন যে, ভগবদ্ভক্তির প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ বা লোভই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি লাভ করার একমাত্র মূল্য (তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলম)। চৈতন্য-ভাগবতে বলা হয়েছে—

খোলা-কোচা সেবকের দেখ ভাগ্য-সীমা ।

ব্রহ্মা-শিব কান্দে যাঁর দেবিয়া মহিমা ॥

ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণ নাই পাই ।

কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি ॥

“খোলাকোচা ভক্তের সৌভাগ্য দর্শন কর। তাঁর মহিমা দর্শন করে ব্রহ্মা এবং শিবও অশ্রু বর্ষণ করেন। ধন, জন, অথবা পাণ্ডিত্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল শুদ্ধ ভক্তিরই বশীভূত।” শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক ঐকান্তিক ভক্ত ছিলেন খোলাকোচা শ্রীধর, যাঁর পেশা ছিল কলা গাছের খোসা দিয়ে খোলা বানিয়ে বিক্রি করা। তিনি যা উপার্জন করতেন, তার অর্ধাংশ দিয়ে তিনি মা গঙ্গার পূজা করতেন, এবং বাকি অর্ধাংশ দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি এতই গরিব ছিলেন যে, একটি ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে তিনি বাস করতেন। পিতলের বাসন কেনার সামর্থ্য তাঁর ছিল না, এবং তাই তিনি লৌহ পাতে জল পান করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান ভক্ত। অতি দরিদ্র ব্যক্তিও যে কিভাবে ভগবানের মহান ভক্ত হতে পারেন, তিনি তার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। জড়-জাগতিক ধনসম্পদের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদের আশ্রয় লাভ করা যায় না, তা কেবল শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই লভ্য।

অন্যাভিলাষিতানু্যং জ্ঞানকর্মদানাবৃতম্ ।

অনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমং ॥

“কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত অভিলাষ শূন্য হয়ে, জ্ঞান-কর্ম-যোগ ইত্যাদির আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীতি সম্পাদনের জন্য অনুকূল্যের সহিত যে প্রেমময়ী সেবা অনুক্ষণ সম্পাদিত হয়, তারই নাম উত্তম ভক্তি।”

শ্লোক ৮

সুরোহসুরো বাপাথ বানরো নরঃ

সর্বাঙ্ঘনা যঃ সুকৃতজ্ঞমুত্তমম্ ।

ভজেত রামং মনুজাকৃতিং হরিং

য উত্তরাননয়ং কোশলান্ দিবমিতি ॥ ৮ ॥

সুরঃ—দেবতা; অসুরঃ—অসুর; বা অপি—অথবা; অথ—অতএব; বা—অথবা; অনরঃ—মনুষ্য ব্যতীত (পক্ষী, পুত ইত্যাদি); নরঃ—মানুষ; সর্ব-আঙ্ঘনা—সর্বাঙ্গ করণে; যঃ—যিনি; সুকৃতজ্ঞম্—সহজেই সম্ভূত হন; উত্তমম্—সর্বোৎকৃষ্ট; ভজেত—ভজন করা কর্তব্য; রামম্—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; মনুজাকৃতিম্—মনুষ্যরূপে আবির্ভূত; হরিম্—ভগবানকে; যঃ—যিনি; উত্তরান্—উত্তর ভারতের; অননয়ং—ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন; কোশলান্—অযোধ্যাবাসীদের; দিবম্—চিৎ-জগতে; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

অতএব দেব, অসুর, মানুষ অথবা পুত-পাখি প্রভৃতি যে কেউ হোক না কেন, সকলেরই কর্তব্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করা, যিনি নররূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর ভজনের জন্য বহু তপস্যার প্রয়োজন হয় না, কারণ তিনি তাঁর ভক্তের অল্প সেবাতেই সম্ভূত হন, এবং তিনি সম্ভূত হলে ভক্ত সার্থক হন। শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত অযোধ্যাবাসীদের বৈকুণ্ঠে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ভক্তদের প্রতি এতই কৃপালু যে, মানুষই হোক বা অন্য যে কেউ হোক তাঁর ভক্তের অল্প সেবাতেই তিনি সম্ভূত হন। এটিই শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনা করার একটি বিশেষ সুবিধা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনাতেও এই সুবিধাটি রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয়রূপে কখনও কখনও অসুরদের

সংহার করে তাঁদের কৃপা প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অসুরদের পর্যন্ত অনায়াসে প্রেম দান করেছেন। ভগবানের সমস্ত অবতারেরা—বিশেষ করে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের সমুদে উপস্থিত প্রায় সমস্ত জীবদের উদ্ধার করেছেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বড়ভুক্ত মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছেন, যা হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মিলিত রূপ—দুহাত শ্রীরামচন্দ্রের, দুহাত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এবং দুহাত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। মানব-জীবনের পরম উদ্দেশ্য এই বড়ভুক্ত রূপের আরাধনার ফলে সাধিত হয়।

শ্লোক ৯

ভারতেহপি বর্ষে ভগবান্নরনারায়ণাখ্য আকল্পান্তমুপচিতধর্মজ্ঞান-
বৈরাগ্যৈশ্বর্যোপশমোপরমাত্মোপলব্ধনমনুগ্রহায়ান্নবতামনুকম্পয়া
তপোহব্যক্তগতিশ্চরতি ॥ ৯ ॥

ভারতে—ভারতবর্ষে; অপি—ও; বর্ষে—ভূখণ্ডে; ভগবান্—ভগবান্; নর-নারায়ণ-
আখ্যঃ—নর-নারায়ণ নামক; আকল্প-অন্তম্—কল্পান্ত পর্যন্ত; উপচিত—বর্ধমান; ধর্ম—
ধর্ম; জ্ঞান—জ্ঞান; বৈরাগ্য—বৈরাগ্য বা অনাসক্তি; ঐশ্বর্য—যোগৈশ্বর্য; উপশম—
ইন্দ্রিয়-সংযম; উপরম—অহঙ্কার থেকে মুক্ত; আত্ম-উপলব্ধনম্—আত্ম-উপলব্ধি;
অনুগ্রহায়—অনুগ্রহ করার জন্য; আত্ম-বতাম্—আত্ম-তত্ত্ববিৎদের; অনুকম্পয়া—
অহৈতুকী কৃপার দ্বারা; তপঃ—তপশ্চর্যা; অব্যক্ত-গতিঃ—যাঁর মহিমা অচিন্ত্য;
চরতি—সম্পাদন করে।

অনুবাদ

(শ্রীল তকদেব গোস্বামী বললেন—) ভগবানের মহিমা অচিন্ত্য। ভক্তদের
কৃপাপূর্বক ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, ইন্দ্রিয়-সংযম ও নিরহঙ্কার শিক্ষা দান করার
জন্ম তিনি ভারতবর্ষে বদরিকাশ্রম নামক স্থানে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি চিন্ময়
ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং কল্পান্ত পর্যন্ত তপস্যায় রত। এটিই আত্ম-উপলব্ধির পন্থা।

তাৎপর্য

পৃথিবীর মানুষদের আত্ম-উপলব্ধি লাভের জন্য তপশ্চর্যার পন্থা শিক্ষা দিতে ভগবান
যে কিভাবে নর-নারায়ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, তা জানার জন্য ভারতবাসীরা
বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণের মন্দিরে যেতে পারেন। সাক্ষাৎ কর্ম এবং মনোদ্বয়ের

দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যবশত এই কলিমুগের মানুষেরা তপস্যা
কলতে যে কি বোঝায় তাও জানে না। তাই ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে
আবির্ভূত হয়েছেন অধ্যাপিত জীবদের আত্ম-উপলব্ধির পন্থা শিক্ষা দেওয়ার জন্য।
এই পন্থাটিকে বলা হয় চেতনোপলব্ধি বা অন্তরের অন্তঃস্থল পরিষ্কার করার
পন্থা। এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল। যে কেউ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন—হরে কৃষ্ণ হরে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—কীর্তন
করতে পারে। এই যুগে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান, মার্কসবাদ, ফ্রেডেলবাদ, জাতীয়তাবাদ, সাম্যিক
প্রগতিবাদ ইত্যাদি নানা রকম তথাকথিত বিজ্ঞান রয়েছে, কিন্তু নর-নারায়ণের প্রদর্শিত
বিধি অনুসরণ না করে আমরা যদি এই সমস্ত মতবাদ অবলম্বন করে কঠোর
পরিশ্রম করি, তা হলে আমাদের দুর্লভ মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ হবে। তার ফলে আমরা
অবশ্যই প্রতারিত হব এবং পথভ্রষ্ট হব।

শ্লোক ১০

তং ভগবান্নরদো বর্ণাশ্রমবতীভির্ভারতীভিঃ প্রজাভির্ভগবৎপ্রোক্তাভ্যাং
সাংখ্যযোগাভ্যাং ভগবদনুভাবোপবর্ননং সার্বভৌমপদেক্ষ্যমাণঃ
পরমভক্তিভাবেনোপসরতি ইদং চাভিগুণাতি ॥ ১০ ॥

তম্—তাকে (নর-নারায়ণকে); ভগবান্—পরম শক্তিশালী মহাত্মা; নারদঃ—দেবর্ষি
নারদ; বর্ণাশ্রম-বতীভিঃ—চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম সম্বিহিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুষ্ঠানকারীদের
দ্বারা; ভারতীভিঃ—ভারতবর্ষে; প্রজাভিঃ—নিবাসীগণ; ভগবৎ-প্রোক্তাভ্যাং—ভগবান
যা বলেছেন; সাংখ্য—সাংখ্য-যোগের দ্বারা; যোগাভ্যাং—অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা;
ভগবৎ-অনুভাব-উপবর্ননম্—যা ভগবৎ-উপলব্ধির পন্থা বর্ণনা করে; সার্বভৌম—সার্বভৌম
মনুকে; উপদেক্ষ্যমাণঃ—উপদেশ দিয়ে; পরম-ভক্তি-ভাবেন—পরম আনন্দময়
ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; উপসরতি—ভগবানের সেবা করে; ইদম্—এই; চ—এবং;
অভিগুণাতি—জপ করেন।

অনুবাদ

নারদ পঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থে ভগবান নারদ অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন
কিভাবে জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা জীবনের পরম লক্ষ্য ভক্তি লাভ করা যায়।
তিনি ভগবানের মহিমাও বর্ণনা করেছেন। দেবর্ষি নারদ এই চিন্ময় গ্রন্থের
বিষয়বস্তু সার্বভৌম মনুকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুষ্ঠানকারী

ভারতবর্ষবাসীদের ভগবদ্ভক্তি লাভের পন্থা প্রদর্শন করতে পারেন। এইভাবে নারদ মুনি ভারতবর্ষবাসীদের সঙ্গে সর্বদা নর-নারায়ণের সেবায় যুক্ত হয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র কীর্তন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।

জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

মানব-জীবনের প্রকৃত সাফল্য ভারতবর্ষে লাভ করা যায়, কারণ ভারতবর্ষে সেই উদ্দেশ্য সাধনের বিধি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। ভারতবর্ষে এই যে সুযোগটি পাওয়া যায় তার সম্ভাব্যতার করা মানুষের কর্তব্য, বিশেষ করে যারা বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুগামী। চতুর্বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র) এবং চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস)-এর মাধ্যমে বর্ণাশ্রম ধর্মের পন্থা অনুসরণ না করলে, জীবনে সাফল্য লাভের কোন প্রশ্নই উঠে না। দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগের প্রভাবে ফলে, এখন সবকিছুই হারিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষ-বাসীরা অধঃপতিত হয়ে স্নেহ এবং যত্নে পরিণত হচ্ছে। তা হলে তারা অন্যদের শিক্ষা দেবে কিভাবে? তাই, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করা হয়েছে, কেবল ভারতবর্ষ-বাসীদের জন্যই নয়, সারা পৃথিবীর মানুষদের জন্য, যে কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করে গেছেন। এখনও সময় রয়েছে, এবং ভারতবর্ষবাসীরা যদি ঐকান্তিকভাবে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন গ্রহণ করে, তা হলে সারা পৃথিবী নারকীয় পরিবেশে অধঃপতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন পঞ্চরাত্রিক-বিধি এবং ভাগবত-বিধি অনুসরণ করে, যাতে মানুষ এই আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে তাদের জীবন সার্থক করতে পারে।

শ্লোক ১১

ওঁ নমো ভগবতে উপশমশীলোপপতনাত্ম্যায় নমোহিকিঞ্চনবিন্ধ্যায়
ঋষিঋষভায় নরনারায়ণায় পরমহংসপরমগুরবে আত্মারামাধিপত্যে নমো
নম ইতি ॥ ১১ ॥

ওঁ—হে ভগবান; নমঃ—সম্রাট প্রণাম; ভগবতে—ভগবানকে; উপশম-শীলায়—
জিতেন্দ্রিয়; উপরত-অনায়ায়—জড় জগতের প্রতি অনাসক্ত; নমঃ—সম্রাট প্রণাম;

অকিঞ্চন-বিন্ধ্যায়—যিনি নিষ্কিনের একমাত্র ধন সেই ভগবানকে; ঋষি-ঋষভায়—
সমস্ত ঋষিদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ; নর-নারায়ণায়—নর-নারায়ণকে; পরমহংস-পরম-
গুরবে—পরমহংস অর্থাৎ মুক্ত পুরুষদের পরম গুরু; আত্মারাম-অধিপত্যে—
আত্মারামদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; নমঃ নমঃ—বারবার আমি আমার সম্রাট প্রণতি নিবেদন
করি; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

সমস্ত ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান নর-নারায়ণকে নমস্কার। তিনি জিতেন্দ্রিয়,
নিরহঙ্কার, নিষ্কিনের ধন, পরমহংসদের গুরু এবং আত্মারামগণের অধিপতি।
তার শ্রীপাদপদ্মে আমি বারবার প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ১২

গায়ত্রি চৈদম্—

কর্তাস্য সর্গাদিষু যো ন বধ্যতে

ন হন্যতে দেহগতোহপি দৈহিকৈঃ ।

দ্রষ্টুর্ন দৃগ্যস্য ওণৈর্বিদ্যতে

তস্মৈ নমোহসম্ভববিক্তসাক্ষিণে ॥ ১২ ॥

গায়ত্রি—গান করেন; চ—এবং; ইদম্—এই; কর্তা—অনুষ্ঠানকারী; অস্যা—এই
জগতের; সর্গ-আদিষু—সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের; যঃ—যিনি; ন বধ্যতে—অষ্টা,
প্রভু অথবা মালিকরূপে যিনি আসক্ত নন; ন—না; হন্যতে—অভিভূত হয়;
দেহগতোহপি—মনুষ্যরূপে প্রকট হওয়া সত্ত্বেও; দৈহিকৈঃ—কুপা, তৃষ্ণা এবং শ্রাতি
ইত্যাদি দৈহিক ক্রেশ; দ্রষ্টুঃ—যিনি সবকিছুর দ্রষ্টা তাঁকে; ন—না; দৃক্—দৃষ্টিশক্তি;
যস্য—যাঁর; ওণৈঃ—জড় ওণের দ্বারা; বিদ্যতে—দৃশিত হয়; তস্মৈ—তাঁকে; নমঃ
—আমার সম্রাট প্রণতি; অসম্ভ—অনাসক্ত ভগবানকে; বিবিক্ত—মমতা রহিত;
সাক্ষিণে—সবকিছুর সাক্ষী।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ নিম্নলিখিত মন্ত্রটি কীর্তন করে নর-নারায়ণের আরাধনা করেন—
“ভগবান এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কর্তা, ভবুও তিনি সর্বতোভাবে
কর্তৃত্বাভিমানশূন্য। যদিও মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, তিনি আমাদের মতো

একটি জড় শরীর ধারণ করেছেন, কিন্তু তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং ক্লান্তির দৈহিক ক্রেশের দ্বারা প্রভাবিত হন না। যদিও তিনি সবকিছুর সাক্ষী, তবুও সেই সমস্ত বিষয়ের দ্বারা তাঁর ইন্দ্রিয় কলুষিত হয় না। সেই অনাসক্ত, জগতের সাক্ষী, পরমাত্মা শ্রীভগবানকে আমি বারবার প্রণাম করি।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর দেহ নিতা, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। এই শ্লোকে তা আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগতের স্রষ্টা, তবুও তিনি তার প্রতি অনাসক্ত। আমরা যদি একটি গগনচূষী প্রাসাদ বানাই, তা হলে আমরা সেটির প্রতি অভ্যস্ত আসক্ত হব, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সবকিছুর স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত। তিনি কোনকিছুর প্রতি আসক্ত নন (ন বধ্যতে)। যদিও শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রয়েছে, তবুও তিনি দৈহিক আবশ্যকতাগুলির দ্বারা বিচলিত হন না; যেমন তিনি কখনও ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত অথবা ক্লান্ত হন না (ন হন্যতে দেহোগতোহপি দৈহিকেণ)। যেহেতু সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি, তাই তিনি সবকিছুই পর্ববেক্ষণ করেন এবং সর্বত্র বিরাজ করেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর দেহ চিহ্ন, তাই তিনি দর্শনের অতীত। আমরা যখন কোন সুন্দর রূপ দর্শন করি, তখন আমরা তার প্রতি আকৃষ্ট হই। সুন্দরী রমণী পুরুষকে আকৃষ্ট করে, এবং পুরুষ স্ত্রীকে স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত ক্রটির অতীত। যদিও তিনি সবকিছুই স্রষ্টা তবুও তাঁর দৃষ্টি দূষিত হয় না (ন দৃগ্যসা ওপৈবীদৃষ্যতে)। তাই, যদিও তিনি সাক্ষী এবং স্রষ্টা, তবুও তিনি দৃশ্য কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবং মমতা রহিত। তিনি সর্বদাই অনাসক্ত এবং পৃথক; তিনিই একমাত্র সাক্ষী।

শ্লোক ১৩

ইদং হি যোগেশ্বর যোগনৈপুণং

হিরণ্যগর্ভো ভগবান্জগাদ যৎ ।

যদন্তকালে হ্রয়ি নির্ওণে মনো

ভক্ত্যা দধীতোজ্জিতদুদ্ধলেবরঃ ॥ ১৩ ॥

ইদম্—এই; হি—নিশ্চিতভাবে; যোগেশ্বর—হে যোগেশ্বর ভগবান; যোগনৈপুণম্—যোগ সাধনের নৈপুণ্য; হিরণ্য-গর্ভঃ—শ্রীরক্ষা; ভগবান্—পরম শক্তিমান; জগাদ—

বলেছিলেন; যৎ—যা; যৎ—যা; অন্ত-কালে—মৃত্যুর সময়; হ্রয়ি—আপনাতে; নির্ওণে—ওগাতীত; মনঃ—মন; ভক্ত্যা—ভক্তি সহকারে; দধীত—স্থাপন করা উচিত; উজ্জিত-দুদ্ধলেবরঃ—দেহাধিবুদ্ধি ত্যাগ করে।

অনুবাদ

হে ভগবান যোগেশ্বর, আত্ম-তত্ত্ববিৎ ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) যে যোগের পন্থা বর্ণনা করেছিলেন, এটি তারই পুনরাবৃত্তি। মৃত্যুর সময় যোগীরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের চিত্ত স্থাপন করে তাঁদের জড় দেহ ত্যাগ করেন। সেটিই হচ্ছে যোগের পূর্ণতা।

তাৎপর্য

শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

যস্য সম্যগ্ ভগবতি জ্ঞানং ভক্তিশৃংখল চ ।

নিশ্চিতস্তস্য মোক্ষঃ স্যাৎ সর্বপাপকৃতোহপি তু ॥

“যিনি ভগবানের স্বরূপ হৃদয়সম করার জন্য তাঁর জীবদ্দশায় অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তিনি পূর্বে পাপাসক্ত হলেও, এই জড় জগতের বন্ধন থেকে তাঁর মুক্তি অবশ্যস্বার্থী।” সেই কথা ভগবদ্গীতাও প্রতিপন্ন হয়েছে—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামন্যভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিজো হি সঃ ॥

“অত্যন্ত পাপাচারী হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তাঁকে সাধু বলে মনে করতে হবে কারণ তিনি যথাযথভাবে অবস্থিত।” (ভগবদ্গীতা ৯/৩০) জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা আদির চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হওয়া। কেউ যদি এইভাবে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে পারেন, তা হলে তিনি ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে গেছেন (কল্পপেণ ব্যবহৃত)। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরাজড়-জাগতিক চিন্তায় এবং কার্যকলাপে মগ্ন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁর কার্যকলাপের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তাই তাঁরা ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে গেছেন। মৃত্যুর সময় সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতে হয়, তা হলে তিনি অবশ্যই ভগবদ্ভাক্তে ফিরে যাবেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ১৪

যৈথৈকামুখিকামলম্পটঃ

সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্ ।

শঙ্কেত বিদ্বান্ কুকলেবরাত্যাদ্

যন্তস্য যত্নঃ শ্রম এব কেবলম্ ॥ ১৪ ॥

যথা—যেমন; ঐহিক—এই জীবনে; অমুখিক—ভবিষ্যৎ জীবনে; কাম-লম্পটঃ—যে ব্যক্তি বেঁহসুখ ভোগের কাম-বাসনার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; সুতেষু—সন্তান; দারেষু—পত্নী; ধনেষু—ধনসম্পদ; চিন্তয়ন্—চিন্তা করে; শঙ্কেত—ভীত; বিদ্বান্—আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত; কুকলেবর—মল-মূত্রপূর্ণ এই কুৎসিত শরীরে; অত্যায়াৎ—ক্ষতির ফলে; যঃ—যে; তস্য—তার; যত্নঃ—প্রচেষ্টা; শ্রমঃ—সময় এবং শক্তির অপচয়; এব—নিশ্চিতভাবে; কেবলম্—কেবল।

অনুবাদ

বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সাধারণত তাদের বর্তমান শরীর এবং ভবিষ্যৎ শরীরের সুখ-স্বাস্থ্যদ্বয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তাই তারা সর্বদা তাদের পত্নী, সন্তান এবং ধন-সম্পদের চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকে, এবং মল-মূত্রে পূর্ণ শরীরটি ত্যাগ করার ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত হয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলনকারী ব্যক্তিও যদি তাদের মতো মূঢ়ভাবে ভীত হন, তা হলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কি লাভ? তা কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র।

তাৎপর্য

মৃত্যুর সময় বিষয়াসক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রী এবং পুত্রদের কথা চিন্তা করে। সে চলে গেলে কিভাবে তারা বেঁচে থাকবে এবং কে তাদের দেখাশোনা করবে, সেই চিন্তাতেই সে তখন মগ্ন থাকে। তার ফলে সে দেহভোগের জন্য প্রস্তুত হতে পারে না; পক্ষান্তরে সে সমাজ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সেবা করার জন্য সেই শরীরে চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়। তাই যোগ অনুশীলনের দ্বারা দৈহিক সম্পর্ক থেকে মুক্ত হওয়া কর্তব্য। ভক্তিব্যোগ অনুশীলন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও কেউ যদি তার সমস্ত দৃষ্টি-দুর্দশার কারণ-স্বরূপ তার কুৎসিত দেহটি ত্যাগ করতে ভীত হয়, তা হলে আধ্যাত্মিক জীবন অনুশীলন করার কি প্রয়োজন? যোগসিদ্ধির রহস্য হচ্ছে দেহের আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন,

শ্লোক ১৫

জম্বুদ্বীপের অতিরিক্ত বর্ণনা

দেহস্থিতি নানি যার, সংসার-বন্ধন কাহাঁ তার—যিনি ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে দেহের আবশ্যকতাগুলির উৎকর্ষা থেকে মুক্ত হয়েছেন, তার সংসার-বন্ধন সমাপ্ত হয়েছে। এই প্রকার ব্যক্তি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত। কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা, তা হলে তার মুক্তি সুনিশ্চিত।

শ্লোক ১৫

ভ্রমঃ প্রভো হং কুকলেবরার্পিতাং

দ্বয়্যায়রাহমমতামধোকজ ।

ভিন্দ্যাম যেনাশু বয়ং সুদুর্ভিদাং

বিধেহি যোগং ত্বয়ি নঃ স্বভাবমিতি ॥ ১৫ ॥

ভৎ—অতএব; নঃ—আমাদের; প্রভো—হে ভগবান; ত্বম্—আপনি; কুকলেবর-অর্পিতাম্—মল-মূত্রপূর্ণ এই কুৎসিত শরীরে অর্পণ করেছেন; দ্বয়্যায়রা—আপনার মায়ার দ্বারা; অহম্-মমতাম্—“আমি এবং আমার” ভাবনা; অধোকজ—হে অধোক্ষজ; ভিন্দ্যাম—ত্যাগ করতে পারি; যেন—যার দ্বারা; আশু—অতি শীঘ্র; বয়ম্—আমরা; সুদুর্ভিদাম্—যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; বিধেহি—দয়া করে দান করুন; যোগম্—যোগের পন্থা; ত্বয়ি—আপনাকে; নঃ—আমরা; স্বভাবম্—মনের স্থিরতার লক্ষণ; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

অতএব, হে অধোক্ষজ ভগবান, দয়া করে আপনি আমাদের ভক্তিব্যোগ সম্পাদন করার শক্তি দিন, যাতে আমরা আমাদের অস্থির মনকে সংযত করে আপনার চিন্তায় তা স্থির করতে পারি। আমরা আপনার মায়ার দ্বারা প্রভাবিত; তাই আমরা মল-মূত্রপূর্ণ এই দেহের প্রতি এবং এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কিছু সেই সবার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত এই আসক্তি ত্যাগ করার আর কোন উপায় নেই। অতএব দয়া করে আপনি আমাদের এই বর দান করুন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উপদেশ দেওয়া হয়েছে—মন্মনা ভব মন্ত্রতো মদ্যাজী মাং নমস্কর। আদর্শ যোগ হচ্ছে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা, সর্বদা তাঁর সেবায় যুক্ত থাকা,

সর্বদা তাঁর আরাধনা করা এবং তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা। আমরা যদি এই যোগ অনুশীলন না করি, তা হলে মল-মূত্রপূর্ণ এই কুৎসিত দেহটির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা অসম্ভব হবে। প্রকৃত যোগের সিদ্ধি হচ্ছে দেহের প্রতি এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হওয়া। আমরা জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হই, তখন আমাদের মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। এই যোগের পন্থাই অনুশীলন করা উচিত, অন্য কোন পন্থা নয়।

শ্লোক ১৬

ভারতেহ প্যস্মিন্ বর্ষে সরিষ্ছেলাঃ সন্তি বহবো মলয়ো মঙ্গলপ্রস্থো
মৈনাকত্রিকূট ঋষভঃ কূটকঃ কোল্লকঃ সহ্যো দেবগিরির্ঋষ্যমুকঃ
শ্রীশৈলো বেকটো মহেন্দ্রো বারিধারো বিদ্ধাঃ শুক্তিমান্‌ক্ষগিরিঃ
পারিষাত্রো দ্রোণশ্চিহ্নকূটো গোবর্ধনো রৈবতকঃ ককুভো নীলো
গোকামুখ ইন্দ্রকীলঃ কামগিরিরিতি চান্যে চ শতসহস্রশঃ শৈলাস্তেবাং
নিতম্ভপ্রভবা নদা নদ্যাশ্চ সন্ত্যাসঙ্ঘাতাঃ ॥ ১৬ ॥

ভারতে—ভারতবর্ষে, অপি—ও, অস্মিন্—এই, বর্ষে—ভূবর্ষে, সরিঃ—নদী;
শৈলাঃ—পর্বত, সন্তি—রয়েছে, বহবঃ—বহু, মলয়ঃ—মলয়, মঙ্গলপ্রস্থঃ—মঙ্গল-
প্রস্থ; মৈনাকঃ—মৈনাক, ত্রিকূটঃ—ত্রিকূট, ঋষভঃ—ঋষভ, কূটকঃ—কূটক;
কোল্লকঃ—কোল্লক, সহ্যঃ—সহ্য, দেবগিরিঃ—দেবগিরি, ঋষ্যমুকঃ—ঋষ্যমুক;
শ্রীশৈলঃ—শ্রীশৈল, বেকটঃ—বেকট, মহেন্দ্রঃ—মহেন্দ্র, বারিধারঃ—বারিধার;
বিদ্ধাঃ—বিদ্ধা, শুক্তিমান্—শুক্তিমান, ঋক্ষগিরিঃ—ঋক্ষগিরি, পারিষাত্রঃ—পারিষাত্র;
দ্রোণঃ—দ্রোণ, চিহ্নকূটঃ—চিহ্নকূট, গোবর্ধনঃ—গোবর্ধন, রৈবতকঃ—রৈবতক;
ককুভঃ—ককুভ, নীলঃ—নীল, গোকামুখঃ—গোকামুখ, ইন্দ্রকীলঃ—ইন্দ্রকীল;
কামগিরিঃ—কামগিরি, ইতি—ইত্যাদি, চ—এবং, অন্যে—অন্য, চ—ও, শত-
সহস্রশঃ—বহু শত সহস্র, শৈলাঃ—পর্বত, তেভ্যাম্—তাদের, নিতম্ভপ্রভবাঃ—
সানুদেশ থেকে উৎপন্ন, নদাঃ—নদ, নদ্যাঃ—নদী, চ—এবং, সন্তি—রয়েছে,
অসঙ্ঘাতাঃ—অসংখ্য।

অনুবাদ

ভারতবর্ষে ইলাবৃতবর্ষের মতো বহু পর্বত এবং নদী রয়েছে। মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ,
মৈনাক, ত্রিকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্লক, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমুক, শ্রীশৈল, বেকট,

মহেন্দ্র, বারিধার, বিদ্ধা, শুক্তিমান, ঋক্ষগিরি, পারিষাত্র, দ্রোণ, চিহ্নকূট, গোবর্ধন,
রৈবতক, ককুভ, নীল, গোকামুখ, ইন্দ্রকীল, কামগিরি আদি শত-সহস্র পর্বত রয়েছে
এবং তাদের সানুদেশ থেকে উৎপন্ন অসংখ্য নদ-নদী রয়েছে।

শ্লোক ১৭-১৮

এতাসামপো ভারত্যাঃ প্রজা নামভিরেব পুনস্তীনামাঙ্ঘ্রনা চোপ-
স্পৃশন্তি ॥ ১৭ ॥ চন্দ্রবসা তাম্রপর্বা অবটোদা কৃতমালা বৈহায়সী
কাবেরী বৈণী পয়স্বিনী শর্করাবর্তা তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণাবেণ্যা ভীমরথী
গোদাবরী নির্বিদ্ধা পরোক্ষী তাপী রেবা সুরসা নর্মদা চর্মধতী সিদ্ধুঃ
শোণশ্চ নদৌ মহানদী বেদম্মুতির্ঋষিকুল্যা ত্রিসামা কৌশিকী মন্দাকিনী
যমুনা সরস্বতী দৃষদ্বতী গোমতী সরযু রোধস্বতী সপ্তবতী সুযোমা
শতদ্রুশ্চন্দ্রভাগা মরুদ্বধা বিতস্তা অসিক্রী বিশ্বেতি মহানদ্যাঃ ॥ ১৮ ॥

এতাসাম্—এই সবার, অপঃ—জল, ভারত্যাঃ—ভারতবর্ষের, প্রজাঃ—অধিবাসী;
নামভিঃ—নামের দ্বারা, এব—কেনে, পুনস্তীনাম্—পুনর্বার করে, আঙ্ঘ্রনা—মনের
দ্বারা, চ—ও, উপস্পৃশন্তি—স্পর্শ করে, চন্দ্রবসা—চন্দ্রবসা, তাম্রপর্বা—তাম্রপর্বা;
অবটোদা—অবটোদা, কৃতমালা—কৃতমালা, বৈহায়সী—বৈহায়সী, কাবেরী—
কাবেরী, বৈণী—বৈণী, পয়স্বিনী—পয়স্বিনী, শর্করাবর্তা—শর্করাবর্তা, তুঙ্গভদ্রা—
তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণাবেণ্যা—কৃষ্ণাবেণ্যা, ভীমরথী—ভীমরথী, গোদাবরী—গোদাবরী;
নির্বিদ্ধা—নির্বিদ্ধা, পরোক্ষী—পরোক্ষী, তাপী—তাপী, রেবা—রেবা, সুরসা—
সুরসা, নর্মদা—নর্মদা, চর্মধতী—চর্মধতী, সিদ্ধুঃ—সিদ্ধু, অক্ষঃ—অক্ষ, শোণঃ—
শোণ, চ—এবং, নদৌ—দুটি নদী, মহানদী—মহানদী, বেদম্মুতিঃ—বেদম্মুতি;
ঋষিকুল্যা—ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা—ত্রিসামা, কৌশিকী—কৌশিকী, মন্দাকিনী—
মন্দাকিনী, যমুনা—যমুনা, সরস্বতী—সরস্বতী, দৃষদ্বতী—দৃষদ্বতী, গোমতী—
গোমতী, সরযু—সরযু, রোধস্বতী—রোধস্বতী, সপ্তবতী—সপ্তবতী, সুযোমা—
সুযোমা, শতদ্রাঃ—শতদ্রা, চন্দ্রভাগা—চন্দ্রভাগা, মরুদ্বধা—মরুদ্বধা, বিতস্তা—
বিতস্তা, অসিক্রী—অসিক্রী, বিশ্বা—বিশ্বা, ইতি—এইভাবে, মহা-নদ্যাঃ—মহানদী।

অনুবাদ

তাদের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র ও শোণ—এই দুটি নদ, এবং চন্দ্রবসা, তাম্রপর্বা, অবটোদা,
কৃতমালা, বৈহায়সী, কাবেরী, বৈণী, পয়স্বিনী, শর্করাবর্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণাবেণ্যা,

ভীমরথী, গোদাবরী, নির্বিহা, পয়োক্ষী, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্মদা, চর্মধতী, মহানদী, বেদমুতি, ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, দৃষদ্বতী, গোমতী, সরযু, রোধস্বতী, সপ্তবতী, সুযোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বধা, বিতস্তা, অসিক্রী, বিম্বা—এই সমস্ত মহানদীই প্রধান। ভারতবাসীরা এই সমস্ত নদী স্মরণ করার ফলে পবিত্র। কখনও কখনও তাঁরা এই সমস্ত নদীর নাম মন্ত্ররূপে উচ্চারণ করেন, এবং কখনও কখনও তাঁরা সেই নদীর জল স্পর্শ করে তাতে স্নান করেন। এইভাবে ভারতবাসীরা পবিত্র হন।

তাৎপর্য

এই সমস্ত নদ-নদী দিব্য। তাই তাদের স্মরণ করার ফলে, স্পর্শ করার ফলে অথবা তাতে স্নান করলে মানুষ পবিত্র হতে পারে। এই প্রথা আজও প্রচলিত রয়েছে।

শ্লোক ১৯

অস্মিন্নেব বর্ষে পুরুষৈর্লঙ্কজ্জন্মভিঃ গুরুলোহিতকৃষ্ণবর্ণেন স্বরঞ্জন কর্মণা
দিব্যমানুষনারকগত্যো বহু আত্মন আনুপূর্ব্যেণ সর্বা হ্যেব সর্বেষাং
বিধীয়ন্তে যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চাপি ভবতি ॥ ১৯ ॥

অস্মিন্ এব বর্ষে—এই ভারতবর্ষে; পুরুষৈঃ—মানুষেরা; লঙ্ক-জন্মভিঃ—যারা জন্মগ্রহণ করেছে; গুরু—সবওণের; লোহিত—রক্তোণের; কৃষ্ণ—তমোণের; বর্ণেন—বিভাগ অনুসারে; স্ব—স্বয়ং; স্বরঞ্জন—গুরু করেছে; কর্মণা—কর্মের দ্বারা; দিব্য—দিব্য; মানুষ—মানুষ; নারক—নারকীয়; গত্যঃ—গতি; বহুঃ—বহু; আত্মনঃ—নিজের; আনুপূর্ব্যেণ—পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে; সর্বাঃ—সমস্ত; হি—নিশ্চিতভাবে; এব—প্রকৃতপক্ষে; সর্বেষাম্—তাদের সকলের; বিধীয়ন্তে—প্রাপ্ত হয়; যথা-বর্ণ-বিধানম্—বিভিন্ন বর্ণ অনুসারে; অপবর্গঃ—মুক্তির পথ; চ—এবং; অপি—ও; ভবতি—সত্ত্ব হয়।

অনুবাদ

এই বর্ষে যারা জন্মগ্রহণ করে তারা সত্ত্ব, রজ এবং তমোণে তাদের কর্ম অনুসারে দৈবী, মানুষী ও নারকী প্রভৃতি নানা প্রকার গতি লাভ করে। কারণ ভারতবর্ষে

মানুষ ঠিক তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জন্মগ্রহণ করে। কেউ যদি সদগুরু দ্বারা তার স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হয়ে, যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করার মাধ্যমে বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবার যুক্ত হয়, তা হলে তার জীবন সার্থক হয়।

তাৎপর্য

এই সম্বন্ধে আরও অধিক তত্ত্বের জন্য ভগবদ্গীতা (১৪/১৮ এবং ১৮/৪২-৪৫) মন্ত্রব্য। শ্রীল রামানুজাচার্য বেদান্ত-সংগ্রহে লিখেছেন—

এবংবিধ পরাভক্তিভরুগজ্ঞানবিশেষস্যাংপদকঃ পূর্বোক্তাহরহরুপটীয়মানজ্ঞান-
পূর্বকর্মনিগূহীভক্তিযোগেণ এব; যথোক্তং ভগবতা পরাশরেন—বর্ণাশ্রমেনিতি।
নিখিলজগদুদ্বারগায়াবনিতলেহবতীর্ণং পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তমঃ স্বয়মেতদুজ্জবান্—
"স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিদতি তচ্ছৃণু"; "যতঃ প্রবৃতির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং
ততম্ / স্বকর্মণা তমভার্গা সিদ্ধিং বিদতি মানবঃ"

মহর্ষি পরাশর মুনি বিষ্ণু পুরাণ (৩৮৯) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পূমন্ ।

বিষ্ণুরাধ্যাতে পদ্ম নান্যন্তোযকরণম্ ॥

"যথাযথভাবে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালনের দ্বারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা হয়। তা ছাড়া তাঁর প্রসন্নতার আর কোন উপায় নেই।" ভারতবর্ষে এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনায়াসে পালন করা যায়। বর্তমানে ভারতবর্ষের কিছু আসুরিক প্রকৃতির মানুষ বর্ণাশ্রম-ধর্মকে উপেক্ষা করেছে। যেহেতু মানুষকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হওয়ার অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী হওয়ার শিক্ষার কোন উপযুক্ত সংস্থা নেই, তাই এই সমস্ত অসুখেরা বর্ণহীন সমাজ তৈরি করতে চাইছে। তার ফলে সর্বত্র এক প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের নামে অযোগ্য ব্যক্তির উচ্চ রাজপদ গ্রহণ করাছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে আচরণ করার শিক্ষা কাউকেই দেওয়া হচ্ছে না, এবং তার ফলে মানুষ অধঃপতিত হয়ে পড়তে পড়তে চলেছে। জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জনসাধারণকে মুক্তি লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং তার ফলে তাদের মনোবাজনা দার্য হচ্ছে। কিন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হচ্ছে এবং এইভাবে মানব-সমাজকে নরকে অধঃপতিত হওয়া থেকে উদ্ধার করছে।

শ্লোক ২০

যোহসৌ ভগবতি সর্বভূতাত্মনানাঙ্ঘ্যোহনিরুক্তেহ নিলয়নে পরমাত্মনি
বাসুদেবেহ ননানিমিত্তভক্তিয়োগলক্ষণে নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রস্থিরন্ধন-
দ্বারেণ যদা হি মহাপুরুষপুরুষপ্রসঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

যঃ—যে; অসৌ—সেই; ভগবতি—ভগবানকে; সর্ব-ভূত-আত্মনি—সমস্ত জীবের
পরমাত্মা; অনাঙ্ঘ্যে—আসক্তি রহিত; অনিরুক্তে—মন এবং বাণীর অগোচর;
অনিলয়নে—অন্য কোন কিছু উপর নির্ভরশীল নয়; পরমাত্মনি—পরমাত্মা;
বাসুদেবে—ভগবান বাসুদেবকে; অনন্য—অন্য কেউ নয়; নিমিত্ত—কারণ; ভক্তি-
যোগ-লক্ষণঃ—শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ সমন্বিত; নানা-গতি—বিবিধ গন্তব্য; নিমিত্ত—
কারণ; অবিদ্যা-গ্রস্থি—অজ্ঞানের বন্ধন; রন্ধন—ছেন করার; দ্বারেণ—উপায়ের দ্বারা;
যদা—যখন; হি—বস্তুতপক্ষে; মহা-পুরুষ—পরমেশ্বর ভগবান; পুরুষ—ভক্ত সহ;
প্রসঙ্গঃ—ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

অনুবাদ

বহু বহু জন্মের পর পুণ্যকর্মের ফল যখন পরিপক্ব হয়, তখন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ
করার সৌভাগ্য লাভ হয়। নানা প্রকার সকাম কর্মের ফলে অবিদ্যার যে বন্ধন,
তখন সে তা ছেদন করতে সক্ষম হয়। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে সর্বভূতের
আত্মা, আসক্তি রহিত, মন ও বাক্যের অগোচর এবং সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ভগবান
বাসুদেবে ভক্তি লাভ হয়। বাসুদেবের প্রতি এই প্রেমময়ী সেবা বা ভক্তিয়োগই
হচ্ছে মুক্তির প্রকৃত পথ।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম উপলব্ধি মুক্তির প্রাথমিক স্তর, এবং পরমাত্মা উপলব্ধি তার থেকেও উন্নত
স্তর, কিন্তু প্রকৃত মুক্তি তখন লাভ হয়, যখন ভগবানের নিত্য-দাসরূপে নিজের
স্বরূপ উপলব্ধি হয় (মুক্তিহি ত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ)। এই জড় জগতে
দোহাদ্যবুদ্ধির ফলে সকলেই ভ্রান্তভাবে কর্ম করছে। কেউ যখন ব্রহ্মভূত বা
আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর স্বরূপে
তিনি তাঁর দেহ নন এবং দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কর্ম করা সম্পূর্ণরূপে
অর্থহীন। তখন তাঁর ভগবৎ-সেবা শুরু হয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায়
(১৮/৫৪) বলেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাংক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

“যিনি এইভাবে চিন্ময়ভাবে লাভ করেছেন, তিনি পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন।
তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন
না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ
ভক্তি লাভ করেন।” ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি। কেউ যখন ভগবানের
সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন, তখন তাঁর মন সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মগ্ন থাকে,
এবং তখন তাঁর স্বরূপ উপলব্ধির জন্য যা তাঁকে সাহায্য করে না, সেই সমস্ত
বিষয়ে তাঁর আর কোন আগ্রহ থাকে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জড়-জাগতিক
কার্যকলাপের প্রতি তাঁর আর তখন কোন আকর্ষণ থাকে না। তৈত্তিরীয় উপনিষদে
(২/৭) বলা হয়েছে—এষ হোবানন্দয়তি। যদা হোবৈষ এতন্নিম দৃশ্যেহনাঙ্ঘ্যো
অনিরুক্তেহনিলয়নেভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেহথ সোহভয়ং গতো ভবতি। জীব
যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, তার প্রকৃত আনন্দ নির্ভর করছে তার আধ্যাত্মিক
উপলব্ধির উপর, তখন সে আনন্দময় জীবনে অধিষ্ঠিত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের
সেবায় সর্বদা মুক্ত থাকাই আনন্দ লাভের প্রকৃত পথ।

শ্লোক ২১

এতদেব হি দেবা গায়ন্তি—

অহো অমীষাং কিমকারি শোভনং

প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ ।

যৈর্জন্ম লঙ্ঘ্য নৃষু ভারতাজিরে

মুকুন্দসেবোপয়িকং স্পৃহা হি নঃ ॥ ২১ ॥

এতৎ—এই; এব—প্রকৃতপক্ষে; হি—নিশ্চিতভাবে; দেবাঃ—সমস্ত দেবতারা;
গায়ন্তি—কীর্তন করেন; অহো—আহা; অমীষাম্—এই ভারতবাসীদের; কিম্—কি;
অকারি—করেছেন; শোভনম্—পবিত্র, সুখর কার্য; প্রসন্নঃ—প্রসন্ন; এষাম্—তাদের
উপর; স্বিং—অথবা; উত—বলা হয়; স্বয়ম্—স্বয়ং; হরিঃ—ভগবান; যৈঃ—যার
দ্বারা; জন্ম—জন্ম; লঙ্ঘ্যম্—লাভ হয়েছে; নৃষু—মানব-সমাজে; ভারত-অজিরে—
ভারতবর্ষের প্রাদেশে; মুকুন্দ—মুক্তিদাতা শ্রীভগবান; সেবা-উপয়িকম্—সেবা করার
উপায়; স্পৃহা—বাসনা; হি—বস্তুতপক্ষে; নঃ—আমাদের।

অনুবাদ

যেহেতু মনুষ্যজন্ম আশ্র-উপলব্ধি সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, তাই স্বর্গের দেবতার বলেন—
আহা, এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন যে মানুষেরা, তাঁরা নিশ্চয়ই মহা
পুণ্যজনক তপস্যা করেছেন, অথবা ভগবান নিশ্চয়ই তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন
হয়েছেন। তা না হলে, কিভাবে তাঁরা এমনভাবে ভগবদ্ভক্তিতে মূক্ত হয়েছেন?
আমরা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের সৌভাগ্য লাভের জন্য ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ
করতে চাই, আর এই মানুষেরা ইতিমধ্যেই সেই সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

তাৎপর্য

এই সত্য চৈতন্য-চরিতামৃতে (আদি ৯/৪১) বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যায়।

জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

“যাঁরা ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে অন্য সকলের
উপকার করার মাধ্যমে তাঁদের জন্ম সার্থক করা।”

ভারতবর্ষে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের জন্য বহু সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। ভারতবর্ষে
সমস্ত আচার্যেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন জ্ঞান দান করেছেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে ভারতবাসীদের শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে পারমার্থিক জীবনে
উন্নতি সাধন করতে হয় এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে হয়।
সর্বতোভাবে ভারতবর্ষ এক বিশেষ স্থান, যেখানে অনায়াসেই ভগবদ্ভক্তির পন্থা
হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং তা অবলম্বন করার মাধ্যমে জন্ম সার্থক করা যায়। কেউ
যদি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করে তাঁর জন্ম সার্থক করেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য
স্থানে ভগবদ্ভক্তির বাণী প্রচার করেন, তাহলে সারা পৃথিবীর মানুষের মঙ্গল হবে।

শ্লোক ২২

কিং দুষ্করৈঃ ক্লৃতিস্তপোব্রতৈঃ-

দানাদিভির্বা দুজয়েন ফল্গুনা।

ন যত্র নারায়ণপাদপঙ্কজ-

শ্রুতিঃ প্রমুস্তাতিশয়েন্দ্ৰিয়াৎসবাৎ ॥ ২২ ॥

কিম্—কি লাভ; দুষ্করৈঃ—অত্যন্ত কঠিন; নঃ—আমাদের; ক্লৃতিঃ—যজ্ঞ
অনুষ্ঠানের দ্বারা; তপঃ—তপস্যার দ্বারা; ব্রতৈঃ—ব্রত; দান-আদিভিঃ—দান ইত্যাদির

দ্বারা; বা—অথবা; দুজয়েন—স্বর্গ লাভ করার ফলে; ফল্গুনা—তৃষ্ণা; ন—না; যত্র—
যেখানে; নারায়ণ-পাদ-পঙ্কজ—ভগবান শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ; শ্রুতিঃ—স্মরণ;
প্রমুস্ত—লুপ্ত; অতিশয়—অত্যন্ত; ইন্দ্ৰিয়-উৎসবাৎ—ইন্দ্ৰিয়সুখ ভোগের ফলে।

অনুবাদ

দেবতারা বলেন—দুষ্কর যজ্ঞ, কঠোর তপস্যা, ব্রত ও দানাদির ফলে আমরা
স্বর্গ লাভ করেছি, কিন্তু তাতে কি ফল লাভ হল? এখানে আমরা ইন্দ্ৰিয়সুখ
ভোগে প্রবলভাবে লিপ্ত হওয়ার ফলে, ভগবান শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ কদাচিৎ
স্মরণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, অত্যধিক ইন্দ্ৰিয়সুখ ভোগের ফলে, আমরা
তাঁর শ্রীপাদপদের কথা প্রায় ভুলেই গেছি।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষের এমনই মহিমা যে, এখানে জন্মগ্রহণ করার ফলে কেবল স্বর্গলোকই
লাভ করা যায় না, অধিকন্তু সরাসরিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। সেই
সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (৯/২৫) বলেছেন—

যান্তি দেবত্যা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ।

ভূতানি যান্তি ভূতৈজ্য যান্তি মন্দ্যাজিনোহপি মাম্ ॥

“দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; যারা ভূত-প্রেত আদির উপাসক,
তারা ভূতলোকই লাভ করে; যারা পিতৃপুরুষের উপাসক, তারা অনিত্য পিতৃলোক
লাভ করে; এবং যারা আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।”
ভারতবর্ষের মানুষেরা সাধারণত বৈদিক নিয়ম পালন করেন, যার ফলে তাঁরা মহান
যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারেন। কিন্তু, তার ফলে কি লাভ
হয়? ভগবদ্গীতায় (৯/২১) বলা হয়েছে স্বীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশিভিঃ—
যজ্ঞ, দান ইত্যাদি পুণ্যকর্মের ফল যখন ক্ষয় হয়ে যায়, তখন সংসার-মুখ ভোগ
করার জন্য আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু যিনি কৃষ্ণভক্ত হন, তিনি
শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যান (যান্তি মন্দ্যাজিনোহপি মাম্)। তাই দেবতার
স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া সম্বন্ধে অসুতাপ করেন। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করার পূর্ণ
সুযোগ লাভ না করার ফলে তাঁরা এইভাবে শোক করেন। ভগবদ্ভক্তি লাভের
পরিবর্তে তাঁরা উচ্চতর ইন্দ্ৰিয়সুখ ভোগের মোহে বিমোহিত হয়েছেন, এবং তাই
তাঁরা মৃত্যুর সময় ভগবানের শ্রীপাদপদ স্মরণ করতে পারেন না। অর্থাৎ, যারা
ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য স্বয়ং ভগবানের দেওয়া নির্দেশ

অনুসরণ করা। যদ্‌ গত্বা ন নিবর্তন্তে তজ্জাম পরমং মম । মানুষের কর্তব্য ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে অথবা বৈকুণ্ঠলোকের সর্বোচ্চ স্তর গোলোক বৃন্দাবনে ভগবানের সঙ্গে নিত্য আনন্দময় জীবন লাভ করা।

শ্লোক ২৩

কল্মাযুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ

ক্ষণাযুষাং ভারতভূজায়ো বরম্ ।

ক্ষণেন মর্তেন কৃতং মনস্বিনঃ

সংন্যসা সংযাত্যভয়ং পদং হরেঃ ॥ ২৩ ॥

কল্মাযুষাম্—যাঁরা বহু কল্ম ধরে জীবিত থাকেন, যেমন ব্রহ্মা; স্থান-জয়াৎ—স্থান বা লোক প্রাপ্তির থেকেও; পুনঃ-ভবাৎ—জন্ম, মৃত্যু এবং জরা সমন্বিত; ক্ষণ-আযুষাম্—অল্প আয়ু সমন্বিত, বড় জোর একশ বছর; ভারত-ভূজয়াঃ—ভারতবর্ষে জন্ম; বরম্—শ্রেষ্ঠ; ক্ষণেন—ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য; মর্তেন—দেহের দ্বারা; কৃতম্—সম্পাদিত কর্ম; মনস্বিনঃ—জীবনের মূল্য যাঁরা প্রকৃতপক্ষে বুঝতে পেরেছেন; সংন্যসা—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়ে; সংযাত্যি—তারা লাভ করে; অভয়ম্—যেখানে কোন ভয় নেই; পদম্—ধাম; হরেঃ—ভগবানের।

অনুবাদ

ব্রহ্মলোকে কোটি কোটি বৎসর দীর্ঘ আয়ু লাভ করার থেকে ভারতবর্ষে অল্প আয়ু লাভ করাও শ্রেয়স্কর, কারণ ব্রহ্মলোকে উন্নীত হলেও জন্ম-মৃত্যু সমন্বিত সংসার-চক্রে ফিরে আসতে হয়। অথচ নিম্নতর লোক ভারতবর্ষের আয়ু অল্প হলেও এখানে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হয়ে, পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সিদ্ধি সাধন করা যায়। এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর অতীত বৈকুণ্ঠলোকে অভয়পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাৎপর্য

এটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তির সমর্থন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।

জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

যিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া উপদেশ অধারন করার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। তার ফলে তিনি স্থির করতে

পারেন মনুষ্য-জীবনে তাঁর কি কর্তব্য। অন্য সমস্ত প্রবণতা ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং তাঁর পূর্বকৃত সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে তাঁকে মুক্ত করবেন (অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা ওচঃ)। তাই কৃষ্ণভাবনামৃতের পথ অবলম্বন করা উচিত। সেই সহক্ষে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন, মনুষ্য ভব মত্ততো মদ্যাজী মাং নমস্কর—“সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার মদ্যাজী মাং নমস্কর—“সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার আরাধনা কর এবং আমাকে নমস্কার কর।” এটি অত্যন্ত সরল পথ, এমনকি একটি শিশুও এই পথ অবলম্বন করতে পারে। অতএব এই পথটি গ্রহণ করব না কেন? মানুষের কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ যথাযথভাবে পালন করে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করা (তাক্সা দেহং পুনর্ভবা নৈতি মামেতি সোহর্জুন)। সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁর সেবার্য মুক্ত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষবাসীদের এই সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। যিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য, তাঁকে আর সং অথবা অসং কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না।

শ্লোক ২৪

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা

ন সাধবো ভাগবতান্তদাশ্রয়াঃ ।

ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ

সুরেশলোকোহপি ন বৈ স সেব্যাত্মা ॥ ২৪ ॥

ন—না; যত্র—যেখানে; বৈকুণ্ঠ-কথা-সুধা-আপগাঃ—সমস্ত কুণ্ডা নিরশনকারী ভগবানের কথারূপ অমৃতের নদী; ন—না; সাধবঃ—ভক্তগণ; ভাগবতাঃ—সর্বদা ভগবানের সেবার্য যুক্ত; তৎ-আশ্রয়াঃ—যাঁরা ভগবানের আশ্রিত; ন—না; যত্র—যেখানে; যজ্ঞেশ-মখাঃ—যজ্ঞেশ্বর ভগবানে ভক্তি; মহা-উৎসবাঃ—প্রকৃত মহোৎসব; সুরেশ-লোকাঃ—দেবতাদের বাসস্থান; অপি—যদিও; ন—না; বৈ—নিশ্চিতভাবে; সঃ—তা; সেব্যাত্মা—আশ্রয় করা।

অনুবাদ

যে স্থানে ভগবানের কথারূপ অমৃতের গঙ্গা প্রবাহিত হয় না, যে স্থানে সেইরূপ পবিত্র নদীর তটে আশ্রিত ভক্ত-ভাগবতদের অধিষ্ঠান নেই, যে স্থানে ভগবানের সম্ভূতি বিধানের জন্য নৃত্য-গীত ইত্যাদি মহোৎসব সহকারে সংকীর্তন যজ্ঞ হয়

না, (যেহেতু এই যুগে সংকীৰ্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে) সেই স্থান ব্রহ্মলোক হলেও প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও সেই স্থান আশ্রয় করবেন না।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভারতবর্ষে, বিশেষভাবে বঙ্গভূমিতে নদীয়া বা নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বর্ণনা অনুসারে আমরা স্থির করতে পারি যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিবী হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, এবং এই পৃথিবীতে ভারতবর্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ; ভারতবর্ষে বঙ্গভূমি শ্রেষ্ঠ, এবং বঙ্গভূমিতে নদীয়া জেলা শ্রেষ্ঠ এবং নদীয়ার মধ্যে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনরূপ সংকীৰ্তন যজ্ঞ শুরু করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিবাকৃষ্ণং সাদ্রোপাদ্রাপ্তপার্ষদম্ ।

যজ্ঞঃ সঙ্কীৰ্তনপ্রায়ৈর্যজ্ঞতি হি সুমেধসঃ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদা শ্রীনিবাসনন্দ, শ্রীগদাধর, শ্রীঅঘৈত, শ্রীবাস আদি অন্তরঙ্গ পার্শদ-সহ বিরাজ করেন। তাঁরা সর্বদা ভগবানের নামকীর্তন এবং শ্রীকৃষ্ণের কথা প্রচার করেন। তাই এই স্থান ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেছে, যাতে মানুষ সেখানে গিয়ে অবিরাম মহোৎসব সহকারে সংকীৰ্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মহান সুযোগ লাভ করতে পারে, যে কথা এখানে সমর্থিত হয়েছে (যজ্ঞেশমখা মহোৎসবঃ) এবং তারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের অভিলାষী লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মনুষ্যকে ভগবৎ-প্রসাদ বিতরণ করতে পারে। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আশোপালনের উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে সেই সমস্ত বর্ণনা করা হয়েছে—

যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার ।

যথা নাহি বৈষ্ণবজনের অবতার ॥

যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাহি ।

ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই ॥

গর্ভবাস-দুঃখ প্রভু, এহো মোর ভাল ।

যদি তোর স্মৃতি মোর রয়ে সর্বকাল ॥

তোর পাদপঙ্খের স্মরণ নাহি যথা ।

হেন কৃপা কর, প্রভু। না ফেলিবা তথা ॥

(শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মধ্য ১/২২০-২২১, ২২০-২২৪)

তেননই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

সংকীৰ্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।

সংকীৰ্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজ্যে, সেই ধন্য ॥

সেই ত' সুমেধা, আর কুবুজি সংসার ।

সর্ব-যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥

কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ নাম সম ।

যেই কহে, সে পাষাণী, দণ্ডে তারে যম ॥

(চৈতন্য-চরিতামৃত আদি ৩/৭৭-৭৯)

অনেক মায়াবাদী রয়েছে যারা মনে করে যে, সংকীৰ্তন যজ্ঞ অশ্বমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি পুণ্যকর্মের মতো। কিন্তু এটি একটি নাম অপরাধ। শ্রীভগবানের নাম কীর্তন করা এবং অন্যান্য নাম উচ্চারণ করা সমান নয়। মূর্খ মায়াবাদীদের সেই কথা জানা উচিত।

শ্লোক ২৫

প্রাপ্তা নৃজাতিং দ্বিহ যে চ জন্তুবে

জ্ঞানক্রিয়াদ্রব্যকলাপসম্ভূতাম্ ।

ন বৈ যত্নেরপুনর্ভবায় তে

ভূয়ো বনৌকা ইব যান্তি বন্ধনম্ ॥ ২৫ ॥

প্রাপ্তাঃ—যারা লাভ করেছে; নৃজাতিম্—মনুষ্যজাতি, তু—নিশ্চিতভাবে; ইহ—এই ভারতবর্ষে; যে—যারা; চ—ও; জন্তুবাঃ—জীব; জ্ঞান—জ্ঞানের দ্বারা; ক্রিয়া—ক্রিয়ার দ্বারা; দ্রব্য—দ্রব্য; কলাপ—সমূহের দ্বারা; সম্ভূতাম্—পূর্ণ; ন—না; বৈ—নিশ্চিতভাবে; যত্নেরন্—প্রয়াস; অপুনঃ-ভবায়—অমরত্ব লাভের জন্য; তে—তারা; ভূয়ঃ—পুনরায়; বনৌকাঃ—পক্ষী; ইব—সদৃশ; যান্তি—যায়; বন্ধনম্—বন্ধন।

অনুবাদ

ভারতবর্ষ ভগবত্ত্বক্তি সম্পাদনের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ প্রদান করে, যার ফলে মানুষ জ্ঞান এবং কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। যদি কেউ সংকীৰ্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য ভারতবর্ষে নির্মল ইন্দ্রিয় সমন্বিত মনুষ্যদেহ লাভ করা সত্ত্বেও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, তা হলে তার অবস্থা ঠিক বনচর পত-পক্ষীর মতো, অসাবধানতা বশত যারা পুনরায় ব্যাধ কর্তৃক বন্দি হয়।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষে অনায়াসে ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তন রূপ সংকীর্ণত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায় অথবা ভগবন্ততির অন্যান্য অঙ্গ, যথা স্মরণং কন্দম্ অর্চনং দাসিং সখ্যম্ এবং আয়নিবেদনম্ সম্পাদন করা যায়। ভারতবর্ষে বহু তীর্থ স্থানে ভ্রমণ করার, বিশেষ করে ত্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান নবদ্বীপ ও কৃষ্ণদাস যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়, যেখানে অন্যাভিলাষিতাশূন্য বহু শুদ্ধ ভক্ত রয়েছে, এবং তার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। অন্যান্য পথ, যেমন কর্মের পথ এবং জ্ঞানের পথ খুব একটা লাভজনক নয়। পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যায়, এবং মনোদ্বন্দ্বী জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মে লীন হওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি প্রকৃত লাভ নয়, কারণ পুনরায় ব্রহ্মলোক্যতির মুক্ত অবস্থা থেকে নীচে নেমে আসতে হয় এবং স্বর্গলোকে থেকে তো অবশ্যই অধঃপতিত হতে হয়। তাই ভগবাক্সে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করাই মানুষের কর্তব্য (যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্)। তা না হলে মনুষ্য-জীবন এবং অরণ্যে পশু-পাখির জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পশু-পাখিদেরও স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু নিমন্তরের জীবন লাভ করার ফলে তারা সেই সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার করতে পারে না। ভারতবর্ষে যারা মনুষ্য-জন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে, যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছেন, সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে শুদ্ধ ভগবন্তকে পরিণত হয়ে ভগবাক্সে ফিরে যাওয়া। এটিই কৃষ্ণভক্তিমূলক আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের জড় সুখভোগের বহু সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের এই রকম সুযোগ তাদের নেই। তাই ত্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য সর্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশরূপে নিজের স্বরূপ উপলব্ধিপূর্বক কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে সেই জ্ঞান সারা পৃথিবী জুড়ে বিতরণ করা।

শ্লোক ২৬

যৈঃ শ্রদ্ধয়া বহিষি ভাগশো হবি-

নিরুপমিস্তং বিধিমন্ত্রবস্ততঃ ।

একঃ পৃথঙ্মনাভিরাহতো মুদা

গৃহ্মতি পূর্ণঃ স্বয়মাশিষাং প্রভুঃ ॥ ২৬ ॥

যৈঃ—যাদের দ্বারা (ভারতবর্ষ-বাসীদের দ্বারা); শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস সহকারে; বহিষি—বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে; ভাগশঃ—ভাগের দ্বারা; হবিঃ—আহুতি; নিরুপম—নিবেদিত; ইষ্টম্—ইষ্টদেবকে; বিধি—বিধিপূর্বক; মন্ত্র—মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা; বস্ততঃ—উপযুক্ত সামগ্রীসহ; একঃ—এক পরম পুরুষ ভগবান; পৃথক্—ভিন্ন; নামভিঃ—নামের দ্বারা; আহতঃ—আহত; মুদা—হর্ষ সহকারে; গৃহ্মতি—তিনি গ্রহণ করেন; পূর্ণঃ—পরিপূর্ণ স্বরূপ ভগবান; স্বয়ম্—স্বয়ং; আশিষাম্—সমস্ত আশীর্বাদের; প্রভুঃ—প্রদানকারী।

অনুবাদ

ভারতবর্ষে বহু দেবতা-উপাসক রয়েছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি সমস্ত দেবতার পৃথকভাবে উপাসিত হলেও তাঁরা ভগবানের দ্বারা নিযুক্ত দায়িত্বশীল সমস্ত কর্মচারী। সেই সমস্ত উপাসকেরা দেবভাগ্যকে ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে জেনে তাঁদের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করেন। তাই ভগবান সেই সমস্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন এবং উপাসকদের বাসনা পূর্ণ করে ধীরে ধীরে ভগবন্ততির দ্বারে উন্নীত করেন। ভগবান যেহেতু পূর্ণ, তাঁর চিন্ময় শরীরের অংশমাত্রের পূজা করলেও, তাঁদের অতীষ্ট বর প্রদান করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/১৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মহাত্মনস্ত মাং পার্থ দেবীং প্রকৃতিমাত্রিতাঃ ।

ভক্তস্তন্যায়নসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমবয়ম্ ॥

“হে পার্থ, মোহমুক্ত মহাত্মারা আমার দৈবী প্রকৃতির অধিষ্ঠিত। তাঁরা আমাকে অকিনাশী এবং আদি পুরুষ ভগবান জেনে সর্বতোভাবে আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন।” মহাত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তেরা কেবল ভগবানেরই আরাধনা করেন। কিন্তু অনেরা, যাদের কখনও কখনও মহাত্মা বলা হয়, তারা একত্বের পৃথকত্বের রূপে ভগবানের উপাসনা করে। অর্থাৎ, তারা দেব-দেবীদের শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশে জেনে নানা প্রকার বর লাভের জন্য তাদের উপাসনা করে। এইভাবে দেব-দেবীর উপাসকেরা যদিও তাদের অতীষ্ট ফল লাভ করে, তবুও ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাদের হৃতজ্ঞান বলে বর্ণনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পরোক্ষভাবে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে উপাসিত হতে চান না; তিনি প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ভক্তের ভক্তি লাভের অভিলাষী। তাই যে ভক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দেশ অনুসারে নিষ্ঠা সহকারে তাঁর

প্রতি ভক্তিপরায়ণ, তাঁকে তিনি শীঘ্রই চিত্তয় পদ প্রদান করেন (তীত্রেণ ভক্তিযোগেন যজ্ঞেত পুরুষং পরম্)। কিন্তু যে ভক্ত ভগবানের অশ্রুপী দেবতাদের উপাসনা করেন, তাঁরা তাঁদের অতীষ্ট বর লাভ করেন, কারণ ভগবান ইচ্ছেন সমস্ত আশীর্বাদের আদি প্রভু। কেউ যদি কোন বিশেষ বর লাভ করতে চান, তা হলে ভগবানের পক্ষে তা প্রদান করা মোটেই কঠিন নয়।

শ্লোক ২৭

সতাং দিশত্যাৰ্থিতমৰ্থিতো নৃণাং
নৈবার্ধদো যৎ পুনৰৰ্থিতো যতঃ ।

স্বয়ং বিধন্তে ভজতামনিচ্ছতা-

মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ২৭ ॥

সত্যম্—নিশ্চিতভাবে; দিশতি—তিনি প্রদান করেন; অৰ্থিতম্—অতীষ্ট বস্তু; অৰ্থিতঃ—প্রার্থিত; নৃণাম্—মানুষদের যারা; ন—না; এব—বস্তুতপক্ষে; অৰ্ধঃ—বর প্রদাতা; যৎ—যা; পুনঃ—পুনরায়; অৰ্থিতা—বর লাভের বাসনা; যতঃ—যার থেকে; স্বয়ম্—স্বয়ং; বিধন্তে—তিনি প্রদান করেন; ভজতাম্—যারা তাঁর সেবায় যুক্ত তাদের; অনিচ্ছতাম্—ইচ্ছা না করলেও; ইচ্ছাপিধানম্—যা সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তুকে আচ্ছাদিত করে; নিজপাদ-পল্লবম্—তাঁর স্বীয় পাদপল্লব।

অনুবাদ

যে ভক্ত জড় বাসনা নিয়ে ভগবানের কাছে যান, ভগবান তাঁর সেই সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু যে বাসনা থেকে পুনঃ পুনঃ বাসনার উদয় হয়, সেই বাসনা তিনি পূর্ণ করেন না। কিন্তু ভক্ত তাঁর শ্রীপাদপল্লবের অভিলাষ না করলেও ভগবান স্বয়ং তাঁর ভক্তকে শ্রীপাদপল্লবের আশ্রয় প্রদান করেন এবং সেই আশ্রয় তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে। এটিই ভগবানের বিশেষ কৃপা।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে যে-ভক্তদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা জড় বাসনা নিয়ে ভগবানের কাছে যান, কিন্তু এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ভগবান কিভাবে তাঁদের সেই সমস্ত বাসনা থেকে রক্ষা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৩/১০) উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারদীঃ ।

তীত্রেণ ভক্তিযোগেন যজ্ঞেত পুরুষং পরম্ ॥

“যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনামুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।” এইভাবে ভক্তের বাসনা কেবল পূর্ণই হবে না, বরং এমন একদিন আসবে যখন ভগবানের শ্রীপাদপল্লবের সেবা ছাড়া অন্য কোন বাসনা তাঁর থাকবে না। যিনি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তাঁকে বলা হয় সকাম ভক্ত, এবং যিনি অহৈতুকী প্রেমে ভগবানের সেবা করেন, তাঁকে বলা হয় অকাম ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ এতই কৃপাময় যে, তিনি সকাম ভক্তকে অকাম ভক্তে পরিণত করেন। শুদ্ধ ভক্ত বা অকাম ভক্ত কেবল ভগবানের শ্রীপাদপল্লবের সেবা করেই সন্তুষ্ট থাকেন। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (৬/২২) প্রতিপন্ন হয়েছে, যং লভ্য চাপরং লাভং মন্যতে নাকিঞ্চ ততঃ—কেউ যদি ভগবানের শ্রীপাদপল্লবের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তিনি আর অন্য কোন কিছু কামনা করেন না। এটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তর। ভগবান তাঁর সকাম ভক্তের প্রতিও এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁর কামনাগুলি এমনভাবে চরিতার্থ করেন যে, একদিন তিনি অকাম ভক্তে পরিণত হন। দৃষ্টান্তরূপ বলা যায় যে, ৪৯ মহারাজ তাঁর পিতার থেকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য লাভের কামনা নিয়ে ভগবানের ভক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু অবশেষে তিনি অকাম ভক্তে পরিণত হয়ে ভগবানকে বলেছিলেন, স্বামিন্ কৃতার্থেহিঙ্গি বরং ন যাচে—“হে প্রভু, আমি আপনার শ্রীপাদপল্লবের সেবা করেই সন্তুষ্ট। আমি আর অন্য কোন বর কামনা করি না।” কখনও কখনও দেখা যায় যে, একটি শিশু যখন কোন নোংরা জিনিস খায়, তখন তার মা সেই নোংরা জিনিসটি তার হাত থেকে নিয়ে তাকে একটা সন্দেশ দেন। সকাম ভক্তদের এই রকম শিশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁদের জড় কামনা-বাসনাগুলি দূর করে তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ বর প্রদান করেন। তাই, জড় কামনা-বাসনা থাকলেও ভগবান ছাড়া অন্য কারও আরাধনা করা উচিত নয়; সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত যাতে তাঁর সমস্ত বাসনা চরিতার্থ হয়, চরমে তিনি ভগবদ্ভাক্ত্যে ফিরে যেতে পারেন। সেই কথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্যলীলা ২২/৩৭-৩৯, ৪১) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

অন্যাকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন ।

না মাগিতেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ ॥

কৃষ্ণ কহে—‘আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ’।

অমৃত ছাড়ি’ বিষ মাগে,—এই বড় মূৰ্খ ॥

আমি—বিজ্ঞ, এই মূৰ্খ ‘বিষয়’ কেনে দিব?

স্ব-চরণামৃত দিয়া ‘বিষয়’ তুলাইব ॥

কাম লাগি’ কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে ।

কাম ছাড়ি’ দাস’ হৈতে হয় অভিলাষে ॥

অন্যকার্মী—কোন ভক্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা ছাড়া যদি অন্য কোন কিছু কামনা করেন; যদি করে কৃষ্ণের ভজন—কিন্তু তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হন; না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ—যদিও তিনি তা চান না, তবুও কৃষ্ণ তাঁকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রদান করেন। কৃষ্ণ কহে,—‘আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ—শ্রীকৃষ্ণ বলেন, “আমার সেবায় যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়।” অমৃত ছাড়ি’ বিষ মাগে,—“সেই ভক্তের অবস্থা ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যে অমৃতের পরিবর্তে বিষ প্রার্থনা করে।” এই বড় মূৰ্খ—“সেই ব্যক্তি অত্যন্ত মূৰ্খ।” আমি—বিজ্ঞ, এই মূৰ্খ ‘বিষয়’ কেনে দিব—“কিন্তু আমি তো অভিজ্ঞ, সেই মূৰ্খকে কেন আমি বিষয়রূপ বিষ প্রদান করব?” স্ব-চরণামৃত দিয়া ‘বিষয়’ তুলাইব—“আমি তাকে আমার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়রূপ অমৃত প্রদান করে তার বিষয় বাসনা তুলিয়ে দেব।” কাম লাগি’ কৃষ্ণে ভজে,—কেউ যদি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হন; পায় কৃষ্ণ-রসে—তার ফলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবার স্বাদ পান। কাম ছাড়ি’ দাস’ হৈতে হয় অভিলাষে—তখন তিনি তাঁর সমস্ত জড় বাসনা পরিত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস হওয়ার অভিলাষ করেন।

শ্লোক ২৮

যদ্যত্র নঃ স্বর্গসুখাবশেষিতং

স্থিতিস্য সূক্তস্য কৃতস্য শোভনম্ ।

তেনাজানাভে শ্রুতিমজ্জম্য নঃ স্যাৎ

বর্ষে হরির্যজ্ঞজাতাং শং তনোতি ॥ ২৮ ॥

যদি—যদি; অত্র—এই স্বর্গলোকে; নঃ—আমাদের; স্বর্গ-সুখ-অবশেষিতম্—স্বর্গসুখ ভোগ করার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে; সু-ইষ্টস্য—সম্যক যজ্ঞের; সু-উক্তস্য—নিষ্ঠা সহকারে বেদ অধ্যয়ন করার; কৃতস্য—সৎকর্ম অনুষ্ঠান করার; শোভনম্—

শ্লোক ২৮]

জম্বুদ্বীপের অতিরিক্ত বর্ণনা

৬২৯

পূণ্যফল; তেন—তার দ্বারা; অজানাভে—ভারতবর্ষে; শ্রুতি-মং জম্বু—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার উপযোগী জম্বু; নঃ—আমাদের; স্যাৎ—হোক; বর্ষে—সেই স্থানে; হরিঃ—ভগবান; যৎ—যেখানে; ভজতাম্—ভক্তদের; শং তনোতি—কল্যাণ বিস্তার করেন।

অনুবাদ

আমরা নিঃসন্দেহে যজ্ঞ, বেদ অধ্যয়ন এবং অন্যান্য সৎকর্মের অনুষ্ঠান-জনিত পুণ্যের ফলে এখন স্বর্গলোকে বাস করছি। কিন্তু, একদিন এখানে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। তাই আমরা প্রার্থনা করি যে, যদি আমাদের পুণ্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তার ফলে যেন আমরা ভারতবর্ষে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার উপযোগী মানবজন্ম লাভ করতে পারি। ভগবান কৃপাपूर्ক স্বয়ং সেই ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়ে, সেই বর্ষব্যাসীদের কল্যাণ বিস্তার করেন।

তাৎপর্য

নিঃসন্দেহে পুণ্যকর্মের ফলে জীব স্বর্গলোকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সেখান থেকে তাকে আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়, যে কথা ভগবদ্গীতার বলা হয়েছে (ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকে বিশ্রুতি)। এমনকি দেবতাদেরও পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে পৃথিবীতে এসে সাধারণ মানুষের মতো কার্য করতে হয়। কিন্তু তবুও দেবতার প্রার্থনা করেন যে, যদি তাঁদের কিছু পুণ্য অবশিষ্ট থেকে থাকে, তা হলে সেই পুণ্যের বলে তাঁরা যেন ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করতে পারেন। পঞ্চান্তরে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করতে হলে, দেবতাদের থেকেও অধিক পুণ্যের প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণভক্ত, এবং কেউ যদি বিশেষভাবে তাঁর কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করেন, তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁর সৌভাগ্য বর্ধিত হয় এবং তিনি কৃষ্ণভক্তিতে সিদ্ধি লাভ করে অনায়াসে ভগবদ্ভাক্ত্যে ফিরে যেতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রের অন্য বহু স্থানে দেখা গেছে যে, দেবতার পৰ্যন্ত এই ভারতবর্ষে আসতে চান। মূৰ্খ মানুষেরা তাদের পুণ্যের প্রভাবে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করতে পারে, কিন্তু স্বর্গের দেবতার পৰ্যন্ত ভারতবর্ষে অনায়াসে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের অনুকূল শরীর প্রাপ্ত হওয়ার কামনা করেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বার বার বলেছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।

জন্ম সার্থক করি’ কর পর-উপকার ॥

ভারতবর্ষে যিনি মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁর কৃষ্ণভক্তির বিকাশের এক বিশেষ সুযোগ রয়েছে। তাই যারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য শাস্ত্র ও গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্তি লাভ করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা গ্রহণ করা। কৃষ্ণভক্তির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে মানুষ অনায়াসে ভগবদ্ধমে ফিরে যেতে পারেন (যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্)। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই সারা পৃথিবী জুড়ে বহু মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সারা পৃথিবীর মানুষকে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গ করার সুযোগ দিচ্ছে, যাতে তারা কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করে চরমে ভগবদ্ধমে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ২৯-৩০

শ্রীশুক উবাচ

জম্বুদ্বীপস্য চ রাজমুপদ্বীপানষ্টৌ হৈক উপদিশন্তি সগরান্দ্রজৈরশ্বাশ্চেষণ
ইমাং মহীং পরিতো নিখনস্তিরুপকল্পিতান্ ॥ ২৯ ॥ তদযথা
স্বর্ণপ্রস্থঃ চক্রগুরু আবর্তনো রমণকো মন্দরহরিণঃ পাঞ্চজন্যঃ সিংহলো
লঙ্কেতি ॥ ৩০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; জম্বুদ্বীপস্য—জম্বুদ্বীপের; চ—
এবং; রাজন্—হে রাজন; উপদ্বীপান্ অষ্টৌ—অটটি উপদ্বীপ; হ—নিশ্চিতভাবে;
একে—কোন; উপদিশন্তি—পণ্ডিতেরা বলেন; সগর-আশ্র-জৈঃ—মহারাজ সগরের
পুত্রদের দ্বারা; অশ্ব-অশ্বেষণে—তাঁদের অপহৃত ঘোড়া খোজার সময়; ইমাম্—
এই; মহীম্—ভূভাগ; পরিতঃ—সর্বত্র; নিখনস্তিঃ—খনন করে; উপকল্পিতান্—সৃষ্টি
করেছিলেন; তৎ—তা; যথা—যেমন; স্বর্ণপ্রস্থঃ—স্বর্ণপ্রস্থ; চক্রগুরুঃ—চক্রগুরু;
আবর্তনঃ—আবর্তন; রমণকঃ—রমণক; মন্দরহরিণঃ—মন্দরহরিণ; পাঞ্চজন্যঃ—
পাঞ্চজন্য; সিংহলঃ—সিংহল; লঙ্কা—লঙ্কা; ইতি—এই প্রকার।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, কোন কোন পণ্ডিতের মতে জম্বুদ্বীপের
অটটি উপদ্বীপ রয়েছে। মহারাজ সগরের পুত্রেরা যখন তাঁদের হারিয়ে যাওয়া
অশ্বের অশ্বেষণে পৃথিবীর চতুর্দিক খনন করেন, তখন ঐ অটটি দ্বীপের সৃষ্টি
হয়। সেই দ্বীপগুলির নাম স্বর্ণপ্রস্থ, চক্রগুরু, আবর্তন, রমণক, মন্দরহরিণ,
পাঞ্চজন্য, সিংহল এবং লঙ্কা।

তাৎপর্য

কুম-পুরাণে দেবতাদের বাসনা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে—

অনধিকারিণো দেবোঃ স্বর্গস্থা ভারতোত্তমম্ ।

বাঙ্কত্যাঙ্ঘ্রবিশোক্ষাধর্মুদ্রেকার্থেহধিকারিণঃ ॥

দেবতারা যদিও স্বর্গলোকে অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, তবুও তাঁরা এই পৃথিবীর
ভারতবর্ষে আসতে ইচ্ছা করেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, দেবতারাও ভারতবর্ষে
বাস করার উপযুক্ত নন। অতএব ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করা সম্বন্ধে যারা এই
জন্মের পূর্ণ সুযোগ না নিয়ে কুকুর-বিড়ালের মতো জীকন-খাপন করে, তারা অবশ্যই
অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।

শ্লোক ৩১

এবং তব ভারতোত্তম জম্বুদ্বীপবর্ষবিভাগো যথোপদেশমুপবর্ণিত
ইতি ॥ ৩১ ॥

এবম্—এইভাবে; তব—তোমাকে; ভারত-উত্তম—হে ভারতোত্তম; জম্বুদ্বীপ-বর্ষ-
বিভাগঃ—জম্বুদ্বীপের বর্ষবিভাগ; যথা-উপদেশম্—যেভাবে আমি উপদেশ প্রাপ্ত
হয়েছিলাম; উপবর্ণিতঃ—বর্ণনা করেছি; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

হে ভারতোত্তম মহারাজ পরীক্ষিৎ, জম্বুদ্বীপের বর্ষবিভাগ সম্বন্ধে আমি যেভাবে
উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম, তা তোমার কাছে আমি বর্ণনা করলাম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'জম্বুদ্বীপের অতিরিক্ত বর্ণনা' নামক
উনবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবৈদ্য তাৎপর্য।

বিংশতি অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের গঠন বর্ণনা

এই অধ্যায়ে প্রক্ষ আদি ছয়টি দ্বীপ এবং তাদের বেটনকারী সমুদ্রের বর্ণনা করা হয়েছে। লোকালোক পর্বতের অবস্থান এবং পরিমাণও বর্ণনা করা হয়েছে। জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ আয়তন বিশিষ্ট প্রক্ষদ্বীপকে বেটন করে রয়েছে লবণ-সমুদ্র। এই দ্বীপের অধিপতি হচ্ছেন মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র ইন্দ্রাজিহ্নু। এই দ্বীপ সাতটি বর্ষে বিভক্ত এবং প্রতিবর্ষে একটি পর্বত ও একটি বিশাল নদী রয়েছে।

দ্বিতীয় দ্বীপের নাম শাম্বলীদ্বীপ। এই দ্বীপ সুরাসমুদ্রে বেষ্টিত এবং এর বিস্তার ৩২,০০,০০০ মাইল, প্রক্ষ দ্বীপের দ্বিগুণ। এই দ্বীপের অধিপতি হচ্ছেন মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু। প্রক্ষদ্বীপের মতো এই দ্বীপও সাতটি বর্ষে বিভক্ত, এবং প্রতিটি বর্ষে একটি পর্বত এবং একটি মহানদী রয়েছে। এই দ্বীপবাসীরা চন্দ্রাধ্বারূপে ভগবানের উপাসনা করেন।

কুশদ্বীপ নামক তৃতীয় দ্বীপটি ঘৃতসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সাতটি বর্ষে বিভক্ত। এই দ্বীপের অধিপতি মহারাজ প্রিয়ব্রতের হিরণ্যরেতা নামক আর এক পুত্র, এবং এই দ্বীপবাসীরা অগ্নিরূপী ভগবানের উপাসক। এই দ্বীপের বিস্তার ৬৪,০০,০০০ মাইল, অর্থাৎ শাম্বলী দ্বীপের দ্বিগুণ।

ক্লৌক্ষদ্বীপ নামক চতুর্থ দ্বীপটি ক্ষীরসমুদ্রে বেষ্টিত এবং এর বিস্তার ১,২৮,০০,০০০ মাইল, এবং এই দ্বীপটিও অন্যান্য দ্বীপের মতো সাতটি বর্ষে বিভক্ত এবং প্রতিটি বর্ষে একটি বিশাল পর্বত এবং একটি মহানদী রয়েছে। এই দ্বীপের অধিপতি মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ। এই দ্বীপবাসীরা জলরূপী ভগবানের উপাসক।

পঞ্চম দ্বীপ হচ্ছে শাকদ্বীপ, যা ২,৫৬,০০,০০০ মাইল বিস্তৃত, এবং দধিসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দ্বীপের অধিপতি মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র মেধাতিথি। এই দ্বীপটিও সাতটি বর্ষে বিভক্ত এবং প্রতিটি বর্ষে একটি বিশাল পর্বত ও একটি বিশাল নদী রয়েছে। এই দ্বীপের অধিবাসীরা বায়ুরূপে ভগবানের উপাসনা করেন।

৬০৩

যষ্ঠ দ্বীপ হচ্ছে পুন্ডরীক, যা পূর্ববর্তী দ্বীপটির দ্বিগুণ আয়তন বিশিষ্ট, তা জল-সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। এই দ্বীপের অধিপতি মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র বীতিহোর। এই দ্বীপটি মানসোত্তর নামক বিশাল পর্বতের দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। এই দ্বীপবাসীরা স্বয়মুখি ভগবানের উপাসক। পুন্ডরীক দ্বীপের পরে দুটি দ্বীপ রয়েছে, তাদের একটি সর্বদা সূর্যকিরণের দ্বারা আলোকিত এবং অন্যটি সর্বদা অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাদের মাঝখানে রয়েছে লোকালোক পর্বত, যা ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্ত থেকে একশ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। ভগবান নারায়ণ তাঁর ষড়ৈশ্বর্য বিস্তার করে এই পর্বতে অবস্থান করেন। লোকালোক পর্বতের বহির্ভাগে আলোকবর্ষ এবং অলোকবর্ষের পর মুক্তিকামী ব্যক্তিদের বিগুণ গন্তব্যস্থান।

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে সূর্য অবস্থান করেন। ভূলোক এবং ভুবলোকের মধ্যস্থানে অন্তরীক্ষ। সূর্যগোলক এবং অণুগোলকের মধ্যে দূরত্ব পঁচিশ কোটি যোজন (দুইশত কোটি মাইল)। সূর্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে আকাশকে বিভক্ত করে কল তার নাম মার্ভণ্ড, এবং যেহেতু তা মহন্তদের শরীর হিরণ্যগর্ভ থেকে উৎপন্ন, তাই তাকেও বলা হয় হিরণ্যগর্ভ।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অতঃ পরং প্রক্ষাদীনাম্ প্রমাণলক্ষণসংস্থানতো বর্ষবিভাগ উপবর্ণ্যতে ॥১॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোবামী বললেন; অতঃ পরম্—তারপর; প্রক্ষ-আদিনাম্—প্রক্ষ আদি দ্বীপের; প্রমাণ-লক্ষণ-সংস্থানতাঃ—আকার, প্রকার লক্ষণ এবং স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে; বর্ষ-বিভাগঃ—দ্বীপের বিভাগ; উপবর্ণ্যতে—বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুবাদ

মহর্ষি শুকদেব গোবামী বললেন—এরপর আমি প্রক্ষ আদি ছয়টি দ্বীপের পরিমাণ, লক্ষণ এবং আকার বর্ণনা করব।

শ্লোক ২

জম্বুদ্বীপোহয়ং যাবৎপ্রমাণবিস্তারস্তাবতা ক্ষারোদধিনা পরিবেষ্টিতো যথা মেরুর্জম্বাখ্যেন লবণোদধিরপি ততো দ্বিগুণবিশালেন প্রক্ষাখ্যেন

পরিষ্কিপ্তো যথা পরিখা বাহ্যোপবনেন। প্রক্ষো জম্বুপ্রমাণো দ্বীপাখ্যাকরো হিরণ্ময় উখিতো যত্রাধিরূপান্তে সপ্তজিহ্বস্ত স্যাধিপতিঃ প্রিয়ব্রতাস্বজ ইদ্রাজিহ্বঃ স্বং দ্বীপং সপ্তবর্ষাণি বিভজ্য সপ্তবর্ষনামভ্য আশ্বজেভ্য আকলয স্বয়মাত্মযোগেনোপররাম ॥ ২ ॥

জম্বুদ্বীপঃ—জম্বুদ্বীপ; অয়ম্—এই; যাবৎ-প্রমাণ-বিস্তারঃ—তার বিস্তার, যথা এক লক্ষ যোজন (আট মাইলে এক যোজন হয়); তাবতা—ততখানি; ক্ষার-উদধিনা—লবণ-সমুদ্রের দ্বারা; পরিবেষ্টিতঃ—পরিবেষ্টিত; যথা—যেমন; মেরুঃ—সূর্যের পর্বত; জম্বু-আখ্যেন—জম্বুদ্বীপের দ্বারা; লবণ-উদধিঃ—লবণ-সমুদ্র; অপি—নিশ্চিতভাবে; ততঃ—তারপর; দ্বিগুণ-বিশালেন—দ্বিগুণ পরিমাণ বিস্তৃত; প্রক্ষ-আখ্যেন—প্রক্ষদ্বীপের দ্বারা; পরিষ্কিপ্তঃ—পরিবেষ্টিত; যথা—যেমন; পরিখা—পরিখা; বাহ্য—বাহ্য; উপবনেন—উপবনের দ্বারা; প্রক্ষঃ—একটি প্রক্ষ বৃক্ষ; জম্বু-প্রমাণঃ—জম্বুদ্বীপের মতো উঃ; দ্বীপ-আখ্যাকরঃ—দ্বীপের নামকরণ হয়েছে; হিরণ্ময়ঃ—অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত; উখিতঃ—উঠেছে; যত্র—যেখানে; অগ্নিঃ—অগ্নি; উপান্তে—অবস্থিত; সপ্তজিহ্বঃ—সাতটি শিখা সমন্বিত; তস্য—সেই দ্বীপের; অধিপতিঃ—অধিপতি; প্রিয়ব্রত-আস্বজঃ—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র; ইদ্রাজিহ্বঃ—ইদ্রাজি নামক; স্বম্—নিজের; দ্বীপম্—দ্বীপ; সপ্ত—সাত; বর্ষাণি—বর্ষে; বিভজ্য—বিভাগ করেছে; সপ্ত-বর্ষনামভ্যঃ—যাদের থেকে সাতটি বর্ষের নামকরণ হয়েছে; আশ্বজেভ্যঃ—তাঁর পুত্রদের; আকলয—দান করে; স্বয়ম্—স্বয়ং; আত্ম-যোগেন—ভগবন্ত্বতির দ্বারা; উপররাম—সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

সূর্যের পর্বত জম্বুদ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত, জম্বুদ্বীপ লবণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। জম্বুদ্বীপের বিস্তার ১,০০,০০০ যোজন (৮,০০,০০০ মাইল), এবং লবণ সমুদ্রের বিস্তারও সেই পরিমাণ। দুর্গের চতুর্দিক দ্বারা যেমন কখনও কখনও উপবনের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, তেমনিই জম্বুদ্বীপকে বেষ্টিতকারী লবণ সমুদ্র প্রক্ষদ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রক্ষদ্বীপের বিস্তার লবণ সমুদ্রের দ্বিগুণ, অর্থাৎ ২,০০, ০০০ যোজন (১৬,০০,০০০ মাইল)। প্রক্ষদ্বীপে স্বর্গের মতো উজ্জ্বল একটি প্রক্ষ বৃক্ষ রয়েছে, এবং তা জম্বুদ্বীপের জম্বুদ্বীপের মতো উচ্চ। সেই বৃক্ষের মূল সাতটি শিখা সমন্বিত আওন রয়েছে। এই প্রক্ষ বৃক্ষের নাম অনুসারে এই দ্বীপের প্রক্ষদ্বীপ নামকরণ হয়েছে। প্রক্ষ দ্বীপের অধিপতি হচ্ছেন মহারাজ

প্রিয়ব্রতের পুত্র ইন্দ্রাজিহ্ন। তিনি এই ধীপকে তাঁর সাতটি পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষে বিভাগ করেন এবং এক-একটি বর্ষ এক-একটি পুত্রকে দান করেন। তারপর তিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার জন্য সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৩-৪

শিবং যবসং সুভদ্রং শান্তং ক্ষেমমমৃতমভয়মিতি বর্ষাণি তেষু গিরয়ো
নদ্যাশ্চ সপ্তৈবাজিভ্যাতাঃ ॥ ৩ ॥ মণিকূটো বজ্রকূট ইন্দ্রসেনো
জ্যোতিষ্মান সুপর্ণো হিরণ্যকীর্বো মেঘমাল ইতি সেতুশৈলাঃ । অরুণা
নৃমণাসিরসী সাবিত্রী সুপ্রভাতা ঋতন্তরা সত্যন্তরা ইতি মহানদাঃ । যাসাং
জলোপস্পর্শনবিধূতরজস্তমসো হসেপতসোঽধ্বাননসত্যাসংজ্ঞাশ্চদ্বারো
বর্ণাঃ সহস্রায়ুষো বিবুধোপমসন্দর্শনপ্রজ্ঞাননাঃ স্বর্গদ্বারং ত্রয়া বিদ্যা
ভগবন্তং ত্রয়ীময়ং সূর্যমাত্মনং যজন্তে ॥ ৪ ॥

শিবম্—শিব; যবসম্—যবস; সুভদ্রম্—সুভদ্র; শান্তম্—শান্ত; ক্ষেমম্—ক্ষেম;
অমৃতম্—অমৃত; অভয়ম্—অভয়; ইতি—এইভাবে; বর্ষাণি—সাত পুত্রের নাম
অনুসারে সাতটি বর্ষ; তেষু—তাদের মধ্যে; গিরয়ো—পর্বত; নদ্যাঃ—এবং নদী;
সপ্ত—সাত; এষ—প্রকৃতপক্ষে; অজিভ্যাতাঃ—প্রসিক; মণিকূটঃ—মণিকূট; বজ্র-
কূটঃ—বজ্রকূট; ইন্দ্রসেনঃ—ইন্দ্রসেন; জ্যোতিষ্মান্—জ্যোতিষ্মান; সুপর্ণঃ—সুপর্ণ;
হিরণ্যকীর্বঃ—হিরণ্যকীর্ব; মেঘমালঃ—মেঘমাল; ইতি—এইভাবে; সেতুশৈলাঃ—
বর্ষের সীমা নির্ধারণকারী পর্বতমালা; অরুণা—অরুণা; নৃমণা—নৃমণা; অসিরসী—
অসিরসী; সাবিত্রী—সাবিত্রী; সুপ্রভাতা—সুপ্রভাতা; ঋতন্তরা—ঋতন্তরা; সত্যন্তরা—
সত্যন্তরা; ইতি—এই প্রকার; মহানদাঃ—মহানদী; যাসাম্—যাদের; জল-
উপস্পর্শন—কেবল জল স্পর্শ করার ফলে; বিধূত—ধৌত হয়; রজঃ—তমসঃ—
রজ এবং তমোগুণ; হসং—হস; পতঙ্গ—পতঙ্গ; উর্ধ্বায়ন—উর্ধ্বায়ন; সত্যঙ্গ—
সত্যঙ্গ; সংজ্ঞাঃ—নামক; চদ্বারঃ—চার; বর্ণাঃ—বর্ণের মানুষ; সহস্র-আয়ুষঃ—সহস্র
বর্ষ আয়ু সমন্বিত; বিবুধ-উপম—দেবতাদের মতো; সন্দর্শন—অত্যন্ত সুন্দর রূপ
সমন্বিত; প্রজ্ঞাননাঃ—এবং সন্তান উৎপাদন করে; স্বর্গদ্বারম্—বর্ণের দ্বার; ত্রয়া
বিদ্যা—তিন বেদের নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠান করার দ্বারা; ভগবন্তম্—
পরমেশ্বর ভগবান; ত্রয়ী-ময়ম্—বেদে প্রতিষ্ঠিত সূর্যম্ আত্মনম্—সূর্যরূপী পরমাশ্রা;
যজন্তে—তাঁরা উপাসনা করে।

অনুবাদ

শিব, যবস, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত এবং অভয়—এই সাত পুত্রের নাম অনুসারে
সাতটি বর্ষের নামকরণ হয়েছে। সেই সাতটি বর্ষে সাতটি পর্বত এবং সাতটি
নদী রয়েছে। পর্বতগুলির নাম মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান, সুপর্ণ,
হিরণ্যকীর্ব ও মেঘমাল, এবং সাতটি নদীর নাম অরুণা, নৃমণা, অসিরসী, সাবিত্রী,
সুপ্রভাতা, ঋতন্তরা ও সত্যন্তরা। সেই নদীর জল স্পর্শ ও স্নান করার ফলে
উৎকর্ষাৎ জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, এবং হস, পতঙ্গ, উর্ধ্বায়ন ও সত্যঙ্গ
নামক চারটি বর্ণের মানুষ ঘোঁরা প্রকৃষ্টিপে বাস করেন, তাঁরা এইভাবে তাঁদের
কলুষ থেকে মুক্ত হন। সেখানকার অধিবাসীদের আয়ু এক হাজার বছর। তাঁরা
দেবতাদের মতো সুন্দর, এবং তাঁদের সন্তান উৎপাদনের প্রকারও দেবতারের
মতো। তাঁরা বেদোক্ত কর্মমার্গ অবলম্বনপূর্বক, সূর্যরূপী ভগবানের আরাধনা করে
সূর্যলোকরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষের ধারণা, মূলত তিনটি দেবতা রয়েছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং
মুখ মানুষেরা মনে করে যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন ব্রহ্মা ও শিবেরই সমান। কিন্তু এই
বিচারটি ভিত্তিহীন। বেদে বলা হয়েছে, ইষ্টাপূর্তং বন্ধা জায়মানং বিধং বিভর্তি
ভুবনস্য নাভিঃ তদেবাগ্নিতত্ত্বায়ত্তৎস্বত্বং চক্রম্যঃ অগ্নিঃ সর্বদেবতাঃ। অর্থাৎ, ইষ্টাপূর্ত
নামক বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের যিনি ভোক্তা, যিনি সমগ্র জগৎ পালন করেন, যিনি
সমস্ত জীবদের আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন (একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্)
এবং যিনি সমগ্র সৃষ্টির মূল, তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণু। ভগবান শ্রীবিষ্ণু অগ্নি, বায়ু,
সূর্য, চন্দ্র আদি দেবতারূপে নিজেকে বিস্তার করেন। এই সমস্ত দেবতারাই তাঁর
দেহের বিভিন্ন অংশ। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (৯/২৩) বলেছেন—

যেহপাদদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াহিতাঃ ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্তাবিধিपूर्वकम् ॥

“হে কৌন্তেয়, যারা ভক্তিপূর্বক অন্য দেবতাদের পূজা করে, তারাও অবিধিপূর্বক
আমারই পূজা করে।” পক্ষান্তরে যদি কেউ দেবতার পূজা করে কিন্তু পরমেশ্বর
ভগবানের সঙ্গে দেবতাদের সম্পর্ক স্মরণে না জানে, তা হলে তার পূজা
অবিধিপূর্বক। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (৯/২৪) আরও বলেছেন, অহং হি সর্বযজ্ঞানাং
ভোক্তা চ প্রভুর্বেব চ—“আমি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা।”

কেউ তর্ক করতে পারে যে, বিভিন্ন দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুই মতো মহান কারণ তাঁদের নাম বিষ্ণুরই বিভিন্ন নাম। কিন্তু সেই ভর্তুকি যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ বৈদিক শাস্ত্রে সেই কথা অস্বীকার করে বলা হয়েছে—

চন্দ্রমাসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত। শ্রোত্রাদিশ্চ গ্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত।
নারায়ণাদ ব্রহ্মা, নারায়ণাদুরুদ্রো জায়তে, নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ জায়তে,
নারায়ণাদিত্রো জায়তে, নারায়ণাদৈকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে।

“চন্দ্রসেব নারায়ণের মন থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, এবং তাঁর চক্ষু থেকে সূর্যসেব উৎপন্ন হয়েছেন। শ্রবণ এবং গ্রাণের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতারা নারায়ণ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, এবং অগ্নি দেবতা তাঁর মুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। নারায়ণ থেকেই প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র উৎপন্ন হয়েছেন। অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র এবং দ্বাদশ আদিত্য সকলেই নারায়ণ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন।” স্মৃতিতেও বলা হয়েছে—

ব্রহ্মাশত্ৰুত্বৈবাক্ষরশ্চন্দ্রমাস্চ শতক্রতুঃ।

এবমাদ্যাত্তৈবান্যো মুক্তা বৈষ্ণবভক্তজসা।।

জগৎকার্যবিসানো তু বিষ্ণুজ্ঞাতো চ ভেজসা।

বিত্তেজসশ্চ তে সর্বৈ পঞ্চভূমুণ্যস্তি তে।।

“ব্রহ্মা, শত্ৰু, চন্দ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এবং অন্যান্য সকলেই শ্রীবিষ্ণুর ভেজ থেকে উৎপন্ন। জগতের যখন প্রলায় হয়, তখন তারা সকলেই শ্রীবিষ্ণুতেই লীন হয়ে যান। অর্থাৎ এই সমস্ত দেবতাদের মূর্ত্তা হয়। তাঁদের প্রাণশক্তি শ্রীবিষ্ণুতেই লীন হয়ে যায়।”

তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, শ্রীবিষ্ণুই হচ্ছেন ভগবান; ব্রহ্মা বা শিব নন। কখনও কখনও যেমন রাজকর্মচারীকে রাষ্ট্রসরকার বলে মনে করা হয়, যদিও তাঁরা রাষ্ট্রের কোন বিভাগের অধিকর্তা মাত্র, ঠিক তেমনই বিষ্ণুর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে দেবতারা বিষ্ণুর হয়ে কার্য করেন, যদিও তাঁরা কেউই বিষ্ণুর মতো শক্তি সম্পন্ন নন। সমস্ত দেবতাদের বিষ্ণুর নির্দেশে কার্য করতে হয়। তাই বলা হয়েছে, একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভূত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুই হচ্ছেন একমাত্র প্রভু, আর অন্য সকলেই তাঁর অনুগত ভূত। শ্রীবিষ্ণু এবং দেবতাদের পার্থক্য ভগবদ্গীততেও বর্ণনা করা হয়েছে (৯/২৫)। যাতি দেবতাস্তা দেবান পিতৃনু যাতি পিতৃভ্রাতাঃ / ভূতানি যাতি ভূতজা যাতি মন্দ্যাক্ষিনোহপি মাম্—যাঁরা দেব-দেবীদের পূজা করেন, তাঁরা দেব-দেবীদের লোকে যান, কিন্তু যাঁরা ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তাঁরা বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠলোকে যান। এগুলি স্মৃতির উক্তি। তাই কেউ যদি মনে করে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু দেবতাদের সমপর্যায়ভূত, তা হলে সেই মত শাস্ত্রবিরোধী। দেবতারা পরমেশ্বর নন। নারায়ণ, বিষ্ণু বা কৃষ্ণের কৃপার উপরই দেবতাদের ঈশ্বরত্ব নির্ভর করে।

শ্লোক ৫

প্রত্নস্যা বিষ্ণো রূপং যৎ সত্যসত্যস্য ব্রহ্মণঃ।

অমৃতস্য চ মৃত্যোশ্চ সূর্যমাদ্বানমীমহীতি ॥ ৫ ॥

প্রত্নস্যা—পুরাণ পুরুষ; বিষ্ণোঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; রূপম্—রূপ; যৎ—যা; সত্যস্য—পরম সত্যের; সত্যস্য—ধর্মের; ব্রহ্মণঃ—পরম ব্রহ্মের; অমৃতস্য—শুভ ফলের; চ—এবং; মৃত্যোঃ—মৃত্যুর (অশুভ ফলের); চ—এবং; সূর্যম্—সূর্যদেব; আদ্বানম্—পরমাধ্য বা সমস্ত আত্মার উৎস; ইমহি—আমরা শরণাগত হই; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

(এই মন্ত্রের দ্বারা প্রাণ দীপবাসীরা ভগবানের উপাসনা করেন—) আমরা সূর্যদেবের শরণ গ্রহণ করি, যিনি পুরাণ পুরুষ, সর্বব্যাপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র আরাধ্য ভগবান। তিনি বেদ, তিনি ধর্ম এবং তিনি সমস্ত শুভ ও অশুভ ফলের অধিষ্ঠাতা।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু মৃত্যুরও পরমেশ্বর, যে কথা ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে (মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্)। দুই প্রকার কর্ম রয়েছে—শুভ ও অশুভ এবং উভয়েরই নিয়ন্তা হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু। বলা হয় যে, শুভ কর্ম শ্রীবিষ্ণুর সম্মুখভাগ এবং অশুভ কর্ম শ্রীবিষ্ণুর পশ্চাদ্ভাগ। সারা জগৎ জুড়ে শুভ ও অশুভ কর্ম রয়েছে, এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাদের উভয়েরই নিয়ন্তা।

এই শ্লোক সম্বন্ধে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

সূর্যসোমাদিবিরাশিবিধাতৃশ্চ যথাক্রমম্।

প্রক্ষাদিদীপসংস্থাসু স্থিতং হরিমুপাসতে ॥

সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে বহু দেশ, ভূমি, পাহাড়-পর্বত এবং সমুদ্র রয়েছে, সর্বত্রই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিভিন্ন নামের দ্বারা পূজিত হন।

শ্লোক ৭

প্রক্ষঃ স্বসমানেনেকুরসোদেনাবৃতো যথা তথা দ্বীপোহপি শাল্মলো
দ্বিগুণবিশালঃ সমানেন সুরোদেনাবৃতঃ পরিবৃঙ্ক্তে ॥ ৭ ॥

প্রক্ষঃ—প্রক্ষদ্বীপ; স্ব-সমানেন—সমান বিস্তার; ইকুরস—ইকুরস; উদেন—সমুদ্রের
দ্বারা; আবৃতঃ—পরিবেষ্টিত; যথা—ঠিক যেমন; তথা—তেমনাই; দ্বীপঃ—অন্য একটি
দ্বীপ; অপি—ও; শাল্মলঃ—শাল্মল নামক; দ্বিগুণ-বিশালঃ—দ্বিগুণ; সমানেন—
বিস্তারে সমান; সুরা-উদেন—সুরা-সমুদ্রের দ্বারা; আবৃতঃ—পরিবেষ্টিত; পরিবৃঙ্ক্তে—
বিদ্যমান রয়েছে।

অনুবাদ

প্রক্ষদ্বীপ নিজের সমান বিস্তৃত ইকুরস-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, তেমনই
প্রক্ষদ্বীপের দ্বিগুণ (৪,০০,০০০ যোজন বা ৩২,০০,০০০ মাইল) শাল্মলীদ্বীপ
সমান বিস্তার সম্বিত সুরাসাগর দ্বারা পরিবৃত।

শ্লোক ৮

যত্র হ বৈ শাল্মলী প্রক্ষায়ামা যস্যাং বাব কিল নিলয়মাহুর্ভগবতশ্ছন্দঃ
স্তুতঃ পতন্তিরাজস্য সা দ্বীপহুতয়ে উপলক্ষ্যতে ॥ ৮ ॥

যত্র—যেখানে; হ বৈ—নিশ্চিতভাবে; শাল্মলী—একটি শাল্মলী বৃক্ষ; প্রক্ষায়ামা—
প্রক্ষ বৃক্ষটির মতো বড় (এক শত যোজন বিস্তৃত এবং একাদশ শত যোজন উন্নত);
যস্যাম্—যাতে; বাব কিল—বস্তুতপক্ষে; নিলয়ম্—নিবাসস্থান; আহুঃ—বলা হয়;
ভগবতঃ—পরম শক্তিমানের; ছন্দঃ-স্তুতঃ—যিনি বৈদিক স্তুতির দ্বারা ভগবানের
উপাসনা করেন; পতন্তি-রাজস্য—শ্রীবিষ্ণুর বাহন পক্ষীরাজ গরুড়ের; সা—সেই
বৃক্ষটি; দ্বীপ-হুতয়ে—সেই দ্বীপটির নাম; উপলক্ষ্যতে—লক্ষিত।

অনুবাদ

শাল্মলীদ্বীপে একটি শাল্মলী বৃক্ষ রয়েছে, যার থেকে সেই দ্বীপটির নামকরণ
হয়েছে। সেই বৃক্ষটি প্রক্ষ বৃক্ষটির মতনই ১০০ যোজন (৮০০ মাইল) বিস্তৃত
এবং ১,১০০ যোজন (৮,৮০০ মাইল) উন্নত। পণ্ডিতেরা বলেন যে, সেই বিশাল
বৃক্ষটিতে পক্ষীরাজ গরুড় বাস করেন। সেখানে তিনি বেদমন্ত্রের দ্বারা ভগবান
বিষ্ণুর স্তুত করেন।

শ্লোক ৯

তদ্বীপাধিপতিঃ প্রিয়ব্রতাত্মজো যজ্ঞবাহুঃ স্বসূতেভ্যঃ সপ্তভ্যন্তম্যমানি
সপ্তবর্ষাণি ব্যভজৎ সুরোচনং সৌমনস্যং রমণকং দেববর্ষং পারি-
ভদ্রমাপ্যায়নমবিজ্ঞাতমিতি ॥ ৯ ॥

তদ্বীপ-অধিপতিঃ—সেই দ্বীপের অধিপতি; প্রিয়ব্রত-আত্মজঃ—মহারাজ প্রিয়ব্রতের
পুত্র; যজ্ঞ-বাহুঃ—যজ্ঞবাহু নামক; স্ব-সূতেভ্যঃ—তার পুত্রদের; সপ্তভ্যঃ—সপ্ত;
তম্যমানি—তারদের নাম অনুসারে; সপ্ত-বর্ষাণি—সাতটি বর্ষের; ব্যভজৎ—বিতত্ত;
সুরোচনম্—সুরোচন; সৌমনস্যম্—সৌমনস্য; রমণকম্—রমণক; দেব-বর্ষম্—
দেববর্ষ; পারিভদ্রম্—পারিভদ্র; আপ্যায়নম্—আপ্যায়ন; অবিজ্ঞাতম্—অবিজ্ঞাত;
ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু শাল্মলী-দ্বীপের অধিপতি। তিনি সেই দ্বীপটিকে
সাতটি বর্ষে ভাগ করে তার সাত পুত্রকে প্রদান করেছেন। তার সাত পুত্রের
নাম অনুসারে সেই বর্ষগুলির নাম—সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববর্ষ, পারিভদ্র,
আপ্যায়ন এবং অবিজ্ঞাত।

শ্লোক ১০

তেষু বর্ষাদ্রয়ো নদ্যাশ্চ সপ্তৈবাজিগ্জাতাঃ স্বরসঃ শতশৃঙ্গো বামদেবঃ
কুন্দো মুকুন্দঃ পুষ্পবর্ষঃ সহস্রশ্রুতিরিতি । অনুমতিঃ সিনীবাণী সরস্বতী
কুহু রজনী নন্দা রাকেতি ॥ ১০ ॥

তেষু—সেই বর্ষের; বর্ষ-অদ্রয়োঃ—পর্বত; নদ্যাঃ—চ—এবং নদী; সপ্ত এবং—সাতটি;
অজিগ্জাতাঃ—জাত; স্বরসঃ—স্বরস; শত-শৃঙ্গঃ—শতশৃঙ্গ; বাম-দেবঃ—বামদেব;
কুন্দঃ—কুন্দ; মুকুন্দঃ—মুকুন্দ; পুষ্প-বর্ষঃ—পুষ্পবর্ষ; সহস্র-শ্রুতিঃ—সহস্রশ্রুতি;
ইতি—এই প্রকার; অনুমতিঃ—অনুমতি; সিনীবাণী—সিনীবাণী; সরস্বতী—সরস্বতী;
কুহু—কুহু, রজনী—রজনী; নন্দা—নন্দা; রাকা—রাকা; ইতি—এই প্রকার।

অনুবাদ

সেই বর্ষে স্বরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, মুকুন্দ, পুষ্পবর্ষ এবং সহস্রশ্রুতি নামক
সাতটি পর্বত রয়েছে। সেখানে অনুমতি, সিনীবাণী, সরস্বতী, কুহু, রজনী, নন্দা
এবং রাকা নামক সাতটি নদীও রয়েছে। সেগুলি এখনও বর্তমান।

শ্লোক ১১

তদ্বর্ষপুরুষাঃ শ্রুতিধরবীৰ্যধরবসুক্রেবন্ধরসংজ্ঞা ভগবন্তং বেদময়ং
সোমমাখ্যানং বেদেন যজ্ঞন্তে ॥ ১১ ॥

তৎ-বর্ষ-পুরুষাঃ—সেই বর্ষের অধিবাসীরা; শ্রুতিধর—শ্রুতিধর; বীৰ্যধর—বীৰ্যধর;
বসুক্রে—বসুক্রে; ইষক্রে—ইষক্রে; সংজ্ঞা—নামে বিখ্যাত; ভগবন্তম্—ভগবান;
বেদময়ম্—বৈদিক জ্ঞানে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ; সোমম্ আখ্যানম্—সোম নামক
জীবরূপে প্রকাশিত; বেদেন—বৈদিক বিধি অনুসারে; যজ্ঞন্তে—উপাসনা করেন।

অনুবাদ

শ্রুতিধর, বীৰ্যধর, বসুক্রে এবং ইষক্রে নামে বিখ্যাত এই বর্ষব্যাপী পুরুষেরা কঠোর
নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে ভগবানের প্রকাশ সোম নামক চন্দ্রদেবকে
উপাসনা করেন।

শ্লোক ১২

স্বগোভিঃ পিতৃদেবেভ্যো বিভজন্ কৃষ্ণশুক্লয়োঃ ।
প্রজানাং সর্বাসাং রাজাঙ্কঃ সোমো ন আক্ৰিত্তি ॥ ১২ ॥

স্ব-গোভিঃ—ভাঁর কিরণের দ্বারা; পিতৃ-দেবেভ্যোঃ—পিতা এবং দেবতাদের;
বিভজন্—বিভাগ করে; কৃষ্ণ-শুক্লয়োঃ—কৃষ্ণ এবং শুক্ল দুই পক্ষে; প্রজানাম্—
প্রজাদের; সর্বাসাম্—সকলের; রাজা—রাজা; অঙ্কঃ—অঙ্গ; সোমঃ—চন্দ্রদেব;
নঃ—আমাদের প্রতি; আক্ৰিত্তি—প্রসন্ন হন; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

(শাম্বলী-দ্বীপবাসীরা নিম্নলিখিত স্তবের দ্বারা চন্দ্রদেবের আরাধনা করেন—)
পিতৃদের এবং দেবতাদের অঙ্গ প্রদান করার উদ্দেশ্যে চন্দ্রদেব ভাঁর কিরণের দ্বারা
শুক্ল ও কৃষ্ণ নামক দুটি পক্ষে মাসকে বিভক্ত করেছেন। চন্দ্রদেব কালের বিভাগ
কর্তা, এবং তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের রাজা। তাই আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা
করি, তিনি যেন আমাদের অধিপতি এবং পঞ্চপ্রদর্শক রূপে থাকেন। আমরা
তাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ১৩

এবং সুরোদাঘহিস্তদ্বিগুণঃ সমানেনাবৃত্তো ঘৃতোদেন যথাপূর্বঃ কুশদ্বীপো
যস্মিন্ কুশন্তহো দেবকৃতস্তদ্বীপাখ্যাকরো জ্বলন ইবাপরঃ স্বশপ্পরোচিযা
দিশো বিরাজয়তি ॥ ১৩ ॥

এবম্—এইভাবে; সুরোদাঘঃ—সুরাসমুদ্র থেকে; বহিঃ—বাহিরে; তৎ-দ্বিগুণঃ—তার
দ্বিগুণ; সমানেন—সমান বিস্তার; আবৃত্তঃ—পরিবৃত্ত; ঘৃত-উদেন—ঘৃত-সমুদ্র; যথা-
পূর্বঃ—শাম্বলীদ্বীপের মতো; কুশ-দ্বীপ—কুশদ্বীপ; যস্মিন্—যাতে; কুশ-স্তম্ভঃ—কুশ
ঘাস; দেব-কৃতঃ—ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে সৃষ্ট; তৎ-দ্বীপ-আখ্যা-করঃ—সেই
দ্বীপের নামকরণ হয়েছে; জ্বলনঃ—অগ্নি; ইব—সদৃশ; অপরঃ—অন্য; স্ব-শপ্প-
রোচিযা—সেই নবীন ঘাসের জ্যোতির দ্বারা; দিশঃ—সর্বদিক; বিরাজয়তি—
উদ্ভাসিত হয়েছে।

অনুবাদ

সুরা-সমুদ্রের বহির্ভাগে কুশদ্বীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে যা ৮,০০, ০০০
মোজন (৬৪,০০,০০০ মাইল) বিস্তৃত, অর্থাৎ সুরা-সমুদ্রের দ্বিগুণ বিস্তৃত। শাম্বলী
দ্বীপ যেমন সুরা-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, কুশদ্বীপ তেমন ঘৃত-সমুদ্রের দ্বারা
বেষ্টিত। এই সমুদ্রের বিস্তারও কুশদ্বীপেরই সমান। কুশদ্বীপে একটি কুশস্তম্ভ
আছে, এবং তার থেকেই এই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। সেই কুশস্তম্ভ ভগবানের
ইচ্ছায় দেবতাদের দ্বারা নির্মিত এবং তা দ্বিতীয় অগ্নির স্বরূপ। তার কোমল
এবং স্নিগ্ধ শিখার দ্বারা সর্বদিক উদ্ভাসিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের বর্ণনা থেকে আমরা চন্দ্রলোকের শিখার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুমান করতে
পারি। সূর্যের মতো চন্দ্রলোকও অবশ্যই অগ্নিশিখায় পূর্ণ, কারণ শিখা ব্যতীত
কিরণ হতে পারে না। কিন্তু চন্দ্রলোকের শিখা সূর্যলোকের শিখার মতো নয়, তা
কোমল এবং স্নিগ্ধ। সেটিই আমাদের বিশ্বাস। আধুনিক মত হচ্ছে যে, চন্দ্রলোক
ধূলায় পূর্ণ, কিন্তু তা শ্রীমদ্ভাগবতে স্বীকার করা হয়নি। এই শ্লোকটি সম্বন্ধে
শ্রীল বিশ্বনাথ চন্দ্রবতী ঠাকুর বলেছেন, সূর্য্যাপাণি সূর্য্যকোমল শিখাস্তেযাং রোচিযা—
কুশঘাস সর্বদিক উদ্ভাসিত করে, কিন্তু তার শিখা অত্যন্ত কোমল এবং স্নিগ্ধ। তা
থেকে চন্দ্রের শিখা সম্বন্ধে অনুমান করা যায়।

শ্লোক ১৪

তদ্বীপপতিঃ প্রায়ব্রতো রাজন্ হিরণ্যরেতা নাম স্বং দ্বীপং সপ্তভাঃ
স্বপুত্রৈভ্যাং যথাভাগং বিভজ্য স্বয়ং তপ আতিষ্ঠত বসুবসুদানদৃঢ়-
রুচিনাভিগুপ্তভ্রতরতবিবিক্তবামদেবনামভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

তৎ-দ্বীপ-পতিঃ—সেই দ্বীপের অধিপতি; প্রায়ব্রতঃ—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র;
রাজন্—হে রাজন্; হিরণ্যরেতা—হিরণ্যরেতা; নাম—নামক; স্বম্—তার নিজের;
দ্বীপম্—দ্বীপ; সপ্তভাঃ—সাতজনকে; স্ব-পুত্রৈভ্যাং—তার পুত্রদের; যথা-ভাগম্—
বিভাগ অনুসারে; বিভজ্য—বিভাগ করে; স্বয়ম্—তিনি নিজে; তপঃ—আতিষ্ঠত—
তপস্যায় রত হয়েছেন; বসু—বসু; বসুদান—বসুদান; দৃঢ়রুচি—দৃঢ়রুচি; নাভি-
গুপ্ত—নাভিগুপ্ত; ভ্রতরত—ভ্রতরত; বিবিক্ত—বিবিক্ত; বামদেব—বামদেব;
নামভ্যঃ—নামক।

অনুবাদ

হে রাজন্, মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র হিরণ্যরেতা এই দ্বীপের অধিপতি।
তিনি এই দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে বিভাগ করে তাঁর সাত পুত্রদের উত্তরাধিকার
সূত্রে প্রদান করেন এবং তারপর স্বয়ং তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। হিরণ্যরেতার সাতটি
পুত্রের নাম—বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, ভ্রতরত, বিবিক্ত এবং বামদেব।

শ্লোক ১৫

তেষাং বর্ষেষু সীমাগিরয়ো নদ্যাংচাভিজ্ঞাতাঃ সপ্ত সপ্তৈব চক্রশ্চতুঃ-
শৃঙ্গঃ কপিলশিচ্রকটো দেবানীক উর্ধ্বরোমা দ্রবিণ ইতি রসকুল্যা
মধুকুল্যা মিত্রবিন্দা শ্রুতবিন্দা দেবগর্তা দ্ব্যতচ্যুতা মন্ত্রমালেতি ॥ ১৫ ॥

তেষাম্—সেই পুত্রদের; বর্ষেষু—বর্ষে; সীমা-গিরয়ঃ—সীমা নির্ধারণকারী পর্বত;
নদ্যাঃ—চ—এবং নদী; অভিজ্ঞাতাঃ—জাত; সপ্ত—সাত; সপ্ত—সাত; এব—
নিশ্চিতভাবে; চক্রঃ—চক্র; চতুঃশৃঙ্গঃ—চতুঃশৃঙ্গ; কপিলঃ—কপিল; চিত্রকটঃ—
চিত্রকট; দেবানীকঃ—দেবানীক; উর্ধ্বরোমা—উর্ধ্বরোমা; দ্রবিণঃ—দ্রবিণ; ইতি—
এইভাবে; রসকুল্যা—রসকুল্যা; মধুকুল্যা—মধুকুল্যা; মিত্রবিন্দা—মিত্রবিন্দা; শ্রুত-
বিন্দা—শ্রুতবিন্দা; দেবগর্তা—দেবগর্তা; দ্ব্যতচ্যুতা—দ্ব্যতচ্যুতা; মন্ত্রমালা—মন্ত্রমালা;
ইতি—এই প্রকার।

অনুবাদ

সেই সাতটি বর্ষে চক্র, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকট, দেবানীক, উর্ধ্বরোমা এবং দ্রবিণ
নামক সাতটি সীমা নির্ধারক পর্বত রয়েছে। সেখানে রসকুল্যা, মধুকুল্যা,
মিত্রবিন্দা, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্তা, দ্ব্যতচ্যুতা এবং মন্ত্রমালা নামক সাতটি নদীও
রয়েছে।

শ্লোক ১৬

যাসাং পয়োভিঃ কুশদ্বীপৌকসঃ কুশলকোবিদাভিযুক্তকুলকসংজ্ঞা ভগবন্তং
জাতবেদসরূপিণং কর্মকৌশলেন যজন্তে ॥ ১৬ ॥

যাসাম্—যাদের; পয়োভিঃ—জলের দ্বারা; কুশদ্বীপ-ওকসঃ—কুশদ্বীপবাসীরা;
কুশল—কুশল; কোবিদ—কোবিদ; অভিযুক্ত—অভিযুক্ত; কুলক—কুলক;
সংজ্ঞাঃ—নামক; ভগবন্তম্—ভগবানকে; জাত-বেদ—অগ্নিদেব; সরূপিণম্—সরূপ
প্রকাশ করে; কর্ম-কৌশলেন—কর্ম অনুষ্ঠানের দক্ষতার দ্বারা; যজন্তে—আরাধনা
করেন।

অনুবাদ

কুশল, কোবিদ, অভিযুক্ত এবং কুলক নামে বিখ্যাত কুশদ্বীপবাসীরা সেই সমস্ত
নদীর জলে স্নান করে পবিত্র হয়ে, বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠান
করতে অত্যন্ত পারদর্শী। তাঁরা এইভাবে অগ্নিদেব রূপে ভগবানের উপাসনা
করেন।

শ্লোক ১৭

পরস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাজাতবেদেইসি হব্যবাটী ।

দেবানাং পুরুষাঙ্গানাং যজ্ঞেন পুরুষং যজোতি ॥ ১৭ ॥

পরস্য—পরম; ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্মের; সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ; জাত-বেদঃ—হে অগ্নিদেব;
অসি—আগনি হন; হব্যবাটী—অন্ন এবং ঘূতের আখতির বাহক; দেবানাম্—সমস্ত
দেবতাদের; পুরুষ-অঙ্গানাম্—যাঁরা পরম পুরুষ ভগবানের অঙ্গ; যজ্ঞেন—যজ্ঞ
অনুষ্ঠানের দ্বারা; পুরুষম্—ভগবানকে; যজ—দমা করে আখতি বহন করন; ইতি—
এইভাবে।

অনুবাদ

(কুশদ্বীপবাসীরা এই মন্দের দ্বারা অগ্নিদেবের উপাসনা করেন—) হে অগ্নিদেব, আপনি পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরির অঙ্গ, এবং আপনি যজ্ঞের সমস্ত হবি তাঁর কাছে বহন করে নিয়ে যান। তাই আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি, এই যজ্ঞের সমস্ত আহুতি যা আমরা দেবতাদের মাধ্যমে যজ্ঞের পরম ভোক্তা ভগবানকে নিবেদন করছি, দয়া করে তা আপনি ভগবানের কাছে বহন করে নিয়ে যান।

তাৎপর্য

দেবতারা ভগবানের সেবক। তাই কেউ যদি দেবতাদের পূজা করেন, তা হলে দেবতারা ভগবানের সেবকরূপে সমস্ত নৈবেদ্য ভগবানের কাছে নিয়ে যান, ঠিক যেমন কর্মসংগ্রাহক প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে তা সরকারের কোষাগারে নিয়ে যান। দেবতারা যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ করতে পারেন না; তাঁরা কেবল তা ভগবানের কাছে বহন করে নিয়ে যান। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই সম্বন্ধে বলেছেন, *যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদঃ*—যেহেতু শ্রীওরুদেব হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি, তাই তাঁকে যা নিবেদন করা হয় তা তিনি ভগবানের কাছে নিয়ে যান। তেমনি, ভগবানের বিশ্বস্ত সেবকরূপে সমস্ত দেবতারা তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সমস্ত যজ্ঞের আহুতি ভগবানকে প্রদান করেন। এই তত্ত্ব জেনে দেবতাদের পূজা করলে কোন দোষ হয় না। কিন্তু দেবতাদের যদি ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা হয় এবং ভগবানের সমান বলে মনে করা হয়, তা হলে তাদের বলা হয় *হৃতজানা*, অর্থাৎ যাদের বুদ্ধি অপহৃত হয়ে গেছে। যে মনে করে দেবতারা নিজেরাই বর প্রদান করেন, তা হলে তার সেই ধারণাটি ভুল।

শ্লোক ১৮

তথা মৃতোদাদুহিঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো দ্বিগুণঃ সমানেন ক্ষীরোদেন পরিত
উপকৃপ্তো বৃতো যথা কুশদ্বীপো মৃতোদেন যস্মিন্ ক্রৌঞ্চোনাম
পর্বতরাজো দ্বীপনামনির্বর্তক আস্তে ॥ ১৮ ॥

তথা—তেমনই; মৃত-উদাৎ—মৃত-সমুদ্রের; বহিঃ—বাইরে; ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ—ক্রৌঞ্চ নামক আর একটি দ্বীপ; দ্বিগুণঃ—দ্বিগুণ; সমানেন—সমান মাপের; ক্ষীর-উদেন—ক্ষীর-সমুদ্রের দ্বারা; পরিত—চতুর্দিকে; উপকৃপ্তঃ—পরিবেষ্টিত; বৃতঃ—পরিবেষ্টিত;

যথা—যেমন; কুশদ্বীপঃ—কুশদ্বীপ; মৃত-উদেন—মৃত-সমুদ্রের দ্বারা; যস্মিন্—যাতে; ক্রৌঞ্চঃ নাম—ক্রৌঞ্চ নামক; পর্বত-রাজঃ—গিরিরাজ; দ্বীপ-নাম—দ্বীপটির নাম; নির্বর্তকঃ—হয়ে; আস্তে—বিলম্বমান।

অনুবাদ

মৃত-সাগরের বাইরে ক্রৌঞ্চ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে, যার বিস্তার ১৬,০০,০০০ যোজন (১,২৮,০০,০০০ মাইল), অর্থাৎ মৃত-সমুদ্রের বিস্তারের দ্বিগুণ। কুশদ্বীপ যেমন মৃত-সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত, ক্রৌঞ্চদ্বীপ তার সমান বিস্তার সম্বিষ্ট ক্ষীর-সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামক একটি বিশাল পর্বত রয়েছে, যা থেকে এই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে।

শ্লোক ১৯

যোহুসৌ ওহপ্রহরণোম্মাখিতনিতম্বকুঞ্জোহপি ক্ষীরোদেনাসিচ্যমানো ভগবতা
বরুণেনাভিগুপ্তো বিভযো বভূব ॥ ১৯ ॥

যঃ—যা; অসৌ—এই (পর্বত); ওহ-প্রহরণ—শিবের পুত্র কার্তিকের অস্ত্রের দ্বারা; উম্মাখিত—বিধ্বস্ত; নিতম্ব-কুঞ্জঃ—তৎপ্রদেশের কুঞ্জসমূহ; অপি—যদিও; ক্ষীর-উদেন—ক্ষীর-সমুদ্রের দ্বারা; আসিচ্যমানঃ—সিঞ্চিত হয়ে; ভগবতা—পরম শক্তিমান; বরুণেন—বরুণের দ্বারা; অভিগুপ্তঃ—সুরক্ষিত; বিভযঃ বভূব—নির্ভর হয়েছে।

অনুবাদ

যদিও ক্রৌঞ্চ পর্বতের তটপ্রদেশের কুঞ্জগুলি কার্তিকের অস্ত্রের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল, তবুও সেই পর্বত চতুর্দিকস্থ ক্ষীর-সমুদ্রের জলে অভিসিঞ্চিত হয়ে এবং বরুণদেব কর্তৃক সুরক্ষিত হয়ে ভয়শূন্য হয়েছে।

শ্লোক ২০

তস্মিদ্দ্বীপে প্রৈয়ব্রতো মৃতপৃষ্ঠো নামাধিপতিঃ স্বে দ্বীপে বর্ষাণি সপ্ত
বিভজ্য তেযু পুত্রনামসু সপ্ত ঋক্খাদান বর্ষপান্নিবেশ্য স্বয়ং ভগবান্
ভগবতঃ পরমকল্যাণয়শস আত্মভূতস্য হরেশচরণারবিদ্যমুপজগাম ॥ ২০ ॥

তস্মিন্—সেই ধীপে; অপি—ও; প্রায়ত্নতঃ—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র; ঘৃত-
পৃষ্ঠঃ—ঘৃতপৃষ্ঠ; নাম—নামক; অধিপতিঃ—সেই ধীপের রাজা; স্বে—তার নিখের;
ধীপে—ধীপে; বর্ষাবি—বর্ষ; সপ্ত—সাত; বিভজ্যা—বিভাগ করে; তেষু—তাদের
প্রতিটিতে; পুত্রনামসু—তার পুত্রদের নাম সম্বন্ধে; সপ্ত—সাত; ঋক্খাদান্—পুত্রগণ;
বর্ষপান্—বর্ষপতিগণ; নিবেশ্য—নিযুক্ত করে; স্বয়ম্—স্বয়ং; ভগবান্—অত্যন্ত
শক্তিশালী; ভগবতঃ—ভগবানের; পরম-কল্যাণ-বশসঃ—যাঁর মহিমা পরম
কল্যাণজনক; আত্ম-ভূতস্য—সমস্ত জীবের আত্মা; হরেঃ—চরণারবিন্দম্—ভগবানের
শ্রীপাদপদ্ম; উপজগাম—শরণ গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ

এই ধীপের অধিপতি ঘৃতপৃষ্ঠ নামক মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র, যিনি
ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানবান। এই ঘৃতপৃষ্ঠ তাঁর সাত পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি
বর্ষ বিভাগ করে প্রত্যেক পুত্রকে এক-একটি বর্ষের অধিপত্যে নিযুক্ত করেছিলেন,
এবং তিনি স্বয়ং গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে সমস্ত আত্মার আত্মা, সমস্ত
কল্যাণকর গুণ সম্বিত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছিলেন। এইভাবে
তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২১

আমো মধুরুহো মেঘপৃষ্ঠঃ সুধামা ভাজিষ্ঠো লোহিতার্ণো বনস্পতিরিতি
ঘৃতপৃষ্ঠসূতাস্তেষাং বর্ষগিরয়ঃ সপ্ত সপ্তৈব নদ্যাশ্চাভিখ্যাতাঃ শুক্লো
বর্ধমানো ভোজন উপবর্হিণো নন্দো নন্দনঃ সর্বতোভদ্র ইতি অভয়া
অমৃতৌঘা আর্ঘকা তীর্থবতী রূপবতী পবিত্রবতী শুক্রেতি ॥ ২১ ॥

আমঃ—আম; মধুরুহঃ—মধুরুহ; মেঘপৃষ্ঠঃ—মেঘপৃষ্ঠ; সুধামা—সুধামা;
ভাজিষ্ঠঃ—ভাজিষ্ঠ; লোহিতার্ণঃ—লোহিতার্ণ; বনস্পতিঃ—বনস্পতি; ইতি—এই
প্রকার; ঘৃতপৃষ্ঠ-সূতাঃ—ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্র; তেষাম্—তার পুত্রদের; বর্ষ-গিরয়ঃ—বর্ষের
সীমা নির্ধারণকারী পর্বত; সপ্ত—সাত; সপ্ত—সাত; এব—ও; নদাঃ—নদী; চ—
এবং; অভিখ্যাতাঃ—বিখ্যাত; শুক্লঃ—বর্ধমানঃ—শুক্র এবং বর্ধমান; ভোজনঃ—
ভোজন; উপবর্হিণঃ—উপবর্হিণ; নন্দঃ—নন্দ; নন্দনঃ—নন্দন; সর্বতঃ—ভদ্রঃ—
সর্বতোভদ্র; ইতি—এই প্রকার; অভয়া—অভয়া; অমৃতৌঘা—অমৃতৌঘা; আর্ঘকা—
আর্ঘকা; তীর্থবতী—তীর্থবতী; রূপবতী—রূপবতী; পবিত্রবতী—পবিত্রবতী; শুক্লা—
শুক্রা; ইতি—এই প্রকার।

অনুবাদ

মহারাজ ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্রদের নাম ছিল আম, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভাজিষ্ঠ,
লোহিতার্ণ এবং বনস্পতি। সেই ধীপে সাতটি বর্ষের সীমা নির্ধারণকারী সাতটি
পর্বত রয়েছে এবং সাতটি নদীও রয়েছে। সেই পর্বতগুলির নাম শুক্র, বর্ধমান,
ভোজন, উপবর্হিণ, নন্দ, নন্দন এবং সর্বতোভদ্র। সেই নদীগুলির নাম অভয়া,
অমৃতৌঘা, আর্ঘকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী এবং শুক্লা।

শ্লোক ২২

যাসামন্তঃ পবিত্রমলমুপযুঞ্জানাঃ পুরুষখষভদ্রবিণদেবকসংজ্ঞা বর্ষপুরুষা
আপোময়ঃ দেবমপাং পূর্ণোজ্জলিনা যজন্তে ॥ ২২ ॥

যাসাম্—সেই সমস্ত নদীর; অন্তঃ—জল; পবিত্রম্—অত্যন্ত পবিত্র; অমলম্—অত্যন্ত
নির্মল; উপযুঞ্জানাঃ—ব্যবহার করে; পুরুষ—পুরুষ; খষভ—খষভ; দ্রবিণ—দ্রবিণ;
দেবক—দেবক; সংজ্ঞাঃ—নামক; বর্ষ-পুরুষাঃ—সেই বর্ষবাসীগণ; আপাঃ—ময়ম্—
জলের দেবতা বরণ; দেবম্—আরাধা দেবতারূপে; অপাম্—জলের; পূর্ণেন—পূর্ণ;
অজ্জলিনা—অজ্জলির দ্বারা; যজন্তে—উপাসনা করেন।

অনুবাদ

কৌণ্ডীপের অধিবাসীরা পুরুষ, খষভ, দ্রবিণ এবং দেবক—এই চারটি বর্ষে
বিভক্ত। তাঁরা সেই পবিত্র নদীর জল সেবা করে থাকেন। তাঁরা জলে অজ্জলিপূর্ণ
করে ভগবানের জলময় মূর্তি বন্ধনের উপাসনা করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, আপোময়ঃ অময়ম্—কৌণ্ডীপের বিভিন্ন
বর্ষের পুরুষেরা অজ্জলি ভরে নদীর জল নিয়ে প্রস্তুত বা লৌহ নির্মিত বিগ্রহকে
অর্পণ করেন।

শ্লোক ২৩

আপাঃ পুরুষবীরাঃ স্থ পুনস্তীর্জুর্ভবঃ সুবঃ ।

তা নঃ পুনীতামীবদ্বীঃ স্পৃশতামাশ্রনা ভুব ইতি ॥ ২৩ ॥

আপঃ—হে জল; পুরুষবীৰ্য্যঃ—ভগবানের শক্তি সম্বিহিত; হুঃ—আপনি হন; পুনরীঃ—পবিত্র করে; ভূঃ—ভূলোক; ভুবঃ—ভুবলোক; সুবঃ—স্বর্গলোক; তাঃ—সেই জল; নঃ—আমাদের; পুনীভ—পবিত্র করে; অমীবদ্বীঃ—পাপ নাশক; স্পৃশতাম্—যারা স্পর্শ করে তাদের; আত্মনা—আপনার স্বরূপের দ্বারা; ভুবঃ—সেহ; ইতি—এই প্রকার।

অনুবাদ

(কৌণ্ডীপের অধিবাসীরা এই মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা করেন—) হে নদীর জল, আপনি পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই আপনি ভূলোক, ভুবলোক এবং স্বর্গলোক পবিত্র করেন। আপনার স্বরূপের দ্বারা আপনি পাপ নাশ করেন, এবং তাই আমরা আপনাকে স্পর্শ করছি। দয়া করে আপনি আমাদের পবিত্র করতে থাকুন।

তাৎপৰ্য

ভগবৎগীতায় (৭/৪) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়াং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টথা ॥

“মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আটটি উপাদান দিয়ে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি রচিত হয়েছে।”

ভগবানের শক্তি সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে কার্য করে, ঠিক যেমন সূর্যের শক্তি তাপ এবং আলোক সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে কার্য করে সবকিছুকে সক্রিয় করছে। শাস্ত্রে যে বিশেষ নদীগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিও ভগবানের শক্তি, এবং যারা নিয়মিতভাবে সেই সমস্ত নদীতে স্নান করেন, তাঁরা পবিত্র হন। প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে যে, বহু মানুষ কেবল গঙ্গায় স্নান করে রোগমুক্ত হয়েছে। তেমনই, কৌণ্ডীপ-বাসীরা সেখানকার নদীগুলিতে স্নান করে নিজেদের পবিত্র করেন।

শ্লোক ২৪

এবং পুরস্তাৎ ক্ষীরোদাৎ পরিত উপবেশিতঃ শাকদ্বীপো দ্বাত্রিংশ-
হ্রক্ষযোজনায়ামঃ সমানেন চ দধিমণ্ডোদেন পরীতোঃ যশ্মিন্ শাকো
নাম মহীরুহঃ স্বক্ষেত্রব্যপদেশকো যস্য হ মহাসুৰভিগন্ধস্তং
দ্বীপমনু্যাসয়তি ॥ ২৪ ॥

এবম্—এইভাবে; পরস্তাৎ—পরে; ক্ষীর-উদাৎ—ক্ষীর-সমুদ্রের; পরিতঃ—চতুর্দিকে; উপবেশিতঃ—অবস্থিত; শাকদ্বীপঃ—শাক নামক আর একটি দ্বীপ; দ্বাত্রিংশৎ—বত্রিশ; লক্ষ—১,০০,০০০; যোজন—যোজন; আয়ামঃ—বিস্তৃত; সমানেন—সমান দীর্ঘ; চ—এবং; দধিমণ্ড-উদেন—দধিসদৃশ জলের দ্বারা; পরীতোঃ—পরিবেষ্টিত; যশ্মিন্—যেই স্থানে; শাকঃ—শাক; নাম—নামক; মহীরুহঃ—একটি বিশাল বৃক্ষ; স্বক্ষেত্র-ব্যপদেশকঃ—সেই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে; যস্য—যার থেকে; হ—প্রকৃতপক্ষে; মহা-সুরভি—মহান সৌরভ; গন্ধঃ—সুগন্ধ; তম্ দ্বীপম্—সেই দ্বীপ; অনু্যাসয়তি—সু্যাসিত করে।

অনুবাদ

ক্ষীর-সমুদ্রের পরে ৩২,০০,০০০ যোজন বিস্তৃত (২,৫৬,০০,০০০ মাইল) শাকদ্বীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে। কৌণ্ডীপ যেমন ক্ষীর-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, শাকদ্বীপও তেমনই সেই দ্বীপের সমান বিস্তার সম্বিহিত দধি-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। শাকদ্বীপে একটি বিশাল শাকবৃক্ষ রয়েছে, যার থেকে সেই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। সেই বৃক্ষটির সৌরভে সমগ্র দিক সুরভিত থাকে।

শ্লোক ২৫

তস্যাপি প্রৈয়ব্রত এবাধিপতিনায়া মেধাতিথিঃ সেংপি বিভজ্য সপ্ত
বর্ধাপি পুত্রনামানি তেষু স্বাত্মজান্ পুরোজবমনোজববমানধ্বানীক-
চিত্ররেফবহরূপবিস্বধারসংজ্ঞাধিপ্যাধিপতীন্ স্বয়ং ভগবত্যানন্ত
আবেশিতমতিস্তপোবনং প্রবিবেশ ॥ ২৫ ॥

তস্য অপি—সেই দ্বীপেরও; প্রৈয়ব্রতঃ—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র; এব—নিশ্চিতভাবে; অধিপতিঃ—অধিপতি; নাম্না—নামক; মেধা-তিথিঃ—মেধাতিথি; সঃ—অপি—তিনিও; বিভজ্য—বিভাগ করে; সপ্ত বর্ধাপি—সেই দ্বীপের সাতটি বর্ধকে; পুত্র-নামানি—তাদের পুত্রদের নাম অনুসারে; তেষু—তাতে; স্ব-স্বাত্মজান্—তাদের পুত্রেরা; পুরোজব—পুরোজব; মনোজব—মনোজব; পবমান—পবমান; ধ্বানীক—ধ্বানীক; চিত্ররেফ—চিত্ররেফ; বহরূপ—বহরূপ; বিস্বধার—বিস্বধার; সংজ্ঞান্—নামক; নিধাপ্য—প্রতিষ্ঠিত করে; অধিপতীন্—অধিপতি; স্বয়ম্—স্বয়ং; ভগবতি—ভগবান; অনন্তে—অনন্তে; আবেশিত-মতিঃ—যাঁর মন সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছে; তপঃ-বনম্—তপোবনে; প্রবিবেশ—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

এই দ্বীপের অধিপতিও প্রিয়ব্রতের এক পুত্র মেধাতিথি। তিনিও তাঁর দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে বিভক্ত করে তাঁর পুত্রদের নাম অনুসারে তাদের নামকরণ করেছিলেন, এবং তাঁর পুত্রদের তিনি সেই সমস্ত বর্ষের অধিপতি করেছিলেন। তাঁর সাত পুত্রের নাম—পুরোজব, মনোজব, পবমান, ধ্বানীক, চিত্তরেফ, বহুরূপ এবং বিশ্বধার। দ্বীপটিকে বিভক্ত করে তাঁর পুত্রদের সেখানকার অধিপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করার পর মেধাতিথি অবসর গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর মনকে সর্বতোভাবে ভগবান অনন্তের শ্রীপাদপদ্মে মগ্ন করার উদ্দেশ্যে তপোবনে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

এতেষাং বর্যমর্যাদাগিরয়ো নদ্যাশ্চ সপ্ত সপ্তৈব দৈশান উরুশৃঙ্গো বলভদ্রঃ
শতকেসরঃ সহস্রোতো দেবপালো মহানস ইতি অনঘামূর্দা
উভয়স্পৃষ্টিরপরাজিতা পঞ্চপদী সহস্রকৃতির্নিজধৃতিরিতি ॥ ২৬ ॥

এতেষাম্—এই সমস্ত বর্ষের; বর্য-মর্যাদা—সীমারেখা রূপে; গিরয়ঃ—পর্বত; নদ্যাঃ—চ—এবং নদী; সপ্ত—সাত; সপ্ত—সাত; এব—প্রকৃতপক্ষে; দৈশানঃ—দৈশান; উরুশৃঙ্গঃ—উরুশৃঙ্গ; বলভদ্রঃ—বলভদ্র; শতকেসরঃ—শতকেসর; সহস্রোতঃ—সহস্রোত; দেবপালঃ—দেবপাল; মহানসঃ—মহানস; ইতি—এইভাবে; অনঘা—অনঘা; আমূর্দা—আমূর্দা; উভয়স্পৃষ্টিঃ—উভয়স্পৃষ্টি; অপরাজিতা—অপরাজিতা; পঞ্চপদী—পঞ্চপদী; সহস্রকৃতিঃ—সহস্রকৃতি; নিজধৃতিঃ—নিজধৃতি; ইতি—এই প্রকার।

অনুবাদ

এই বর্ষগুলিতেও সাতটি সীমা নির্ধারণকারী পর্বত এবং সাতটি নদী রয়েছে। সেই পর্বতগুলি হচ্ছে দৈশান, উরুশৃঙ্গ, বলভদ্র, শতকেসর, সহস্রোত, দেবপাল এবং মহানস। নদীগুলি হচ্ছে অনঘা, আমূর্দা, উভয়স্পৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চপদী, সহস্রকৃতি এবং নিজধৃতি।

শ্লোক ২৭

তদ্বর্ষপুরুষা স্বতরতসত্যরতদানব্রতানুব্রতানামানো ভগবন্তং বায়ুদ্বকং
প্রাণায়ামবিধূতরজন্তমসঃ পরমসমাধিনা যজন্তে ॥ ২৭ ॥

তৎ-বর্ষ-পুরুষাঃ—সেই বর্ষবাসীগণ; স্বতরত—স্বতরত; সত্যরত—সত্যরত; দানব্রত—দানব্রত; অনুব্রত—অনুব্রত; নামানঃ—এই চারটি নাম সমন্বিত; ভগবন্তম্—ভগবানকে; বায়ু-আয়ু-কম্—বায়ুদেব রূপে; প্রাণায়াম—প্রাণায়ামের দ্বারা; বিধূত—বিধূত; রজঃ-তমসঃ—রজ এবং তমোগুণ; পরম—পরম; সমাধিনা—সমাধির দ্বারা; যজন্তে—উপাসনা করেন।

অনুবাদ

এই বর্ষবাসীরাও স্বতরত, সত্যরত, দানব্রত এবং অনুব্রত নামক চারটি বর্ষে বিভক্ত, যা ঠিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ষ-বিভাগের অনুরূপ। তাঁরা প্রাণায়াম ও অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন করেন এবং রজ ও তমোগুণের কল্ম থেকে মুক্ত হয়ে পরম সমাধি যোগে বায়ুরূপী ভগবানের আরাধনা করেন।

শ্লোক ২৮

অন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি যো বিভর্তাদ্বকেতুভিঃ ।

অন্তর্যামীশ্বরঃ সাক্ষাৎ পাতৃ নো যদ্বশে ক্ষুটম্ ॥ ২৮ ॥

অন্তঃ-প্রবিশ্য—অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে; ভূতানি—সমস্ত জীবের; যঃ—যিনি; বিভর্তি—পালন করেন; আত্মকেতুভিঃ—দেহের অভ্যন্তরে (প্রাণ, অপান আদি) বায়ুর ক্রিয়ার দ্বারা; অন্তর্যামী—অন্তর্যামী পরমাত্মা; ইশ্বরঃ—পরম ঈশ্বর; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; পাতৃ—দয়াকর পালন করন; নঃ—আমাদের; যৎ-বশে—যাঁর নিয়ন্ত্রণে; ক্ষুটম্—জড় জগৎ।

অনুবাদ

(শাকদ্বীপবাসীরা নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা বায়ুরূপী ভগবানের আরাধনা করেন—) হে পরম পুরুষ, দেহের অভ্যন্তরে পরমাত্মা রূপে বিরাজ করে আপনি প্রাণ আদি বায়ুর ক্রিয়া পরিচালনা করেন এবং এইভাবে আপনি সমস্ত জীবদের পালন করেন। হে ভগবান, হে সর্বান্তর্যামী, হে জগদীশ্বর, আপনি আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

অষ্টাঙ্গ-যোগীরা প্রাণায়াম আদি যোগক্রিয়া অনুশীলনের দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু নিয়ন্ত্রণ করেন। এইভাবে যোগী সমাধি দশা প্রাপ্ত হয়ে হৃদয়ের অন্তস্থলে পরমাত্মাকে দর্শন করার চেষ্টা করেন। প্রাণায়াম হচ্ছে অন্তরের অন্তস্থলে অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে ভগবানকে দর্শন করে, তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে সমাধি হওয়ার উপায়।

শ্লোক ২৯

এবমেব দধিমণ্ডোদাৎ পরতঃ পুন্ধরদ্বীপন্ততো দ্বিগুণায়ামঃ সমন্তত
উপকল্পিতঃ সমানেন স্বাদুদকেন সমুদ্রেণ বহিরাবৃত্তো যস্মিন্ বৃহৎ পুন্ধরং
জলনশিখামলকনকপত্রাঘূতাঘূতং ভগবতঃ কমলাসনস্যাধ্যাসনং
পরিকল্পিতম্ ॥ ২৯ ॥

এবম্—এইভাবে; দধি-মণ্ড-উদাৎ—দধি-সমুদ্রের; পরতঃ—পরে; পুন্ধর-
দ্বীপঃ—পুন্ধর নামক আর একটি দ্বীপ; তন্তঃ—তার থেকে (শাকদ্বীপ থেকে);
দ্বিগুণ-আয়ামঃ—দ্বিগুণ পরিমাণ; সমন্ততঃ—সর্বদিকে; উপকল্পিতঃ—পরিবেষ্টিত;
সমানেন—সমান বিস্তার; স্বাদু-উদকেন—মধুর জল সম্বিত; সমুদ্রেণ—সমুদ্রের
দ্বারা; বহিঃ—বহির্ভে; আবৃত্তঃ—পরিবেষ্টিত; যস্মিন্—যাতে; বৃহৎ—অতি বিশাল;
পুন্ধরম্—পদ্মফুল; জলন-শিখা—জলন্ত অগ্নিশিখার মতো; অমল—শুদ্ধ; কনক—
স্বর্ণ; পত্র—পাতা; অঘূত-অঘূতম্—অঘূত অঘূত ভগবতঃ—অত্যন্ত শক্তিশালী; কমল
আসনস্য—কমল আসন যার, সেই ব্রহ্মার; অধ্যাসনম্—ঊপবেশন স্থান;
পরিকল্পিতম্—মনে করা হয়।

অনুবাদ

সেই দধি-সমুদ্রের বাইরে পুন্ধরদ্বীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে, যা
৬৪,০০,০০০ যোজন বিস্তৃত (৫,১২,০০,০০০ মাইল) অর্থাৎ দধি-সমুদ্রের দ্বিগুণ
বিস্তার সম্বিত। তা সেই দ্বীপেরই সমান বিস্তার সম্বিত অত্যন্ত স্বাদু জলের
সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই পুন্ধরদ্বীপে অঘূত অঘূত (১০,০০,০০,০০০)
বিভক্ত স্বর্ণপত্র সম্বিত একটি বিশাল পদ্ম রয়েছে, যা জলন্ত অগ্নিশিখার মতো
উজ্জ্বল। সেই পদ্ম ফুলটিকে ব্রহ্মার উপবেশনের স্থান বলে মনে করা হয়,
এবং পরম শক্তিশালী জীব হওয়ার ফলে, ব্রহ্মাকে কখনও কখনও ভগবান বলে
সম্বোধন করা হয়।

শ্লোক ৩০

তদ্বীপমধ্যে মানসোত্তরানামৈক এবাবীচীনপর্যটীনবর্ষয়োর্মধ্যাদা-
চলোহযুতযোজনোস্ত্রায়াম্যামো যত্র তু চতসৃষু দিক্ চত্বারি পুরাণি
লোকপালানামিত্রাদীনাম্ যদুপরিষ্ঠাৎ সূর্যরথস্য মেরুং পরিভ্রমতঃ
সংবৎসরাশ্রকং চক্রং দেবানামহোরাত্রাভ্যং পরিভ্রমতি ॥ ৩০ ॥

তৎ-দ্বীপ-মধ্যে—সেই দ্বীপের মধ্যে; মানসোত্তরঃ—মানসোত্তর; নাম—নামক;
একঃ—একটি; এব—বস্তুতপক্ষে; অবীচীন—এই দিকে; পর্যটীন—এবং অন্য দিকে;
বর্ষয়োঃ—বর্ষের; মধ্যাদা—সীমা নির্দেশকারী; অচলঃ—একটি বিশাল পর্বত;
অঘূত—দশ হাজার; যোজন—অতি মাইল; উস্ত্রায়-আয়ামঃ—যার উচ্চতা এবং
বিস্তার; যত্র—যেখানে; তু—কিন্তু; চতসৃষু—চার; দিক্—দিকে; চত্বারি—চার;
পুরাণি—নগরী; লোক-পালানাম্—লোকপালদের; ইন্দ্র-আদীনাম্—ইন্দ্র প্রমুখ;
মৎ—যার; উপরিষ্ঠাৎ—উপরে; সূর্য-রথস্য—সূর্যের রথের; মেরুং—মেরু পর্বত;
পরিভ্রমতঃ—পরিভ্রমণ করার সময়; সংবৎসর-আশ্রকম্—এক সংবৎসর সম্বিত;
চক্রম্—চক্র; দেবানাম্—দেবতাদের; অহঃ-রাত্রাভ্যাম্—দিন এবং রাত্রির দ্বারা;
পরিভ্রমতি—পরিভ্রমণ করে।

অনুবাদ

সেই দ্বীপের মধ্যে মানসোত্তর নামক একটি পর্বত রয়েছে, যা সেই দ্বীপের
অন্তরভাগ এবং বহিরভাগের সীমা নির্ধারণ করে। সেই পর্বতের বিস্তার এবং
উচ্চতা ১০,০০০ যোজন (৮০,০০০ মাইল)। সেই পর্বতের চারদিকে ইন্দ্রাদি
লোকপালদের চারটি পুরী রয়েছে। সেই পর্বতের উপর সংবৎসর নামক চক্র
সূর্যদেব তাঁর রথে পরিভ্রমণ করে সূর্যের পর্বতকে প্রদক্ষিণ করেন। সূর্যের উত্তর
দিকের পথকে বলা হয় উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণ দিকের পথকে বলা হয় দক্ষিণায়ণ।
তার একদিক দেবতাদের দিন এবং অন্য দিক দেবতাদের রাত্রি।

তাৎপর্য

সূর্যের পরিভ্রমণের কথা ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫২) প্রতিপন্ন হয়েছে—যস্যাজ্ঞা ভ্রমতি
সংভূতকালচক্রঃ। সূর্য ছয় মাস ধরে উত্তর দিকে এবং ছয় মাস ধরে দক্ষিণ
দিকে সূর্যের পর্বতকে প্রদক্ষিণ করছে। সেটি স্বর্গের দেবতাদের দিন এবং রাত্রি।

শ্লোক ৩১

তদ্বীপস্যাপ্যধিপতিঃ প্রৈয়ব্রতো বীতিহোত্রো নাইমিতস্যাশ্রজৌ
রমণকধাতকিনামানৌ বর্ষপতী নিযুজ্য স স্বয়ং পূর্বজবদ্ভগবৎকর্মশীল
এবান্তে ॥ ৩১ ॥

তৎ-দ্বীপস্য—সেই দ্বীপের; অধি—ও; অধিপতিঃ—অধিপতি; প্রৈয়ব্রতঃ—মহারাজ
প্রিয়ব্রতের পুত্র; বীতিহোত্রঃ—নাম—বীতিহোত্র নামক; এতস্য—তাঁর; আশ্র-জৌ—

দুই পুত্রকে; রমণক—রমণক; ধাতকি—ধাতকি; নামানো—নামক; বর্ষ-পত্নী—দুটি বর্ষের অধিপতি; নিযুক্ত—নিযুক্ত করে; সঃ স্বয়ম্—তিনি স্বয়ং; পূর্বজ-বৎ—তার অন্য ভ্রাতাদের মতো; ভগবৎ-কর্মশীলঃ—ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের কার্যে মগ্ন হয়ে; এব—প্রকৃতপক্ষে; আন্তে—আছেন।

অনুবাদ

বীতিহোর নামক মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র হচ্ছেন এই বীপের অধিপতি। তাঁর দুই পুত্র রমণক এবং ধাতকি। তিনি তাঁর দুই পুত্রকে সেই বীপের দুটি দিকের দুটি বর্ষের অধিপতি নিযুক্ত করে, স্বয়ং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মেধাভিষির মতো ভগবানের উপাসনায় রত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

তদ্বর্ষপুরুষা ভগবন্তং ব্রহ্মরূপিণং সাকর্মকণ কর্মগাধায়ন্তীদং
চোদাহরন্তি ॥ ৩২ ॥

তৎ-বর্ষ-পুরুষাঃ—সেই বর্ষবাসীপণ; ভগবন্তম্—ভগবানের; ব্রহ্ম-রূপিণম্—কমলাসীন ব্রহ্মরূপে; স-কর্মকণ—জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য; কর্মণা—বেদবিহিত কর্ম অনুষ্ঠান করে; আরাধয়ন্তি—আরাধনা করেন; ইদম্—এই; চ—এবং; উদাহরন্তি—তাঁরা জপ করেন।

অনুবাদ

তাঁদের জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সেই বর্ষবাসীরা ব্রহ্মরূপী ভগবানের আরাধনা করেন। তাঁরা নিম্নলিখিত শ্লোকে ভগবানের স্তুত করেন।

শ্লোক ৩৩

যৎ তৎ কর্মময়ং লিঙ্গং ব্রহ্মলিঙ্গং জনোহর্চয়েৎ ।

একান্তমদ্বয়ং শান্তং তস্মৈ ভগবতে নম ইতি ॥ ৩৩ ॥

যৎ—যা; তৎ—তা; কর্ম-ময়ম্—বৈদিক কর্মের দ্বারা প্রাপ্য; লিঙ্গম্—রূপ; ব্রহ্ম-লিঙ্গম্—যার ফলে পরমব্রহ্মকে জানা যায়; জনঃ—ব্যক্তি; অর্চয়েৎ—অর্চনা করা কর্তব্য; একান্তম্—এক পরমেশ্বরে যার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে; অদ্বয়ম্—অভিন্ন;

শান্তম্—শান্ত; তস্মৈ—তাঁকে; ভগবতে—পরম শক্তিমান; নমঃ—নমস্কার; ইতি—এই প্রকার।

অনুবাদ

ব্রহ্মা কর্মময় নামে পরিচিত, কারণ বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁর পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের মন্ত্র তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি অবিলম্বে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, এবং তাই একদিক দিয়ে তিনি ভগবান থেকে অভিন্ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অদ্বয়বাদীরা যেভাবে তাঁর উপাসনা করে, সেভাবে তাঁর উপাসনা করা উচিত নয়, পশ্চান্তরে দ্বৈত ভাব নিয়ে তাঁর উপাসনা করা উচিত। সর্বদা পরম আরাধ্য পরমেশ্বর ভগবানের সেবরূপে তাঁর সেবা করা উচিত। তাই সাক্ষাৎ বৈদিক জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয়েছেন যে ভগবান ব্রহ্মা, তাঁকে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে কর্মময়ম্ ('বেদবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রাপ্য') শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। বেদে বলা হয়েছে, স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পূন্য়ান বিরিক্ততামেতি—'যিনি নিষ্ঠা সহকারে শত জন্ম বর্ণশ্রম ধর্ম পালন করেন, তিনি ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হবেন।' এই বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মা অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে কখনও ভগবান বলে মনে করেন না; তিনি সর্বদা জানেন যে, তিনি ভগবানের নিত্য দাস। যেহেতু চিন্ময় স্তরে প্রভু এবং ভূত উভয়েই চিন্ময়, তাই এখানে ব্রহ্মাকে ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু কোন ভক্ত যদি পূর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর সেবা করেন, তা হলে বৈদিক শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়। তাই ব্রহ্মাকে ব্রহ্মলিঙ্গ বলা হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর সমগ্র রূপ বৈদিক জ্ঞানময়।

শ্লোক ৩৪

ক্মিরূবাচ

ততঃ পরস্তাল্লোকালোকানাচ্চলো লোকালোকায়োরন্তরালে পরিত
উপক্ষিপ্তঃ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ—সেই স্বাদু জলের সমুদ্রের; পরস্তাৎ—পরে; লোকালোক-নাম—লোকালোক নামক; অচলঃ—একটি পর্বত; লোক-অলোকয়োঃ—অন্তরালে—পূর্ণ সূর্যালোকের

দেশ এবং সূর্যের আলোকহীন দেশের মধ্যে; পরিতঃ—চতুর্দিকে; উপকিঞ্চুঃ—
বিদ্যমান রয়েছে।

অনুবাদ

তারপর, স্বাদুজলের সমুদ্রের পরে এবং তাকে পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করে রয়েছে
লোকালোক পর্বত, যা সূর্যের আলোকে পূর্ণ দেশ এবং আলোকবিহীন
দেশগুলিকে বিভক্ত করেছে।

শ্লোক ৩৫

যাবন্মানসোত্তরমেবোরস্তরং তাবতী ভূমিঃ কাঞ্চনান্যাদর্শতলোপমা
যস্যাং প্রহিতঃ পদার্থো ন কথঞ্চিৎ পুনঃ প্রতাপলভ্যাতে তস্মাৎ
সর্বসত্ত্বপরিহৃতাসীৎ ॥ ৩৫ ॥

যাবৎ—যতখানি; মানসোত্তর-মেবোঃ অন্তরম্—মানসোত্তর পর্বত এবং মেরু পর্বতের
মধ্যবর্তী স্থান; তাবতী—ততখানি; ভূমিঃ—ভূমি; কাঞ্চনী—স্বর্ণময়; অন্যা—অন্য;
আদর্শ-তল-উপমা—যা ঠিক দর্পণের মতো; যস্যাং—যাতে; প্রহিতঃ—পতিত;
পদার্থঃ—বস্তু; ন—না; কথঞ্চিৎ—কোনও ভাবে; পুনঃ—পুনরায়; প্রতাপলভ্যাতে—
পাওয়া যায়; তস্মাৎ—সেই হেতু; সর্বসত্ত্ব—সমস্ত জীবদের দ্বারা; পরিহৃত—
বর্জিত; আসীৎ—ছিল।

অনুবাদ

সূক্ষ্ম পর্বত থেকে মানসোত্তর পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃতি সমন্বিত একটি ভূমি স্বাদু
জলের সমুদ্রের পরে রয়েছে। সেখানে বহু প্রাণীও বাস করে। তারপর
লোকালোক পর্বত ও দধি-সমুদ্রের অন্তরালে এক কাঞ্চনময়ী ভূমি রয়েছে। সেই
ভূমি স্বর্ণময় হওয়ার ফলে তা দর্পণের মতো আলোক প্রতিফলিত করে, এবং
কোন বস্তু সেখানে পতিত হলে তাকে আর দেখা যায় না। তাই সমস্ত প্রাণী
সেই স্থান বর্জন করেছে।

শ্লোক ৩৬

লোকালোক ইতি সমাখ্যা যদনেনাচলেন লোকালোকস্যান্তবর্তিনা-
বস্থাপাতে ॥ ৩৬ ॥

লোক—আলোক সমন্বিত (অথবা অধিবাসী সমন্বিত); অলোকঃ—আলোক-বিহীন
(অথবা অধিবাসীবিহীন); ইতি—এইভাবে; সমাখ্যা—নামক; যৎ—যা; অনেন—
এর দ্বারা; অচলেন—পর্বত; লোক—প্রাণীদের দ্বারা অধ্যুষিত স্থান; অলোকস্য—
এবং যে স্থানে প্রাণীরা বাস করে না; অন্তবর্তিনা—মধ্যবর্তী; অবস্থাপাতে—অবস্থিত।

অনুবাদ

প্রাণী অধ্যুষিত এবং প্রাণী বর্জিত স্থান দুটির মাঝখানে এক বিশাল পর্বত রয়েছে
যা এই দুটি স্থানকে পৃথক করেছে, তাই তা লোকালোক নামে বিখ্যাত।

শ্লোক ৩৭

স লোকব্রহ্মাস্তে পরিত ঈশ্বরেণ বিহিতো যস্মাৎ সূর্যাদীনাম্ ঋষাপবর্গাণাং
জ্যোতির্গণানাং গভস্তয়োহর্বাচীনাক্ষীশ্লোকানাবিতম্বানা ন কদাচিৎ
পর্যচীনা ভবিতুম্‌সহস্তে তাবদুন্নহনায়ামঃ ॥ ৩৭ ॥

সঃ—সেই পর্বত; লোক-ব্রহ্ম-অস্তে—ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ—এই তিন লোকের অস্তে;
পরিতঃ—সর্বত্র; ঈশ্বরেণ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; বিহিতঃ—সৃষ্ট; যস্মাৎ—যার
থেকে; সূর্য-অগ্নীনাম্—সূর্যলোকের; ঋষ-অপবর্গাণাম্—ঋষলোক তথা অন্য নিম্নতর
নক্ষত্র পর্যন্ত; জ্যোতিঃ-গণানাম্—সমস্ত জ্যোতিষ্কের; গভস্তয়ঃ—রশ্মি; অর্বাচীনান্—
এই নিকে, জীন্—তিন; লোকান্—লোক; আবিতম্বানাঃ—ব্যাপ্ত; ন—না; কদাচিৎ—
কখনও; পর্যচীনাঃ—সেই পর্বতের পরেই; ভবিতুম্—হতে; উৎসহস্তে—সক্ষম হয়;
তাবৎ—ততখানি; উন্নহন-আয়ামঃ—সেই পর্বতের উচ্চতা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের পরম ইচ্ছার প্রভাবে লোকালোক পর্বত ভূলোক, ভুবলোক ও
স্বলোক—এই তিন লোকের সীমা নির্ধারণ পর্বতরূপে সংস্থাপিত হয়েছে।
সূর্যলোক থেকে ঋষলোক পর্যন্ত সমস্ত জ্যোতিষ্ক এই পর্বতের দ্বারা নির্ণীত সীমার
মধ্যে ত্রিলোক জুড়ে তাদের কিরণ বিতরণ করে। এই পর্বত অত্যন্ত উচ্চ,
এমনকি ঋষলোক থেকেও উচ্চ, তাই সমস্ত জ্যোতিষ্কের কিরণ তার বাইরে
ঘেঁটে পারে না।

তাৎপর্য

লোকত্রয় বলতে ভূঃ, ভূবঃ এবং স্বঃ—এই তিনটি লোককে বোঝায়, যাদের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড বিভক্ত হয়েছে। এই তিন লোককে ঘিরে রয়েছে আট দিক, যথা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান (উত্তর-পূর্ব), অধি (দক্ষিণ-পূর্ব), বায়ু (উত্তর-পশ্চিম) এবং নৈঋত (দক্ষিণ-পশ্চিম)। লোকালোক পর্বতকে বাহিরের সীমারূপে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সমভাবে সূর্য এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্মের কিরণ বিতরিত হয়।

সূর্যের কিরণ যে কিভাবে ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে বিতরিত হয়, তার বিশদ বর্ণনা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। শ্রীল শুকদেব গোষ্বামী ব্রহ্মাণ্ডের এই সমস্ত বিষয়ের বিবরণ তাঁর শ্রীওরুদেবের কাছে যেভাবে শুনেছিলেন, সেইভাবে তা মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে বর্ণনা করেছেন। এই সমস্ত তথ্য তিনি পাঁচ হাজার বছর পূর্বে প্রদান করেছিলেন, কিন্তু এই জ্ঞান তারও বহু বহু কাল পূর্বে বিদ্যমান ছিল, কারণ শুকদেব গোষ্বামী এই জ্ঞান গুরু-পরম্পরার ধারায় প্রাপ্ত হয়েছেন। যেহেতু এই জ্ঞান গুরু-পরম্পরার ধারায় প্রাপ্ত, তাই তা পূর্ণ এবং অজ্ঞাত। পঞ্চাশতের আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞানের ইতিহাস বড় জোর কয়েকশ বছর। তাই, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যদিও শ্রীমদ্ভাগবতের তথ্য স্বীকার করতে চায় না, তবুও তাদের কল্পনারও পূর্বে বিদ্যমান এই সমস্ত নিখুঁত জ্যোতির্গণনা কিভাবে তারা অস্বীকার করবে? শ্রীমদ্ভাগবত থেকে সংগ্রহ করার মতো কত তথ্য রয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কিন্তু অন্য লোক সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, এবং বাস্তবিকপক্ষে যে গ্রহটিতে তারা বাস করছে, সেই গ্রহটি সম্বন্ধেও তারা যথার্থভাবে পরিচিত নয়।

শ্লোক ৩৮

এতাবান্মোকবিন্যাসো মানলক্ষণসংস্থাভিবিচিঙ্টিতঃ কবিভিঃ স তু
পঞ্চাশৎকোটিগণিতস্য ভূগোলস্য তুরীয়ভাগোহয়ং লোকা-
লোকাচলঃ ॥ ৩৮ ॥

এতাবান্—এতটুকু; লোক-বিন্যাসঃ—বিভিন্ন লোকের বিস্তার; মান—পরিমাপ;
লক্ষণ—লক্ষণ; সংস্থাভিঃ—এবং তাদের বিভিন্ন স্থিতি; বিচিঙ্টিতঃ—বৈজ্ঞানিক
গণনার দ্বারা নিশ্চিত হয়েছে; কবিভিঃ—পণ্ডিতদের দ্বারা; সঃ—তা; তু—কিন্তু;
পঞ্চাশৎকোটি—৫০,০০,০০,০০০ যোজন; গণিতস্য—যা গণনা করা হয়েছে; ভূ-
গোলস্য—ভূগোলক নামক লোকের; তুরীয়ভাগঃ—এক-চতুর্থাংশ; অয়ম্—এই;
লোকালোক-অচলঃ—লোকালোক পর্বত।

অনুবাদ

ভূম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণপাটবঃ—এই চারটি ক্রটি থেকে মুক্ত পণ্ডিতেরা
বিভিন্ন লোকের লক্ষণ, পরিমাপ এবং অবস্থিতি বর্ণনা করেছেন। তারা বিচার
পূর্বক স্থির করেছেন যে, সূর্যের পর্বত থেকে লোকালোক পর্বতের দূরত্ব
১২,৫০,০০,০০০ যোজন (১০০,০০,০০,০০০ মাইল), অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড-গোলকের
এক-চতুর্থাংশ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর লোকালোক পর্বতের স্থিতি, সূর্যগোলকের গতি এবং
ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি থেকে সূর্যের দূরত্ব সম্বন্ধে নিখুঁত জ্যোতির্বিদ্যাগত তথ্য প্রদান
করেছেন। কিন্তু জ্যোতির্গণনায় যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে
তা ইংরেজিতে অনুবাদ করা কঠিন। তাই পাঠকদের সন্তুষ্টি করার জন্য শ্রীল বিশ্বনাথ
চক্রবর্তী ঠাকুরের সংস্কৃত ভাষার বিবৃতিটি যথার্থভাবে এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে,
যাতে পুথানুপুথভাবে ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় গণনা করা হয়েছে—

স তু লোকালোকস্ত ভূগোলকস্য ভূসম্বন্ধাৎগোলকস্যেত্যর্থঃ। সূর্যস্যেব
ভূবোহপাণ্ডগোলকয়োমধ্যবর্তিত্বাৎ যংগোলমিব ভূগোলমপি পঞ্চাশৎকোটিযোজনপ্রমাণং
তস্য তুরীয়ভাগঃ সার্থদ্বাদশকোটিযোজনবিশ্তারোজ্জ্বায় ইত্যর্থঃ। ভূস্ত চতুষ্টিং-
শল্লক্ষেনপঞ্চাশৎকোটিপ্রমাণা জ্জ্বয়া। যথা মেরুমধ্যামানসোত্তরমধ্যপর্বন্তং
সার্থসপ্তপঞ্চাশল্লক্ষোত্তরকোটিযোজনপ্রমাণম্। মানসোত্তরমধ্যাৎ স্বাদূদকসমুদ্রপর্বন্তং
যমবতিলক্ষ্যযোজনপ্রমাণং ততঃ কাকনীভূমিঃ সার্থসপ্তপঞ্চাশল্লক্ষোত্তরকোটিযোজন-
প্রমাণা এবমেকতো মেরুলোকালোকায়োরন্তরালমেকাদশলক্ষাধিকচতুষ্কোটি-
পরিমিতমন্যতোহপি তথতোতো লোকালোকালোকপর্বন্তং স্থানং দ্বাবিশেষ্টি-
লক্ষোত্তরাকোটিপরিমিতং লোকালোকাদ্বিহস্তুপেকতঃ এতাবদেব অন্যতোহপ্যভবদেব
যক্ষ্যতে, যোহুর্বিস্তার এতেন হালোক পরিমাণঞ্চ ব্যাখ্যাতং
যদ্বিলোকালোকচলাদিতি একতো লোকালোকঃ সার্থদ্বাদশকোটিযোজনপরিমাণঃ
অন্যতোহপি স তথতোভব চতুষ্টিশল্লক্ষেনপঞ্চাশৎকোটিপ্রমাণা ভূঃ সাক্ষিগীপপর্বতা
জ্জ্বয়া। অতএবাপাণ্ডগোলকাৎ সর্বতো দিক্ সপ্তদশলক্ষযোজনাবকাশে বর্তমানে সতি
পৃথিব্যাঃ শেখরাগেন ধারণং দিগ্গঞ্জৈশ্চ নিশ্চলীকরণং সার্থকং ভবেন্দন্যা তু
ব্যাখ্যাত্তর পঞ্চাশৎকোটিপ্রমাণত্বাদ্ অগোলকলগ্নত্ব তত্তৎসর্বমিকিঞ্চিকরণং স্যাৎ
চাক্ষুশে মনস্তরে চাক্ষাৎ মজ্জনং শ্রীবরাহদেবেনোখাপনঞ্চ দুর্ঘটং স্যাদিত্যাদিকং
বিবেচনীয়ম্ ॥

শ্লোক ৩৯

তদুপরিষ্ঠাচ্চতসৃশাশাস্ত্রযোনিবিলজগৎওরুণাধিনিবেশিতা যে
দ্বিরদপত্য স্বমভঃ পুঙ্করচূড়ো বামনোহপরাজিত ইতি সকললোক-
স্থিতিহেতবঃ ॥ ৩৯ ॥

তৎউপরিষ্ঠাৎ—লোকালোক পর্বতের উপরে; চতসৃশু আশাসু—চতুর্দিকে; আশ্র-
যোনিবা—ব্রহ্মার দ্বারা; অবিল-জগৎওরুণা—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের গুরু; অধিনি-
বেশিতাঃ—স্থাপিত; যে—সেই সমস্ত; দ্বিরদ-পত্যঃ—শ্রেষ্ঠ হস্তী; স্বমভঃ—স্বভভ;
পুঙ্করচূড়ঃ—পুঙ্করচূড়; বামনঃ—বামন; অপরাজিতঃ—অপরাজিত; ইতি—এই প্রকার;
সকল-লোক-স্থিতি-হেতবঃ—ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোক পালনের জন্য।

অনুবাদ

লোকালোক পর্বতের উপরে চারটি গজপতি জগৎগুরু ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে।
তারের নাম স্বমভ, পুঙ্করচূড়, বামন এবং অপরাজিত। তারা ব্রহ্মাণ্ডের এই সমস্ত
লোক ধারণ করেন।

শ্লোক ৪০

তেষাং স্ববিভূতীনাং লোকপালানাং চ বিবিধবীৰ্য্যোপবৃংণায় ভগবান্
পরমমহাপুরুষো মহাবিভূতিপতিরন্তর্যাম্যাত্মনো বিশুদ্ধসত্ত্বং ধর্মজ্ঞান-
বৈরাগ্যৈশ্বৰ্য্যাদ্যন্তমহাসিদ্ধ্যাপলক্ষণং বিশ্বস্নেনাদিভিঃ স্বপার্যদপ্রবরৈঃ
পরিবারিতো নিজবরাযুধোপশোভিতৈর্নিজভূজদণ্ডৈঃ সন্ধারয়মাণস্তন্মিন্
গিরিবরে সমস্তাং সকললোকস্বস্তয় আস্তে ॥ ৪০ ॥

তেষাম্—তারের মধ্যে; স্ববিভূতীনাম্—তার নিজের অংশসমূহ এবং সহকারী;
লোক-পালানাম্—যাদের উপর ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার
অর্পণ করা হয়েছে; চ—এবং; বিবিধ—নানা প্রকার; বীৰ্য্য-উপবৃংণায়—তার শক্তি
বিস্তারের জন্য; ভগবান্—ভগবান; পরম-মহা-পুরুষঃ—সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর
ভগবান; মহা-বিভূতি-পতিঃ—সমস্ত অস্তিত্ব শক্তির ঈশ্বর; অন্তর্যামী—পরমাত্মা;
আত্মনঃ—নিজের; বিশুদ্ধ-সত্ত্বম্—জড় ও পৈশের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত যৌর
সত্ত্বা; ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য—ধর্ম, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের; ঐশ্বর্যাদি—সর্বপ্রকার

ঐশ্বর্য; অস্ত—আট; মহাসিদ্ধি—মহা যোগসিদ্ধি; উপলক্ষণম্—লক্ষণ-সমবৃত্তি;
বিশ্বস্নেন-আদিভিঃ—বিশ্বস্নেন আদি তার অংশের দ্বারা; স্ব-পার্যদ-প্রবরৈঃ—তার
পার্যদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; পরিবারিতঃ—পরিবেষ্টিত; নিজ—তার নিজের; বর-আয়ুধ—
বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রের দ্বারা; উপশোভিতৈঃ—অলঙ্কৃত হয়ে; নিজ—নিজের; ভূজ-
দণ্ডৈঃ—বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা; সন্ধারয়মাণঃ—সেই রূপ প্রকাশ করে; তন্মিন্—তাতে;
গিরি-বরে—বিশাল পর্বত; সমস্তাং—চারদিকে; সকল-লোক-স্বস্তয়ে—সমস্ত
লোকের কল্যাণের জন্য; আস্তে—রয়েছে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত দিবা ঐশ্বর্যের ঈশ্বর এবং পরব্যোমের অধিপতি। তিনি
পরমপুরুষ ভগবান এবং সকলের পরমাত্মা। ইন্দ্রাদি লোকপালেরা তারই নির্দেশে
জড় জগতের বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন। সমস্ত লোকের সমস্ত জীবের
কল্যাণের জন্য এবং সেই গজপতিদের ও দেবতাদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য
ভগবান সেই পর্বতের উপরে তার এক বিশুদ্ধ সত্ত্বময় রূপ প্রকাশ করেছেন।
বিশ্বস্নেন আদি পার্যদ পরিবৃত্ত হয়ে তিনি ধর্ম, জ্ঞান আদি পূর্ণ ঐশ্বর্য এবং অবিমা,
লখিমা, মহিমা আদি যোগসিদ্ধি প্রকাশ করেন। তার চার হাতে বিভিন্ন অস্ত্র
দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে তিনি অত্যন্ত সুন্দররূপে বিরাজমান।

শ্লোক ৪১

আকল্পমেবং বেষং গত এষ ভগবান্নাশ্রয়োগমায়য়া বিরচিতবিবিধলোক-
যাত্রাগোপীয়ায়েতার্থঃ ॥ ৪১ ॥

আ-কল্পম্—কল্পান্ত পর্বত কাল; এবম্—এই প্রকার; বেষম্—বেশ; গতঃ—ধারণ
করেছেন; এষঃ—এই; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; আশ্র-যোগ-মায়য়া—তার চিত্রায়
শক্তির দ্বারা; বিরচিত—সম্পন্ন; বিবিধ-লোক-যাত্রা—বিভিন্ন লোকের জীবনযাত্রা;
গোপীয়ায়—কেবল পালন করার জন্য; ইতি—এই প্রকার; অর্থঃ—উদ্দেশ্য।

অনুবাদ

নারায়ণ, বিষ্ণু আদি ভগবানের বিভিন্ন রূপ বিবিধ অস্ত্রের দ্বারা অতি সুন্দরভাবে
অলঙ্কৃত। ভগবান তার চিত্রশক্তি যোগমায়ার দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত গ্রহলোক পালন
করার জন্য সেই সমস্ত রূপ প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সত্ত্বামি আত্ম-মায়য়া—“আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রকাশিত হই।” আত্ম-মায়্যা ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়াকে বোঝায়। যোগমায়ার দ্বারা জড় জগৎ এবং চিৎ-জগৎ সৃষ্টি করার পথ, ভগবান স্বয়ং বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্তি এবং দেবতারূপে নিজেকে বিস্তার করে স্বয়ং তাদের পালন করেন। তিনি সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্যন্ত এই জড় জগৎ পালন করেন, এবং তিনি স্বয়ং চিৎ-জগৎকে পালন করেন।

শ্লোক ৪২

যেহন্তবিস্তার এতেন হ্যলোকপরিমাণং চ ব্যাখ্যাতং যদ্বহিলোকালোকালো-
চলাৎ। ততঃ পরস্তাদ্যোগেশ্বরগতিং বিশুদ্ধামুদাহরন্তি ॥ ৪২ ॥

যঃ—যা, অন্তঃ-বিস্তারঃ—লোকালোক পর্বতের ভিতরের দূরত্ব, এতেন—এর দ্বারা;
হি—বস্ত্রপক্ষে, অলোক-পরিমাণম্—অলোকবর্ষের বিস্তার, চ—এবং, ব্যাখ্যাতম্—
বর্ণিত হয়েছে, যতঃ—যা, বহিঃ—বাহিরে, লোকালোক-অচলাৎ—লোকালোক
পর্বতের পরে, ততঃ—তা, পরস্তাৎ—অতীত, যোগেশ্বর-গতিম্—ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ
ভেদ করে যোগেশ্বর কৃষ্ণের গতি, বিশুদ্ধাম্—জড় কলুষ মুক্ত, উদাহরন্তি—
তারা বলেন।

অনুবাদ

হে রাজন, লোকালোক পর্বতের বাইরে অলোকবর্ষ রয়েছে, যার বিস্তার পর্বতের
অভ্যন্তর ভাগের বিস্তারের সমান, অর্থাৎ ১২,৫০,০০,০০০ যোজন (১০০ কোটি
মাইল)। অলোকবর্ষের পথ মুক্তিকামী ব্যক্তিদের গন্তব্যস্থান। সেই স্থান জড়া
প্রকৃতির ওপরে অতীত, সূত্রাৎ বিশুদ্ধ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-পুত্রদের ফিরিয়ে
আনার জন্য অর্জুনকে নিয়ে এই স্থানের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৩

অণুমধ্যগতঃ সূর্যো দ্যাবাভূম্যোৰ্যদন্তরম্ ।

সূর্য্যণ্ডগোলয়োর্মধ্যে কোটিঃ স্যুঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৪৩ ॥

অণু-মধ্য-গতঃ—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত, সূর্যঃ—সূর্যমণ্ডল, দ্যাবা-ভূম্যোঃ—
ভূলোক এবং ভুবলোক নামক দুটি লোক, যৎ—যা, অন্তরম্—মধ্যে, সূর্য—সূর্যের,

অণু-গোলয়োঃ—এবং ব্রহ্মাণ্ড-গোলক, মধ্যে—মধ্যে, কোটিঃ—কোটি, স্যুঃ—হয়;
পঞ্চ-বিংশতিঃ—পঁচিশ।

অনুবাদ

সূর্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ভূলোক এবং ভুবলোকের মধ্যবর্তী স্থান
অন্তরীক্ষ, এবং তাই তা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থল। সূর্য ও ব্রহ্মাণ্ডের পরিধির দূরত্ব
পঁচিশ কোটি যোজন (২০০ কোটি মাইল)।

তাৎপর্য

৮ মাইলে ১ যোজন হয়। ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস ৫০ কোটি যোজন (৪০০ কোটি মাইল)।
সূর্য যেহেতু ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত, তাই সূর্য এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তের দূরত্ব
২৫ কোটি যোজন (২০০ কোটি মাইল)।

শ্লোক ৪৪

মৃত্তেহণ্ড এষ এতস্মিন্ যদভূততো মার্তণ্ড ইতি ব্যপদেশঃ ।

হিরণ্যগর্ভ ইতি যদ্বিরণ্যাণ্ডসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৪ ॥

মৃত্তে—মৃত, অণ্ডে—গোলকে, এষঃ—এই, এতস্মিন্—এতে, যৎ—যা, অভূৎ—
সৃষ্টির সময়ে স্বয়ং প্রবেশ করেছেন, ততঃ—তা থেকে, মার্তণ্ড—মার্তণ্ড, ইতি—
এইভাবে, ব্যপদেশঃ—উপাধি, হিরণ্য-গর্ভঃ—হিরণ্যগর্ভ নামক, ইতি—এইভাবে,
যৎ—যেহেতু, হিরণ্য-অণ্ড-সমুদ্ভবঃ—হিরণ্যগর্ভ থেকে তাঁর জড় দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

অনুবাদ

সূর্যদেব বৈরাজ নামেও পরিচিত, অর্থাৎ তিনি সমস্ত জীবের সমষ্টি-শরীর। যেহেতু
তিনি সৃষ্টির সময় ব্রহ্মাণ্ডরূপ অচেতন অণ্ডে প্রবিষ্ট হন, তাই তিনি মার্তণ্ড নামেও
পরিচিত। তাঁর আরেক নাম হিরণ্যগর্ভ, কারণ তিনি হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) থেকে
তাঁর স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

আধ্যাত্মিক স্তরে অতি উন্নত জীব ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হন। যখন সেই প্রকার উপযুক্ত
জীব থাকেন না, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্মারূপে প্রকট হন। তবে সচরাচর
তা হয় না। ফলে দুই প্রকার ব্রহ্মা রয়েছে। কর্ণও ব্রহ্মা একজন সাধারণ

জীব এবং অন্য কোন সময়ে ব্রহ্মা হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। এখানে যে ব্রহ্মার কথা বলা হয়েছে, তিনি জীব। ব্রহ্মা ভগবান হোন অথবা সাধারণ জীবই হোন, তিনিই বৈরাজ ব্রহ্মা এবং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। তাই সূর্যদেবকেও এখানে বৈরাজরূপে স্বীকার করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৫

সূর্যেণ হি বিভজ্যন্তে দিশঃ খং দৌমহী ভিদ্ভা ।

স্বর্গাপবর্গৌ নরকা রসৌকাংসি চ সর্বশঃ ॥ ৪৫ ॥

সূর্যেণ—সূর্যলোকে সূর্যদেবের দ্বারা; হি—প্রকৃতপক্ষে; বিভজ্যন্তে—বিভক্ত হয়েছে; দিশঃ—দিকসমূহ; খম্—আকাশ; দৌঃ—স্বর্গলোক; মহী—পৃথিবী; ভিদ্ভা—অন্য বিভাগ; স্বর্গ—স্বর্গ; অপবর্গৌ—এবং মুক্তিপদ; নরকাঃ—নরক; রসৌকাংসি—অভল আদি; চ—এবং; সর্বশঃ—সমস্ত।

অনুবাদ

হে রাজন, সূর্যদেব এবং সূর্যলোক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দিক বিভাগ করেছে। সূর্যের উপস্থিতির ফলে আমরা আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এবং অন্যান্য নিম্নতর লোক সম্বন্ধে বুঝতে পারি। সূর্যের কারণেই আমরা বুঝতে পারি কোন্ স্থান জড় সুবভোগের জন্য, কোন্ স্থান মুক্তির জন্য, কোন্ স্থান নরক এবং কোন্ স্থান পাতাল।

শ্লোক ৪৬

দেবতীর্থস্থানুয্যাণং সরীসৃপসবীরুধ্যাম্ ।

সর্বজীবনিকায়ানাং সূর্য আত্মা দৃগীশ্বরঃ ॥ ৪৬ ॥

দেব—দেবতাদের; তীর্থক্—নিম্নস্তরের পণ্ডদের; মনুয্যাণাম্—এবং মানুষদের; সরীসৃপ—সরীসৃপ; সবীরুধ্যাম্—এবং বৃক্ষ ও লতা; সর্বজীবনিকায়ানাম্—সর্ব প্রকার জীবের; সূর্যঃ—সূর্যদেব; আত্মা—আত্মা; দৃক্—চক্ষুর; ইশ্বরঃ—ভগবান।

অনুবাদ

দেব, নর, পণ্ড, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ, লতা এবং বৃক্ষ সকলেই সূর্যলোক থেকে সূর্যদেব কর্তৃক প্রদত্ত ভাপ এবং আলোকের উপর নির্ভরশীল। সূর্যের

উপস্থিতির ফলেই সমস্ত জীব দেখতে পায়, এবং তাই তাঁকে বলা হয় দৃগ্-ইশ্বর বা দৃষ্টির ইশ্বর।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, সূর্য আত্মা আত্মদেনোপাস্যঃ। এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত জীবের প্রকৃত আত্মা হচ্ছেন সূর্য। তাই তিনি উপাস্য। আমরা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার দ্বারা সূর্যদেবের উপাসনা করি (ওঁ ভূর্ভুব স্বঃ তৎ সবিভূর্ব্রহ্মণঃ ভূর্গো দেবনা ধীমহি)। সূর্য এই ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা এবং এই রকম অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, সেগুলির আত্মা হচ্ছেন সূর্যদেব, ঠিক যেমন ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জগতের আত্মা। আমরা জানি যে বৈরাজ বা হিরণ্যগর্ভ সূর্য নামক বিশাল অচেতন জড় গোলকে প্রবেশ করেছেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা যে বলে সূর্যলোকে কোন প্রাণী নেই, তা ভুল। ভগবদ্গীতায় ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, প্রথমে তিনি ভগবদ্গীতা সূর্যদেবকে উপদেশ করেছিলেন (ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্)। অতএব সূর্যলোক জীব হীন নয়। সেখানে বহু জীব বাস করে এবং সেখানকার প্রধান দেবতা হচ্ছেন বৈরাজ বা বিবস্বান। সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সূর্য অগ্নিময় লোক এবং সেখানে বীরা রয়েছে তাঁদের সেখানে বাস করার উপযুক্ত শরীর রয়েছে এবং তারা সেখানে অনায়াসে বাস করতে পারেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'ব্রহ্মাণ্ডের গঠন বর্ণনা' নামক বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবাদ্য তাৎপর্য।

একবিংশতি অধ্যায়

সূর্যের গতির বর্ণনা

এই অধ্যায়ে সূর্যের গতির বর্ণনা করা হয়েছে। সূর্য একস্থানে স্থিত নয়। সূর্য অন্যান্য গ্রহের মত ভ্রমণশীল। সূর্যের পরিভ্রমণের ফলে দিন এবং রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। সূর্য যখন উত্তরায়ণে ভ্রমণ করে, তখন তার গতি দিনের বেলায় মন্দ এবং রাতে দ্রুত হয়, তার ফলে দিবসের বৃদ্ধি এবং রাত্রির হ্রাস হয়। তেমনিই, সূর্য যখন দক্ষিণায়ণে ভ্রমণ করে, তখন দিনের বেলায় তার গতি দ্রুত এবং রাতে মন্দ হয়, এবং তার ফলে দিবাভাগের হ্রাস এবং রাত্রির বৃদ্ধি হয়ে থাকে। সূর্য যখন ককট-রাশিতে প্রবেশ করে সিংহ-রাশি হয়ে ধনু-রাশিতে ভ্রমণ করে, তখন সেই পথকে বলা হয় দক্ষিণায়ন। তেমনিই, সূর্য যখন মকর-রাশিতে প্রবেশ করে কুম্ভ-রাশি হয়ে মিথুন-রাশিতে ভ্রমণ করে, তখন সেই পথকে বলা হয়ে উত্তরায়ণ। সূর্য যখন মেঘ ও তুলা রাশিতে থাকে, তখন দিন এবং রাত্রি সমান হয়।

মানসোত্তর পর্বতে চার দেবতার নিবাস রয়েছে। সুমেরু পর্বতের পূর্বে ইন্দ্রের পুরী দেবধানী, সুমেরুর দক্ষিণে যমরাজের পুরী সংযমনী, সুমেরুর পশ্চিমে জলের নিয়ন্তা বরুণের পুরী নিমলোচনী এবং সুমেরুর উত্তরে চন্দ্রের পুরী বিভাবরী রয়েছে। সূর্যের পরিভ্রমণের ফলে, এই সমস্ত স্থানে উদয়, মধ্যাহ্ন, অস্ত এবং রাত্রি হয়ে থাকে। মানুষের দৃষ্টিতে যেখানে সূর্যোদয় হয়, তার ঠিক উল্টো দিকে সূর্যাস্ত হবে। তেমনিই, যেখানে মধ্যাহ্ন, তার বিপরীত স্থানে দেখা যাবে মধ্যরাত্রি। সূর্য, চন্দ্র আদি অন্যান্য গ্রহসহ উদ্ভিত হয় এবং অস্ত যায়।

কালচক্র সংবৎসর নামক সূর্যের রথের চাকায় প্রতিষ্ঠিত। সূর্যের রথের সাতটি অশ্বের নাম গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণী, জগতী, জিহ্বী, অনুজীপ ও পঙ্কতি। অরুণদেব এই অশ্বদের ৯লক্ষ যোজন পরিমিত রথের জোয়ালিতে যোজিত করেন এবং এই ভাবে সেই রথ আদিভাদ্রদেবকে বহন করে। বাসিখিল্য নামক ষাট হাজার ঋষি সর্বদা সূর্যদেবের সম্মুখে থেকে তাঁর স্তব করেন। চোদ্দ জন গন্ধর্ব, অঙ্গরা এবং অন্যান্য দেবগণ সাতটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতি মাসে পৃথক পৃথক কর্মের দ্বারা বিভিন্ন নামধারী সূর্যদেবের মাধ্যমে পরমাধার উপাসনা করেন। এইভাবে সূর্যদেব ৯কোটি ৫১লক্ষ যোজন (৭৬ কোটি ৮ লক্ষ মাইল) ভূমণ্ডলের মধ্যে প্রতি ক্ষণে ১৬ হাজার ৪ মাইল বেগে ভ্রমণ করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এতাবানৈব ভুবলয়স্য সম্ভিবেশঃ প্রমাণলক্ষণতো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্থামী বললেন; এতাবান্—এতাবানি; এব—নিশ্চিতভাবে; ভূ-বলয়স্য সম্ভিবেশঃ—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আয়োজন; প্রমাণ-লক্ষণতঃ—লক্ষণ ও পরিমাণ অনুসারে (দৈর্ঘ্য বা প্রস্থে ৫০কোটি যোজন বা ৪০০কোটি মাইল); ব্যাখ্যাতঃ—বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্থামী বললেন—হে রাজন, এইভাবে আমি প্রমাণ এবং লক্ষণ প্রদর্শনপূর্বক ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ (৫০কোটি যোজন বা ৪০০কোটি মাইল ব্যাস) বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ২

এতেন হি দিবো মণ্ডলমানং তদ্বিদ উপদিশন্তি যথা দ্বিদলয়োনিপ্পাবা-
দীনাং তে অন্তরেণান্তরীক্ষং তদুভয়সঙ্কিতম্ ॥ ২ ॥

এতেন—এই বিবেচনা অনুসারে; হি—বস্তুতপক্ষে; দিবঃ—স্বর্গ; মণ্ডল-মানম্—মণ্ডলের পরিমাণ; তৎ-বিদঃ—যে সমস্ত পণ্ডিতেরা তা জানেন; উপদিশন্তি—উপদেশ করেন; যথা—ঠিক যেমন; দ্বিদলয়োঃ—দুই অর্ধভাগে; নিপ্পাব-আদীনাং—গম আদি শস্যের; তে—দুই ভাগের; অন্তরেণ—অন্তর্বর্তী স্থান; অন্তরীক্ষম্—অন্তরীক্ষ বা আকাশ; তৎ—দুয়ের দ্বারা; উভয়—উভয় দিকেই; সঙ্কিতম্—যেখানে দুটি ভাগ যুক্ত হয়।

অনুবাদ

গম আদি দ্বিদল শস্যের অধঃস্থিত দলের পরিমাণ জানা হলে যেমন উপরস্থ দলের পরিমাণ জানা যায়, তেমনি ভূগোলবোতা পণ্ডিতেরা বলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নভাগের পরিমাণ জানা হলে উর্ধ্বভাগের পরিমাণ সহজেই জানা যায়। ভূগোলক এবং স্বর্গ-গোলকের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে অন্তরীক্ষ। তা ভূগোলকের উপরে এবং স্বর্গ-গোলকের অধঃভাগে অবস্থিত।

শ্লোক ৩

যন্মধ্যগতো ভগবাংস্তপতাম্পতিস্তপন আতপেন ত্রিলোকীং
প্রতপত্যবভাসয়ত্যাঙ্কভাসা স এষ উদগয়নদক্ষিণায়নবৈষুবতসংজ্ঞাভি-
রান্দ্যশৈশ্ব্যাসমানাভিগতিভিরাবোহ ণাববোহ ণসমানস্থানেষু
যথাসবনমভিপদ্যমানো মকরাদিশু রাশিযুহোরাত্রাণি দীর্ঘত্বসমানানি
বিধন্তে ॥ ৩ ॥

যৎ—যার (অন্তর্বর্তী স্থান); মধ্য-গতঃ—মাঝখানে অবস্থিত হয়ে; ভগবান্—পরম শক্তিমান; তপতাম্ পতিঃ—ব্রহ্মাণ্ডে যাঁরা তাপ প্রদান করেন তাঁদের পতি; তপনঃ—সূর্য; আতপেন—তাপের দ্বারা; ত্রি-লোকীম্—ত্রিলোকের; প্রতপতি—তপ্ত করে; অবভাসয়তি—আলোকিত করেন; আঙ্ক-ভাসা—তার উজ্জ্বল কিরণের দ্বারা; সঃ—তা; এষঃ—এই সূর্যগোলক; উদগয়ন—বিষুবরেখার উত্তর দিকে গমনের; দক্ষিণ-অয়ন—বিষুবরেখার দক্ষিণ দিকে গমনের; বৈষুবত—অথবা বিষুবরেখার মধ্যে গমনের; সংজ্ঞাভিঃ—বিভিন্ন নামের দ্বারা; মান্দ্য—মহুর; শৈশ্ব্য—জ্যৈষ্ঠ; সমানাভিঃ—সমান; গতিভিঃ—গতির দ্বারা; আরোহণ—আরোহণ; অবরোহণ—অবরোহণ; সমান—মধ্যস্থানে অবস্থিতি; স্থানেষু—স্থিতিতে; যথা-সবনম্—ভগবানের আদেশ অনুসারে; অভিপদ্যমানঃ—ভ্রমণ করে; মকর-আদিশু—মকর আদি; রাশিযু—বিভিন্ন রাশিতে; অহঃ-রাত্রাণি—দিন এবং রাত্রি; দীর্ঘ—দীর্ঘ; ত্বঃ—ত্বঃ; সমানানি—সমান; বিধন্তে—করে।

অনুবাদ

সেই অন্তরীক্ষের মধ্যে থেকে চন্দ্র প্রকৃতি তাপ প্রদানকারী গ্রহদের রাজা ঐশ্বর্যশালী সূর্যদেব তাঁর ডেজের প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডকে উত্তপ্ত করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্থিতি পালন করেন। তিনি সমস্ত জীবকে দর্শন করতে সাহায্য করার জন্য আলোকও প্রদান করেন। ভগবানের নির্দেশ অনুসারে সূর্য উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন এবং বিষুবরেখার মধ্যে ভ্রমণ করার সময় সূর্যের গতি যথাক্রমে মন্দ, ক্ষিপ্ত এবং সমান হয়। তাঁর এই ত্রিবিধ গতি অনুসারে আরোহণ, অবরোহণ ও সমস্থানে মকর আদি রাশিতে ভ্রমণের ফলে, দিন ও রাত্রির দ্বৈততা, দীর্ঘতা এবং সমানতা হয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫২) ব্রহ্মা প্রার্থনা করেছেন—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং

রাজা সমস্তসূরমূর্তিরশেষভেজাঃ ।

যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংতৃপ্তকালচক্রেণ

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

“সূর্য ভগবানের চক্ষু সদৃশ, এবং ভগবানেরই আজ্ঞায় কালচক্রে ভ্রমণ করছেন। সূর্য তাপ এবং আলোক প্রদানে অন্তহীন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সমস্ত গ্রহের রাজা। আমি সেই সূর্যদেবের নিয়ন্তা আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।” সূর্যকে যদিও পরম শক্তিমান ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যদিও তা সমস্ত জ্যোতিষের মধ্যে সব চাইতে শক্তিশালী, তবুও তাঁকে গোবিন্দের আদেশ পালন করতে হয়। ভগবান সূর্যদেবকে যে কক্ষপথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা থেকে তিনি এক ইঞ্চিও সরে যেতে পারেন না। এইভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সকলকে পরমেশ্বর ভগবানের পরম আদেশ পালন করতে হয়। সমগ্র জড়া প্রকৃতি তাঁর আদেশ পালন করছে। কিন্তু অজ্ঞানতাবশত মানুষ প্রকৃতির ক্রিয়ার পেছনে যে ভগবানের পরম আদেশ রয়েছে তা বুঝতে পারে না। ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে, ময়াধাক্ষেপ প্রকৃতিঃ—জড়া প্রকৃতি ভগবানের আদেশ পালন করছে এবং তার ফলে সবকিছু অত্যন্ত সুন্দর নিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

শ্লোক ৪

যদা মেঘতুলয়োর্বর্ততে তদাহোরাত্রাণি সমানানি ভবন্তি যদা বৃষভাদিষু পঞ্চসু চ রাশিষু চরতি তদাহান্যেব বর্ধন্তে হ্রসতি চ মাসি মাসৌকৈকা ঘটিকা রাত্রিষু ॥ ৪ ॥

যদা—যখন; মেঘ-তুলয়োঃ—মেঘ এবং তুলা রাশিতে; বর্ততে—সূর্য থাকে; তদা—সেই সময়ে; অহঃ-রাত্রাণি—দিন এবং রাত্রি; সমানানি—সমান; ভবন্তি—হয়; যদা—যখন; বৃষভ-আদিষু—বৃষ, মিথুন আদি; পঞ্চসু—পাঁচ; চ—ও; রাশিষু—রাশিতে; চরতি—বিচরণ করে; তদা—সেই সময়ে; অহানি—দিন;

এব—নিশ্চিতভাবে; বর্ধন্তে—বর্ধিত হয়; হ্রসতি—হ্রাস পায়; চ—এবং; মাসি মাসি—প্রত্যেক মাসে; এক-একা—এক-এক; ঘটিকা—আধ ঘণ্টা; রাত্রিষু—রাত্রে।

অনুবাদ

সূর্য যখন মেঘ ও তুলা রাশিতে থাকেন, তখন দিন এবং রাত্রি সমান হয়। যখন বৃষ আদি পঞ্চ রাশিতে বিচরণ করেন, তখন দিবাভাগ বৃদ্ধি পায়, এবং প্রতি মাসে আধ ঘণ্টা করে রাত্রির মান হ্রাস পায় (কর্কট রাশি পর্যন্ত)। তারপর দিনের মান প্রতি মাসে আধ ঘণ্টা করে ক্রমে ক্রমে অবশেষে তুলা রাশিতে দিন এবং রাত্রি সমান হয়ে যায়।

শ্লোক ৫

যদা বৃশ্চিকাদিষু পঞ্চসু বর্ততে তদাহোরাত্রাণি বিপর্যয়ানি ভবন্তি ॥ ৫ ॥

যদা—যখন; বৃশ্চিকাদিষু—বৃশ্চিক আদি; পঞ্চসু—পাঁচ; বর্ততে—থাকে; তদা—সেই সময়ে; অহঃ-রাত্রাণি—দিন এবং রাত্রি; বিপর্যয়ানি—বিপর্যীত (দিবাভাগ হ্রাস পায় এবং রাত্রির মান বৃদ্ধি পায়); ভবন্তি—হয়।

অনুবাদ

সূর্য যখন বৃশ্চিকাদি পঞ্চ রাশিতে অবস্থান করেন, তখন দিবাভাগ হ্রাস পায় এবং রাত্রি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (মকর রাশি পর্যন্ত)। তারপর ধীরে ধীরে মেঘ রাশিতে পুনরায় দিন এবং রাত্রি সমান হয়ে যায়।

শ্লোক ৬

যাবদক্ষিণায়নমহানি বর্ধন্তে যাবদুদগয়নং রাত্রয়ঃ ॥ ৬ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; দক্ষিণ-অয়নম্—সূর্য দক্ষিণায়নে বিচরণ করে; অহানি—দিন; বর্ধন্তে—বর্ধিত হয়; যাবৎ—যে পর্যন্ত; উদগয়নম্—সূর্য উত্তরায়ণে গমন করে; রাত্রয়ঃ—রাত্রি।

অনুবাদ

সূর্যের দক্ষিণায়ন পর্যন্ত দিবাভাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং উত্তরায়ণ পর্যন্ত রাত্রি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শ্লোক ৭

এবং নব কোটয় একপঞ্চাশলক্ষাণি যোজনানাং মানসোত্তরগিরি-
পরিবর্তনস্যোপদিশন্তি তস্মিন্মৈত্রীং পুরীং পূর্বশ্মারোরোদেবধানীং নাম
দক্ষিণতো যাম্যং সংযমনীং নাম পশ্চাদ্বারুণীং নিম্নোচনীং নাম উত্তরতঃ
সৌম্যং বিভাবরীং নাম তাসুদয়মধ্যাহ্নস্তময়নিশীথানীতি ভূতানাং
প্রবৃত্তিনিবৃত্তিনিমিত্তানি সময়বিশেষেণ মেরোঃশতুর্দিশম্ ॥ ৭ ॥

এবম্—এইভাবে; নব—নয়; কোটয়—কোটি; একপঞ্চাশৎ—একশ; লক্ষাণি—
লক্ষ; যোজনানাম্—যোজনের; মানসোত্তর-গিরি—মানসোত্তর পর্বত; পরিবর্তনস্য—
প্রদক্ষিণের; উপদিশন্তি—(পতিতেরা) উপদেশ দেন; তস্মিন্—তাতে (মানসোত্তর
পর্বতে); মৈত্রীম্—দেবরাজ ইন্দ্রের; পুরীম্—নগরী; পূর্বশ্মাৎ—পূর্ব দিকে;
মেরোঃ—সুমেরু পর্বতের; দেবধানীম্—দেবধানী; নাম—নামক; দক্ষিণতঃ—দক্ষিণ
দিকে; যাম্যম্—যমরাজের; সংযমনীম্—সংযমনী; নাম—নামক; পশ্চাৎ—পশ্চিম
দিকে; বারুণীম্—বরুণের; নিম্নোচনীম্—নিম্নোচনী; নাম—নামক; উত্তরতঃ—উত্তর
দিকে; সৌম্যম্—চন্দ্রের; বিভাবরীম্—বিভাবরী; নাম—নামক; তাসু—সেই সর্বের
মধ্যে; উদয়—সূর্যোদয়; মধ্যাহ্ন—মধ্যাহ্ন; অস্তময়—সূর্যাস্ত; নিশীথানি—মধ্যরাত্রি;
ইতি—এইভাবে; ভূতানাম্—জীবদের; প্রবৃত্তি—কার্যকলাপের; নিবৃত্তি—কার্যকলাপের
সমাপ্তি; নিমিত্তানি—কারণ; সময়-বিশেষেণ—বিশেষ সময়ের দ্বারা; মেরোঃ—সুমেরু
পর্বতের; শতুঃ-দিশম্—চারদিকে।

অনুবাদ

ওকদেব গোস্থামী বললেন—হে রাজন, আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি এবং
পণ্ডিতেরা নির্ণয় করেছেন যে, সূর্য মানসোত্তর পর্বতের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে
৯ কোটি ৫১ লক্ষ যোজন ভ্রমণ করেন। মানসোত্তর পর্বতে সুমেরুর পূর্বদিকে
দেবধানী নামে ইন্দ্রের, দক্ষিণে সংযমনী নামে যমের, পশ্চিমে নিম্নোচনী নামে
বরুণের এবং উত্তরে বিভাবরী নামে চন্দ্রের পুরী রয়েছে। সেই সমস্ত পুরীতে
কাল বিশেষে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, সূর্যাস্ত ও মধ্যরাত্রি হয়ে থাকে, এবং তার ফলে
সমস্ত জীব তাদের কর্মে প্রবৃত্ত হয় অথবা নিবৃত্ত হয়।

শ্লোক ৮-৯

তত্রত্যানাম্ দিবসমধ্যাক্তং এব সদাদিত্যন্তপতি সর্বোচলং দক্ষিণেন
করোতি ॥ ৮ ॥ যত্রোদেতি তস্য হ সমানসূত্রনিপাতে নিম্নোচতি যত্র

ক্চন স্যাদেনাভিতপতি তস্য হৈব সমানসূত্রনিপাতে প্রস্থাপয়তি তত্র গতং
ন পশ্যন্তি যে তং সমনুপশ্যেয়ন ॥ ৯ ॥

তত্রত্যানাম্—মেরু পর্বতবাসীদের; দিবস-মধ্যাক্তং—মধ্যাহ্নকালীন; এব—
বস্ত্রতপক্ষে; সদা—সর্বদা; আদিত্যঃ—সূর্য; তপতি—তপ্ত করে; সর্বোচলং—বাম দিকে;
অচলম্—সুমেরু পর্বত; দক্ষিণেন—দক্ষিণ দিকে (দক্ষিণমুখী বায়ুর প্রভাবে সূর্য
দক্ষিণ দিকে যায়); করোতি—গমন করে; যত্র—যে পর্বত; উদেতি—উদিত হয়;
তস্য—সেই স্থানের; হ—নিশ্চিতভাবে; সমানসূত্র-নিপাতে—ঠিক বিপরীত দিকে;
নিম্নোচতি—সূর্য অস্ত যায়; যত্র—যেখানে; ক্চন—কোথাও; স্যাদেন—থেকে
উৎপাদন করে; অভিতপতি—তপ্ত করে (মধ্যাহ্নে); তস্য—তার; হ—নিশ্চিতভাবে;
এষঃ—এই (সূর্য); সমানসূত্র-নিপাতে—ঠিক বিপরীত দিকে; প্রস্থাপয়তি—নিম্নিত
করে (মধ্য রাত্রে); তত্র—সেখানে; গতম্—গত; ন পশ্যন্তি—দেখে না; যে—যে;
তম্—সূর্যন্তি; সমনুপশ্যেয়ন—দেখে।

অনুবাদ

সুমেরু পর্বতবাসীরা সব সময় মধ্যাহ্নের উচ্চতা অনুভব করেন, কারণ সূর্য সর্বদা
তাদের মাথার উপরে থেকে তাপ দান করেন। সূর্য যদিও নক্ষত্র অভিমুখী
স্বাভাবিক গতি অনুসারে সুমেরুকে বামদিকে রেখে বামাবর্তে ভ্রমণ করেন, তবুও
দক্ষিণাবর্ত বায়ুর প্রভাবে সুমেরুকে দক্ষিণে রেখেও কখনও কখনও ভ্রমণ করেন।
যে স্থানে মানুষ সূর্যের উদয় হতে দেখতে, তার ঠিক বিপরীত স্থানে অবস্থিত
দেশের মানুষেরা সেই সময়ে সূর্যাস্ত দর্শন করবে, এবং যেখানে মধ্যাহ্ন তার
সমনুপাত স্থানে সেখানকার মানুষদের কাছে তা তখন মধ্যরাত্রি। অতএব যে
স্থানে অবস্থিত হয়ে মানুষ সূর্য অস্ত দর্শন করে, তারা তার সমনুপাত স্থানে
গিয়ে সূর্যকে সেই অবস্থায় দেখতে পাবে না।

শ্লোক ১০

যদা চৈন্দ্রাঃ পূর্যঃ প্রচলতে পঞ্চদশঘটিকাভির্ঘাম্যং সপাদকোটিদ্বয়ং
যোজনানাং সার্বদ্বাদশলক্ষাণি সাধিকানি চোপযাতি ॥ ১০ ॥

যদা—যখন; চ—এবং; চৈন্দ্রাঃ—ইন্দ্রের; পূর্যঃ—পুরী থেকে; প্রচলতে—গমন করে;
পঞ্চদশ—পনের; ঘটিকাভিঃ—আধ ঘণ্টা (প্রকৃতপক্ষে ২৪ মিনিট); ঘাম্যম্—

যমপুরীতে; সপাদ-কোটি-দ্বয়ম্—সোয়া দুই কোটি (২ কোটি ২৫ লক্ষ);
যোজনানাম্—যোজনের; সার্থ—এবং অর্থ; দ্বাদশ-লক্ষাণি—১২ লক্ষ; সাধিকানি—
পচিশ হাজার অধিক; চ—এবং; উপযাতি—অতিক্রম করে।

অনুবাদ

সূর্য যখন ইন্ড্রের পুরী দেবধানী থেকে যমপুরী সংঘমনীতে গমন করেন, তখন
তিনি ১৫ ঘটিকায় (৬ ঘন্টার) ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার যোজন (১৯
কোটি ২ লক্ষ মাইল) পথ অতিক্রম করেন।

তাৎপর্য

সাধিকানি শব্দে পঞ্চ-বিংশতি-সহস্রাধিকানি অথবা ২৫ হাজার যোজন বোঝায়।
তার সঙ্গে ২ কোটি ৫০ লক্ষ এবং সাড়ে বারো লক্ষ যোজন হচ্ছে সূর্যের এক
পুরী থেকে অন্য পুরীতে গমনের দূরত্ব। অর্থাৎ ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার
যোজন বা ১৯ কোটি ২ লক্ষ মাইল। সেই দূরত্বের চার গুণ বা ৯ কোটি ৫১
লক্ষ যোজন (৭৬ কোটি ৮ লক্ষ মাইল) সূর্যের কক্ষপথ।

শ্লোক ১১

এবং ততো বারুণীং সৌম্যামৈন্দ্রীং চ পুনস্তথান্যে চ গ্রহাঃ সোমাদয়ো
নক্ষত্রৈঃ সহ জ্যোতিশ্চক্রে সমভ্রাদ্যন্তি সহ বা নিম্নোচস্তি ॥ ১১ ॥

এবম্—এইভাবে; ততঃ—সেখান থেকে; বারুণীম্—বরুণের পুরী পর্যন্ত;
সৌম্যাম্—চন্দ্রের পুরী পর্যন্ত; ঐন্দ্রীং চ—এবং ইন্ড্রের পুরী পর্যন্ত; পুনঃ—পুনরায়;
তথা—এই প্রকার; অন্যে—অন্য; চ—ও; গ্রহাঃ—গ্রহগণ; সোম-আদয়ঃ—চন্দ্র
আদি; নক্ষত্রৈঃ—সমস্ত নক্ষত্রের; সহ—সহ; জ্যোতিশ্চক্রে—জ্যোতিশ্চক্রে;
সমভ্রাদ্যন্তি—উদিত হয়; সহ—সঙ্গে; বা—অথবা; নিম্নোচস্তি—অন্ত যায়।

অনুবাদ

যমরাজের পুরী থেকে সূর্য বরুণের পুরী নিম্নোচনীতে যান, সেখান থেকে চন্দ্রের
পুরী বিভাবরীতে যান এবং সেখান থেকে পুনরায় ইন্ড্রের পুরীতে ফিরে আসেন।
ঠিক এইভাবে চন্দ্র অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রগণসহ জ্যোতিশ্চক্রে উদিত হন এবং
অন্তে গমন করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/২১) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী—“নক্ষত্রের মধ্যে
আমি চন্দ্র।” তা থেকে বোঝা যায় যে, চন্দ্রও অন্যান্য নক্ষত্রদের মতো। বৈদিক
শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে একটি সূর্য রয়েছে যা গতিশীল।
নক্ষত্রগুলিও এক-একটি সূর্য—এই পাশ্চাত্য মতবাদটি বৈদিক শাস্ত্রে অনুমোদিত
হয়নি, এবং আমরা এই কথাও মনে নিতে পারি না যে, এই সমস্ত জ্যোতিষ্কগুলি
অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের সূর্য। কারণ প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড জড় উপাদানের আবরণে আচ্ছাদিত,
তাই যদিও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, তবুও এক ব্রহ্মাণ্ড থেকে অন্য ব্রহ্মাণ্ড দেখা
যায় না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আমরা যা কিছু দেখছি তা সবই একটি ব্রহ্মাণ্ডের
অভ্যন্তরে রয়েছে। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে একজন ব্রহ্মা রয়েছে এবং বিভিন্ন লোকে
বিভিন্ন দেবতার রয়েছে, কিন্তু সূর্য কেবলমাত্র একটি।

শ্লোক ১২

এবং মুহূর্তেন চতুঃস্থিঃশ্লক্ষকযোজনান্যন্তশতাধিকানি সৌরো
রথস্ত্রয়ীময়োহসৌ চতসৃশ্চ পরিবর্ততে পুরীষু ॥ ১২ ॥

এবম্—এইভাবে; মুহূর্তেন—এক মুহূর্তে (৪৮ মিনিটে); চতুঃস্থিঃ—চৌত্রিশ;
লক্ষ—লক্ষ; যোজনানি—যোজন; অন্তঃশত-অধিকানি—অন্ত শত অধিক; সৌরঃ
-রথঃ—সূর্যদেবের রথ; ত্রয়ী-ময়ঃ—যা গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা উপাসিত হয় (ওঁ ভূর্ভুবঃ
স্বঃ তৎ সবিতুর্ ইত্যাদি); অসৌ—তা; চতসৃশ্চ—চার দিকে; পরিবর্ততে—পরিভ্রমণ
করে; পুরীষু—বিভিন্ন পুরীর চতুর্দিকে।

অনুবাদ

এইভাবে সূর্যদেবের রথ যা ত্রয়ীময়, অর্থাৎ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আদি গায়ত্রী মন্ত্রের
দ্বারা উপাসিত হয়, তা এক মুহূর্তে ৩৪ লক্ষ ৮ শত যোজন (২ কোটি ৭২
লক্ষ ৬ হাজার ৪০০ মাইল) বেগে সেই চারটি পুরীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করে।

শ্লোক ১৩

যসৌকং চক্রং দ্বাদশাং যণ্ণেনমি ত্রিণাভি সংবৎসরাঙ্কং সমামনন্তি
তস্যাক্ষো মেরোর্মুর্ধনি কৃতো মানসোত্তরে কৃততরভাগৌ যত্র প্রোতাং
রবিরথচক্রং তৈলযন্ত্রচক্রবদ্ ভ্রমন্মানসোত্তরগিরৌ পরিভ্রমতি ॥ ১৩ ॥

যস্য—যার; একম্—এক; চক্রম্—চক্র; দ্বাদশ—বারো, অরম্—অর; যট্—ছয়; নেমি—নেমি; ত্রি-নাভি—তিনটি নাভির মধ্যভাগ; সংবেৎসর-আত্মকম্—সংবেৎসর-রূপী; সমামনস্তি—তাঁরা পূর্ণরূপে বর্ণনা করেন; তস্য—সূর্যের রথ; অক্ষঃ—অক্ষ; মেয়োঃ—সূর্যের পর্বতের; মূধনি—ঊপরে; কৃতঃ—অবস্থিত; মানসোত্তরে—মানসোত্তর পর্বতে; কৃত—অবস্থিত; ইতর-ভাগঃ—অপর প্রান্ত; যত্র—যেখানে; প্রোতম্—প্রোথিত; রবি-রথ-চক্রম্—সূর্যদেবের রথের চাকা; তৈল-যজ্ঞ-চক্রবৎ—তেল নিষ্কাশন করার যন্ত্রের মতো; ভ্রমৎ—ভ্রমণ করে; মানসোত্তর-গিরৌ—মানসোত্তর পর্বতে; পরিব্রমতি—পরিব্রমণ করে।

অনুবাদ

সূর্যদেবের রথে সংবেৎসর নামক একটি চক্র রয়েছে। বারোটি মাস তার বারোটি অর, ছয় ঋতু তার নেমি এবং তিনটি চাতুর্মাস্য তার তিনটি নাভি। তার অক্ষের এক প্রান্ত সূর্যের শিখের এবং অপর প্রান্ত মানসোত্তর পর্বতে অবস্থিত। রথচক্র এই অক্ষে গ্রথিত হয়ে তেল নিষ্কাশন যন্ত্রের চক্রের মতো মানসোত্তর পর্বতের উপরে অহরহ পরিব্রমণ করছে।

শ্লোক ১৪

তস্মিন্মক্ষে কৃতমূলো দ্বিতীয়োহক্ষুর্ভ্যমানেন সম্যতস্তৈলযজ্ঞাক্ষবদ্ ধ্রুবে
কৃতোপরিভাগঃ ॥ ১৪ ॥

তস্মিন্ অক্ষে—সেই অক্ষে; কৃত-মূলঃ—যার মূল নিবদ্ধ; দ্বিতীয়ঃ—দ্বিতীয়; অক্ষঃ—অক্ষ; ভূর্যমানেন—এক-চতুর্থাংশের দ্বারা; সম্যতঃ—পরিমাণ; তৈল-যজ্ঞ-অক্ষবৎ—তেল নিষ্কাশন যন্ত্রের অক্ষের মতো; ধ্রুবে—ধ্রুবলোকে; কৃত—আবদ্ধ; উপরিভাগঃ—উর্ধ্বভাগ।

অনুবাদ

তৈল নিষ্কাশন যন্ত্রের অক্ষের মতো প্রথম অক্ষটি দ্বিতীয় অক্ষের সঙ্গে যুক্ত, যার দৈর্ঘ্য প্রথম অক্ষটির এক-চতুর্থাংশ (৩৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০০ যোজন বা ৩ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল)। এই দ্বিতীয় অক্ষের উপরিভাগ একটি বায়ুর রজ্জুর দ্বারা ধ্রুবলোকের সঙ্গে সংযুক্ত।

শ্লোক ১৫

রথনীড়স্ত যট্ ত্রিংশল্লক্ষয়োজনায়তন্তদুরীয়াভাগবিশালস্তাবান্ রবিরথযুগো
যত্র হয়শ্ছন্দোনামানঃ সপ্তারুণযোজিতা বহন্তি দেবমাদিত্যম্ ॥ ১৫ ॥

রথ-নীড়ঃ—রথের অভ্যন্তর; ত্রি-কিঙ্ক; যট্-ত্রিংশৎ-লক্ষ-যোজন-আয়তঃ—৩৬ লক্ষ যোজন দীর্ঘ; তৎ-তুরীয়া-ভাগ—তার এক-চতুর্থাংশ (৯ লক্ষ যোজন); বিশালঃ—বিস্তার; তাবান্—ততথানি; রবি-রথ-যুগঃ—অশ্ব সংযোজন করার জোয়াল; যত্র—যেখানে; হয়ঃ—অশ্বগণ; ছন্দঃ-নামানঃ—বৈদিক ছন্দের নাম সমন্বিত; সপ্ত—সাত; অরুণ-যোজিতাঃ—অরুণদেব কর্তৃক সংযোজিত; বহন্তি—বহন করে; দেবম্—দেবতাকে; আদিত্যম্—সূর্যদেব।

অনুবাদ

হে রাজন, সূর্যদেবের রথ ৩৬ লক্ষ যোজন দীর্ঘ (২ কোটি ৮৮ লক্ষ মাইল) এবং তার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ (৯ লক্ষ যোজন বা ৭২ লক্ষ মাইল) বিস্তৃত। রথের অশ্বগুলির নামকরণ হয়েছে গায়ত্রী আদি বৈদিক ছন্দের নাম অনুসারে। অরুণদেব সেই অশ্বদের ৯ লক্ষ যোজন দীর্ঘ রথের জোয়ালের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। সেই রথ নিরন্তর সূর্যদেবকে বহন করে।

তাৎপর্য

বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে—

গায়ত্রী চ বৃহত্যাষিণ্ জগতী ত্রিষ্টুপে চ ।

অনুষ্টুপ পঙ্কতিরিত্যজাশ্ছন্দাংসি হরয়ো রবোঃ ॥

সূর্যদেবের রথের সাতটি অশ্বের নাম গায়ত্রী, বৃহতী, উষিষ্, জগতী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ এবং পঙ্কতি। বৈদিক ছন্দের এই নামগুলি সূর্যদেবের রথের সাতটি অশ্বের নাম।

শ্লোক ১৬

পুরস্তাৎ সবিতুররুণঃ পশ্চাচ্চ নিযুক্তঃ সৌত্যো কর্মণি কিলান্তে ॥ ১৬ ॥

পুরস্তাৎ—সম্মুখে; সবিতুঃ—সূর্যদেবের; অরুণঃ—অরুণদেব; পশ্চাৎ—পিছন দিকে; তাকিয়ে আছেন; চ—এবং; নিযুক্তঃ—নিযুক্ত; সৌত্যো—সারথির; কর্মণি—কার্যে; কিল—নিশ্চিতভাবে; আন্তে—রয়েছেন।

অনুবাদ

অরুণদেব যদিও সূর্যদেবের সামনে অবস্থিত হয়ে রথের অশ্ব পরিচালনারূপ সারথির কার্যে নিযুক্ত, তবুও তিনি পিছনে সূর্যদেবের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

তাৎপর্য

বায়ুপুরাণে অশ্বগুলির স্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে—

সপ্তাশ্বরূপছন্দাংসী বহন্তে বামতো রবিম্ ।

চতুঃপক্ষনিবন্ধানি চক্রেবাক্ষঃ সমাহিতঃ ॥

যদিও অরুণদেব সম্মুখে উপবেশন করে রথের অশ্ব পরিচালনা করছেন তবুও তিনি পিছন দিকের তাঁর বামদিক থেকে সূর্যদেবকে দর্শন করছেন।

শ্লোক ১৭

তথা বালিখিল্য ঋষয়েঃ সৃষ্টপর্বমাত্রাঃ যষ্টিসহস্রানি পুরতঃ সূর্যং
সূক্তবাক্য নিযুক্তাঃ সংস্কবন্তি ॥ ১৭ ॥

তথা—সেখানে; বালিখিল্যঃ—বালিখিলা; ঋষয়ঃ—মহর্ষিগণ; অসৃষ্ট-পর্ব-মাত্রাঃ—
অসৃষ্ট পরিমিত; যষ্টি-সহস্রানি—ষাট হাজার; পুরতঃ—সম্মুখে; সূর্যম্—সূর্যদেবকে;
সু-উক্ত-বাক্য—মধুর বাক্য; নিযুক্তাঃ—নিযুক্ত; সংস্কবন্তি—ভ্রব করছেন।

অনুবাদ

অসৃষ্ট পরিমিত ষাট হাজার বালিখিলা ঋষি সূর্যদেবের সম্মুখে স্তুতিবাক্যে তাঁর
ভ্রব করছেন।

শ্লোক ১৮

তথ্যন্যে চ ঋষয়ো গন্ধর্বাঙ্গরসো নাগা গ্রামণ্যো যাতুধানা দেবা
ইতৌকৈকশো গণাঃ সপ্ত চতুর্দশ মাসি মাসি ভগবন্তং সূর্যমাজ্ঞানং
নানানামানং পৃথঙ্নানানামানং পৃথক্কর্মভির্দ্বন্দ্বশ উপাসতে ॥ ১৮ ॥

তথা—তেমনই; অন্যে—অন্য; চ—ও; ঋষয়ঃ—কবিগণ; গন্ধর্ব-অঙ্গরসঃ—গন্ধর্ব
ও অঙ্গরা; নাগাঃ—নাগ; গ্রামণ্যঃ—যক্ষ; যাতুধানাঃ—রাক্ষস; দেবাঃ—দেবতা;

ইতি—এই প্রকার; এক-একশঃ—একে-একে; গণাঃ—সমূহ; সপ্ত—সাত; চতুর্দশ—
চোদ্দ; মাসি মাসি—প্রত্যেক মাসে; ভগবন্তং—পরম শক্তিমান দেবতা; সূর্যম্—
সূর্য; আজ্ঞানম্—ব্রহ্মাণ্ডের আধা; নানা—বিবিধ; নামানম্—নাম সম্বিহিত; পৃথক্—
ভিন্ন; নানা-নামানঃ—বিভিন্ন নাম সম্বিহিত; পৃথক্—ভিন্ন; কর্মভিঃ—কর্ম অনুষ্ঠানের
দ্বারা; দ্বন্দ্বশঃ—দুইজন; উপাসতে—উপাসনা করেন।

অনুবাদ

তেমনই অন্য চোদ্দজন—ঋষি, গন্ধর্ব, অঙ্গরা, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস এবং দেবতা
দুজন করে সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে, প্রতি মাসে পৃথক পৃথক নাম ধারণ করে
বিভিন্ন কর্মের দ্বারা বিভিন্ন নামধারী সূর্যদেবরূপী ভগবানের আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—

জুবন্তি মুনয়ঃ সূর্যং গন্ধর্বৈর্দীয়তে পুরঃ ।

নৃত্যেন্ডোংগরসো যান্তি সূর্যস্যানু নিশাচরঃ ॥

বহন্তি পন্নগা যক্ষৈঃ ক্রিয়তেহভিমুসংগ্রহঃ ।

বালিখিল্যাস্তুথৈবনং পরিবার্য সমাসতে ।

সোহয়ং সপ্তগণঃ সূর্যমণ্ডলে মুনিসত্তম ।

হিমোন্মঃ বারিষ্ণীণাং হেতুভে সময়ং গতঃ ॥

সূর্যদেবের আরাধনা করে গন্ধর্বেরা তাঁর সম্মুখে গান করেন, অঙ্গরার রথের সম্মুখে
নৃত্য করেন, নিশাচরেরা সেই রথ অনুসরণ করেন, পন্নগেরা রথকে সাজান, যক্ষেরা
সেই রথ রক্ষা করেন এবং বালিখিলা ঋষিরা সূর্যদেবকে বেঁটন করে ভ্রব করেন।
চোদ্দজন পার্শ্বদের সাতটি দল সারা ব্রহ্মাণ্ডে যথা সময়ে হিম, তাপ এবং বৃষ্টির
আয়োজন করেন।

শ্লোক ১৯

লক্ষোত্তরং সার্বনবকোটিযোজনপরিমণ্ডলং ভুবলয়স্য ক্ষণেন সর্গব্যাত্যন্তরং
দ্বিসহস্রযোজনানি স ভূভক্তে ॥ ১৯ ॥

লক্ষ-উত্তরম্—এক লক্ষের অধিক; সার্ব—৫০ লক্ষ; নব-কোটি-যোজন—নয় কোটি
যোজন; পরিমণ্ডলম্—পরিধি; ভূ-বলয়স্য—ভূগোলকে; ক্ষণেন—এক ক্ষণে;

সগম্যুতি-উত্তরম—দুই ক্রোশ (চার মাইল); দ্বিসহস্র-যোজনানি—দুই হাজার যোজন;
সঃ—সূর্যদেব; ভুক্তে—অতিক্রম করেন।

অনুবাদ

হে রাজন, ভূমণ্ডলে সূর্যদেব তাঁর কক্ষপথে ৯ কোটি ৫১ লক্ষ যোজন (৭৬ কোটি ৮ লক্ষ মাইল) পথ প্রতিক্রমে দুই হাজার যোজন এবং দুই ক্রোশ (১৬ হাজার ৪ মাইল) বেগে অতিক্রম করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'সূর্যের গতির বর্ণনা' নামক একবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবৈদান্ত তাৎপর্য।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

গ্রহগণের কক্ষপথ

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন গ্রহের কক্ষপথের বর্ণনা করা হয়েছে। চন্দ্র আদি গ্রহের গতি অনুসারে, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অধিবাসীরা শুভ এবং অশুভ ফল ভোগ করে। তাকে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব বলা হয়।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিষয়ের নিয়ন্তা সূর্যদেবকে নারায়ণের অংশ বলে মনে করা হয়। তিনি বিশেষ করে তাপ, আলো, ঋতুর পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। নারায়ণের ঋতু, যজ্ঞ এবং সাম—এই তিনটি বেদ সূর্যরূপে অবস্থিত। তাই সূর্যকে ত্রয়ীময় বলা হয়। কখনও কখনও সূর্যদেবকে সূর্যনারায়ণও বলা হয়। সূর্যদেব নিজেকে বারোটি ভাগে বিভক্ত করে ছয়টি ঋতু এবং শীত, উষ্ণ, বর্ষা আদি ঋতুর গুণসমূহের বিধান করেন। যোগী ও বর্ণাশ্রমী কর্মীরা অষ্টাঙ্গযোগ এবং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা সূর্যের অভ্যন্তরস্থ নারায়ণের উপাসনা করে নিজেদের কল্যাণ সাধন করেন। সূর্যদেব সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের সান্নিধ্যে থাকেন। ভূলোক এবং ভুবলোকের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষে অবস্থান করে, সূর্যদেব কালক্রমে বিভিন্ন রাশিতে অবস্থিত হয়ে, রাশির নাম অনুসারে দ্বাদশ মাসে ভোগ করেন। চান্দ্রমাস দুই পক্ষে বিভক্ত। তেমনই সৌর গণনা অনুসারে, এক-একটি নক্ষত্রে সূর্য যে পরিমাণ সময় থাকেন তা এক-একটি সৌর মাস। দুই অর্ধাংশ মাসে এক ঋতু হয় এবং এক বৎসরে বারোটি মাস রয়েছে। নভোমণ্ডল দুই অর্ধাংশে বিভক্ত এবং তাদের বলা হয় অয়ন, অর্থাৎ ছয় মাসে সূর্যের ভ্রমণপথ। সূর্য কখনও মন্থর গতিতে, কখনও দ্রুত গতিতে এবং কখনও সমান গতিতে ভ্রমণ করেন। এইভাবে সূর্য স্বর্গ, ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করেন। সেই কালকে পতিভেরা সংবৎসর, পরিবৎসর, ইড়াবৎসর, অনুবৎসর এবং বৎসর নামে অভিহিত করেন।

সূর্যমণ্ডলের ১,০০,০০০ যোজন উপরিভাগে চন্দ্রগ্রহ। চন্দ্রের হ্রাস এবং বৃদ্ধি অনুসারে স্বর্গলোক এবং পিতৃলোকের দিবা-রাত্রির বিধান হয়। চন্দ্রমণ্ডলের ২,০০,০০০ যোজন উপরে কতকগুলি নক্ষত্র রয়েছে, এবং সেই নক্ষত্রের উপরে

গুরুগ্রহ, যার প্রভাব সর্বদাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদের পক্ষে শুভ। গুরুগ্রহের ২,০০,০০০ যোজন উপরে বৃহৎগ্রহ, যার প্রভাব কখনও শুভ এবং কখনও অশুভ। বৃহৎগ্রহের ২,০০,০০০ যোজন উর্ধ্বে অঙ্গারক গ্রহ, যার প্রভাব প্রায় সর্বদাই অশুভ। অঙ্গারকের ২,০০,০০০ যোজন উর্ধ্বে বৃহস্পতি গ্রহ, যার প্রভাব যজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উপর সর্বদাই অত্যন্ত অনুকূল। বৃহস্পতি গ্রহের উর্ধ্বে শনিচর গ্রহ, যার প্রভাব অত্যন্ত অশুভ। শনির উর্ধ্বে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থিত। এই সপ্তর্ষিমণ্ডল সর্বদা সমগ্র জগতের মঙ্গল চিন্তা করতে করতে, এই ব্রহ্মাণ্ডে বিষ্ণুর পরম পদ ধুবলোককে প্রদক্ষিণ করেন।

শ্লোক ১

রাজোবাচ

যদেতত্ত্বগবত আদিত্যস্য মেরুং ধ্রুবং চ প্রদক্ষিণেন পরিক্রামতো
রাশীনামভিমুখং প্রচলিতং চাপ্রদক্ষিণং ভগবতোপবর্ণিতমমুখ্য বয়ং
কথমনুমিষীমহীতি ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ—পরীক্ষিৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন; যৎ—যা; এতৎ—এই; ভগবতঃ—পরম শক্তিমান; আদিত্যস্য—সূর্যদেবের (সূর্য-নারায়ণের); মেরু—সূর্যের পর্বত; ধ্রুবম্ চ—এবং ধ্রুবলোক; প্রদক্ষিণেন—দক্ষিণ দিকে স্থাপন করে; পরিক্রামতঃ—পরিক্রমা করে; রাশীনাম্—বিভিন্ন রাশি; অভিমুখম্—অভিমুখ; প্রচলিতম্—গতিশীল; চ—এবং; অপ্রদক্ষিণম্—বাম দিকে স্থাপন করে; ভগবতা—আপনার দ্বারা; উপবর্ণিতম্—বর্ণিত; অমুখ্য—তার; বয়ম্—আমরা (শ্রোতার); কথম্—কিভাবে; অনুমিষীমহি—তর্ক এবং প্রশংসার দ্বারা তা স্বীকার করা যায়; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোষাধীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু, পরম শক্তিমান সূর্যদেব ধ্রুবলোক এবং সূর্যের পর্বতকে তার দক্ষিণে রেখে ধ্রুবলোক প্রদক্ষিণ করেন। অথচ সেই সময় আবার তিনি সূর্যের এবং ধ্রুবলোককে তার বামদিকে রেখে রাশিগণের অভিমুখে অগ্রসর হন। সূর্য যুগপৎ সূর্যের এবং ধ্রুবলোককে বামে এবং দক্ষিণে রেখে অগ্রসর হচ্ছেন, তা কিভাবে মনে নেওয়া যায়?

শ্লোক ২

স হোবাচ

যথা কুলালচক্রেণ ভ্রমতা সহ ভ্রমতাং তদাশ্রয়াণাং পিপীলিকাদীনাং
গতিরন্যৈব প্রদেশান্তরেষু পূর্ণপলভ্যমানত্বাদেব নক্ষত্ররাশিভিরুপলক্ষিতেন
কালচক্রেণ ধ্রুবং মেরুং চ প্রদক্ষিণেন পরিধাবতা সহ পরিধাবমানানাং
তদাশ্রয়াণাং সূর্যাদীনাং গ্রহাণাং গতিরন্যৈব নক্ষত্রান্তরে রাশ্যান্তরে
চোপলভ্যমানত্বাৎ ॥ ২ ॥

সঃ—শ্রীল শুকদেব গোষাধী; হ—স্পষ্টভাবে; উবাচ—উত্তর দিলেন; যথা—ঠিক যেমন; কুলাল-চক্রেণ—কুমোরের চাক; ভ্রমতা—ঘোরে; সহ—সহিত; ভ্রমতাম্—ঘূর্ণায়মান; তৎ-আশ্রয়াণাম্—সেই চক্রের উপর অবস্থিত হয়ে; পিপীলিকা-আদীনাম্—পিপীলিকা ইত্যাদি ক্ষুদ্র প্রাণী; গতিঃ—গতি; অন্যা—অন্য; এব—নিশ্চিতভাবে; প্রদেশ-অন্তরে—বিভিন্ন স্থানে; অপি—ও; উপলভ্যমানত্বাৎ—উপলব্ধ হওয়ার ফলে; এবম্—তেমনি; নক্ষত্র-রাশিভিঃ—নক্ষত্র এবং রাশিগণের দ্বারা; উপলক্ষিতেন—দৃষ্ট; কাল-চক্রেণ—কালচক্র; ধ্রুবম্—ধ্রুবলোক নামক নক্ষত্র; মেরুম্—সূর্যের পর্বত; চ—এবং; প্রদক্ষিণেন—দক্ষিণ দিকে; পরিধাবতা—পরিভ্রমণ করছে; সহ—সঙ্গে; পরিধাবমানানাম্—পরিভ্রমণকারীদের; তৎ-আশ্রয়াণাম্—সেই কালচক্র যাদের আশ্রয়; সূর্য-আদীনাম্—সূর্য আদি; গ্রহাণাম্—গ্রহদের; গতিঃ—গতি; অন্যা—অন্য; এব—নিশ্চিতভাবে; নক্ষত্র-অন্তরে—বিভিন্ন নক্ষত্রে; রাশি-অন্তরে—বিভিন্ন রাশিতে; চ—এবং; উপলভ্যমানত্বাৎ—দৃষ্ট হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোষাধী স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন—কুমোরের ঘূর্ণায়মান চক্রে ছোট ছোট পিপীলিকাদের যেমন চক্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চক্রের গতি থেকে ভিন্ন ভিন্ন গতিবিশিষ্ট হতে দেখা যায়, তেমনি, নক্ষত্র এবং রাশিগণ সূর্যের এবং ধ্রুবলোককে দক্ষিণে রেখে কালচক্রে ভ্রমণ করে এবং ক্ষুদ্র পিপীলিকা সদৃশ সূর্য ও অন্যান্য গ্রহগুলিও তার সঙ্গে ভ্রমণ করে। কিন্তু সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাশিতে এবং নক্ষত্রে দেখা যায়। তা ইঙ্গিত করে যে, তাদের গতি রাশি এবং কালচক্রের গতি থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ৩

স এষ ভগবানাদিপুরুষ এব সাক্ষান্নারায়ণো লোকানাং স্বস্তয়
আত্মানাং ত্রয়ীময়ং কর্মবিগুন্ধিনিমিত্তং কবিভিরপি চ বেদেন
বিজিজ্ঞাস্যমানো দ্বাদশধা বিভজ্য যটসু বসন্তাদিমুতুষু যথোপজ্যো-
মুতুগুণান্ বিদধাতি ॥ ৩ ॥

সঃ—সেই; এষঃ—এই; ভগবান্—পরম শক্তিমান; আদি-পুরুষঃ—আদিপুরুষ;
এব—নিশ্চিতভাবে; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; নারায়ণঃ—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ;
লোকানাম্—সমস্ত লোকের; স্বস্তয়ে—মঙ্গলের জন্য; আত্মানম্—স্বয়ং; ত্রয়ী-
ময়ম্—তিন বেদ সমন্বিত (সাম, যজু এবং কব্); কর্ম-বিগুন্ধি—সকাম কর্মের
বিগুন্ধিকরণের; নিমিত্তম্—কারণস্বরূপ; কবিভিঃ—মহাভাসের দ্বারা; অপি—ও; চ—
এব; বেদেন—বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা; বিজিজ্ঞাস্যমানঃ—জিজ্ঞাসিত হয়ে; দ্বাদশ-
ধা—বারোটি বিভাগে; বিভজ্য—বিভক্ত হয়ে; যটসু—ছয়; বসন্ত-আদিম্—বসন্ত
আদি; ঋতুষু—ঋতুতে; যথা-উপজ্যোম্—পূর্বকৃত কর্মের ভোগ অনুসারে; ঋতু-
গুণান্—বিভিন্ন ঋতুর গুণ; বিদধাতি—বিধান করেন।

অনুবাদ

জগতের আদি কারণ ভগবান নারায়ণ। বেদজ মহাত্মারা বেদজ্ঞতির দ্বারা তাঁর
উপাসনা করলে, তিনি সমস্ত লোকের মঙ্গলের জন্য এবং কর্ম গুণের জন্য এই
জগতে সূর্যরূপে অবতরণ করেছেন। তিনি নিজেকে বারোটি ভাগে বিভক্ত করে
বসন্ত আদি ছয় ঋতু সৃষ্টি করেছেন। এইভাবে তিনি শীত, উষ্ণ আদি ঋতুর
গুণসমূহ সৃষ্টি করেছেন।

শ্লোক ৪

তমেতমিহ পুরুষাক্রম্যা বিদ্যায়া বর্ণাশ্রমাচারানুপথা উচ্চাবচৈঃ কর্মভি-
রান্নাতৈর্যোগবিভাতিনৈশ্চ শ্রদ্ধয়া যজন্তোঃশ্রদ্ধয়া শ্রেয়ঃ সমধিগচ্ছন্তি ॥৪॥

তম্—তাঁকে (ভগবানকে); এতম্—এই; ইহ—এই মর্ত্যলোকে; পুরুষাঃ—সমস্ত
মানুষ; ত্রয়া—তিনটি বিভাগ সমন্বিত; বিদ্যায়া—বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা; বর্ণ-আশ্রম-
আচার—বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠান; অনুপথাঃ—অনুসরণ করে; উচ্চ-অবচৈঃ—বর্ণাশ্রম-
ধর্ম অনুসারে উচ্চ অথবা নীচ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূত্র); কর্মভিঃ—কর্মের

কর্মের দ্বারা; আন্নাতৈঃ—প্রদত্ত; যোগ-বিভাতিনৈঃ—ধ্যান আদি যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা;
চ—এবং; শ্রদ্ধয়া—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; যজন্তঃ—অরাধনা করে; অশ্রদ্ধয়া—
অনায়াসে; শ্রেয়ঃ—জীবনের পরম ব্যাঘ্র; সমধিগচ্ছন্তি—প্রাপ্ত হন।

অনুবাদ

বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে মানুষ সাধারণত সূর্যদেবরূপী ভগবান নারায়ণের উপাসনা
করেন। গভীর শ্রদ্ধা সহকারে বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি নানাবিধ কর্মের দ্বারা এবং
অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা পরমাত্মরূপে তাঁরা ভগবানের উপাসনা করেন। এইভাবে
তাঁরা অনায়াসে জীবনের পরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ৫

অথ স এষ আত্মা লোকানাং দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরেণ নভোবলয়স্য
কালচক্রগতো দ্বাদশ মানস্ ভুজ্জন্তে রাশিসংজ্ঞান্ সংবৎসরাবয়বান্ মাসঃ
পঞ্চদ্বয়ং দিবা নক্তং চেতি সপাদকক্ষদ্বয়মুপদিশন্তি যাবতা যটমংশং ভূঞ্জীত
স বৈ ঋতুরিত্যুপদিশ্যতে সংবৎসরাবয়বঃ ॥ ৫ ॥

অথ—অতএব; সঃ—তিনি; এষঃ—এই; আত্মা—প্রাণশক্তি; লোকানাম্—ত্রিভুবনের;
দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ—অন্তরেণ—বর্ণ ও মর্ত্যের মধ্যে; নভঃ-বলয়স্য—অন্তরীক্ষের;
কালচক্রগতঃ—কালচক্রে অবস্থিত; দ্বাদশ মানস্—বারো মাস; ভুজ্জন্তে—অতিক্রম
করে; রাশি-সংজ্ঞান্—রাশির নাম অনুসারে; সংবৎসর-অবয়বান্—সারা বৎসরের
অংশ; মাসঃ—এক মাস; পঞ্চদ্বয়ম্—দুই পঞ্চ; দিবা—একদিন; নক্তম্ চ—এবং
রাত্রি; ইতি—এইভাবে; সপাদ-কক্ষদ্বয়ম্—জ্যোতিষ গণনা অনুসারে সোয়া দুই নক্ষত্র;
উপদিশন্তি—উপদেশ দেন; যাবতা—যতখানি সময়; যটম্ অংশম্—তাঁর কক্ষের
এক-ষষ্ঠাংশ; ভূঞ্জীত—অতিক্রম করে; সঃ—সেই অংশ; বৈ—বস্তুতপক্ষে;
ঋতুঃ—ঋতু; ইতি—এইভাবে; উপদিশ্যতে—উপদিষ্ট হয়; সংবৎসর-অবয়বঃ—
সংবৎসরের এক অবয়ব।

অনুবাদ

সূর্যদেব, যিনি হচ্ছেন নারায়ণ বা বিষ্ণু, তিনি সমগ্র জগতের আত্মাস্বরূপ। তিনি
বর্ণ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষের মধ্যস্থলে কালচক্র রাশিতে অবস্থিত হয়ে,
রাশির নাম অনুযায়ী বারোটি বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেন। সেই বারোটি মাসের

সমদ্বয়কে বলা হয় সংবৎসর। চন্দ্রের গণনা অনুসারে শুক্ল এবং কৃষ্ণ—এই দুই পক্ষ নিয়ে এক মাস হয়। তা পিতৃলোকের এক দিন এবং রাত্রি। সৌর গণনা অনুসারে সোয়া দুই নক্ষত্রে এক মাস। সূর্যদেবের দুই মাস ভ্রমণে এক ঋতু হয়, এবং তাই ঋতুর পরিবর্তনকে সংবৎসরের দেহের অংশ বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্লোক ৬

অথ চ যাবতার্ধেন নভোবীধ্যাং প্রচরতি তং কালময়নমাচক্ষতে ॥ ৬ ॥

অর্থ—এখন; চ—ও; যাবতা—যতক্ষণ; অর্ধেন—অর্ধ; নভঃ-বীধ্যাম্—নভোমণ্ডলে; প্রচরতি—সূর্য ভ্রমণ করে; তম্—তা; কালম্—সময়; অয়নম্—আয়ন; আচক্ষতে—বলা হয়।

অনুবাদ

এইভাবে সূর্যদেব যে সময়ে নভোমণ্ডলের অর্ধাংশে ভ্রমণ করেন, সেই সময়কে বলা হয় অয়ন।

শ্লোক ৭

অথ চ যাবন্নভোমণ্ডলং সহ দ্যাবাপৃথিব্যোর্মণ্ডলাভ্যাং কার্ধম্মেন স হ ভূঞ্জীত তং কালং সংবৎসরং পরিবৎসরমিভাবৎসরমনুবৎসরং বৎসরমিতি ভানোর্মাক্ষ্যশৈশ্যসমগতিভিঃ সমামনন্তি ॥ ৭ ॥

অর্থ—এখন; চ—ও; যাবৎ—যতক্ষণ; নভঃ-মণ্ডলম্—স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী নভোমণ্ডল; সহ—সহ; দ্যাব্—স্বর্গলোকের; আপৃথিব্যোঃ—পৃথিবীর; মণ্ডলাভ্যাম্—মণ্ডল; কার্ধম্মেন—সম্পূর্ণরূপে; সঃ—তিনি; হ—বস্তুতপক্ষে; ভূঞ্জীত—অতিক্রম করতে পারে; তম্—তা; কালম্—কাল; সংবৎসরম্—সংবৎসর; পরিবৎসরম্—পরিবৎসর; ইভাবৎসরম্—ইভাবৎসর; অনুবৎসরম্—অনুবৎসর; বৎসরম্—বৎসর; ইতি—এইভাবে; ভানোঃ—সূর্যের; মাক্ষ্য—ধীর; শৈশ্য্য—শ্রুত; সম—সমান; গতিভিঃ—বেগের দ্বারা; সমামনন্তি—অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বর্ণনা করেন।

অনুবাদ

সূর্যদেব তাঁর মন্দ, ক্ষিপ্ত ও সমান গতির দ্বারা যে কাল পর্যন্ত স্বর্গমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডল—এই তিন মণ্ডলকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করেন অর্থাৎ প্রদক্ষিণ

করেন, সেই পরিমিত সময়কে পণ্ডিতেরা সংবৎসর, পরিবৎসর, ইভাবৎসর, অনুবৎসর ও বৎসর—এই পাঁচটি নামে অভিহিত করেন।

তাৎপর্য

সৌর জ্যোতিষ গণনা অনুসারে প্রতি বছরে ছয়দিন বেশি হয়, এবং চন্দ্র গণনা অনুসারে প্রতি বছরে ছয়দিন কম হয়। তাই, সূর্য এবং চন্দ্রের গতির ফলেই সৌর এবং চন্দ্র বৎসরের মধ্যে বার দিনের পার্থক্য হয়। সংবৎসর, পরিবৎসর, ইভাবৎসর, অনুবৎসর এবং বৎসরের ফলে, প্রতি পক্ষ বর্ষে দুটি অধিক মাস যোগ করা হয়। তার ফলে ষষ্ঠ সংবৎসর হয়, কিন্তু যেহেতু সেই সংবৎসরটি অধিক, তাই সৌর গণনা উপরোক্ত পাঁচটি নাম অনুসারেই হয়।

শ্লোক ৮

এবং চন্দ্রমা অর্কগভস্তিত্বা উপরিষ্ঠাশ্লক্ষযোজনত উপলভ্যমানোহর্কস্য সংবৎসরভুক্তিং পক্ষাভ্যাং মাসভুক্তিং সপাদক্ষাভ্যাং দিনেনৈব পক্ষভুক্তিমগ্রচারী ভ্রুততরগমনো ভুঙ্ক্তে ॥ ৮ ॥

এবম্—এইভাবে; চন্দ্রমা—চন্দ্র; অর্কগভস্তিত্বাঃ—সূর্যকিরণ থেকে; উপরিষ্ঠাৎ—উপরিভাগে; শ্লক্ষ-যোজনতঃ—১,০০,০০০ যোজন; উপলভ্যমানঃ—দ্রিত থেকে; অর্কস্য—সূর্যমণ্ডলের; সংবৎসরভুক্তিম্—এক বৎসরের ভোগ অতিক্রান্ত হয়; পক্ষাভ্যাম্—দুই পক্ষের দ্বারা; মাসভুক্তিম্—এক মাস অতিবাহিত হয়; সপাদ-ক্ষাভ্যাম্—সোয়া দুই দিনের দ্বারা; দিনেন—এক দিনের দ্বারা; এব—কেবল; পক্ষভুক্তিম্—এক পক্ষ অতিবাহিত হয়; অগ্রচারী—অগ্রগামী; ভ্রুততরগমনঃ—ভ্রুততর বেগে গমনশীল; ভুঙ্ক্তে—অতিক্রম করে।

অনুবাদ

সূর্য কিরণের ১,০০,০০০ যোজন উর্ধ্ব রয়েছেন চন্দ্র, যিনি সূর্যের থেকেও ভ্রুততর গতিতে ভ্রমণ করেন। চন্দ্র দুই পক্ষে সূর্যের সংবৎসরের সমান দূরত্ব অতিক্রম করেন, সোয়া দুই দিনে সূর্যের এক মাসের পথ অতিক্রম করেন, এবং এক দিনে সূর্যের এক পক্ষের সমান দূরত্ব অতিক্রম করেন।

তাৎপর্য

আমরা যখন বিচার করি যে, চন্দ্র সূর্যকিরণ থেকে ৮,০০,০০০ মাইল দূরে, তখন চন্দ্র অভিযানের কথা ভেবে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যহিত হই। চন্দ্র যেহেতু এত

দূরে অবস্থিত, তা হলে অন্তরীক্ষ যান যে কিতাবে সেখানে গেছে তা আমাদের কাছে একটি সন্দেহজনক রহস্য। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের গণনায় একের পর এক পরিবর্তন হয়, এবং তাই তারা এত অনিশ্চিত। বৈদিক শাস্ত্রের গণনা কিন্তু নির্ভুল, এবং তাই আমাদের তা গ্রহণ করা কর্তব্য। বৈদিক জ্যোতিষ গণনা বহুকাল পূর্বে করা হয়েছিল, এবং তা বৈদিক শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তা আজও নির্ভুল। বৈদিক গণনা এবং আধুনিক যুগের গণনার মধ্যে কেন্দ্রী শ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে অন্যদের মনে সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের মনে বৈদিক গণনার অত্রান্ততা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৯

অথ চাপূর্যমাণাভিঃ কলাভিরমরাণাং ক্ষীয়মাণাভিঃ কলাভিঃ
পিতৃণামহোরাত্রাণি পূর্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যাং বিতদ্বানঃ সর্বজীবনিবহপ্রাণো
জীবশৈচ্চকমেকং নক্ষত্রং ত্রিংশতা মুহূর্তেভুঙ্কতে ॥ ৯ ॥

অথ—এইভাবে; চ—ও; আপূর্যমাণাভিঃ—ক্রমশঃ বর্ধমান; ক—এবং; কলাভিঃ—
চন্দ্রের কলা; অমরাণাম্—দেবতাদের; ক্ষীয়মাণাভিঃ—ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে; ক—
এবং; কলাভিঃ—চন্দ্রের কলার দ্বারা; পিতৃণাম্—পিতৃদের; অহঃ—রাত্রি; দিন এবং
রাত্রি; পূর্বপক্ষ-অপরপক্ষাভ্যাম্—ওত্র এবং কৃষ্ণ পক্ষের দ্বারা; বিতদ্বানঃ—বিতরণ
করে; সর্বজীবনিবহ—সমস্ত জীবদের; প্রাণঃ—প্রাণ; জীবঃ—প্রধান জীব; চ—ও;
একম্ একম্—একের পর এক; নক্ষত্রম্—নক্ষত্ররাত্রি; ত্রিংশতা—ত্রিশ; মুহূর্তৈঃ—
মূহূর্ত; ভুঙ্কতে—অতিক্রম করেন।

অনুবাদ

ওত্রপক্ষে প্রতিদিন চন্দ্রের কলা বর্ধিত হয়, এবং তখন দেবতাদের দিন এবং পিতৃদের রাত্রি হয়। চন্দ্রের কৃষ্ণপক্ষে দেবতাদের রাত্রি হয় এবং পিতৃদের দিন হয়। এইভাবে চন্দ্র ত্রিশ মুহূর্তে (সারাদিনে) এক-এক নক্ষত্র অতিক্রম করেন। চন্দ্র শস্যাব্ধিকারী অমৃতময় শীতল কিরণের উৎস, এবং তাই চন্দ্রদেবকে সমস্ত জীবের প্রাণ বলে মনে করা হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবদের মধ্যে প্রধান বলে তাকে বলা হয় জীব।

শ্লোক ১০

য এষ ষোড়শকলঃ পুরুষো ভগবান্মনোময়োহৈশ্বর্যময়োহমৃতময়ো
দেবপিতৃমনুষ্যভূতপশুপক্ষিসরীসৃপবীরুধাং প্রাণাপ্যায়নশীলদ্বাং সর্বময়
ইতি বর্ণয়ন্তি ॥ ১০ ॥

যঃ—যা; এষঃ—এই; ষোড়শকলঃ—ষোলকলা সমন্বিত (পুণ্ড্রক); পুরুষঃ—পুরুষ;
ভগবান্—ভগবান্ থেকে প্রাপ্ত শক্তির বলে মহাশক্তিমান; মনঃ—মনঃ—মনের
অধিষ্ঠাতা দেবতা; অরময়ঃ—অঙ্গের শক্তির উৎস; অমৃতময়ঃ—জীবনী শক্তির উৎস;
দেবঃ—সমস্ত দেবতাদের; পিতৃঃ—সমস্ত পিতৃদের; মনুষ্যঃ—সমস্ত মানুষদের; ভূতঃ—
সমস্ত জীবদের; পশুঃ—সমস্ত পশুদের; পক্ষিঃ—পক্ষীদের; সরীসৃপঃ—সরীসৃপদের;
বীরুধাম্—সর্বপ্রকার বৃক্ষ-লতার; প্রাণঃ—প্রাণ; অপি—নিশ্চিতভাবে; আয়ন-
শীলদ্বাং—পরিভ্রমণ করার ফলে; সর্বময়ঃ—সর্বব্যাপ্ত; ইতি—এইভাবে; বর্ণয়ন্তি—
পণ্ডিতেরা বর্ণনা করেন।

অনুবাদ

চন্দ্র সমস্ত শক্তিতে পূর্ণ হওয়ার ফলে ভগবানের প্রভাবের প্রতীক। চন্দ্র মনের অধিষ্ঠাতা বলে মনোময়। তিনি সমস্ত ঔষধি এবং বৃক্ষ-লতাকে শক্তি প্রদান করেন বলে অরময়, এবং তিনি সমস্ত জীবের জীবনধরূপ বলে তিনি অমৃতময়। চন্দ্র সমস্ত দেবতা, পিতৃ, মানুষ, ভূত, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, লতা আদি সমস্ত জীবের প্রসন্নতা বিধান করেন। চন্দ্রের উপস্থিতিতে সকলেই পরিভ্রমণ হয়, তাই চন্দ্রকে বলা হয় সর্বময়।

শ্লোক ১১

তত উপরিষ্টাদিলক্ষযোজনতো নক্ষত্রাণি মেরুং দক্ষিণেনৈব কালায়ন
ঈশ্বরযোজিতানি সহভিজিতাষ্টাবিংশতিঃ ॥ ১১ ॥

ততঃ—সেই চন্দ্রমণ্ডল থেকে; উপরিষ্টাৎ—উপরিভাগে; দিলক্ষযোজনতঃ—
২,০০,০০০ যোজন; নক্ষত্রাণি—বহু নক্ষত্র; মেরুম্—সূর্যের পর্বত; দক্ষিণেন
এব—দক্ষিণ দিকে; কাল-আয়নে—কালচক্রে; ঈশ্বরযোজিতানি—ভগবান্ কর্তৃক
যোজিত; সহ—সহ; অভিজিতা—অভিজিৎ নামক নক্ষত্র; অষ্টাবিংশতিঃ—
অষ্টাশ।

অনুবাদ

চন্দ্রমণ্ডলের ২,০০,০০০ যোজন উপরে অনেকগুলি নক্ষত্র রয়েছে। ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তারা কালচক্রে যোজিত। তাঁরা সূর্যের দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করে, এবং তাদের গতি সূর্যের গতি থেকে ভিন্ন। অভিজিৎ আদি এই রকম আটশটি গুরুত্বপূর্ণ নক্ষত্র রয়েছে।

তাৎপর্য

এখানে যে নক্ষত্রগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি চন্দ্রের ১৬,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে, অতএব সেগুলি পৃথিবী থেকে ৪০,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে।

শ্লোক ১২

তত উপরিষ্টাদুশনা দ্বিলক্ষযোজনত উপলভ্যাতে পুরতঃ পশ্চাৎ সহৈব বার্কস্য শৈশ্যামান্দ্যসাম্যাভিগতিভির্কবচ্ছরতি লোকানাং নিত্যদানুকূল এব প্রায়েণ বর্ষয়ংষ্টারেণানুমীয়তে স বৃষ্টিবিস্তৃত্তগ্রহোপশমনঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ—সেই নক্ষত্রমণ্ডল থেকে; উপরিষ্টাৎ—উপরে; উশনা—গুরু; দ্বিলক্ষযোজনতঃ—২,০০,০০০ যোজন (১৬,০০,০০০ মাইল); উপলভ্যাতে—উপলব্ধ হয়; পুরতঃ—সম্মুখে; পশ্চাৎ—পিছনে; সহ—সঙ্গে; এব—বস্তুতপক্ষে; বা—এবং; অর্কস্য—সূর্যের; শৈশ্য—ক্রান্ত; মান্দ্য—মহুর; সাম্যাভিঃ—সমান; গতিভিঃ—গতি; অর্কবৎ—ঠিক সূর্যের মতো; চরতি—আবর্তিত হয়; লোকানাম্—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহের; নিত্যদা—নিরন্তর; অনুকূলঃ—অনুকূল; এব—প্রকৃতপক্ষে; প্রায়েণ—প্রায় সর্বদা; বর্ষয়ন্—বৃষ্টিপাত করায়; চারেণ—মেঘ সৃষ্টি করে; অনুমীয়তে—অনুকৃত হয়; সঃ—তিনি (গুরু); বৃষ্টিবিস্তৃত্ত—বৃষ্টির প্রতিবন্ধক; গ্রহ-উপশমনঃ—উপশমনকারী গ্রহ।

অনুবাদ

সেই নক্ষত্রমণ্ডলের ২,০০,০০০ যোজন উর্ধ্বে গুরুগ্রহ বর্তমান। সূর্যের ক্রান্ত, মহুর এবং সমান গতি অনুসারে ঐ গ্রহ কখনও সূর্যের সঙ্গে সমানভাবে, কখনও পশ্চাতে, কখনও বা অগ্রে গমন করেন। যে গ্রহ বৃষ্টির প্রতিবন্ধক, গুরু সেই গ্রহের প্রভাব নাশ করেন। তাই তাঁর উপস্থিতির ফলে বৃষ্টি হয়, এবং তাই তিনি ঐ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণীদের পক্ষে সর্বদা হিতকর বলে মনে করা হয়। পতিভেরা সেই কথা স্বীকার করেছেন।

শ্লোক ১৩

উশনসা বৃধো ব্যাখ্যাতস্তত উপরিষ্টাদ্ দ্বিলক্ষযোজনতো বৃধঃ সোমসূত উপলভ্যমানঃ প্রায়েণ শুভকৃদ্ যদার্কাদ্ ব্যতিরিচ্যোত তদাতিবাতাভ্র-প্রায়ানা বৃষ্টাদিভয়মাংশসেত ॥ ১৩ ॥

উশনসা—গুরুর দ্বারা; বৃধঃ—বৃধ; ব্যাখ্যাতঃ—ব্যাখ্যা করা হয়েছে; ততঃ—সেই (গুরু) থেকে; উপরিষ্টাৎ—উপরিভাগে; দ্বিলক্ষযোজনতঃ—১৬,০০,০০০ মাইল; বৃধঃ—বৃধ; সোমসূতঃ—চন্দ্রের পুত্র; উপলভ্যমানঃ—অবস্থিত; প্রায়েণ—প্রায় সর্বদা; শুভকৃৎ—ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের মঙ্গলপ্রদ; যদা—যখন; অর্কাৎ—সূর্য থেকে; ব্যতিরিচ্যোত—বিছিন্ন; তদা—সেই সময়; অতিবাত—প্রচণ্ড ঝড় এবং অন্যান্য অন্তর্ভুক্ত প্রভাব; অত্র—মেঘ; প্রায়—প্রায়; অনাবৃষ্টি—আদি—অনাবৃষ্টি ইত্যাদি; ভয়ম্—ভয়াবহ পরিস্থিতি; আশংসে—উৎপন্ন হয়।

অনুবাদ

বৃধকে গুরুরই মতো বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ বৃধও কখনও কখনও সূর্যের পিছনে, কখনও সামনে এবং কখনও একসঙ্গে ভ্রমণ করেন। গুরু গ্রহের ১৬,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে, অর্থাৎ ভূতল থেকে ৭২,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে চন্দ্র-তনয় বৃধ বিরাজ করেন। ইনি প্রায় সর্বদাই ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের মঙ্গল বিধান করেন, কিন্তু যখন সূর্যের সঙ্গে পরিত্যাগ করেন, তখন প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলশূন্য মেঘ, অর্থাৎ অনাবৃষ্টি অথবা অতিবৃষ্টিজনিত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ১৪

অত উর্ধ্বমঙ্গারকেহপি যোজনলক্ষদ্বিতয় উপলভ্যমানস্তিভিত্তিভিঃ পক্ষৈরেকেকশো রাশীন্ দ্বাদশানুভুক্তে যদি ন বক্রোণাভিবর্ততে প্রায়োণান্তগ্রহোহেঘশংসে ॥ ১৪ ॥

অতঃ—তা থেকে; উর্ধ্বম্—উর্ধ্বে; অঙ্গারকঃ—মঙ্গল; অপি—ও; যোজনলক্ষ-দ্বিতয়ে—১৬,০০,০০০ মাইল দূরে; উপলভ্যমানঃ—অবস্থিত; তিভিঃ—তিভিঃ—তিন-তিন; পক্ষৈঃ—পক্ষ; এক-একশঃ—এক-একটি; রাশীন্—রাশি; দ্বাদশ—বারো; অনুভুক্তে—অতিক্রম করেন; যদি—যদি; ন—না; বক্রোণ—বক্র; অভিবর্ততে—গতিতে; প্রায়েণ—প্রায় সর্বদা; অন্তঃগ্রহঃ—অঙ্গারকজনক গ্রহ; অঘশংসে—দুঃখজনক।

অনুবাদ

বৃধের ১৬,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে, অর্থাৎ ভূতল থেকে ৮৮,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে মঙ্গলগ্রহ অবস্থিত। এই গ্রহের গতি যদি বক্র না হয়, তা হলে ইনি তিন-তিন পক্ষে এক-একটি করে বারোটি রাশি অতিক্রম করেন। এই গ্রহ প্রায় সর্বদাই দুঃখজনক অশুভ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ১৫

তত উপরিষ্টাদ্ দ্বিলক্ষযোজনাস্তরগতা ভগবান্ বৃহস্পতিরেকৈকস্মিন্
রাশৌ পরিবৎসরং পরিবৎসরং চরতি যদি ন বক্রঃ স্যাৎ প্রায়েণানুকুলো
ব্রাহ্মণকুলস্য ॥ ১৫ ॥

ততঃ—সেই (মঙ্গল গ্রহের); উপরিষ্টাৎ—উর্ধ্বে; দ্বি-লক্ষযোজন-অন্তরগতাঃ—১৬,০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত; ভগবান্—অত্যন্ত শক্তিশালী গ্রহ; বৃহস্পতিঃ—বৃহস্পতি; এক-একস্মিন্—এক-এক; রাশৌ—রাশি; পরিবৎসরম্—পরিবৎসর; চরতি—বিচরণ করে; যদি—যদি; ন—না; বক্রঃ—বক্র; স্যাৎ—হয়; প্রায়েণ—প্রায় সর্বদা; অনুকুলঃ—অত্যন্ত অনুকূল; ব্রাহ্মণ-কুলস্য—ব্রাহ্মণকুলের।

অনুবাদ

মঙ্গল গ্রহের ১৬,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে, অর্থাৎ পৃথিবীর ১,০৪,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে বৃহস্পতি অবস্থিত, যিনি এক পরিবৎসরে এক-একটি রাশি অতিক্রম করেন। তাঁর গতি যদি বক্র না হয়, তা হলে তিনি প্রায়ই ব্রাহ্মণকুলের শুভাকাঙ্ক্ষী হন।

শ্লোক ১৬

তত উপরিষ্টাদ্ যোজনলক্ষদ্বয়াৎ প্রতীয়মানঃ শনৈশ্চর একৈকস্মিন্ রাশৌ
ত্রিশেণ্ মাসান্ বিলম্বমানঃ সর্বানবানুপযেতি তাবস্তিরনুবৎসরৈঃ প্রায়েণ
হি সর্বেষামশাস্তিকরঃ ॥ ১৬ ॥

ততঃ—সেই (বৃহস্পতির); উপরিষ্টাৎ—উর্ধ্বে; যোজনলক্ষদ্বয়াৎ—১৬,০০,০০০ মাইল দূরে; প্রতীয়মানঃ—অবস্থিত; শনৈশ্চরঃ—শনিগ্রহ; এক-একস্মিন্—এক-এক;

রাশৌ—রাশি; ত্রিশেণ্ মাসান্—ত্রিশ মাস ধরে; বিলম্বমানঃ—বিলম্ব করে; সর্বান্—সব কক্ষটি রাশি; এব—নিশ্চিতভাবে; অনুপযেতি—অতিক্রম করেন; তাবস্তিঃ—তত; অনুবৎসরৈঃ—অনুবৎসর; প্রায়েণ—প্রায় সর্বদা; হি—প্রকৃতপক্ষে; সর্বেষাম্—সকলেরই; অশাস্তিকরঃ—অত্যন্ত দুঃখপ্রদ।

অনুবাদ

বৃহস্পতির ১৬,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ১,২০,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে শনিগ্রহ অবস্থিত, যিনি এক একটি রাশিতে ত্রিশ মাস ধরে অবস্থান করে ত্রিশ অনুবৎসরে বারোটি রাশি পরিভ্রমণ করেন। এই গ্রহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জন্য অত্যন্ত অশুভ।

শ্লোক ১৭

তত উত্তরস্মাদৃষয় একাদশলক্ষযোজনাস্তর উপলভ্যন্তে য এব
লোকানাং শমনুভাবয়ন্তো ভগবতো বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং প্রদক্ষিণং
প্রক্রমন্তি ॥ ১৭ ॥

ততঃ—শনিগ্রহ থেকে; উত্তরস্মাৎ—উর্ধ্বে; দৃষয়ঃ—মহাবিগল; একাদশ-লক্ষযোজন-অন্তরে—১১,০০,০০০ যোজন দূরে; উপলভ্যন্তে—অবস্থিত; য—যে—তাঁরা সকলে; এব—বসন্তপক্ষে; লোকানাং—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের জন্য; শম্—শুভ; অনুভাবয়ন্তঃ—সর্বদা চিন্তা করে; ভগবতো—ভগবানের; বিষ্ণোঃ—শ্রীবিষ্ণু; যৎ—যা; পরমং পদম্—পরম পদ; প্রদক্ষিণম্—দক্ষিণে রেখে; প্রক্রমন্তি—পরিভ্রমণ করেন।

অনুবাদ

শনির থেকে ৮৮,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ২,০৮,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে সপ্তবিগল বিরাজ করছেন। তাঁরা সর্বদা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের মঙ্গল কামনা করতে করতে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম ধাম ধ্রুবলোক প্রদক্ষিণ করছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল মধাচার্য ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

জ্ঞানদন্দাঙ্কনো বিষ্ণুঃ শিশুমারবপুষ্যথ ।

উর্ধ্বলোকেষু স ব্যাপ্ত আদিত্যাদ্যাদ্ভাসিতা ॥

সমস্ত জ্ঞান এবং আনন্দের উৎস ভগবান শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ স্তরে সন্ত স্তরে শিশুমার রূপ ধারণ করেছেন। সূর্য আদি অন্য সমস্ত গ্রহ শিশুমার চক্রের আশ্রয়ে অবস্থিত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'গ্রহগণের কক্ষপথ' নামক দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

শিশুমার-চক্র

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে সমস্ত জ্যোতিষচক্র ধ্রুবলোকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সমগ্র জ্যোতিষচক্র যে শিশুমাররূপে ভগবানের আরেকটি প্রকাশ, সেই কথাও এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান বিষ্ণুর পরম পদ ধ্রুবলোক সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে ১৩,০০,০০০ যোজন উর্ধ্বে অবস্থিত। ধ্রুবলোকে, অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ, এবং ধর্মের দ্বারা বৎ সম্মানিত হয়ে ভগবানের মহান ভক্ত ধ্রুব ঠাঁদের সঙ্গে অবস্থান করছেন। মেঘীতে আবদ্ধ বলদের মতো সমগ্র জ্যোতিষচক্র কালের প্রভাবে ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে ভ্রমণ করছে। ভগবানের বিরট-রূপের উপাসকেরা এই জ্যোতিষচক্রকে শিশুমাররূপে দর্শন করেন। এই কল্পিত শিশুমার ভগবানের আরেকটি রূপ। এই শিশুমারের মস্তক অধঃমুখে এবং দেহ সর্পের মতো কুণ্ডলীভূত। তাঁর পৃষ্ঠাঙ্গ্রে ধ্রুবলোক, লাঙ্গুলে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র এবং ধর্ম, এবং পৃষ্ঠমূলে ধাতা ও বিধাতা এবং কটিদেশে সপ্তর্ষিগণ অধিষ্ঠিত রয়েছেন। শিশুমারের সমগ্র শরীর দক্ষিণাবর্তে কুণ্ডলীভূত অবস্থায় বর্তমান। তার দক্ষিণ পার্শ্বে অভিজিৎ থেকে পূর্ববর্ত পর্যন্ত চোদ্দটি নক্ষত্র এবং বাম পার্শ্বে পূষ্যা থেকে উত্তরাষাঢ়া পর্যন্ত চোদ্দটি নক্ষত্র সংযুক্ত রয়েছে। পূর্ববর্ত ও পূষ্যা শিশুমারের দক্ষিণ এবং বাম নিভায়ে অবস্থিত, এবং আর্দ্ধা ও অশ্লেষা দক্ষিণ ও বাম পদে অবস্থিত। অন্যান্য নক্ষত্রও শিশুমারের বিভিন্ন অঙ্গে সংযোজিত। যোগীরা চিত্ত স্থির করার জন্য শিশুমারের উপাসনা করেন, যাকে কুণ্ডলিনি-চক্রও বলা হয়।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ তস্মাৎ পরতত্ত্বয়োদশলক্ষযোজানান্তরতো যন্তদ্বিক্ষেঃ পরমং পদমভি-
বদন্তি যত্র হ মহাভাগবতো ধ্রুব ঐশানপাদিরঘিনেন্দ্রেণ প্রজাপতিনা

কশ্যাপেন ধর্মেণ চ সমকালযুগভিঃ সবহমানং দক্ষিণতঃ ক্রিয়মাণ
ইদানীমপি কল্পজীবিনামাজীব্য উপান্তে তস্যেহানুভাব উপবর্নিতঃ ॥১॥

শ্রী-ওঙ্কঃ উবাচ—শ্রীওঙ্কদেব গোহাম্মী বললেন; অথ—তারপর; তস্মাৎ—সপ্তর্ষিমণ্ডলের; পরতঃ—উর্ধ্বে; ত্রয়োদশ-লক্ষযোজন-অন্তরতঃ—১৩,০০,০০০ যোজন পর; যৎ—যা; তৎ—তা; বিষ্ণোঃ পরমং পদম্—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ; অভিবদন্তি—স্বক্ বেদের মন্ত্র স্তুতি করে; যত্র—যাতে; হ—বস্তুতপক্ষে; মহা-ভাগবতঃ—মহান ভক্ত; ধ্রুঃ—ধ্রুব মহারাজ; উত্তানপাদিঃ—মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র; অগ্নিা—অগ্নিদেবের দ্বারা; ইন্দ্ৰেণ—দেবরাজ ইন্দ্ৰের দ্বারা; প্রজাপতিনা—প্রজাপতির দ্বারা; কশ্যাপেন—কশ্যাপের দ্বারা; ধর্মেণ—ধর্মরাজের দ্বারা; চ—ও; সমকাল-যুগভিঃ—একই সময়ে যুক্ত; সবহ-মানম্—সর্বদা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; দক্ষিণতঃ—দক্ষিণ দিকে; ক্রিয়মাণঃ—প্রদক্ষিণ করে; ইদানীম্—এখন; অপি—ও; কল্প-জীবিনাম্—কল্পান্ত পর্যন্ত যারা জীবিত থাকেন তাঁদের; আজীব্য—জীবনের উৎস; উপান্তে—থাকে; তস্য—তার; ইহ—এখানে; অনুভাবঃ—ভগবদ্বক্তি সম্পাদনের মহিমা; উপবর্নিতঃ—ইতিমধ্যেই (চতুর্থ স্কন্ধে) বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রীল ওঙ্কদেব গোহাম্মী বললেন—হে রাজন, সপ্তর্ষিমণ্ডলের ১৩,০০,০০০ যোজন উর্ধ্বে যে স্থান রয়েছে, পতিতেরা তাকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ বলেন। সেখানে উত্তানপাদের পুত্র মহাভাগবত ধ্রুব কল্পান্ত পর্যন্ত যারা জীবিত থাকেন, সেই সমস্ত জীবদের জীবনরূপে এখনও অবস্থান করছেন। অগ্নি, ইন্দ্ৰ, প্রজাপতি, কশ্যাপ এবং ধর্ম সকলে সেখানে সমবেতভাবে বহু সন্মান সহকারে তাঁকে দক্ষিণে রেখে প্রদক্ষিণ করেন। ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপের মহিমা আমি পূর্বেই (চতুর্থ স্কন্ধে) বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২

স হি সর্বেষাং জ্যোতির্গণানাং গ্রহনক্ষত্রাদীনামনিমিষেণাযাক্তরংহসা
ভগবতা কালেন ভ্রাম্যমাণানাং স্থাপুরিবাবষ্টস্ত ঈশ্বরেণ বিহিতঃ
শব্দদবভাসতে ॥ ২ ॥

স—সেই ধ্রুবলোক; হি—বাস্তবিকপক্ষে; সর্বেষাম্—সকলের; জ্যোতিঃ-গণানাম্—জ্যোতিষ্কগণ; গ্রহনক্ষত্র-আদীনাম্—গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি; অনিমিষেণ—যে বিশ্রাম

গ্রহণ করে না; অব্যাক্ত—অচিন্ত্য; রংহসা—যাঁর বেগ; ভগবতা—পরম শক্তিমান; কালেন—কালের দ্বারা; ভ্রাম্যমাণানাম্—ভ্রাম্যমাণ; স্থাপুঃ ইব—স্থাপুর মতো; অবষ্টস্তঃ—অবলম্বন; ঈশ্বরেণ—ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা; বিহিতঃ—স্থাপিত; শব্দঃ—নিরন্তর; অবভাসতে—প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ

ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে ধ্রুবলোক সমস্ত গ্রহ এবং নক্ষত্রের অবলম্বন ত্ত্বরূপে নিরন্তর নিশ্চলভাবে বিরাজ করছেন। অবিশ্রান্ত, অব্যাক্ত, পরম শক্তিমান কাল এই সমস্ত জ্যোতিষ্কদের নিরন্তর ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে ভ্রমণ করছেন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রহ, নক্ষত্র আদি সমস্ত জ্যোতিষ্কগণ কালের প্রভাবে আবর্তিত হচ্ছে। কাল ভগবানের আর একটি রূপ। সকলেই কালের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু ভগবান তাঁর ভক্ত ধ্রুব মহারাজের প্রতি এতই প্রীত যে, তিনি সমস্ত জ্যোতিষ্কগণকে ধ্রুবলোকের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করেছেন এবং কালকে তাঁর সহযোগিতায় নিযুক্ত করেছেন। ভগবানের ইচ্ছায় এবং পরিচালনায় সব কিছু সাধিত হয়, কিন্তু তাঁর ভক্ত ধ্রুবকে এই প্রথাগের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভগবান কালকে ধ্রুবের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করেছেন।

শ্লোক ৩

যথা মেটীস্তস্ত আক্রমণপশবঃ সংযোজিতাক্তিভিক্ষিভিঃ সর্বনৈর্যথাস্থানাং
মণ্ডলানি চরন্ত্যেবং ভগণা গ্রহাদয় এতমিহস্তবহির্যোগেন কালচক্র
আযোজিতা ধ্রুবমেবাবলম্ব্য বায়ুনোদীর্যমাণা দাকল্পান্তং পরিচঙ্ক্রমন্তি
নভসি যথা মেঘাঃ শ্যোনাদয়ো বায়ুবশাঃ কর্মসংরথঃ পরিবর্তন্তে এবং
জ্যোতির্গণাঃ প্রকৃতিপুরুষসংযোগানুগৃহীতাঃ কর্মনির্মিতগত্যো ভুবি ন
পতন্তি ॥ ৩ ॥

যথা—ঠিক যেমন; মেটীস্তস্তে—মেটীস্তস্তে; আক্রমণপশবঃ—ধান মাড়াই করার বলদ; সংযোজিতাঃ—সংযোজিত হয়ে; ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ—তিনটি করে; সর্বনৈঃ—গতি; যথাস্থানম্—তাদের নিজ নিজ স্থানে; মণ্ডলানি—মণ্ডলাকারে; চরন্তি—

পরিভ্রমণ করে; এবম্—সেইভাবে; ভগবাঃ—সূর্য, চন্দ্র, গুরু, বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি
আদি জ্যোতিষ; গ্রহ-আদয়ঃ—বিভিন্ন গ্রহ; এতশ্মিন্—এতে; অন্তঃ-বহিঃ-যোগেন—
অভ্যন্তরের এবং বাহিরের বৃত্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে; কালচক্রে—কালের চক্রে;
আয়োজিতাঃ—নিযুক্ত; ধ্রুবম্—ধ্রুবলোক; এব—নিশ্চিতভাবে; অবলম্ব্য—আশ্রয়
অবলম্বন করে; বায়ুনা—বায়ুর দ্বারা; উদীয়মাণাঃ—সঞ্চালিত হয়ে; আকল্প-অপ্তম্—
কল্পান্ত পর্যন্ত; পরিচঙ্ক্রমন্তি—পরিভ্রমণ করেন; নভসি—আকাশে; যথা—ঠিক
যেমন; মেঘাঃ—মেঘ; শ্যোন-আদয়ঃ—বাজ্র আদি পক্ষী; বায়ুবশাঃ—বায়ুর দ্বারা
নিয়ন্ত্রিত; কর্মসারথয়ঃ—কর্মরূপী সারথি; পরিবর্তন্তে—পরিভ্রমণ করে; এবম্—
এইভাবে; জ্যোতিঃ-গবাঃ—গ্রহ, নক্ষত্র আদি জ্যোতিষগণ; প্রকৃতি—জড়া প্রকৃতির;
পুরুষাঃ—এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; সংযোগ-অনুগৃহীতাঃ—যৌথ প্রচেষ্টার
দ্বারা; কর্মনির্মিত—তাদের নিজস্বের কর্ম ফলের প্রভাবে; গতয়ঃ—যার গতি; ভূবি—
ভূমির উপর; ন—না; পতন্তি—পতিত হয়।

অনুবাদ

ধান মাড়াই করার সময় বলদদের যেমন মেটীস্তুড়ে, একটিকে স্তুত্বের নিকটে,
একটিকে মধ্যে এবং তৃতীয়টিকে দূরবর্তী স্থানে সংযোজিত করা হয়, এবং সেই
পতগুলি তাদের নিজ নিজ স্থান অতিক্রম না করে স্তুত্বের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে
পরিভ্রমণ করে, তেমনি, শত সহস্র গ্রহ-নক্ষত্র উর্ধ্ব ও অধঃস্থান বিভাগ অনুসারে
তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করেন। তাঁরা তাঁদের
কর্মফল অনুসারে ভগবানের দ্বারা জড়া প্রকৃতিরূপে যন্ত্রে সংযোজিত হয়ে, ধ্রুবকে
অবলম্বনপূর্বক বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে কল্পান্ত কাল পর্যন্ত ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে
পরিভ্রমণ করেন, ঠিক যেমন আকাশে শত শত টন জাল সমন্বিত মেঘ ভেসে
বেড়ায় অথবা বিশাল শোন পাখি তাদের কর্ম অবলম্বন করে নভোমণ্ডলে বিচরণ
করে অথচ কখনও পতিত হয় না।

তাৎপর্য

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে বলে শত সহস্র নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, গুরু, বুধ, মঙ্গল,
বৃহস্পতি আদি বিশাল গ্রহেরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে একত্রে ভ্রবকের মতো
পৃষ্ঠীভূত হয়ে রয়েছে, এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে, সেই কথা ঠিক নয়। এই
সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রেরা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেবক, এবং তাঁর আদেশ অনুসারে
তাঁরা তাঁদের রথে চড়ে তাঁদের কক্ষপথে বিচরণ করছেন। এই কক্ষপথগুলিকে
প্রকৃতি প্রদত্ত যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের

অধিষ্ঠাতারা ধ্রুবলোকের চারদিকে পরিভ্রমণ করে ভগবানের আদেশ পালন করছেন।
সেই কথা ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫২) এইভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে—

যচ্চক্ষুরেব সবিতা সকলগ্রহাণাং

রাজা সমস্তসূর্যমূর্তিরশেষতেজাঃ ।

যস্যাজ্ঞায়া ভ্রমতি সংভূতকালচক্রে

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

“গ্রহসকলের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট, সূর্যমূর্তি সবিতা বা সূর্য জগতের চক্ষুস্বরূপ;
তিনি যার আজ্ঞায় কালচক্রাকারে হয়ে ভ্রমণ করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে
আমি ভজনা করি।” ব্রহ্মসংহিতার এই শ্লোকটি প্রতিপন্ন করে যে, সব চাইতে
বৃহৎ এবং সব চাইতে শক্তিশালী গ্রহ সূর্য এক নির্দিষ্ট কক্ষ বা কালচক্রে ভগবানের
আজ্ঞায় ভ্রমণ করছেন। জড় বৈজ্ঞানিকদের কল্পিত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা অন্য কোন
নিয়মের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

জড় বৈজ্ঞানিকেরা ভগবানের শাসনকে অস্বীকার করতে চায়, এবং তাই তারা
গ্রহ-নক্ষত্রের গতির কারণ সম্বন্ধে নানা রকম উদ্ভট কল্পনা করে। কিন্তু, একমাত্র
কারণ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ। বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার
হচ্ছেন এক-একজন ব্যক্তি এবং ভগবানও হচ্ছেন একজন ব্যক্তি। উর্ধ্বতন ব্যক্তি
অধঃস্তন ব্যক্তিকে আদেশ দেন। ঠিক তেমনিই পরম পুরুষ তাঁর অধঃস্তন বিভিন্ন
দেবতাদের তাঁর পরম ইচ্ছা পালনের আদেশ দেন। সেই সত্য ভগবদগীতাত্তেও
(৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

“হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা ত্রিগুণাদিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি
করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।”

গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষগুলি জীবের দেহের মতো, কারণ উভয়েই ভগবানের দ্বারা
নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের মতো। এই সম্বন্ধে ভগবদগীতায় (১৮/৬১) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তাকড়ানি মায়ায়া ॥

“হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপে যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ায়
দ্বারা ভ্রমণ করান।” জড়া প্রকৃতি কর্তৃক প্রদত্ত যন্ত্র, তা সে দেহরূপ যন্ত্র হোক

অথবা কক্ষরূপ যন্ত্র হোক অথবা কালচক্র হোক, তা সবই ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কার্য করে। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পালনের জন্য ভগবান এবং প্রকৃতি যৌথভাবে কার্য করেন। সেই সূত্রে মনে রাখা উচিত যে, এই ব্রহ্মাণ্ড ছাড়াও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে।

কিভাবে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র ভাসছে, তার উত্তরও এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নয়, পঙ্কাস্তরে, বায়ুর প্রভাবে গ্রহ-নক্ষত্রগুলি ভাসছে। এই আয়োজনের ফলেই প্রচণ্ড ভারী মেঘ আকাশে ভাসে এবং বিশাল ঈগল পাখি ওড়ে। সেভাবেই বোয়িং ৭৪৭-এর মতো বিশাল জেট বিমানও কার্য করে—বায়ুর নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে, মাটিতে পড়ে যাওয়ার প্রবণতা প্রতিহত করে আকাশে ওড়ে। প্রকৃতি এবং পুরুষের সহযোগিতার ফলে, বায়ুর এই প্রকার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। জড়া প্রকৃতি এবং পরম পুরুষের সহযোগিতার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্যকলাপ এক সুন্দর নিয়মের মাধ্যমে সাধিত হচ্ছে। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৪) প্রকৃতিরও বর্ণনা করা হয়েছে—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা

ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।

ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

“ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া, যা তাঁর চিৎশক্তির ছায়া-স্বরূপা, তিনি দুর্গারূপে সকলের দ্বারা পূজিতা হন। তিনি জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কার্য সাধন করেন। যার ইচ্ছা অনুসারে দুর্গা তাঁর সমস্ত কার্য সাধন করেন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।” জড়া প্রকৃতি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। তিনি দুর্গা নামে পরিচিতা, অর্থাৎ তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিশাল দুর্গের রক্ষয়িত্রী। দুর্গ থেকে দুর্গা শব্দটি এসেছে। এই ব্রহ্মাণ্ড ঠিক একটি বিশাল দুর্গের মতো, যেখানে সমস্ত বড় জীবদের রাখা হয়েছে, এবং ভগবানের কৃপায় মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা এখান থেকে বেরোতে পারে না। ভগবান স্বয়ং ভগবদুগীতায় (৪/৯) ঘোষণা করেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

ভাত্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সাংজর্জুন ॥

“হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহভোগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।” এইভাবে কেবল কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে ভগবানের কৃপা

লাভ করে মুক্ত হওয়া সম্ভব, অর্থাৎ এই বিশাল দুর্গারূপী ব্রহ্মাণ্ড থেকে মুক্ত হয়ে তার বাইরে চিৎ-জগতে ঘিরে যাওয়া যায়।

সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারা যে তাঁদের পূর্বজন্মের সৃষ্টির ফলে তাঁদের উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, এই তথ্যটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেই কথা এখানে কর্মনির্মিতগতঃ বাক্যাংশটির মাধ্যমে সূচিত হয়েছে। যেমন, পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে চন্দ্রকে বলা হয় জীব, অর্থাৎ তিনিও আমাদের মতো একজন জীব, কিন্তু তাঁর পুণ্যকর্মের ফলে তিনি চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে নিযুক্ত হয়েছেন। তেমনি, পৃথিবী, শুক্র আদি গ্রহের অধিপতিরূপে নিযুক্ত সমস্ত দেবতারাও হচ্ছেন জীব, তাঁদের পুণ্যকর্মের ফলে তাঁরা এই ধরনের উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছেন। কেবল সূর্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সূর্যনারায়ণ হচ্ছেন ভগবানের অবতার। ঈশ্বরলোকের অধিপতি মহারাজ ঈশ্বরও একজন জীব। এইভাবে দুই প্রকার আত্মা রয়েছে—পরমাত্মা ভগবান এবং জীবাত্মা (নিত্যোনিত্যান্যং চেতনচেতনান্যম্)। সমস্ত দেবতারা ভগবানের সেবায় যুক্ত, এবং এই প্রকার আয়োজনের ফলেই কেবল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্য সংঘটিত হচ্ছে।

এই শ্লোকে যে বিশাল শ্যেন পক্ষীর উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে বুঝতে হবে যে, এত বড় শ্যেন পক্ষী রয়েছে যাদের আহার হচ্ছে হাতি। তারা এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে উড়ে যেতে পারে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে উড়ে যাওয়ার সময় তারা ডিম পাড়ে এবং অন্তরীক্ষে পতিত হওয়ার সময় সেই ডিম ফেটে তাদের শাবক উৎপন্ন হয়। বর্তমান সময়ে অবশ্য এই প্রকার বিশাল পক্ষী আমরা দেখতে পাই না, তবে অন্তত আমরা জানি যে, এমন সব বড় বড় ঈগল রয়েছে, যারা বানরদের ধরে আকাশ থেকে ছুঁড়ে মেরে ফেলে এবং তারপর তাদের খায়। তেমনিই, আমরা জানি যে এমন অনেক বিশাল পক্ষী রয়েছে, যারা হাতিকে পর্যন্ত ছেঁ মেরে আকাশে তুলে নিয়ে তাদের মেরে খেয়ে ফেলতে পারে।

শ্যেন এবং মেঘের এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আকাশে ওড়া এবং ভাসা বায়ুর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্ভব হয়। ঠিক তেমনভাবে গ্রহগুলিও ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে মহাশূন্যে ভাসছে। সেই সূত্রে বলা যেতে পারে যে, এই প্রকার আয়োজনের প্রকাশ হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। সে যাই হোক, সমস্ত নিয়মই যে ভগবান সৃষ্টি করেছেন, সে কথা স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদের সেগুলির উপর কোন রকম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই। বৈজ্ঞানিকেরা কেবল ভ্রান্তভাবে, অন্যায়ভাবে ঘোষণা করতে পারে যে ভগবান নেই, কিন্তু তা সত্য নয়।

শ্লোক ৪

কেচনৈতজ্জ্যোতিরনীকং শিশুমারসংস্থানেন ভগবতো বাসুদেবস্য
যোগধারণায়ামনুবর্ণয়ন্তি ॥ ৪ ॥

কেচন—কোন কোন যোগী বা জ্যোতির্বিদ; এতৎ—এই; জ্যোতিঃ—অনীকম্—
জ্যোতিষচক্র; শিশুমার-সংস্থানেন—এই চক্রকে শিশুমার (গুণক) বলে কল্পনা
করেন; ভগবতঃ—ভগবান; বাসুদেবস্য—বাসুদেব (বসুদেব-তনয়), শ্রীকৃষ্ণের; যোগ-
ধারণায়াম্—আরাধনায় তন্ময়ত্ব; অনুবর্ণয়ন্তি—বর্ণনা করেন।

অনুবাদ

গ্রহ এবং নক্ষত্র সমন্বিত এই বিশাল ঘনটি শিশুমার (গুণক) নামক জলজন্তুর
আকৃতির সদৃশ। তাঁকে কখনও কখনও অবতার বলে মনে করা হয়। মহান
যোগীরা বাসুদেবের এই রূপের উপর ধ্যান করেন, কারণ তাঁর এই রূপটি
দেখা যায়।

তাৎপর্য

যোগী আদি অধ্যাত্মবাদীরা ভগবানের রূপ স্বীকার করতে পারে না, তাই তারা
বিশাল কোন বস্তুর, যেমন বিরাট-পুরুষের কল্পনা করে। তাই কোন কোন যোগী
কল্পনা করে যে, জলে গুণক যেভাবে সীতার কাটে, ঠিক সেইভাবে এই কল্পিত
শিশুমারও যেন সীতার কাটছে। তারা ভগবানের বিরাটরূপের মতো শিশুমারের
ধ্যান করে।

শ্লোক ৫

যস্য পূজ্যাগ্রেহবাকশিরসঃ কুণ্ডলীভূতদেহস্য ধ্রুব উপকল্পিততস্য
লাসুলে প্রজাপতিরগিরিস্রো ধর্ম ইতি পূজমূলে ধাতা বিধাতা চ কট্যাং
সপ্তর্ষয়ঃ। তস্য দক্ষিণাবর্তকুণ্ডলীভূতশরীরস্য যান্যুদগয়নানি দক্ষিণপার্শ্বে
তু নক্ষত্রাণ্যপকল্পয়ন্তি দক্ষিণায়নানি তু সর্বো। যথা শিশুমারস্য
কুণ্ডলাভোগসম্মিবেশস্য পার্শ্বোয়োরুভয়োঃ প্যবয়বঃ সমসংখ্যা অভবন্তি।
পৃষ্ঠে অজবীধী আকাশগঙ্গা চোদরতঃ ॥ ৫ ॥

যস্য—যার; পূজ্যাগ্রে—পূজ্যের অগ্রভাগে; অবাকশিরসঃ—যার মস্তক অধঃমুখী;
কুণ্ডলীভূত-দেহস্য—যার দেহ কুণ্ডলীভূত; ধ্রুবঃ—ধ্রুব; উপকল্পিতঃ—অবস্থিত;
তস্য—তার; লাসুলে—লেজে; প্রজাপতিঃ—প্রজাপতি; অগ্নিঃ—অগ্নি; ইন্দ্রঃ—ইন্দ্র;
ধর্মঃ—ধর্ম; ইতি—এইভাবে; পূজমূলে—পূজমূলে; ধাতা বিধাতা—ধাতা এবং
বিধাতা নামক দেবতা; চ—ও; কট্যাং—কটিদেশে; সপ্ত-ঋষয়ঃ—সপ্তর্ষিগণ; তস্য—
তার; দক্ষিণ-আবর্ত-কুণ্ডলীভূত-শরীরস্য—যার শরীর দক্ষিণ দিকে কুণ্ডলীভূত অবস্থায়
রয়েছে; যানি—যা; উদগয়নানি—উত্তর দিকের পথ নির্দেশকারী; দক্ষিণ-পার্শ্বে—
দক্ষিণ দিকে; তু—কিন্তু; নক্ষত্রাণি—নক্ষত্রগণ; উপকল্পয়ন্তি—অবস্থিত;
দক্ষিণায়নানি—পৃথ্যা থেকে উত্তরাযাত্রা পর্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্র রয়েছে; তু—কিন্তু;
সর্বো—বাম দিকে; যথা—ঠিক যেমন; শিশুমারস্য—শিশুমারের; কুণ্ডল-ভোগ-
সম্মিবেশস্য—যার শরীর কুণ্ডলীর আকারে রয়েছে; পার্শ্বোঃ—পার্শ্বে; উভয়োঃ—
উভয়; অপি—নিশ্চিতভাবে; অবয়বঃ—দেহের অঙ্গ; সমসংখ্যাঃ—সমসংখ্যক
(চৌদ্দ); ভবন্তি—হয়; পৃষ্ঠে—পৃষ্ঠে; তু—অবশ্যই; অজবীধী—দক্ষিণ দিকের পথ
প্রদর্শনকারী তিনটি নক্ষত্র—মূলা, পূর্বাষাঢ়া এবং উত্তরাষাঢ়া; আকাশগঙ্গা—
আকাশপদ্মা (ছায়াপথ); চ—ও; উদরতঃ—উদরে।

অনুবাদ

সেই শিশুমারের মস্তক অধঃমুখে এবং দেহ কুণ্ডলীভূত। তাঁর পূজ্যাগ্রে ধ্রুব,
লাসুলে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র, ধর্ম, এবং পূজমূলে ধাতা ও বিধাতা। কটিদেশে
বসিষ্ঠ, অঙ্গিরা আদি সপ্তর্ষি। শিশুমারের শরীর দক্ষিণাবর্তে কুণ্ডলীভূত অবস্থায়
রয়েছে। তাঁর ডান পাশে অভিজিৎ থেকে পুনর্বসু পর্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্র এবং
বাম পাশে পৃথ্যা থেকে উত্তরাযাত্রা পর্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্র রয়েছে। কুণ্ডলীভূত
দেহবিশিষ্ট শিশুমারের উভয় পার্শ্বে সমান সংখ্যক নক্ষত্র থাকার ফলে তাঁর
ভারসাম্য বজায় থাকে। শিশুমারের পৃষ্ঠদেশে অজবীধী, এবং তাঁর উদরে
আকাশগঙ্গা বর্তমান।

শ্লোক ৬

পুনর্বসুপুযৌ দক্ষিণবাময়োঃ শ্রোণোরাত্রীক্লেশে চ দক্ষিণবাময়োঃ
পশ্চিময়োঃ পাদয়োঃভিজিদুত্তরাষাঢ়ে দক্ষিণবাময়োঃনাসিকয়োঃধাসংখ্যাং
শ্রবণপূর্বাষাঢ়ে দক্ষিণবাময়োঃলোচনয়োঃধনিষ্ঠা মূলং চ দক্ষিণবাময়োঃ

কর্ণয়োর্মঘাদীন্যষ্ট নক্ষত্রাণি দক্ষিণায়নানি বামপার্শ্ববহুক্রিমু যুঞ্জীত তথৈব
মৃগশীর্ষাদীন্যুদগয়নানি দক্ষিণপার্শ্ববহুক্রিমু প্রাতিলোম্যেন প্রযুঞ্জীত
শতভিষাজ্যোষ্ঠে স্বক্কয়োদক্ষিণবাময়োৰ্য্যসেৎ ॥ ৬ ॥

পুনর্বসু—পুনর্বসু নামক নক্ষত্র; পূষো—এবং পুষ্যা নামক নক্ষত্র; দক্ষিণ-
বাময়োঃ—ডান দিকে এবং বাম দিকে; শ্রোণ্যোঃ—কটিতে; আর্দ্রা—আর্দ্রা নামক
নক্ষত্র; অশ্লেষা—অশ্লেষা নামক নক্ষত্র; চ—ও; দক্ষিণ-বাময়োঃ—দক্ষিণে এবং
বামে; পশ্চিময়োঃ—পিছনে; পাদয়োঃ—পা; অভিজিৎ—উত্তরাষাঢ়া—অভিজিৎ এবং
উত্তরাষাঢ়া নামক নক্ষত্রদ্বয়; দক্ষিণ-বাময়োঃ—ডান দিকে এবং বাম দিকে;
নাসিকয়োঃ—নাসিকা; যথা-সংখ্যাম্—সংখ্যা অনুসারে; শ্রবণ-পূর্বাষাঢ়া—শ্রবণা এবং
পূর্বাষাঢ়া নামক নক্ষত্র; দক্ষিণ-বাময়োঃ—ডান দিকে এবং বাম দিকে;
লোচনয়োঃ—চক্ষু; ধনিষ্ঠা মূলম্ চ—ধনিষ্ঠা এবং মূল নামক নক্ষত্র; দক্ষিণ-
বাময়োঃ—ডান দিকে এবং বাম দিকে; কর্ণয়োঃ—কান; মঘা-আদীনী—মঘা আদি
নক্ষত্র; অষ্ট নক্ষত্রাণি—আটটি নক্ষত্র; দক্ষিণ-আয়নানি—দক্ষিণ মার্গ; বামপার্শ্ব—
বামদিকে; বহুক্রিমু—পাঁজরে; যুঞ্জীত—স্থাপন করতে পারে; তথা-এব—তেনাই;
মৃগশীর্ষা-আদীনী—মৃগশীর্ষা আদি; উদগয়নানি—উত্তরের পথ প্রদর্শনকারী; দক্ষিণ-
পার্শ্ব-বহুক্রিমু—দক্ষিণ দিকে; প্রাতিলোম্যেন—উল্টাভাবে; প্রযুঞ্জীত—রাখতে পারে;
শতভিষা—শতভিষা; জ্যোষ্ঠে—জ্যোষ্ঠা; স্বক্কয়োঃ—দুই কাঁধে; দক্ষিণ-বাময়োঃ—
দক্ষিণ এবং বাম দিকে; ন্যাসেৎ—রাখা উচিত।

অনুবাদ

পুনর্বসু এবং পুষ্যা যথাক্রমে শিতুমারের দক্ষিণ ও বাম শ্রোণীদেশে, আর্দ্রা ও
অশ্লেষা দক্ষিণ ও বাম পদে, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া দক্ষিণ ও বাম নাসিকায়,
শ্রবণা ও পূর্বাষাঢ়া দক্ষিণ ও বাম চক্ষে, ধনিষ্ঠা ও মূল দক্ষিণ ও বাম কর্ণে,
মঘা থেকে অনুরাধা পর্যন্ত দক্ষিণায়নের আটটি নক্ষত্র বাম পার্শ্বের অস্থিসমূহে
এবং মৃগশীর্ষা থেকে পূর্বভাদ্র পর্যন্ত উত্তরায়নের আটটি নক্ষত্র ডান পার্শ্বের
অস্থিতে, এবং শতভিষা ও জ্যোষ্ঠা তাঁর দক্ষিণ ও বাম কাঁধে সন্নিবেশিত রয়েছে।

শ্লোক ৭

উত্তরাহনাবগন্তিরধরাহনৌ যমো মুখেষু চাকারকঃ শনৈশ্চর উপহু
বৃহস্পতিঃ ককুদি বক্ষস্যাদিত্যো হৃদয়ে নারায়ণো মনসি চন্দ্রো

নাভ্যামুশনা স্তনয়োৰ্দ্ধিনৌ বৃধঃ প্রাণাপানয়ো রাহুর্গলে কেতবঃ
সর্বাস্থে রোমসু সর্বে তারাণাঃ ॥ ৭ ॥

উত্তরা-হনৌ—তাঁর উপরের চোয়ালে; অগস্তিঃ—অগস্তি নামক নক্ষত্র; অধরা-
হনৌ—নীচের চোয়ালে; যমঃ—যমরাজ; মুখে—মুখে; চ—ও; অকারকঃ—মঙ্গল;
শনৈশ্চরঃ—শনি, উপহু—উপহু, বৃহস্পতিঃ—বৃহস্পতি; ককুদি—গলার
পৃষ্ঠদেশে; বক্ষসি—বক্ষে; আদিত্যঃ—সূর্য; হৃদয়ে—হৃদয়ে; নারায়ণঃ—ভগবান
নারায়ণ; মনসি—মনে; চন্দ্রঃ—চন্দ্র; নাভ্যাম্—নাভিতে; উশনা—ওরু; স্তনয়োঃ—
দুই স্তনে; অশ্বিনৌ—অশ্বিনী কুমারদ্বয়; বৃধঃ—বৃধ; প্রাণাপানয়োঃ—প্রাণ ও অপান
বায়ুতে; রাহুঃ—রাহু; গলে—গলায়; কেতবঃ—কেতু; সর্ব-অস্থে—সর্বাস্থে;
রোমসু—দেহের রোমে; সর্বে—সমস্ত; তারাণাঃ—অসংখ্য তারা।

অনুবাদ

শিতুমারের উপরের চোয়ালে অগস্তি, নীচের চোয়ালে যমরাজ, মুখে মঙ্গল, উপহু
শনি, গলার পৃষ্ঠদেশে বৃহস্পতি, বক্ষস্থলে আদিত্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র,
নাভিতে ওরু, স্তনে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রাণ ও অপানে বৃধ, গলদেশে রাহু, সর্বাস্থে
কেতু, এবং রোমসমূহে তারাগণ সন্নিবেশিত রয়েছে।

শ্লোক ৮

এতদুহু ভগবতো বিষোঃ সর্বদেবতাময়ং রূপমহরহঃ সঙ্খ্যায়্যং প্রযতো
বাগ্যতো নিরীক্ষমাণ উপতিষ্ঠেত নমো জ্যোতির্লোকায় কালায়নায়-
অনিমিষাং পতয়ে মহাপুরুষায়ভিধীমহীতি ॥ ৮ ॥

এতৎ—এই; উ হ—বস্তুতপক্ষে; এব—নিশ্চিতভাবে; ভগবতঃ—ভগবানের;
বিষোঃ—শ্রীবিষ্ণুর; সর্বদেবতাময়ম্—সর্বদেবতাময়; রূপম্—রূপ; অহঃ—অহঃ—
সর্বদা; সঙ্খ্যায়্যাম্—প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে; প্রযতঃ—ধ্যান করে;
বাগ্যতঃ—বাণী সংযত করে; নিরীক্ষমাণঃ—নিরীক্ষণ করে; উপতিষ্ঠেত—আরাধনা
করা উচিত; নমঃ—সমস্ত প্রণাম; জ্যোতির্লোকায়—সমস্ত গ্রহের যিনি আধার স্বরূপ
তাকে; কালায়নায়—কালরূপে; অনিমিষাম্—দেবতাদের, পতয়ে—অধিপত্যকে;
মহা-পুরুষায়—পরম ঈশ্বর ভগবানকে; অভিধীমহি—আমরা ধ্যান করি; ইতি—
এইভাবে।

অনুবাদ

হে রাজন, এইভাবে যে শিওমারের আকৃতি বর্ণিত হল, তাই ভগবানের সর্ব দেবতাময় রূপ। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে মৌন হয়ে সেই রূপ নিরীক্ষণ করে নিম্নোক্ত মন্ত্রে তাঁর উপাসনা করা উচিত—“হে ভগবান, আপনি কালরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। আপনি বিভিন্ন কক্ষপথে ভ্রমণশীল নক্ষত্রদের আশ্রয়, হে সর্ব দেবধিপতি, হে পরম পুরুষ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং আপনার ধ্যান করি।”

শ্লোক ৯

গ্রহস্কৃতারাময়মাধিদৈবিকং

পাপাপহং মন্ত্রকৃতাং ত্রিকালম্ ।

নমস্যতঃ স্মরতো বা ত্রিকালং

নশ্যেত তৎকালজমাণ্ড পাপম্ ॥ ৯ ॥

গ্রহ-স্কৃত-আরা-ময়ম্—সমস্ত গ্রহ এবং নক্ষত্র সমন্বিত; আধিদৈবিকম্—সমস্ত দেবতাদের অধিপতি; পাপ-অপহম্—পাপ নাশক; মন্ত্রকৃতাং—যাঁরা উপরোক্ত মন্ত্র জপ করেন তাঁদের; ত্রি-কালম্—ত্রিকাল; নমস্যতঃ—প্রণতি নিবেদন করে; স্মরতঃ—ধ্যান করে; বা—অথবা; ত্রি-কালম্—ত্রিকাল; নশ্যেত—কিনাশ করে; তৎ-কালজম্—সেই সময়ে উৎপন্ন; আণ্ড—অতি শীঘ্র; পাপম্—সমস্ত পাপ।

অনুবাদ

শিওমাররূপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরীর সমস্ত দেবতা, নক্ষত্র এবং গ্রহদের আশ্রয়। যিনি প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায়, দিনে তিনবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। কেউ যদি তাঁর এই রূপকে কেবল প্রণতি নিবেদন করেন এবং প্রতিদিন তিনবার তাঁর রূপের ধ্যান করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহলোকসমূহের পূর্ণ বিবরণের সারমর্ম প্রদান করে শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, কেউ যদি এই বিরাটরূপ বা বিশ্বরূপের ধ্যান করেন, এবং দিনে তিনবার ধ্যান করে তাঁর আরাধনা করেন, তা হলে তিনি সমস্ত পাপকর্মের

ফল থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর হিসাব করেছেন যে; ধ্রুবলোক সূর্যের ৩৮,০০,০০০ যোজন উর্ধ্বে। ধ্রুবলোকের ১,০০,০০,০০০ যোজন উর্ধ্বে মহর্লোক। মহর্লোকের ২,০০,০০,০০০ যোজন উর্ধ্বে জনলোক, জনলোকের ৮,০০,০০,০০০ যোজন উর্ধ্বে তপোলোক, এবং তপোলোকের ১২,০০,০০,০০০ যোজন উর্ধ্বে সত্যলোক। অতএব সূর্যলোক থেকে সত্যলোকের দূরত্ব ২৩,৩৮,০০,০০০ যোজন বা ১৮৭,০৪,০০,০০০ মাইল। বৈকুণ্ঠলোক গুরু হয় সত্যলোকের ২,৬২,০০,০০০ যোজন উর্ধ্বে (২০,৯৬,০০,০০০ মাইল)। এইভাবে বিষ্ণু পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ সূর্য থেকে ২৬,০০,০০,০০০ যোজন দূরে। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ১,০০,০০০ যোজন, এবং পৃথিবীর নীচে ৭০,০০০ যোজন দূরে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল সমন্বিত পাতাললোক। পাতাললোকের ৩০,০০০ যোজন নীচে শ্বেনাগ গর্ভোদক সমুদ্রে শায়িত রয়েছেন। সেই সমুদ্র ২৪,৯৮,০০,০০০ যোজন গভীর। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস ৫০,০০,০০,০০০ যোজন বা ৪০০,০০,০০,০০০ মাইল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম, স্কন্ধের ‘শিওমার-চক্র’ নামক ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্বিংশতি অধ্যায় পাতাললোকের বর্ণনা

এই অধ্যায়ে সূর্যের ১০,০০০ যোজন নিম্নে রাহুর বর্ণনা করা হয়েছে, এবং অতল আদি সপ্ত অধঃলোকের বর্ণনা করা হয়েছে। রাহু সূর্য ও চন্দ্রমণ্ডলের অধঃদেশে অবস্থিত। রাহু যখন সূর্য ও চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে, তখন গ্রহণ হয়। ঋজু ও বক্রভাবে রাহুর অবস্থিতি অনুসারে সর্বগ্রাস ও অর্ধগ্রাস হয়।

রাহু গ্রহের ১০,০০,০০০ যোজন নীচে সিদ্ধ, চারণ এবং বিন্যাধরদের স্থান, এবং তার নীচে যক্ষলোক ও রক্ষলোক। তার নীচে পৃথিবী এবং পৃথিবীর ৭০,০০০ যোজন নীচে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। এই সপ্ত পাতালে দৈত্য ও দানবেরা তাদের স্বী-পুত্রাদিসহ পরবর্তী জন্মের ভয়ে ভীত না হয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণে মত্ত থাকে। এই সমস্ত লোকে সূর্যকিরণ গ্রহণ করে না, নাগদের মাথার মণির ছটায় অন্ধকার দূরীভূত হয়। এই সমস্ত স্থানের অধিবাসীরা জরাগ্রস্ত হয় না এবং ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয় না। তারা ভগবানের কালরূপী চক্র ব্যতীত অন্য কোন কারণে মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না।

অতললোকে এক দৈত্যের জুস্ত্রণের ফলে, খৈরিণী (স্বাধীন), কামিনী (কামোদ্ভব) এবং পুন্ডলী (পরপুরুষগামিনী)—এই ত্রিবিধা নারীর উৎপত্তি হয়। অতলের নীচে বিতলে হর-গৌরীর বাসস্থান। তাঁদের উপস্থিতির ফলে হটিক নামক এক প্রকার স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। বিতলের নীচে সুতল; সেখানে মহাভাগবত বলি মহারাজ বাস করেন। বলি মহারাজের ঐকান্তিক ভক্তির জন্য ভগবান বামনদেবরূপে তাঁকে কৃপা করেন। ভগবান বলি মহারাজের যজ্ঞে গিয়ে তাঁর কাছে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেন, এবং সেই অভূহাতে তিনি তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করে নেন। বলি মহারাজ সম্মত হলে, ভগবান তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং তাঁর দ্বারপাল হন। সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

ভগবান যখন ভক্তকে জড় সুখ প্রদান করেন, তা তাঁর প্রকৃত অনুগ্রহ নয়। দেবতারা তাঁদের ঐশ্বর্য গর্বে গর্বিত হয়ে ভগবানের কাছে কেবল জড় সুখই প্রার্থনা করেন; কারণ, তা ছাড়া অন্য প্রকার সুখের বিষয়ে তাঁদের জানা নেই। প্রহ্লাদ

মহারাজের মতো ভক্তেরা কিন্তু জড় সুখ কামনা করেন না। এমনকি তারা মুক্তিও কামনা করেন না, যদিও কেবল নামাভাস উচ্চারণের ফলে তারা অন্যায়সে সেই মুক্তি লাভ করতে পারেন।

সুতলের নীচে তলাতল। সেখানে ময়দানব বাস করে। মহাদেবের কৃপায় এই দানব সর্বদা জড় সুখে মত্ত। কিন্তু সে কখনও পরমার্থ সুখ লাভ করতে পারে না। তলাতলের নীচে মহাতল, যেখানে শত সহস্র ফণাবিশিষ্ট সাপেরা বাস করে। মহাতলের নীচে রসাতল এবং তার নীচে পাতাল, যেখানে বাসুকী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বাস করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অধস্তাৎ সবিতুর্যোজনাযুতে স্বর্ভানুনক্ষত্রবচ্চরতীত্যোকে যোহসাবমরত্বং
গ্রহত্বং চালভত ভগবদনুকম্পয়া স্বয়মসুরাপসদঃ সৈংহিকৈয়ো হ্যাতদর্হস্তস্য
তাত জন্ম কর্মণি চোপরিষ্টাৎস্বক্যামঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোপাশ্রমী বললেন; অধস্তাৎ—নীচে; সবিতুঃ—সূর্যমণ্ডলের; যোজন—আট মাইল; অযুত—দশ হাজার; স্বর্ভানুঃ—রাহ গ্রহ; নক্ষত্রবৎ—নক্ষত্রের মতো; চরতি—বিচরণ করছে; ইতি—এইভাবে; একে—কোন পুরাণবোতা; যঃ—যিনি; অসৌ—তা; অমরত্বম্—দেবতাদের মতো দীর্ঘ আয়ু; গ্রহত্বম্—গ্রহের অধিপত্য; চ—এবং; অলভত—লাভ করেছে; ভগবৎ-অনুকম্পয়া—ভগবানের অনুগ্রহে; স্বয়ম্—স্বয়ং; অসুর-অপসদঃ—অসুরাধম; সৈংহিকৈয়োঃ—সিংহিকার পুত্র; হি—বস্তুতপক্ষে; অতৎ-অর্হঃ—সেই পরের উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও; তস্য—তার; তাত—হে রাজন; জন্ম—জন্ম; কর্মণি—কার্যকলাপ; চ—ও; উপরিষ্টাৎ—পরে; স্বক্যামঃ—আমি বিশ্লেষণ করব।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোপাশ্রমী বললেন—হে রাজন, পৌরাণিকেরা বলেন যে, সূর্যের ১০,০০০ যোজন নীচে রাহ গ্রহ নক্ষত্রের মতো বিচরণ করেছে। সেই গ্রহের অধিপতি সিংহিকানন্দন অসুরাধম। দেবত্ব ও গ্রহত্ব লাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও সে ভগবানের কৃপায় তা লাভ করেছে। তার কথা আমি পরে বর্ণনা করব।

শ্লোক ২

যদদন্তুরণেমণ্ডলং প্রতপতন্তুদ্বিতুরতো যোজনাযুতমাচকতে দ্বাদশসহস্রং
সোমস্য ত্রয়োদশসহস্রং রাহোহ্যঃ পর্বণি তদ্ব্যবধানকৃদ্বৈরানুবন্ধঃ
সূর্য্যচন্দ্রমসাবভিধাবতি ॥ ২ ॥

যৎ—যা; অদঃ—তা; তরণেঃ—সূর্যের; মণ্ডলম্—মণ্ডল; প্রতপতঃ—যা সর্বদা তাপ বিতরণ করে; তৎ—তা; বিস্তরতঃ—বিস্তৃত; যোজন—আট মাইলের দূরত্ব; অযুতম্—দশ হাজার; আচকতে—তারা হিসাব করে; দ্বাদশ-সহস্রম্—২০,০০০ যোজন (১৬০,০০০ মাইল); সোমস্য—চন্দ্রের; ত্রয়োদশ—ত্রিশ; সহস্রম্—হাজার; রাহোঃ—রাহ গ্রহের; যঃ—যা; পর্বণি—উপলক্ষ্যে; তৎ-ব্যবধানকৃৎ—অমৃত বিতরণের সময় যে সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল; বৈর-অনুবন্ধঃ—বৈরীভাব; সূর্য্যঃ—সূর্য; চন্দ্রমসৌ—এবং চন্দ্র; অভিধাবতি—পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার সময় তাদের প্রতি ধাবমান হয়।

অনুবাদ

তাপের উৎস সূর্যমণ্ডল ১০,০০০ যোজন ও চন্দ্রমণ্ডল ২০,০০০ যোজন বিস্তৃত, এবং রাহমণ্ডলের বিস্তার ৩০,০০০ যোজন। পূর্বে অমৃত বিতরণের সময়, রাহ সূর্য এবং চন্দ্রের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে শত্রুতা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল। রাহ সূর্য এবং চন্দ্র উভয়েরই প্রতি বৈরীভাবাপন্ন, এবং তাই সে প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে তাদের আচ্ছাদিত করতে চেষ্টা করে।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্য ১০,০০০ যোজন বিস্তৃত এবং চন্দ্র তার দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০,০০০ যোজন বিস্তৃত। এখানে দ্বাদশ শব্দটির অর্থ দশের দ্বিগুণ অর্থাৎ কুড়ি। শ্রীবিজয়ধ্বজের মতে, রাহ চন্দ্রের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪০,০০০ যোজন। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবতের এই আপাত বিরোধের মীমাংসা করার জন্য শ্রীবিজয়ধ্বজ রাহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—রাহসোমরবীণাং তু মণ্ডলা দ্বিগুণোক্তিতাম্। অর্থাৎ রাহের আয়তন চন্দ্রের দ্বিগুণ, যা সূর্যের দ্বিগুণ। এটি ভাবাকার শ্রীবিজয়ধ্বজের সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ৩

তমিশমোভয়ত্রাপি ভগবতা রক্ষণায় প্রযুক্তং সুদর্শনং নাম ভাগবতং
দয়িতমস্ত্রং তত্তেজসা দূর্বিসং মুহঃ পরিবর্তমানমভাবস্থিতো

মুহূর্তমুদ্বিজমানশ্চকিতহৃদয় আরাধেব নিবর্ততে তদুপরাগমিতি বদন্তি
লোকাঃ ॥ ৩ ॥

তৎ—সেই পরিস্থিতি; নিশমা—শ্রবণ করে; উভয়ত্র—চন্দ্র এবং সূর্য উভয়ের
চারদিকে; অপি—বস্তুতপক্ষে; ভগবতা—ভগবানের দ্বারা; রক্ষণায়—তাদের রক্ষা
করার জন্য; প্রযুক্তম্—নিযুক্ত করেছিলেন; সুদর্শনম্—শ্রীকৃষ্ণের চক্রকে; নাম—
নামক; ভাগবতম্—সব চাইতে অন্তরঙ্গ ভক্ত; দয়িতম্—সব চাইতে প্রিয়; অস্ত্রম্—
অস্ত্র; তৎ—তা; তেজসা—তেজের দ্বারা; দুর্বিধম্—অসহ্য তাপ; মুহূর্ত—বারংবার;
পরিবর্তমানম্—সূর্য এবং চন্দ্রের চতুর্দিকে জামামাণ; অভাবস্থিতঃ—অবস্থিত;
মুহূর্তম্—এক মুহূর্তের জন্য (৪৮মিনিট); উদ্বিজমানঃ—যার মন উৎকণ্ঠায় পূর্ণ;
চকিত—ভীত; হৃদয়ঃ—হৃদয়; আরাৎ—দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত; এব—নিশ্চিতভাবে;
নিবর্ততে—পলায়ন করে; তৎ—সেই পরিস্থিতি; উপরাগম্—গ্রহণ; ইতি—এইভাবে;
বদন্তি—তারা বলেন; লোকাঃ—মানুষেরা।

অনুবাদ

চন্দ্র ও সূর্যের কাছে রাহুর আক্রমণের কথা অবগত হয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণু চন্দ্র
ও সূর্যকে রক্ষা করার জন্য তাঁর শক্তিমুক্ত পরম প্রিয় সুদর্শন নামক অস্ত্র প্রয়োগ
করেন। অবৈষ্ণবদের সংহার করার জন্য প্রচণ্ড তাপ এবং জ্যোতি সমন্বিত সুদর্শন
রাহুর কাছে অসহ্য হয়েছিল, এবং তার ফলে সে ভয়ে পলায়ন করেছিল। রাহু
যখন সূর্য এবং চন্দ্রকে আক্রমণ করে, লোকে তাকে গ্রহণ বলে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু সর্বদাই দেবতা নামে পরিচিত তাঁর ভক্তদের ও রক্ষা করেন।
দেবতারা বিষ্ণুর অন্ত্য অনুগত। যদিও তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চান,
তবুও ভগবানের অনুগত বলে তাঁদের দেবতা বা সূর বলা হয়। রাহু সূর্য এবং
চন্দ্রকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। বিষ্ণুর চক্রের
ভয়ে ভীত হয়ে, রাহু সূর্য অথবা চন্দ্রের সম্মুখে এক মুহূর্তের (৪৮ মিনিটের) বেশি
সময় থাকতে পারে না। রাহু যখন সূর্য এবং চন্দ্রের কিরণ আচ্ছাদিত করে, তখন
তাকে গ্রহণ বলা হয়। বৈজ্ঞানিকদের চন্দ্রে যাওয়ার প্রচেষ্টা রাহুর আক্রমণের
মতোই আশুপরিণাম। তাদের প্রচেষ্টা অবশ্য অকৃতকার্য হবে, কারণ কেউই এত
অন্যায়সে সূর্য বা চন্দ্রে প্রবেশ করতে পারে না। রাহুর আক্রমণের মতো তাদের
প্রচেষ্টাও অবশ্যই অকৃতকার্য হবে।

শ্লোক ৪

ততোহ ধস্তাৎ সিদ্ধচারণবিদ্যাধরাণাং সদনানি তাবন্মাত্র এব ॥ ৪ ॥

ততঃ—রাহু গ্রহ; অধস্তাৎ—নিম্নে; সিদ্ধচারণ—সিদ্ধলোক এবং চারণলোক;
বিদ্যাধরানাম্—বিদ্যাধরদের গ্রহলোক; সদনানি—বাসস্থান; তাবৎ মাত্র—সেই দ্রব
(আশি ২০ জার মাইল); এব—প্রকৃতপক্ষে।

অনুবাদ

রাহু গ্রহের ১০ হাজার যোজন নীচে সিদ্ধলোক, চারণলোক এবং বিদ্যাধরলোক।

তাৎপর্য

কথিত আছে যে, সিদ্ধলোকবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই যোগসিদ্ধি সমন্বিত হওয়ার
ফলে, কোন রকম বিমান অথবা যন্ত্র ছাড়াই এক লোক থেকে আর এক লোকে
গমনাগমন করতে পারেন।

শ্লোক ৫

ততোহ ধস্তাদযক্ষরক্ষঃ পিশাচপ্রেতভূতগণানাং বিহারাজিরমন্তরিক্ষং
যাবদ্বায়ুঃ প্রবাতি যাবদ্যেঘা উপলভ্যন্তে ॥ ৫ ॥

ততঃ অধস্তাৎ—সিদ্ধ, চারণ এবং বিদ্যাধরলোকের নীচে; যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচ-প্রেত-
ভূত-গণানাম্—যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত ইত্যাদির; বিহার-অজিরম্—
বিহারস্থান; অন্তরীক্ষম্—অন্তরীক্ষ; যাবৎ—যতদূর পর্যন্ত; বায়ুঃ—বায়ু; প্রবাতি—
প্রবাহিত হয়; যাবৎ—যতদূর পর্যন্ত; য়েঘাঃ—মেঘ; উপলভ্যন্তে—দেখা যায়।

অনুবাদ

বিদ্যাধরলোক, চারণলোক এবং সিদ্ধলোকের নীচে যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত,
প্রেত আদির বিহারস্থান অন্তরীক্ষ। যতদূর পর্যন্ত বায়ু প্রবাহিত হয় এবং মেঘ
বিচরণ করে, ততদূর পর্যন্ত অন্তরীক্ষ বিস্তৃত।

শ্লোক ৬

ততোহ ধস্তাচ্ছতযোজনান্তর ইয়ং পৃথিবী যাবদ্বাসোভাসশ্যোন সুপর্ণাদয়ঃ
পতন্তি প্রবরা উৎপতন্তীতি ॥ ৬ ॥

ততঃ অখণ্ডাৎ—তার নীচে; শত-যোজন—এক শত যোজন; অন্তরে—অন্তরে; ইয়ম্—এই; পৃথিবী—পৃথিবী; যাবৎ—যতদূর পর্যন্ত; হংস—হংস; ভাস—শব্দ; শ্যোন—শোন; সুপর্ব-আদয়ঃ—এবং অন্যান্য পক্ষী; পতঙ্গি-প্রবরাঃ—পক্ষীশ্রেষ্ঠ; উৎপত্তি—উদ্ভূত পাবে; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

যক্ষ, রক্ষ আদির বাসস্থানের ১০০ যোজন নীচে (৮০০ মাইল) এই পৃথিবী। যতদূর পর্যন্ত হংস, ভাস, শোন আদি বড় বড় পাখিরা উড়তে পারে, ততদূর পর্যন্ত পৃথিবীর সীমা।

শ্লোক ৭

উপবর্গিতং ভূমের্যধাসন্নিবেশাবস্থানমবনেরপাধ্যস্তাৎ সপ্ত ভুবিরবা
একৈকশো যোজনাযুতান্তরেণায়ামবিস্তারেণোপকৃপ্তাঃ অতলং বিতলং
সূতলং তলাতলং মহাতলং রসাতলং পাতালমিতি ॥ ৭ ॥

উপবর্গিতম্—পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; ভূমেঃ—পৃথিবীর; যথা-সন্নিবেশ-
অবস্থানম্—বিভিন্ন গ্রহলোকের অবস্থান অনুসারে; অবনেঃ—পৃথিবী; অপি—
নিশ্চিতভাবে; অখণ্ডাৎ—নীচে; সপ্ত—সাত; ভূ-বিবরাঃ—অন্য গ্রহলোক; এক-
একশঃ—ব্রহ্মাণ্ডের সীমা পর্যন্ত ক্রমশঃ; যোজন-অযুত-অন্তরেণ—দশ হাজার
যোজন অন্তরে (আশি হাজার মাইল); আয়াম-বিস্তারেণ—দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে;
উপকৃপ্তাঃ—অবস্থিত; অতলম্—অতল; বিতলম্—বিতল; সূতলম্—সূতল;
তলাতলম্—তলাতল; মহাতলম্—মহাতল; রসাতলম্—রসাতল; পাতালম্—
পাতাল; ইতি—এই প্রকার।

অনুবাদ

হে রাজন, পৃথিবীর অধোভাগে ব্রহ্মাণ্ডের সীমা পর্যন্ত প্রতি দশ হাজার যোজন
অন্তরে অতল, বিতল, সূতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল নামক অন্য
আরও সাতটি গ্রহলোক রয়েছে। আমি ইতিপূর্বে পৃথিবীর অবস্থান সম্বন্ধে বর্ণনা
করেছি। এই সাতটি গ্রহলোকের আয়তনও ভূমণ্ডলের সমান।

শ্লোক ৮

এতেষু হি বিলস্বর্গেষু স্বর্গাদপাধিককামভোগৈর্ধ্বানন্দভূতিবিভূতিভিঃ
সুসমৃদ্ধ-অনোদ্যানাক্রীড়বিহারেষু দৈত্যাদানবকান্দ্রবো নিত্যপ্রমুদিতানুরক্ত-

কলত্রাপাতাবন্ধসুহৃদনুচরা গৃহপত্য ঈশ্বরাদপ্যপ্রতিহতকামা মায়াবিনোদা
নিবসন্তি ॥ ৮ ॥

এতেষু—এওলিতে; হি—নিশ্চিতভাবে; বিল-স্বর্গেষু—বিলস্বর্গ নামক; স্বর্গাৎ—
বর্গ থেকে; অপি—ও; অধিক—অধিক; কাম-ভোগ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; ঈশ্বর-
আনন্দ—ঈশ্বরজনিত আনন্দ; ভূতি—প্রভাব; বিভূতিভিঃ—সম্পত্তি; সুসমৃদ্ধ—
অত্যন্ত সমৃদ্ধ; ভবন—গৃহ; উদ্যান—কানন; আক্রীড়-বিহারেষু—ইন্দ্রিয়ভূক্তি সাধনের
নানা প্রকার স্থানে; দৈত্য—দৈত্য; দানব—দানব; কান্দ্রবোঃ—দর্প; নিত্য—সর্বদা;
প্রমুদিত—অত্যন্ত আনন্দিত; অনুরক্ত—আসক্তির ফলে; কলত্র—পত্নী; অপত্য—
সন্তান; বন্ধু—আত্মীয়স্বজন; সুহৃৎ—অন্তরঙ্গ সখা; অনুচরাঃ—অনুচর; গৃহ-
পত্যঃ—গৃহস্থামী; ঈশ্বরঃ—দেবতাদের থেকেও অধিক সমর্থ; অপি—ও;
অপ্রতিহত-কামাঃ—অপ্রতিহত কামভোগ যাদের; মায়া—ময়া; বিনোদাঃ—যারা
সুখ অনুভব করে; নিবসন্তি—বাস করে।

অনুবাদ

বিলস্বর্গ নামক এই সপ্ত পাতালে যে সমস্ত ভবন, উদ্যান, ক্রীড়াস্থান ও বিহারভূমি
রয়েছে সেগুলি স্বর্গের থেকেও অধিক সমৃদ্ধ। কারণ অসুরদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ,
ঈশ্বর এবং প্রভাবের মান অনেক উচ্চ। এই লোকের অধিবাসী দৈত্য, দানব
এবং নাগেরা গৃহসুখ উপভোগে মগ্ন। তাদের পত্নী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব সকলেই
মায়িক জড় সুখভোগে মগ্ন। দেবতাদের সুখভোগ কখনও কখনও প্রতিহত হয়,
কিন্তু এই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা অপ্রতিহত সুখ ভোগ করে। এইভাবে তারা
মায়িক সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, জড় সুখ হচ্ছে মায়ার সুখ। বৈক্যব সর্বদা এই প্রকার
মায়াসুখ থেকে জীবদের উদ্ধার করার জন্য অত্যন্ত উৎকর্ষিত থাকেন। প্রহ্লাদ
মহারাজ বলেছেন, মায়াসুখায় ভরম্ উৎকর্ষতো বিমুচ্যন্—এই সমস্ত বিমূঢ় ব্যক্তির
অনিত্য জড় সুখভোগে মগ্ন। স্বর্গে, নরকে ও মর্ত্যে সর্বত্রই মানুষেরা অনিত্য
জড় সুখভোগে মগ্ন। তারা ভুলে গেছে যে, যথাসময়ে প্রকৃতির নিয়মে তাদের
দেহের পরিবর্তন করতে হবে এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির ক্রেশ ভোগ করতে
হবে। পরবর্তী জীবনে যে কি হবে সেই কথা চিন্তা না করে বিষয়াসক্ত ব্যক্তির
কেবল তাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখভোগেই বাস্তব। এই প্রকার বিমূঢ় বিষয়াসক্ত
ব্যক্তিদের চিন্ময় আনন্দ প্রদান করার জন্য বৈষ্ণব সর্বদা উৎকর্ষিত থাকেন।

শ্লোক ৯

যেষু মহারাজ ময়েন মায়াবিনা বিনির্মিতাঃ পুরো নানামণিপ্রবরপ্রবেক-
বিরচিতবিচিত্রভবনপ্রাকারগোপুরসভাচৈত্যচত্বরায়তনাদিভির্নাগাসুর-
মিথুনপারাবতশুকশারিকাকীর্ণকৃত্রিমভূমিভির্বিবরেশ্বরগৃহোত্তমৈঃ
সমলঙ্কৃতাশ্চকাসতি ॥ ৯ ॥

যেষু—সেই সমস্ত অথলোকে; মহারাজ—হে মহারাজ; ময়েন—ময়লনকের দ্বারা;
মায়াবিনা—জড়সুখ ভোগের আয়োজন করতে অত্যন্ত পারদর্শী; বিনির্মিতাঃ—
নির্মিত; পুরঃ—নগরী; নানা-মণি-প্রবর—বহুমূল্য মণিমাণিক্যের; প্রবেক—শ্রেষ্ঠ;
বিরচিত—নির্মিত; বিচিত্র—আশ্চর্যজনক; ভবন—গৃহ; প্রাকার—প্রাচীর; গোপুর—
দ্বার; সভা—সভাগৃহ; চৈত্য—মন্দির; চত্বর—প্রাঙ্গণ; আয়তন-আদিভিঃ—
প্রবাসীজনের বিশ্রামগৃহ, প্রমোদভবন ইত্যাদি; নাগ—নাগ; অসুর—অসুর বা নাট্যিক
ব্যক্তি; মিথুন—মিথুন; পারাবত—কপোত; শুক—শুক পক্ষী; শারিকা—শারি;
আকীর্ণ—সমাকীর্ণ; কৃত্রিম—কৃত্রিম; ভূমিভিঃ—ভূমি; বিবর-ঈশ্বর—সেই লোকের
অধিপতিদের; গৃহ-উত্তমৈঃ—উত্তম গৃহের দ্বারা; সমলঙ্কৃতাঃ—অলঙ্কৃত; চকাসতি—
অতি মনোহর শোভা ধারণ করেছে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, যাকে বলা হয় বিলম্ব, সেই কৃত্রিম স্বর্গে ময় নামক এক মহা
দানব রয়েছে, যে অত্যন্ত দক্ষ শিল্পী এবং স্থপতি। সে অপূর্ব সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত
সমস্ত নগরী নির্মাণ করেছে। সেখানে বহু বিচিত্র ভবন, প্রাচীর, দ্বার, সভাগৃহ,
মন্দির, চত্বর, এমনকি প্রবাসীজনের বাসস্থান নির্মাণ করেছে। সেই গ্রহলোকের
নেতাদের প্রাসাদগুলি তৈরি হয়েছে সব চাইতে মূল্যবান মণির দ্বারা, এবং
সেগুলি সর্বদা নাগ, অসুর, এবং কপোত, শুক, শারি ইত্যাদি পক্ষীতে সমাকীর্ণ।
সেই কৃত্রিম স্বর্গশ্রী অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত হয়ে অতি মনোহর শোভা ধারণ
করে বিরাজ করছে।

শ্লোক ১০

উদ্যানানি চাতিতরাং মনইন্দ্রিয়ানন্দিভিঃ কুসুমফলস্তবকসুভগকিসলয়াবন-
তরুচিরবিটপবিটপিনাং লতাঙ্গালিসিতানাং শ্রীভিঃ সমিথুনবিবিধবিহঙ্গম-

জলাশয়ানামমলজলপূর্ণানাং স্বমকুলোদ্ভবানন্দুভিতনীরনীরজকুমুদ-
কুবলয়কটহারনীরলোৎপল লোহিত শতপত্রাদিবনেষু কৃতনিকেতনানামেক-
বিহারাকুলমধুরবিবিধস্বনাদিভিরিন্দ্রিয়েৎসবৈরমরলোকশ্রিয়মতি-
শয়িতানি ॥ ১০ ॥

উদ্যানানি—উদ্যানসমূহ; চ—ও; অতিতরাম্—অত্যন্ত; মনঃ—মনে; ইন্দ্রিয়—এবং
ইন্দ্রিয়ের; আনন্দিভিঃ—আনন্দদায়ক; কুসুম—ফুলের; ফল—ফলের; তবক—গুচ্ছ;
সুভগ—অত্যন্ত সুন্দর; কিসলয়—নব পল্লব; অবনত—অবনত; রুচির—
আকর্ষণীয়; বিটপ—শাখা সমন্বিত; বিটপিনাম্—বৃক্ষের; লতা-অঙ্গ-আলিসিতানাম্—
লতাস্থ দ্বারা আলিসিত; শ্রীভিঃ—সৌন্দর্যের দ্বারা; সমিথুন—জোড়ায়; বিবিধ—
বিভিন্ন প্রকার; বিহঙ্গম—পক্ষী সমাকীর্ণ; জল-আশয়ানাম্—জলাশয়ের; অমল-জল-
পূর্ণানাম্—স্বচ্ছ নির্মল জলে পূর্ণ; স্বমকুল-উদ্ভবানন্দ—বিভিন্ন প্রকার মাছের
উদ্ভবের ফলে; সুভিত—সুন্দর; নীর—জলে; নীরজ—পদ্মের; কুমুদ—কুমুদ;
কুবলয়—কুবলয়; কটহার—কটহার; নীল-উৎপল—নীল কমল; লোহিত—লাল;
শত-পত্র-আদি—শত পত্র সমন্বিত পদ্মফুল ইত্যাদি; বনেষু—বনে; কৃত-
নিকেতনানাম্—যে সমস্ত পাখিরা তাদের নীড় বানিয়েছে; এক-বিহার-আকুল—
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে আকুল চিত্ত; মধুর—মধুর; বিবিধ—নানা ধরনের; স্বন-
আদিভিঃ—নিাদের দ্বারা; ইন্দ্রিয়-উৎসবৈঃ—ইন্দ্রিয়ের উৎসব; অমর-লোক-
শ্রিয়ম্—দেবলোকের সৌন্দর্য; অতিশয়িতানি—অতিক্রম করেছে।

অনুবাদ

সেই কৃত্রিম স্বর্গের উদ্যানগুলি যেন অমরলোকের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে
শোভা পাচ্ছে। সেই উদ্যানে নানাবিধ বৃক্ষ লতাস্থ দ্বারা আলিসিত এবং তাদের
শাখাসমূহ ফল, ফুলের গুচ্ছ এবং সুন্দর নব পল্লবের ভায়ে অবনত হয়ে এমন
শোভা ধারণ করেছে যে, তা দর্শন করা মাত্রই দর্শকের মন-প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল
হয়ে ওঠে। আর সেখানে যে জলাশয় রয়েছে তা স্বচ্ছ নির্মল জলে পূর্ণ; সেই
জলে নানা প্রকার মাছ উদ্ভবানন্দে কায় তা ফুল হাচ্ছে। সেই জলাশয়গুলি কুমুদ,
কুবলয়, কটহার, নীল ও লাল পদ্ম দ্বারা সুশোভিত। সেখানে চক্রবাক আদি যে
সমস্ত বিহঙ্গ-মিথুন বাস করেছে, তারা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে আকুল চিত্ত হয়ে নানা
প্রকার কুজনে সমস্ত কানকে মুগ্ধিত করেছে। সেই মনোরম ধ্বনি মন এবং
ইন্দ্রিয়ের অপূর্ব আনন্দ বিধান করে।

শ্লোক ১১

যত্র হ বাব ন ভয়মহোরাত্রাদিভিঃ কালবিভাগৈরুপলক্ষ্যতে ॥ ১১ ॥

যত্র—যেখানে; হ বাব—নিশ্চিতভাবে; ন—না; ভয়ম্—ভয়; অহঃ-রাত্রি-
আদিভিঃ—দিন এবং রাত্রির ফলে; কাল-বিভাগৈঃ—কাল বিভাগ; উপলক্ষ্যতে—
অনুভূত হয়।

অনুবাদ

যেহেতু সেখানে সূর্যকিরণ প্রবেশ করে না, তাই সেখানে দিন ও রাত্রির
কালবিভাগ নেই, সুতরাং কালজনিত কোন ভয়ও সেখানে নেই।

শ্লোক ১২

যত্র হি মহাহিপ্রবরশিরোমণয়ঃ সর্বং তমঃ প্রবাসন্তে ॥ ১২ ॥

যত্র—যেখানে; হি—নিশ্চিতভাবে; মহা-অহি—মহাসর্প; প্রবর—শ্রেষ্ঠ; শিরঃ-
মণয়ঃ—তাদের মাথার মণি; সর্বম্—সমস্ত; তমঃ—অন্ধকার; প্রবাসন্তে—দূর করে।

অনুবাদ

সেখানে বহু মহাসর্প বাস করে, যাদের মাথার মণির প্রভায় চতুর্দিকের অন্ধকার
দূর হয়।

শ্লোক ১৩

ন বা এতেষু বসতাং দিবৌষধিরসরসায়নাম্নানানাদিভিরাধয়ো ব্যাধয়ো
বলীপলিতজরাদয়শ্চ দেহবৈবৰ্ণ্যাদৌর্গন্ধ্যশ্বেদক্লম্গানিরিতি বয়েহ্ বস্তুশ্চ
ভবন্তি ॥ ১৩ ॥

ন—না; বা—অথবা; এতেষু—এই সমস্ত লোকে; বসতাম্—যারা বাস করে;
দিব্য—আশ্চর্যজনক; ঔষধি—ঔষধি; রস—রস; রসায়ন—দীর্ঘ আয়ু প্রদানকারী
রসায়ন; অন্ন—আহার করে; পান—পান করে; স্নানাদিভিঃ—স্নান আদি দ্বারা;
আধয়ঃ—মানসিক ক্রেশ; ব্যাধয়ঃ—ব্যাধি; বলী—বলী রেখা; পলিত—পাকা চুল;
জরা—জরা; আদয়ঃ—ইত্যাদি; চ—ও; দেহবৈবৰ্ণ্য—দেহের বৈবৰ্ণ্য; দৌর্গন্ধ্য—
দুর্গন্ধ; শ্বেদ—শ্বেদ; ক্লম—শ্রান্তি; গানিঃ—উৎসাহের অভাব; ইতি—এইভাবে;
বয়ঃ অবস্থাঃ—বার্ধক্যজনিত দুর্দশা; চ—এবং; ভবন্তি—হয়।

অনুবাদ

যেহেতু সেই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা দিব্য ঔষধির রস পান করে এবং ঐ
রসে স্নান করে, তাই তারা সব রকম মানসিক উৎকণ্ঠা এবং শারীরিক ব্যাধি
থেকে মুক্ত। তাদের চুল পাকে না, শরীরে বলীরেখা দেখা দেয় না এবং তাদের
দেহে বার্ষিকজনিত জরা দেখা দেয় না। তাদের শরীরের কাস্তি কখনও মলিন
হয় না, তাদের স্বাস্থ্যজনিত দুর্গন্ধ হয় না, এবং তারা বার্ষিকজনিত শ্রান্তি ও
অনুৎসাহ অনুভব করে না।

শ্লোক ১৪

ন হি তেমাং কলাপানাম্ প্রভবতি কুতশ্চন মৃত্যুর্বিনা ভগবন্তেজসশ্চক্রা-
পদেশাৎ ॥ ১৪ ॥

ন হি—না; তেমাং—তাদের; কলাপানাম্—যারা স্বভাবতই শুভ; প্রভবতি—
প্রভাবিত করতে সমর্থ; কুতশ্চন—কোথা থেকেও; মৃত্যুঃ—মৃত্যু; বিনা—ব্যতীত;
ভগবৎ-তেজসঃ—ভগবানের শক্তির; চক্র-অপদেশাৎ—সুদর্শন চক্র থেকে।

অনুবাদ

তারা অত্যন্ত মঙ্গলজনকভাবে জীবনযাপন করে এবং কালরূপী ভগবানের সুদর্শন
চক্র ব্যতীত অন্য কোনভাবে তারা মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না।

তাৎপর্য

জড় অস্তিত্বের এই দোষ। পাতাললোকে সবকিছু অত্যন্ত সুন্দরভাবে আয়োজিত
হয়েছে। সেখানে সুন্দর বাসস্থান, মনেরম বাতাবরণ, দৈহিক ক্রেশ এবং মানসিক
উৎকণ্ঠামুক্ত জীবন, সবকিছুই রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের কর্ম অনুসারে পুনরায়
জন্মগ্রহণ করতে হয়। যারা মন্দমতি, তারা জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানকারী
জড় সভ্যতার এই ত্রুটি বুঝতে পারে না। মানুষ তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য
যত আয়োজন করুক না কেন, যথাসময়ে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। আসুরিক
সভ্যতা জীবনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও
তারা মৃত্যুকে রোধ করতে পারে না। সুদর্শন চক্রের প্রভাবে তাদের তথাকথিত
জড় সুখ কখনই স্থায়ী হতে পারবে না।

শ্লোক ১৫

যশ্মিন্ প্রবিষ্টেহসুরবধ্নাং প্রায়ঃ পুংসবনানি ভয়াদেব অবন্তি
পতন্তি চ ॥ ১৫ ॥

যশ্মিন্—যেখানে; প্রবিষ্টে—যখন প্রবেশ করে; অসুর-বধ্নাং—অসুর-রমণীদের;
প্রায়ঃ—প্রায়ই; পুংসবনানি—গর্ভ; ভয়াং—ভয়ে; এব—নিশ্চিতভাবে; অবন্তি—
স্থলিত হয়; পতন্তি—পতিত হয়; চ—এবং।

অনুবাদ

সুদর্শন চক্র যখন এই প্রদেশে প্রবেশ করেন, তখন ভয়ে গর্ভবতী অসুর-রমণীদের
গর্ভপাত হয়।

শ্লোক ১৬

অথাতলে ময়পুত্রোহসুরো বলো নিবসতি যেন হ বা ইহ সৃষ্টাঃ
যগ্ধবতির্ময়াঃ কাশ্চনাদ্যপি মায়াবিনো ধারয়ন্তি যস্য চ জুস্তমাণস্য
মুখতন্ত্রয়ঃ স্ত্রীগণা উদপদ্যন্ত স্বৈরিণ্যঃ কামিন্যাঃ পুংশ্চল্য ইতি যা বৈ
বিলায়নং প্রবিস্তাঃ পুরুষং রসেন হটিকাখ্যেন সাধয়িত্বা
স্ববিলাসাবলোকনানুরাগমিতসংলোপোগৃহ্নাদিভিঃ স্বৈরং কিল রময়ন্তি
যশ্মিন্দুপযুক্তে পুরুষ ঈশ্বরোহং হং শিক্কেহমতিযুতমহাগজ-
বলমাস্তানমভিমন্যমানঃ কথতে মদাক্ষ ইব ॥ ১৬ ॥

অথ—এখন; অতলে—অতললোকে; ময়-পুত্রঃ—অসুরঃ—ময়ের অসুর পুত্র;
বলঃ—বল; নিবসতি—বাস করে; যেন—যার দ্বারা; হ বা—প্রকৃতপক্ষে; ইহ—
এতে; সৃষ্টাঃ—সৃষ্ট; যট্-এবতিঃ—ছিয়ানকই; ময়াঃ—বিভিন্ন প্রকার ময়া;
কাশ্চন—কোন; অদ্যপি—আজও; মায়াবিনো—যারা যাদুবিনায় পারদর্শী (যেমন
সোনা তৈরি করা); ধারয়ন্তি—ধারণ করে; যস্য—যার; চ—ও; জুস্তমাণস্য—
জুস্তমের ফলে; মুখতঃ—মুখ থেকে; ত্রয়ঃ—তিন প্রকার; স্ত্রী-গণাঃ—রমণী;
উদপদ্যন্ত—সৃষ্টি হয়েছে; স্বৈরিণ্যঃ—স্বৈরিণী (স্ববর্ণে রতা); কামিন্যাঃ—কামিনী
(অত্যন্ত কামুক হওয়ার ফলে, যারা অন্য বর্ণের মানুষকে বিবাহ করে);
পুংশ্চল্যঃ—পুংশ্চলী (এক পতি থেকে অন্য পতিতে গমনকারিণী); ইতি—
এইভাবে; যাঃ—যে; বৈ—নিশ্চিতভাবে; বিল-অয়নম্—পাতাললোক; প্রবিস্তম্—

প্রবেশ করে; পুরুষম্—পুরুষ; রসেন—রসের দ্বারা; হটিক-আখ্যেন—হটিক নামক
মাদক ওষধি থেকে প্রস্তুত; সাধয়িত্বা—রতিক্রিয়ায় সমর্থ করে; স্ব-বিলাস—তাদের
নিজেদের ইন্দ্রিয়সুখের জন্য; অবলোকন—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; অনুরাগ—কামপূর্ণ;
শ্রিত—হাসির দ্বারা; সংলোপ—আলাপের দ্বারা; উপগৃহ্ন-আদিভিঃ—এবং আলিঙ্গ-
নের দ্বারা; স্বৈরম্—তাদের বাসনা অনুসারে; কিল—বাস্তবিকপক্ষে; রময়ন্তি—
মৈথুনসুখ উপভোগ করে; যশ্মিন্—যা; উপযুক্তে—যখন ব্যবহার করা হয়;
পুরুষঃ—পুরুষ; ঈশ্বরঃ—অহম্—আমি সব চাইতে শক্তিশালী ব্যক্তি; শিক্কে—অহম্—
আমি সর্বশ্রেষ্ঠ; ইতি—এইভাবে; অযুত—দশ হাজার; মহা-গজ—বিশাল হস্তী;
বলম্—শক্তি; আস্তানম্—স্বয়ং; অভিমন্যমানঃ—গর্বাবিত হয়ে; কথতে—তারা
বলে; মদাক্ষাঃ—অহংকারের ফলে অন্ধ হয়ে; ইব—সদৃশ।

অনুবাদ

“হে রাজন, আমি এখন আপনাকে একে একে অতল আদি লোকের বর্ণনা করব।
অতলে ময়দানবের পুত্র বল নামক অসুর বাস করে। এই বলই ছিয়ানকই প্রকার
ময়া সৃষ্টি করেছে। তথাকথিত যোগী এবং স্বামীরা আজও সেই ময়াশক্তির
বলে মানুষকে প্রভারণা করে। সেই দানবের জুস্তমের ফলে তার মুখ থেকে
স্বৈরিণী, কামিনী এবং পুংশ্চলী—এই তিন প্রকার রমণীর সৃষ্টি হয়েছে। স্বৈরিণীরা
স্ববর্ণের পুরুষদের বিবাহ করে, কামিনীরা অন্য বর্ণের পুরুষদের বিবাহ করে,
এবং পুংশ্চলীরা একের পর এক পতি পরিবর্তন করে। কোন পুরুষ যদি অতলে
প্রবেশ করে, সেই সমস্ত নারী তাকে হটিক রস পান করায়। এই মাদক পানের
ফলে তাদের যৌন ক্রিয়ায় প্রবল সামর্থ্য হয়, এবং সেই রমণীরা তাদের সঙ্গে
সন্তোষে লিপ্ত হয়। সেই রমণীরা তাদের আকর্ষণীয় অবলোকন, নির্জন ভাষণ,
অনুরাগপূর্ণ হাস্য এবং আলিঙ্গনের দ্বারা তাদের বিমোহিত করে তাদের ইচ্ছা
অনুসারে রমণ করায়। তাদের বর্ষিত রতি সামর্থ্যের ফলে তারা নিজেদের অযুত
হস্তীর থেকেও বলবান বলে মনে করে মদাক্ষ হয়। অহংকারে মত্ত হয়ে তারা
তাদের আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে অচেতন থেকে নিজেদের ভগবান বলে মনে করে।

শ্লোক ১৭

ততোহধস্তাদ্বিতলে হরো ভগবান হটিকেশ্বরঃ স্বপার্ষদভূতগণাবৃতঃ
প্রজাপতিসর্গাপবৃংহণায় ভবো ভবান্যা সহ মিথুনীভূত আস্তে যতঃ
প্রবৃত্তা সরিত্প্রবরা হটিকী নাম ভবয়ৌবীর্যেণ যত্র চিত্রভানুমর্তিরন্ধনা

সমিধ্যমান ওজসা পিবতি তন্নিষ্ঠাতং হটকাখং সুবর্ণং
ভূষণেনাসুরেন্দ্রাবরোধে পুরুষাঃ সহ পুরুষীভিধরয়ন্তি ॥ ১৭ ॥

ততঃ—অতললোকের; অধস্তাৎ—নীচে; বিতলে—বিতললোকে; হরঃ—ভগবান
শিব; ভগবান্—পরম শক্তিমান; হটকেশ্বরঃ—স্বর্ণের ঈশ্বর; স্ব-পার্শ্ব—তার
পার্শ্বসহ; ভূত-গণ—ভূত-প্রেত; আবৃতঃ—পরিবৃত; প্রজাপতি-সর্গ—ব্রহ্মার সৃষ্টি;
উপবৃংহণায়—প্রজা বৃদ্ধির জন্য; ভবঃ—মহাদেব; ভবান্যাসহ—তার পত্নী
ভবানীসহ; মিশ্রনী-ভূতঃ—মৈথুনরত; আন্তে—থাকেন; যতঃ—সেই (বিতল) লোক
থেকে; প্রবৃত্তা—উদ্ভূত হয়; সরিৎ-প্রবরা—মহানদী; হটকী—হটকী; নাম—নামক;
ভবযোগঃ বীর্ষেণ—হর-গৌরীর বীর্ষ থেকে; যত্র—যেখানে; চিত্র-ভানুঃ—অগ্নিদেব;
মাতরিধ্বনা—বায়ুর দ্বারা; সমিধ্যমানঃ—উজ্জ্বলভাবে প্রজ্বলিত; ওজসা—মহা
তেজসহ; পিবতি—পান করেন; তৎ—তা; নিষ্ঠাতম্—ফুৎকার করেন; হটক-
আখাম্—হটক নামক; সুবর্ণম্—স্বর্ণ; ভূষণেন—বিভিন্ন প্রকারের অলঙ্কারের দ্বারা;
অসুরেন্দ্র—মহা অসুরের; অবরোধে—গৃহে; পুরুষাঃ—পুরুষগণ; সহ—সঙ্গে;
পুরুষীভিঃ—নারীগণ; ধারয়ন্তি—ধারণ করে।

অনুবাদ

অতল লোকের নীচে বিতল, যেখানে হটকেশ্বর শিব তাঁর অনুচর ভূতপ্রেত সহ
মিলিত হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি বৃদ্ধি করার জন্য ভবানীসহ মিশ্রনীভূত হয়ে
বাস করছেন। হর-গৌরীর বীর্ষ থেকে হটকী নামক নদী বিতল থেকে প্রবাহিত
হচ্ছে। অগ্নি বায়ুবেল অত্যন্ত প্রজ্বলিত হয়ে, সেই নদীতে প্রবাহিত জলরূপ বীর্ষ
পান করে ফুৎকার করেন। তার ফলে হটক নামক স্বর্ণের উৎপত্তি হয়। সেই
গ্রহলোকের অসুর এবং অসুরীরা সেই হটক-স্বর্ণনির্মিত ভূষণ পরিধান করে
মহাসুখে সেখানে বাস করে।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ভব এবং ভবানীর মৈথুনের যে বীর্ষ নির্গত
হয়, তা যখন অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত হয়, তখন স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। বলা হয় যে, মধ্য
যুগের অপরসায়নবিদ্রা (আলকেমিস্ট) অপকৃত ধাতু থেকে সোনা তৈরি করার
চেষ্টা করত। শ্রীল সনাতন গোখামীও বলেছেন যে, কীসা আদি অপকৃত ধাতু
যখন পারদের দ্বারা বিশেষভাবে জারিত হয়, তখন তা সোনার পরিণত হয়।

নীচকুলোদ্ধৃত মানুষ যে দীক্ষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে, সেই প্রসঙ্গে
শ্রীল সনাতন গোখামী এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

যথা কাকনতাং যতি কাংস্যাং রসবিধিনতাঃ ।

তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

“পারদের দ্বারা জারিত হওয়ার ফলে কীসা যেমন সোনার পরিণত হয়, তেমনি
নিম্নকুলোদ্ধৃত ব্যক্তি বৈষ্ণব দীক্ষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে।” আত্মজাতিক
কৃষ্ণভাকনামৃত সংঘ স্নেহ এবং যখনদেরও আমিষ আহার, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দাতব্রীড়া
এবং আসব পান বর্জন করিয়া, যথাযথভাবে দীক্ষা দান করার মাধ্যমে প্রকৃত ব্রাহ্মণে
পরিণত করার চেষ্টা করছে। যে ব্যক্তি এই চারটি পাপকর্ম বর্জন করে হরেকৃষ্ণ
মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তিনি অবশ্যই এইভাবে দীক্ষিত হওয়ার ফলে শুদ্ধ ব্রাহ্মণে
পরিণত হতে পারেন, যে কথা শ্রীল সনাতন গোখামী বলেছেন।

আর তা ছাড়া, এই শ্লোক থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যথাযথ প্রক্রিয়ায়
পারদ এবং কীসার মিশ্রণকে উত্তপ্ত ও গলানোর ফলে অতি সস্তায় সোনা তৈরি
করা যায়। মধ্যযুগের ইউরোপীয় আলকেমিস্টরা সোনা তৈরি করার চেষ্টা
করেছিল, কিন্তু সফল হতে পারেনি, তার কারণ হয়তো তারা ঠিকমতো শাস্ত্রনির্দেশ
অনুসরণ করতে পারেনি।

শ্লোক ১৮

ততঃহস্তাৎ সূতলে উদারশ্রবাঃ পূণ্যশ্লোকো বিরোচনাত্তো বলির্ভগবতা
মহেন্দ্রস্য প্রিয়ং চিকীর্ষমাণেনাদিতৈর্লঙ্কায়ো ভূত্বা বটুবামনরূপেণ
পরাক্ষিপ্তলোকত্রয়ো ভগবদনুকম্পয়ৈব পুনঃ প্রবেশিত
ইন্দ্রাদিষু বিদ্যমানয়া সুসমৃদ্ধয়া শ্রিয়াভিজুস্তঃ স্বধর্মোপাধায়ন্তমেব
ভগবন্তমারাদনীয়মপগতসাধস আন্তেহধুনাপি ॥ ১৮ ॥

ততঃ অধস্তাৎ—বিতললোকের নীচে; সূতলে—সূতললোকে; উদার-শ্রবাঃ—অত্যন্ত
যশস্বী; পূণ্য-শ্লোকঃ—অতি পুণ্যবান এবং আধ্যাত্মিক চেতনার অত্যন্ত উন্নত;
বিরোচনাত্তো—বিরোচনের পুত্র; বলিঃ—বলি মহারাজ; ভগবতা—ভগবানের দ্বারা;
মহা-ইন্দ্রস্য—দেবরাজ ইন্দ্রের; প্রিয়ম্—মঙ্গল; চিকীর্ষমাণেন—সাধন করার বাসনায়;
অদিতোঃ—অদिति থেকে; লঙ্কায়ো—তার সেই প্রাপ্ত হয়ে; ভূত্বা—আবির্ভূত হয়ে;
বটু—ব্রহ্মচারী; বামন-রূপেণ—বামনরূপে; পরাক্ষিপ্ত—অপহরণ করেছিলেন; লোক-

ত্রয়ঃ—ত্রিলোক; ভগবৎ-অনুকম্পয়া—ভগবানের অনুগ্রহে; এব—নিশ্চিতভাবে; পুনঃ—পুনরায়; প্রবেশিতঃ—প্রবেশ করিয়েছিলেন; ইন্দ্রাদিশু—দেবরাজ ইন্দ্রেরও; অবিদ্যামানয়া—দুর্লভ; সুসমৃদ্ধয়া—সম্পদে সমৃদ্ধ; শ্রিয়া—সৌভাগ্যের দ্বারা; অভিজুষ্টঃ—আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে; স্ব-ধর্মণ—ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করে; আরাধয়ন্—আরাধনা করেছিলেন; তন্ম—তাকে; এব—নিশ্চিতভাবে; ভগবন্তম্—ভগবান; আরাধনীয়ম্—পরম আরাধ্য; অপগত-সাধস্যঃ—নির্ভয়ে; আন্তে—রয়েছেন; অধুনা অপি—এখনও।

অনুবাদ

বিতললোকের নীচে সূতল অবস্থিত। সেখানে বিরোচনের পুত্র মহাযশা মহা পুণ্যবান বলি মহারাজ বাস করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের কল্যাণ সাধনের জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণু অদিতির গর্ভ থেকে বটু বমনরূপে আবির্ভূত হয়ে, হলনাপূর্বক বলির কাছ থেকে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করে ত্রিলোক অপরহরণ করেছিলেন। বলি মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, ভগবান তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন এবং ইন্দ্রেরও দুর্লভ সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। সূতললোকে বলি মহারাজ এখনও ভগবানের আরাধনায় যুক্ত রয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবানকে বলা হয় উত্তমশ্লোক, অর্থাৎ “তিনি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা পূজিত হন,” এবং বলি মহারাজের মতো তাঁর ভক্তেরাও পুণ্যশ্লোকের দ্বারা পূজিত হন, অর্থাৎ যেই শ্লোকের প্রভাবে পুণ্য বর্ধিত হয়। বলি মহারাজ ভগবানকে তাঁর সম্পদ, রাজ্য, এমনি কি তাঁর দেহ পর্যন্তও অর্পণ করেছিলেন (সর্বদ্বিনিবেদনে বলিঃ)। ভগবান ব্রাহ্মণ-ভিক্ষুরূপে বলি মহারাজের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং বলি মহারাজ তাঁকে তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন। কিন্তু ভগবানকে তাঁর সর্বস্ব দান করার ফলে বলি মহারাজ দরিদ্র হয়ে যাননি, তিনি এক সার্বক ভক্ত পরিণত হয়েছিলেন এবং ভগবানের কৃপায় সবকিছু ফিরে পেয়েছিলেন। তেমনই যীরা কৃষ্ণভাক্ত্যামৃত আন্দোলন প্রসারের জন্য দান করেন, তার ফলে তাঁদের কোন ক্ষতি হয় না; তাঁরা তাঁদের সমস্ত সম্পদ শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ সহ ফিরে পান। পক্ষান্তরে, যীরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাক্ত্যামৃত সংবরণে পক্ষে দান গ্রহণ করেন, তাঁদের অত্যন্ত সাধবান থাকতে হবে, যাতে তার একটি কড়িও ভগবানের প্রেমময়ী সেবা বাতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় না করা হয়।

শ্লোক ১৯

নো এবৈতৎ সাক্ষাৎকারো ভূমিদানস্য যন্তুভগবত্যাশেষজীবনিকায়ানাং জীবত্বাত্মভূতে পরমাত্মনি বাসুদেবে তীর্থতমে পাত্র উপপদে পরয়া শ্রদ্ধয়া পরমাদরসমাহিতমনসা সম্প্রতিপাদিতসা সাক্ষাদপবর্গদ্বারস্য যদ্বিলনিলয়ৈশ্বর্যম্ ॥ ১৯ ॥

নো—না; এব—বস্তুতপক্ষে; এতৎ—এই; সাক্ষাৎকারঃ—প্রত্যক্ষ ফল; ভূমি-দানস্য—ভূমি দান করার; যৎ—যা; তৎ—তা; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানকে; অশেষ-জীবনিকায়ানাম্—অসংখ্য জীবদের; জীব-ভূত-আত্ম-ভূতে—যিনি জীবন এবং পরমাছা; পরম-আত্মনি—পরম নিয়ন্তা; বাসুদেবে—ভগবান শ্রীবাসুদেব (কৃষ্ণ); তীর্থ-তমে—সমস্ত তীর্থস্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; পাত্রে—সব চাইতে যোগ্য পাত্রে; উপপদে—সমীপবর্তী হয়ে; পরয়া—সর্বশ্রেষ্ঠ; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা সহকারে; পরম-আদরঃ—পরম শ্রদ্ধা সহকারে; সমাহিত-মনসা—সমাহিত চিত্তে; সম্প্রতিপাদিতসা—যা দান করা হয়েছিল; সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; অপবর্গ-দ্বারস্য—মুক্তির দ্বার; যৎ—যা; বিল-নিলয়—বিল বা কৃত্রিম স্বপ্নের; ঐশ্বর্যম্—ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

হে রাজন, বলি মহারাজ যে ভগবানকে তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন বলে বিলম্বেরে মহা ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা কখনও মনে করা উচিত নয়। যিনি সমস্ত জীবের জীবন স্বরূপ, যিনি পরম সুলভরূপে সকলের জন্যে বিরাজ করেন, এবং যাঁর নির্দেশনায় জীব এই জগতে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বলি মহারাজ তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন। কোন জড়-জাগতিক লাভের জন্য তিনি তা করেননি, শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার জন্যই তিনি তা করেছিলেন। শুদ্ধ ভক্তের কাছে মুক্তির দ্বার আপনা থেকেই খুলে যায়। অতএব কখনও মনে করা উচিত নয় যে, বলি মহারাজ তাঁর দানের বিনিময়ে এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন। কেউ যখন শুদ্ধ প্রেমে ভগবানের ভক্ত হন, তখন ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে তিনি জড়-জাগতিক উচ্চ পদ লাভ করতে পারেন। কিন্তু, কখনও ভ্রান্তিবশত মনে করা উচিত নয় যে, ভক্তের জড় ঐশ্বর্য তাঁর ভগবদ্ভক্তির ফল। ভগবদ্ভক্তির প্রকৃত ফল হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি জাগরিত করা, যা সর্ব অবস্থাতেই বর্তমান থাকে।

শ্লোক ২০

যস্য হ বাব ক্ষুতপতনপ্রস্থলনাদিষু বিবশঃ সক্রম্যমাভিগুণ্ণ পুরুষঃ
কর্মবন্ধনমঞ্জসা বিধুনোতি যস্য হৈব প্রতিবান্ধনং মুমুক্ষবেহ্ন্যাথৈবো-
পলভন্তে ॥ ২০ ॥

যস্য—যার; হ বাব—বস্ত্রতপকে; ক্ষুত—ক্ষুধা; পতন—পতন; প্রস্থলনাদিষু—স্থলন
আদি সময়ে; বিবশঃ—অসহায় হয়ে; সক্রমঃ—একবার; নাম অভিগুণ্ণ—ভগবানের
দিব্য নাম উচ্চারণ করে; পুরুষঃ—ব্যক্তি; কর্মবন্ধনম্—সকাম কর্মের বন্ধন;
অঞ্জসা—সম্পূর্ণরূপে; বিধুনোতি—বিধৌত হয়; যস্য—যার; হ—নিশ্চিতভাবে;
এব—এইভাবে; প্রতিবান্ধনম্—বিকর্ষণ; মুমুক্ষবঃ—মুক্তিকামী ব্যক্তিদেহ; অন্যথা—
অন্যথা; এব—নিশ্চিতভাবে; উপলভন্তে—উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে।

অনুবাদ

কেউ যদি ক্ষুধা, পতন, স্থলন আদির সময়ে ব্যাকুল হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার
মাত্র ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, তা হলে তিনি দুর্বীর কর্মবন্ধন থেকে
অনায়াসে মুক্ত হন। সেই মুক্তি লাভের জন্যই মুক্তিকামীরা কর্মমূলস্বরূপ
সংসারবন্ধন ছেদন করার জন্য অস্ত্রাঙ্গযোগ আদি নানা প্রকার ক্রেশ স্বীকার করে।

তাৎপর্য

কেউ যদি বলে যে, ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে হলে সর্বপ্রথমে ভগবানকে সর্বস্ব
নিবেদন করে মুক্ত হতে হবে, তা হলে সেই কথা ভুল। ভগবদ্ভক্ত কোন রকম
আলাদা প্রয়াস না করেই, আপনা থেকেই মুক্তি লাভ করেন। বলি মহারাজ
ভগবানকে সর্বস্ব দান করার ফলস্বরূপ জড় ঐশ্বর্য লাভ করেননি। যিনি সব রকম
জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের ভক্ত হয়েছেন, তিনি ঐ জাগতিক
ও পারমার্থিক উভয় সৌভাগ্যকেই ভগবানের দান বলে মনে করেন, এবং এইভাবে
তার ভগবৎসেবা কখনও প্রতিহত হয় না। ভগবদ্ভক্তকে মুক্তি লাভের জন্য
পৃথকভাবে চেষ্টা করতে হয় না। শ্রীল বিষ্ণুমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন, মুক্তিঃ স্বয়ং
মুকুলিতাজ্জলিঃ সেবতেহ্মনি—ভগবদ্ভক্তকে মুক্তির জন্য পৃথকভাবে চেষ্টা করতে
হয় না, কারণ মুক্তিদেবী স্বয়ং তাঁকে সেবা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে (অষ্টাদশোধ্য ৩/১৭৭-১৮৮) শ্রীল
হরিদাস ঠাকুর ভগবানের নাম গ্রহণের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন—

কেহ বলে,—‘নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়’।

কেহ বলে,—‘নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়’ ॥ ১৭৭ ॥

তাদের কেউ কেউ বললেন, “ভগবানের দিব্য নাম গ্রহণ করার ফলে পাপ ক্ষয়
হয়”; এবং অন্য কেউ বললেন, “ভগবানের দিব্য নাম গ্রহণের ফলে মুক্তি লাভ
হয়।”

হরিদাস কহেন,—‘নামের এই দুই ফল নয়।

নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥ ১৭৮ ॥

হরিদাস ঠাকুর তখন তার প্রতিবাদ করে বললেন, “এই দুটি নামের প্রকৃত ফল
নয়। নিরপরাধে নাম গ্রহণের ফলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে প্রেমের উদয় হয়।”

অনুযুক্তি ফল নামের—‘মুক্তি’, ‘পাপনাশ’।

তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্যের প্রকাশ ॥ ১৮০ ॥

‘মুক্তি’ এবং ‘পাপক্ষয়’, এই দুটি ভগবানের দিব্য নাম গ্রহণের অনুযুক্তি ফল;
তার দৃষ্টান্তস্বরূপ সূর্যের প্রকাশের উল্লেখ করা যায়।

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।”

সব কহে,—‘তুমি কহ অর্থ-বিবরণ’ ॥ ১৮২ ॥

একটি শ্লোক আবৃত্তি করে হরিদাস ঠাকুর তাদের বললেন, “হে পণ্ডিতগণ, দয়া
করে আপনারা এই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করুন।” তখন সমস্ত শ্রোতারা হরিদাস
ঠাকুরকে অনুরোধ করলেন, “আপনি এই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করুন।”

হরিদাস কহেন,—‘যৈছে সূর্যের উদয়।

উদয় না হৈতে আরজে তমের হয় ক্ষয় ॥ ১৮৩ ॥

চৌর-শ্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।

উদয় হৈলে ধর্ম-কর্ম-আদি পরকাশ ॥ ১৮৪ ॥

এইছে নামেদয়ারজে পাপ-আদির ক্ষয়।

উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥ ১৮৫ ॥

হরিদাস ঠাকুর বললেন, “সূর্য উদয়ের আগেই যেমন রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হতে
থাকে এবং অন্ধকারজনিত চৌর, শ্রেত, রাক্ষসাদির ভয় দূর হয়, এবং সূর্যের উদয়
হলে ধর্ম, কর্ম আদির অনুষ্ঠান শুরু হয়; তেমনিই অপরাধ বর্জিত হয়ে নাম গ্রহণের
আভাসের ফলেই পাপ-আদির ক্ষয় হয়, এবং শুদ্ধ নামের উদয় হলে শ্রীকৃষ্ণের
শ্রীপাদপদ্মে প্রেম লাভ হয়।

‘মুক্তি’ তুচ্ছ-ফল হয় নামাভাস হৈতে ॥ ১৮৬ ॥

“ ‘মুক্তি’ নামাভাসের তুচ্ছ ফল। ”

যে মুক্তি ভক্ত না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥ ১৮৮ ॥

“যে মুক্তি শুদ্ধ ভক্ত গ্রহণ করতে চান না, তা কৃষ্ণ অনায়াসে দিতে চান। ”

নামাভাস হচ্ছে নাম-অপরাধ এবং শুদ্ধ নাম গ্রহণের মধ্যবর্তী স্তর। ভগবানের নাম গ্রহণের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরটি হচ্ছে দশ অপরাধযুক্ত নাম, তার পরবর্তী স্তরটি নামাভাস, যে স্তরে অপরাধ প্রায় নিবৃত্ত হয়েছে এবং নাম গ্রহণকারী প্রায় শুদ্ধ নামের স্তরে পৌঁছে গেছেন। তৃতীয় স্তরটিতে যখন নিরপরাধে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন হয়, তখন সুপু কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয়। সেটিই হচ্ছে সিদ্ধির চরম অবস্থা।

শ্লোক ২১

ভক্তজনানামাত্মবতাং সর্বেষামাত্মন্যাশ্রয়দ আশ্রয়তয়ৈব ॥ ২১ ॥

তৎ—তা, ভক্তানাম্—মহান ভক্তদের; আত্মবতাম্—সনক, সনাতন আদি আত্মজ্ঞানী পুরুষদের; সর্বেষাম্—সকলের; আত্মনি—আত্মস্বরূপ ভগবানকে; আশ্রয়ে—যিনি নিঃসঙ্কোচে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করেন; আত্মতয়া—যিনি পরম আত্মা; এব—প্রকৃতপক্ষে।

অনুবাদ

সকলের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান নারদ মুনির মতো ভক্তদের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দেন। অর্থাৎ, ভগবানের প্রতি যারা শুদ্ধ প্রেমপরায়ণ, ভগবান সেই সমস্ত ভক্তদের শুদ্ধ প্রেম দান করেন। সনকাদি আত্মজ্ঞানীদের তিনি পরমাত্মস্বরূপ উপলব্ধিরূপ চিন্ময় আনন্দ দান করেন।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ ভগবানকে সর্বত্র দান করেছিলেন বলে ভগবান তাঁর হাররক্ষক হননি, পক্ষান্তরে তাঁর মহান ভগবৎ প্রেমের জন্যই তিনি তাঁর প্রতি এই প্রকার কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

ন বৈ ভগবান্ননমমুখ্যানুজ্ঞাহ যদুত পুনরাশ্বানুস্মৃতিমোষণং
মায়াময়ভৌগৈশ্বর্যমেবাতনুতেতি ॥ ২২ ॥

ন—না; বৈ—বস্তুতপক্ষে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; ননুম্—নিশ্চিতভাবে; অমুখ্য—বলি মহারাজকে; অনুজ্ঞাহ—তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন; যৎ—যেহেতু; উত—নিশ্চিতভাবে; পুনঃ—পুনরায়; আশ্বানুস্মৃতি—ভগবৎ স্মৃতি; মোষণম্—যা হরণ করে নেয়; মায়াময়—মায়ার এক প্রকার প্রভাব; ভৌগৈশ্বর্যম্—জড় ঐশ্বর্য; এব—নিশ্চিতভাবে; আতনুত—বিস্তার করে; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

ভগবান বলি মহারাজকে জড় সুখ এবং ঐশ্বর্য প্রদান করে তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেননি, কারণ ভৌগৈশ্বর্যের ফলে জীব ভগবানের প্রেমময়ী সেবার কথা ভুলে যায়। জড় ঐশ্বর্যের ফলে মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আর একাগ্র করা যায় না।

তাৎপর্য

দুই প্রকার ঐশ্বর্য রয়েছে। একটি কর্মযোগ এবং অন্যটি ভগবৎ প্রসাদ যোগ। ভগবানের চরণে সর্বতোভাবে শরণাগত আত্মা কখনও তাঁর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য জড় ঐশ্বর্য কামনা করেন না। তাই যখন কোন শুদ্ধ ভক্তকে ঐশ্বর্য সম্বন্ধিত হতে দেখা যায়, তখন বুঝতে হবে যে সেটি তাঁর কর্মজাত নয়, পক্ষান্তরে তা তাঁর ভক্তিজাত। অর্থাৎ, তা তিনি লাভ করেছেন কারণ ভগবান চান যে, তিনি যেন অনায়াসে এবং সমৃদ্ধি সহকারে সের্বা করতে পারেন। নবীন ভক্তের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা হচ্ছে যে, তিনি আর্থিক দিক দিয়ে নির্ধন হয়ে যান। তা ভগবানের বিশেষ কৃপা, কারণ নবীন ভক্ত যদি জড় ঐশ্বর্য লাভ করেন, তা হলে তিনি ভগবানের সেবার কথা ভুলে যাবেন। কিন্তু, উন্নত স্তরের ভক্তকে ভগবান ঐশ্বর্য প্রদান করে কৃপা করেন। সেই ঐশ্বর্য জড় ঐশ্বর্য নয়, তা চিন্ময় ঐশ্বর্য। দেবতাদের জড় ঐশ্বর্য প্রদান করার ফলে, তাঁরা ভগবানকে ভুলে যান, কিন্তু বলি মহারাজকে ভগবান ঐশ্বর্য প্রদান করেছিলেন তাঁর সেবা করার জন্য, এবং সেই ঐশ্বর্য মায়ার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

শ্লোক ২৩

যন্তভগবতানধিগতান্যোপায়েন যাক্ষাঙ্কলেনাপহৃতশ্বশরীরাবশেষিত-
লোকত্রয়ো বরুণপাশৈশ্চ সম্প্রতিমুক্তো গিরিদর্যাং চাপবিদ্ধ ইতি
হোবাচ ॥ ২৩ ॥

যৎ—যা; তৎ—তা; ভগবতা—ভগবানের দ্বারা; অনধিগত-অন্য-উপায়েন—যাকে অন্য কোন উপায়ে উপলব্ধি করা যায় না; যাজ্ঞা-হুত্বেন—ভিক্ষার ছলে; অপহৃত—অপহরণ করেছিলেন; স্ব-শরীর-অবশেষিত—কেবল তাঁর দেহ মাত্র অবশিষ্ট রেখে; লোক-ত্রয়ঃ—ত্রিলোক; বরুণ-পাশৈঃ—বরুণপাশের দ্বারা; চ—ও; সম্প্রতিমুক্তঃ—সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ; গিরি-দর্যাম্—পর্বতের গহ্বরে; চ—ও; অপবিদ্ধঃ—প্রক্ষিপ্ত হয়েছিলেন; ইতি—এইভাবে; হ—বস্তুতপক্ষে; উবাচ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান যখন দেখলেন যে, বলি মহারাজের সবকিছু নিয়ে নেওয়ার আর কোন উপায় নেই, তখন তিনি ভিক্ষা করার ছলে তাঁর শরীর মাত্র অবশিষ্ট রেখে তাঁর কাছে থেকে ত্রিলোকের আধিপত্য অপহরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও ভগবান সন্তুষ্ট হননি। তিনি বলি মহারাজকে বরুণপাশে বদ্ধ করে গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ করেছিলেন। এইভাবে তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করে তাঁকে গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ করা হলেও বলি মহারাজ এমনই মহান ভক্ত ছিলেন যে, তিনি এইভাবে বলেছিলেন।

শ্লোক ২৪

নুনং বতায়ং ভগবানর্থেষু ন নিষ্ক্যতো যোহস্যাবিক্রো যস্য সচিবো মদ্রায়
বৃত একান্ততো বৃহস্পতিস্তমতিহায় স্বয়মুপেন্দ্রেণাঙ্গানমযাচতান্ননশ্চাশিষো
নো এব তদাস্যমতিগস্তীরবয়সঃ কালস্য মদন্তরপরিবৃত্তং কিয়ল্লোক-
ত্রয়মিদম্ ॥ ২৪ ॥

নুনম্—নিশ্চিতভাবে; বত—আহা; অয়ম্—এই; ভগবান্—অত্যন্ত বিদ্বান্; অর্থেষু—ব্যক্তিগত স্বার্থে; ন—না; নিষ্ক্যতঃ—অত্যন্ত অভিজ্ঞ; যঃ—যিনি; অসৌ—এই দেবরাজ; ইন্দ্রঃ—ইন্দ্র; যস্য—যার; সচিবঃ—প্রধান মন্ত্রী; মদ্রায়—উপদেশ দেওয়ার জন্য; বৃত্তঃ—মনোনয়ন করেছে; একান্ততঃ—একা; বৃহস্পতিঃ—বৃহস্পতি; তম্—তাকে; অতিহায়—অবজ্ঞা করে; স্বয়ম্—স্বয়ং; উপেন্দ্রেণ—উপেন্দ্রে (ভগবান বানমনেবের সাহায্যে); আঙ্গানম্—আমি; অযাচত—অনুরোধ করেছি; আঙ্গানম্—নিজের জন্য; চ—এবং; আশিষঃ—আশীর্বাদ (ত্রিলোক); ন—না; এব—নিশ্চিতভাবে; তৎ-দাস্যম্—ভগবানের প্রেমময়ী সেবার জন্য; অতি—অত্যন্ত; গস্তীর-বয়সঃ—অসীম; কালস্য—কালের; মদন্তর-পরিবৃত্তম্—মনুর জীবনান্তে পরিবর্তন হয়; কিয়ৎ—তার কি মূল্য; লোক-ত্রয়ম্—ত্রিলোকের; ইদম্—এই।

অনুবাদ

আহা, কি দুঃখের বিষয়! এই দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত বিদ্বান্ ও শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এবং বৃহস্পতিকে তাঁর সচিবের পদে বরণ করে তাঁর থেকে মদ্রা গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি পারমার্থিক উন্নতি সাধনের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। বৃহস্পতিও বুদ্ধিমান নন, কারণ তিনি তাঁর শিষ্য ইন্দ্রকে যথাযথভাবে উপদেশ দেননি। ভগবান বানমনেবের ইন্দ্রের দ্বারে এসে দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র তাঁর দাস্য প্রার্থনা না করে, তাকে দিয়ে আমার কাছ থেকে তাঁর ইন্ক্রিয়-তর্পণের জন্য সামান্য ত্রিলোকের আধিপত্য ভিক্ষা করালেন। এই ত্রিলোকের আধিপত্য নিতান্তই তুচ্ছ, কারণ সমস্ত জড় ঐশ্বর্যই কেবল মন্বন্তর পর্যন্ত থাকে, যা অনন্ত কালের এক নগণ্য অংশ।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, তিনি ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করে ত্রিলোকের উপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ইন্দ্র অবশ্যই অত্যন্ত জ্ঞানবান, কিন্তু বানমনেবের কাছে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য ভিক্ষা করার পরিবর্তে, তিনি তাঁকে দিয়ে কিছু জড়-জাগতিক সম্পদ ভিক্ষা করিয়েছিলেন, যা মন্বন্তরে শেষ হয়ে যাবে। মনুর আয়ুষ্কাল, এক মন্বন্তরের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৭১ চতুর্যুগ। ৪৩,২০,০০০ বছরে এক চতুর্যুগ, এবং তাই মনুর আয়ু ৩০,৯৬,০০,০০০ বছর। দেবতার তাঁদের জড় ঐশ্বর্য কেবল মনুর জীবনান্ত অবধি ভোগ করতে পারেন। কাল দুর্লভ। যে কাল নির্ধারিত হয়েছে তা কোটি কোটি বছর হলেও, অর্চিয়েই শেষ হয়ে যায়। দেবতারও তাঁদের জড় ঐশ্বর্য কেবল নির্দিষ্ট কাল পর্যন্তই ভোগ করতে পারেন। তাই বলি মহারাজ অনুতাপ করেছেন যে, ইন্দ্র অত্যন্ত বিদ্বান্ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বুদ্ধির সম্ভাবনার যে কিভাবে করতে হয়, তা জ্ঞানেন না। কারণ বানমনেবের কাছে তাঁর সেবার যুক্ত হওয়ার অনুমতি ভিক্ষা না করে, ইন্দ্র তাঁকে দিয়ে বলি মহারাজের কাছে জড় ঐশ্বর্য ভিক্ষা করিয়েছেন। ইন্দ্র যদিও বিদ্বান্ এবং বৃহস্পতি যদিও তাঁর উপদেষ্টা, তবুও তাঁরা উভয়েই ভগবান বানমনেবের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে সক্ষম হননি। তাই বলি মহারাজ ইন্দ্রের জন্য অনুতাপ করেছেন।

শ্লোক ২৫

যস্যানুদাস্যামেবাম্ভংপিভ্যামহঃ কিল বত্রে ন তু স্বপিত্র্যং যদুকৃতোভায়ং
পদং দীয়মানং ভগবতঃ পরমিতি ভগবতোপরতে খলু স্বপিত্রি ॥২৫॥

যস্য—যাঁর (ভগবানের); অনুদাসম্—সেবা; এব—নিশ্চিতভাবে; অশ্মৎ—আমাদের; পিতামহঃ—পিতামহ; কিল—প্রকৃত পক্ষে; বত্রে—স্বীকার করেছিলেন; ন—না; তু—কিন্তু; স্ব—স্বীয়; পিত্রাম্—পিতৃ সম্পত্তি; যৎ—যা; উত—নিশ্চিতভাবে; অকৃতঃ—ভয়ম্—অভয়; পদম্—পদ; দীর্ঘমানম্—দেওয়া হলেও; ভগবতঃ—ভগবান থেকে; পরম্—অন্য; ইতি—এই প্রকার; ভগবতঃ—ভগবানের দ্বারা; উপরতে—যখন নিহত হয়েছিলেন; বলু—বাস্তবিকপক্ষে; স্বপিতরি—তার পিতা।

অনুবাদ

বলি মহারাজ বললেন—আমার পিতামহ প্রহ্লাদই একমাত্র পুরুষার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর ভগবান নৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদকে তাঁর পিতার রাজ্য এমনকি জড় বন্ধন থেকে মুক্তি পর্যন্ত প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ মুক্তি এবং ভোগৈশ্বর্য কোনটিই গ্রহণ করেননি তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে, সেইগুলি ভগবন্তের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ এবং তাই তা ভগবানের প্রকৃত কৃপা নয়। তাই, কর্ম এবং জ্ঞানের ফল গ্রহণ করার পরিবর্তে প্রহ্লাদ মহারাজ কেবল ভগবানের দাসাই ভিক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, অনন্য ভক্ত নিজেকে ভগবানের দাসের দাসের অনুদাস বলে মনে করবেন (গোপীভর্তৃঃ পদকমলয়োগ্যাস-দাসানুদাসঃ)। বৈষ্ণব দর্শনে সরাসরিভাবে ভগবানের দাস্য আকাঙ্ক্ষা করা হয় না। প্রহ্লাদ মহারাজ এই জড় জগতে এক অতি উচ্চ সমুদ্রশালী পদ লাভের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এমনকি তাঁকে ব্রহ্মসামুদ্রে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তিও প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সে সবই প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি কেবল ভগবানের দাসের অনুদাসের সেবার যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। তাই বলি মহারাজ বলেছেন যে, তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ যাহেতু ভোগৈশ্বর্য এবং জড় বন্ধন থেকে মুক্তির বর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাই তিনি যথাযথভাবে পুরুষার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন।

শ্লোক ২৬

তস্য মহানুভাব্যানুপথমমুজিতকষায়ঃ কো বাশ্মদ্বিধঃ পরিহীণভগবদনুগ্রহ উপজিগমিষতীতি ॥ ২৬ ॥

তস্য—প্রহ্লাদ মহারাজের; মহা-অনুভাবস্য—যিনি ছিলেন এক মহানুভব ভক্ত; অনুপথম্—পথ; অমুজিত-কষায়ঃ—জড় বিষয়ের দ্বারা কলুষিত ব্যক্তি; কঃ—কি; বা—অথবা; অশ্মৎ-বিধঃ—আমাদের মতো; পরিহীণ-ভগবৎ-অনুগ্রহঃ—ভগবানের অনুগ্রহ বিনা; উপজিগমিষতী—অনুসরণ করতে চায়; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

বলি মহারাজ বললেন—আমাদের মতো ব্যক্তির, যারা এখনও জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত, যারা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত এবং যারা ভগবানের কৃপা লাভে বঞ্চিত, তারা কখনও প্রহ্লাদ মহারাজের মতো মহান ভগবন্তের দ্বারা প্রদর্শিত মহান মার্গ অনুসরণ করতে পারে না।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, আত্ম-উপলব্ধির জন্য ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, শিব, প্রহ্লাদ মহারাজ আদি মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয়। যদি আমরা পূর্বতন আচার্য বা মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তা হলে ভক্তির মার্গ মাটেই কঠিন নয়, কিন্তু যারা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে জড় বিষয়ের দ্বারা অত্যন্ত কলুষিত, তারা কখনও মহাজনদের অনুসরণ করতে পারে না। বলি মহারাজ যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁর পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু ক্রিয়বশত তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনি তা করছেন না। “ভগবন্তের পন্থা অনুশীলনকারী মহান বৈষ্ণবের এটিই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য যে, তিনি সর্বদা নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করেন। এটি লোকসেখানে কৃত্রিম বিনয় নয়, প্রকৃত বৈষ্ণব সত্যি সত্যি সেই কথা মনে করেন এবং তাই কখনও তাঁর উচ্চ পদের কথা স্বীকার করেন না।

শ্লোক ২৭

তস্যানুচরিতমুপরিষ্টাদ্বিস্তরিত্যতে যস্য ভগবান্ স্বয়মবিলজগদ্-গুরুনারায়ণো দ্বারি গদাপাণিরবতিষ্ঠতে নিজজনানুকম্পিতহৃদয়ো যেনাস্মৃঠেন পদা দশকঙ্করো যোজনাযুতায়ুতং দিগ্বিজয় উচ্চাতিঃ ॥ ২৭ ॥

তস্য—বলি মহারাজের; অনুচরিতম্—মহিমা; উপরিষ্টাৎ—পরে (অষ্টম স্কন্ধে); বিস্তরিত্যতে—বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে; যস্য—যাঁর; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; স্বয়ম্—স্বয়ং; অবিল-জগৎ-গুরুঃ—ত্রিভুবনের গুরু; নারায়ণঃ—ভগবান

নারায়ণ স্বয়ং; দ্বারি—দ্বারে, গদাপাণিঃ—গদাহস্তে; অবতিষ্ঠতে—দণ্ডায়মান; নিজ-
জন-অনুকম্পিত-হৃদয়ঃ—যাঁর হৃদয় সর্বদা তাঁর ভক্তদের প্রতি কৃপায় পূর্ণ থাকে;
যেন—যাঁর দ্বারা; অঙ্গুষ্ঠেন—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা; পদা—তাঁর পায়ের, দশকঙ্করঃ—
দশ মন্তকবিশিষ্ট রাবণ; যোজন-অমৃত-অমৃতম্—দশ হাজার যোজন দূরে;
দিগ্বিজয়ে—বলি মহারাজকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে; উচ্চাতিতঃ—নিষ্কেপ
করেছিলেন।

অনুবাদ

গুহদেব গোস্থায়ী বললেন—হে রাজন, বলি মহারাজের মহিমা আমি কিভাবে
বর্ণনা করব? অবিলম্বে জগদগুরু, তাঁর ভক্তের প্রতি সদয় হৃদয় ভগবান নারায়ণ
স্বয়ং গদাহস্তে বলির দ্বারে অবস্থান করছেন। দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে দশকঙ্কর রাবণ
যখন সেই বলির দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তখন বামনদেব তাকে তাঁর
পদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা আশি হাজার মাইল দূরে নিষ্কেপ করেছিলেন। সেই বলি
মহারাজের চরিত্র এবং কার্যকলাপ আমি পরে (অষ্টম স্কন্ধে) বিস্তারিতভাবে
বর্ণনা করব।

শ্লোক ২৮

ততোহস্তান্তলাতলে ময়ো নাম দানবেন্দ্র ত্রিপুরাধিপতির্ভগবতা পুরারিণা
ত্রিলোকীশং চিকীর্ষুণা নির্দম্বপুত্রয়ঃপ্রসাদান্নরূপদো মায়াবিনামাচার্যো
মহাদেবেন পরিরক্ষিতো বিগতসুদর্শনভয়ো মহীয়তে ॥ ২৮ ॥

ততঃ—সেই সূতললোকের; অস্তান্তাৎ—নীচে; তলাতলে—তলাতল নামক লোকে;
ময়ঃ—ময়; নাম—নামক; দানব-ইন্দ্রঃ—দানবদের রাজা; ত্রি-পুর-অধিপতিঃ—তিনটি
নগরীর অধিপতি; ভগবতা—পরম শক্তিশালী; পুরারিণা—ত্রিপুরার মহাদেবের দ্বারা;
ত্রি-লোকী—ত্রিভুবনের; শম্—সৌভাগ্য; চিকীর্ষুণা—ইচ্ছা করে; নির্দম্ব—দহন
করেছিলেন; স্ব-পুত্র-য়ঃ—যাঁর তিনটি নগরী; তৎ-প্রসাদাৎ—সেই শিবের কৃপায়;
লব্ধঃ—প্রাপ্ত; পদঃ—রাজ্য; মায়াবিনাম্ আচার্যঃ—মায়াবীদের গুরু; মহাদেবেন—
শিবের দ্বারা; পরিরক্ষিতঃ—রক্ষিত; বিগত-সুদর্শন-ভয়ঃ—যিনি ভগবান এবং তাঁর
সুদর্শন চক্রের ভয়ে ভীত নন; মহীয়তে—পূজিত হন।

অনুবাদ

সূতললোকের নীচে তলাতল নামক আর একটি লোক রয়েছে, যা ময়দানবের
রাজ্য। ময়ামায়াবীদের আচার্য। ত্রিলোকের মঙ্গলাকাশ্রী ত্রিপুরার শিব একবার

ময়ের তিনটি পুরী দম্ব করেন, কিন্তু তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তিনি আবার তাকে
তার অধিকার ফিরিয়ে দেন। সেই সময় থেকে দানবেন্দ্র ময় ত্রিপুরার মহাদেব
কর্তৃক সর্বতোভাবে রক্ষিত, এবং তাই তিনি জাতিবশত মনে করেন যে, ভগবান
এবং তাঁর সুদর্শন চক্রের ভয়ে ভীত হওয়ার আর কোন কারণ নেই।

শ্লোক ২৯

ততোহস্তান্তলাতলে কান্দবেয়াণাং সর্পাণাং নৈকশিরসাং ক্রোধবশো নাম
গণঃ কুহকতক্ষককালিয়সুযোদ্যাদিপ্রাধনা মহাভোগবন্তঃ পতন্তিরাজাধিপতেঃ
পুরুষবাহাদনবরতমুদ্বিজমানাঃ স্বকলত্রাপতাসুহৃৎকুটুম্বসঙ্গেন কচিৎ প্রমত্তা
বিহরন্তি ॥ ২৯ ॥

ততঃ—তলাতললোকের; অস্তান্তাৎ—নীচে; মহাতলে—মহাতল নামক লোকে;
কান্দবেয়াণাম্—কান্দব বংশধররা; সর্পাণাম্—মহাসর্পদের; ন এক-শিরসাম্—বহু
ফণা-বিশিষ্ট; ক্রোধ-বশঃ—সর্বদা ক্রোধের বশীভূত; নাম—নামক; গণঃ—সমূহ;
কুহক—কুহক; তক্ষক—তক্ষক; কালিয়—কালিয়; সুযোদ্য—সুযোদ্য; আদি—ইত্যাদি;
প্রাধনাঃ—প্রমুখ; মহা-ভোগবন্তঃ—সর্ব প্রকার জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত
আসক্ত; পতন্তি-রাজাধিপতেঃ—পক্ষীরাজ গরুড় থেকে; পুরুষ-বাহাৎ—ভগবানের
বাহন; অনবরতম্—নিরন্তর; উদ্বিজমানাঃ—ভীত; স্ব—তাদের নিজেদের; কলত্র-
অপত্য—পত্নী ও সন্তান-সন্ততি; সুহৃৎ—বন্ধুবান্ধব; কুটুম্ব—আত্মীয়-স্বজন; সঙ্গেন—
সঙ্গে; কচিৎ—কখনও কখনও; প্রমত্তাঃ—ক্রুদ্ধ; বিহরন্তি—তারার বিহার করে।

অনুবাদ

তলাতলের নীচে মহাতল। সেখানে বহুফণাধারী সর্বদা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কান্দনয়ন
সর্পেরা বাস করে। সেই সমস্ত মহাসর্পের মধ্যে কুহক, তক্ষক, কালিয়, সুযোদ্য
আদি প্রধান। মহাতলের সর্পেরা সর্বদাই ভগবানের বাহন পক্ষীরাজ গরুড়ের
ভয়ে অত্যন্ত ভীত থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু ও আত্মীয়-
স্বজনদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহাতল লোকে যে সমস্ত অত্যন্ত শক্তিশালী বহু
ফণাবিশিষ্ট সর্পেরা বাস করে, তারা সর্বদা তাদের পরম শত্রু গরুড়ের ভয়ে ভীত

থাকে এবং তবুও তারা তাদের স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনদের সাহচর্যে নিজেদের অত্যন্ত সুখী বলে মনে করে। এটিই হচ্ছে সংসার জীবন। অত্যন্ত জন্ম অবস্থাতে থাকা সত্ত্বেও মানুষ স্ত্রী, পুত্র আত্মীয়স্বজন পরিবৃত্ত হয়ে নিজেদের অত্যন্ত সুখী বলে মনে করে।

শ্লোক ৩০

ততোহধস্তাদ্রিসাতলে দৈতেয়া দানবাঃ পণয়ো নাম নিবাতকবচাঃ কালেয়া
হিরণ্যপুরবাসিন ইতি বিবুধপ্রতানীকা উৎপত্ত্যা মহৌজসো মহাসাহসিনো
ভগবতঃ সকললোকানুভাবসা হররেব তেজসা প্রতিহতবলাবলেপা
বিলেশয়া ইব বসন্তি যে বৈ সরময়েন্দ্রদৃত্যা বাগ্ভিমদ্ববর্ণাভিরিদ্ভা-
জিতাতি ॥ ৩০ ॥

ততঃ অধস্তাৎ—মহাতলের নীচে; রসাতলে—রসাতলে; দৈতেয়াঃ—দিতির পুত্রগণ;
দানবাঃ—দনুর পুত্রগণ; পণয়োঃ নাম—পণি নামক; নিবাতকবচাঃ—নিবাতকবচগণ;
কালেয়াঃ—কালেয়গণ; হিরণ্য-পুরবাসিনঃ—হিরণ্যপুরবাসীগণ; ইতি—এইভাবে;
বিবুধ-প্রতানীকাঃ—দেবতাদের শত্রুগণ; উৎপত্ত্যাঃ—জন্ম থেকে; মহা-ওজসঃ—
অত্যন্ত শক্তিশালী; মহা-সাহসিনঃ—অত্যন্ত সাহসী; ভগবতঃ—ভগবানের; সকল-
লোক-অনুভাবসা—যিনি সকল লোকের মঙ্গলকারী; হরঃ—ভগবানের; এব—
নিশ্চিতভাবে; তেজসা—সুদর্শন চক্রের দ্বারা; প্রতিহত—পরাজিত; বল—বল;
অবলেপাঃ—দৈহিক বলজনিত গর্বে; বিল-ঈশয়াঃ—সর্প; ইব—সদৃশ; বসন্তি—বাস
করে; যে—যারা; বৈ—বস্তুতপক্ষে; সরময়া—সরমার দ্বারা; ইন্দ্র-দৃত্যা—ইন্দ্রের দূত;
বাগ্ভিঃ—বাণীর দ্বারা; মদ্র-বর্ণাভিঃ—মদ্ররূপে; ইন্দ্রাৎ—দেবরাজ ইন্দ্র থেকে;
বিজাতি—জিত হয়।

অনুবাদ

মহাতলের নীচে রসাতল, যেখানে দিতি এবং দনুর পুত্র দৈত্য ও দানবেরা বাস করে। তাদের বলা হয় পণি, নিবাতকবচ, কালেয় এবং হিরণ্যপুরবাসী। এরা সকলে দেবতাদের শত্রু এবং সর্পের মতো বিবরে বাস করে। এরা জন্ম থেকেই অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নিষ্ঠুর। যিনি সমস্ত লোকের অধিপতি সেই ভগবানের সুদর্শন চক্রের দ্বারা এরা সর্বদাই পরাজিত হয়। ইন্দ্রের দূতী সরমা যখন একটি

বিশেষ অভিলাষ মদ্র উচ্চারণ করেন, তখন এই সমস্ত সর্পসদৃশ অসুরেরা ইন্দ্রের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়।

তাৎপর্য

কথিত আছে যে, এক সময় এই সমস্ত সর্পসদৃশ অসুরদের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের এক মহা যুদ্ধ হয়। পরাজিত হয়ে অসুরেরা ইন্দ্রের দূতী সরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সরমা তখন একটি মদ্র উচ্চারণ করেন এবং তার ফলে ভীত হয়ে তারা রসাতলে বাস করছে।

শ্লোক ৩১

ততোহধস্তাৎ পাতালে নাগলোকপতয়ো বাসুকিগ্রনুখাঃ শঙ্খকুলিক-
মহাশঙ্খশ্বেতধনঞ্জয়ধৃতরাষ্ট্রশঙ্খচূড়কম্বলাশ্বতরদেবদত্তাদয়ো মহাভোগিনো
মহামর্ষা নিবসন্তি যেষাম্ হ বৈ পঞ্চসপ্তদশশতসহস্রশীর্ষাণাং ফণাসু
বিরচিতা মহামণয়ো রোচিষ্কবঃ পাতালবিবরতিমিরনিকরং স্বরোচিষা
বিধমন্তি ॥ ৩১ ॥

ততঃ অধস্তাৎ—রসাতলের নীচে; পাতালে—পাতাললোকে; নাগ-লোক-পতয়োঃ—
নাগলোকের প্রভুগণ; বাসুকি—বাসুকির দ্বারা; প্রমুখাঃ—প্রধান; শঙ্খ—শঙ্খ;
কুলিক—কুলিক; মহাশঙ্খ—মহাশঙ্খ; শ্বেত—শ্বেত; ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয়; ধৃতরাষ্ট্র—
ধৃতরাষ্ট্র; শঙ্খচূড়—শঙ্খচূড়; কম্বল—কম্বল; অশ্বতর—অশ্বতর; দেবদত্ত—দেবদত্ত;
আদয়ঃ—ইত্যাদি; মহা-ভোগিনঃ—জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; মহা-
অমর্ষাঃ—স্বভাবতই অত্যন্ত ক্রোধ; নিবসন্তি—বাস করে; যেষাম্—যাদের; উ হ—
নিশ্চিতভাবে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; পঞ্চ—পাঁচ; সপ্ত—সাত; দশ—দশ; শত—
এক শত; সহস্র—এক হাজার; শীর্ষাণাম্—ফণা সমন্বিত; ফণাসু—সেই ফণায়;
বিরচিতাঃ—সংলগ্ন; মহা-অমণ্যঃ—মহা মূল্যবান মণিসমূহ; রোচিষ্কবঃ—প্রভায় পূর্ণ;
পাতাল-বিবর—পাতালের গহবরে; তিমির-নিকরম্—গভীর অন্ধকার; স্ব-রোচিষা—
তাদের সেই মণির আলোকে; বিধমন্তি—বিদূরিত হয়।

অনুবাদ

রসাতলের নীচে পাতাল বা নাগলোক, যেখানে শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল, অশ্বতর, দেবদত্ত আদি নাগলোকপতি ভয়ঙ্কর

আসুরিক সর্পেরা বাস করে। তাদের নেতা হচ্ছে বাসুকি। তারা অত্যন্ত কোপনস্বভাব এবং তারা বহু ফণাবিশিষ্ট—তাদের কারও পাঁচটি ফণা, কারও সাতটি, কারও দশটি, কারও এক শত এবং কারও আবার এক হাজার ফণা। এই সমস্ত ফণায় মহা মূল্যবান মণি সংলগ্ন রয়েছে এবং সেই মণির আলোকে সেই বিলম্বগের ঘোর অন্ধকার বিদূরিত হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'পাতাললোকের বর্ণনা' নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

ভগবান অনন্তদেবের মহিমা

এই অধ্যায়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহাদেবের অংশী ভগবান শ্রীঅনন্তদেবের বর্ণনা করেছেন। ভগবান অনন্তদেব, যার মূর্তি বিগুঞ্চ সত্ত্বময়ী, তিনি পাতালের মূলদেশে বিরাজ করেন। তিনি শিবের অন্তরের অন্তস্তলে বিরাজ করে তাঁকে সংহার কার্যে সাহায্য করেন, তাই তাঁকে কখনও কখনও তামসী বলা হয়। তিনি অহংকারের অধিষ্ঠাতা। সমস্ত জীবদের আকর্ষণ করেন বলে তাঁকে সঙ্কর্ষণ বলা হয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভগবান সঙ্কর্ষণের ফণায় সর্বের মতো বিরাজ করছে। তাঁর ললাট থেকে জগৎ সংহারকারী শক্তি রুদ্ধের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সঙ্কর্ষণ যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাই বহু ভক্ত তাঁর বন্দনা করেন এবং পাতাললোকে সমস্ত সুব, অসুব, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও মুনি-ঋষিরা সর্বদা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেন; এবং তিনিও মধুর বাক্যে তাঁদের সঙ্গে কথোপকথন করেন। তাঁর শ্রীমূর্তি বিগুঞ্চ সত্ত্বময়ী এবং অত্যন্ত সুন্দর। যে ব্যক্তি সদ্গুরুর শ্রীমুখে সঙ্কর্ষণের মহিমা শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। সমগ্র জড় জগৎ শ্রীঅনন্তদেবের পরিকল্পনা অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে। তাই তাঁকে সৃষ্টির মূল কারণ বলে মনে করা হয়। তাঁর শক্তির অন্ত নেই, এবং তাঁর মহিমা অনন্ত মুখে বর্ণনা করেও কেউই শেষ করতে পারে না। তাই তাঁর নাম অনন্ত। সমস্ত জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে অনন্তদেব তাঁর বিগুঞ্চ সত্ত্বময়ী মূর্তি প্রকট করেছেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে শ্রীঅনন্তদেবের মহিমা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তস্য মূলদেশে ত্রিংশদযোজনসহস্রান্তর আন্তে যা বৈ কলা ভগবতস্তামসী
সমাখ্যাতানন্ত ইতি সাত্ত্বতীয়া দ্রষ্টৃদৃশ্যোঃ সঙ্কর্ষণমহমিত্যভিমানলক্ষণং
যং সঙ্কর্ষণমিত্যাচক্ষতে ॥ ১ ॥

শ্রী-ওকঃ উবাচ—শ্রীওকদেব গোস্বামী বললেন; তস্য—পাতাললোকের; মূল-দেশে—মূলভাগে; ত্রিশং—ত্রিশ; যোজন—আট মাইল দূরত্ব; সহস্র-অন্তরে—এক হাজার (যোজন) পরে; আন্তে—রয়েছে; যা—যার; বৈ—বস্তুতপক্ষে; কলা—অংশের অংশ; ভগবতঃ—ভগবানের; তামসী—তমোগুণের সঙ্গে সম্পর্কিত; সমাখ্যাতা—নামক; অনন্তঃ—অনন্ত; ইতি—এইভাবে; সাহসীয়াঃ—ভক্তগণ; দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ—জড় এবং চেতনের; সঙ্ঘর্ষন্ম—আকর্ষণ করেন; অহম্—আমি; ইতি—এই প্রকার; অভিমান—স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা; লক্ষণম্—লক্ষণ; যম্—যাঁকে; সঙ্ঘর্ষন্ম—সঙ্ঘর্ষণ; ইতি—এইভাবে; আচক্ষতে—পণ্ডিতেরা বলেন।

অনুবাদ

শ্রীল ওকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতক বললেন—হে রাজন, পাতাললোকের ৩০,০০০ যোজন নীচে ভগবানের আর এক অবতার রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন অনন্ত বা সঙ্ঘর্ষন নামক ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অংশ। তিনি সর্বদাই বিতৃদ্ধ স্বরূপ, কিন্তু যেহেতু তিনি তমোগুণের অবতার শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পূজিত হন, তাই তাঁকে কখনও কখনও তামসী বলা হয়। ভগবান অনন্তদেব জড়া প্রকৃতির তমোগুণের এবং বদ্ধ জীবের অহংকারের অধিষ্ঠাতৃ দেহতা। বদ্ধ জীব যখন মনে করে, “আমি ভোক্তা, এবং এই জগৎ আমার ভোগের জন্য,” এই ধারণা সঙ্ঘর্ষণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে।

তাৎপর্য

মায়াবাদ দর্শন অনুসরণকারী এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা অহং ব্রহ্মস্মি এবং সো অহম্ বৈদিক মন্ত্রের কদর্থ করে বলে, “আমি ব্রহ্ম” এবং “আমি ভগবান”। এই প্রকার যে ভ্রান্ত ধারণার ফলে মানুষ নিজেকে পরম ভোক্তা বলে মনে করে, তা হচ্ছে মায়। শ্রীমদ্ভগবতের অন্যত্র (৫/৫/৮) বর্ণনা করা হয়েছে—জনস্যা মোহোহয়ম্ অহং মমেতি। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেই অহংকারের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হচ্ছেন সঙ্ঘর্ষণ। ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মন্তঃ স্তুতিজর্জরমপোহনং চ।

“সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে আমি তাদের স্তুতি, জ্ঞান এবং বিশ্বাস প্রদান করি।” ভগবান সকলের হৃদয়ে সঙ্ঘর্ষণরূপে বিরাজমান, এবং অসুরেরা যখন মনে করে

যে, তারা হচ্ছে ভগবান, তখন তিনি তাদের সেই তমসায় আচ্ছন্ন করে রাখেন। এই প্রকার আসুরিক ভাবাপন্ন জীবেরা যদিও ভগবানের নগণ্য অংশ মাত্র তবু তারা তাদের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্বাস্ত হয়ে নিজেদের ভগবান বলে মনে করে। যেহেতু এই বিশ্বাস্তি সঙ্ঘর্ষণ সৃষ্টি করেন, তাই তাঁকে কখনও কখনও তামসী বলা হয়। তামসী নামের অর্থ এই নয় যে তাঁর শরীর জড়। তিনি সর্বদাই চিহ্নময়, কিন্তু যেহেতু তিনি তামসিক কার্যকলাপের নিয়ন্তা কৃষ্ণের অন্তর্যামী পরমাশ্রা, তাই সঙ্ঘর্ষণকে কখনও কখনও তামসী বলা হয়।

শ্লোক ২

যস্যোদং ক্ষিতিমণ্ডলং ভগবতেহনন্তমূর্তেঃ সহস্রশিরস একশ্মিন্বেব শীর্ষণি
দ্রিয়মাণং সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে ॥ ২ ॥

যস্য—যাঁর; ইদম্—এই; ক্ষিতি-মণ্ডলম্—ব্রহ্মাণ্ড; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; অনন্ত-মূর্তেঃ—অনন্তদেবরূপে; সহস্র-শিরসঃ—সহস্র ফণা সমন্বিত; একশ্মিন্—এক; এব—কেবল; শীর্ষণি—ফণা; দ্রিয়মাণম্—ধারণ করছেন; সিদ্ধার্থঃ ইব—একটি সর্বের দানার মতো; লক্ষ্যতে—দৃষ্ট হয়।

অনুবাদ

শ্রীল ওকদেব গোস্বামী বললেন—এই ব্রহ্মাণ্ডটি সহস্র ফণা সমন্বিত ভগবান অনন্তদেবের একটি ফণায় অবস্থান করে একটি সর্বের দানার মতো প্রতীয়মান হয়।

শ্লোক ৩

যস্য হ বা ইদং কালেনোপসঞ্জিহীর্ষতেহমর্ষবিরচিতরুচিরভ্রমদ্ভুবো-
রন্তরেষণ সাঙ্ঘর্ষণো নাম রুদ্র একাদশবাহ স্রাক্ষজিশিখং শূল-
মুণ্ডস্তয়মুদতিষ্ঠৎ ॥ ৩ ॥

যস্য—যাঁর; হ বা—বস্তুতপক্ষে; ইদম্—এই (জড় জগৎ); কালেন—যথাসময়ে; উপসঞ্জিহীর্ষতঃ—স্বপ্ন করার বাসনায়; অমর্ষ—ক্রোধবশে; বিরচিত—নির্মিত; রুচির—অতি সুন্দর; ভ্রমৎ—ঘূর্ণায়মান; ভুবোঃ—ভূবল; অন্তরেষণ—মধ্যে; সাঙ্ঘর্ষণঃ নাম—সঙ্ঘর্ষণ নামক; রুদ্রঃ—শিবের অবতার; একাদশ-বাহঃ—একাদশ বিস্তার;

ত্রি-অক্ষঃ—ত্রি-নেত্র; ত্রি-শিখম্—তিনটি শিখা সমন্বিত; শ্বলম্—শিশূল; উত্তস্তয়ন—উত্তোলন করে; উদতিষ্ঠৎ—উত্থিত হন।

অনুবাদ

প্রলয়ের সময়ে অনন্তদেব যখন সমগ্র সৃষ্টি সংহার করতে ইচ্ছা করেন, তখন ক্রোধাবশত তাঁর নুকুটি কুটিল ভুগুলের মধ্য থেকে ত্রিশূলধারী ত্রিলোচন একাদশ রক্তরূপী সঙ্ঘর্ষণ নামক রক্ত উত্থিত হন। তিনি সমগ্র সৃষ্টি সংহার করার জন্য আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

প্রত্যেক সৃষ্টিতে জীবাত্মাদের বদ্ধ অবস্থার কার্যকলাপ সমাপ্ত করার সুযোগ দেওয়া হয়। যখন তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা না করে সেই সুযোগের অপব্যবহার করে, তখন ভগবান সঙ্ঘর্ষণ ক্রুদ্ধ হন। তাঁর সেই ক্রোধের ফলে তাঁর নুকুটি কুটিল ভুগুলের মধ্যে একাদশ রক্ত প্রকাশিত হন এবং তাঁরা একত্রে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস করেন।

শ্লোক ৪

যস্যাস্ত্রিকমলযুগলারূপবিশদনবমণিমণ্ডলমুহূর্তপতয়ঃ সহ সাত্ত্বত-
ষ্ঠৈবৈকান্তভক্তিয়োগেনা বনমন্তঃ স্ববদনানি পবিশ্চুৰৎ-
কুণ্ডলপ্রভামণ্ডিতগণ্ডস্থলান্যতিমনোহরাণি প্রমুদিতমনসঃ শ্বলু-
বিলোকয়ন্তি ॥ ৪ ॥

যস্য—যাঁর; অস্ত্রিকমল—শ্রীপাদপদ্মের; যুগল—যুগলের; অরুণ-বিশদ—অরুণ বর্ণ, নব—নবের; মণি-মণ্ডল—মণির মতো; মণ্ডলমু—গোলাকার পৃষ্ঠদেশে; অহি-পতয়ঃ—নাগপতিদের; সহ—সঙ্গে; সাত্ত্ব-স্বভৈঃ—শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ; একান্ত-ভক্তি-যোগেন—ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে; আশামন্তঃ—প্রণতি নিবেদন করে; স্ববদনানি—তাদের স্বীয় মুখমণ্ডলের; পবিশ্চুৰৎ—উজ্জল; কুণ্ডল—কর্ণকুণ্ডলের; প্রভা—জ্যোতির দ্বারা; মণ্ডিত—অলঙ্কৃত; গণ্ডস্থলানি—যাঁদের গাল; অতি-মনোহরাণি—অত্যন্ত সুন্দর; প্রমুদিত-মনসঃ—প্রসন্ন হৃদয়; শ্বলু—বস্ত্রতপক্ষে; বিলোকয়ন্তি—ভার্য্য দর্শন করে।

অনুবাদ

ভগবান সঙ্ঘর্ষণের শ্রীপাদপদ্মের অরুণবর্ণ স্বচ্ছ নবরূপ মণিমণ্ডল দর্পণরূপে প্রতিভাত হয়। শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ-সহ নাগপতির যখন ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ভগবান সঙ্ঘর্ষণের প্রতি তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেন, তখন তাঁরা তাঁর পদনখে তাঁদের সুন্দর মুখমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হতে দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাঁদের গণ্ডদেশ অতি উজ্জল কর্ণকুণ্ডলের দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ায় তাঁদের মুখমণ্ডল অপূর্ব শোভা ধারণ করে।

শ্লোক ৫

যস্যৈব হি নাগরাজকুমার্য আশিষ আশাসানার্চাব্রবলয়বিলসিতবিশদ-
বিপুলধবলসুভগরুচিরভূজরজতস্তম্ভেষু ওরুচন্দনকুঙ্কুমপঙ্কানুলেপনা-
বলিম্পমানান্তদভিমর্শনোন্মথিতহৃদয়মকরধ্বজাবেশরুচিরললিত-
শ্রিতান্তদনুরাগমদমুদিতমদবিঘূর্ণিতারুণকরুণাবলোকনয়নবদনারবিন্দং
সত্রীড়ং কিল বিলোকয়ন্তি ॥ ৫ ॥

যস্য—যাঁর; এব—নিশ্চিতভাবে; হি—প্রকৃতপক্ষে; নাগরাজ-কুমার্যঃ—অবিবাহিতা নাগরাজকন্যারা; আশিষঃ—আশীর্বাদ; আশাসান্যঃ—আশা করে; চারু—সুন্দর; অঙ্গ-বলয়—অঙ্গের বলয়; বিলসিত—শোভিত; বিশদ—নির্মল; বিপুল—দীর্ঘ; ধবল—শ্বেত; সুভগ—সৌভাগ্যসূচক; রুচির—সুন্দর; ভূজ—তাঁর বাহু; রজত-স্তম্ভেষু—রূপার স্তম্ভের মতো; অংকুর—অংকুর; চন্দন—চন্দন; কুঙ্কুম—কুমকুমের; পঙ্ক—পঙ্কের দ্বারা; অনুলেপন—অনুলেপনের দ্বারা; অবলিম্পমান্যঃ—লেপন করে; তৎ-অভিমর্শন—তাঁর অঙ্গের স্পর্শ দ্বারা; উন্মথিত—বিঘূর্ণিত; হৃদয়—তাদের হৃদয়ে; মকরধবজ—কামদেবের; আবেশ—প্রবেশ করার ফলে; রুচির—অত্যন্ত সুন্দর; ললিত—কোমল; শ্রিতাঃ—যাঁর হাস্য; তৎ—তাঁর; অনুরাগ—অনুরাগের; মদ—মত্ততা; মুদিত—প্রসন্ন; মদ—দয়াবশত মাদকতা; বিঘূর্ণিত—ঘূর্ণায়মান; অরুণ—অরুণ বর্ণ; করুণ-অলোক—কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত; নয়ন—চক্ষু; বদন—মুখমণ্ডল; অরবিন্দম্—পদ্মসদৃশ; সত্রীড়ম্—সলজ্জ; কিল—বস্ত্রতপক্ষে; বিলোকয়ন্তি—দর্শন করে।

অনুবাদ

ভগবান অনন্তদেবের সুন্দর সুদীর্ঘ বাহু সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় এবং তা মনোহর বলয় বিকুচিত। তাঁর বর্ণ উজ্জ্বল ওজ হওয়ার ফলে সেগুলিকে রক্তত স্তম্ভের মতো মনে হয়। সুন্দরী নাগরাজকন্যারা যখন ভগবানের মঙ্গলময় আশীর্বাদ লাভের আশায় তাঁর বাহুতে অণুরু, চন্দন ও কুমকুম পত্র অনুলেপন করেন, তখন তাঁর শ্রীহস্তের সম্পর্শে তাঁদের হৃদয় কামাবেশে উদ্ভবিত হয়ে ওঠে। তাঁদের মনের ভাব বৃদ্ধিতে পেরে ভগবান তখন কৃপাপূর্ণ মধুর হাস্য সহকারে সেই রাজকন্যাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, এবং তাঁদের মনের বাসনা তাঁর কাছে প্রকাশ পেয়ে গেছে বলে বৃদ্ধিতে পেরে তাঁরা তখন লজ্জিত হন। তখন তাঁরা মধুর হাস্য সহকারে মদ-বিম্বুর্ষিত অরুণ বর্ণ, ভক্তপ্রণমে প্রসন্ন ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রী-পুরুষের পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শের ফলে স্বাভাবিকভাবেই কামবাসনার উদয় হয়। ভগবান শ্রীঅনন্তদেব এবং যে সমস্ত রমণীরা তাঁকে আনন্দ দান করছিলেন, তাঁদের সকলের সেইই চিন্ময়। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, চিন্ময় শরীরেও সমস্ত অনুভূতিগুলি রয়েছে। সেই কথা বেদান্ত-সূত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে—জ্ঞানাদ্যস্য যতঃ। শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, আদি শব্দটির অর্থ হচ্ছে আদি-রস, যার উদ্ভব ভগবান থেকে হয়। কিন্তু, অপ্রাকৃত কাম এবং প্রাকৃত কামের পার্থক্য সোনা এবং লোহার পার্থক্যের মতো। অতি উন্নত স্তরের চিন্ময় উপলব্ধি সমন্বিত ভক্তেরাই কেবল রাধা এবং কৃষ্ণের অথবা কৃষ্ণ এবং ব্রজাঙ্গনাদের কামভাব যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তাই, পারমার্থিক স্তরে অতি উন্নত উপলব্ধি সমন্বিত না হওয়া পর্যন্ত ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কামকেলির আলোচনা নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু, কেউ যদি ঐকান্তিক নিষ্ঠাপরায়ণ ওচ্ছ ভক্ত হন, তা হলে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কামকলীড়ার আলোচনার ফলে তাঁদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে জড় কাম থেকে মুক্ত হবে এবং তিনি পারমার্থিক জীবনে দ্রুত উন্নতি সাধন করবেন।

শ্লোক ৬

স এব ভগবাননন্তোহনন্তগুণার্ণব আদিদেব উপসংহ্রতামর্থরোষবেগো লোকানাং স্বস্তয় আস্তে ॥ ৬ ॥

সঃ—সেই; এব—নিশ্চিতভাবে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অনন্তঃ—অনন্তদেব; অনন্ত-গুণ-অর্থঃ—অন্তহীন গুণের সমুদ্র; আদি-দেবঃ—আদি ভগবান অথবা পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন; উপসংহ্রতঃ—যিনি সংবরণ করেছেন; অমর্থ—অসহিষ্ণুতা; রোষ—এবং ক্রোধ; বেগঃ—বেগ; লোকানাং—এই জগতের সমস্ত লোকের; স্বস্তয়ে—মঙ্গলের জন্য; আস্তে—অবস্থান করছেন।

অনুবাদ

ভগবান সদ্ধর্ষণ অনন্ত গুণের সমুদ্র, তাই তাঁর নাম অনন্তদেব। তিনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। এই জড় জগতের সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি অসহিষ্ণুতা এবং ক্রোধ সংবরণ করে তাঁর ধামে বিরাজ করছেন।

তাৎপর্য

অনন্তদেবের প্রধান কাজ জড় সৃষ্টি ধ্বংস করা, কিন্তু তিনি তাঁর ক্রোধ এবং অসহিষ্ণুতা সংবরণ করেন। এই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে বদ্ধ জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার আর একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না। সৃষ্টির পর তারা পুনরায় জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়। বদ্ধ জীবের এই সমস্ত কার্যকলাপ অনন্তদেবের ক্রোধের উদ্রেক করে এবং তিনি তখন সমগ্র জড় জগৎ ধ্বংস করতে চান। তবু, যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তিনি তাঁর ক্রোধ এবং অসহিষ্ণুতা সংবরণ করেন। কোন বিশেষ সময়েই কেবল তিনি তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করে এই জড় জগৎ ধ্বংস করেন।

শ্লোক ৭

ধ্যায়মানঃ সুরাসুরোরগসিদ্ধগন্ধর্ববিদ্যাধরমুনিগণৈরনবরতমদমুদিত-
বিকৃতবিহ্নলোচনঃ সুললিতমুখরিকামুভেনাপ্যায়মানঃ স্বপার্শ্বদ-
বিবুধযুগপতীনপরিম্লানরাগনবতুলসিকামোদমধ্বাসবেন মাদ্যম্মুখর-
ব্রাতমধুরগীতশ্রিয়ং বৈজয়ন্তীং স্বাং বনমালাং নীলবাসা এককুণ্ডলো
হলককুদি কৃতসুভগসুন্দরভূজো ভগবাগ্নাহেন্দ্রো বারণেন্দ্র ইব কাঞ্চনীং
কক্ষামুদারলীলো বিভর্তি ॥ ৭ ॥

ধ্যায়মানঃ—ধ্যান করছেন; সুর—দেবতা; অসুর—দানব; উরগ—সর্প; সিদ্ধ—সিদ্ধ; গন্ধর্ব—গন্ধর্ব; বিদ্যাধর—বিদ্যাধর; মুনি—মুনি; গণৈঃ—গণ; অনবরত—নিরন্তর; মদ-মুদিত—মদবিহ্বল; বিকৃত—ইতস্তত বিচরণশীল; বিহুল—বিহ্বল; লোচনঃ—নয়ন; সু-ললিত—সু-ললিত; মুখরিক—বাণীর; অমৃতেন—অমৃতের দ্বারা; আপ্যায়মানঃ—আপ্যায়িত; স্ব-পার্শ্ব—তার পার্শ্বগণ; বিবুধ-বৃথ-পত্নীন্—দেবতাদের বিভিন্ন দলের নেতাগণ; অপরিম্নান—অম্নান; রাগ—কান্ধি; নব—নবীন; তুলসিকা—তুলসী মঞ্জরীর; আমোদ—সৌরভের দ্বারা; মধু-আসবেন—এবং মধু; মাদান্—উন্মত্ত হয়ে; মধুকর-ব্রাত—মৌমাছির; মধুর-গীত—মধুর সংগীতের দ্বারা; শ্রীম—যা আরও সুন্দর হয়েছে; বৈজয়ন্তীম্—বৈজয়ন্তী মালা; স্বাম্—তার নিজের; বনমালাম্—মালা; নীল-বাসাঃ—নীল বসন পরিহিত; এক-কুণ্ডলঃ—কেবল একটি কুণ্ডল ধারণ করে; হল-ককুমি—হালের দণ্ড; কৃত—স্থাপন করে; সুভগ—মঙ্গলময়; সুন্দর—সুন্দর; ভূজঃ—বাঁহ; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; মহেন্দ্রঃ—দেবরাজ; বারব-ইন্দ্রঃ—হাতি; ইব—সদৃশ; কাঙ্ক্ষনীম্—কাম্যম; কক্ষাম্—কোমরবন্ধ; উদার-লীলাঃ—দ্বিবা লীলা-বিলাসকারী; বিভর্তি—ধারণ করেছেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোশ্বামী বললেন—দেবতা, অসুর, উরগ (সর্পদেবতা), সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, এবং মুনিগণ নিরন্তর ভগবানের বন্দনা করছেন। ভগবানকে যেন মদভরে বিহ্বল বলে মনে হচ্ছে এবং তাঁর পূর্ণ বিকশিত পুষ্পসদৃশ নেত্র মদভরে ঘূর্ণায়মান। তিনি তাঁর পার্শ্ব দেব বৃথপতিদের তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত মধুর বাণীর দ্বারা আনন্দিত করছেন। তাঁর পরে নীল বসন, কর্ণে এক কুণ্ডল, পৃষ্ঠদেশে হল এবং তাঁর বাহুগুণ অত্যন্ত সুগঠিত ও সুন্দর। তাঁর অক্ষকান্ধি দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবতের মতো শুভ্র, তাঁর কোমরে স্বর্ণময়ী মেখলা এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা, তাতে যে নব নব তুলসী মঞ্জরী গ্রথিত রয়েছে, তার কান্ধি কখনও স্নান হয় না। তার মধুর সৌরভে মত্ত হয়ে মৌমাছির অত্যন্ত মধুর স্বরে ওজন করছে এবং তার ফলে তা আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এইভাবে ভগবান তাঁর উদার লীলা-বিলাস করছেন।

শ্লোক ৮

য এষ এবমনুশ্রুতো ধ্যায়মানো মুমুক্ষামনাদিকালকর্মবাসনা-
গ্রথিতমবিদ্যাময়ং হৃদয়গ্রন্থিং সন্তরজন্তুমোময়মন্তর্জদয়ং গত আত

নির্ভিনত্তি তস্যানুভাবান্ ভগবান্ স্বায়ত্ত্ববো নারদঃ সহ তুধুরূপা সভায়াম্
ব্রক্ষণঃ সংশ্লোকয়ামাস ॥ ৮ ॥

যঃ—যিনি; এষঃ—এই; এবম্—এইভাবে; অনুশ্রুতঃ—সদৃশরূপে কাছ থেকে শ্রবণ করে; ধ্যায়মানঃ—ধ্যান করেন; মুমুক্ষাম্—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের; অনানি—অনানি; কাল—কাল; কর্ম-বাসনা—সকাম কর্মের বাসনার দ্বারা; গ্রন্থিতম্—দৃঢ়ভাবে বদ্ধ; অবিদ্যা-ময়ম্—মায়াময়; হৃদয়-গ্রন্থিম্—হৃদয়ের গ্রন্থি; সন্তর-জন্তু-মোময়ম্—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা রচিত; অনন্ত-হৃদয়ম্—হৃদয়ের অনন্তত্ব; গতঃ—গত; আত—অতি শীঘ্র; নির্ভিনত্তি—হেদন করে; তস্য—সদ্বর্ণগণের; অনুভাবান্—মহিমা; ভগবান্—পরম শক্তিমান; স্বায়ত্ত্ববঃ—ব্রক্ষার পুত্র; নারদঃ—নারদ মুনি; সহ—সঙ্গে; তুধুরূপা—তুধুরূপ নামক বাদ্যযন্ত্র; সভায়াম্—সভায়; ব্রক্ষণঃ—ব্রক্ষার; সংশ্লোকয়ামাস—শ্লোকের আকারে বর্ণনা করলেন।

অনুবাদ

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে যারা ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তারা যদি গুরু-পরম্পরার দ্বারায় সদৃশরূপ শ্রীমুখ থেকে অনন্তদেবের মহিমা শ্রবণ করেন এবং নিরন্তর সদ্বর্ণগণের ধ্যান করেন, ভগবান তাঁদের অন্তরের অন্তত্বল প্রবেশ করে সমস্ত জড় কলুষ দূর করেন এবং অনানি কাল ধরে সকাম কর্মের মাধ্যমে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার বাসনাক্রপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করেন। ব্রক্ষার পুত্র নারদ মুনি সর্বদা তাঁর পিতার সভায় তুধুরূপ নামক বাদ্যযন্ত্র (অথবা গন্ধর্ব) সহ স্বরচিত শ্লোকের দ্বারা তাঁর মহিমা কীর্তন করেন।

তাৎপর্য

ভগবান অনন্তদেবের এই বর্ণনা কাছনিক নয়। সেগুলি দ্বিবা আনন্দময় এবং জ্ঞানময়। কিন্তু, তা যদি গুরু-পরম্পরার দ্বারায় সদৃশরূপ শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ না করা হয়, তা হলে তা হৃদয়ময় করা যায় না। এই জ্ঞান ব্রক্ষা নারদ মুনিকে দান করেছিলেন, এবং নারদ তাঁর সহচর তুধুরূপসহ সারা ব্রক্ষাও তা বিতরণ করেন। সুন্দর শ্লোকের দ্বারা ভগবানের মহিমা কীর্তিত হয়, বলে কখনও কখনও ভগবানকে উত্তমশ্লোক বলে বর্ণনা করা হয়। নারদ মুনি ভগবান অনন্তদেবের মহিমা কীর্তন করে বিভিন্ন শ্লোক রচনা করেন, এবং তাই এই শ্লোকে সংশ্লোকয়ামাস (মনোনীত শ্লোকের দ্বারা যীর মহিমা কীর্তিত হয়) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা ব্রহ্মা থেকে উদ্ভূত পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মা নারদের গুরু, নারদ শ্রীভাসদেবের গুরু, এবং ভাসদেব বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন। তাই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সমস্ত ভক্তেরা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ভগবান অনন্তদেবের সমস্ত কার্যকলাপ প্রামাণিক বলে মনে করেন, এবং তার ফলে তাঁরা ভগবাকামে যিরে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। বন্ধ জীবের হৃদয়ের কলুষ ঠিক জড়া প্রকৃতির গুণের, বিশেষ করে রজ এবং তমোগুণের এক বিশাল আবর্জনার স্তূপের মতো। এই কলুষ কামবাসনা এবং জড় বিষয়ের প্রতি লোভরূপে প্রকাশিত হয়। এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, গুরু-পরম্পরার ধারায় দিব্য জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত এই কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শ্লোক ৯

উৎপত্তিস্থিতলয়হেতবেহস্য কল্পাঃ

সদ্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষ্যাসন।

যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাঙ্ঘ্রন

নানাধাৎ কথমু হ বেদ তস্য বর্ষ্য ॥ ৯ ॥

উৎপত্তি—সৃষ্টির; স্থিতি—পালনের; লয়—এবং প্রলয়ের; হেতবঃ—মূল কারণ; অস্য—এই জড় জগতে; কল্পাঃ—কার্য করতে সক্ষম; সদ্বাদ্যাঃ—সব আদি গুণ; প্রকৃতিগুণাঃ—জড়া প্রকৃতির গুণাবলী; যৎ—যাঁর; ঈক্ষ্যা—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; আসন্—হয়েছে; যৎ-রূপম্—যাঁর রূপ; ধ্রুবম্—অনন্ত, অকৃতম্—যাঁর সৃষ্টি হয়নি; যৎ—যে; একম্—এক; আঙ্ঘ্রন—তিনি স্বয়ং; নানা—বিভিন্ন; অধাৎ—প্রকাশ করেছেন; কথম্—কিভাবে; উ হ—নিশ্চিতভাবে; বেদ—বুঝতে পারে; তস্য—তাঁর; বর্ষ্য—পথ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা জড়া প্রকৃতির গুণগুলিকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং পালন কার্যের কারণ-স্বরূপ সক্রিয় করেন। সেই পরম আত্মা অনন্ত এবং অনাদি। তিনি এক হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত করেছেন। তাঁর তত্ত্ব মানুষ কিভাবে অবগত হতে পারে?

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবান যখন জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন (স ঐক্ষত), তখন জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ প্রকট হয় এবং জড় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করার পূর্বে জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভগবান সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন এবং তাই তিনি অনাদি এবং অবিকারী। অতএব কোন মানুষ, তা তিনি যত বড় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকই হোন না কেন, কিভাবে সেই পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব অবগত হতে পারে? চৈতন্য-ভাগবতের (আদিখণ্ড ১/৪৮/৫২ এবং ১/৫৮/৬৯) উদ্ধৃতিগুলি ভগবান অনন্তদেবের মহিমা বর্ণনা করে—

কি ব্রহ্মা, কি শিব, কি সনকাদি 'কুমার'।

ভাস, গুরু, নারদাদি,—'ভক্ত' নাম যাঁর ॥

"ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন (সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎকুমার) ভাসদেব, গুরুদেব গোত্বামী এবং নারদ—এই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের নিত্য দাস।

সবার পূজিত শ্রীঅনন্ত-মহাশয়।

সহস্রবদন প্রভু—ভক্তিরসময় ॥

"ভগবান শ্রীঅনন্তদেব উপরোক্ত এই সমস্ত নিম্নলিখ ভক্তদের দ্বারা পূজিত হন। তাঁর সহস্র বদন ভক্তিরসে আদ্রুত।

আদিদেব, মহাযোগী, ঈশ্বর, 'বৈষ্ণব'।

মহিমার অন্ত ইহা না জানিয়ে সব ॥

"ভগবান অনন্তদেব হচ্ছেন আদিপুরুষ, মহাযোগী, এবং পরম ঈশ্বর; অতএব সেই সঙ্গে তিনি আবার ভগবানের দাস, বৈষ্ণব। যেহেতু তাঁর মহিমার অন্ত নেই, তাই কেউ তাঁর তত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত হতে পারে না।"

সেবন শুনিলা, এবে গুন ঠাকুরাল।

আত্মতত্ত্বে যেন-মতে বৈসেন পাতাল ॥

"আমি তাঁর ভগবানের সেবার কথা শোনলাম। এখন কিভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে অনন্তদেব পাতালে বিরাজ করেন, সেই কথা আমি শোনাম।

শ্রীনারদ গোস্বাঞি 'ভৃষ্ক' করি' সঙ্গে।

সে যশ গায়েন ব্রহ্মা-স্থানে শ্রোকবন্ধে ॥

“তুম্বকু বাজিয়ে দেবর্ষি নারদ মুনি সর্বদা ব্রহ্মার সভায় ভগবান অনন্তদেবের মহিমা বর্ণনাপূর্বক বহু শ্লোক রচনা করে সেউল কীর্তন করেন।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সৃষ্টিাদি যত গুণ।

যাঁর দৃষ্টিপাতে হয়, যায় পুনঃ পুনঃ ॥

“কেবল অনন্তদেবের দৃষ্টিপাতের ফলে জড় প্রকৃতির তিন গুণ সক্রিয় হয় এবং সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কার্য বার বার সম্পাদন করে।

অদ্বিতীয়-রূপ, সত্য, অনাদি মহত্ত্ব।

তথাপি ‘অনন্ত’ হয়, কে বুঝিবে সে তত্ত্ব?

“ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, পরম সত্য এবং অনাদি হওয়া সত্ত্বেও তিনি অনন্ত। তাঁর মহিমার তত্ত্ব কে অবগত হতে পারে?

গুরুসত্ত্ব-মূর্তি প্রভু ধরেন করুণায়।

যে-বিগ্রহে সবার প্রকাশ সুলীলায় ॥

“তাঁর রূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, এবং তিনি কৃপা করে তাঁর সেই রূপ প্রকাশ করেন। এই জড় জগতে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সেই রূপের দ্বারা লীলাধররূপে সম্পাদিত হয়।

যাঁহার তরঙ্গ শিখি’ সিংহ মহাবলী।

নিজজন-মনো রঞ্জে হ-এর কুতূহলী ॥

“তিনি সর্বদাই অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্শ্ব ও ভক্তদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য উৎসুক থাকেন।

যে অনন্ত-নামের শ্রবণ-সংকীর্তনে।

যে-তে মতে কেনে নাহি বোলে যে-তে জনে ॥

অশেষ-জন্মের বন্ধ ছিও সেইক্ষণে

অতএব বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে ॥

“আমরা যদি কেবল ভগবান অনন্তদেবের নাম সমবেতভাবে কীর্তন করি, তা হলে বহু জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত আমাদের হৃদয়ের সমস্ত কলুষ নির্মল হয়ে যাবে। তাই বৈষ্ণব কখনও অনন্তদেবের মহিমা কীর্তন করার সুযোগ হারান না।

‘শেষ’ বই সংসারের গতি নাহি আর।

অনন্তের নামে সর্বজীবের উচ্চার ॥

“ভগবান অনন্তদেব শেষ নামেও পরিচিত, কারণ তিনি আমাদের ভববন্ধন শেষ

করে, দেন। কেবল তাঁর মহিমা কীর্তন করার ফলে সকলেই উচ্চার লাভ করতে পারে।

অনন্ত পৃথিবী গিরি-সমুদ্র-সহিতে।

যে-প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে ॥

“অনন্তদেব গিরি-পর্বত এবং সমুদ্র সমন্বিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর শিরে ধারণ করে রয়েছেন।

সহস্র ফণার এক-ফণে ‘বিন্দু’ যেন।

অনন্ত বিরূপ, না জানেন, ‘আছে’ হেন ॥

“তিনি এতই বিশাল এবং শক্তিশালী যে, এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁর মস্তকে ঠিক একবিন্দু জলের মতো অবস্থান করছে। তা যে কোণায় রয়েছে, তাও যেন তিনি জানেন না।

সহস্র-বদনে কৃষ্ণবশ নিরন্তর।

গাইতে আছেন আদিদের মহীধর ॥

“তাঁর মস্তকে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে থাকলেও অনন্তদেব তাঁর হাজার হাজার মুখে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন।

গায়েন অনন্ত, শ্রীযশের নাহি অনন্ত।

জয়ভঙ্গ নাহি কার, দৌড়ে—বলবন্ত ॥

“যদিও তিনি অনন্তকাল ধরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করছেন, তবু তাঁর যশ তিনি গেয়ে শেষ করতে পারছেন না।

অদ্যাপিহ শেষদেব সহস্র-শ্রীমুখে।

গায়েন চৈতন্য-যশ, অন্ত নাহি দেখে ॥

“আজও ভগবান অনন্তদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করছেন এবং তাঁর শেষ খুঁজে পাচ্ছেন না।”

শ্লোক ১০

মূর্তিং নঃ পুরুকপয়া ভভার সত্ত্বং

সংগুঙ্ঘং সদসদিতং বিভাতি যত্র।

যষ্টীলাং মৃগপতিরাদদেৎ নবদ্যা-

মাদাতুং স্বজনমনাসুদারবীৰ্যঃ ॥ ১০ ॥

মূর্তিম্—পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন রূপ; নঃ—আমাদের; পুরু-কৃপয়া—অত্যন্ত কৃপাবশত; বভার—প্রদর্শন করেছেন; সমুদ্র—অস্তিত্ব; সংগৃহ্যম্—সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়; সং-অসং ইদম্—কার্য ও কারণরূপে প্রকাশিত এই জগৎ; বিভাতি—প্রকাশিত হয়; যত্র—যাতে; যৎ-লীলাম্—যাঁর লীলা; মুগ-পতিঃ—সমস্ত জীবের পতি, যিনি ঠিক (অন্য সমস্ত পশুর রাজা) সিংহের মতো; আদা—শিক্ষা দিয়েছেন; অনবদ্যাম্—জড় কলুষ থেকে মুক্ত; আদাতম্—জয় করার জন্য; স্ব-জন-মনাংসি—তাঁর ভক্তের চিত্ত; উদার-বীৰ্য্যঃ—যিনি অত্যন্ত উদার এবং শক্তিমান।

অনুবাদ

সূক্ষ্ম এবং স্থূল জগৎ ভগবানের মধ্যে বিরাজমান। তাঁর ভক্তদের প্রতি অহৈতুকী কৃপাবশত তিনি তাঁর বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করেন, যা সর্বতোভাবে চিন্ময়। পরমেশ্বর ভগবান পরম উদার এবং তিনি সমস্ত যোগ-ঐশ্বর্য সমন্বিত। তাঁর ভক্তদের মন জয় করার জন্য এবং তাঁদের হৃদয়ে আনন্দ দান করার জন্য তিনি বিভিন্ন অবতারে প্রকাশিত হয়ে বিভিন্ন লীলা-বিলাস করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকটির এইভাবে অনুবাদ করেছেন—“পরমেশ্বর ভগবান সর্বকারণের পরম কারণ। তিনি আমাদের প্রতি কৃপা করে তাঁর শুদ্ধ সত্ত্বময়ী মূর্তি প্রকটিত করেছেন। তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের চিত্ত বিনোদনের জন্য বিভিন্ন অবতারে আবির্ভূত হয়ে লীলা-বিলাস করেন।” যেমন, ভগবান বরাহদেবরূপে তাঁর ভক্তদের আনন্দ দান করার জন্য গর্ভোদক সমুদ্র থেকে পৃথিবীর উদ্ধার লীলা-বিলাস করেছেন।

শ্লোক ১১

যন্নাম শ্রুতমনুর্কীর্তয়েদকস্মা-

দার্তো বা যদি পতিতঃ প্রলভ্তনান্না।

হস্ত্যাহঃ সপদি নৃগামশেষমন্যাং

কং শেষাভগবত আশ্রয়েনুমুক্ষুঃ ॥ ১১ ॥

যৎ—যাঁর; নাম—পবিত্র নাম; শ্রুতম্—শ্রবণ করে; অনুর্কীর্তয়েৎ—কীর্তন করে অথবা বার বার উচ্চারণ করে; অকস্মাৎ—দেবক্রমে; আর্তঃ—দুঃখিত ব্যক্তি; বা—

অথবা; যদি—যদি; পতিতঃ—অধঃপতিত ব্যক্তি; প্রলভ্তনান্—পরিহাস করে; বা—অথবা; হস্তি—নষ্ট করে; অহঃ—পাপী; সপদি—তৎক্ষণাৎ; নৃগাম্—মানুষের; অশেষম্—অসংখ্য; অনাম্—অন্যের; কম্—কি; শেষাৎ—ভগবান শেষ থেকে; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবান; আশ্রয়েৎ—শরণ গ্রহণ করা উচিত; মুমুক্ষুঃ—মুক্তিকামী ব্যক্তি।

অনুবাদ

সদ্ব্যক্তির শ্রীমুখ থেকে ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ করে কেউ যদি অকস্মাৎ তা কীর্তন করেন, অথবা আর্ত কিংবা পতিত ব্যক্তিও যদি পরিহাসচ্ছলে সেই নাম একবার উচ্চারণ করেন, তা হলে সেই ব্যক্তি নিজে তো সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হনই, উপরন্তু তাঁর সাধিযা মাত্র অন্যের পাপপরাশিও বিনাশ করতে সমর্থ হন। অতএব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কেন ভগবান শেষের নাম কীর্তন করবেন না? তাঁকে ছাড়া তিনি আর কার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন?

শ্লোক ১২

মূর্ধন্যর্পিতমণুবৎ সহস্রমুগ্ধো

ভূগোলং সগিরিসরিংসমুদ্রসত্ত্বম্।

আনন্ত্যাদনিমিত্তবিক্রমস্য ভূমঃ

কো বীৰ্য্যাধিগণয়েৎ সহস্রজিহ্বুঃ ॥ ১২ ॥

মূর্ধনি—তাঁর যথায় বা মস্তকে; অর্পিতম্—ন্যস্ত থেকে; অণুবৎ—ঠিক একটি অণুর মতো; সহস্র-মুগ্ধঃ—সহস্র যথাবিশিষ্ট অনন্তদেবের; ভূ-গোলম্—এই ব্রহ্মাণ্ড; স-গিরি-সরিংসমুদ্র-সত্ত্বম্—বৎ পর্বত, নদী, সমুদ্র এবং জীবজন্তু সমন্বিত; আনন্ত্যৎ—অসংখ্য হওয়ার ফলে; অনিমিত্ত-বিক্রমস্য—যাঁর শক্তি অপরিমিত; ভূমঃ—ভগবানের; কো—কে; বীৰ্য্যাধি—শক্তি; অধি—বস্ত্তপক্ষে; গণয়েৎ—গণনা করা যায়; সহস্র-জিহ্বুঃ—সহস্র জিহ্বা সমন্বিত হওয়া সম্ভব।

অনুবাদ

ভগবান যোহেতু অনন্ত, তাই কেউই তাঁর শক্তি অনুমান করতে পারে না। বিশাল গিরি-পর্বত, নদী, সমুদ্র, গাছপালা এবং জীবজন্তু সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড ঠিক একটি

অথব মতো তাঁর সহস্র ফণার একটিতে ন্যস্ত রয়েছে। সহস্র জিহ্বা লাভ করেও তাঁর প্রভাব কেই বা বর্ণনা করতে পারেন?

শ্লোক ১৩

এবম্প্রভাবো ভগবাননন্তো

দুরন্তবীর্যোরুণানুভাবঃ ।

মূলে রসায়ঃ স্থিত আঙ্গতস্তো

যো লীলয়া স্ফাং স্থিতয়ে বিভর্তি ॥ ১৩ ॥

এবম্প্রভাবঃ—যিনি এত শক্তিশালী; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অনন্তঃ—অনন্ত; দুরন্ত-বীর্য—যাঁর শক্তির অন্ত নেই; উরু—মহান; ওণ-অনুভাবঃ—চিম্ব গুণ এবং মহিমা সমন্বিত; মূলে—মূলদেশে; রসায়ঃ—রসাতলের; স্থিতঃ—অবস্থিত হয়ে; আঙ্গতস্তঃ—সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; যঃ—যিনি; লীলয়া—অনায়াসে; স্ফাং—ব্রহ্মাণ্ড; স্থিতয়ে—পালনের জন্য; বিভর্তি—ধারণ করেন।

অনুবাদ

মহা শক্তিশালী ভগবান অনন্তদেবের গুণ এবং মহিমার অন্ত নেই। বস্তুতপক্ষে তাঁর শক্তি অন্তহীন। সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি সব কিছুর আশ্রয়। রসাতলের মূলদেশে অবস্থান করে তিনি অনায়াসে ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে রয়েছেন।

শ্লোক ১৪

এতা হোবেহ নৃভিরুপগন্তব্য গত্যো যথাকর্মবিনির্মিতা যথাপদেশ-
মনুবর্গিতাঃ কামান্ কাময়মানৈঃ ॥ ১৪ ॥

এতাঃ—এই সমস্ত; হি—বস্তুতপক্ষে; এব—নিশ্চিতভাবে; ইহ—এই ব্রহ্মাণ্ডে; নৃভিঃ—সমস্ত জীবদের দ্বারা; উপগন্তব্যঃ—লাভ্য; গত্যঃ—গন্তব্য; যথা-কর্ম—পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে; বিনির্মিতাঃ—রচিত; যথা-উপদেশম্—উপদেশ অনুসারে; অনুবর্গিতাঃ—সেই অনুসারে বর্ণিত; কামান্—জড় সুখ; কাময়মানৈঃ—সকাম ব্যক্তিদের দ্বারা।

শ্লোক ১৫]

ভগবান অনন্তদেবের মহিমা

৭৫৯

অনুবাদ

হে রাজন্, আমি যেভাবে আমার শ্রীওরুদেবের কাছ থেকে শ্রবণ করেছি, সেই অনুসারে আপনার কাছে এই সমস্ত বিষয়ে বর্ণনা করলাম। কর্মীদের কর্ম অনুসারে এই সমস্ত গতি নির্মিত হয়। সকাম ব্যক্তির বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন,

অনানি করম-ফলে,

পড়ি' ভবাবর্ষ-জলে,

তরিবারে না দেখি উপায় ।

“হে ভগবান, আমার বন্ধ জীবন যে কখন শুরু হয়েছিল তা আমি জানি না, কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে অনুভব করতে পারি যে, আমি ভব-সমুদ্রে পতিত হয়েছি। এখন আমি বুঝতে পারছি যে, আপনার শ্রীপাদপঙ্খের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আর কোন গতি নেই।” তেমনি, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি নিবেদন করেছেন—

অয়ি নন্দননুজ কিঙ্করং

পতিতং মাং বিষমে ভবাপুথৌ ।

কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-

স্থিতধূলীসদৃশং বিচিতয় ॥

“হে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, আমি তোমার নিতা দাস। কেন না কেনভাবে আমি এই ভীষণ সমুদ্রে পতিত হয়েছি। দয়া করে তুমি আমাকে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে, তোমার শ্রীপাদপঙ্খের ধূলিকণাসদৃশ গ্রহণ করো।”

শ্লোক ১৫

এতাবতীর্হি রাজন্ পুংসঃ প্রবৃন্তিলক্ষণস্য ধর্মস্য বিপাকগতয় উচ্চাবচা
বিসদৃশা যথাপ্রশ্নাং ব্যাচখ্যে কিমন্যং কথ্যাম ইতি ॥ ১৫ ॥

এতাবতীঃ—এই প্রকার; হি—নিশ্চিতভাবে; রাজন্—হে রাজন্; পুংসঃ—মানুষের; প্রবৃন্তিলক্ষণস্য—প্রবৃত্তির দ্বারা লক্ষণীভূত; ধর্মস্য—কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের; বিপাক-গতয়ঃ—কাম্যাকর্মের ফল অনুসারে গতি; উচ্চ-অবচাঃ—উচ্চ এবং নিম্ন;

বিসদৃশাঃ—বিভিন্ন; যথা-প্রশ্নম্—আপনার প্রশ্ন অনুসারে; ব্যাচক্ষে—আমি বর্ণনা করেছি; কিম্ অন্যাৎ—অন্য কি; কথয়াম—আমি বলব; ইতি—এই প্রকার।

অনুবাদ

হে রাজন, জীবেরা সাধারণত তাদের বাসনা ও কর্মফল অনুসারে কিভাবে আচরণ করে এবং উচ্চ ও নিম্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়, সেই কথা বর্ণনা করলাম। এই সম্পর্কে আপনি আমার কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, এবং মহাজনদের শ্রীমুখে আমি যা শ্রবণ করেছি, সেই অনুসারে আমি তা বর্ণনা করলাম। এখন আমি আর কি বলব বলুন?

ইতি শ্রীমদ্ভগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'ভগবান অনন্তদেবের মহিমা' নামক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।

ষড়বিংশতি অধ্যায়

নরকের বর্ণনা

এই ষড়বিংশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে পাপীরা তাদের পাপ অনুসারে বিভিন্ন নরকে গমন করে এবং যমদূতদের দ্বারা নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে। ভগবদ্গীতায় (৩/২৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

প্রকৃতোঃ ক্রিয়মাণানি ওনৈঃ কর্মণি সর্বশঃ ।

অহঙ্কারবিমুঢ়াঙ্কা কর্তাহমিতি মনতে ॥

“প্রকৃতিতে সবকিছুই সম্পাদিত হয় গুণ এবং কর্ম অনুসারে, কিন্তু অহঙ্কারের দ্বারা বিমোহিত হয়ে জীব নিজেকে কর্তা বলে অভিমান করে।” মূর্খ মানুষ মনে করে যে, সে কেনও অহিনের অধীন নয়। সে মনে করে যে, ভগবান বা কেন নিয়ন্তা নেই এবং সে তার খেয়ালখুশি মতো যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এইভাবে সে বিভিন্ন পাপকর্মে লিপ্ত হয়, এবং তার ফলে প্রকৃতির নিয়মে তাকে জন্ম-জন্মান্তরে বিভিন্ন নারকীয় পরিবেশে দণ্ডস্বরূপ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তার এই যন্ত্রণা ভোগের মূল কারণ হচ্ছে যে, সে মূর্ত্যবশত নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে, যদিও সে সর্বদাই জড় প্রকৃতির কঠোর নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সমস্ত নিয়ম কার্য করে প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, এবং তাই প্রতিটি মানুষ তিনটি বিভিন্ন প্রকার প্রভাবের অধীনে কর্ম করে। তার কর্ম অনুসারে সে এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন প্রকার ফল ভোগ করে। ধার্মিক ব্যক্তির নাস্তিকদের থেকে ভিন্নভাবে আচরণ করে, এবং তাই তারা যে কর্মফল ভোগ করে তাও ভিন্ন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই আটাশটি নরকের বর্ণনা করেছেন—তামিষ, অন্ধতামিষ, রৌরব, মহারৌরব, কুস্তীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রক, সুকরমুখ, অন্ধকূপ, কুমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তসূর্মি, বজ্রকণ্টক-শাখালী, বৈতরণী, পুয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়পান, ক্ষারকর্দম, রক্ষোগণ-ভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্যাবর্তন এবং সূচীমুখ।

যে ব্যক্তি অপরের ধন, স্ত্রী প্রভৃতি অপহরণ করে, তাকে তামিষ নামক নরকে যেতে হয়। যে ব্যক্তি পতিকে বধনা করে তার স্ত্রীকে ভোগ করে, তাকে

অঙ্কতামিহ নামক ভয়ঙ্কর নরকে যেতে হয়। দেহাঙ্ক-বুদ্ধিতে মগ্ন থেকে যে সমস্ত মূৰ্খ মানুষেরা জীব-হিংসার দ্বারা স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণ করে, তারা বৌরব নামক নরকে পতিত হয়। যে সমস্ত পশুর প্রতি হিংসা করা হয়েছিল, তারা সেখানে রুক নামক এক প্রকার প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করে তাদের ভীষণ যন্ত্রণা দেয়। যারা পশু-পাখি হত্যা করে রক্তন করে, যমদুতরা তাদের কুস্ত্রীপাক নামক নরকে নিয়ে গিয়ে ফুটন্ত তেলে পাক করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-হত্যা করে, তাকে কালসূত্র নামক নরকে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানকার ভূমি তাম্রময় ও সমতল এবং তা একটি চুঙ্গীর মতো উত্তপ্ত। ব্রহ্মঘাতীকে সেখানে বহু বছর ধরে পোড়ানো হয়। যে শাস্ত্রে নির্দেশ না মেনে নিজের খোলাখুশি মতো আচরণ করে অথবা পাষাণী-মত অবলম্বন করে, তাকে অসিপত্রন নামক নরকে নিয়ে যাওয়া হয়। যে সমস্ত রাজপুরুষ অন্যায়ভাবে বিচার করে নিরপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ড দেয়, যমদুতরা তাদের সুকরমুখ নামক নরকে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রহার করে।

ভগবান মানুষদের বিবেক-শক্তি প্রদান করেছেন, যার ফলে তারা অন্যের সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে। কিন্তু যারা বিবেকরহিত হয়ে অন্য প্রাণীদের কষ্ট দেয়, যমদুতরা তাদের অন্ধকূপ নামক নরকে নিয়ে যায়, এবং জীবিত অবস্থায় তারা যে সমস্ত প্রাণীদের কষ্ট দিয়েছিল, সেই সমস্ত প্রাণীরা তাদের সেখানে কষ্ট দিতে থাকে। যে সমস্ত মানুষ অতিথিদের খেতে না দিয়ে স্বয়ং ভোগ করে, তারা কুমিভোজন নামক নরকে পতিত হয়। সেখানে অসংখ্য কুমি তাদের ভক্ষণ করতে থাকে।

চৌর্যবৃত্তির ফলে সন্দংশ নামক নরক লাভ হয়। যে স্ত্রীতে গমন করা উচিত নয়, তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ফলে তপ্তসূর্মি নরকে পতিত হতে হয়। পশুদের সঙ্গে যৌনাচার করার ফলে, বহুচকটক-শাঙ্গলী নামক নরকে পতিত হতে হয়। সম্ভ্রান্ত বা উচ্চ-কুলজাত ব্যক্তি যদি স্বধর্ম থেকে দূরে হয়, তা হলে তাকে নরকের পরিখাস্বরূপ রক্ত, পুঞ্জ, মুত্র ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ বৈতরণী নদীতে পতিত হতে হয়। যে ব্যক্তি পশুর মতো আচরণ করে, তাকে পুয়োদ নামক নরকে নিয়ে যাওয়া হয়। যে ব্যক্তি শাস্ত্রের অনুমোদন ব্যতীত বনে গিয়ে নৃশংসভাবে পশুহত্যা করে, তাকে প্রাণরোধ নামক নরকে নিয়ে যাওয়া হয়। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে যজ্ঞের নামে পশুহত্যা করে, তাকে বিশসন নামক নরকে গমন করতে হয়। যে ব্যক্তি বলপূর্বক তার স্ত্রীকে বীৰ্যপান করায়, তাকে লালভক্ষ নামক নরকে পতিত হতে হয়। যে ব্যক্তি আতন লাগায় অথবা প্রাণ নাশ করার জন্য বিষ প্রয়োগ করে, তাকে সারমেয়াদন নামক নরকে পতিত হতে হয়। যে ব্যক্তি মিথ্যা

সাক্ষ্য প্রদান করার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাকে অথীচি নামক নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

সুরাপানে আসক্ত ব্যক্তিকে অয়ঃপান নামক নরকে যেতে হয়। গুরুজনদের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে মর্যাদা লঙ্ঘন করার ফলে, ক্ষারকর্মম নামক নরকে পতিত হতে হয়। ভৈরবের কাছে নরবলি দিলে তাকে রক্ষোগণ-ভোজন নামক নরকে পতিত হতে হয়। অশ্রিত পশু-পক্ষীদের হত্যা করলে শূলপ্রোত নামক নরকে গমন করতে হয়। যে ব্যক্তি অন্যদের পীড়া দেয়, তাকে দন্দশূক নামক নরকে গমন করতে হয়। যে ব্যক্তি প্রাণীদের গুহায় আবদ্ধ করে পীড়া দেয়, তাকে অরট-নিরোধন নামক নরকে পতিত হতে হয়। অতিথি ও অভ্যাগতদের প্রতি অনর্থক জেগে প্রদর্শন করলে, পর্যাবর্তন নামক নরকে পতিত হতে হয়। ধনদান মত্ত হয়ে যে ব্যক্তি সর্বাঙ্গ কি করে অরও ধন সংগ্রহ করা যায় সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাকে সূচীমুখ নামক নরকে পতিত হতে হয়।

নরকের বর্ণনা করার পর শুকদেব গোত্বামী বর্ণনা করেছেন যে, পুণ্যবান ব্যক্তির কিভাবে দেবতাদের আবাসস্থল স্বর্গলোকে উন্নীত হন, কিন্তু তাঁদের পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে তাঁদের আবার এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। তারপর শ্রীল শুকদেব গোত্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে ভগবানের বিধিরূপ এবং সেই রূপের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন।

শ্লোক ১

রাজোবাচ

মহর্ষ এতদ্বৈচিত্র্যং লোকস্য কথমিতি ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ বললেন; মহর্ষে—হে মহান ঋষি (শুকদেব গোত্বামী); এতৎ—এই; বৈচিত্র্যম্—বৈচিত্র্য; লোকস্য—জীবের; কথম্—কিভাবে; ইতি—এই প্রকার।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোত্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহর্ষে, জীবকে কেন এই জড় জগতে বিভিন্ন জড় পরিস্থিতি ভোগ করতে হয়? দয়া করে সেই কথা আপনি বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন নরক গর্ভোদক সাগরের একটু উপরে অবস্থিত। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে পাপীরা কিভাবে সেই সব নরকে যায় এবং যমদূত কর্তৃক দণ্ডিত হয়। বিভিন্ন প্রকার দেহ সমন্বিত বিভিন্ন প্রাণী তাদের পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ বিভিন্ন প্রকার সূখ এবং দুঃখ ভোগ করে।

শ্লোক ২

ঋষিরূচাচ

ত্রিগুণত্বাৎ কর্তুঃ শ্রদ্ধয়া কর্মগতয়ঃ পৃথগ্বিধাঃ সর্বা এব সর্বস্য তারতম্যেন
ভবন্তি ॥ ২ ॥

ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন; ত্রি-গুণত্বাৎ—জড় প্রকৃতির তিন গুণের ফলে; কর্তুঃ—কর্তার; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধার ফলে; কর্ম-গতয়ঃ—কর্মফল জনিত গতি; পৃথক্—ভিন্ন; বিধাঃ—প্রকার; সর্বাঃ—সর্ব; এব—এইভাবে; সর্বস্য—তাদের সকলের; তারতম্যেন—বিভিন্ন মাত্রায়; ভবন্তি—সত্ত্বব হয়।

অনুবাদ

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, এই জড় জগতে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই তিন প্রকার কর্ম রয়েছে। যেহেতু সকলেই জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত, তার ফলে তাদের কার্যকলাপও তিন প্রকার। যারা সত্ত্বগুণে কর্ম করে তারা ধর্মিক এবং সুখী হয়, যারা রাজোগুণে কর্ম করে তারা সূখ এবং দুঃখ দুই-ই ভোগ করে, আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা সর্বদাই দুঃখী এবং তারা পতন মতো জীবন যাপন করে। বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে জীবের গতির তারতম্য হয়।

শ্লোক ৩

অথৈদানীং প্রতিষিদ্ধলক্ষণস্যাদর্মস্য তুত্থৈব কর্তুঃ শ্রদ্ধয়া বৈসাদৃশ্যাৎ
কর্মফলাৎ বিসদৃশং ভবতি যা হানাদ্যবিদ্যা কৃতকামানাং তৎপরিণাম-
লক্ষণাঃ সূতয়ঃ সহস্রশঃ প্রবৃত্তান্তাসাং প্রাচুর্যেণানুবর্ণয়িষ্যামঃ ॥ ৩ ॥

অথ—এইভাবে; ইদানীম্—এখন; প্রতিষিদ্ধ—নিষিদ্ধ; লক্ষণস্য—লক্ষণ; অদর্মস্য—অধর্মের; তথা—তেমনি; এব—নিশ্চিতভাবে; কর্তুঃ—অনুষ্ঠান; শ্রদ্ধয়াঃ—শ্রদ্ধার,

বৈসাদৃশ্যাৎ—পার্থক্যের ফলে; কর্ম-ফলাৎ—সকাম কর্মের ফল; বিসদৃশম্—বিভিন্ন প্রকার; ভবতি—হয়; যা—যা; হি—বাস্তবিকপক্ষে; অনাদি—অনন্তকাল থেকে; অবিদ্যা—অজ্ঞানের ফলে; কৃত—অনুষ্ঠিত; কামানাম্—কামনা সমন্বিত ব্যক্তিদের; তৎপরিণাম-লক্ষণাঃ—এই প্রকার পাপ বাসনার ফলের লক্ষণ; সূতয়ঃ—জীবনের নারকীয় অবস্থা; সহস্রশঃ—হাজার হাজার; প্রবৃত্তাঃ—ফল; তাসাম্—তাদের; প্রাচুর্যেণ—বিস্তৃতভাবে; অনুবর্ণয়িষ্যামঃ—আমি বর্ণনা করব।

অনুবাদ

পুণ্যকর্মের ফলে যেমন স্বর্গভোগ হয়, তেমনিই পাপকর্মের ফলে নরক ভোগ হয়। তমোগুণের প্রভাবে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয়, এবং তাদের অজ্ঞানের মাত্রা অনুসারে তাদের নারকীয় জীবনের বিভিন্ন স্তর প্রাপ্তি হয়। কেউ যদি প্রমাদবশত তামসিক আচরণ করে, তা হলে তাকে অল্প কষ্ট ভোগ করতে হয়। কেউ যদি জ্ঞানবশত পাপকর্ম করে, তা হলে তাকে আরও বেশি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আর যারা নাস্তিকতাবশত পাপকর্ম করে, তাদের সব চাইতে বেশি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। অনাদি কাল ধরে অবিদ্যাজনিত কামনার পরিণামস্বরূপ জীব যে সহস্র সহস্র নরক-গতি প্রাপ্ত হয়, আমি তা এখন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

শ্লোক ৪

রাজোবাচ

নরকা নাম ভগবন্ কিং দেশবিশেষা অথবা বহিস্ত্রিলোক্যা
আহোহুদিস্তুরাল ইতি ॥ ৪ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ বললেন; নরকাঃ—নরক; নাম—নামক; ভগবন্—হে প্রভু; কিম্—কি; দেশ-বিশেষাঃ—কোন বিশেষ দেশ; অথবা—অথবা; বহিঃ—বাহ্য; ত্রি-লোক্যাঃ—ত্রিগুণের (ব্রহ্মাণ্ডের); আহোহুদিস্তুরাল—অথবা; অন্তরালে—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে; ইতি—এই প্রকার।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু, এই নরকসমূহ কি ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে, ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের মধ্যে, নাকি এই পৃথিবীরই কোন স্থানে অবস্থিত?

শ্লোক ৫

ঋষিরূচ

অন্তরাল এব ত্রিজগত্যাস্ত দিশি দক্ষিণস্যামধস্তাভ্যুমে রুপরিষ্টাচ
জলাদ্যস্যামগ্নিস্থাত্তাদয়ঃ পিতৃগণা দিশি স্বানাং গোত্রাণাং পরমেণ
সমাধিনা সত্যা এবাশিষ আশাসানা নিবসন্তি ॥ ৫ ॥

ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি উত্তর দিলেন; অন্তরালে—মধ্যবর্তী স্থানে; এব—নিশ্চিতভাবে;
ত্রি-জগত্যাঃ—ত্রিলোকের; তু—কিন্তু; দিশি—দিকে; দক্ষিণস্যাম্—দক্ষিণ; অধস্তাৎ—
নিম্নে; ভূমেঃ—পৃথিবীর; উপরিষ্টাৎ—একটু উপরে; চ—এবং; জলাৎ—গর্ভোদক
সমুদ্র; যস্যাম্—যাতে; অগ্নিস্থাত্তা—আদয়ঃ—অগ্নিস্থাত্তা আদি; পিতৃ-গণাঃ—পিতৃগণ;
দিশি—দিকে; স্বানাম্—ঔাদের নিজেদের; গোত্রাণাম্—বংশের; পরমেণ—অত্যন্ত;
সমাধিনা—ভগবানের চিন্তায় মগ্ন; সত্যাঃ—সত্যাই; এব—নিশ্চিতভাবে;
আশিষাঃ—আশীর্বাদ; আশাসানাঃ—বাসনা করে; নিবসন্তি—বাস করেন।

অনুবাদ

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—সমস্ত নরক ত্রিলোকের অন্তরালে অবস্থিত।
দক্ষিণ দিকে ভূমণ্ডলের অধঃভাগে এবং গর্ভোদক সমুদ্রের উপরিভাগে নরকের
অবস্থান। পিতৃলোকও সেই প্রদেশে অর্থাৎ গর্ভোদক সমুদ্র এবং নিম্নলোকের
মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। অগ্নিস্থাত্তা আদি পিতৃগণ পরম সমাধিযোগে ভগবানের
ধ্যান করেন এবং ঔাদের গোত্রভূত ব্যক্তিদের মঙ্গল কামনা করেন।

তাৎপর্য

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমাদের ভুলোকের নীচে সাতটি অধঃলোক রয়েছে,
যার সর্বনিম্ন হচ্ছে পাতাললোক। পাতাললোকের নীচে নরক। ব্রহ্মাণ্ডের তলদেশে
গর্ভোদক সমুদ্র। তাই নরক পাতাললোক এবং গর্ভোদক সমুদ্রের অন্তর্গতী স্থানে
অবস্থিত।

শ্লোক ৬

যত্র হ বাব ভগবান্ পিতৃরাজো বৈবস্বতঃ স্ববিষয়ং প্রাপিতেষু
স্বপুরুষৈর্জন্তুশ্চ সম্পরৈতেষু যথাকর্মাবদাং দোষমেবানুস্মৃজিত-
ভগবচ্ছাসনঃ সগণো দমং ধারয়তি ॥ ৬ ॥

যত্র—যেখানে; হ বাব—প্রকৃতপক্ষে; ভগবান্—পরম শক্তিমান; পিতৃ-রাজঃ—
পিতৃদের রাজা, যমরাজ; বৈবস্বতঃ—সূর্যদেব বিবস্বানের পুত্র; স্ব-বিষয়ম্—ঔার
নিজের রাজ্য; প্রাপিতেষু—যখন নিয়ে আসা হয়; স্ব-পুরুষৈঃ—ঔার দূতদের দ্বারা;
জন্তুশ্চ—প্রাণী; সম্পরৈতেষু—মৃত; যথা-কর্ম-অবদাম্—কি পরিমাণে তারা বদ্ধ
জীবনের নিয়ম এবং বিধান উল্লঙ্ঘন করেছে, তার মাত্রা অনুসারে; দোষম্—দোষ;
এব—নিশ্চিতভাবে; অনুস্মৃজিত-ভগবৎ-ছাসনঃ—যিনি কখনও ভগবানের আজ্ঞা
উল্লঙ্ঘন করেন না; স-গণাঃ—স্বপার্বদ; দমম্—দণ্ড; ধারয়তি—দান করেন।

অনুবাদ

সূর্যদেবের অত্যন্ত শক্তিশালী পুত্র যমরাজ পিতৃদের রাজা। তিনি স্বপার্বদ
পিতৃলোকে বাস করেন এবং ভগবানের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করে, মৃত্যুর পর ঔার
দূতদের দ্বারা ঔার অধিকারের মধ্যে আনীত প্রাণীদের পাপকর্ম অনুসারে
যথাযথভাবে বিচার করে নরকে দণ্ডদান করেন।

তাৎপর্য

যমরাজ কোন কাল্পনিক বা রূপকথার চরিত্র নন; ঔার নিজের ধাম রয়েছে, তা
হচ্ছে পিতৃলোক এবং তিনি সেখানকার রাজা। নাস্তিকেরা নরকের বিশ্বাস না
করতে পারে, কিন্তু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী নরকের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেছেন।
তা গর্ভোদক সমুদ্র এবং পাতাললোকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। যমরাজ ভগবান
কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন, যাতে জীবেরা ঔার আইন এবং বিধান লঙ্ঘন না করে,
যে কথা ভগবদগীতায় (৪/১৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

কর্মণো হাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণাঃ ।

অকর্মণিষ্ঠ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥

“কর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল এবং তা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। তাই
যথাযথভাবে জানা উচিত কর্ম কি, বিকর্ম কি এবং অকর্ম কি।” কর্ম, বিকর্ম এবং
অকর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া প্রয়োজন, এবং সেই অনুসারে আচরণ করা
উচিত। এটি হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন। যে সমস্ত বদ্ধ জীব এই জড়
জগতে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য এসেছে, তাদের কতকগুলি বিধি-বিধানের নিয়ন্ত্রণের
মাধ্যমে সুখভোগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা যদি সেই সমস্ত নিয়ম
বা বিধানগুলি লঙ্ঘন করে, তখন যমরাজ তাদের বিচার করেন এবং দণ্ড দেন।

তিনি তাদের নরকে নিক্ষেপ করে যথাযথভাবে দণ্ডদান করেন, যাতে তারা কৃষ্ণভক্তির পথে ফিরে আসতে পারে। বদ্ধ জীব কিন্তু মায়ার প্রভাবে তমোগুণের দ্বারা মোহিত হয়ে থাকে। তার ফলে বার বার যমরাজের দণ্ডভোগ করা সত্ত্বেও তারা প্রকৃতিস্থ হয় না, এবং বার বার পাপকর্ম আচরণ করে এই জড় ভগবতের বন্ধনই আবদ্ধ হয়ে থাকে।

শ্লোক ৭

তত্র হৈকে নবকানেকবিংশতিং গণয়ন্তি অথ তাংস্তে
রাজদ্বারপলক্ষণতোহনুক্রমিষ্যামস্তামিশ্রোহঙ্কতামিশ্রো রৌরবো
মহারৌরবঃ কুস্তীপাকঃ কালসূত্রমসিপত্রবনং সুকরমুখমঙ্ককূপঃ
কুমিভোজনঃ সন্দংশতপ্তসূর্মিবজ্জকটকশাল্মলী বৈতরণী পুয়োদঃ
প্রাণরোধো বিশসনং লালভক্ষঃ সারমেয়াদনমবীচিরয়ঃপানমিতি। কিঞ্চ
ক্ষারকর্মো রক্ষোগণভোজনঃ শূলপ্রোতো দন্দশূকোঅবটনিরোধনঃ
পর্যাবর্তনঃ সূচীমুখমিত্যষ্টাবিংশতিনরকহবিবিধযাতনাত্মময়ঃ ॥ ৭ ॥

তত্র—সেখানে; হ—নিশ্চিতভাবে; একে—কিছু; নরকান্—নরক; এক-বিংশতিম্—
একশ; গণয়ন্তি—গণনা করে; অথ—অতএব; তান্—তাদের; তে—আপনাকে;
রাজন্—হে রাজন্; নাম-রূপ-লক্ষণভঃ—নাম, রূপ এবং লক্ষণ অনুসারে;
অনুক্রমিষ্যামঃ—আমি একে একে বর্ণনা করব; তামিশ্রঃ—তামিশ্র; অঙ্ক-
তামিশ্রঃ—অঙ্কতামিশ্র; রৌরবঃ—রৌরব; মহা-রৌরবঃ—মহারৌরব; কুস্তী-পাকঃ—
কুস্তীপাক; কাল-সূত্রম্—কালসূত্র; অসি-পত্রবনম্—অসিপত্রবন; সুকর-মুখম্—
সুকরমুখ; অঙ্ক-কূপঃ—অঙ্ককূপ; কুমি-ভোজনঃ—কুমিভোজন; সন্দংশঃ—সন্দংশ;
তপ্ত-সূর্মিঃ—তপ্তসূর্মি; বজ্জ-কটক-শাল্মলী—বজ্জকটক-শাল্মলী; বৈতরণী—বৈতরণী;
পুয়োদঃ—পুয়োদ; প্রাণ-রোধঃ—প্রাণরোধ; বিশসনম্—বিশসন; লাল-ভক্ষঃ—
লালভক্ষ; সারমেয়াদনম্—সারমেয়াদন; অবীচিঃ—অবীচি; অয়ঃ-পানম্—অয়ঃপান;
ইতি—এই প্রকার; কিঞ্চ—আরও কয়েকটি; ক্ষারকর্মঃ—ক্ষারকর্ম; রক্ষঃ-গণ-
ভোজনঃ—রক্ষোগণ-ভোজন; শূল-প্রোতঃ—শূলপ্রোত; দন্দ-শূকঃ—দন্দশূক; অবট-
নিরোধনঃ—অবট নিরোধন; পর্যাবর্তনঃ—পর্যাবর্তন; সূচী-মুখম্—সূচীমুখ; ইতি—
এইভাবে; অষ্টা-বিংশতিঃ—অষ্টাশটি; নরকাঃ—নরক; বিবিধঃ—বিভিন্ন; যাতনা-
ত্মময়ঃ—যন্ত্রণা ভোগের স্থান।

অনুবাদ

কেউ কেউ বলেন যে, ২১টি নরক রয়েছে, এবং অন্য কেউ বলেন ২৮টি। হে রাজন্, আমি তাদের নাম, রূপ এবং লক্ষণ অনুসারে বর্ণনা করব। সেগুলি হচ্ছে—তামিশ্র, অঙ্কতামিশ্র, রৌরব, মহারৌরব, কুস্তীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, সুকরমুখ, অঙ্ককূপ, কুমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তসূর্মি, বজ্জকটক-শাল্মলী, বৈতরণী, পুয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান, ক্ষারকর্ম, রক্ষোগণ-ভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্যাবর্তন এবং সূচীমুখ। এইগুলি জীবের দণ্ডভোগের স্থান।

শ্লোক ৮

তত্র যন্ত পরবিত্তাপত্যকলত্রাপ্যপহরতি স হি কালপাশবদ্ধো যম-
পুরুষৈরতিভয়ানকৈস্তামিশ্রে নরকে বলান্নিপাত্যতে অনশনানুদপান-
দণ্ডতড়ন-সন্তর্জনাদিভির্যাতনাভির্যাতমানো জন্তুর্যত্র কশলমাসাদিত
একদৈব মুচ্ছামুপযাতি তামিশ্রপ্রায়ে ॥ ৮ ॥

তত্র—সেই সমস্ত নরকে; যঃ—যে ব্যক্তি; তু—কিন্তু; পরবিত্ত-অপত্য-কলত্রাপি—
অন্যের ধনসম্পদ, পত্নী এবং পুত্র; অপহরতি—অপহরণ করে; সঃ—সেই ব্যক্তি;
হি—নিশ্চিতভাবে; কাল-পাশ-বদ্ধঃ—যমপাশে বদ্ধ হয়ে; যম-পুরুষৈঃ—যমদূতদের
দ্বারা; অতি-ভয়ানকৈঃ—যারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; তামিশ্রে-নরকে—তামিশ্র নামক নরকে;
বলাৎ—বলপূর্বক; নিপাত্যতে—নিক্ষিপ্ত হয়; অনশন—অনাহার; অনুদপান—
পানীয়ের অভাব; দণ্ড-তড়ন—দণ্ডের দ্বারা প্রহার; সন্তর্জন-আদিভিঃ—তর্জন ইত্যাদি;
যাতনাভিঃ—প্রচণ্ড যন্ত্রণার দ্বারা; যাতমানঃ—দণ্ডিত হয়ে; জন্তুঃ—প্রাণী; যত্র—
যেখানে; কশলম্—ক্রেস; আসাদিতঃ—ভোগ করে; একদা—কখনও কখনও;
এব—নিশ্চিতভাবে; মুচ্ছাম্—মূর্ছিত হয়; উপযাতি—প্রাপ্ত হয়; তামিশ্র-প্রায়ে—যে
অঙ্ককারে আচ্ছন্ন।

অনুবাদ

হে রাজন্, যে ব্যক্তি অপরের ধন, স্ত্রী ও পুত্র অপহরণ করে, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যমদূতেরা তাকে কালপাশে বেঁধে বলপূর্বক তামিশ্র নরকে নিক্ষেপ করে। এই তামিশ্র নরক যার অঙ্ককারে আচ্ছন্ন, সেখানে যমদূতেরা পাপীকে জীঘৃষণ করে

প্রহার, ভাঙন এবং তর্জন করে। সেখানে তাকে অনশনে রাখা হয় এবং জল পান করতে দেওয়া হয় না। এইভাবে ব্রহ্ম যমদূতদের দ্বারা নির্ধাতিত হয়ে সে মূর্তি হয়।

শ্লোক ৯

এবমেবাক্তামিশ্রে যন্তু বক্ষয়িত্বা পুরুষং দারাদীনুপযুক্তে যত্র শরীরী
নিপাতামানো যাতনাস্তো বেদনয়া নষ্টমতিনষ্টদৃষ্টিশ্চ ভবতি যথা
বনস্পতিবৃশ্চামানমূলস্তম্মাদক্তামিশ্রং তমুপদিশতি ॥ ৯ ॥

এবম্—এইভাবে; এব—নিশ্চিতভাবে; অক্তামিশ্রে—অক্তামিশ্র নামক নরকে;
যঃ—যে ব্যক্তি; তু—কিন্তু; বক্ষয়িত্বা—বক্ষণ করে; পুরুষম্—অন্যের; দার-
আদীন—স্ত্রী-পুত্র; উপযুক্তে—ভোগ করে; যত্র—যেখানে; শরীরী—দেহধারী
ব্যক্তি; নিপাতামানঃ—বলপূর্বক নিশ্চিন্ত হয়ে; যাতনা-স্বঃ—সর্বদা অত্যন্ত কষ্টদায়ক
পরিস্থিতিতে অবস্থিত হয়ে; বেদনয়া—যন্ত্রণায়; নষ্ট—নষ্ট; মতিঃ—যার চেতনা;
নষ্ট—নষ্ট; দৃষ্টিঃ—যার দৃষ্টি; চ—ও; ভবতি—হয়; যথা—যতখানি; বনস্পতিঃ—
বৃক্ষ; বৃশ্চামান—ছেদন করে; মূলঃ—মূল; তম্মাৎ—তার ফলে; অক্তামিশ্রম্—
অক্তামিশ্র; তম্—তা; উপদিশতি—বলা হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পতিকে বক্ষণ করে তার স্ত্রী-পুত্র উপভোগ করে, সে অক্তামিশ্র নরকে
পতিত হয়। বৃক্ষকে ভূপাতিত করার পূর্বে যেমন তার মূল ছেদন করা হয়,
তেমনই সেই পাপীকে ঐ নরকে নিক্ষেপ করার পূর্বে যমদূতেরা নানা প্রকার
যন্ত্রণা প্রদান করে। এই যন্ত্রণা এতই প্রচণ্ড যে, তার ফলে তার বুদ্ধি এবং দৃষ্টি
নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্যই সেই নরককে পতিতেরা অক্তামিশ্র বলেন।

শ্লোক ১০

যস্মিন্ বা এতদহমিতি মমেদমিতি ভুতদ্রোহেণ কেবলং স্বকুটুম্বেবানুদিনং
প্রপৃষ্ণতি স তদহি বিহায় স্বয়মেব তদন্তভেন রৌরবে নিপততি ॥ ১০ ॥

যঃ—যে; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বা—অথবা; এতৎ—এই শরীর; অহম্—
আমি; ইতি—এই প্রকার; মম—আমার; ইদম্—এই; ইতি—এইভাবে; ভুত-

দ্রোহেণ—অন্য জীবের প্রতি হিংসার ফলে; কেবলম্—কেবল; স্বকুটুমম্—তার
আত্মীয়-স্বজনদের; এব—কেবল; অনুদিনম্—প্রতিদিন; প্রপৃষ্ণতি—ভরণ-পোষণ করে;
সঃ—সেই ব্যক্তি; তৎ—তা; ইহ—এখানে; বিহায়—পরিতাগ করে; স্বয়ম্—
স্বয়ং; এব—নিশ্চিতভাবে; তৎ—তার; অন্তভেন—পাপের ফলে; রৌরবে—রৌরবে;
নিপততি—পতিত হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি তার জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, তার নিজের দেহ
এবং দেহের সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণের জন্য দিনের
পর দিন অপর প্রাণীর হিংসা করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার দেহ এবং
আত্মীয়-স্বজনদের পরিতাগ করে, প্রাণী হিসেজানিত পাপের ফলে রৌরব নরকে
নিপতিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে —

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুপেণ ত্রিধাতুকে

স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।

যতীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচিৎ

জনেবুভিজ্যেযু স এব গোখরঃ ॥

“যে মানুষ কফ, পিত্ত ও বায়ু—এই তিনটি ধাতু দিয়ে তৈরি দেহটিকে তার স্বরূপ
বলে মনে করে, যে তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজন বলে
মনে করে, যেই স্থানটিতে তার দেহের জন্ম হয়েছে, সেই স্থানটিকে পূজা বলে
মনে করে, এবং নিত্য জ্ঞানসম্বিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার পরিবর্তে
যে কেবল স্নান করার জন্য তীর্থস্থানে যায়, সেই ব্যক্তি একটি গাধা বা গরুর
মতো।” (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৮৪/১৩) দুই প্রকার মানুষ বিষয়ে মধ্য থাকে। এক
প্রকার মানুষ অজ্ঞানতাবশত তাদের দেহকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে, অতএব
তারা নিশ্চয়ই পশুর মতো (সে এব গোখরঃ)। অন্য শ্রেণীর মানুষেরা যে তাদের
দেহটিকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে, কেবল তা-ই নয়, উপরন্তু সেই দেহটির
ভরণ-পোষণের জন্য সব রকম পাপকর্মে লিপ্ত হয়। সে তার নিজের এবং
পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য অন্যকে প্রতারণা করে অর্থ সংগ্রহ করে এবং
অকারণে অন্যের প্রতি হিংসা-পরায়ণ হয়। সেই প্রকার ব্যক্তিদের রৌরব নামক

নরকে নিক্ষেপ করা হয়। কেউ যদি একটি পশুর মতো তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, তা হলে সেটা তত বড় পাপ নয়। কিন্তু, কেউ যদি সেই দেহটির ভরণ-পোষণের জন্য অনর্থক পাপ করে, তা হলে তাকে রৌরব নরকে প্রক্ষিপ্ত হতে হয়। এটিই শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত। পশুরা নিশ্চয়ই দেহাশ্রয়ী সমন্বিত, কিন্তু তারা তাদের দেহ এবং পূত্র-কলত্রাদির ভরণ-পোষণের জন্য পাপ করে না। তাই পশুরা নরকে যায় না। কিন্তু মানুষ যখন তার দেহ ও আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণের জন্য অন্য প্রাণীর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয় এবং তাদের প্রতারণা করে, তখন তাকে নরকে দণ্ডভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১১

যে স্থিহ যঐধ্বামুনা বিহিংসিতা জন্তবঃ পরত্র যমযাতনামুপগতং ত এব রুরবো ভূহা তথা তমেব বিহিংসন্তি তস্মাদ্রৌরবমিত্যাহঃ রুরুরিতি স্পর্গাদিতিক্রসত্তস্যাপদেশঃ ॥ ১১ ॥

যে—যারা; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; যথা—যতখানি; এব—নিশ্চিতভাবে; অমুনা—তার দ্বারা; বিহিংসিতাঃ—প্রদীপ্ত হয়েচে; জন্তবঃ—জীব; পরত্র—পরবর্তী জীবনে; যম-যাতনাম্ উপগতম্—যম-যাতনা প্রাপ্ত হয়; তে—সেই সমস্ত জীবেরা; এব—প্রকৃতপক্ষে; রুরবঃ—রুর (এক প্রকার হিংস প্রাণী); ভূহা—হয়ে; তথা—ততখানি; তম্—তাকে; এব—নিশ্চিতভাবে; বিহিংসন্তি—যন্ত্রণা দেয়; তস্মাৎ—সেই জন্য; রৌরবম্—রৌরব; ইতি—এই প্রকার; আত্ম—পণ্ডিতেরা বলেন; রুরঃ—রুর নামক পশু; ইতি—এই প্রকার; স্পর্গাৎ—স্পর্গের থেকেও; অতিক্রম—অত্যন্ত হিংস; সত্ত্বস্য—জীবের; অপদেশঃ—নাম।

অনুবাদ

এই জীবনে যে হিংসা-পরায়ণ ব্যক্তি অন্য প্রাণীদের যন্ত্রণা দেয়, মৃত্যুর পর যখন সে তার কৃত কর্মের ফলে যম-যাতনা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সমস্ত প্রাণীসমূহ, যাদের হিংসা করা হয়েছে, তারা 'রুর' হয়ে তাকে পীড়া দেয়। এই জন্য পণ্ডিতেরা সেই নরককে রৌরব নরক বলেন। রুর প্রাণীকে এই পৃথিবীতে দেখা যায় না, তারা স্পর্গের থেকেও হিংস।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে, রুর ভারশব্দ নামেও পরিচিত (অতিক্রম্য ভার-শব্দাখ্য-সত্ত্বস্য অপদেশঃ সংজ্ঞা)। শ্রীল জীব গোখামী তাঁর সম্বন্ধে প্রতিপন্ন করেছেন—রুর-শব্দস্য স্বয়ং মুনিনৈব টীকাবিধানাম্রোকেভুপ্রসিদ্ধ এবায়াং জন্তু-বিশেষঃ। অতএব রুরদের এই পৃথিবীতে দেখা না গেলেও, শাস্ত্রে তাদের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১২

এবমেব মহারৌরবো যত্র নিপতিতং পুরুষং ক্রব্যাদা নাম রুরবস্তং ক্রব্যোণ ঘাতয়ন্তি যঃ কেবলং দেহস্তরঃ ॥ ১২ ॥

এবম্—এই প্রকার; এব—নিশ্চিতভাবে; মহা-রৌরবঃ—মহারৌরব নামক নরক; যত্র—যেখানে; নিপতিতম্—প্রক্ষিপ্ত হয়ে; পুরুষম্—ব্যক্তি; ক্রব্যাদাঃ নাম—ক্রব্যাদ নামক; রুরবঃ—রুর পশু; তম্—তাকে (দণ্ডিত ব্যক্তিকে); ক্রব্যোণ—তার মাংস ভক্ষণ করে; ঘাতয়ন্তি—হত্যা করে; যঃ—যে; কেবলম্—কেবল; দেহস্তরঃ—তার নিজের দেহ ধারণে ব্যস্ত।

অনুবাদ

যারা অন্যদের কষ্ট দিয়ে নিজেদের দেহ ধারণ করে, তাদের মহারৌরব নরকে দণ্ডভোগ করতে হয়। সেই নরকে ক্রব্যাদ নামক রুর পশুরা তাদের যন্ত্রণা দিয়ে মাংস আহার করে।

তাৎপর্য

যে সমস্ত পশুতুলা মানুষেরা কেবল দেহাশ্রয়-বুদ্ধিতে জীবন ধারণ করে, তাদের মহারৌরব নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয় এবং পর-মাংস আহার করে দেহ ধারণ করার জন্য ক্রব্যাদ নামক রুর পশুরা তাদের মাংস আহার করে।

শ্লোক ১৩

যস্তিহ বা উগ্রঃ পশুন্ পক্ষিণো বা প্রাণত উপরদ্ধয়তি তমপকরুণং পুরুষাদৈরপি বিগর্হিতমমুত্র যমানুচরাঃ কুন্তীপাকে তণ্ডুতৈলে উপরদ্ধয়ন্তি ॥ ১৩ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বা—অথবা; উগ্রঃ—অত্যন্ত নিষ্ঠুর; পশুন্—পশু; পক্ষিণঃ—পক্ষী; বা—অথবা; প্রাপ্তঃ—জীবিত অবস্থায়; উপরঙ্কয়তি—রাগা করে; তম্—তাকে; অপকরুণম্—অত্যন্ত নিষ্ঠুর হৃদয়; পুরুষ-আদিঃ—যারা নরমাংস আহার করে; অপি—ও; বিগহিতম্—নিদিত; অমুত্র—পরবর্তী জীবনে; যম-অনুচরঃ—যমদূতেরা; কুস্তীপাকে—কুস্তীপাক নামক নরকে; তপ্ত-তৈলে—ফুটন্ত তৈলে; উপরঙ্কয়ন্তি—রক্ষন করে।

অনুবাদ

যে সমস্ত নিষ্ঠুর মানুষ তাদের দেহ ধারণের জন্য এবং জিহবার তৃপ্তি সাধনের জন্য নিরীহ পশু-পক্ষীকে হত্যা করে রক্ষন করে, সেই প্রকার ব্যক্তির নর-মাংসভোজী রাক্ষসদেরও ঘৃণিত। মৃত্যুর পর যমদূতেরা কুস্তীপাক নরকে ফুটন্ত তৈলে তাদের পাক করে।

শ্লোক ১৪

যন্তিহ ব্রহ্মধুক্ স কালসূত্রসংজ্ঞকে নরকে অযুতযোজনপরিমণ্ডলে
তাত্মময়ে তপ্তখলে উপর্যুতপ্তাদ্যর্ক্যভ্যামতিতপ্যামানেহভিনিবেশিতঃ
ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং চ দহ্যমানান্তর্বহিশরীরী আস্তে শেতে চেষ্টেভ্বেবতিষ্ঠতি
পরিধাবতি চ যাবন্তি পণ্ডরোমাণি তাবদ্বর্ষসহস্রাণি ॥ ১৪ ॥

যঃ—যে; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; ব্রহ্ম-ধুক্—ব্রহ্মঘাতী; সঃ—সেই ব্যক্তি; কালসূত্র-সংজ্ঞকে—কালসূত্র নামক; নরকে—নরকে; অযুত-যোজন-পরিমণ্ডলে—যার পরিধি দশ সহস্র যোজন; তাত্মময়ে—তাত্মময়; তপ্ত—উত্তপ্ত; খলে—সমতল স্থানে; উপরি-অধস্তাৎ—উপরে এবং নীচে; অগ্নি—আগনের দ্বারা; অর্ক্যভ্যাম্—এবং সূর্যের দ্বারা; অতি-তপ্যামানে—যা অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়েছে; অভিনিবেশিতঃ—প্রবেশ করানো হয়; ক্ষুৎ-পিপাসাভ্যাম্—ক্ষুৎ-পিপাসায়; চ—এবং; দহ্যমান—দহ করা হয়; আস্তে—অত্যন্ত; বহিঃ—বহিরে; শরীরঃ—শরীর; আস্তে—থাকে; শেতে—কখনও শয়ন করে; চেষ্টেভে—উপবেশন করে; অবতিষ্ঠতি—দণ্ডায়মান হয়; পরিধাবতি—ছুটে বেড়ায়; চ—ও; যাবন্তি—যত; পণ্ড-রোমাণি—পণ্ডদের দেহে রোম রয়েছে; তাবৎ—ততক্ষণ; বর্ষ-সহস্রাণি—হাজার হাজার বছর।

অনুবাদ

ব্রহ্মঘাতীকে কালসূত্র নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, যার পরিধি ৮০,০০০ মাইল এবং যা তাত্মনির্মিত। নীচ থেকে অগ্নি এবং উপর থেকে প্রখর সূর্যের তাপে সেই তাত্মময় ভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। সেখানে ব্রহ্মঘাতীকে অন্তরে এবং বাহিরে দহ করা হয়। অন্তরে সে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় দহ হয় এবং বাহিরে সে প্রখর সূর্যকিরণ ও তপ্ত তাপে দহ হতে থাকে। তাই সে কখনও শয়ন করে, কখনও উপবেশন করে, কখনও উঠে দাঁড়ায় এবং কখনও ইতস্তত ছুটছুটি করে। এইভাবে একটি পণ্ডর শরীরে যত লোম রয়েছে, তত হাজার বছর ধরে তাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১৫

যন্ত্বিহ বৈ নিজবেদপথাদনাপদ্যপগতঃ পাঞ্চণ্ড্য চোপগতস্তমসিপত্রবনং
প্রবেশ্য কশয়া প্রহরন্তি তত্র হাসাবিতস্ততো ধাবমান
উভয়তোধারৈস্তালবনাসিপত্রৈশ্চিদ্যমানসর্বাসো হা হতোহস্মীতি পরময়া
বেদনয়া মুচ্ছিতঃ পদে পদে নিপততি স্বধর্মহা পাঞ্চণ্ড্যনুগতং ফলং
ভুঙ্কতে ॥ ১৫ ॥

যঃ—যে; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; নিজ-বেদ-পথাৎ—বেদবিহিত স্বীয় ধর্মপথ থেকে; অনাপদি—আপৎকাল উপস্থিত না হলেও; অপগতঃ—ভ্রষ্ট হয়; পাঞ্চণ্ড্যম্—মনগড়া নাস্তিক মতবাদ; চ—এবং; উপগতঃ—অবলম্বন করে; তম্—তাকে; অসিপত্রবনম্—অসিপত্রবন নামক নরকে; প্রবেশ্য—প্রবেশ করিয়ে; কশয়া—চাবুকের দ্বারা; প্রহরন্তি—প্রহার করে; তত্র—সেখানে; ই—নিশ্চিতভাবে; অসৌ—তা; ইতঃ—ততঃ—ইতস্ততঃ; ধাবমানঃ—ধাবিত হয়ে; উভয়তঃ—উভয় দিকে; ধারৈঃ—ধারের দ্বারা; তাল-বন-অসিপত্রৈঃ—অসিতূল্য তাল পাতার; ছিদ্যমান—কেটে যায়; সর্ব-অঙ্গঃ—সারা শরীর; হা—হায়; হতুঃ—নিহত; অগ্নি—আগ্নি; ইতি—এইভাবে; পরময়া—ভীষণ; বেদনয়া—যন্ত্রণায়; মুচ্ছিতঃ—মুচ্ছিত; পদে পদে—প্রতি পদে; নিপততি—পড়ে যায়; স্ব-ধর্ম-হা—স্বধর্মভাগী; পাঞ্চণ্ড্য-অনুগতম্—ফলম্—পাঞ্চণ্ড মত অবলম্বন করার ফল; ভুঙ্কতে—সে ভোগ করে।

অনুবাদ

আপংকাল উপস্থিত না হলেও যে ব্যক্তি স্বীয় বেদমার্গ থেকে দ্রষ্ট হয়ে পায়ও ধর্ম অবলম্বন করে, যমদূতেরা তাকে অসিপত্রবন নামক নরকে নিক্ষেপ করে বেত্রাঘাত করতে থাকে। প্রহারের যন্ত্রণায় সে যখন সেই নরকে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, তখন উভয় পার্শ্বের অসিতুল্য তালপত্রের ধারে তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়। তখন সে “হায়, আমি এখন কি করব! আমি এখন কিভাবে রক্ষা পাব!” এই বলে আত্নানাদ করতে করতে পদে পদে মুর্ছিত হয়ে পড়তে থাকে। স্বধর্ম ত্যাগ করে পায়ও মত অবলম্বনের ফল এইভাবে ভোগ করতে হয়।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে ধর্ম একটি—ধর্মই তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ-প্রণীতম্ । ভগবানের নির্দেশ পালন করাই একমাত্র ধর্ম। দুর্ভাগ্যবশত, বিশেষ করে এই কলিযুগে, সকলেই প্রায় নাস্তিক। মানুষ ভগবানে বিশ্বাস পর্যন্ত করে না, তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করা তো দূরের কথা। নিজবেদপথ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ‘নিজের মনগড়া ধর্ম’। পূর্বে কেবল একটি বেদপথ বা ধর্ম ছিল। এখন বহু ধর্ম হয়েছে। মানুষ কোন ধর্ম অনুসরণ করছে তা দিয়ে কিছু যায় আসে না, তবে তা নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করতে হবে। নাস্তিক তাকে বলা হয়, যেবেদ বিশ্বাস করে না। কিন্তু, কেউ যদি অন্য ধর্মমত গ্রহণ করেও থাকে, এই শ্লোকটি অনুসারে তাকে সেই ধর্মটি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। মানুষ হিন্দু হোক, মুসলমান হোক অথবা খ্রিস্টান হোক, তার ধর্মকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে। কিন্তু কেউ যদি মনগড়া ধর্ম সৃষ্টি করে অথবা কোন ধর্মই না মানে, তা হলে তাকে অসিপত্রবন নরকে দণ্ডভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ধর্মের পথ অনুসরণ করা মানুষের কর্তব্য। সে যদি কোন ধর্মই না মানে, তা হলে সে একটি পতর মতো। কলিযুগের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে এবং তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষতা গ্রহণ করছে। তারা জানে না, অসিপত্রবন নরকে তাদের কি প্রকার দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ১৬

যস্ত্বিহ বৈ রাজা রাজপুরুষো বা অদণ্ডো দণ্ডং প্রণয়তি ব্রাহ্মণে বা শরীরদণ্ডং স পাপীয়ান্নরকেমুত্র সুকরমুখে নিপততি তত্রাতি-বলৈবিনিপ্পিয়ামাণাবয়বো যথৈবেহেৎকুংখং আর্তস্বরেণ স্বনয়ন-কচিমুর্ছিতঃ কশ্মলমুপগতো যথৈবেহাদৃষ্টদোষা উপরুদ্ধাঃ ॥ ১৬ ॥

যঃ—যে; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বৈ—বাস্তবিকপক্ষে; রাজা—রাজা; রাজ-পুরুষঃ—রাজপুরুষ; বা—অথবা; অদণ্ডো—দণ্ডদানের অযোগ্য ব্যক্তিকে; দণ্ডম্—দণ্ড; প্রণয়তি—প্রদান করে; ব্রাহ্মণে—ব্রাহ্মণকে; বা—অথবা; শরীর-দণ্ডম্—শারীরিক দণ্ড; সঃ—সেই ব্যক্তি; রাজা অথবা রাজপুরুষ; পাপীয়ান্—অত্যন্ত পাপী; নরকে—নরকে; অমুত্র—পরবর্তী জীবনে; সুকরমুখে—সুকরমুখ নামক; নিপততি—পতিত হয়; তত্র—সেখানে; অতি-বলৈঃ—অত্যন্ত বলবান যমদূতদের দ্বারা; বিনিপ্পিয়ামাণ—নিষ্পেষণ করা হয়; অবয়বঃ—তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ; যথা—যেমন; এব—নিশ্চিতভাবে; ইহ—এখানে; ইক্ষু-বণ্ডঃ—ইক্ষুদণ্ড; আর্ত-স্বরেণ—আর্তস্বরে; স্বনয়ন—ক্রন্দন করে; কচিৎ—কখনও কখনও; মুর্ছিতঃ—মুর্ছিত হয়; কশ্মলম্ উপগতঃ—মোহগ্রস্ত হয়ে; যথা—যেমন; এব—বস্তুতপক্ষে; ইহ—এখানে; অদৃষ্ট-দোষাঃ—নির্দোষ ব্যক্তি; উপরুদ্ধাঃ—দণ্ডদানের জন্য গ্রেপ্তার করা হলে।

অনুবাদ

ইহলোকে যে রাজা বা রাজপুরুষ দণ্ডদানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করে, কিংবা অদণ্ডনীয় ব্রাহ্মণকে শরীরদণ্ড প্রদান করে, সেই পাপীকে যমদূতেরা সুকরমুখ নরকে নিয়ে যায়। সেখানে অত্যন্ত বলশালী যমদূতেরা তাকে ইক্ষুদণ্ডের মতো নিষ্পেষণ করে। তখন সে আর্তস্বরে রোদন করতে থাকে, এবং নির্দোষ ব্যক্তি দণ্ডিত হলে যেমন মোহগ্রস্ত হয়ে মুর্ছাপ্রাপ্ত হয়, সেও সেইভাবে মুর্ছিত হয়। নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডদান করার এই ফল।

শ্লোক ১৭

যস্ত্বিহ বৈ ভূতানামীশ্বরোপকল্লিতবৃত্তীনাংবিবিক্তপরাব্যাথানাং স্বয়ং পুরুষোপকল্লিতবৃত্তিবিবিক্তপরাব্যাথো ব্যাথামাচরতি স পরব্রাহ্মকূপে তদভিদ্রোহেণ নিপততি তত্র হাসৌ তৈর্জন্তুভিঃ পশুগৃগপক্ষিসরীসৃপৈ-র্মশকযুকামৎকুণমক্ষিকাদিভির্যে কে চাভিভ্রংক্ষাষ্টেঃ সর্বতোহ ভিভ্র-হ্যমাণস্তমসি বিহতনিদ্রানিবৃতিরলঙ্কারস্থানঃ পরিক্রামতি যথা কুশরীরে জীবঃ ॥ ১৭ ॥

যঃ—যে; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; ভূতানাম্—শেন জীবদেহ; ইশ্বর—পরমেশ্বরের দ্বারা; উপকল্লিত—নির্গাঁত; বৃত্তীনাং—জীবিকা নির্বাহের বৃত্তি; অবিবিক্ত—না বুকে; পর-ব্যাথানাং—অন্যের বেদনা; স্বয়ম্—

স্বয়ং; পূরুষ-উপকল্পিত—ভগবানের দ্বারা নির্ধারিত; বৃত্তিঃ—জীবিকা; বিবিক্ত—
বৃদ্ধিতে পেরে; পর-ব্যাধঃ—অন্যদের ব্যাধা; ব্যাধাম্ আচরতি—বেদনা দেয়; সঃ—
সেই ব্যক্তি; পরত্র—পরবর্তী জীবনে; অন্ধকূপে—অন্ধকূপ নামক নরকে; তৎ—
তাদের; অভিন্নোদ্যেহ—দ্রোহ করার ফলে; নিপততি—পতিত হয়; তত্র—সেখানে;
হ—বস্তুতপক্ষে; অসৌ—সেই ব্যক্তি; তৈঃ জন্তভিঃ—সেই সমস্ত জন্তুদের দ্বারা;
পশু—পশু; মৃগ—বন্যপশু; পক্ষি—পক্ষী; স্রীসৃপৈঃ—সরীসৃপ; মশক—মশা;
মৃকা—উকুন; মৎস্বক—কীট; মক্ষিক-আদিভিঃ—মাছি ইত্যাদি; যে কে—অন্য যা
কিছু; চ—এবং; অভিন্নঃ—দণ্ডিত; তৈঃ—তাদের দ্বারা; সর্বতঃ—সর্বত্র;
অভিন্ন-হামাণঃ—আহত হয়ে; তমসি—অন্ধকারে; বিহত—বিদূর; নিম্না-নিবৃত্তিঃ—
বিশ্রামস্থল; অলঙ্ঘ্য—লাভ না করে; অবস্থানঃ—বিশ্রামস্থল; পরিক্রামতি—ভ্রমণ করে;
যথা—ঠিক যেমন; কু-শরীরে—নিম্নস্তরের শরীরে; জীবঃ—জীব।

অনুবাদ

ভগবানের আয়োজনে ছারপোকা, মশা ইত্যাদি নিম্নস্তরের প্রাণীরা মানুষ এবং
অন্যান্য প্রাণীদের রক্ত পান করে। এই প্রকার নগণ্য প্রাণীদের কোন ধারণা
নেই যে, তাদের দংশনের ফলে মানুষের কষ্ট হয়। কিন্তু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য
ইত্যাদি উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের চেতনা উন্নত, এবং তাই তারা জানে মৃত্যু কত
বেদনাদায়ক। বিবেক সম্বিষ্ট মানুষ যদি বিবেকহীন দুচ্ছ প্রাণীদের হত্যা করে
অথবা যন্ত্রণা দেয়, তার নিশ্চয়ই পাপ হয়। সেই প্রকার মানুষকে ভগবান অন্ধকূপ
নামক নরকে নিক্ষেপ করে দণ্ডমান করেন, এবং সে যেসমস্ত পশু, পক্ষী, সরীসৃপ,
মশক, উকুন, কীট, মাছি ইত্যাদি প্রাণীদের যন্ত্রণা দিয়েছিল, তাদের দ্বারা আক্রান্ত
হয়। তারা তাকে সবদিক থেকে আক্রমণ করে এবং তার ফলে তার নিম্না-সুখ
একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে কোথাও বিশ্রাম করতে না
পেরে অন্ধকারে নিরন্তর ছুটছুটি করতে থাকে। এইভাবে অন্ধকূপে সে একটি
নিম্নস্তরের প্রাণীর মতো যন্ত্রণা ভোগ করে।

তাৎপর্য

এই শিক্ষামূলক গ্লোকটি থেকে আমাদের জানতে পারি যে, নিম্নস্তরের প্রাণীরা প্রকৃতির
নিয়ম অনুসারে মানুষদের উৎপাত করে, এবং সেই জন্য তারা দণ্ডনীয় নয়। মানুষ
উন্নত চেতনা সম্বিষ্ট, তাই সে কণ্ঠশ্রম ধর্মের নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে
না। যদি তা সে করে, তা হলে দণ্ডনীয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (৪/১০)

বলেছেন, চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ—“প্রকৃতির তিনটি গুণ এবং কর্ম
অনুসারে মানব-সমাজকে আমি চারটি বর্ণে বিভক্ত করেছি।” তাই সমস্ত মানুষদের
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত করা উচিত, এবং তাদের
কর্তব্য তাদের স্ব-স্ব বর্ণ অনুসারে আচরণ করা। কখনই শাস্ত্রের বিধি-বিধান লঙ্ঘন
করা উচিত নয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্যান্য প্রাণীরা মানুষকে কষ্ট
দিলেও তাদের কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। একটি বাঘ যদি অন্য কোন প্রাণীকে
হত্যা করে তার মাংস আহার করে, তার ফলে তার পাপ হয় না, কিন্তু উন্নত
চেতনা-সম্পন্ন মানুষ যদি তা করে, তা হলে তার অবশ্যই পাপ হয় এবং সেই
জন্য তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। অর্থাৎ, কোন মানুষ যদি তার উন্নত চেতনার
সহাবহার না করে, একটি পশুর মতো আচরণ করে, তা হলে তাকে অবশ্যই বিভিন্ন
প্রকার নরকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

গ্লোক ১৮

যস্ত্বিহ বা অসংবিভজ্যাম্মতি যৎ কিঞ্চনোপনতমনির্মিতপঞ্চযজ্ঞো
বায়সসংস্তুতঃ স পরত্র কুমিভোজনে নরকাধমে নিপততি তত্র
শতসহস্রযোজনে কুমিকুণ্ডে কুমিভূতঃ স্বয়ং কুমিভিরেব ভক্ষ্যমাণঃ
কুমিভোজনে যাবত্তদপ্রভাতপ্রহতাদোহনির্বেশমাস্থানং যাতয়তে ॥ ১৮ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বা—অথবা; অসংবিভজ্য—ভাগ
না করে; অম্মতি—আহার করে; যৎ কিঞ্চন—যা কিছু; উপনতম্—শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়
লব্ধ; অনির্মিত—অনুষ্ঠান না করে; পঞ্চ-যজ্ঞঃ—পঞ্চবিধ যজ্ঞ; বায়স—কাক;
সংস্তুতঃ—সমান বলে বর্ণনা করা হয়; সঃ—সেই ব্যক্তি; পরত্র—পরবর্তী জীবনে;
কুমিভোজনে—কুমিভোজন নামক; নরকাধমে—সব চাইতে নিকৃষ্ট নরকে;
নিপততি—পতিত হয়; তত্র—সেখানে; শত-সহস্র-যোজনে—১,০০,০০০ যোজন
বিভূত; কুমি-কুণ্ডে—কুমির কুণ্ডে; কুমি-ভূতঃ—একটি কুমি হয়ে; স্বয়ং—সে নিজে;
কুমিভিঃ—অন্য কুমিদের দ্বারা; এব—নিশ্চিতভাবে; ভক্ষ্যমাণঃ—ভক্ষিত হয়; কুমি-
ভোজনঃ—কুমি ভোজন করে; যাবৎ—যতখানি; তৎ—সেই কুণ্ডের বিস্তার; অপ্রত-
অপ্রতঃ—নিবেদন করা হয়নি এবং ভাগ করা হয়নি যে খাদ্য; অদঃ—যে আহার
করে; অনির্বেশম্—যে প্রায়শ্চিত্ত করেনি; আস্থানম্—নিজেকে; যাতয়তে—
যন্ত্রণা দেয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি কোন ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হলে অতিথি, বালক বা বৃদ্ধদের তার যথাযথ অংশ না দিয়ে নিজেই ভোজন করে, অথবা যে ব্যক্তি পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না, সে কাকতুল্য বলে বর্ণিত হয়। তার মৃত্যুর পর তাকে কুমিভোজন নামক একটি নিকৃষ্ট নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেই নরকের বিস্তার ১,০০,০০০ যোজন এবং তা কুমিতে পূর্ণ। সেখানে সেই কুমিকুণ্ডে একটি কুমি হয়ে সে কুমি ভক্ষণ করে এবং সেখানকার কুমিরা তাকে ভক্ষণ করে। তার মৃত্যুর পূর্বে সে যদি তার অপকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত না করে, তা হলে সেই পাপীকে সেই কুণ্ডের বিস্তার যত যোজন তত বছর সেখানে থাকতে হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/১৩) বলা হয়েছে—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মৃত্যন্তে সর্বকলিযৈঃ ।

ভূজতে তে ত্বং পাপা যে পচন্ত্যহকারণাং ॥

“ভগবদ্ভক্তরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, কারণ তাঁরা ভগবানকে নিবেদন করে অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্ন পাক করে, তারা কেবল পাপ ভোজন করে।”

ভগবান আমাদের সমস্ত আহার প্রদান করেছেন। একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্—সকলের যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই ভগবান সরবরাহ করেন। তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে আমাদের ভগবানের এই কৃপার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। সেটিই সকলের কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। ভগবদ্গীতায় (৩/৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যজ্ঞার্থং কর্মগোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

“বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত, তা না হলে কর্ম জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। তাই, হে কৌন্তেয়, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কেবল তোমার কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান কর, এবং তার ফলে তুমি সদাসর্বদা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।” আমরা যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করি এবং প্রসাদ বিতরণ না করি, তা হলে আমাদের জীবন নিম্ননীয় হয় এবং দণ্ডনীয় হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পর ব্রাহ্মণ, বালক এবং বৃদ্ধদের প্রসাদ বিতরণ

করার পর আহার করা উচিত। কিন্তু যে কেবল তার নিজের জন্য অথবা তার পরিবারের জন্য রন্ধন করে, তা হলে সে এবং যারা তার সেই খাবার খায়, তারা সকলেই নিন্দনীয় হয়। মৃত্যুর পর তাকে কুমিভোজন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়।

শ্লোক ১৯

যত্বিহ বৈ স্তেয়েন বলাদ্বা হিরণ্যরত্নাদীনি ব্রাহ্মণস্য বাপহরত্যান্যস্য
বানাপদি পুরুষস্তমমুত্র রাজন্ যমপুরুষা অয়শ্ময়ৈরগ্নিপিতৃঃ সন্দংশৈস্ত্বচি
নিদ্রুষন্তি ॥ ১৯ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বৈ—ব্যতপক্ষে; স্তেয়েন—
চৌর্যবৃত্তির দ্বারা; বলাৎ—বলপূর্বক; বা—অথবা; হিরণ্য—সোনা; রত্ন—রত্ন;
আদীনি—ইত্যাদি; ব্রাহ্মণস্য—ব্রাহ্মণের; বা—অথবা; অপহরতি—অপহরণ করে;
অন্যস্য—অন্যের; বা—অথবা; অনাপদি—সদ্রুপ উপস্থিত না হলে; পুরুষঃ—
ব্যক্তি; তম্—তাকে; অমুত্র—পরলোকে; রাজন্—হে রাজন; যম-পুরুষাঃ—
যমদূতেরা; অয়ঃ-ময়ৈঃ—লৌহনির্মিত; অগ্নি-পিতৃঃ—অগ্নিতে উত্তপ্ত পিতৃ;
সন্দংশৈঃ—সাঁড়শির দ্বারা; ত্বচি—ত্বকে; নিদ্রুষন্তি—ছিন্নভিন্ন করে।

অনুবাদ

হে রাজন, যে ব্যক্তি সদ্রুপ উপস্থিত না হলেও ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কোন ব্যক্তির স্বর্ণ-রত্ন ইত্যাদি ধন চৌর্যবৃত্তির দ্বারা অথবা বল প্রয়োগের দ্বারা অপহরণ করে, তাকে সন্দংশ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে লৌহময় অগ্নিপিতৃ এবং সাঁড়শির দ্বারা তার ত্বক ছিন্নভিন্ন করা হয়। এইভাবে তার সারা শরীর কেটে টুকরো টুকরো করা হয়।

শ্লোক ২০

যত্বিহ বা অগম্যাং স্ত্রিয়মগম্যাং বা পুরুষং যোষিদিভিগচ্ছতি তাবমুত্র
কশশ্য তাড়য়ন্তিস্তিগ্ময়া সূর্য্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্গয়ন্তি স্ত্রিয়ং চ
পুরুষরূপয়া সূর্য্যা ॥ ২০ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বা—অথবা; অগম্যাম্—অগম্য; শ্রিয়ম্—শ্রী; অগম্যাম্—অগম্য; বা—অথবা; পুরুষম্—পুরুষ; যোষিৎ—স্ত্রী; অভিগচ্ছতি—সন্তোষের জন্য অভিগমন করে; তৌ—তারা উভয়ে; অমুত্র—পরলোকে; কশ্যা—চাবুকের দ্বারা; ভাঙয়ন্তঃ—ভাঙন করে; তিথ্যা—অত্যন্ত তপ্ত; সূর্য্যা—মূর্তির দ্বারা; লৌহ-ময্যা—লৌহ-নির্মিত; পুরুষম্—পুরুষ; আলিঙ্গয়ন্তি—আলিঙ্গন করে; শ্রিয়ম্—শ্রী; চ—এবং; পুরুষরূপয়া—পুরুষরূপী; সূর্য্যা—মূর্তির দ্বারা।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি অগম্য স্ত্রীতে এবং যে স্ত্রী অগম্য পুরুষে অভিগমন করে, পরলোকে যমদূতেরা তাদের তপ্তসূর্মি নামক নরকে নিয়ে গিয়ে চাবুক দিয়ে প্রহার করে এবং তারপর পুরুষকে তপ্ত লৌহময় স্ত্রীমূর্তি ও স্ত্রীকে সেই প্রকার পুরুষ-মূর্তির দ্বারা আলিঙ্গন করায়। এটিই অবৈধ যৌন সঙ্গের দণ্ড।

তাৎপর্য

সাধারণত বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারও সঙ্গে পুরুষের যৌনসঙ্গে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। বৈদিক বিধান অনুসারে, অপরের স্ত্রীকে মাতৃবৎ দর্শন করা উচিত, এবং মাতা, ভগিনী ও কন্যার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেউ যদি পরস্পরী সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তা হলে তা মায়ের সঙ্গে যৌনসঙ্গে লিপ্ত হওয়ার মতো বলে বিবেচনা করা হয়। সেই আচরণ অত্যন্ত পাপময়। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম বলবৎ রয়েছে; কোন স্ত্রী যদি তার পতি ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তা হলে সেই সম্পর্ক পিতা অথবা পুত্রের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার মতো। অবৈধ যৌন সম্পর্ক সর্বদাই নিষিদ্ধ হয়েছে, এবং যে পুরুষ অথবা স্ত্রী সেই সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তাকে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ২১

যস্ত্বিহ বৈ সর্বাভিগমস্তমমুত্র নিরয়ে বর্তমানং বজ্রকণ্টকশাশ্বলীমারোপ্য নিরুযন্তি ॥ ২১ ॥

যঃ—যে; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; সর্ব-অভিগমঃ—মানুষ এবং পশু সকলের সঙ্গেই মৈথুন পরায়ণ হয়; তম্—তাকে; অমুত্র—পরলোকে;

নিরয়ে—নরকে; বর্তমানম্—বিদ্যমান; বজ্রকণ্টক-শাশ্বলীম্—যে শাশ্বলী বৃক্ষের কাঁটা বজ্রের মতো; আরোপ্য—তাকে আরোহণ করিয়ে; নিরুযন্তি—টানতে থাকে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পণ্ডিতেও অভিগমন করে, তার মৃত্যুর পর তাকে বজ্রকণ্টক-শাশ্বলী নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেই নরকে একটি শাশ্বলী বৃক্ষ রয়েছে, যার কাঁটা বজ্রের মতো। যমদূতেরা সেই পাপীকে তার উপর চড়িয়ে টানতে থাকে এবং তার ফলে সেই কাঁটার দ্বারা তার সারা দেহ ছিন্নভিন্ন হয়।

তাৎপর্য

মানুষের যৌন আবেদন এতই প্রবল যে, কখনও কখনও পুরুষেরা গাভী ইত্যাদি পশুর সঙ্গে এবং স্ত্রীলোকেরা কুকুরের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়। এই প্রকার স্ত্রী এবং পুরুষদের বজ্রকণ্টক-শাশ্বলী নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে অবৈধ যৌনসঙ্গ বর্জন করা হয়। এই সমস্ত শ্লোকের বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অবৈধ যৌনসঙ্গ একটি অত্যন্ত গর্হিত পাপকর্ম। কখনও কখনও মানুষ নরকের এই সমস্ত বর্ণনা বিশ্বাস করে না, কিন্তু তারা বিশ্বাস করুক অথবা না করুক, প্রকৃতির নিয়মে সবকিছুই সম্পাদিত হবে, কেউই তা এড়াতে পারবে না।

শ্লোক ২২

যে স্থিহ বৈ রাজন্যা রাজপুরুষা বা অপাষণ্ডা ধর্মসেতুন ভিন্দন্তি তে সম্পরেতা বৈতরণ্যং নিপতন্তি ভিন্নমর্যাদাস্ত্যং নিয়মপরিষাভূত্যাং নদ্যাং যাদোগৈরিতস্ততো ভক্ষ্যমাণা আত্মনা ন বিষৃজ্যমানাশ্চাসুভিরূহ্য-মানাঃ স্বাঘেন কর্মপাকমনুস্মরন্তো বিধ্বংসপুণ্যশোণিতকেশনখাষ্টিমেদো-মাসেবসাবাহিন্যামুপতপ্যন্তে ॥ ২২ ॥

যে—যে ব্যক্তি; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; রাজন্যাঃ—রাজপরিবারের সদস্য অথবা ক্ষত্রিয়; রাজপুরুষাঃ—উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী; বা—অথবা; অপাষণ্ডাঃ—দায়িত্বশীল পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও; ধর্ম-সেতুন—ধর্মনিতির মর্যাদা; ভিন্দন্তি—লঙ্ঘন করে; তে—তারা; সম্পরেতা—মৃত্যুর পর; বৈতরণ্যাম্—বৈতরণী নামক; নিপতন্তি—পতিত হয়; ভিন্ন-মর্যাদাঃ—মর্যাদা

লগ্ননকারী; তস্যাম্—তাতে; নিরয়-পরিখা-ভূতায়াম্—নরক পরিবেষ্টনকারী পরিখা; নদ্যাম্—নদীতে; যদাঃ-গণৈঃ—হিংস্র জলচর প্রাণীদের দ্বারা; ইতঃ ততঃ—ইতস্ততঃ; ভক্ষ্যমাণাঃ—ভক্ষণ করে; আত্মনা—দেহের দ্বারা; ন—না; বিযুক্ত্যমানাঃ—আলাদা হয়ে; চ—এবং; অসুভিঃ—প্রাণবায়ু; উহ্যমানাঃ—বাহিত হয়ে; স্ব-অধেন—তার নিজের পাপকর্মের দ্বারা; কর্ম-পাকম্—তার পাপকর্মের ফলে; অনুস্মরণঃ—স্মরণ করে; বিট্—বিষ্ঠার; মূত্র—মূত্র; পূম্—পূজ; শোণিত—রক্ত; কেশ—চুল; নখ—নখ; অস্থি—অস্থি; মেদঃ—মেদ; মাংস—মাংস; বসা—চর্বি; বাহিন্যাম্—নদীতে; উপতপ্যন্তে—ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করে।

অনুবাদ

যে সমস্ত রাজন্য বা রাজপুরুষ ক্ষত্রিয় আদি দায়িত্বশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও ধর্মনীতির অবহেলা করে এবং তার ফলে অধঃপতিত হয়, তারা মৃত্যুর পর বৈতরণী নামক নরকের নদীতে পতিত হয়। নরক বেষ্টনকারী পরিখাসদৃশ এই নদীটি ভয়ঙ্কর জলচর প্রাণীতে পূর্ণ। পাপী ব্যক্তি যখন এই বৈতরণী নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সেখানকার হিংস্র জলচররা তাকে ভক্ষণ করতে শুরু করে। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর পাপকর্মের ফলে তার প্রাণ বহির্গত হয় না। সে তার পাপকর্মের কথা স্মরণ করতে করতে বিষ্ঠা, মূত্র, পূজ, রক্ত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস এবং চর্বিপূর্ণ সেই নদীতে যন্ত্রণাভোগ করতে থাকে।

শ্লোক ২৩

যে স্থিহ বৈ বৃষলীপত্যো নষ্টশৌচাচারনিয়মাস্ত্যক্তলজ্জাঃ পতচর্যাং চরন্তি
তে চাপি প্রেতা পুয়বিত্ত্বপ্রলোভনমলাপূর্ণার্ণবে নিপতন্তি তদেবাত্তিবিভৎ-
সিতমগ্নস্তি ॥ ২৩ ॥

যে—যে ব্যক্তি; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; বৃষলী-পত্যঃ—শূদ্রপতি; নষ্ট—নষ্ট; শৌচ-আচার-নিয়মাঃ—শুচিতা, সদাচার এবং নিয়ন্ত্রিত জীবন; ত্যক্ত-লজ্জাঃ—লজ্জাবিহীন; পতচর্যাম্—পতনের মতো আচরণ; চরন্তি—আচরণ করে; তে—তারা; চ—ও; অপি—বস্তুতপক্ষে; প্রেতা—মৃত্যুর পর; পুয়—পূজ; বিট্—বিষ্ঠা; মূত্র—মূত্র; প্রোম্মা—শ্রেয়া; মলা—লালা; পূর্ণ—পূর্ণ; অর্ণবে—সমুদ্রে; নিপতন্তি—পতিত হয়; তৎ—তা; এব—কেবল; অতিবীভৎসিতম্—অত্যন্ত ঘৃণ্য; অগ্নস্তি—ভক্ষণ করে।

অনুবাদ

শূদ্রা-রমণীদের নির্লজ্জ পতিরা ঠিক একটি পতুর মতো জীবন যাপন করে, এবং তাই তাদের জীবন সদাচার, শৌচ এবং নিয়মবিহীন। মৃত্যুর পর তাদের পুয়োদ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, যা পূজ, মূত্র, শ্রেয়া, লালা ইত্যাদি ঘৃণিত বস্তুতে পূর্ণ একটি সমুদ্র। সেখানে তারা এই সমস্ত অতি ঘৃণিত পদার্থ ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায় ।
নানা যোনি সদা ফিরে, কর্ষ ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

যারা কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের মার্গ অনুসরণ করে, তারা মানব-জীবনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে সংসার চক্রে অধঃপতিত হয়। এইভাবে তাদের পুয়োদ নামক নরকে পতিত হয়ে বিষ্ঠা, মূত্র, পূজ, শ্রেয়া, লালা ইত্যাদি অতি ঘৃণিত সমস্ত পদার্থ ভক্ষণ করতে বাধ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই শ্লোকে বিশেষ করে যে শূদ্রদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা লক্ষ্যণীয়। শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করে, তা হলে তাকে বার বার পুয়োদ সাগরে ফিরে গিয়ে অত্যন্ত ঘৃণিত পদার্থসমূহ ভক্ষণ করতে হবে। অতএব শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে; সেটিই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। সকলেরই কর্তব্য নিজের উন্নতি সাধন করা। ভগবদ্গীতায় (৪/১৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ—“জ্ঞাত্য প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে এবং কর্ম অনুসারে আমি মানব-সমাজে চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছি।” কেউ যদি গুণগতভাবেও শূদ্র হয়, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তার অবস্থার উন্নতি সাধন করে ব্রাহ্মণ হতে চেষ্টা করা। মানুষের বর্তমান স্থিতি যাই হোক না কেন, তাকে কখনও ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব পদে উন্নীত হওয়ার পথে বাধা দেওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বৈষ্ণবের স্তরে উন্নীত হওয়া। তখন সে আপনা থেকেই ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। তা সম্ভব হবে কেবল কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের ফলে, কারণ এই আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা সকলকে বৈষ্ণব স্তরে

উন্নীত করার চেষ্টা করছি। ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—“অন্য সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করে তুমি কেবল আমার শরণাগত হও।” শূদ্র, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের ধর্ম পরিত্যাগ করে বৈষ্ণবের ধর্ম অবলম্বন করা উচিত, যার মধ্যে ব্রাহ্মণও আপনা থেকেই নিহিত রয়েছে। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (৯/৩২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন—

মাং হি পার্থ বাপ্যস্তিত্যেহপি স্যুঃ পাপযেনয়ঃ ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাক্ষত্যা শূদ্রাভ্যেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

“হে পার্থ, অন্তঃস্থ স্নেহগুণ ও বৈশ্যাদি পতিতা স্ত্রীলোকেরা, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নীচ বর্ণস্থ মানুষেরা আমার অনন্য ভক্তিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।” মনুষ্য-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ভাক্ত্যে ফিরে যাওয়া। সেই সুযোগ শূদ্র, বৈশ্য, স্ত্রী অথবা ক্ষত্রিয় নির্বিশেষে সকলকেই দেওয়া উচিত। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু, কেউ যদি শূদ্র হয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তা হলে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে তাকে অবশ্যই যন্ত্রণাভোগ করতে হবে—তদ্ এবাবিতীভবসিতম্ অগ্রান্তি।

শ্লোক ২৪

যে স্থিহ বৈ স্বর্গদর্ভপতয়ো ব্রাহ্মণাদয়ো মৃগয়াবিহার্য অতীর্থে চ মৃগাম্নিস্তি তানপি সম্পরেতীলক্ষ্যভূতান্ যমপুরুষা ইযুভির্বিধান্তি ॥২৪॥

যে—যারা; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বৈ—অথবা; স্ব—কুকুর; দর্ভ—এবং গাধার; পতয়ঃ—পালক; ব্রাহ্মণ-আদয়ঃ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য; মৃগয়া-বিহার্য—বনে পশু শিকার করে আনন্দ উপভোগ করে; অতীর্থে—বিধি বহির্ভূত; চ—ও; মৃগান্—পশু; নিদ্রস্তি—হত্যা করে; তান্—তাদের; অপি—বস্তুতপক্ষে; সম্পরেতান্—মৃত্যুর পর; লক্ষ্য-ভূতান্—লক্ষ্য হয়ে; যম-পুরুষাঃ—যমদূতদের; ইযুভিঃ—বাণের দ্বারা; বিধান্তি—বিদ্ধ হয়।

অনুবাদ

উচ্চ বর্ণের মানুষ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) যদি কুকুর, গর্ভভ ইত্যাদি পশু পালনে আসক্ত হয় এবং অনর্থক মৃগয়ায় গিয়ে পশু হত্যা করে, তা হলে মৃত্যুর পর তাকে প্রাণরোধ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে যমদূতেরা তাকে তাদের লক্ষ্য বানিয়ে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করে।

তাৎপর্য

বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির শিকার করার জন্য কুকুর এবং ঘোড়া রাখে। পাশ্চাত্যেই হোক কিংবা প্রাচ্যেই হোক, এই কলিমুগে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বনে গিয়ে অনর্থক পশু হত্যা করে। উচ্চ বর্ণের মানুষদের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের) কর্তব্য ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন করা। শূদ্রদেরও সেই স্তরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ দেওয়া তাদের একটি কর্তব্য। কিন্তু তা না করে তারা যদি পশু শিকারে লিপ্ত হয়, তা হলে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে তাদের দণ্ডভোগ করতে হবে। কেবল তারা যমদূতদের বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয় না, তারা পুঞ্জ, মূত্র এবং বিষ্ঠার সমুদ্রেও নিক্ষিপ্ত হয়।

শ্লোক ২৫

যে স্থিহ বৈ দান্তিকা দন্তযজ্ঞেষু পশন্ বিশসন্তি তানমুদ্রীম্নোকে বৈশাসে নরকে পতিতামিরয়পতয়ো যাতয়িত্বা বিশসন্তি ॥ ২৫ ॥

যে—যারা; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; দান্তিকাঃ—ধন-সম্পদ ও প্রতিষ্ঠার গর্বে যারা অত্যন্ত গর্বিত; দন্ত-যজ্ঞেষু—দন্ত প্রকাশকারী যজ্ঞে; পশন্—পশু; বিশসন্তি—হত্যা করে; তান্—তাদের; অমুদ্রিন্ লোকে—পরলোকে; বৈশাসে—বৈশ্য অথবা বিশসন; নরকে—নরকে; পতিতান্—পতিত হয়; নিরয়-পতয়ঃ—যমদূতেরা; যাতয়িত্বা—অশেষ যন্ত্রণা দেয়; বিশসন্তি—হত্যা করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ইহলোকে ধন এবং প্রতিষ্ঠার গর্বে গর্বিত হয়ে, দন্ত প্রকাশ করার জন্য যজ্ঞে পশু বলি দেয়, তাকে মৃত্যুর পর বিশসন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে যমদূতেরা তাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে বধ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৬/৪১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগব্রহ্মৈহভিজায়তে—“ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে মানুষ উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে অথবা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে।” এই প্রকার জন্ম গ্রহণ করার পর, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভক্তিযোগে সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। কিন্তু অসৎ-সঙ্গের ফলে মানুষ ভুলে যায় যে, ভগবানের কৃপায় সে সেই সম্ভ্রান্ত

পদ প্রাপ্ত হয়েছে, এবং সে কালীপূজা, দুর্গাপূজা আদি তথাকথিত যজ্ঞ অসহায় পশুদের বলি দিয়ে সেই সুযোগের অপব্যবহার করে। সেই প্রকার ব্যক্তির যা যে কিভাবে দণ্ডভোগ করে, তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই শ্লোকে দত্তযজ্ঞে শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ যদি বৈদিক নির্দেশ লঙ্ঘন করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং পশুবলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে লোক-সেখানে যজ্ঞ করে, তা হলে মৃত্যুর পর তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। কলকাতায় কতকগুলি কসাইখানা রয়েছে, যেখানে দাবি করা হয় যে, মা কালীর কাছে নিবেদন করে সেই মাংস বিক্রী করা হচ্ছে। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মাংস কেবল একবার একটি ছোট পাঠা মা কালীর কাছে বলি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোথাও বলা হয়নি যে, মন্দিরে পূজা করার নাম করে কসাইখানা খুলে প্রতিদিন অনর্থক বহু পশু বলি দেওয়া যেতে পারে। যারা তা করে, তারা যে কি প্রকার দণ্ডভোগ করবে, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৬

যস্ত্বিহ বৈ সর্বণাং ভার্ঘ্যঃ দ্বিজো রেতঃ পায়য়তি কামমোহিতস্তং
পাপকৃতমমুত্র রেতঃকুল্যায়াম্ পাতিয়িত্বা রেতঃ সম্পায়য়ন্তি ॥ ২৬ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; ত্ব—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বৈ—প্রকৃতপক্ষে; সর্বণাম্—একই বর্গের; ভার্ঘ্যম্—পত্নীকে; দ্বিজঃ—উচ্চ বর্গের মানুষ (যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য); রেতঃ—বীৰ্য; পায়য়তি—পান করায়; কাম-মোহিতঃ—কামের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে; তম্—তাকে; পাপ-কৃতম্—পাপ করার ফলে; অমুত্র—পরলোকে; রেতঃকুল্যায়াম্—গুহ্রের নদীতে; পাতিয়িত্বা—নিষ্ক্ষেপ করে; রেতঃ—গুহ্র; সম্পায়য়ন্তি—বলপূর্বক পান করানো হয়।

অনুবাদ

যে মূর্খ দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) তার সর্বণা পত্নীকে বলে রাখার জন্য নিজের গুহ্র পান করায়, পরলোকে যমদূতেরা তাকে লালাতক্ষ নামক নরকে নিষ্ক্ষেপ করে এবং সেখানে গুহ্রনদীর মধ্যে তাকে গুহ্র পান করায়।

তাৎপর্য

পত্নীকে নিজের গুহ্র বলপূর্বক পান করানো এক প্রকার তাত্ত্বিক আচার, যা অত্যন্ত কামাৰ্থ ব্যক্তির অনুষ্ঠান করে। যারা এই অতি জঘন্য কার্যটি অনুষ্ঠান করে, তারা

বলে যে, পত্নীকে যদি বলপূর্বক পতির গুহ্র পান করানো যায়, তা হলে সেই পত্নী তার পতির অত্যন্ত বশীভূত থাকে। সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা এই ধরনের তাত্ত্বিক আচারে লিপ্ত, কিন্তু উচ্চ বর্গের মানুষেরা যদি তা করে, তা হলে তার মৃত্যুর পর তাকে লালাতক্ষ নামক নরকে নিষ্ক্ষেপ করা হয়। সেখানে তাকে গুহ্র নদীতে ডুবিয়ে বলপূর্বক গুহ্র পান করানো হয়।

শ্লোক ২৭

যে ত্বিহ বৈ দস্যবোহগ্নিদা গরদা গ্রামান্ সার্থান্ বা বিলুপন্তি রাজানো
রাজভটা বা তাংশ্চাপি হি পরেত্য যমদূতা বজ্রদংষ্ট্রাঃ শ্বানঃ সপ্তশতানি
বিশেতিশ্চ সরভসং খাদন্তি ॥ ২৭ ॥

যে—যারা; ত্ব—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বৈ—বস্ত্তপক্ষে; দস্যবঃ—দস্যু এবং তক্ষর; অগ্নিদাঃ—আগুন লাগায়; গরদাঃ—বিষ প্রদান করে; গ্রামান্—গ্রাম; সার্থান্—বণিক সম্প্রদায়; বা—অথবা; বিলুপন্তি—লুণ্ঠন করে; রাজানঃ—রাজগণ; রাজভটাঃ—রাজপুরুষ; বা—অথবা; তান্—তাদের; চ—ও; অপি—বস্ত্তপক্ষে; হি—নিশ্চিতভাবে; পরেত্য—মৃত্যুর পর; যমদূতাঃ—যমদূতগণ; বজ্রদংষ্ট্রাঃ—বজ্রতুল্য কঠিন দণ্ড সমন্বিত; শ্বানঃ—কুকুর; সপ্ত-শতানি—সাত শত; বিশেতিঃ—কুড়ি; চ—এবং; সরভসম্—গভীর তৃপ্তি সহকারে; খাদন্তি—ভক্ষণ করে।

অনুবাদ

ইহলোকে যে সমস্ত ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করে পরগৃহে অগ্নি দেয় অথবা বিষ প্রদান করে, অথবা যে সমস্ত রাজা বা রাজপুরুষ আয়কর আদায়ের নামে অথবা অন্যান্য উপায়ে বণিক সম্প্রদায়কে লুণ্ঠন করে, মৃত্যুর পর সেই সমস্ত অসুরদের সারমেয়াদন নামক নরকে নিষ্ক্ষেপ করা হয়। সেখানে ৭২০টি বজ্রের মতো দণ্ড সমন্বিত কুকুর রয়েছে। যমদূতের নির্দেশে সেই কুকুরগুলি অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে সেই সমস্ত পাপীদের ভক্ষণ করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই কলিযুগে সকলেই অনাবৃত্তি, দুর্ভিক্ষ এবং সরকারের দ্বারা অত্যধিক কর গ্রহণ—এই তিন প্রকার উৎপাতের দ্বারা সর্বদা অত্যন্ত উৎপীড়িত হবে। যেহেতু মানুষেরা ক্রমশ অধিক

থেকে অধিকতর পাপ-পরায়ণ হচ্ছে, তাই অনাবৃষ্টি হবে এবং তার ফলে ভাবাবিক ভাবেই দুর্ভিক্ষ হবে। দুর্ভিক্ষ এবং ত্রাণের অভ্যাহতে সরকার প্রচুর কর ধার্য করবে, বিশেষ করে ধনী বণিক সম্প্রদায়ের উপর। এই শ্লোকে সেই প্রকার সরকারকে দস্যু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের প্রধান কার্য হবে জনসাধারণের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা। তা সে নির্জন পথে পথিকের সর্বস্ব অপহরণকারী দস্যু হোক অথবা রাজকর্মচারী রূপ দস্যু হোক, তারা পরলোকে সারমেয়ালন নরকে নিষ্কিপ্ত হয়ে দণ্ডভোগ করবে, যেখান বজ্রদংষ্ট্রা নামক কুকুরেরা তাদের ভক্ষণ করবে।

শ্লোক ২৮

যত্নিহ বা অনৃতং বদতি সাক্ষ্যে দ্রব্যবিনিময়ে দানে বা কথঞ্চিৎ স বৈ
প্রোক্তা নরকেঃখীচিমিত্যধঃশিরা নিরবকাশে যোজনশতোজ্জ্বায়াদ গিরিমুগ্ধঃ
সম্পাত্যতে যত্র জলমিব স্থলমশ্মপৃষ্ঠমবভাসতে তদবীচিমন্তিলশো
বিশীর্ঘমাংশরীরো ন শ্রিয়মাণঃ পুনরারোপিতো নিপততি ॥ ২৮ ॥

যঃ—যে, তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বা—অথবা; অনৃতম্—মিথ্যা; বদতি—বলে; সাক্ষ্যে—সাক্ষ্য প্রদান করার সময়; দ্রব্য-বিনিময়ে—দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করার সময়; দানে—দান করার সময়; বা—অথবা; কথঞ্চিৎ—কোনও প্রকারে; সঃ—সেই ব্যক্তি; বৈ—বস্তুতপক্ষে; প্রোক্তা—মৃত্যুর পর; নরকে—নরকে; অবীচিমতি—অবীচিমৎ নামক (যেখানে জল নেই); অধঃশিরাঃ—মাথা নীচের দিকে করে; নিরবকাশে—কোন রকম অবলম্বন ব্যতীত; যোজন-শত—এক শত যোজন (১০০ মাইল); উজ্জ্বায়াৎ—উচ্চ; গিরি—পর্বতের; মুগ্ধঃ—শিখর থেকে; সম্পাত্যতে—ছুঁড়ে ফেলা হয়; যত্র—যেখানে; জলমিব—জলের মতো; স্থলম্—স্থল; অশ্ম-পৃষ্ঠম্—পাথরের পৃষ্ঠস্থল; অবভাসতে—মনে হয়; তৎ—তা; অবীচিমৎ—জলবিহীন বা তরঙ্গবিহীন; তিলশঃ—তিল তিল করে; বিশীর্ঘমাণ—বিশীর্ণ হয়; শরীরঃ—শরীর; ন শ্রিয়মাণঃ—মৃত্যু হয় না; পুনঃ—পুনরায়; আরোপিতঃ—শিখরে উঠিয়ে; নিপততি—নিষ্কেপ করা হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষ্য প্রদান করার সময়, ক্রয়-বিক্রয় করার সময় এবং দান করার সময় কোন প্রকার মিথ্যা কথা বলে, পরলোকে যমদূতেরা তাকে শত যোজন উন্নত পর্বত শিখর থেকে মাথা নীচের দিকে করে অবীচিমৎ নামক নরকে

নিষ্কেপ করে। সেই নরকের কোন অবলম্বন স্থান নেই, এবং প্রস্তর নির্মিত পৃষ্ঠস্থল জলের মতো প্রতীত হয়। কিন্তু সেখানে কোন জল নেই, তাই তাকে বলে অবীচিমৎ (জলহীন)। সেই পাপীদের বার বার পাহাড়ের উপর থেকে নিষ্কেপ করা হলেও, এবং তাদের দেহ তিল তিল করে বিদীর্ণ হলেও, তাদের মৃত্যু হয় না এবং তারা নিরন্তর সেই যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে।

শ্লোক ২৯

যত্নিহ বৈ বিপ্রো রাজন্যো বৈশ্যো বা সোমপীথস্তৎকলত্রং বা সুরাং
ব্রতস্থেহপি বা পিবতি প্রমাদতন্তেষাং নিরয়ং নীতানামুরসি পদাক্রম্যাসো
বহিনা দ্রবমাণং কার্ষ্যায়সং নিষিদ্ধস্তি ॥ ২৯ ॥

যঃ—যে, তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; বিপ্রঃ—বিদ্বান ব্রাহ্মণ; রাজন্যঃ—ক্ষত্রিয়; বৈশ্যঃ—বৈশ্য; বা—অথবা; সোম-পীথঃ—সোমরস পান করে; তৎ—তার; কলত্রম্—পত্নী; বা—অথবা; সুরাম্—সুরা; ব্রতস্থঃ—ব্রতপরায়ণ হয়ে; অপি—নিশ্চিতভাবে; বা—অথবা; পিবতি—পান করে; প্রমাদতঃ—মোহবশত; তেষাম্—তাদের; নিরয়ম্—নরকে; নীতানাম্—নীত হয়ে; উরসি—বক্ষে; পদা—পা দিয়ে; আক্রম্য—চেপে ধরে; অসো—মুখে; বহিনা—আঙনের দ্বারা; দ্রবমাণম্—দ্রবীভূত; কার্ষ্যায়সম্—লোহা; নিষিদ্ধস্তি—ঢেলে দেয়।

অনুবাদ

যে ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণী সুরাপান করে, কিংবা যে ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য ব্রতপরায়ণ হয়ে প্রমাদবশত সোমরস পান করে, যমদূতেরা তাদের অয়ঃপান নরকে নিয়ে যায়। অয়ঃপান নরকে যমদূতেরা তাদের পা দিয়ে পাপীদের বক্ষঃস্থল চেপে ধরে তাদের মুখে অত্যন্ত উত্তপ্ত তরল লোহা ঢেলে দেয়।

তাৎপর্য

কেবল নামে মাত্র ব্রাহ্মণ হয়ে সব রকম পাপকর্ম, বিশেষ করে সুরাপান করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের বর্ণ অনুসারে আচরণ করা। তারা যদি শূদ্রের মতো অধঃপতিত হয়ে সুরাপান করে, তা হলে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে তাদের দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৩০

অথ চ যত্ত্বিহ বা আত্মসম্ভাবনেন স্বয়মধমো জন্মতপোবিদ্যাচারবর্ণাশ্রম-
বতো বরীয়সো ন বহু মন্যেত স মৃতক এব মৃত্বা ক্ষারকর্দমে
নিরয়েৎবাক্শিরা নিপাতিতো দূরন্তা যাতনা হ্যম্মতে ॥ ৩০ ॥

অথ—অধিকন্তু; চ—ও; যঃ—যে ব্যক্তি; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বা—অথবা;
আত্মসম্ভাবনেন—অহঙ্কারের ফলে; স্বয়ম্—স্বয়ং; অধমঃ—অত্যন্ত অধঃপতিত;
জন্ম—উচ্চকূলে জন্ম; তপঃ—তপস্যা; বিদ্যা—জ্ঞান; আচার—সদাচার; বর্ণ—আশ্রম-
বত্তঃ—নিষ্ঠা সহকারে কণাশ্রম ধর্ম অনুসরণকারী; বরীয়সঃ—শ্রেষ্ঠ; ন—না; বহু—
অধিক; মন্যেত—শ্রদ্ধা; সঃ—সেই; মৃতকঃ—মৃতদেহ; এব—কেবল; মৃত্বা—মৃত্যুর
পর; ক্ষারকর্দমে—ক্ষারকর্দম নামক; নিরয়ে—নরকে; অবাক্-শিরা—মাথা নীচের
দিকে করে; নিপাতিতঃ—নিষ্কেপ করা হয়; দূরন্তাঃ যাতনাঃ—অত্যন্ত যত্নগা; হি—
বস্ত্তপক্ষে; অম্মতে—ভোগ করে।

অনুবাদ

যে নীচ কুলোজ্জত এবং অধম হওয়া সত্ত্বেও 'আমি বড়' বলে মিথ্যা অহঙ্কারপূর্বক
জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার, বর্ণ অথবা আশ্রমে তার থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে
যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন করে না, সে জীবিত অবস্থাতেই মৃত এবং মৃত্যুর
পর তাকে ক্ষারকর্দম নামক নরকে নিষ্কেপ করা হয়। সেখানে সে যমদূতদের
দ্বারা প্রচণ্ডভাবে নির্যাতিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখ-যত্নগা ভোগ করে।

তাৎপর্য

কখনও মিথ্যা অহঙ্কার করা উচিত নয়। জন্ম, বিদ্যা, আচার, বর্ণ অথবা আশ্রমে
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা অবশ্য কর্তব্য। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে যদি এই
প্রকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন না করা হয়, তা হলে তাকে ক্ষারকর্দম নরকে
দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৩১

যে ত্বিহ বৈ পুরুষাঃ পুরুষমেধেন যজন্তে যাশ্চ ত্বিয়ো নৃপশূন্ব খাদন্তি
তাংশ্চ তে পশব ইব নিহতা যমসদনে যাতয়ন্তো রক্ষোগণাঃ সৌনিকা
ইব স্বথিতিনাবদায়াস্ক পিবন্তি নৃত্যন্তি চ গায়ন্তি চ জ্ব্যমাণা যথৈহ
পুরুষাঃ ॥ ৩১ ॥

যে—যে ব্যক্তি; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বৈ—বস্ত্তপক্ষে; পুরুষাঃ—মানুষ;
পুরুষ-মেধেন—নরবলির দ্বারা; যজন্তে—পূজা করে (কালী অথবা ভদ্রকালীকে);
যাঃ—যারা; চ—এবং; ত্বিয়ো—ত্বীদেব; নৃপশূন্ব—যে মানুষদের বলি দেওয়া হয়;
খাদন্তি—ভক্ষণ করে; তান্—তাদের; চ—এবং; তে—তারা; পশবঃ ইব—পশুর
মতো; নিহতাঃ—নিহত হয়ে; যমসদনে—যমালয়ে; যাতয়ন্তাঃ—যত্নগা দিয়ে;
রক্ষা-গণাঃ—রাক্ষস হয়ে; সৌনিকাঃ—ঘাতকদের; ইব—সদৃশ; স্বথিতিনা—খপের
দ্বারা; অবদায়—টুকরো টুকরো করে কেটে; অসুক্—রক্ত; পিবন্তি—পান করে;
নৃত্যন্তি—নৃত্য করে; চ—এবং; গায়ন্তি—গান করে; চ—ও; জ্ব্যমাণাঃ—অনন্দে
উৎফুল্ল হয়ে; যথা—ঠিক যেমন; ইহ—ইহলোকে; পুরুষ-আদাঃ—নর-খাদকেরা।

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে অনেক পুরুষ এবং স্ত্রী রয়েছে, যারা ভৈরব অথবা ভদ্রকালীর
কাছে নরবলি দিয়ে তাদের মাংস খায়। যারা এই ধরনের যজ্ঞ করে, তাদের
মৃত্যুর পর যমালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তারা যাদের বলি দিয়েছিল তারা
রাক্ষস হয়ে সূতীক্ষ্ম অস্ত্রের দ্বারা সেখানে তাদের খণ্ড খণ্ড করে কাটে। ইহলোকে
যজ্ঞকারী ব্যক্তি যেভাবে নরবলি দিয়ে তার রক্ত পান করে আনন্দে নৃত্য-গীত
করে, হিংসিত ব্যক্তিরাও তেমন পরলোকে যজ্ঞকারীর রক্ত পান করে আনন্দে
নৃত্য-গীত করে।

শ্লোক ৩২

যে ত্বিহ বা অনাগসোহরণ্যে গ্রামে বা বৈশন্তকৈরুপসূতানুপবিশন্ত্যা
জিজীবিষুন্ শূলসূত্রাদিষুপ্রোতান্ ক্রীড়নকতয়া যাতয়ন্তি ত্বেপি চ প্রেত্য
যমযাতনাসু শূলাদিষু প্রোতাস্তান্নানঃ ক্ষুধ্ভুড্যাং চাভিহতাঃ
কঙ্কটাদিভিশ্চতন্ততন্তিগ্ধাতুগৈরাহন্যমানা আত্মশমলং স্মরন্তি ॥ ৩২ ॥

যে—যে ব্যক্তি; তু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বা—অথবা; অনাগসঃ—নির্দেহ;
অরণ্যে—বনে; গ্রামে—গ্রামে; বা—অথবা; বৈশন্তকৈঃ—বিশ্বাসের দ্বারা;
উপসূতান্—কাছে এনে; উপবিশন্ত্যা—বিশ্বাস উপপাদন করে; জিজীবিষুন্—জীবন
রক্ষার জন্য; শূল-সূত্র-আদিষু—শূল, সূত্র ইত্যাদির দ্বারা; উপপ্রোতান্—বিজ্ঞ
করে; ক্রীড়নকতয়া—ক্রীড়নকের মতো; যাতয়ন্তি—যত্নগা দেয়; তে—তারা;
অপি—নিশ্চিতভাবে; চ—এবং; প্রেত্য—মৃত্যুর পর; যম-যাতনাসু—যম-যত্নগা;

শূল-আদিষু—শূল ইত্যাদিতে; প্রোত-আস্থানঃ—বিদ্ধ হয়ে; ক্ষুৎ-তৃভুভাম্—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার দ্বারা; চ—ও; অতিহতাঃ—অতিভূত হয়ে; কঙ্ক-বট-আদিভিঃ—বক, শকুন আদি পক্ষীর দ্বারা; চ—এবং; ইতঃ ততঃ—ইতস্ততঃ; তিঙ্ক-তুইওঃ—তীক্ষ্ণ চক্ষু; আহন্যমানাঃ—নির্যাতিত হয়ে; আশ্ব-শমলম্—তাদের পাপকর্মের; স্মরণ্তি—স্মরণ করে।

অনুবাদ

যে সমস্ত মানুষ ইহলোকে গ্রামে বা অরণ্যে জীবন রক্ষার্থে আগত পশু-পাখিদের আশ্রয় দান পূর্বক বিশ্বাস জন্মিয়ে শূল অথবা সূত্রের দ্বারা তাদের বিদ্ধ করে এবং তারপর ক্রীড়নকের মতো ক্রীড়া করে প্রবল যন্ত্রণা দেয়, তারা মৃত্যুর পর যমদূতদের দ্বারা শূলপ্রোত নামক নরকে নীত হয় এবং তাদের শরীর তীক্ষ্ণ শূল ইত্যাদির দ্বারা বিদ্ধ করা হয়। সেখানে তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পীড়িত হয়, এবং চতুর্দিক থেকে বক, শকুন প্রভৃতি তীক্ষ্ণচক্ষু পক্ষী এসে তাদের দেহ হিম্মিত করতে থাকে। এইভাবে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তারা তখন তাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের কথা স্মরণ করতে থাকে।

শ্লোক ৩৩

যে ত্বিহ বৈ ভূতান্যুচ্ছেজয়ন্তি নরা উল্লগ্নস্বভাবা যথা দন্দশূকাস্তেহপি
প্রোতা নরকে দন্দশূকাস্থে নিপতন্তি যত্র নৃপ দন্দশূকাঃ পঞ্চমুখাঃ
সপ্তমুখা উপসৃত্য গ্রাসন্তি যথা বিলেশয়ান ॥ ৩৩ ॥

যে—যে সমস্ত ব্যক্তি; ত্বু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; ভূতানি—জীবীদের; উচ্ছেজয়ন্তি—অনর্থক যন্ত্রণা দেয়; নরাঃ—মানুষ; উল্লগ্ন-স্বভাবাঃ—ক্লোথপরায়াণ; যথা—ঠিক যেমন; দন্দশূকাঃ—সর্প; তে—তারা; অপি—ও; প্রোতা—মৃত্যুর পর; নরকে—নরকে; দন্দশূক-আস্থে—দন্দশূক নামক; নিপতন্তি—পতিত হয়; যত্র—যেখানে; নৃপ—হে রাজন; দন্দশূকাঃ—সর্প; পঞ্চমুখাঃ—পাঁচটি ফণা সমন্বিত; সপ্তমুখাঃ—সাতটি ফণা সমন্বিত; উপসৃত্য—উঁচু করে; গ্রাসন্তি—গ্রাস করে; যথা—ঠিক যেমন; বিলেশয়ান—মূষিক।

অনুবাদ

যারা ইহলোকে সর্পের মতো ক্লোথপরায়াণ হয়ে অন্য প্রাণীদের যন্ত্রণা দেয়, তারা পরলোকে দন্দশূক নামক নরকে পতিত হয়। হে রাজন, সেই নরকে পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ সর্পেরা তাদের মূষিকের মতো গ্রাস করে।

শ্লোক ৩৪

যে ত্বিহ বা অন্ধাবটকুসুলগুহাদিষু ভূতানি নিরুদ্ধন্তি তথামুত্র
তেষোবোপবেশ্যা সগরেণ বহিনা ধূমেন নিরুদ্ধন্তি ॥ ৩৪ ॥

যে—যে সমস্ত ব্যক্তি; ত্বু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বা—অথবা; অন্ধ-অবট—অন্ধকূপে; কুসুল—ধানের গোলায়; গুহা-আদিষু—গুহা ইত্যাদিতে; ভূতানি—জীবীদের; নিরুদ্ধন্তি—রুদ্ধ করে; তথা—তেমনিই; অমুত্র—পরবর্তী জীবনে; তেষু—সেই প্রকার স্থানে; এব—নিশ্চিতভাবে; উপবেশ্যা—প্রবেশ করিয়ে; সগরেণ—বিষাক্ত ধূমের দ্বারা; বহিনা—অগ্নির দ্বারা; ধূমেন—ধোয়ার দ্বারা; নিরুদ্ধন্তি—রুদ্ধ করে রাখা হয়।

অনুবাদ

যারা ইহলোকে অন্য প্রাণীদের অন্ধকূপে, গোলায় বা পাহাড়ের গুহায় রুদ্ধ করে কষ্ট দেয়, মৃত্যুর পর তাদের অবতিনিরোধন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে অন্ধকূপ আদিতে বিষাক্ত ধূম এবং বহির দ্বারা শ্বাসরোধ করে তাদের কঠোরভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হয়।

শ্লোক ৩৫

যন্ত্বিহ বা অতিথীনভ্যাগতান বা গৃহপতিরসকদুপগতমন্যুর্দিগ্ধকুরিব পাপেন
চক্ষুষা নিরীক্ষতে তস্যা চাপি নিরয়ে পাপদৃষ্টেরক্ষিবী বজ্রতুণ্ডা গৃধ্রাঃ
কঙ্ককাকবটাদয়ঃ প্রসহ্যোরুবলাদুৎপাটয়ন্তি ॥ ৩৫ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; ত্বু—কিন্তু; ইহ—এই জীবনে; বা—অথবা; অতিথীন—অতিথি; অভ্যাগতান—অভ্যাগতদের; বা—অথবা; গৃহ-পতিঃ—গৃহপতি; অসকৃৎ—বহবার; উপগত—প্রাপ্ত হয়ে; মন্যুঃ—ক্লোথ; দিগ্ধকুঃ—দগ্ধ করতে উদ্যত; ইব—সদৃশ; পাপেন—পাপী; চক্ষুষা—চক্ষুতে; নিরীক্ষতে—দৃষ্টিপাত করে; তস্যা—তার; চ—এবং; অপি—নিশ্চিতভাবে; নিরয়ে—নরকে; পাপদৃষ্টেঃ—পাপপূর্ণ যার দৃষ্টি; অক্ষিবী—চক্ষু; বজ্রতুণ্ডাঃ—বজ্রের মতো কঠিন চক্ষুবিশিষ্ট; গৃধ্রাঃ—শকুন; কঙ্ক—বক; কাক—কাক; বট-আদয়ঃ—এবং অন্যান্য পক্ষী; প্রসহ্য—সহসা; উরু-বলাৎ—বলপূর্বক; উৎপাটয়ন্তি—উৎপাটন করে।

অনুবাদ

যে গৃহপতি অতিথি অভ্যাগত দেখলে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং পাপকুটিল দৃষ্টি দ্বারা যেন তাদের ভক্ষীভূত করতে উদ্যত হয়, তাকে পর্যাবর্তন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, যেখানে বজ্রের মতো কঠিন চক্ষুবিশিষ্ট শকুন, বক, কাক ইত্যাদি পক্ষীরা সেই পাপদৃষ্টি ব্যক্তির চক্ষু সহসা বলপূর্বক উৎপাটন করে।

তাৎপর্য

বৈদিক শিষ্টাচার অনুসারে শত্রুও যদি গৃহে আসে, তা হলে গৃহস্থের কর্তব্য এমনভাবে তার সঙ্গে আচরণ করা যাতে সে ভুলে যাবে যে, সে তার শত্রুর বাড়িতে এসেছে। গৃহে যখন অতিথি আসে, তখন তাকে অত্যন্ত দ্বীনীভাবের স্বাগত জানানো উচিত। যদি সে অব্যাহতিও হয়, তবুও গৃহস্থের তার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকানো উচিত নয়, কারণ যে তা করে, তাকে মৃত্যুর পর পর্যাবর্তন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হবে এবং সেখানে শকুন, কাক, বক ইত্যাদি হিংস্র পাখিরা সহসা তার চক্ষু উৎপাটন করে নেবে।

শ্লোক ৩৬

যত্ত্বিহ বা আঢ্যাভিমতিরহঙ্ তত্তির্যকপ্রেক্ষণঃ সর্বতোহ্ ভিবিশঙ্কী
অর্থব্যয়নাশচিত্তয়া পরিশুযামাণহৃদয়বদনো নিবৃতিমনবগতো গ্রহ
ইবার্থমভিরক্ষতি স চাপি প্রেত্য তদুৎপাদনাধর্কষণসংরক্ষণশমলগ্রহঃ
সূচীমুখে নরকে নিপততি যত্র হ বিত্তগ্রহঃ পাপপুরুষঃ ধর্মরাজপুরুষা
বায়কা ইব সর্বতোহ্ স্বেষু সূত্রৈঃ পরিবয়ত্তি ॥ ৩৬ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; ত্বু—কিন্তু; ইহ—এই লোক; বা—অথবা; আঢ্যাভিমতিঃ—
ধনগর্বে গর্বিত; অহঙ্কৃতিঃ—অহঙ্কারজন্ম; তির্যকপ্রেক্ষণঃ—বক্র দৃষ্টি; সর্বতঃ
অভিবিশঙ্কী—অন্যদের দ্বারা, এমনকি গুরুজনদের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার ভয়ে
সমিধমনা; অর্থব্যয়নাশচিত্তয়া—ব্যয় অথবা ক্ষতির চিন্তায়; পরিশুযামাণ—গুরু;
হৃদয়বদনঃ—তার হৃদয় এবং মুখ; নিবৃতিম্—সুখ; অনবগতঃ—প্রাপ্ত না হয়ে;
গ্রহঃ—পিষাচ; ইব—সদৃশ; অর্থম্—ধন-সম্পদ; অভিরক্ষতি—রক্ষা করে; সঃ—
সে; চ—ও; অপি—বস্তুতপক্ষে; প্রেত্য—মৃত্যুর পর; তৎ—সেই সম্পদের;
উৎপাদন—আয় করার জন্য; উৎকর্ষণ—বৃদ্ধি করে; সংরক্ষণ—রক্ষা করে; শমল-

গ্রহঃ—পাপকর্মের পশা অবলম্বন করে; সূচীমুখে—সূচীমুখ নামক; নরকে—নরকে;
নিপততি—পতিত হয়; যত্র—যেখানে; ই—বস্তুতপক্ষে; বিত্তগ্রহম্—ধনলোভী
পিষাচ; পাপপুরুষম্—অত্যন্ত পাপী ব্যক্তি; ধর্মরাজপুরুষাঃ—যমদূতেরা; বায়কাঃ
ইব—সদৃশ তাঁতীর মতো; সর্বতঃ—সমস্ত; অস্বেষু—অঙ্গে; সূত্রৈঃ—সূতার দ্বারা;
পরিবয়ত্তি—সেলাই করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ইহলোকে তার ধনের গর্বে গর্বিত, সে মনে করে, “আমি কত ধনী।
কে আমার সমকক্ষ হতে পারে?” এইভাবে অহঙ্কারে ব্রহ্মদৃষ্টি হয়ে সে সব সময়
শক্তিত্ব থাকে যে, অন্যেরা তার ধন অপহরণ করে নেবে। এমনকি সে তার
গুরুজনদেরও সন্দেহ করে। এইভাবে ধন হারানোর ভয়ে তার হৃদয় ও বদন
গুরু হয়ে যায়, এবং তার ফলে তাকে ঠিক একটি পিষাচের মতো দেখতে লাগে।
সে কখনই সুখ পায় না এবং দৃষ্টিদ্রাহীন জীবন বলতে যে কি বোঝায়, তা সে
জানতে পারে না। ধন উপার্জন, বর্ধন ও রক্ষণের জন্য যেহেতু তাকে পাপকর্ম
করতে হয়, তার ফলে তাকে সূচীমুখ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, সেখানে
যমদূতেরা তার সর্বদেহে তাঁতীর মতো সূত্র বয়ন করে।

তাৎপর্য

কেউ যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন অর্জন করে, তখন সে অবশ্যই অত্যন্ত গর্বিত
হয়ে ওঠে। আধুনিক সভ্যতায় মানুষের অবস্থা ঠিক সেই রকম। বৈদিক
সংস্কৃতি অনুসারে ব্রাহ্মণদের কাছে কিছু থাকে না। ক্ষত্রিয়ের ধন-সম্পদ কেবল
বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ আদি মহৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য। বৈশ্য কৃষি,
গোরক্ষা এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে সদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু শূদ্র যদি
ধন প্রাপ্ত হয়, তাহলে সে তার অপব্যয় করে অথবা অকারণে সঞ্চয় করে। যেহেতু
এই যুগে সুযোগ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য নেই এবং সকলেই শূদ্রে পরিণত
হয়েছে (কলৌ শূদ্রসম্ভবাঃ), তাই আধুনিক সভ্যতায় শূদ্র মনোভাবের ফলে প্রচুর
ক্ষতি হচ্ছে। ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে যে কিভাবে অর্থের সদ্যবহার করতে
হয়, তা শূদ্রেরা জানে না। ধন-সম্পদকে বলা হয় লক্ষ্মী, এবং লক্ষ্মীদেবী সর্বদা
নারায়ণের সেবার যুক্ত। তাই ধন-সম্পদ নারায়ণের সেবার লাগানো অবশ্য কর্তব্য।
সকলেরই কর্তব্য কৃষ্ণভাবনামৃতের মহান আন্দোলন প্রচার করার উদ্দেশ্যে তাদের
ধন-সম্পদ ব্যবহার করা। তা না করে কেউ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন

সংগ্রহ করে, তা হলে সে অবশ্যই ধনমলে মগ্ন হবে। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ধন-সম্পদ শ্রীকৃষ্ণের। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্—“আমি সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার প্রকৃত ভোক্তা, এবং আমিই সর্বলোকমহেশ্বর।” অতএব শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেউই কোন কিছু মালিক নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন যদি থাকে, তা হলে তা শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যয় করা উচিত। তা না করা হলে, মানুষ তার মিথ্যা সম্পদের গর্বে গর্বিত হবে এবং তার ফলে পরবর্তী জীবনে তাকে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে নরক-যজ্ঞা ভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৩৭

এবংবিধা নরকা যমালয়ে সন্তি শতশঃ সহস্রশক্তেষু সর্বেষু চ সর্ব
এবাধর্মবর্তিনো যে কেচিদিহোদিতা অনুদিতাশ্চাবনিপতে পর্যায়েণ
বিশন্তি তঐব ধর্মানুবর্তিন ইতরত্র ইহ তু পুনর্ভবে ত উভয়শেষাভ্যাং
নিবিশন্তি ॥ ৩৭ ॥

এবংবিধাঃ—এই প্রকার; নরকাঃ—নরক; যম-আলয়ে—যমালয়ে; সন্তি—
রয়েছে; শতশঃ—শত শত; সহস্রশঃ—হাজার হাজার; তেষু—সেই সমস্ত নরকে;
সর্বেষু—সমস্ত; চ—ও; সর্ব—সমস্ত; এব—বস্তুতপক্ষে; অধর্ম-বর্তিনঃ—যারা
বৈদিক নিয়ম অথবা বিধি-বিধান পালন করে না; যে কেচিৎ—যে কেউ; ইহ—
এখানে; উদিতাঃ—উল্লেখ করা হয়েছে; অনুদিতাঃ—উল্লেখ করা হয়নি; চ—
এবং; অবনিপতে—হে রাজন; পর্যায়েণ—বিভিন্ন প্রকার পাপকর্মের মাত্রা অনুসারে;
বিশন্তি—প্রবেশ করে; তথা এব—তেমনই; ধর্ম-অনুবর্তিনঃ—যারা পুণ্যবান এবং
বৈদিক নির্দেশ অনুসারে আচরণ করে; ইতরত্র—অন্য কোথাও; ইহ—এই লোকে;
তু—কিন্তু; পুনঃ-ভবে—অন্য জন্মে; তে—তারা সকলে; উভয়-শেষাভ্যাং—পাপ
অথবা পুণ্যের অবশিষ্ট অংশের দ্বারা; নিবিশন্তি—তারা প্রবেশ করে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিত, যমালয়ে এই প্রকার শত সহস্র নরক রয়েছে। যে সমস্ত
পাপীদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং যাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি,
তারা সকলেই তাদের পাপকর্মের মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার নরকে প্রবেশ
করবে। আর যারা পুণ্যবান, তারা স্বর্গ আদি পুণ্যময় লোকে গমন করে। কিন্তু,

পাপী এবং পুণ্যবান উভয়কেই তাদের কর্মফল শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই
পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়।

তাৎপর্য

এই বর্ণনাটি ভগবদ্গীতার প্রথম দিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের অনুরূপ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ—এই জড় জগতে জীবকে বিভিন্ন লোকে এক দেহ থেকে
আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। উক্তং গচ্ছন্তি সত্ত্বাঃ—যাঁরা সত্ত্বগুণে
রয়েছেন, তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হন। অথো গচ্ছন্তি তামসাঃ—তেমনই, যারা
তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা নরকে প্রবেশ করে। কিন্তু তারা উভয়েই জন্ম-
মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা পুণ্যবান তাদেরও
স্বর্গলোকে সুখভোগ করার পর পুনরায় এই মর্ত্যালোকে ফিরে আসতে হয় (ক্ষীণে
পুণ্যে মর্ত্যলোকেণ বিশন্তি)। তাই, এক লোক থেকে আর এক লোকে গমনাগমনের
ফলে জীবনের প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয় না। জীবনের সমস্যার সমাধান তখনই
হবে, যখন আর জড় শরীর ধারণ করতে হবে না। কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার ফলেই
কেবল তা সম্ভব। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (৪/৯) বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

তাত্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মাংমতি সোহর্জুন ॥

“হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন,
তাকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার
নিত্য ধাম লাভ করেন।” সেটিই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি এবং সমস্ত সমস্যার
প্রকৃত সমাধান। স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য আগ্রহী হওয়া উচিত নয়, নৈঃ-
সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করাও উচিত নয় যার ফলে নরকে যেতে হতে পারে।
জড় জগতে পূর্ণ উদ্দেশ্য তখনই সাধিত হবে, যখন আমরা আমাদের চিন্ময় স্বরূপ
প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাব। সেই উদ্দেশ্য সাধনের সরল পদ্ধতি বর্ণনা করে
ভগবান বলেছেন—সর্বধর্মনি পরিত্যজ্য মাংমেকং শরণং ব্রজ । পাপী অথবা পুণ্যবান
কোনটিই হওয়া উচিত নয়। কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়ে
তাঁর ভক্ত হওয়া উচিত। শরণাগতির এই পদ্ধতিও অত্যন্ত সরল। একটি শিশু
পর্যন্তও তা করতে পারে। মন্থনা ভব মত্তন্তো মদ্যাজী মাং নমন্তুক । কেবল
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে
হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা, শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত
হওয়া, তাঁর পূজা করা এবং তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা । এইভাবে জীবনের
সমস্ত কার্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অর্পণ করা উচিত।

শ্লোক ৩৮

নিবৃত্তিলক্ষণমার্গ আদাবেব ব্যাখ্যাতঃ । এতাবানোক্তোশো যশ্চতুর্দশধা
পূরণেষু বিকল্পিত উপগীয়েতে যন্তভগবতো নারায়ণস্য সাক্ষাৎপ্রকৃষ্য
স্থবিশ্তং রূপমাত্মমায়াদুগময়মুণিবর্ণিতমাদৃতঃ পঠতি শৃণোতি শ্রাবয়তি স
উপগেয়ং ভগবতঃ পরমাত্মনোগ্রাহ্যমপি শ্রদ্ধাভক্তিবিদগ্ধবুদ্ধির্বেদ ॥৩৮॥

নিবৃত্তিলক্ষণমার্গঃ—ভাগের লক্ষণ সমন্বিত পন্থা বা মুক্তির পন্থা; আদৌ—ওরুতে
(দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধে); এব—বস্ত্তপক্ষে, ব্যাখ্যাতঃ—বর্ণিত হয়েছে; এতাবান্—
এইটুকু; এব—নিশ্চিতভাবে; অণ্ডকোশঃ—বিশাল অণ্ডসদৃশ ব্রহ্মাণ্ড; যঃ—যা;
চতুর্দশা—চৌদ্দটি ভাগে; পূরণেষু—পূরণে; বিকল্পিতঃ—বিকল্পিত; উপগীয়েতে—
বর্ণিত হয়েছে; যৎ—যা; তৎ—তা; ভগবতঃ—ভগবানের; নারায়ণস্য—নারায়ণের;
সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষভাবে; মহাপুরুষস্য—পরম পুরুষের; স্থবিশ্তম্—স্থূল; রূপম্—রূপ;
আত্মমায়্য—ঈশ্বরের নিজের শক্তি; গুণ—গুণের; ময়ম্—সমন্বিত; অনুবর্ণিতম্—
বর্ণিত; আদৃতঃ—শ্রদ্ধাযুক্ত; পঠতি—পাঠ করে; শৃণোতি—অথবা শ্রবণ করে;
শ্রাবয়তি—অথবা ব্যাখ্যা করে; সঃ—সেই ব্যক্তি; উপগেয়ম্—গীত; ভগবতঃ—
পরমেশ্বর ভগবানের; পরমাত্মনঃ—পরমাত্মার; অগ্রাহ্যম্—যা বোধ্য অত্যন্ত কঠিন;
অপি—যদিও; শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা; ভক্তি—এবং ভক্তির দ্বারা; বিদগ্ধ—গুহ্য; বুদ্ধিঃ—
যাঁর বুদ্ধি; বেদ—হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

অনুবাদ

ওরুতে (শ্রীমদ্ভগবতের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্কন্ধে) আমি বর্ণনা করেছি কিভাবে
মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। পূরণে ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশ ভূবনের বর্ণনা করা
হয়েছে। এই বিরাট রূপটি ভগবানের শক্তি এবং গুণের দ্বারা সৃষ্ট বাহ্য শরীর
বলে মনে করা হয়। সাধারণত একে বলা হয় বিরাটরূপ। কেউ যদি শ্রদ্ধা
সহকারে ভগবানের এই বাহ্য শরীরের বর্ণনা পাঠ করেন, শ্রবণ করেন অথবা
অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করে ভাগবতের বা কৃষ্ণভক্তির প্রচার করেন, তা হলে
ঈশ্বর শ্রদ্ধা এবং কৃষ্ণভক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। এই চেতনার বিকাশ করা যদিও
অত্যন্ত কঠিন, তবুও এই পন্থায় নিজেকে পবিত্র করে ধীরে ধীরে পরম সত্য
পরমেশ্বর ভগবানের পরম চেতনা লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শ্রীমদ্ভগবতের বাণী আধুনিক যুগের মানুষদের বোধগম্য
করে প্রকাশ করেছে যাতে তাদের বিদগ্ধ চেতনার উদ্বোধন হয়। এই চেতনা ব্যতীত

মানুষ সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কেউ স্বপ্নেই যাক অথবা নরকেই
যাক, উভয় ক্ষেত্রেই কেবল তার সংসারই অপচয় হয়। তাই মানুষের কর্তব্য
শ্রীমদ্ভগবতের বর্ণনা অনুসারে ভগবানের বিরটরূপ সম্বন্ধে শ্রবণ করা। তা তাকে
জড় জগতের বদ্ধ অবস্থা থেকে রক্ষা করে মুক্তির পথে ক্রমশ উন্নীত করবে,
যাতে সে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ৩৯

শ্রদ্ধা স্থূলং তথা সূক্ষ্মং রূপং ভগবতো যতিঃ ।

স্থূলে নির্জিতমাত্মনং শনৈঃ সূক্ষ্মং ধিয়া নয়েদিতি ॥ ৩৯ ॥

শ্রদ্ধা—(ওরু পরম্পরার দ্বারা) শ্রবণ করে; স্থূলম্—স্থূল; তথা—এবং; সূক্ষ্মম্—
সূক্ষ্ম; রূপম্—রূপ; ভগবতঃ—ভগবানের; যতিঃ—সন্ন্যাসী বা ভক্ত; স্থূলে—স্থূল
রূপ; নির্জিতম্—বিজিত; আত্মনম্—মন; শনৈঃ—ধীরে ধীরে; সূক্ষ্মম্—ভগবানের
সূক্ষ্ম চিন্ময়রূপ; ধিয়া—বুদ্ধির দ্বারা; নয়েৎ—পরিচালিত করা উচিত; ইতি—
এইভাবে।

অনুবাদ

যিনি মুক্তির পথ অবলম্বন করেছেন এবং বদ্ধ জীবনের প্রতি যাঁর কোন আসক্তি
নেই, তাকে বলা হয় যতি বা ভক্ত। ঈশ্বর কর্তব্য প্রথমে ভগবানের বিরট-
রূপের চিন্তার দ্বারা মনকে বশীভূত করে, তারপর ধীরে ধীরে মনকে সূক্ষ্মের
চিন্তায় স্বরূপের (সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের) চিন্তায় মগ্ন করা। এইভাবে মন সমাধি
হয়। ভক্তির দ্বারা ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যা ভক্তের চরম
লক্ষ্য। এইভাবে ঈশ্বর জীবন সার্থক হয়।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে—মহৎসেবাং ধারম্ আত্মবিস্মৃত্তেঃ—কেউ যদি মুক্তির পথে
অগ্রসর হতে চান, তা হলে তাকে মহাভা বা গুহ্য ভক্তের সঙ্গ করতে হবে, কারণ
সেই সঙ্গপ্রভাবে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর আদির শ্রবণ, কীর্তন এবং
শ্রবণের পূর্ণ সুযোগ থাকে, যা শ্রীমদ্ভগবতে বর্ণিত হয়েছে। বন্ধনের পথে বার
বার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। যিনি এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার
অভিলাষী, ঈশ্বর কর্তব্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে যোগদান করে

ভগবদ্ভক্তদের কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণ করার সুযোগ গ্রহণ করা এবং কৃষ্ণভাক্তানুভূত প্রচার করার উদ্দেশ্যে তা বিশ্লেষণ করা।

শ্লোক ৪০

ভূদ্বীপবর্ষসরিদমিনভঃসমুদ্র-

পাতালদিঙ্ঘনরকভাগলোকসংস্থা ।

গীতা ময়া তব নৃপাভূতমীশ্বরস্য

স্থূলং বপুঃ সকলজীবনিকায়ধাম ॥ ৪০ ॥

ভূ—এই পৃথিবীর; দ্বীপ—এবং অন্যান্য লোকের; বর্ষ—ভূখণ্ড; সরিৎ—নদী; অম্রি—পর্বত; নভঃ—আকাশ; সমুদ্র—সমুদ্র; পাতাল—পাতাল; দিক্—দিক; নরক—নরক; ভাগলোক—নক্ষত্র এবং উচ্চতর লোক; সংস্থা—অবস্থিতি; গীতা—বর্ণিত; ময়া—আমার দ্বারা; তব—আপনার জন্য; নৃপ—হে রাজন; অভূতম—অশ্চর্যজনক; মীশ্বরস্য—পরমেশ্বর ভগবানের; স্থূলম্—স্থূল; বপুঃ—শরীর; সকল-জীব-নিকায়—সমস্ত জীবদের; ধাম—আশ্রয়।

অনুবাদ

হে রাজন, আমি আপনার কাছে এই পৃথিবী, অন্যান্য লোক, বর্ষ, নদী, পর্বত, আকাশ, সমুদ্র, পাতাল, দিক, নরক ও নক্ষত্রমণ্ডল বর্ণনা করলাম। সেগুলি সমস্ত প্রাণীর আশ্রয়রূপ ভগবানের বিরাক্ষরূপ। এইভাবে আমি ভগবানের পরম অদ্ভুত বাহ্য শরীরের ব্যাখ্যা করলাম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'নরকের বর্ণনা' নামক ষড়্বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।

—এই জুন, ১৯৭৫ হনুল্লুর পঞ্চতন্ত্র মন্দিরে সমাপ্ত হল।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রভূপাদ তাঁর গোড়ায় ভাষ্যে পঞ্চম স্কন্ধের পরিণতি তত্ত্ব নিয়ে প্রদান করেছেন—

শাস্ত্রকরণ্য ভগবানের অসংখ্য অবতারশ্রেণীকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন; প্রাভব ও বৈভব। শাস্ত্রদৃষ্টিতে প্রাভব দুই প্রকার—চিরস্থায়ী ও অতিবিস্তৃত কীর্তিশূন্য। এই স্কন্ধে ৩য়-৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যে স্বভবদেবের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে,

তিনি—অতিবিস্তৃত কীর্তিশূন্য এবং দ্বিতীয় প্রকার প্রাভববতারদিগের অন্যতম। শ্রীমদ্ভাগবতের ১/৩/১৩ শ্লোকে ইহার বিবরণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

অষ্টমে মেরুদেবাং তু নাভেজাত উরুক্রমাঃ ।

দশয়ন বর্ষ ধীরাণাং সর্বাশ্রমমন্মতম্ ॥

অর্থাৎ “অষ্টম-অবতारे স্বভব-নামক বিষ্ণু জ্ঞানিদিগকে সর্বাশ্রমপূজা পারমহংসা-পন্থা দেখাইয়া আধীশ্ব-পুত্র নাভি হইতে তৎপত্নী মেরুদেবীর গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।”

স্বভবদেব—ভগবান বিষ্ণু হইতে অভিন্ন এবং তাঁহার দেহ ‘অপ্রাকৃত’ ও ‘সচ্চিদানন্দময়’ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হওয়ায় তাঁহাতে পুরীষ-পরিভাগ প্রভৃতি হেয়াংশের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বেদান্তচর্চায় শ্রীভবদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তৎকৃত ‘সিদ্ধান্তরত্নের’ ১ম পাদ ৬৫-৬৮ অনুচ্ছেদে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

স্বভবদেবে যে হেয়াংশ কথিত হইয়াছে, তাহা—অজ্ঞ ব্যক্তির যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, তাহারই বর্ণনা মাত্র; কেননা, তাঁহার চিন্ময়-দেহে তাদৃশ হেয়াংশ অসম্ভব হয়। এই স্কন্ধে (ভা ৫/৬/১১) দেব-মায়া-বিমোহিতাঃ এই শব্দের দ্বারা অজ্ঞ-প্রতীতি স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন। আবার, (ভা ৫/৫/১৯) ইদং শরীরং মম দূর্বৃত্তভাব্যম্ অর্থাৎ ‘আমার এই মনুষ্য শরীর—অবিতর্ক্য’ এই উক্তি দ্বারা স্বয়ং স্বভবদেবও তাহা-ই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; বিশেষতঃ, তৎসেবক সিদ্ধ-জীবেরই যখন হেয়াংশ-যোগের অভাব কথিত হইয়াছে, তখন তাঁহার সম্বন্ধে ‘ত’ কথাই নাই। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—“যে ভগবদ্ভক্তগণ শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা ভগবজ্ঞানের চিত্তমল ধ্বংস করেন, যাহারা—মলমূত্রাদি-রহিত, তাঁহারা ‘পূণ্যশ্রোক’ বলিয়া কথিত হন।”

আবার, ভা ৫/৫/৩২-৩৩ গদ্যে স্বভবদেব নিজ-পুরীষাদি হেয়বস্ত্তসকলকেও যে উপাদেয়রূপে জানাইয়াছিলেন, তাহা অসদাচারিদিগের কদাচারের পোষকতা-সম্পাদনের জন্যই বৃত্তিতে হইবে; তাহা না হইলে অর্হংগণ তাঁহাকে স্বধর্মোপদেশী জানিয়া তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত না। ভগবান স্বভবদেব যে অধর্মকে পৃষ্ঠদেশে রাখিলেন, বৈদিক আচারভঙ্গ ব্যক্তিগণ উহাকেই ‘ধর্ম’ বলিয়া গ্রহণ করিল। শ্রীল গুণদেব গোস্বামী বলিয়াছেন যে, স্বভবদেবের চরিত্র শ্রবণ করিয়া ‘কোঙ্ক’, ‘বেঙ্ক’ ও ‘কুটক’ দেশের রাজা ‘অর্হং’ কলিমুগে অধর্ম-মার্গ অর্থাৎ বেদ-বহির্ভূত চিহ্নধারী পায়ণ-সম্প্রদায় প্রকৃতি স্থাপন করিলেন। এই জন্যই ভগবানের নিজমায়া-দ্বারা তৎস্বরূপের অনারূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাতে পরম-স্বতন্ত্র ভগবানে বৈষম্য-দোষও ঘটিতেছে না; কেননা, শ্রীভগবান—স্বরূপতঃ শুদ্ধচিন্ময় অথচ তত্স্থ-

স্বভাব জীবকে তার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার ফলে তৎকৃত কর্মনিম্নারেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

এইরূপে ভগবানের চিন্ময়-দেহে হেয়াংশের অভাব বুঝাইয়া দিয়া দাবানলজ্বলনমালেহিহানঃ সহ তেন দদাহ (ভা ৫/৬/৮) অর্থাৎ 'তাহার দেহের সঙ্গে ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল'—এই অংশের সঙ্গতি করিতেছেন। উক্ত বাক্যের অর্থ অন্যরূপ, যথা—তেন সহ—এস্থলে 'কর্তৃসাহিত্যে তৃতীয়া' অর্থাৎ কর্তা দাবানল স্বভবদেবকে সহায় করিয়াই কনকে দক্ষ করিয়াছিল। ইহা-দ্বারা কেবলমাত্র দাবানলই কন দক্ষ করে নাই, পরন্তু স্বভবদেবও করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, দাবানল কেবলমাত্র কনই দক্ষ করিয়াছিল, আর স্বভবদেব কনবাসিনীগের অবিন্যাকে দক্ষ করিয়াছিলেন। (ভা ৫/৫/২৮) "স্বভবদেব পুত্রদিগকে উপদেশ দিয়া পারমহংস ধর্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন"—এইরূপ যে উক্তি দেখা যায়, তাতে তদ্বর্ণের কেবলমাত্র অনুকরণই দেখা যায় এবং তাহার দেহত্যাগ-প্রকারও—যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও—তৎসেবকদিগের দেহাসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্যই জানিতে হইবে। অষ্টম স্কন্ধে যে স্বভবদেবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তিনি—এই স্বভবদেব হইতে ভিন্ন।

পঞ্চম স্কন্ধ সমাপ্ত

অনুক্রমণিকা

শ্রীমদ্ভাগবতের সংকৃত মূল শ্লোক

[প্রত্যেকটি সংকৃত শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পঙক্তির একা একা শ্লোকের প্রথম পঙক্তি এই বর্ণনাক্রমবিকার আছে। শ্লোকের পাশে প্রথম সংখ্যাটি অধ্যায় ও দ্বিতীয়টি শ্লোক সংখ্যা]

অ	অর্থ	অর্থ	অর্থ
অসেসহি দার্বী শিবিকা চ যস্য	১২/৬	অর্থ স এষ আত্মা লোকানাং	২২/৫
অকরোদত্যালং কীর্ত্য	১৫/১৬	অর্থ সমীরণোবিদুত	৬/৮
অকোবিঃ কোবিন্দ্যাবান্	১১/১	অর্থ সিদ্ধসৌধীরপতে রত্নগবস্য	১০/১
অক্লিষ্টবুদ্ধা ভরতঃ ভজ্ঞা	৫/২০	অর্থ হ তমাবিন্দুতভূজবৃগলদ্যং	৩/৩
অজ্ঞানভং নাইতমর্ধ্যং ভারতমিতি	৭/৩	অর্থ হ তমুৎপত্তৈবোব্যাক্যজ্ঞানম্	৪/১
অণুমধ্যাগতঃ সূর্যো	২০/৪৩	অর্থ হ ভগবান্‌যতনৈবঃ	৪/৭
অন্ত উর্ধ্বমসারকোহপি	২২/১৪	অখাতলে ময়প্রোহংসুরো	২৪/১৬
অন্তঃ কথঞ্চিৎসে বিমুক্ত আপদঃ	১৩/১৯	অখানয়পি ন ভবত ইজ্যয়া	৩/৭
অন্তঃ পরং প্রতাবীনাং	২০/১	অখায়মেব বরো হার্ষন্তম হরি	৩/১০
অতিসুকুমারকরচরণৈঃ স্থল	৫/৩১	অখানুর্ঘাং তন্তনয়ো সেকদ্যুগততো	১৫/৩
অতীত সুললিতগতিবিশাল	১৮/১৬	অখেন্দ্রীণ্য প্রতিবিজ্ঞলক্ষণস্য	২৬/৩
অতো গৃহক্ষেয়সুতাগবিত্তে	৫/৮	অখৈবমবিলম্বক পালল্যামোহ	৬/৬
অর্থ কথঞ্চিৎ স্বলনভূৎপতন	৩/১২	অখো অহং জনসম্ভবসোসো	১২/১৫
অর্থ কদাচিৎ কতিম্ বৃথলপতিঃ	৯/১২	অদৃশ্যক্লিষ্টীখনকর্ণশূল	১০/৫
অর্থ কদাচিৎসিবাশানীয়ায়প্রবিণ	১৪/৮	অধস্তাংসবিত্ত্যোজনাযতে	২৪/১
অর্থ কদাচিৎ খিজবরস্যাসিরঃ	৯/১	অধনানুদ্বিগ্নায়ো নিবেশিতো	১০/১৯
অর্থ চ তস্মাদুভয়খাপি	১৪/২০	অধনানুদ্বিগ্নকৃষ্ণবিত্ত	১০/১৩
অর্থ চ যত কৌতুহিকা	১৪/৩	অধ্যাক্ষযোগ্যখিতং তবোক্ত	১২/৩
অর্থ চ যাবত্যাধৈন	২২/৬	অধ্যাক্ষযোগেন বিবিক্তসেবরা	৫/১২
অর্থ চ যাবত্তোমকলং	২২/৭	অদেন যোগেন যথোপদেশঃ	৫/১৪
অর্থ চ যদ্বিহ বা আয়	২৬/৩০	অস্ত্রঃ প্রবিণা ভূতানি যো	২০/২৮
অর্থ চ্যাপূর্ব্বগতিস্ত কলাতি	২২/৯	অস্ত্রাল এব শ্রিগণতাস্ত্র	২৬/৫
অর্থ চ স্বরবচঃ সোপালম্	১০/৪	অস্ত্রবিশিখিললোকপালকৈ	১৮/২৬
অর্থ চ এনমনবলালক্ষণমবমুম্	৯/১৬	অস্ত্রবীক্ষিঃ সাধ্যাৎ পাতু	২০/২৮
অর্থ চ তদ্যং পরতত্ত্বয়োদশ	২০/১	অনাদা ভূশুমুখিমনা নষ্টপ্রবিণ	৮/১৫
অর্থ পনরত্নং স্ববিধিনাতিবিদ্যা	৯/১৫	অনো চ নদা নদ্যস্ত বর্ষে বর্ষে	১৭/১০
অর্থ পুনঃ স্বশিবিকার্য্য	১০/৭	অন্যোনাংবৈঃ সুখলেশহেতো	৫/১৬
অর্থ বৃথলরাজপণিঃ পৃথকপণো	৯/১৪	অন্যোনাংবিত্ত্যোজনাযতে	১০/১৩
অর্থ যদীয়সী বিজসন্তী স্বগর্ভজাতং	৯/৮	অবীক্ষ্যাস্বাতিশয়াছবুদ্ধিতি	১৮/৩৭
		অপত্যভ্রামণাৎ যস্য হরিঃ	৪/৬

অনি ফেনোপাশ্রিত্যজ্ঞানোপবনে	৮/১৭
অনি চ ন কৃৎ সাল্যকৃৎ	৮/১৮
অনি বত স বৈ কৃপণ এণবালকঃ	৮/১৬
অপিস্বিনকৃতসুকৃতমাগতঃ	৮/২০
অপিস্বিনসৌ ভগবান্দু পতিরেনং	৮/২৪
অপুণ্যবন্দ্য শ্রুতে কুখারিতো	১৪/৫
অবিদ্যা মনসা কলিতান্তে	১২/৯
অমৃতস্য চ মৃত্যোশ্চ	২০/৫
অয়ং জনো নাম চলন্ পৃথিব্যাং	১২/৫
অয়মবতারো রাজোপমুহুত	৬/১২
অর্থঃ কিয়ান্ ভবতা শিঞ্চিয়েন	১০/১০
অহসি মুম্বর্ত্তোমার্মমহাকম	০/৪
অসমর্শিতজ্ঞানলবিত্বা	০/১১
অসম্ভিতায়া হরিসেবয়া শিতং	১০/১০
অসদ্বদোষা যঃ প্রতিভতি	১৭/২০
অষ্টেবমম ভগবান্ ভজতাং	৬/১৮
অশ্বিধস্য মনউদয়নৌ	২/১২
অশ্বিদেব বর্ষে পূর্ববর্ষজ	১৯/১৯
অহং চ যোগেশ্বরমাত্মতত্ত্ববিদাং	১০/১২
অহং পূবা ভরতো নাম রাজা	১২/১৪
অহো কষ্টং যন্তোহহমাত্মবতাম্	৮/১৬
অহো কষ্টং যাতবন্তিমুখ	১০/৬
অহো নু বশো যশসাবধাতঃ	৬/১৪
অহো নৃজ্ঞানখিলজ্ঞানোভবঃ	১০/২১
অহোবতামুখো ভবন্তিরবিত	০/১৭
অহো বতায়ং হরিণকুপকঃ	৮/৯
অহো বিচিত্রং ভগবচ্চিহ্নিতং	১৮/০

আ

আকল্পমেবং সোমং গত	২০/৪১
আখীলসুতান্তে মাতৃকনুজা	২/২১
আখীলো রাজ্যভূক্তঃ কামানাম্	২/২২
আশ্বন এবান্দবনমঞ্জসা	০/৮
আনন্দ্যনিনিমিত্তিক্রমসা	২৫/১২
আপঃ পুণ্ডরীকায়ঃ হু	২০/২০
অবর্ত্ততেহদ্যাপি ন কতিদ্র	১০/১৪
আবিহিতাঃ কপি তিরোহিতাশ্চ	১১/১২

আবিহিতোহোহং ক্রমিলভমসঃ	৪/১১
আমো মধুকুহো মেঘপুষ্টঃ	২০/২১
অরাদ্ধবঃ ভগবতঃ ইহমানো	১২/১৪
অর্যভতসোহ রাজর্ষের্মনসাপি	১৪/৪২
আর্তিধেয়েন সহ গম্ভীরৈঃ	১৯/২
আলিঙ্গা মাযারচিতাশ্রায়া	১১/৬
আসানিতহবিধি বহিষি দুযিতে	৮/২২
আসাদ্য দাধং কতিদয়িতস্তো	১০/৬

ই

ইতি কৃতসুখং আসনশয়নামি	৮/১১
ইতি তেযাং বুধলানাং রাজন্তমঃ	৯/১৭
ইতি নানারোচ্যচারিতো ভগবান্	৫/০৫
ইতি নিগদেবাতিথ্যমানো	০/১৬
ইতি নিশাময়স্তা মেধসেব্যোঃ	০/১৯
ইতি ভাগবতধর্মবর্ণনা নব	৪/১২
ইতি জলানন্দন্যাতিনিশারলো	২/১৭
ইতি হ শ্রম সঞ্চলবেদলোকসেব	৬/১৬
ইযং ধৃতভগবদুত ঐশেয়াজিন	৭/১০
ইতোযং নিগুণনির্বোদো বিসৃজ্য	৮/০০
ইতোযমুত্তরামাতঃ স বৈ	১০/২৪
ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যং	৫/১৯
ইদং হি যোগেশ্বর যোগেনপুণ্যং	১৯/১০

ঈ

ঈজৈ চ ভগবন্তঃ যজ্ঞকৃতুলাশং	৭/৫
ঈশৈ বখা নোহজিত মনুরহোলাং	১৭/১৯

উ

উত্তম্বা কুমণ্ডলায়ামবিশো	১৬/১
উৎপতিহিতিলহেতবোহস্য	২৫/৯
উত্তরাহ্নবঃগন্তিরগ্রহানৌ	২০/৭
উত্তরেহু চ কুরু ভগবান্	১৮/০৪
উত্তরোত্তরোৎপাদুতং নীলং	১৬/৮
উদ্বিগমীন্দুগম্য বিজ্ঞপঙ্কতি	২/১০
উদ্যমানি চ্যতিতরাং	২৪/১০
উদ্বতমন্তজকংবংবসংহো	১০/১০

উপবর্ষিতং ভূমের্ধদাসহিবশ	২৪/৭
উশলসা বুধো ব্যাখ্যাতস্তত	২২/১০
ঋ	
ঋতে ভবংপাদপরাধপার মাং	১৮/২২
এ	
একঃ পৃথক্জানমিতিরাহতো	১৯/২৬
একদা ক্রু মহানদ্যাং কৃতান্তিবেক	৮/১
একদাসং প্রসঙ্গাধিকৃতমতিঃ	১৪/১০
একাদশং স্বীকরণং মমেতি	১১/১০
একদশশমদ্যসো হি বৃত্তয়	১১/৯
একাত্তমদ্যঃ শাস্ত্যং তইশ্ব	২০/০০
এতদু হৈব ভগবতো বিদ্যোঃ	২০/৮
এতমেব হি দেবা গায়ন্তি	১৯/২১
এতমেবৈব কুললস্যা সর্গিবশঃ	২১/১
এতম্ভিন্ সত্যোপধর্মিনা নানাক্রেশো	১৪/০৮
এতাবতীর্ষি রাজান্ পুংসঃ	২৫/১৫
এতাবদনুপাসপরিভাষয়া	১০/১৪
এতাবীক্রোকবিন্যাসো	২০/০৮
এতান্যামপো ভারতঃ প্রজা	১৯/১৭
এতা হোহেব নৃত্তিরূপগন্তব্য	২৫/১৪
এতেন হি দ্বিতো মণ্ডলমানং	২১/২
এতে বয়াং দয়া বশে	১৭/২০
এতেযাং বর্ষমর্ষসিগিরয়ো	২০/২৬
এতেহু হি বিলহর্ষে	২৪/৮
এবং গোমুখকচর্চয়া	৫/০৪
এবং কর্মবিত্তকরা বিত্তক্ষয়	৫/৭
এবং কুমুদিক্রোতা যঃ শতবশো	১৬/২৪
এবং কৃশং তুলনপূর্ব্বহান্	১২/১০
এবং চন্দ্রমা অর্কগতন্তিতা	২২/৮
এবং জঘৃকলানামতুর্জনিপাত	১৬/১৯
এবং ততো বাক্যীং	২১/১১
এবং তব ভারতেত্তম জঘৃকীপ	১৯/০১
এবং দক্ষিণদেশেনাবৃতং নিষো	১৬/৯
এবং নব কোটিং একপঞ্চাশদ্ব্যাপি	২১/৭

এবং নিরুত্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্তম্	১২/৯
এবং পরো ভগবান্ বাসুদেবঃ	১১/১৪
এবং পুরাণং স্বীকরোদাং	২০/২৪
এবং বর্ষানুতসহবর্ষতা	৭/৮
এবং বহুব্রজমপি ভাষমাণং	১০/৮
এবং বিদ্যাব্যতিষ্ম বিদ্বচ্ছবৈরানুবন্ধঃ	১৪/০৭
এবং বিধা নরকা বদ্যলয়ে	২৬/০৭
এবং মনঃ কর্মবশং প্রযুক্তো	৪/৬
এবং মালারম্বিধারিম্পতন্ত্রী	১৭/৭
এবং নুর্ভুতেন চতুর্দ্বিংশতকোষোজনা	২১/১২
এবং সুরোদ্যাহিস্তদ্বিগুণঃ	২০/১০
এবং বতনুজ আশ্বানুদ্রাণ্যাবেশিত	৯/৬
এবমখটমনি মনোরথাকুল	৮/২৬
এবমকলনবকঙ্কানো দৃঢ়াংগভর্য্যং	১৪/০০
এবমদুশাস্যাজান্	৫/২৮
এবমেব খলু মহদ্বিচারাতিক্রমঃ	৯/১৯
এবমেব দ্বিমহতোদ্যোগপরতঃ	২০/২৯
এবমেব মহারৌরয়ো যত্র	২৬/১২
এবমেবাত্মমিথে যন্ত	২৬/৯
এবম্ভাবো ভগবাননন্তো	২৫/১০
এবাং মথো ইলপুতং	১৬/৭
এবু পুরুষানামবৃত্তপুরুষাঘূর্ব্বীণাং	১৭/১২

ঐ

ঐক্ৰীং চ মায়ামুখর্ম	১৯/০৮
ঐযাত্যচিভো রাজান্	৮/৬৯

ও

ও নমো ভগবতে অকুপারায়	১৮/০০
ও নমো ভগবতে উত্তমক্রোকায়	১৯/০
ও নমো ভগবতে উপপন্নশীল	১৯/১১
ও নমো ভগবতে ধর্ম্মদায়	১৮/২
ও নমো ভগবতে নরসিহোয়	১৮/৮
ও নমো ভগবতে মন্ত্রতত্ত্বলিঙ্গায়	১৮/০৫
ও নমো ভগবতে মহাপুরুষায়	১৭/১৭
ও নমো ভগবতে মুখ্যতমায়	১৮/২৫
ও হ্যং হ্রীং ক্রুং ও নমো ভগবতে	১৮/১৮

ক	
ক ইধরস্তর কিমীপিতব্য	১০/১২
কদাচিৎ ভয়মনবোধে	১৪/২১
কদাচিদীক্ষরসা ভগবতো	১৪/২২
কদাচিত্তনোবোষণগতশিত্ত্বপিতা	১৪/১৭
কবিশ্বিরকীর্ণ প্রকৃষ্ণ	৪/১১
করোতি বিধিত্ত্বসংযোজনং	১৮/০৮
কর্তাস্য সগদিষু যো ন বধ্যতে	১২/১২
কর্মবন্ধন্ত হৃদয়ং স্বীকৃত্য	৬/৫
কর্মবল্লীমলক্য তত আপদঃ	১৪/৪১
কর্মণিষ্য হৃদয়হিহিহ	৫/১৪
কর্ষি শ্ব চিৎ কাম মধুপবান্	১৪/২২
কর্ষি শ্ব চিৎ কুত্রসন্নি বিচিহ্ন	১০/১০
কল্মাযাং স্থানজয়াং পুনর্ব্যং	১২/২০
কল্মং নিগুণ্ডরসি বিজানাং	১০/১৬
কন্তঃ স্বয়ং তদভিজ্ঞো	৫/১৭
কশৈ হৃদ্যক্ষসি যদে বিচরন্	২/৮
কস্যাপি কুত্রো ইহাপি কাম্যং	১০/১৬
কা হং চিকীর্ণসি চ কিং	২/৭
কা বাহুস্তিরদনাক্ষিরদ	২/১০
কামো মন্যম্যে লোভঃ	৬/৫
কিং মুহূর্তেন ত্র্যমুহূর্তপ্লোরৈত	১২/২২
কিংবাছজবিল্লেক্ষয়দবদন	৮/২৫
কিংবা অয়ে আচরিতং	৮/২০
কিং সত্ত্বং কলিরয়োজিত	২/১১
কিং সত্ত্বং কলিরয়োজিতঃ	২/১১
কিঞ্চয় রাজর্ষিরপত্যকামঃ	২২/১০
কিম্পুরুষে বর্ষে ভগবন্তমাদি	১২/১১
কুতোহন্যথা স্যারমন্তঃ	১২/৫
কুতোহন্যত্মহিদিষ্টপুট্যে	১২/২
কুব্জকুব্জকুব্জকুব্জকৈ	১৬/২৬
কুশকুশুমসিংগল্যশবল	৮/১২
কৃতবতারাঃ পুরুষাঃ স আরাঃ	৬/১৪
কৃত্যগদ্যে নিরগাদুদ্ব্যতঃ	১৮/০৯
কৃষীষ্ট মৈত্রীশূন্যমার্ভক্যে	১০/২৪
কেনৈতৈম্বোখিরীকং	২০/৪

কোতুনালোহি ভগবান্ কামদেব	১৮/১৫
কো যস্য কাষ্ঠ্যমপরাহ্মণগছে	৬/১৫
কো বা ইহ তেহপরাহ্মিতো	০/১৪
ক্রিয়ামাং নির্বর্তমানায়ামস্ত্রালে	৮/১৪
কচিত্ত গন্ধর্বপুং প্রবিশ্টিঃ	১০/৭
কচিত্ত দুঃসনে কদাচাক্ষর	১৪/১২
কচিত্ত বায়োখিতপাসুদুহা	১০/৪
কচিত্ত বাতোপমর্যা প্রমদর্যারোহন্	১৪/২
কচিত্ত শীতবাতাদ্যনেকমিসৈবিক	১৪/২৫
কচিত্ত শীতাতপবাতবর্ষ	১০/১১
কচিত্তাশ্বদেবদেবদেবদেব	১৪/৭
কচিত্তাশ্বতাবাতা দ্যনেকসৈবিক	১৪/০৪
কচিত্তকদাচিহ্নিতকৃত্ত্বসন্	১০/১৬
কচিত্ত কালবিষমিতরাক্ষসুল	১৪/১০
কচিত্ত কচিত্ত স্বীপথনস্ত তদ্বিন্	১০/১২
কচিত্ত স্বীপথনঃ শয্যাসনানশা	১৪/০৬
কচিত্ত তু গন্ধর্বপুং প্রপণতি	১০/০
কচিত্ত প্রমাদাঙ্গিরিকপরে	১০/১৮
কচিত্ত সন্ধুবগতবিষয়বৈতধ্যাঃ	১৪/১০
কচিত্ত গৃহমাকর্ষ্যচ্যনানতি	১৪/১৮
কচিত্ত কামবৈষিকার্থে	১৪/০২
কচিত্তাশ্বা গৃহং দাবকাং	১৪/১৫
কচিত্তমুক্তবিল্লীযদবদতি	১৪/১১
কচিত্তিহোয়াঃ সতিতোহিভ্যতি	১০/৬
কচিত্তিগীর্গোহজগরাহিণা	১০/৯
কচিত্তিহোয়াঃ বিপদন্ যতকিকিদ্	১০/১১
কচিত্তিহোয়াঃ ব্যবহরন্ যৎ	
কিকিচ্ছনম্যোভ্যো	১৪/২৬
কচিত্তিহোয়াঃ ব্যবহরন্ যৎ	
কিকিচ্ছনম্যোভ্যো	১৪/০৫
কপি ধেনুমায়া গিয়া	১৪/২৮
কপেন মর্জেন কৃতং মনস্বিনঃ	১২/২০
ক্ষেত্রজ আশ্বা পুরুষ পুরাণ	১১/১০
ক্ষেত্রজ এতা মনসো বিকৃতী	১১/১২
ক্ষেত্রিকর্যাং মাং মৃদাসমিধা	৮/২১

গ

গতশ্রুতিবিশিষ্ট তত্ত্ব	৫/৭
গন্ধর্ববি স্যাদবিগম্যমব্য	১০/২
গন্ধর্বস্তিস্পর্শসংস্রাংসি	১১/১০
গন্ধং নৃপা কং প্রতিযাতি	১৫/৯
গান্ধ্যায়স্তাং চিত্তরথঃ সুগতিঃ	১৫/১৪
গায়ন্তি যত্রতাজনা নৃবোঃ	৬/১০
গীতা ময়া তব নৃপাঙ্কত	২৬/৪০
গণানুগতং বাসনায় জন্তোঃ	১১/৮
গর্জন স স্যাৎ স্বজনো	৫/১৮
গুরোহিবেশশরণোপাসনাং	১১/১৭
গৃহেহু জায়াছজবাতিমসু	৫/০
গোমায়বো যত্র হরতি সার্বিকং	১০/২
গ্রহর্কতারায়মাবিসৈবিকং	২০/২

চ

চতুর্বেতেষু চূড়াক্ষকদ্বয়	১৬/১২
চন্দ্রস্য তাম্রপলী অবটোদা	১২/১৮
চন্দ্র কচিত্ত কণ্ঠকশর্করাধি	১০/৮
চেতোভিরাগুতিভিত্তানোতি	১১/৪

ছ

ছন্দোব্যাকাম্য চ যস্য	১৫/১১
-----------------------	-------

জ

জঠরবেদকটো মেধপূর্বেণ	১৬/২৭
জড়াক্ষমুকবিরিণিশ্যোম্মদ	৫/২৯
জনস্য গোপ্তাশি বিকন্দ্যদো	১২/৭
জম্বদ্বীপ্য চ রাজনুপীপানটো	১২/২০
জম্বদ্বীপোহয়ং ব্যবগ্রমাণ	২০/২
জম্বদ্বীপ্যং খেদজমত্তজোহিবং	১৮/০২
জম্বদ্বীপ্যং খেদজমত্তজোহিবং	১৪/৪০
জম্বদ্বীপ্যং খেদজমত্তজোহিবং	১২/১১
জম্বদ্বীপ্যং খেদজমত্তজোহিবং	১০/১১
জম্বদ্বীপ্যং খেদজমত্তজোহিবং	১২/২

ত

তাং তেপকৃৎকং কৃপণং যোতসা	৮/৭
--------------------------	-----

তাং ভগবান্ নারদো বর্গজ্ঞান	১২/১০
তজ্জাতাসেনে সুনিবৃত্তোদ্রিগ	১০/১৭
তৎ প্রসনোৎসর্গপিত্তবোধ্যতা	৮/৬
তত আর্দ্রায়েহশেকলয়া	০/১৮
তত উত্তরানুদ্রব একানশ	২২/১৭
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	২২/১৬
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	২২/১২
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	২২/১১
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	২২/১৫
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	২০/০৪
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	১৭/০
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	২৪/০৬
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	২৪/০১
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	২৪/০৪
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	২৪/১৮
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	২৪/২৮
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	২৪/১৭
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	২৪/৫
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	২৪/০০
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	১৭/৪
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	৫/২১
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	১৪/৬
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	১৭/৫
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	৫/০০
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	৮/২
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	১৭/১
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	২৬/৮
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	১৪/৫
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	২৬/৭
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	১০/১০
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	১৪/০১
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	১৬/২
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	১০/১১
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	২০/০
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	৮/২৮
তত উপরিষ্টানুদ্রবনলক	২০/১৮

তথা চ ভক্তপ্রভা নাম	১৮/১
তথ্যো ২ অধ্যো গচ্ছবীণশরশে	২১/১৮
তথাপি মুহুর্তি তবাজ মায়রা	১৮/৪
তথা বাসিবিলা কথয়েঃপুষ্ঠ	২১/১৭
তইবে রাজকুণ্ডলিমেধ	১১/২
তইবালকনপা দক্ষিণে	১৭/৯
তইবেলানুতমপণে	১৬/১০
তদ্বীপপতিঃ প্রৈয়ত্রতোবাজন্	২০/১৪
তদ্বীপময়ো মানসেত্তরানৈক	২০/৩০
তদ্বীপ্যামিপিতি প্রৈয়ত্রতো	২০/৩১
তদ্বীপমিপিতি প্রৈয়ত্রতো	২০/৯
তন্ ব্রহ্মসো জড়ব্রহ্মগুণ	১০/১৮
তদ্বথা বাসিনাং স্বয়মধনঃ	৩/৯
তদ্বথা স্বর্ণপ্রস্থকস্ত গুহ	১৯/৩০
তদা জনঃ সম্পরিবর্তিতহান্দ	৫/২
তদানীমপি পার্শ্বতিনমাজ্জন্	৮/২৭
তদুপরিষ্ঠিততস্তুপায়া	২০/৩৯
তদুপলভ্য ভগবান্নিপুণঃ	২/৩
তদেব রাণীকিতমীকিতো	১৮/২১
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতিব্রবীষধি	২০/১১
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	২০/২৭
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	২৪/২১
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১৮/১৭
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১৯/১৫
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১২/৮
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	২৪/৩
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১০/২৪
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৫/১
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৪/১০
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৮/৪
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	২২/৪
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৮/৩
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৭/১২
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১৫/২
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১৮/৩
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৫/২০
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১৮/১৪

তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১১/১৬
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১১/৭
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৭/১১
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৮/৩০
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	২০/২১
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	২৪/২৬
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	২৫/১
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৪/২
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৮/৮
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৬/৭
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৩/২
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৫/৩০
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৮/৫
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	২/৫
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৬/১০
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১২/৫
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	২০/২৫
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৯/৪
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৭/২
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	২/১৯
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১০/৪
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	২০/২৩
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১৬/২০
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১১/৭
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	২/৬
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১৮/১৯
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	৬/১১
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১৯/২৮
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	২০/১৫
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১০/১৭
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	২০/১০
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১০/১৭
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১৮/৭
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	১০/৯
তদ্ব্যপুণ্যঃ ক্রুতব্রতপত্ন্য	২০/৯

দ

দষ্টঃ স্ব শেতে ক চ দশপুণ্ডে	১০/৯
দুঃখঃ সুখঃ ব্যতিরিক্তঃ	১১/৬
দুরত্যোহক্ষয়াজয়া নিবেশিতো	১০/১
দুষ্টঃ শ্রমঃ কর্মতঃ আশ্রমো বৈ	১০/২১
দুষ্টা পুনঃ সৎপাঃ কুপুঞ্জি	৫/১৭
দেবতিঃকুপুণ্ডাঃ সন্নীপ	২০/৪৬
দেবান্যঃ পুত্রাঃসান্যঃ যজ্ঞেন	২০/১৭
দেবাসুরেভ্যো মথৎপ্রধানা	৫/২২
দেবো দ্যাননি চ অবন্তি	১৬/১৪
দেহেপ্রিয়াঃপায়িকর্মাণ	১০/২২
দৈবঃ ন তৎসংযা পতিষ্ঠ	৫/৮
দৌঃ খঃ কিত্তিঃ পৈলসরিং	১৬/৩২
দ্রব্যক্রিয়ঃদ্রব্যেনশকৃতি	১৮/৩৭
দ্রব্যেনশকলয়বয়ঃ শ্রদ্ধা	৪/১৭
দ্রব্যভাবাশয়কর্মকর্মিলে	১১/১১
দ্রব্যভাবাশয়কর্মকর্ম	১২/১০
দ্রষ্টৃঃ দুঃখাঃ কুপুণ্ডাঃ	১২/১২
দ্রষ্টৃঃ রসোঃ সূতদারবৎসলো	১০/১৮

ধ

ধৃতা তনুশ্রুতী মে পুরাণী	৫/২৪
ধায়য়সদ্ব্যধি বিকর্ম সেবিতুং	১৮/৩
ধায়মানঃ সুবাসুরোরগ	২৫/৭

ন

ন কুর্বাৎ কথিতং সখ্য	৬/৩
ন জন্ম নুনঃ মহতো	১৯/৭
ন যচ্ছবীকেশবঃ কৃত্যজনাং	১০/২১
ন জন্মস্য নৈব জ্ঞান্যিসূর্যে	১২/১২
ন তস্য তত্ত্বপ্রহারা সাক্ষাৎ	১১/৩
ন স্বাঃ ত্যজ্যমি দ্বিতং	২/৬
ন নাগধার্যঃ হরয়ে নম ইত্যুদারঃ	১৭/২০
ন নুনঃ তগবৎ আশ্রয়মাগাং	৬/১
ন বহঃ নরসেনঃ শ্রমজা	১০/৪
ন বহঃ নরসেনঃ শ্রমজা	১৭/১৪
ন বা এতৎকুপুণ্ডঃ মহদ্ব্যতং	৯/২০

ন বা এতৎকুপুণ্ডঃ মহদ্ব্যতং	২৪/১০
ন বিক্রিয়া বিশ্বসুখঃসখ্য	১০/২৫
ন বেদ নিত্যসংযোগমজ্ঞস্য	১৭/২৪
ন বেদবাসেদুঃ হি তত্ত্ববাসঃ	১১/২
ন বেদ শিখাঃমিবে কথিতং	১৭/১১
ন বৈ ভগবান্নুনমুখানুজগাহ	২৪/২২
ন বৈ মহারাজ ভগবতো	১৬/৪
ন বৈ যতেরন্নপুনর্ভবায়	১৯/২৫
ন বৈ স আশ্রয়বতাং	১৯/৬
ন ব্রাহ্মণৈকজনে কৃতমন্যঃ	৫/২০
নমস্যাঃ শ্রবতো বা ত্রিকালং	২০/৯
নমোহবদুতঃ বিজবদ্বলি	১২/১
নমো নমঃ কার্যবিজ্ঞায়	১২/১
নমো মহাত্মোহং নমঃ শিওতো	১০/২০
ন যত্র নারায়ণপাদপঙ্কজ	১৯/২২
ন যত্র বৈকুণ্ঠকন্যাসুখাণ্য	১৯/২৪
ন যত্র যজ্ঞশ্রমণা মহোৎসবঃ	১২/২৪
ন যস্য মায়াতপতিভূতি	১৭/১৯
ন যাবদেতদন আদিলিঙ্গ	১১/১৬
ন যাবদেতাং তনুভূয়সে	১১/১৫
নরকা নাম ভগবন্ কিং	২৬/৪
ন সাদৃশ্যো যত আশ্রনোহয়ঃ	৫/৪
ন সুবয়ো হি ব্যবহার্যমেনঃ	১১/১
ন স্বীকৃতঃ কথ্যলম্বদ্বীত	১৯/৬
ন হি তেভ্যঃ কল্যাণান্য	২৪/১৪
ন হ্যজ্ঞস্য তত্ত্ববিশ্ময়ঃ	১২/৪
ন হ্যদ্ব্যতঃ তত্ত্ববিশ্ময়ঃ	১০/২২
নাচার্যসোমনিগবিতপাত্তাং	১০/১৭
নানুবর্ধাইতি নৃপো মক্ষিকেন	১৪/৪২
নভিরপত্যকরোহপ্রজয়া	৩/১
নভিঃ যথাক্রিষ্টং সুপ্রজাতং	৪/৪
নায়াং দেহো দেহভাজঃ নৃপোকে	৫/১
নারায়ণঃ হরয়ে নম ইত্যুদারঃ	১৪/৪৫
নারায়ণো ভগবন্ বাসুদেবঃ	১১/১০
নায়াং বিশেষে সুব্রজব্রাহ্মণ	১০/১৭
নিত্যং দদতি কামসাজিঃ	৬/৪
নিত্যানুতনজিলাতনিবৃত	৬/১৯

দ্বিতীয় প্রতিমূর্ত্যবহনঃ	১০/১০	প্রীয়েত সন্যাসঃ স হ বিশ্বজীবাঃ	১৫/১০
নিবাসভোগপ্রবিণাঙ্কুচিক্ৰি	১০/৪	প্রৈয়তঃ বংশমিমাঃ	১৫/১৬
নিবৃত্তিলক্ষণমাংস আদ্যাদেব	২৬/০৮	প্রকঃ স্বদমানেনেকুরসোসেনাবৃত্তো	২০/৭
নিয়োগতি হ ভগবান্ সকলজগৎ	৮/১২	প্রকামিহ পুত্র পুত্রবাপান্	২০/৬
নির্বাসনামোপশমেণ পূজা	৫/১১	ব	
নিবেদ্যামোহনিবিনঃ দুমুক্ষো	১২/১০	বচাসি যোগপ্রতিভাসি মাযো	১০/১৮
নুনঃ প্রমত্তঃ কুলতে বিকর্ম	৫/৪	বসতি বিশ্বঃ কবয়ঃ শ্ব নম্বরঃ	১৮/৪
নুনঃ হ্যাব্যঃ সাধব উপশনশীলাঃ	৮/১০	বহিষি তদ্বিষয়েব বিমুদন্ত	০/২০
নৈষধব্রপ্তপুত্রুতিং মহতঃ	১৪/৪৪	বহ্যঃ পেরং চরণপঙ্কজঃ	২/১০
নৈঃ ঐতর্যঃ সাক্ষ্যবহর্যো	২৪/১২	বালবলিহী তদগতঃ শতপত্রঃ	

१

পদ্মেহংগাঃ সুবিতায়াঃ	২/১১	বিদ্যাসুন্দরীয়াঃ পৌৰ্ণমীকৃতঃ	৪/২৭
পথিযু চ মুঞ্চভান্বে	৮/৩০	বিনা পূৰ্ণাং বেন মহাবিশোহাং	৪/২৭
পদে পদেহতাক্তবহিনীৰ্জিতঃ	১০/৮	বিন্দুশৰ্যাং বিন্দুশৰ্য্যাপ্যতঃ	১৫/১৫
পরস্য ব্রহ্মণঃ সাম্যজ্ঞাতঃ	২০/১৭	বিতৰ্জি মা লক্ষ বরেনা	১৮/২৫
পরাভবত্বেপদবোধোজাতো	৫/৫	বিশ্বং পৃথগ্ভাৰ্ম্মিচ্চ কপতেষ	১১/৫
পরিজ্ঞানুপাধিবিচিত	৩/৩	বিন্দুশৰ্য্যসা জিতবিশপগো	১১/১৫
পৰোহাজঃ সবিতৃজ্ঞাতবেদো	৭/১৪	বিশেষবুদ্ধিবৈৰ্জিতো মানস্ক চ	১০/১৫
পাতুং ন শেকুৰ্ণিপশততুল্যঃ	১৮/২৭	বিশ্বেষবহুদাননিরোহকৰ্ম	১৮/৫
পিতৃপুত্রপতে ভ্রাতর এনমন্তঃ	৫/৮	বেদাং যুগ্মান্তে তমসা	১৮/৫
পুতঃ পিত্রা মিথুনাভাবমন্তঃ	৯/৮	ব্রহ্মণ্যোহন্যাং কৃতো নাতের্জিতা	৪/৫
পূৰ্ণবস্তুপুৰী দক্ষিণবাময়োঃ	২০/৩		
পূৰ্বস্তাং সবিতৃরজঃ পশ্চাত	২১/১৩		
পূৰ্ণে কৃতো মে যদমৰ্	৫/১৯		
প্রতীহাং সুবল্লাদাঃ প্রতিহরীন্দয়ঃ	১৫/৫		
প্রভৃতা বিদ্যেন কাপাং যৎ	২০/৫		
প্রত্যক্ প্রপাত্তং ভাববক্ষসজ্ঞঃ	১২/১১		
প্রত্যক্ষিতো যুধি ধৰ্মেণ	১৫/১১		
প্রত্যায়মে বে কবয়েতিয্যাত্তে	১৮/৩		
প্রভৃতীকৃত্যুৎপন্নমহুৰে	১০/৩		
প্রমথ্য দৈত্যে প্রতিবালগাং	১৮/৩৯		
প্রষ্টং প্রবৃত্তঃ কিমিহারগং	১০/১৯		
প্রসজ্জতি কুণি লাত্যতুজাশ্রয়	১০/১৬		
প্রশ্নং এবাং বিবৃত্তং যয়ং	২৯/২১		
প্রাপ্তা নৃজতিবিহ য়ে চ জন্তসো	১৯/২৫		
প্রীতিৰ্ম যাদপদ্যি বাসুদেবে	৫/৩		

5

প্রীয়েত সদস্য: সা হু বিশ্বজীস:	১৫/১০
প্রৈয়দ্রবৎ বংশমিমা:	১৫/১৬
প্রকঃ হলমানেদিকুরসোবেরাবৃত্তো:	২০/৭
প্রখাদিবি পক্ষসু পুত্রমাগাম:	২০/৬
ব	
ব্যাসি যোগপ্রতিখি সাধো:	১০/১৮
বদন্তি বিখ্যঃ কবয়ঃ শ্ব দম্বয়ঃ	১৮/৮
বহিষি তদ্বিধেবঃ বিম্বদত	০/২০
ব্যচঃ পরঃ চরণপঙ্কর	২/১০
ব্যাপবিধৌ ভগবতঃ শতপত্র	২/৮
বিজ্ঞো বিভর্তি ধনুধী	২/৭
বিনিত্যনুগামাণো পৌরপ্রকৃতি	৮/৫
বিনা পুনঃ যেন মহাবিনোহঃ	৫/২৭
বিম্বমত্যাঃ বিম্বদানুদপসাত	১৫/১৫
বিভর্তি মা লঙ্কঃ বরোহা	১৮/২৫
বিতং পৃথঙ্কানতি রূপভেদ	১১/৫
বিম্বসসো জিতহইসপল্লো	১১/১৫
বিশেষধর্মবিধেবঃ মানক চ	১০/১১
বিশোক্তব্যহানিরোচকর্ম	১৮/৫
বেদাঃ যুগান্তে তমসা	১৮/৫
ব্রহ্মণোহান্যঃ কৃতো নাভেরিপ্রা	৮/৫
ড	
ডন্তেভুলঃ ভাবিতভূতভাবনঃ	১৭/১৫
ভগবতর্থেভবঃ পরিপ্রক্ষমাণ এতদ্ভিন্দ	৮/১১
ভগবতো গুণময়ো ভূতাপ	১৬/৫
ভগবদ্ব্যবসাজে আদ্যতত্ত্ব	৮/১১
ভজন্তে ভাবনঃ মনুলাকুতিং	১৬/৫
ভজন্তে ভাবনঃপদানুভবঃ	১৭/১১
ভজ্ঞা চ্যোত্ততো মেকশিরসো	১৭/৫
ভবঃ পরঃ সোধঃ বিরিকর্ষীঃ	৫/১১
ভবানঃ যুগান্তব্যঃ উর্মিমালিনি	১৮/১১
ভবনীমাতিঃ ঐগাণার্বদ্বহসো:	১৭/১১
ভবতস্ত মহাভাগবতো যদা	৭/৫
ভবতস্যোদ্যজঃ সুমতির্নামতিহিতো	১৭/৫
ভাবতস্তিতি বর্ষে ভাবান	১৭/৫

अ

ভাৰততঃপাশ্বিন্	বৰ্ষে	সৰিতিফল্যঃ	১৯/১৬	মেরোমুখনি ভগবত আৰুযোনেঃ	১৬/২৬
ভিখাম্	বোণ্ড	বয়ঃ	১৯/১৫	মৌখিকান্ধ্যমা সমাগমাত মে	১০/২২
ভুতেসু বীৰ্য্যতা উদুগমা			৫/২১	য	
ভূখীপৰবঃসিৰিপলিনভঃ			২৬/৪০	য আৰহিমানাখ্যায় স্বয়ং	১৫/৫৫
ভূম ভবিষ্যদ্যামুদুখীখন্ততঃ			১৫/৫০	য ইদং ভাব্যবসত্যভিজিতা	১৪/৪৫
ভূপৰমৰ্য্যোবোবোশেৰতঃসবিলসিত			৯/১৮	য এষ এবনমুঃকৃতো ধ্যায়মানো	২৫/৫৫
ভ্রাতৃবামেনং তদতঃবীৰ্য্যন্			১১/১৭	য এষ শোভকপদঃ পুৰুষো	১৮/২৭
				যং লোকপালাঃ কিল মংসর	১৮/২৭
				যঃ প্ৰাপ্ণবৃত্তা পৰিকৃত্ত	১৮/১০
ম				যজ্ঞোৰ্যমোহামবয়োগালোভ	১১/১৬
মলিকটো বজ্জকুট ইক্সসেশো			২০/৪	যজ্ঞায় ধৰ্মপত্যয়ে বিধিসেপুণায়	১৪/৪৫
মংকমভিমংকথবা চ নিত্যং			৫/১১	যঃ ততঃ কৰ্মমায়ং লিঙ্গং	২০/০৫
মংপ্ৰাপ্তয়েহঃজেশপদুসানুসায়			১৮/২২	যং তৰিণ্ডজ্ঞান্ধবদ্যামেনকং	১৮/৪৫
মত্তোঃপানপ্তংপৰতঃ পৰাধ্যং			৫/২৫	যন্তঃপ্ৰবতনবিগত্যন্যোপায়েন	২৪/২০
মনন্ত তন্তঃ ভজতদ্যবোক্ষজ্ঞে			১৮/৯	যন্ত্ৰীণ্যবায়বিধি যোবতিৰ্গুমন্যু	১৫/১০
মনপিতো নিৰ্জিতিভাজ্ঞো			১০/১৫	যৎসল্লগং নিভীৰ্য্যদেবতঃ	১৮/১১
মনোবচ্যোভূকঃপেহিত্য			৫/২৭	যৎসত্তোহঃ দ্ৰিষ্টো স্বতেজসা	১৭/২২
মনবোঃসদ একাবপপতযোজন			১৬/১৬	যঃ হ দেবপত্যয়ঃ ষৈঃ	১৭/১০
মণবো মোকমণবঃ সুপাৰ্ধঃ			১৬/১১	যঃ হ বাব ন তদমহোঃপ্ৰাৰ্জিতিঃ	২৪/১১
ময়া সন্তোঃ ক্ৰমতেহজ			১৮/২৮	যঃ হ বাব বীৰ্য্যত উত্তনপাৰিঃ	১৭/২
মহাশতঃসমিহ মৰ্ত্যশিক্ষণং			১৯/৫	যঃ হ বাব ভগবান্ পিতৃবাজো	২৬/৬৫
মহৎসেবাং দ্যামাৰ্হবিমুক্তে			৫/২	যঃ হ বাব ভগবান্ হৰিকৰ্ণাপি	১৭/৮
মহাৰ্হিমানাং স্বকৃত্যক্তি মানুঃ			১০/২৫	যঃ হ যৈ শাস্ত্ৰান্ ভক্ষ্যমানা	০/২৮
মহৰ্ষ এতঃচিট্ৰাং লোকসা			২৬/১	যঃ হি মহাৰ্হিব্রব শিরোমণয়ঃ	২৪/১২
মহানহং বৈকৃত্যতমঃসক্ৰিয়াঃ			১৭/২০	যদ্বাঃপদপদ্যুভয়তোলাভিতিঃ	১৭/১০
মহাশতঃ সমতিভাং প্ৰশাস্ত			৫/২	যদ্বোঃপদ্যোঃপদ্যুদ্বাঃ	১২/১০
মাং চাঃপসুৰ্হাৰ্হি নেত্ৰমমুভ্ৰতন্			২/১৬	যদ্বোঃপতি ত্য্য সানসসূঃ	২২/৯
মাগাৰনরাঃজবিত্তবন্ধুঃ			১৮/১০	যথা কুলপল্লভেঃগ ভমতা	২২/২
মাত্ৰাণি কৰ্মণি পুংস চ তাসাং			১১/৯	যথালিঙ্গং স্বাবরজমমানা	১১/১৪
মায়া যথায়ো ভমতে তদাঃপয়ং			১৮/০৮	যথা প্ৰীণো দ্যুতবৰ্হিতমন্	১১/৮
মিগ্ৰুতি মথু মনসা দিব্ধকবো			১৮/০৮	যথা মেটীস্ততঃ অক্ৰমণ পশথঃ	২০/০
মুক্তং ন তে পৰসি			২/১৪	যথাসত্যোদানদান্যাতাভাঃ	১০/২১
মুক্তভক্তো যদি বজ্জামেবলত			১৪/২৪	যথা হনুবৎসঃ কৃষ্যামপম্য	১৪/৪
মুতিং নঃ পুংকৃপায়া			২৫/১০	যথৈকিকান্দ্যিককালপণ্ডিঃ	১৯/১৪
মুৰ্খানপিতমবুৎস সন্তত্ৰো			২৫/১২	যথবঃবঃপদ্যোঃ প্ৰাপ্তপশন্তো	২৪/২
মূলে রসায়ঃ স্থিত আদ্যতঃশ্ৰে			২৫/১০	যথঃপদ্যোঃ দ্বয়ি নিৰ্ণেণ মনো	১৯/১১
মূতেঃতঃ এষ এতঃসি			২০/৪৪		
মূথে শীলদন্ ন তু ততঃজতি			১০/১৫		

যদপি দিগ্ভিভজ্যমিহো যদ্বিনো	১৪/৪০	যদ্বিহ বৈ নিজবেদপথাং	২৬/১৫
যদযজ্ঞীৰ্য্যাকরিতং	৪/১৫	যদ্বিহ বৈ বিগ্নো রাজন্যো	২৬/২৯
যদা কিতাবেব চরাচরস্য	১২/৮	যদ্বিহ বৈ ভূতানামীশ্বরোকল্পিত	২৬/১৭
যদা চৈন্দ্রাঃ পূৰ্বাঃ প্রচলতে	২১/১০	যদ্বিহ বৈ রাজা রাজপুরুষো	২৬/১৬
যদা তু পরত আহরণং কর্মবেতনত	৯/১১	যদ্বিহ বৈ সৰ্বগাং ভাব্যাং	২৬/২৬
যদা তু পরবাহয়াজ্ঞ আত্মনো	১৪/১৪	যদ্বিহ বৈ সৰ্বতিগমন্তুং	২৬/২১
যদা ন পশাতাযথা গুণহাং	৫/৭	যদ্বিহ বৈ শ্রেয়সে বজ্রায়া	২৬/১৯
যদা তু পাষাণ্ডিভিরাঙ্ককিতৈঃ	১৪/৩০	যদ্বিহ ব্রহ্মহৃৎ স কালসূত্র	২৬/১৪
যদা কৃশিকাবিন্দু পক্ষসু	২১/৫	যজ্ঞ তত্র পূন্যং ত্বং পরম ভাগবতং	৯/২
যদা মনোহরয়গ্রহিবদ্য	৫/৯	যজ্ঞ মহাবলদ্যঃ সুপাশনিরায়ো	১৬/২২
যদা মেঘতুল্যোর্বর্ততে	২১/৪	যদ্বিন্দু প্রবিত্টেহদূরবন্ধনাং	২৪/১৫
যদাহ যোগেশ্বর দৃশ্যমানং	১২/৪	যদ্বিন্দু ভবান্ কণ্ঠনিজাতিমানো	১২/৬
যদা হি বিজবরোদ্যানুমায়া	১০/২	যদ্বিন্দব বর্ষাণি নবযোজন	১৬/৬
যদ্বিনং যোগানুশাসনং ন বা	১৪/৩৯	যদ্বিন্দবসংযোয়বিশেষনাম	১৮/৩০
যদুপজোয়গজবান্যা অনুভবীণাং	১৬/১৮	যদ্বিন্দুভিঃ প্রভংগং ব্রহ্মহাং	৫/২০
যদু হ বাব তব পুনরবসকর্তরিহ	৩/১৫	যদ্য কিলানুচরিতমুপাকৰ্ণ্য	৬/৯
যদু হ বাব বিদ্যমানঃ	১৬/২১	যদ্য পুশ্যাগ্নেহবাক্শিরসঃ	২০/৫
যদেতদ্ব্যবহত অসিতস্য মেঘং	২২/১	যদ্য প্রজানাং দুদুহে	১৫/১০
যদ্যত্র নঃ স্বর্গস্বাশেষিতং	১৯/২৮	যদ্য বহিষি যজ্ঞেণ দশ্যাম্	৪/৭
যদপি প্রবিতং সকল ধর্মং	৪/১৬	যদ্য বকলং কবরো বিপশিতো	১৮/৩৬
যদুপা ধুবমকৃতং যদেকমাশ্রয়	২৫/৯	যদ্য হ পাণ্ডবেয় শ্লোকবৃন্দহরতি	৪/৬
যদুপমেভিজ্জমদযার্ণিতি	১৮/৩১	যদ্য হ বা ইদং কালেন	২৫/৩
যদ্যম প্রত্যমদবীর্ভয়েককাম্য	২৫/১১	যদ্য হ বাব কুংপতন	২৪/২০
যদ্বির্মিতং কর্ণি কৰ্মপৰীণী	১৭/২৪	যদ্য হীজ্ঞঃ স্পর্শমানে ভগবান্	৪/৩
যদ্ব্যাপগতো ভগবাত্তোষাংস্পতি	২১/৩	যদ্য্যজ্ঞি কমলমৃগলকণ	২৫/৪
যদ্বীয়াসং একাশীতিজ্যায়ন্তেযাঃ	৪/১০	যদ্য্যনা আসীন্ গুণবিগ্রহো	১৭/২২
যদভ্যভিষ্কন্ পুরা মুদা	১৫/১০	যদ্য্যক্বেবে ভগবানমধরাষ্টা	১৫/১২
যদাধ্যসা স্থিতিজ্ঞাস্যমেঘং	১৭/২১	যদ্য্যমিতি যৎনরবেদে দস্যত	১০/২
যদ্বি বাব স ভগবান্ লোকমিমং	৫/৩২	যদ্য্যমু হ বা এতে ভক্তিঞ্জির	১৪/২
যদ্বীল্যং মৃগপতিরাসে	২৫/১০	যদ্য্যমেব কবয় আশ্বানবিরতং	৬/১৭
যদ্বিহ বা অগম্যো প্রিয়মগম্য	২৬/২০	যদ্য্যস্তি ভক্তিগগনতাক্ষিনা	১৮/১২
যদ্বিহ বা অতিবীণাভাগতন্	২৬/৩৫	যদ্য্যেদং ক্রিতিমন্তলং ভগবতো	২৫/২
যদ্বিহ বা অন্তত বদতি	২৬/২৮	যদ্য্যেকং চক্ৰং দ্বাদশারং	২১/৩৩
যদ্বিহ বা অসংবিভজ্যমাতি	২৬/১৮	যদ্য্যো হি নাগরাজকুমার্য	২৫/৪
যদ্বিহ বা অজাতিমতি	২৬/৩৬	যা তস্য তে পাদ সত্রোকহর্ষাণং	১৮/২১
যদ্বিহ বা উদ্যঃ পশুন্	২৬/১০	যাদুপজ্জ্বাণান্যং ন কদাচিপি	১৬/২৫
যদ্বিহ বা এতদহমিতি	২৬/১০	যাবৎ ক্রিয়াত্ৰাবদিবং মনো বৈ	৫/৪

যাবৎ পরাদ্রষ্টাশ্রদ্ধকামঃ	১০/১২	র	
যাবদক্ষিপায়নমহানি বর্ষন্তে	২১/৬	রথনীভজ্ঞ যুগ্মিশেষপ্রক্ষ্যোজ্ঞান	২১/১৫
যাবদ্যনো রজস্য পুরুষস্য	১১/৪	রম্যকে চ ভগবতঃ প্রিয়তমং	১৮/২৪
যাবদ্যনসোত্তরামেরেস্তরং	২০/৩৫	রহুগণ ভূমিণি হাক্ষরনোহস্য	১০/২০
যাসাং প্রয়োভিঃ কুশবীণীকসঃ	২০/১৬	রহুগণৈতৎতৎপস্য ন যতি	১২/১২
যাসামন্তঃ পরিক্রমলমুপযুক্তানাং	২০/২২	রাজন্ পতিওক্তরলং ভবতাং	৬/১৮
যা স্থাপযুক্তানানাং মুখনির্বসিতো	১৬/২০	ল	
যুক্তং ন চিত্রং ভয়ি	১৮/৫	লক্ষ্যেস্তরং সার্বনকোটিযোজ্ঞান	২১/১৯
যুদ্ধজিহ্বাবিলুপিতাঃ	২/৯	লক্সা কদম্বকচিত্রক	২/১০
যে বিহ বা অনাগসোহরাণো	২৬/৩২	লোকং প্রদর্শয় সূক্ততম	২/১২
যে বিহ বা অজ্ঞাতকুলসু	২৬/৩৪	লোকং স্বয়ং জ্যোতি নষ্টদৃষ্টি	৫/১৬
যে বিহ বৈ দস্যবোহয়িদা	২৬/২৭	লোকোক্তে ইতি সমাখ্যা	২০/৩৬
যে বিহ বৈ পুরুষাঃ পুরুষা	২৬/৩১	লোকস্য যঃ ককণাভয়মাত্মলোক	৬/১৯
যে বিহ বৈ বৃক্ষলীপতয়ো	২৬/২০	শ	
যে বিহ বৈ ভূতানুঘেজ্যযতি	২৬/৩০	শঙ্কতে বিদ্যান্ কৃকলেশ্বর	১২/১৪
যে বিহ বৈ রাজন্যা রাজপুরুষা	২৬/২২	শমো দমঃ সত্যমদুঃসহ	৫/২৪
যে বিহ বৈ ঋগাণ্ডপতয়ো	২৬/২৪	শান্তিভিগোত্রা নৃপতিঃ প্রজানাং	১০/২৪
যে বিহ বৈ যমোদানু বিহিসিতা	২৬/১১	শিবং যবসং সুভংগং শান্তাং	২০/৩
যেন হ বাব কলৌ মনুজাপসদা	৬/১০	শিব্যা ইমে ভগবতঃ পরিতঃ	২/৯
যে বা ময়ীশে কৃতশৌহদার্থা	৫/৩	শীতোষ্ণদ্যতনৈর্ঘেষু বুধ ইবান্যুভাসঃ	৯/১০
যে ব্রাহ্মণা গামবদুতলিঙ্গা	১০/২০	শুরৈর্হৃতং ক চ নির্বিজ্ঞেত্যঃ	১০/৭
যেহাং কিমু স্যাসিতরেণ	৫/২৫	শোচ্যনিমাত্ত্বমদিকটীদান্	১২/৭
যেহাং বলু মহাযোগী ভরতো	৪/৯	শ্রদ্ধাবিত্তাক্ষ্যলতজিহোণ	১৫/১২
যেবু মহারাজ ময়েন মায়বিনা	২৪/৯	শ্রদ্ধা স্থলং তথা সূক্ষ্মং	২৬/৩৯
যেবুন্নর পরিবৃত্তাঃ সহ সুরললনা	১৬/১৫	স	
যৈঃ ব্রহ্মা বহিষি ভাগশো	১৯/২৬	স ঈশ্বরত্বং য ইদং	১৮/২৬
যোহস্তবিত্তার এতেন হি	২০/৪২	স এক এবৈতরথা মিথো	১৮/২০
যোহসৌ তদ্রহরগোমদ্বিত	২০/১৯	স এর পুনর্নির্ভাগগরুহীতো	১৪/২০
যোহসৌ ভদ্রা কদম্বোজ্জহতঃ	২/১৪	স এর ভগবানমন্তোহনন্ত	২৫/৬
যোহসৌ ভগবতি সর্বভূতান্নানি	১৯/২০	স এষ দেহাত্মানানি সঙ্ঘাদি	১৪/১১
যোণিঃ কৃতমৈত্রস্য পট্টার্জ্যবে	৬/৪	স এষ ভগবানাদিপুরুষ	২২/৩
যোগেন দৃষ্ট্যামানম্বদুস্তো	৫/১০	স এষ সার্থেহির্ধরঃ পরিভ্রমন্	১০/১
যোগেশ্বরায় গতিমন্তুভিঃ	১০/২০	সংখ্যা যদ্য তত্তদুপাঙ্গনীয়তে	১৮/৩৩
যো দুস্তাভ্যং ক্রিতিসুত	১৪/৪৪		
যো দুস্তাভ্যপারমতান্ সুপ্রজাভ্যং	১৪/৪০		
যো বায়ং বীণা কুবলয়	১৬/৫		
যো যোগান্যঃ স্পৃহয়ত্বদন্তা	৬/১৫		

সকলজননিকায়বুজিন	৩/৫	সীতা তু ব্রহ্মসরনাং কেশরাজলানি	১৭/৬
স কদম্বিনিতমো ভগবানুযতো	৪/১৯	সুরেতসাদঃ পুনরাবিষ্য চষ্টে	৭/১৪
স চ কদাচিৎ পিতৃলোককামঃ	২/২	সুরোৎসুরো বাপাথ বানরো	১৯/৮
স চ প্রাকৃতধিপদপণ্ডিতরামঃ	৯/৯	সূর্য্যাপ্ত গোপায়ের্মো কেষ্টায়	২০/৪০
স চাপি তদু হি পিতৃসন্নিবেদী	৯/৫	সূর্যেণ হি বিভজ্যতে	২০/৪৫
স চাপি পাণ্ডবেয় সিদ্ধসৌবীর্যপতি	১০/৫	সৌবীর্যপতিরপি সূজনসমুৎপত্ত	১০/২৫
সন্তুজয়া ব্রহ্মচর্যেণ শব্দং	৫/১২	দ্বিত্যো ব্রহ্মত্বা হৃদীকেশ্বরং	১৮/১৯
সত্যমুক্তং কিংহি বা একে	৬/২	স্থল্যজিতাপাং পরমোহুতিভাপঃ	১০/২২
স ত্বং মনাপাচ্ছত শীর্ষি	১৮/২০	স্থলোনির্জিতমাদ্যনং শীমঃ	২৬/৩৯
সত্যং বিশত্যাগিতমর্ষিতো	১৯/২৭	স্থৌল্যং কাশ্যং ব্যাঘ্রং	১০/১০
স বহু বিদ্যাহীপতিঃ পিতৃপিতামহ	৭/৪	স্থগোতিঃ পিতৃবেবেভ্যো বিভজন্	১০/১২
স বাসনায়া বিষয়োপরস্তো	১১/৫	ব্রহ্মমিথ্যাদানমচ্যুতস্য	১০/২০
স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ	১৮/২০	ব্রহ্মে নিকৃত্য গৃহমেবদৌখ্যং	১১/৩
স বৈ ভবান্ লোকনিরীক্ষার্থ	১০/২০	ব্রহ্মং বিদতে তজতমনিজ্ঞাতান্	১৯/২৭
স বৈ স্বধর্মেন প্রজাপালন	১৫/৭	স্বর্গ্যপর্বণী নরকা	২০/৪৫
সমাগতস্ত্রীঃ সবসম্পত্তিঃ	১৫/৯	স্বস্ত্যস্ত বিধস্য খলঃ	১৮/৯
সম্পদেতে পিতরি নব জাতরো	২/২০	স্বধামাতারো হুব ঈভা	১০/১১
সম্প্রচরৎসু নানামাগেহু	৭/৬		
সম্ভাষিতবানি পরে পরে বো	৫/২৬		
স যদা দুষ্কপূর্বদুকৃততদা	১৪/১২		
সর্বজীবনিকায়নাং সূর্য	২০/৪৬		
সর্বত্র জ্যোতির্ভাবগতা	৫/১০		
সর্বত্র মন্ত্রাবশিষ্টকণেন	৫/১০		
সর্বত্রি মন্দিরাত্যা তবজি	৫/২৬		
স লোকব্রহ্মাণ্ডে পরিত	২০/৩৭		
সহস্রশঃ শতশঃ কোটিশচ	১১/১১		
স হি সর্বথাং জ্যোতির্গণনাং	২০/২		
সাংসর্গিকো দোষ এব	১০/৫		
সা চ ততস্তস্য বীরদুঃখপতে	২/১৮		
সা চ তদাশ্রমোপনমতি	২/৪		
সা মায়া শ্রুতির্দুর্গাদেহেহপি বীর	১২/১৫		
সা সুদৃঢ় সূতায়বানুকংসরং	২/২০		

হ

হাসে তরৌ ময়ি ভক্তাদিবৃত্তা	৫/১০
হস্তাং হঃ সপদি নৃণাম	২৫/১১
হরত্যাগোহস্ত্য জনিত্তিগিতো	১৮/১১
হর্যাবতস্তস্য কতো মহদুণ্য	১৮/১২
হরিং তবীহ্যকখনক্সতাত্যং	১২/১৬
হরিরবো চাপি ভগবান্	১৮/৭
হরির্হি সাক্ষাৎগবান্ শরীরিণা	১৮/১০
হিস্তা মহাংস্তং যদি	১৮/১০
হিস্তা গৃহং সংসৃতিচক্রবালং	১৮/১৪
হিরণ্যমেহপি ভগবান্ নিবসতি	১৮/২৯
হিরণ্যগর্ভ ইতি যচ্ছিরণ্যাত	২০/৪৪
হৃদাশংহারঃ পরোমণিধ্বনস	১৬/১০